



# সুরোপে তিনমাস

( সচিত্র )

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী



ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিমিটেড,  
২৯৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা





## সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উদ্বোধন	১
দাড়াই বাবা	১২
বোম্বাই পথে	১২
বোম্বাই সহর	৩১
বোম্বাই বিদায়	৩৬
জলপথে	৪৪
ভারত মহাসাগর	৫০
লোহিত সমুদ্র	৬৭
পোর্ট সায়েদ	৯৩
ভূমধ্য সাগর	৯৯
ফরাসীর দেশ	১১৭
প্যারিস	১৩৯
লগুন	১৯৩
এবার্ডিন	২১৫
মাসগো	২৩০
এডিনবার্গ	২৩৫
লগুন যুনিভার্সিটি কংগ্রেস	২৪৩
অক্সফোর্ড	২৪৭
বর্সিংহাম	২৫৩
ম্যাঞ্চেষ্টার	২৫৮
লিভারপুল	২৬৫
লীড্‌স্	২৬৮
কেম্ব্রিজ	২৭১.

বিষয়	পত্রাঙ্ক
লগুন	৩২
ব্রাইটন	৩২৫
লগুন	৩৩১
ফেণ	৩৪১
ফ্রান্সিস্কা টি জম্মাণা	৩৫৭
মিলান - ই. এ. ৩	৩৬৮
ভিনিস	৩৭৬
খ্রোবস্ক	৩৮
বেসম	৩৮৫
নপলস	৩৯৬
বগুসী	৪০৬
গুহাভিগে	৪০৯
পোর্ট ন্যাংন	৪১৪
উপসংহাব	৪৩৫





ভারত-সম্রাজ্ঞী রাণী মেরী

# যুরোপে ভ্রমভ্রম ।

## উদ্যোগ ।

ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে ছাত্রাবস্থায় ৬০০মেষচন্দ্র দত্তের “ইউরোপে  
তিন বৎসর” পাঠের সময় বর্তমান প্রবন্ধের স্থানা—রবিন্সন্ ক্রশো বা গলিভারের  
ভ্রমণকথা অপেক্ষা রমণ্যবাবুর পুস্তক তখনকার ছাত্রদিগের অধিক চিত্তাকর্ষণ  
করিত। অনেকে কল্পনা সাহায্যে তৎপ্রদর্শিত পথের পথিক হইত।  
ওয়াশিংটন আর্ভিংএর “স্কেচবুক” তখন নিয়ন্ত্রণীয় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত  
হইত—“পুরাতন” বলিয়া তাহা কিছুদিন পাঠ্যপুস্তক তালিকার বহির্ভূত  
হইয়াছিল; “পুরাতন পন্থীদিগের” কর্তৃত্বে আবার তাহা পাঠ্য পুস্তক  
হইয়াছে। হেয়ার স্কুলের প্রথিতনামা ছাত্রবৎসল শিক্ষক স্বর্গীয় নীলমণি  
চক্রবর্তী মহাশয় গুরুগম্ভীরস্বরে ওয়াশিংটন আর্ভিংএর “Voyage” হইতে  
‘Shoals of porpoises’এর সঙ্গীত, চিত্র আবৃত্তিচ্ছলে, যখন মানসপটে  
চিত্রাঙ্কিত করিয়া দিতেন, তখন বিলাতপ্রবাস বাসনা অনেকেরই মনে স্ফ  
লাগিয়া উঠিত। আমেরিকানদিগের সহিত ইংরেজের যে সম্পর্ক, আধুনিক  
ভাবতবাসীর সহিত ইংরেজের ঠিক সে সম্পর্ক নয়। সে সম্পর্ক এখন নানা  
কারণে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যে আকর্ষণে ওয়াশিংটন  
আর্ভিং আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডে আসিবার উপলক্ষে ‘Voyage’ রচনা

কবিয়াছিলেন, ইংবেজি শিক্ষিত অনেক ভাবতবাসীৰ পক্ষে সে কাৰণ ও সে আকৰ্ষণ প্ৰচুব পৰিমাণে বৰ্ত্তমান ছিল, বহিৰাছে ও বহিৰে—বোধ হয় বাডিবে। বাৰ্মায়ণ মহাভাবতেৰ সহিত ঘনিষ্ঠ, কেন আংশিক, পৰিচয়েবও বহু পূৰ্বে সেক্সপীয়ৰ মিলটনেৰ বহুলতৰ পৰিচয় এ অবস্থাৰ জন্তু বিষংপৰিমাণে দায়ী। যে যে কাৰণে ইংলণ্ড-প্ৰবাস ইংবেজি শিক্ষাৰ অনুকূলে শাৰ্ষত্ৰান অধিকাৰ কৰিষাছে ও কৰিবে, তাহাৰ বিস্তাৰিত আলোচনা এ প্ৰবন্ধেৰ উদ্দেশ্য নহ। তবে কথাটাব ইঙ্গিত অগ্ৰাসঙ্গিক নহে।

কাৰণ বা উত্তেজনা বাহাই হটক বিলাত যাইবাব ইচ্ছা অনেকেৰ হয়, আমাবও ছিল। নানা কাৰণে ছাত্ৰজীৱনে তাহা ঘটে নাই। ঘটিলে আৰু কি অঘটন ঘটত তাহা যেটোবা পূজাব দিন বিধাতাপুৰুষেৰ পক্ষ হইতে নিৰ্দ্ধাৰিত হয় নাই।

নিজেৰ যাওয়া ঘটুক বা না ঘটুক, আত্মীয়-স্বজন—বন্ধবান্ধব ও পৰিচিতৰ মध्ये যে যখন বিলাত যাইতেন, তাহাৰ ব্যবস্থা বন্দোবস্তেৰ ভাব গ্ৰহণ কৰিগা কখন কখন মনেৰ আক্ষেপ নিবাবণ কৰাব বোগও অনেক দিন চলিয়াছিল। স্বৰ্গলতাৰ “বিধুভূষণ” যাত্ৰা বাবোয়াবী উপলক্ষেও কখন এত ব্যস্ত বিপৰ্য্যস্ত হইত না। “কখন না কখন বিলাত যাওয়া ঘটবেই ঘটবে,” কোথা হইতে এ ধাবণা মনে কিস্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুৰও সময়ে সময়ে কবকোঠা প্ৰমাণ একথায় সায় দিতেন, “পঞ্চাশোদ্ধেব” অনুমানও দিতেন। বাৰ্মনাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয় সদৰ্পে বলিতেন, “বিলাত যাইতেই হইবে, কিস্তি পঞ্চাশেৰ কাছাকাছি।” ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়েৰ গায় সবল নিৰ্ভীক সত্যসন্ধ মেহময়, শ্বশি-তুল্যা শুদ্ধাচাৰী ব্ৰাহ্মণ আজ কাল দেখা যায় না। আবেদন, আন্দোলন, আলোচনাৰ ফলে সিবিদ্য সাৰ্কিসেৰ বয়স পঞ্চাশেৰ উপৰ পৰ্য্যন্ত ঠেলিয়া তোলা যাইতে পাৰিবে এ ভবাশা কখন মনে স্থান পায় নাই। অতএব পূজাপদ ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়েৰ আশ্বাসবাক্য মৰীচিকায় “বিষয় কল্প” ব্যৱস্থাৰ অপেক্ষায় থাকিলে বিশেষ উপকাৰ হইত না। আৰু পঞ্চাশেৰ পৰা যে ব্যাবিষ্টাৰ হয় সে অল্পবুদ্ধি। তথাপি কোথা হইতে কি কবিয়া এ বয়সে বিলাতপ্ৰবাস ঘটিয়া গেল সে কথাটা বিশেষজ্ঞদিগেৰ বিবেচ্য।

যাহাদের বিলাত যাওয়া প্রসঙ্গে এইরূপে নিজের মনসাধ বিকল্পে কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে হইত, তাহাব মধ্যে উত্তরকালে স্বনামধন্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আব একজন। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাহাব মধ্যম সহোদর নলিনী হোয়াব স্কুলেব নিম্নশ্রেণীতে আমার সতীর্থ ছিলেন। রোগে পড়িয়া তাহাকে মধ্যে এলবাট স্কুলেব আশ্রয় কিছুদিন লইতে হয়। তারপব কলেজে পাঠ অবস্থায় প্রেসিডেন্সী পুনবায দেখা শুনা। গিলক্রাইষ্ট স্কলার্শিপের জন্ত আমি প্রার্থী ও সফল শুনিয়া প্রদল ক্ষুণ্ণ হন। ল্যাটিন পড়িলাম, পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুতও হইলাম। কিন্তু প্রিয় বাল্য সহচর কথ প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে প্রবৃত্তি কুলাইল না। কথ সুহৃদকে মনঃক্ষুণ্ণ করান অপেক্ষা আমার নিজের সে সংকল্প ত্যাগ কবা শ্রেয়ঃ বোধ হইল। প্রফুল্লচন্দ্র স্কলারশিপ লাভে কৃত্তী হইলেন। স্কলারশিপ পাইয়া প্রফুল্ল যখন বিলাত যাইবাব উদ্যোগ আবস্ত কবেন তখন আমি তাহাব একজন উদ্যোগী এবং অন্তবঙ্গ বন্ধু।

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষাব জন্ত প্রস্তুত হইবার কল্পনায ল্যাটিন ক্লাসে “মেন্সা মেন্সী” আওড়াইয়াছিলাম। অত্ৰ কোন উপকাব হউক না হউক, এই ল্যাটিন চর্চা এবং উত্তর কালে এতদনুরূপ ফ্রেঞ্চ চর্চা, সংস্কৃত কলেজে নয় বৎসব বয়স হইতে “সহর্গেয” “বারে”ব আলোচনা এবং রামেশ্বরপুর স্কুলে এবং বহুবাজার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা অভ্যাস, পরে ইংবাজী চচায় বিশেষ আনুভূল্য করিয়াছিল, একথাটা এইখানে বলিয়া রাখি। আজ কালিকায শিক্ষা-যন্ত্ৰ সাহায্যে সাধারণ জ্ঞান বর্জিত “বিশেষজ্ঞের” সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিতে পাই। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস হেলায় হারাষ্টেছি বোধ হয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাত যাত্রার আয়োজনে উদ্যোগী হইলাম। স্বর্গীয় ব্যারিষ্টাব মিষ্টাব নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তখন বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছেন; বোধ হয় ইংরেজী ১৮৭৮ কি ১৮৭৯ সাল হইবে। মিষ্টাব ঘোষের মলঙ্গার পুরাতন বাড়ীতে প্রফুল্লকে লইয়া বিলাত সংক্রান্ত সমস্ত বার্তা নির্দ্বারণ ও বিজ্ঞাপন, চাঁদনীৰ বাজারে কলার টাই থরিদ, কাঁটা চামচ ধারণ-প্রণালী আবিষ্কার এবং শেখান



এবং Anchor line জাহাজেব Stewardকে লাট সাহেব ভাবিয়া সেলাম কৰাব অৰ্দ্ধাচীনতা বোঝান প্রভৃতি বিবিধ নিগূঢ় তথ্যেব আমি প্রক্লচক্সেব স্বয়ং-সিদ্ধ শিক্ষা গুৰু। গুৰুৰ নিজেব সাক্ষাৎ সাধনা বহুকাল পৰে যখন দাটল তখন ভূতপূৰ্ব শিষ্য জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

পঁয়ত্ৰিশ বৎসৰ পৰে উভয়ে “পুনশ্চ” বিলাত-যাত্ৰাব ব্যাপাবে ভূতপূৰ্ব শিষ্য গুৰুপদ অধিকাৰ কৰিলেন এবং গুৰু আহ্লাদেব সহিত শিষ্যই গ্ৰহণ কৰিল।

সে বাবেও শিষ্য একাকী পলাইয়াছিলেন, এবাবে গুৰুগিৰীতে উন্নীত হইয়া শিষ্য ঘটনা চকে পুনৰায় সেই পুৰাতন, একাকী-পলায়ন-পদ্ধতি অনুসরণ কৰিয়াছিলেন।

সেই কথাবট সংক্ষেপে অবতারণা কৰিব।

স্বৰ্গীয় দ্বিজেন্দ্ৰলাল বাম তাঁহাব সুবধাম বাটীতে যে শেষ পূৰ্ণিমা মিলনেব উদ্যোগ কৰেন আমাৰ তাহাতে নিমন্ত্ৰণ হইয়াছিল। “ভাবতবৰ্ষ” প্রচাৰকল্পে গুৰু পৰিশ্ৰমে ভগ্নস্বাস্থ্য দ্বিজেন্দ্ৰলাল ও তাহাব সঙ্গদম বন্ধগণ অমিত বলে উদ্যোগ কৰিতেছিলেন। লেখক সাহিত্য বসে বসিত ও সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্কবহিত জানিয়াও দ্বিজেন্দ্ৰ বাবু এই নগণ্য বিলাত-বাস-বার্তা ‘ভাবতবৰ্ষে’ প্রচাৰ জন্তু সনিৰ্কৰ্ক অনুবোধ কৰেন। লেখকেব মনেও আশ্পৰ্শা হইল যে, প্লিনি, ম্যাক্রো-পোলোব পৰ এমন তথ্যপূৰ্ণ অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বুঝি আৰ কাহাবও নয়ন-গোচর হয় নাই। দ্বিজেন্দ্ৰ বাবুব আকস্মিক এবং শোকাবহ অকাল মৃত্যুতে সে সব কথা চাপা পড়িয়া অব্যাহতিৰ দ্বাৰ প্রশস্ত হইয়াছিল। সম্পাদক মহোদয়গণেব সালুগ্ৰহ আশ্বাসনে এবং ‘ভাবতবৰ্ষেব’ পাঠকগণেব এবং অত্যান্ত অনেকেব সন্মত প্রেরোচনায় পাঠক সাধাবণেব ধৈৰ্য্যচ্যুতিব যে কাৰণ ঘটয়াছে, সে বিষয় বৰ্ত্তমান লেখক সম্পূৰ্ণ বিবপবাধ।

ভাবতবৰ্ষেব কেন, সমগ্র পৃথিবীৰ, সমস্ত গুৰুতর ব্যাপাবই সভা সমিতিব সাহায্যে চিৰদিন চলিয়া আসিতেছে। নৈমিষায়ণ্যে ঋষি সমাবেশ, ত্ৰিপিটক সংগ্ৰহ, বজ্জালমেনেব কৌলীন্ত প্রচাৰ-সভা বা কায়স্থেৰ “একথাই”, আমাদেৰ

গ্রাসানেল কন্ফেংস, সাহিত্য-সম্মিলন বা মুসলমানদের Literary ও Educational Conference এর সূত্রাত বংশধর Pan Islamic League সকলই একই নিয়মের বশবর্তী। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীব বক্তৃতা-স্পৃহার খাঁহারা বিশেষ বিবোধী তাঁহাদের Parliament, Election Meeting, County Council, Company Meeting এবং সহস্র প্রকাবের সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রচারিণী সভার কার্য্য মুক ভাষাষ সম্পন্ন হয় না। “বাক্য-কখন-ভাষাব” প্রযোজনীয়তা তাঁহাবা অস্বীকার বা খণ্ডন কবিত্তে পারেন না। এ সকল কাণ্য “সহস্রাধিক” সভা সমিত্তিতেও কুলায় না। সময়ে সময়ে সাময়িক মহাসভা আশ্রানের প্রয়োজন হয়। Chicago Parliament of Religions of the World, London Universal Races Conference প্রভৃতি ইহার পবিচয় ও প্রমাণ। যুরোপের মহাযুদ্ধ অবসানে শান্তিস্থাপন জন্ত প্যাবিসের প্রতিনিধি সভায় উইলসন, লয়েড জর্জ, প্রভৃতির বিরুদ্ধে এখনও অভিযোগ এই যে সে সভায় কাজের চেয়ে কথা অনেক বেশী হইয়াছে।

ইদানীং যাহা University অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত, বর্তমান সভ্য জগতে লোক শিক্ষার তাহা এক প্রধান উপায়—মতান্তরে ইহার প্রধান অন্তবায়। কিন্তু সে কথা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পব ভারতবর্ষে ল্ড ক্যানিংএর মাহাত্ম্যে নেকেলের চিরবাঞ্ছিত বিলাতী University প্রণালীর প্রচলন হয়। লণ্ডন ইউনিভারসিটির আদর্শে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম ইউনিভারসিটি স্থাপন হয়। পুরাতন ইউনিভারসিটি কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড আদর্শ তখন স্থান। কলিকাতার আদর্শেই পরে লাহোর এবং এলাহাবাদে নবীন দুই ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বম্বাই, নাগপুর, ঢাকায়, অপর অপব ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠার অল্প-বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। বেহার, কাশীধাম, মাইশোর, হায়দ্রাবাদে নব নব ইউনিভারসিটি স্থাপিত হইয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের মত হইলে ক্রমশঃ গোহাটীতে ও অত্রান্ত প্রদেশে ও জেলায়

না হইবার কোন বিশেষ কাৰণ দেখা যায় না। আগ্রা, কানপুর, আলিগড়ে নব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, যুক্তপ্রদেশের শাসনবত্তা স্ত্রাব হাবকোট বটলাব এমন আভাস দিয়াছেন। বোধ হয় বাজসাহীও বাদ পড়িবে না।

ফ্রান্সের বোলান ও প্যারিসের দৃষ্টান্তে এবং স্পেনের সোঁবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের প্রতিষ্ঠা বহুদিন হইয়াছে। শুধু ইংবেজ-জগতে কেন সমস্ত সভ্য জগতে তাহাৰা বিজ্ঞান সাহিত্য ও স্নকুমাব কলাবিদ্যাব কেন্দ্ৰস্থল বনিয়া বহুদিন সম্মান পূজা পাইয়া আসিতেছে। তাবপব এবাডিন, সেন্ট এণ্ড্রস, এডিনবৰ্গ, ডবলিন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নবীন ইউনিভার্সিটিব উদ্ভব হয়। পৰে গ্যাসগো, ম্যাঞ্চেষ্টাৰ, লিভাৰপুল, নীডম, বৃষ্টল প্রভৃতি নবীনতব ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকাংশস্থগেই পুৰাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন শাখাব সাহিত্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন যে সকল কলেজ আছে তাহাবই সমষ্টি এবং কোন কোন শাখাব শিক্ষা নিজ তত্ত্বাবধানেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিয়া থাকে। নবীনতব ইউনিভার্সিটিগুলি নামে ইউনিভার্সিটি। সেগুলি বাস্তবিক এক একটি প্রকাণ্ড কলেজ মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীৰ সাহিত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা একই কলেজের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। পুৰাতন প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা যাহাদেব মনে আছে, তাহাদেব সহজে এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পুৰাতন প্রেসিডেন্সি কলেজে এক অধ্যক্ষের অধীনে একই বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে গণিত সাহিত্য ইতিহাস দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান যেমন শিক্ষা দিতেন, সেইরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইন শিক্ষাও দিতেন। এই শিক্ষা প্রণালীৰ ফলও নিতান্ত মন্দ হইত বলা হুঁসাহসেব পবিচয় হইবে; কাৰণ যাহাৰা চিবদিনেব জ্ঞাত দেশমুখ উন্নত ববিয়াছেন, সে সকল বঙ্গবদ্ৰ সেই “অসম্পূর্ণ” প্রণালী প্রযুত।

ইংলণ্ডের নবীন ইউনিভার্সিটি সকল এই পুৰাতন প্রেসিডেন্সি কলেজ তুল্য এক এক কলেজ মাত্র, কিন্তু নামে ইউনিভার্সিটি। বর্তমান কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিলাতী “মধ্য” —পুৰাতন-শ্রেণীৰ ইউনিভার্সিটি, অর্থাৎ ইহার

অধীনে ও সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র কলেজও আছে এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহাব তত্ত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন শাখার শিক্ষাও এখন দেওয়া হয় ।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটিব অন্তর্ভুক্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় । সংশ্লিষ্ট বিভাগেব ছাত্রগণেব পবীক্ষা এবং সেট উপায়েট “বিশ্ববিস্তার” কলিকাতা ইউনিভার্সিটিব প্রথম কাজ ছিল । ক্রমশঃ কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডেব অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধ্যয়নাও ইহাব নিজ তত্ত্বাবধানে হইতেছে ও আন্তর্জাতিক অগ্ৰাণু অনেক উন্নতিও সাধিত হইয়াছে ।

নব্য শ্রেণীব অনেক ইউনিভার্সিটি অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থাপিত হইয়াছে । যে সময়েব কথা বলিতেছি তখন সর্বশুদ্ধ ইংবেজ সাম্রাজ্যে ৫৬টি নূতন পুৰাতন ইউনিভার্সিটি ছিল । সকল ইউনিভার্সিটিতেই এক শ্রেণীব এক ধরণেব শিক্ষা এক একমে দেওয়া হইবে, ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে । স্থান, কাণ, পাত্র, সমাজনির্বিশেষে ও কেন্দ্রগত পার্থক্যেব প্রয়োজন বশবর্তী হইয়া শিক্ষা ও প্রণালী-পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, অথচ শিক্ষাসংক্রান্ত মূলমন্ত্রগুলিব মর্যাদা যথেষ্ট বক্ষিত হওয়া প্রয়োজন । এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বোরাপাডাব জ্ঞাত Universities Congress of the Empire নামে ১৯১০ সালেব মে মাসে লণ্ডনে এক মহাসভাব আহ্বান হয় । ইংবেজ সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্বাচনেব জ্ঞাত আমন্ত্রণ কবা হয় । ইংলণ্ডেব প্রিন্সীপালসিলেব প্রথম ভাবতীয় সভ্য মুসলমান দলপতি আব্দুল আলি সাহেব ও কলিকাতাব ইউনিভার্সিটিব ভূতপূর্ব সভ্য ডাক্তাব বসু সাহেব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েব পক্ষে অগ্রতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হন । তাঁহাবা উভয়েই তখন ইংলণ্ডে ।

ডাক্তাব প্রফুল্লচন্দ্র বায় এবং আমিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচিত হই ।

ইহাই বিলাত যাত্রার উপলক্ষ । ভট্টাচার্য মহাশয়েব দৈবগণনা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ফলিল । বাধা বিঘ্ন যথেষ্ট ঘটিতে লাগিল । আত্মীয় স্বজনের

আপত্তিৰ অভাব ছিল না। আমাৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ জন্তু যাইবাব কিছু বিলম্ব হওয়াতে ডাক্তাৰ বায় আৰ বিলম্ব কৰিতে পাৰিলেন না; একাকী চলিযা গেলেন। “পাৰিবাৰিক ও সমাজিক বাধা বিয় অতিক্ৰম কৰিয়া ও কাজকন্মের লোকসান কৰিয়া বিলাত যাওয়াৰ সাধ্য আমাৰ নাহ” এমনই একটা সুনামও সঙ্গে সঙ্গে প্ৰচাৰ হইয়া গেল। অনেকেব নানা বিষয় একপ সুনাম বটে। সুনাম প্ৰচাৰেব বিশেষ ভাব গ্ৰহণ কৰা এক শ্ৰেণীৰ লোকেব সংক্ৰামক বোগ হইয়া দাড়াইয়াছে বলিয়া ইহাৰ উল্লেখ কৰিলাম। মহাৰাজাধিৰাজ বৰ্দ্ধমানাধিপাতিব বিলাত ভ্ৰমণবৃত্তান্তে এমনই একটা কথা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। বোগ-শয্যা পড়িয়া P. & O. কোম্পানীৰ প্ৰাসাদ-তুল্য Mantua জাহাজে স্নব বাজেন্দ্ৰনাথ ও লেডী মুখাজ্জীব ত্ৰায় সহযাত্ৰীৰ ও আবালা বন্ধু ডাক্তাৰ পি. সি. বায়েব এবং সহোদৰ সুনীলপ্ৰসাদেব সঙ্গলাভ সুবিধাৰ বঞ্চিত হইলাম। তাবপৰ Egypt জাহাজেব সাহায্য লাভ কৰিয়া অসুস্থতা বশতঃ তাহাও ত্যাগ কৰিতে বাধ্য হইলাম। পৰ সপ্তাহেব জাহাজখানীৰ নাম Arabia, তাবপৰ Persia, তাবপৰ India। “বোগ ভোগ উপলক্ষ কৰিয়া মানে মানে বিলাত-যাত্ৰাৰ বিপদ হইতে অব্যাহতিৰ পথ অন্বেষণ কৰিতেছি,” এমন সুনাম যাহাবা বটাইতেছিলেন তাঁহাদেব মধ্যে ভৌগোলক বসিক্তাৰও অভাব ছিল না; তাঁহাবা বলিলেন, প্ৰথম Mantua, তাবপৰ Egypt, তাবপৰ Arabia, তাবপৰ Persia, তাবপৰ India; পৰে পৰে এই সপ্তাহক্ৰমে P. & O. জাহাজগুলিৰ যাত্ৰা-প্ৰণালী নিৰ্দ্ধাৰিত আছে; প্ৰথমগুলিতে যাত্ৰা হইতে পাবে না, শেষটিতে অৰ্থাৎ Indiaতে “গমন” অথবা “স্থিতিই স্থিৰ” এইকপ সিদ্ধান্ত হইতেও বাকী বহিল না।

ভৌগোলিক বসিক্তা কাজে লাগিল না। Mantua, Egypt, ত্যাগ কৰিতে হইল বটে; Arabia জাহাজে দুই হাতে দুই লাগিতে ভব কৰিয়া উঠিলাম। ধুতি চটা জুতা পৰিয়া বিলাত যাইবাব জন্তু কেহ বাড়ী হইতে যাত্ৰা কৰিয়াছিলেন কিনা প্ৰদত্তত্বে তাহাৰ প্ৰকাশ নাহ। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এই বেশে যখন হাওড়াৰ গাড়ীতে উঠিলাম, আমাৰ কোন ইংৰেজ সহ-

যাত্রীর সে দৃশ্য মনঃপূত হইল না। যাঁহারা বিদায় দিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেশীয় ব্যাবিষ্ঠাব ও ঢুই একজন উর্দ্ধতন ইংবেজ বাজকর্ম্ণচাৰী ছাড়া সকলেবই ধুতি চাদৰ পৰা ছিল ; উচ্চতম বাজকর্ম্ণচাৰীৰ উপস্থিতিতেও সে দোষেব খণ্ডন হইল না। আমাব সহযাত্রী ইংবাজ, ষ্টেশন মাষ্টাবেব সাহায্যে, নিজেব তল্লিতল্লা অপব গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়ায় উভয়েবই বেশ সুবিধা হইল। সাহেবটিব নাম গাড়ীব বিজ্ঞান টিকিটেই আমাব নামেব নীচে লেখা ছিল। তিনিও Hon'ble ; তবে সাধাবণ Hon'ble নহেন। তাহাব পিতা বিলাতেব Lord , ভাবতবর্ষেব কোন সওদাগব আপিসেব তিনি অংশীদার। Lordএব পুত্র হইয়াও নিয়ন্ত্ৰণীব ইংবেজমূলভ বাঙ্গালী বিদ্বেষেব হাত এড়াইতে পাবেন নাই। ধুতি চটি জুতা পৰা বাঙ্গালীব সহিত অন্ততঃ কলিকাতাব লোক চক্ষু সন্মুখে এক গাড়ীতে যাওয়া তাঁহাব অসহ্য।

বাড়ী হইতে বিদায়েব কথা বিস্তাব বৰ্ণনাব স্থল ইহা নয়। যাঁহাদিগেব পাঠার্থে এ ভ্রমণ কথাব সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের ননেব সহিত সে কথা গাঁথা আছে। কত বাধা, বিপত্তি অতিক্রম কৰিয়া যাত্রা স্থিৰ কবিতে হইয়াছিল, ব্যাধিক্রিষ্ট পবিত্রনবর্গেব সুস্থতা ও শান্তি বিধানেব এবং সম্মতিব জন্ম কত চেষ্টা ও চিন্তাব প্রয়োজন হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বাবংবাব বন্দোবস্তেব জন্ম কত আশ্বাস স্বীকাৰ কবিতে হইয়াছিল সে সকল কথাও এ আখ্যায়িকায বৰ্ণনীয় নহে। হিতৈষী আত্মা ও কর্ম্মসহায় প্রবীণ ব্যবহাবজীবী বাবু কালীনাথ মিত্ৰেব আশ্বাস বাক্য, ভ্রাতৃবৎসল সুবেঙ্গপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদেব উৎসাহ, সহৃদয় ও উদার বন্ধু শ্ৰাব গুৰুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহৰ্ষি বালানন্দ স্বামী ও শশীভূষণ সান্যাল মহাশয় প্রভৃতিব আশীৰ্বাদ ও বিশ্ববিদ্যালয়েব কৰ্ত্তৃপক্ষগণেব সহানুভূতি ও উত্তোগ ব্যতীত একাৰ্য্যেব সফলতা সম্ভব হইত না। স্বয়ং পীড়িত ; সহধর্ম্মিণীও তদবস্থা এবং আত্মীয় সঙ্গন সমাজ সকলেই যাত্রাব বিবোধী। অথচ নিঃশব্দে যাত্রাব আয়োজন চলিতে লাগিল। নিত্য কর্ম্মস্থান যাতায়াতেৰ পথে, ধীৰে ধীৰে আয়োজন সম্পূৰ্ণ হইল। টমাস কুক কোম্পানীৰ সাহায্যে সকল বন্দোবস্ত অবাধে হইয়া গেল। শরীর কিছু সুস্থ বোধ হইবামাত্র গমনেৰ বিশেষ উত্তোগ হইল।

তখনও দুই পায়ে ব্যাথা, দুই গাছা লাঠিৰ সাহায্যে ধুতি চটিজুতা পৰিষ্কাৰ আঁকি যাতায়াত কৰি। জজ্জদেব ও ব্যাবিষ্টাবদেব পূজাৰ ছুটিৰ শেষ দিন পৰ্য্যন্ত কৰ্মস্থানেৰ নিৰ্দিষ্ট কৰ্ম, শেষ ঘণ্টা পৰ্য্যন্ত কৰা বৰাবৰ দেখিয়া মনে হইত আমি যদি কখন বিলাত যাই তবে এইৰূপ শেৰ মুহূৰ্ত্ত পৰ্য্যন্ত নিত্য কৰ্ম কৰিয়া নিঃশব্দে যাইব। হৈ হৈ হাঙ্গামাৰ আমাৰ বিসদশ বিতৃষ্ণা বলিয়া এ ধাবণা হইয়াছিল। কাৰ্য্যেও গাৰ্হা সৌভাগ্যক্ৰমে পৰিণত হইল। দেখা শুনা যাহাদেব সঙ্গ কৰিবাব প্ৰয়োজন ছিল, পূৰ্ব্বাহ্ন হইতেই ক্ৰমশঃ তাহা সাৰিয়া বাখিৰাছিলাম। মাল পত্ৰও পূৰ্ব্বাহ্নেই এথাস্থানে পাঠাইয়া নিশ্চিত হইয়াছিলাম। সচবাচৰ মধুপুৰ বাইতে হইলেও যে গোল মাল সোৰ সৰাবং পড়িষা যায় তাহাও এন্ধত্ৰে বজ্জন কৰিব স্থিৰ কৰিৰাছিলাম। এমন কি সুবেশ প্ৰভুতিকে ও ছেলেদেবও ষ্টেশনে যাইও ধাবণ কৰিৰাছিলাম।

তথাপি যাঁৰাব সময় দেখা কৰিবাব জন্ত অনেক আসিষা জুটিয়াছিলেন। আমি তখনও আপিস হইতে দিবি নাই এৰ যাইবাব মোট ঘাটেব কোন বাহু চিহ্ন না দেখিবা অনেক সদয় আত্মীয় গা টেপাটপি কৰিয়া মুচকী হাঁসিয়া বলাবলি কৰিৰাছিলেন যে যাইবাব গুজব সৰ্কেব মিথ্যা, বশে পৰ্য্যন্ত যাইয়া কোন ওজবে বিবিয়া আসিবাব চিহ্নও তাঁহাবা দেখেন নাই।

যেমন আপিস হইতে আসিয়া মুখ হাত ধুই তাহা কৰিলাম। পাইলাম না কেবল বিশ্রাম কৰিতে, এৰং পাবিলাম না কেবল আহাব কৰিতে। সমুদ্রে প্ৰিয়জন হস্ত পৰিবেশিত বিবিধ ভোজ্যপেষ এথাস্থানে পড়িয়া বহিল। উপবাসী দেহ প্ৰাণ মন লইয়া মহাকাৰ্য্যেব উপযুক্ত সংযম আয়োজন হইল। হেথা সেথা যাইবাব জন্ত নিত্য যেমন সাজি সেই ধুতি চাদৰ সাজেই সাজিলাম। পায়ে দাৰুণ ব্যথাৰ জন্ত বেশীৰ ভাগ চটি জুতা এৰং ভব দিবাব জন্ত দুগাছা লাঠি। চাৰি দিকে জলভৰা মেঘ; একবাব বিন্দু বিন্দু পাত আবন্ত হইলে বৰ্ষ। কালৈৰ প্ৰবল বত্ৰাব অসম্ভব নয়। বাঁধ ভাঙিতে কতক্ষণ? দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ প্ৰচাৰ কৰিলাম যে কয়েকটা চোখে জল

দেখিব, ফিবিতে তত মাস বিলম্ব হইবে। ষ্টেশনে যাইবাব জন্ত বাহাব আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই নিবস্ত করিলাম।

যত অল্প আড়ম্ববে সেখানে যাওয়া সম্ভব তাহা কবিয়াও ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি গাড়ীব নিকট বহু বন্ধুজন বিদায় লইতে উপস্থিত; আবামেব সকল আয়োজন তাহাবাই কবিয়া বাখিয়াছেন। কথাযবাতায় এবং আয়োজনে বিদায় ক্রেশ বিস্তব চাপা পড়িল।

গোটা গাড়ীখানাব অসম্ভাবিত এক চোটয়া দখল পাইয়া সুরবিধা বই অসুরবিধা হইল না। শবীব ও মন উভয়ই অমুস্থ; একপ ভ্রমণ-প্রাবস্তে নিৰ্জনতা ক্রান্ত মানবেব সম্পূর্ণ উপযোগ।

উল্লিখিত সাহেবটিব দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি জাহাজেও আমাব সহযাত্রী ছিলেন। জাহাজে চাব জন Knight ছিলেন; Sir Allen Arthur, Sir William Dring, Sir Guy Fleetwood Wilson এবং Sir George Sutherland সকলেই আমাব পবিচিত, সকলেই জাহাজে বিশেষ অনুরূহ কবিয়াছিলেন। তাহাদের আদব আপ্যায়ন এবং সতত সাদব সম্ভাষণে আমাব উল্লিখিত সহ-যাত্রীকে শীঘ্র “নব চক্ষু” প্রদান কবিল এবং উপযাচক ইটয়া তিনিও ক্রমশঃ আমাব সহিত সদ্ভাব স্থাপন কবেন। আমাব তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। তাঁহাব ঈর্ষাক্রিষ্ট ব্যবহাবেব কথা কিছুমাত্র মনে আছে এমন চিহ্নই প্রকাশ কবিলাম না; সাহেব নিজেকে “বিলকুল্ সেয়েনা” মনে কবিয়া ধন্ত হইলেন। এ শ্রেণীব লোক একপ অবস্থায় নিজেব ভ্রম বুঝিয়া ভাবতবাসীকে আপ্যায়িত কবিতে স্বয়ং বাধ্য হয় ইহা মন্দ নয়। গাবে পড়িয়া আদর আপ্যায়ন খুঁজিতে গেলেই বিপদ ঘটে।

সকল ইংরেজ-যাত্রীই এ শ্রেণীব নয়। মধ্যবাত্রে হাজারিবাগে বন্ধুক তোষদান লইয়া একজন সৈনিক কৰ্মচাবী সুরিন্দ্রার ব্যাঘাত জন্মাইলেন। তাঁহাকে ধুতি চটী জুতা দেখিবাব যথেষ্ট অবকাশ ও সুরবিধা দেওয়া সম্বন্ধেও তিনি কক্ষান্তর গমন প্রয়াসের চিহ্নমাত্রও দেখাইলেন না। ভদ্রতা ও সৌজন্ত দেখাইতেও তিনি কুপগতা করেন নাই। সমস্ত পথ বাইবেল পড়া, ভগবদ্রাধনা



ও সদালাপ ছাড়া তাঁহাব অল্প কাজ ছিল না। অপৰ শ্রেণীর ইংবেজের ইতব ব্যবহাবে ইংবেজ-সু নাম ও ইংবেজ-শাসনের যে দাকণ ক্ষতি কবে এই শ্রেণীর ইংবেজের দ্বাৰা তাহাব সম্পূর্ণ ক্ষতিপূৰণ ও প্রায়শ্চিত্ত হয়—অন্ততঃ হওয়া উচিত। বেল ও জাহাজ-যাত্রা ভাবতবর্ষীয়দিগের মধ্যেও ইতব ব্যবহাবে অপ্রতুল নাই। ব্যক্তি-বিশেষের কি সম্প্রদায়-বিশেষের অপবাধ ও ক্রটিব লক্ষ্য সমস্ত জাতিকে অপবাধী কবিলে উভয় জাতিবই ক্ষতি এবং উভয় পক্ষের নিতান্ত অন্তায়। সমাজ সংসার সবই ভাল মন্দ মিশাইয়া। কোন গতিকে সব চালাইয়া লইয়া মোটেব উপব যৎকিঞ্চিৎ সুফল যিনি দাঁড় কবাইতে পাবেন তিনিই মানুষ। গোলাপ বাগানে বাস কবিলেও কাঁটা আছে,—শুকনা পাতা আছে। আৰ সকলেব ভাগ্যে সাজান গোলাপ বাগান ত জোটে না। এ সব সত্য যিনি জীবনে উপলব্ধি কবেন এবং তদনুসাবে কিয়ৎপরিমাণে কাজ না কৰিবাব চেষ্টা কবেন, তাহাব সমাজে বা সংসাবে থাকা কঠিন।

### “দাড়ী বাবা।”

এ সকল কথাব বিশেষ অবতারণা প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কাহাবও কাহাবও সন্দেহেব সম্ভাবনা বলিয়া দুই একটা কৈফিয়তেব প্রয়োজন। বিলাতে গিয়া যাহাবা ভাল সমাজে মিশিবাব সুবিধা ও অবকাশ পাইয়াছেন তাঁহাবা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ও ঘোষণা কবিলেন যে, ভদ্র ইংবেজের—কি স্ত্রী, কি পুরুষ—অপেক্ষা সৰ্ব্বদ্বীণ ভদ্রতা সৰ্ব্বত্র সহজে দেখা যায় না। সামাজিক ভদ্রতায় আচাব-ব্যবহাবে, আতিথেয় এ শ্রেণীর লোককে পবাস্ত কৰা আয়াসসাধ্য। ভাবত-বাসীর আতিথেয়তা সৰ্ব্বত্র চিব-প্রসিদ্ধ। যথাস্থানে ইংবেজি আতিথেয়তাব যথেষ্ট পৰিচয় পাইলে স্বীকার কৰিতে হইবে যে ভাবতবাসীরও তাঁহাদের নিকটে এ বিষয়ে শিথিবাব অনেক জিনিস আছে। কিন্তু শিথিবাব সুযোগ সুবিধা ত ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছে; ইহা উভয় সমাজের দুর্ভাগ্য, লোক-সাধারণের দুর্ভাগ্য এবং শাসনকর্তাদিগের ও শাসন-প্রণালীর দুর্ভাগ্য। পরস্পৰ ~~স্বার্থ~~ আনান্ধনা যেশামিশির সুবিধা না হইলে পরস্পরের সহিত যথেষ্ট

বোঝাপড়া কঠিন এবং ষথার্থ সহায়ত্বত্বিত্তি সৃষ্টি অসম্ভব । শুধু বক্তৃতা ও বেজোলিউশনে সহায়ত্বত্বিত্তি আধিক্যে মঙ্গল অপেক্ষা মন্দফল অধিক হইতেছে । কাৰণ খাঁটি জিনিসেব অভাব ক্ৰমশঃ বাড়িতেছে । ষথার্থ উচ্চশ্ৰেণীৰ সঙ্গদয় ইংবেজ এদেশে আসিয়া সাব সত্যেব আলোচনা অনুধাবনা কবিলে ভাবতবর্ষ ও ভাবতবাসী সম্বন্ধে অনেক কুস্মটিকা কাটিয়া যায় । এবং সঙ্গদয় ভাবতবাসী বিলাতে গিয়া সেই শ্ৰেণীৰ লোকেব সহিত সমমৰ্যাদায় মেসামেশি কবিলেও তাহাদেব মন্দ ধাবণা কাটিয়া আসে এবং ক্ৰমশঃ মনে হইতে পাৰে যে ভাবতবর্ষে ষথ, কেউটে, বলেবা, বাব ও প্লেগ ছাড়া আবও গ্ৰহণীয় বস্তু আছে ।

এভাবে মেসামিশিৰ প্ৰয়োজন যত বাড়িতেছে তাহাব সূবিধা তত কমিতেছে । ইহা ষথার্থ উন্নতিৰ প্ৰধান বিষয় । কিসে এ অন্তবাবেব তিবোধান হইতে পাৰে তাহাব চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবন ভাবুক ভাবতপ্ৰেমিক মাত্ৰেব প্ৰথম কৰ্ত্তব্য । অনেকে বিলাতে যান অথবা ভাবতবর্ষে আসেন যাহাদেব কিছুমাত্ৰ প্ৰয়োজন বা তৃষ্ণিকাৰ নাই । সে যাওয়া আসায় কুফল বই সুফল অসম্ভব । আবাব অনেকেব যাওয়া এবং আসা বিশেষ প্ৰয়োজন । তাহাদেব ও আমাদেব দ্ৰব্যাকমে তাহা ঘটতেছে না । শীঘ্ৰ ঘটবে বলিয়াও বোধ হয় না । অতএব তাহাবা যান কিংবা আসেন তাহাদেব কৰ্ত্তব্যভাব ক্ৰমশঃ গুৰুতব হইয়া উঠিতেছে । সেই গুৰুত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্ৰ ইঙ্গিত কবা বৰ্ত্তমান প্ৰসঙ্গেব উদ্দেশ্য । বিলাত-বাএ ও বিলাতবাসী ভাবতবাসী বিদেশীমাত্ৰেবই নিকট ভাবতমাতাৰ প্ৰতিনিধি ও দূতস্বৰূপ । তাহাদেব ব্যবহাব, সুনাম, কুনামেব উপব মাতাৰ সুনাম কুনাম ফিাপবিমাণে নিৰ্ভব কবে । ভাবতপ্ৰবাসী ইংবেজগণ সম্বন্ধেও একথা সম্পূৰ্ণৰূপে খাটে । একজন উদ্ধত দুশ্চৰিত্ৰ ও তুৰ্কিনীত ইংবেজ সমগ্ৰ জাতিৰ ও শাসনতন্ত্ৰেব কি ভয়ানক অযশ ও ক্ষতি কবে তাহাব ইয়ত্তা কবিতে পাবিলে তাহাদেব সাবধান হইবাব সম্ভাবনা থাকিত এবং তাহাদেব প্ৰতি সময়ে সময়ে যে অযথা সহায়ত্বত্বিত্তি বৰ্ষিত হয় তাহাবও হ্ৰাস হইত ।

কলিকাতা হইতে বম্বেব পথ, বম্বে হইতে মার্সেলেসেব পথ, মার্সেলেস্ হইতে লণ্ডনেব পথ নিপুণ সাহিত্য-শিল্পিগণ বহুবার বৰ্ণনা কবিয়াছেন । নূতন বলিবাৰ

কথা বড়ই কম। তবে সকলের চক্ষে সকল জিনিস সকল সময় সমানভাবে লাগে না। এই তারতম্য অনুসারে দুইচারি কথা যাহা মনে হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। সমান নম্বরের চশমা যাহারা ব্যবহার করেন কাহারও কাহারও চক্ষে দুই একটা কথা একভাবে লাগিতে পারে। ভিন্ন নম্বর চশমা ব্যবহারীর সহিত দৃষ্টি-সামঞ্জস্য-প্রয়াস বৃথা।

“চাটুয্যে মহাশয়” আমার সহিত দেখা করিতে বেনারস হইতে মোগলসরাই আসিয়াছিলেন। কাশীধামের অগ্রাগ্রা অনেক বন্ধুবর্গ বিদায় দিবার জন্ত সদলে মোগলসরাই পর্ণাস্ত কষ্ট করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা পরম আনন্দ ও স্নান্যার কথা।

সর্বদেবতার নির্যাতনা ও আশীর্বাদ লইয়া চাটুয্যে মহাশয় আসিয়াছিলেন। পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্যাল মহাশয়, যিনি সেবারাম কাশী-কিঙ্কর নাম গ্রহণ করিয়া কাশীধামে গৃহস্থ সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হইয়া লোক শিক্ষায় জীবনযাপন করিতেছেন, যাহার গভীর ধর্ম্মানুরাগ আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অপূর্ণ বক্তৃতাশক্তি ভক্তগণের ভক্তি আকর্ষণ করে, তিনি চাটুয্যে মহাশয়ের দ্বারা স্বহস্ত-লিখিত আশীর্বাদ-পত্র পাঠাইয়াছেন। “খুর্কীর” কথায়, “খুর্কীর” অগণন আত্মীয়-আত্মীয়ার কথায় গতিশীল রেলগাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। জগৎ খুর্কীয়—খুর্কীর আত্মীয়া আত্মীয়ময় হইয়া উঠিল; মনে বষ্ট হইল কঠোর কর্তব্য-অনুরোধে এই সৌন্দর্য্য, এই আরাম এই শান্তি ছাড়িয়া যাইতেছি। ভগবৎকৃপায় যখন আবার ইহাদের মধ্যে স্থান পাইব তখন পুনরায় শান্তিলাভ হইবে।

কাশীর “দাড়ী বাবা” সোৎসাহ কথার কলকল ধ্বনিতে গাড়ী পূর্ণ করাতে সমভিব্যাহারী কাপ্তেন সাহেব কি মনে করিতে লাগিলেন জানি না। তবে রাজা মাধোলালের কর্মচারীর সহিত ধুতি-চট্‌জুতা-পরিহিত অপূর্ণ-দর্শন জীবট ইংরেজিতে কথাবার্তা কহাতে কাপ্তেন একটু “টেকিয়ে চাহিলেন”; ইংরেজীজানা আছে বুঝিয়া দুই একটা কথা কহিলেন। তারপর গরম হাওয়া ইলেকট্রিক পাখা ইত্যাদি খরতর প্রসঙ্গ লইয়া ক্রমশঃ কথা ও আলাপ চলিল।

সকল “সাহেব” সমান নয়। মধ্যে মধ্যে অনেক বেশ ভাল লোক দেখা যায়। এ লোকটিও তাই; সমস্ত দিনই তাঁহার বাইবেল পাঠ প্রার্থনা ও আরাধনাতে কাটিল।

পরদিন বধে প্রেসিডেন্সিতে এক বিপরীত দৃশ্য দেখিলাম। সে কথা এখানে শেষ করিয়া রাখি। দুইজন রেলের বড় কর্মচাষী আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিলেন। মিস্ চক্রবর্তী—ইহার কথা পরে লিখিব—খাতিরে খুঁতি ছাড়িয়া প্যাণ্টলুন পরিয়াছিলাম; তাই এই বিপদ ঘটিল। নতুবা গাড়ীতে খুঁতিপরা কুলী দেখিলে এই সাহেব পুঙ্গবেরা গাড়ীতে পদার্পণ করিতেন না; সাহেবদেব একজন বিবাহ করিতে বিলাতে যাইতেছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ বিস্তর দেশীয় কর্মচাষী মঙ্গল-কামনা করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। মালা, তোড়া নমস্কারের আদান-প্রদান খুব ধুমধামের সহিত হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পব আলাপ-পরিচয় কবিয়া আমিও মঙ্গলকামনা প্রকাশের উজোগ করিতেছি, এমন সময় সাহেব অবতারণ্য ষ্টেশন ছাড়িবার এক মিনিট পরেই ঘুণা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সহিত মালা তোড়া ও সোণার তারে বিজড়িত মঙ্গল চিহ্ন সকল দ্রুত নিক্ষেপ করিয়া একবারে গাড়ী বহির করিয়াদিলেন। মনে হইল সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আমার দেশকে, আমার আত্মীয়গণকেও যেন নিক্ষেপ কবিলেন। কিন্তু তাহা ত নয়। শীঘ্র পুনরায় এই দেশের অগ্নে প্রতিপালিত হইতে “যুগল” ফিরিয়া আসিবেন। এই সকল নবাকার বর্করণের দোষেই দেশীয় ভদ্র লোক ও ইংরেজগণের মধ্যে সদ্ভাব হয় না; রাজরাজেশ্বর তাঁহার চিরস্মরণীয় বহুতায় সহানুভূতির ও আশার অনেক কথা কহিয়াছেন; কিন্তু পথে ঘাটে এই সকল হৃদ্যস্তুর দমন না হইলে সাধারণের মনে আসল কথা বসিবে না।

আসল কথা ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়াছি। চাটুয্যে মহাশয়কে যাহারা জানেন তাঁহাদের অজ্ঞ তাঁহার পরিচয় এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা না জানেন তাঁহাদিগকেও পরিচয় দিবার প্রয়োজন বা কোন ফলও নাই। তিনি বহুদিন কাশীবাস করিতেছেন। ৮২ বৎসর বয়সেও বালকের সরলতা,

যুবার অদম্য উৎসাহ ইহাতে বর্তমান। দুই বৎসর হইল পদব্রজে কেদারনাথ দর্শন করিয়া গত বৎসর নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমাদের বংশের ও পরিবারের চিরহিতৈষী, পিতার অকৃত্রিম আজন্ম-সুহৃদ চাটুয্যে মহাশয়কে না দেখিহা গেলে বিলাত যাত্রার বিদায়-আশীর্বাদ সম্পূর্ণ হইত না বলিয়া মোগল-সরাই পথে বসে যাত্রা করিলাম। সম্পদে বিপদে পিতার অভিন্ন-সুহৃদ শ্রীযত্ননাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা না করিয়া গেলে তিনি বসে যাইয়া দেখা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। স্নেহ-দুঃখ সম্মান-অসম্মান, সমভাবে ভোগ করিয়াছেন। পিতার পত্রগুলি বেদ পুরাণের ছায় যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছেন। পিতৃতান্ত্রিক বহু যত্ন রক্ষিত, বহুমূল্য বিজড়িত একগাছা লাঠী আমায় দিয়াছেন—তাহা আমার বিলাতের সহযাত্রী। আমাদের বিবাহে, পিতৃমাতৃশ্রদ্ধে, স্নেহ দুঃখের কোন কাজে চাটুয্যে মহাশয় উপস্থিত না থাকিলে তাহা স্মারকরূপে সম্পন্ন হয় না। পিতার শেষমুহূর্ত্তে নিজের জন্মের উত্তেজনায়, ডিটি টেলিগ্রামের অপেক্ষা না করিয়া, সাধনা বলে আমাদের ভাবী বিপদ, ধারণা করিয়া আমাদের পূর্বে মধুপুরে পিতার শেষ শয্যার শিওরে তিনি ছিলেন, আশানে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, পিতৃ স্মৃতিরক্ষার্থ নিশ্চিত মধুপুরের আশান ঘাট-নিশ্চানে তিনি সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। চাটুয্যে মহাশয়ের আগ্রহে এবং উৎসাহে মধুপুর আমাদের তীর্থ হইয়াছে। আমার বিদেশ অবস্থানকালে পরিবারবর্গকে লইয়া সান্তনা দিয়াছিলেন চাটুয্যে মহাশয়। সেই চাটুয্যে মহাশয় আমার বিলাত-যাত্রার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আশীর্বাদক। আমি বেঙ্গল নাগপুর পথে যাইলে দেখা হইবে না, এই চিন্তায় কয়েক সপ্তাহ তিনি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন এবং কত পত্র লিখিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে দেখিতে ও দেখা দিতে মোগল সরাই পথে আসিতে হইয়াছে। ট্রেনে তাড়াতাড়ি দুই চারি কথা কহিয়া আশা মিটিবে না বলিয়া স্বয়ং টাকা খরচ করিয়া মজাপুর পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে কথা কহিবার অনুমোদে ফাষ্ট ক্লাস টিকিট খরিদ করিয়াছিলেন। পরে টিকিটের দামটি দেওয়াতে যেন তাঁহার কষ্ট বোধ হইল। যেন তাঁহার সব স্মৃতি নিজের হইল না বলিয়া

মানি বোধ হইল । ভাবিলাম এই সকল সুখ-স্নেহের মধ্যে আবার কত দিনে ফিরিব ?

মৃজাপুর পৌছিতে বেশীক্ষণ লাগিল না । চাটুষো মহাশয়কে নানা পরিচয়ের সহস্রাংশেব এক অংশ দিবাব পূর্বে গাড়ী মৃজাপুরে পৌছিল ; তিনি কাতব নয়নে বিদায় লষ্টলেন ।

সৌভাগ্যক্রমে—এখন দুর্ভাগ্য বলিব না—তখন গবম খুব পড়িয়াছে । ক্যাপ্তেন রোজেব অনুমতি লইয়া সব জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্তঃ-প্রেক্ষণের সুবিধা ও অবকাশ পাইলাম । আকাশ পাতাল পৃথিবী সব চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল । খুকীর রাজ্য, খুকীর জগৎ, খুকাব অধিকার সর্বত্র বিস্তৃত । শুনিয়াছিলাম কোন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি এই অবস্থায় পড়িয়া দ্বিতীয় বিলাত-যাত্রাব অকাল-মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন । সেটা তাঁহার প্রথম যাত্রা বলিয়াই জানা ছিল । সম্প্রতি তাঁহার আত্মকাহিনীতে দেখিয়াছি সেটা প্রথম নয় দ্বিতীয় যাত্রা । সেদিন আমাব এক আত্মীয়ের সহিত বিলাত-যাত্রাব পূর্বে শেষ দেখা হয় ; তিনি আধ রাগ আধ স্নেহস্ববে বলিয়াছিলেন “তুই বাবু বসে হটেই ফিবিয়া আসিস্ ।” আমাব মনের গতি যেন ক্রমশঃ সেইরূপ হইয়া উঠিল ; কলিকাতায় সকলকে ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া কয়েকদিন ধবিয়া যে বাঁধ দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী কাশীবাসী পিতৃবন্ধু সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন ।

গবম ক্রমশঃ যাহা বাড়িতে লাগিল তাহা বলিবাব নয় । ইলেক্ট্রিক পাখা দুইখানা যেন অগ্নি উদ্দীপ্ত করিতে লাগিল ; একখানা বন্ধ হইয়া গেল । ক্যাপ্তেন সাহেব ও আমি ধরাধরি করিয়া কাঁচির সাহায্যে মেরামত করিলাম । একরূপ আত্মনির্ভর বহুদিন করিবার প্রয়োজন হয় নাই । সময়ে সময়ে দারুণ অগ্নি-উদ্দীপ্ত নিবারণ করিবার জন্ত পাখা বন্ধ করিতে হইল । বহুকাল যে বরফ স্পর্শ করি নাই, দুইবার তাহা আনিতে হইল ; সন্ধ্যার পর গবম আরও বাড়িল । জানালা খুলিয়া দিয়াও পরিব্রাজন নাই । ধূলা ও কয়লার অত্যাচারে তাহাও বন্ধ করিতে হইল । সাহেবটিকে যা বলিতেছি

তাহাই কবিতেছেন। সোভাগ্যেব মধ্যে গবমে মাটির কুঁজাব জল ববফের অপেক্ষাও শীতল। আহাবেব মধ্যে সন্দেহ ফল যতক্ষণ চলে ততক্ষণ চালাইলাম।

সন্ধ্যাব সময় জবলপুবে গাড়ী পৌছিল। বাহিব হইতে আলোকমালা শোভিত সহবেব বড পাৰিপাট্য দেখিলাম। কিন্তু সহবেব শোভাব প্রতি লক্ষ্য এখন কম।

বাতগ্রস্ত পায়ে বেশমেব কমাল বাঁধিয়া ছিলাম; গবমে তাহাও ফেলিয়া দিতে হইল। নিদ্রাব নাম ত নাই; সাহেব কিন্তু অকাতবে ঘুমাইতেছেন। বাতি নিবাইয়া কাপড চোপড় ছাড়িয়া পূর্ণ মাত্রায় বাঙ্গালী হওয়ার সুবিধা হইল, তাই বক্ষা।

---

## বোম্বাই পথে ।

পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়েৰ পৰম-ভক্ত শ্ৰীযুক্ত কৈলাসচন্দ শাস্ত্ৰী  
জবলপুৰে ছিলেন ; পূৰ্বে সংবাদ পাইলে বোধ হয় কৈলাস বাবু ষ্টেশনে  
আদিয়া দেখা কৰিতেন । তিনি সংস্কৃত কলেজেৰ ছাত্ৰ—বউ বাজাবেৰ বাসায়  
“মাছুষ” ; জবলপুৰ কলেজেৰ সংস্কৃত-অধ্যাপক ছিলেন । সংস্কৃত-কলেজেৰ  
পুৰাতন-ছাত্ৰ যে যেখানে আছেন, জ্যেষ্ঠতাতৰ ভাতৃপুত্ৰ ও পিতাৰ পুত্ৰ  
বলিয়া উত্তৰ-ভাৰতৰ একসীমা হইতে সীমান্ত পৰ্য্যন্ত যখন যেখানে গিয়াছি,  
তাঁহাদেৰ নিকট যে আদৰ অভ্যর্থনা পাইয়াছি তাহাৰ পৰিচয় দিয়া  
ফুৰাইতে পাৰি না । প্ৰাচীন-ভাৰতৰ গুৰুভক্তি জ্যেষ্ঠমহাশয়েৰ বহুসংখ্যক  
ছাত্ৰে দেখিয়াছি ; চিকিৎসা বা অপৰ সূত্ৰে পিতাৰ নিকট যে উপকাৰ  
পাইয়াছে, তাহাৰ প্ৰত্যুপকাৰ তাঁহাৰ বংশধৰেবা অল্প পৰিমাণে পাইয়াছে  
ও পাইতেছে ।

অনেকেৰ মনে হইতে পাবে যে, যুৰোপ-প্ৰবাস-বৃত্তান্ত বৰ্ণনা প্ৰসঙ্গে  
ক্ষুদ্ৰাদপি ক্ষুদ্ৰ এত ব্যক্তিগত কথাৰ উল্লেখৰ কাৰণ কি ? কাৰণ এই যে,  
জীৱনেৰ এই সকল সন্ধিস্থলেই বাল্যস্মৃতিৰ আলোচনাৰ প্ৰচুব অবকাশ  
স্বতঃপ্ৰসূত ।

এদেশেৰ গাছপালা, মাঠ, ঘাট, খোলাৰ ঘৰ, মাছুষ সবই বাঙ্গালীৰ মত ।  
বিলাত-যাত্ৰাৰ উত্তোগেৰ মধ্যে WASHINGTON IRVINGএৰ SKETCH BOOK  
এৰ Voyage, R. C. Duttৰ THREE YEARS IN EUROPE পুনঃ পাঠেৰ  
কথা পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিয়াছি । Voyage নামক অধ্যায় হইতে পূজাপাদ  
শ্ৰীযুক্ত নীলমণি চক্ৰবৰ্তী মহাশয় মহাধীৰ গুৰু-গভীৰস্বৰে, তান-লয় ও  
মন্তক-বিকম্পনসহ shoals of porpoises সম্বন্ধে যে বাক্য-চিত্ৰ আঁকিতেন,



তাহা যেন এখনও মনশ্চক্ষে—ও কানে—লাগিয়া আছে। হেয়াব স্কুলেব ছেলেদেব উচ্চাবণ ও পাঠেব যে কিছু দোষগুণ তাহা নীলমণিবাবু ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়েব দোষগুণে হইয়াছিল। দোষ, কি গুণ, সেকথা বদা আমাব মুখে সাজে না। ১৮৭৭ সালেব এন্ট্রান্স পরীক্ষাব ফল প্রকাশেব পৰ Hand সাহেবেব ক্লাসে যখন Presidency Collegeএ সকল স্কুলেব ছেলেব সমবেত হইল, তখনই পাঠ ও উচ্চাবণ সম্বন্ধে প্রাধাত্য সৰ্ববাদিসম্মতিক্রমে হেয়াব স্কুলই যে লাভ কৰিয়াছিল, তাহা নীলমণিবাবু ও কৃষ্ণবাবুৰ গুণে। Bengal Councilএব প্রথম Electionএ কৃতকাৰ্য্য হইবাব পৰদিন স্তব গুৰুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব পদধূলি লইতে যাইবাব পূৰ্বে পথে কৃষ্ণবাবুৰ পায়েব ধূলা লইতে গিয়া একবাব তাঁহাকে কথাটা স্মরণ কবাইয়া দিয়াছিলাম। বড় খুসী হইয়াছিলেন। সাং নয়নে সে আনন্দ প্রকাশ কৰিয়াছিলেন। এখন ছেলেবা ভুলিয়াছে যে আবৃত্তি, সৰ্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গবায়সী।

Voyageএ WASHINGTON IRVING বলিয়াছেন, যে মহাদেশ পৰ্য্যটন-কালে দেশ হইতে দেশান্তৰে যাইতে যাইতে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় যে ভাষা, লোক, জন, ব্যবহাব, আকৃতি, প্রকৃতি—সবই যেন শনৈঃ শনৈঃ পৰিবৰ্ত্তিত হইতেছে, দীৰ্ঘকাল সমুদ্র যাত্রায় তাহা ঘটে না। ভাবতেব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, পৰস্পৰেব পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশেব বা মহাদেশেব মধ্যেই গণ্য; আৰ্ভিং কথিত প্রাদেশিক পার্থক্য বস্তুে অঞ্চলে পৌছিবাব পূৰ্বে বড় বিশেষভাবে পৰিদৃশ্যমান হইল না। সমুদ্র-যাত্রায় এ প্রভেদ উপলব্ধি কৰা যায় কি না, জানিবাব অবকাশ বহু সাধনাব পৰ আসিয়াছে। সমুদ্রেব অত্যা বিপদ-বিভীষিকা অপেক্ষা বমন বিভীষিকাই প্রবল। যদি গা-বমি-বমিব হাত হইতে এড়াইতে পাৰা যায় তাহা হইলেই একথা বুঝিবাব সম্বন্ধে অনেকটা সাহায্য হইবে। আপাতত হৃদপথে যে অতিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইল।

পি. এণ্ড ও জাহাজ—এন্ট্রোবিয়া।

১০ই মে বাত্ৰি ৯টায় জাহাজেব উপব প্রথম সন্ধ্যার ভোজন শেষ হইল ডেকে খানিক বেড়াইয়া ভাল লাগিল না। নিজের ক্যাবিনে গিয়া ধুতি পরিঃ

পুৰা-বাঙ্গালীবাৰু সাজিয়া শয়ন কৰিলাম—নিদ্ৰাৰ চেষ্টা বিফল হইল !—নিদ্ৰাৰ চেষ্টা আজ বোধ হয় বুথা । শয্যাভ্যাগ কৰিয়া চিৰ-সহচৰী লেখনীৰ আগ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিতে হইল ।

গেখনীৰ ইতিহাস লিখিা বৰ্তমান অধ্যায় আৰম্ভ কৰিতে হইতেছে । জি. আৰ্চি. পি. বেঙ্কওয়েৰ মনমাদ ষ্টেন পাব হওয়া পৰ্যন্ত কলিকাতায় থৰিদ্ Stylographic কলম প্ৰাণপণে সেৱা কৰিয়াছিল । গয়া হইতে আৰম্ভ কৰিা এক কলম কালীৰ সাহায্যে পূৰ্ব কথিত কাহিনী চলিত গাডাব অজস্ৰ ঝাঁকুনীৰ মধ্যো লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ‘আ’কাৰ ‘ই’কাৰ ‘স’কাৰ ‘ব’কাৰ কে কাঁহাব ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহাব স্থিৰতা নাই । চাতি গাডী জাহাজ নৌকা-বেলপথট বৰ্তমান-কাহিনাব সত্যিকাগাব । অতএব ইহাতে গুণ বাচল্য সন্ধান নিম্পয়োজন ও নিষ্ফল । stylo ক্ৰমাগত লিখিয়াছে—বিগ্ৰাম নাই । একপ অত্যাচাৰী প্ৰভু, অথবা সহচৰকে ত্যাগ কৰাই গ্ৰেহ মনে কৰিয়া, মনমাদ পাব হইগাট, লেখনী ধৰ্ম্মঘট কৰিা, যে সে আৰ চাকৰী কৰিতে পাৰিবে না । ওজব হইল—থাবাব নাহ, কাজ কৰিব কি কৰিয়া ? অৰ্থাৎ, কালী ফুৰাইয়াছে, লিখিব কি কৰিয়া ?—সত্য কথা বটে । বিনা বসদে কে কবে সাংসাৰিক, সামাজিক, বাজনৈতিক, এমন কি পাৰমাৰ্থিক কাজট বা কৰিয়াছে ?—বাধ্য হইয়া লেখা বদ্ধ কৰিতে হইল । লিখিবাব জন্ত কালী ব্যাগেৰ মধ্যো শিশিতে ছিল ; কিন্তু চলিত বেল-গাড়ীতে লেখাব অভ্যাস আৰম্ভ কৰা হইয়াছে বলিয়া, শিশি হইতে কালী লইয়া কলমে পুৰিবাব অভ্যাস অচল গৃহমধ্যোও এখনও কৰিতে পাৰি নাই । নিজস্ব stylo কলমে লেখাব এই সত্ৰপাত । ছেলেপুলেৰ কালী-ভবা কলম ধাৰধোৰ কৰিয়া এ যাবৎ বিষয়যাত্ৰা সম্পন্ন হইয়াছে । ডেক্সৰ চাৰি খুলিতে, ছুৰি খুলিতে, দড়িৰ বাঁধন খুলিতে যাহাকে এখনও পৰেৰ সাহায্য লইতে হয়, দুঃসাহস কৰিয়া সে বিলাত চলিয়াছে কি কৰিয়া—তাহাব পৰিচয় কি দিব ।

যাহা হউক, এই তিন দিন বেল ও জাহাজে স্বায়ত্তশাসনেৰ ও স্বাবলম্বনেৰ যে সাধনা ও সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা ত্ৰিশ বৎসৰ হয় নাই । যাহাকিছু বাল্য-

জীবনে ও প্রথম-যৌবনে ছিল, তাহা বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। আপিস হইতে আসিলে চাদরখানি হাত হইতে লইয়া এবং—“দশবথ” নামধারী খুত্তরের নাম ধরিবে না বলিয়া, “দশটা বাজার” পবিতর্কে “দু-পাঁচ বাজা” বলা—“মেনোর কি”ব সাহায্যে বারান্দায় পা ধুইবার জল ও গামছা দেওয়ার ব্যবস্থায় যে কি কুফল হইয়াছিল, এবং সেই অবধি যে কি অপদার্থ হইয়াছি, রেলগাড়ী ও জাহাজের practical classএ পড়িবার সময় তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছি! আকিংএব নেশায় ভোব কবিয়া দিতে পাবিলে কোথাও পালাইবার যো থাকিবে না—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, বহুবর্ষব্যাপী এই ফাঁকির আয়োজন। তাবপব, কাপড়-খোঁজা, আব চাবি খোলাব বিছাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি!—এমন লোকেব পক্ষে নিকট-বান্ধক্যে বিল্যতযাত্রা যে নিতান্ত হ্রঃসাহসিক কার্য্য তাহাব সন্দেহ নাই। সেবা-স্নেহ-যত্নের মিষ্টতা যে কত মধুব, ক্রমে তাহা মনে পড়িবার অবকাশ বাড়িতেছে!—প্রথম জীবনের কষ্ট-সহিষ্ণুতাই লোককে মানুষ কবিয়া তুলে। যে ছেলেপুলেদের ভাগ্যে সে সুবিধা না ঘটে, তাহাদের মানুষ-হইবাব সম্ভাবনা কম। যেসব ছেলেপুলেব জুতা-সাব করিয়া দিতে, খাবার-জল গড়াইয়া দিতে হয়—আপিসেব পোষাক, স্কল-কলেজের কাপড় বিছানাব উপব সাজাইয়া বাথিতে হয়, তাহারা পথিব ভিখারী অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য। এ মধুব যত্ন-সেবাব সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাদ পাইবার অধিকার উপার্জন করিবার তাহাবা অবকাশ পায় না—মানুষ হইবাব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারে না।

কথা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে।—রেলওয়েব চলন্ত গাড়ীতে কালীব বোতল খুলিতে পারিব না, কিন্তু বসে পৌছিয়াই কালী ভরিয়া পুরা দমে কাজ লইব এই ভয় দেখানতে লেখনী বসে পৌছিয়াই অন্তর্ধান হইলেন! সঙ্গে সঙ্গে “রৌদ্র-চশ্মা”—লোহিত-সমুদ্রের লোহিত-উত্তাপের হস্ত হইতে পবিত্রাণ পাইবার জন্ত যাহা যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাও—ষ্টেশনের বিষম ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান হইল!—বসে সহরে পদার্পণ করিয়াই এই লাভ! লেখা বন্ধ। দেখা বন্ধ। পুলিশ থানাতল্লাসী পর্য্যন্ত করিয়াও

কিছু হইল না ।—পরিশেষে, পুনরায় Stylo এবং Sun-glass খবিদ কবিতা তবে অগ্নিকাজ ।

বসে কথা-প্ৰসঙ্গেব পূৰ্বে পূৰ্বকথাটা সাবিধা লই । মনমাদ পাব হইয়া মনে হইল যে, Washington Irvingএৰ Voyage প্ৰবন্ধেৰ কথাটা এই প্ৰদেশে কতকটা সত্য । এতক্ষণ যে দেশগুলাৰ মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম তাহাদেব গাছপালা, পাগড়, মাঠ, বাডী, ঘৰ, লোকজন প্ৰভৃতিব মধ্যে বিশেষ পাৰ্থক্য মনে হয় নাই । বাঙ্গালায় আছি, কি বেহাৰে আছি, কি উত্তৰ-পশ্চিমে—যাহাকে এখন যুক্ত-প্ৰদেশ বলে—আছি, তাহাব সম্বন্ধে সন্দেহ হয় নাই । বাঙ্গালা, বেহাৰ, উত্তৰ-পশ্চিমেৰ ঘৰ দ্বাৰ-ক্ষেত্ৰ এবং প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কতকটা একইৰূপ । মনমাদ ছাডিবা বিশেষ পাৰ্থক্য লক্ষণ আবন্ত হইল । গৰু-বলদগুলি হুটকায়, লোকজনগুলি পুষ্ঠ ও বলবান, ঘৰ দ্বাৰগুলিও পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন । এমন কি খোলাব ঘৰেব খোলাগুলিতেও যেন বাঙ্গালাদেশমূলভ কৃশত্বেব স্তৰাব । কৃষকেব পায় জুতা, মাথায় পাগড়ী । চষা-জমি ক্ৰোশেব-পব-ক্ৰোশ-ব্যাপী—যেন সবজী-বাগান কবিবাব জন্ত যত্ন কৰিয়া চৰিয়া পৰিষ্কাৰ কৰিয়া বাখিয়াছে । যেন ধান-ঘৰ-গমেব চাষেব জমি নয় ।—নূতন দৃশ্য বটে ! হয় ত, কেহ বলিবেন দশ-শালেব বন্দোবস্তে কৃষক ও ভূস্বামীকে অলস অপদাৰ্থ কৰিবাব অবসৰ বসে প্ৰদেশ পায় নাই, তাই এই প্ৰভেদ ।

ক্ৰমে দুবে মেঘমালাব মত সহাদ্ৰি “নয়ন পথেব পথিক” হইল ; “নিদাঘ মাজ্জিবেব মবিচীমালাব” প্ৰচণ্ড উত্তাপে ” সহাদ্ৰিৰ “উলঙ্গ সৌন্দৰ্য” বড় মনোবম বোধ হইতেছিল না । দাক্ষিণ্যে কবি-ভাব,—“প্ৰভতত্বকব্ৰবিন্—” ভাবসব যেন তিবোধান পাইতে লাগিল । কোন্ গিৰিশিখেব পুণ্যলোক শিবাঙ্গীৰ ‘বাজগৃহ’ ছিল, কেথায় বা বসিয়া ‘পাৰ্ৱত্য মুখিক’, মাউলী “দম্ভাব” সাহায্যে “বাজযোগী” অবিচাৰি আওবঙ্গজেবকে .জেববাব কবিতেন এবং বোশেনাবাব Platonic বন্ধুত্ব ঔদাৰ্য্য সহকাৰে হেলা কবিতেন, তৎসম্বন্ধে গবেষণা নন্দদাসেব দোকানেব খবিদ FIELD GLASSএৰ সাহায্যেও বড় সহজসাধ্য হইতেছিল না ।

ইগৎপুর হইতে ঘাট-রেলওয়ের বাহাদুরী আবস্ত। ইগৎপুর হইতে বসে পৌছিতে ১৩টা কি ১৪টা ছোট বড় টনেল। এক মুন্সেব টনেল, তাব পব হাজ্জাবীবাগেব পথেব তিনটা টনেল, আর দার্জিলিংএব খেলাঘবেব বেলওয়েব বাহাদুরী লইয়াই বাঙ্গালাব অত মান। বসেব এ সম্বন্ধে দাবী বাঙ্গালাব অপেক্ষা অনেক উচ্চ। অগ্ৰ বাহাদুরীৰ দাবীও যে উচ্চে তাহা ক্রমশঃ স্বীকাৰ কৰিতে হইল। এই উপব-পাহাড় দিয়া গাড়ী চলিতেছে, আবাব পিছু হটনা নীচু-পাহাড় দিয়া যাউতেছে;—এই টনেলেব ভিতৰ দিয়া ঘোৰ “সুচিভেদ্য” অন্ধকাৰ ভেদ কৰিবা গাড়ী ছুটিয়াছে, আবাব “উপত্যকাৰ” উপব পুন-পাব হইয়া “অধিত্যকা” আবোহণ কৰিতেছে—দেখিয়া অদম্য “স্বদেশী” ভাব অনেকটা দমিত হইল। সুখ-শব্দনে দাৰ্ষ্টক্স গাড়ীতে এই শ্রমসাধ্য পথে যাওয়া বাহাব এত কষ্টকৰ বোধ হইতোছিল, তাহাব পক্ষে “অসুৰ দস্যব” মত এইকপে বেলওয়ে নিৰ্ম্মাণ বা চলাইবাব ভাব লইতে সহজে স্বীকৃত হওয়া সম্ভব নহে। দেখনী বা জিহ্বাব সাহায্যে যৌথকাৰবাবেব, এং সঙ্গে সঙ্গে দেশেব, চিবদিনেব মত সৰ্বনাশ সাধন কৰিবাব কোন উপায় উদ্ভাবন কৰিতে বল তাহা বৰং কষ্ট স্বীকাৰ কৰিয়া কবা যায়।

বসে পথ আমাব পথে সম্পূৰ্ণ নূতন হইলেও তাহাব অকাৰণ বিস্তাৰিত বৰ্ণনায় গ্ৰন্থ-কলেবৰ তুল কৰিয়া ফল নাই; কাৰণ গাইড পুস্তক লিখিতে বসি নাই।

দুই ঘণ্টা পাহাড়ে পাহাড়ে চলিষা, ‘উপত্যকা অধিত্যকা অধিবোহণ অব-বোহণ আবোহণ’ কৰিতে কৰিতে, সাদা জমিতে বাহিব হইবার পর খাস বস্কেৰ কতক পরিচয় পাওয়া যাউতে লাগিল। “থানা” “পারঙ্গীক” “পাবেল” “বাইকুল্লা” ইত্যাদি ষ্টেশন আসিতে লাগিল। তাহার পূৰ্বে “নাসিক” ষ্টেশনে গাড়ীৰ জানালা হইতে নাসিকা বাহিব কৰিয়া দেখি, শূৰ্পণখা-কীৰ্ত্তিৰ কোন প্রমাণ বৰ্ত্তমান নাই।—পৌরাণিক-গবেষণা-উদ্যমও উত্তাপবলে প্রতিহত হইল! চতুৰ্দ্ধিকে ধূ ধূ কৰিতেছে মাঠ। দণ্ডকাৰণ্যেৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য্য ও চিৰবসন্ত দৰ্শনে যে বনে রূপসী শূৰ্পণখা নাক-কাণ পণ কৰিয়া আশ্বহারা

হইয়াছিলেন, তাহার কোন চিহ্নই দূরে বা নিকটে দেখিতে পাওয়া গেল না ।  
শুনিলাম, কবি-প্রসিদ্ধ পঞ্চবটীর “আধানি” সংস্করণ এইখান হইতে কিছু দূরে ।  
যাহা হউক কেমন একটা বীভৎস রসের অবতারণা হইল । খব-দৃষণ স্বরণে,  
কিংবা পর স্মৃতিবশে হইল, তাহা হইল ঠিক বলা কঠিন ।

এইবার কলকারখানার বাজা আরম্ভ । চিবস্থায়ীবন্দোবস্ত এক্ষে প্রদেশে  
নাষ্ট, সেইজন্ত বধেব টাকাওয়াণাবা জমিতে টাকা না পুতিয়া ইট-লোহা-ইস্পাতে  
পুতিয়াছে ও সেইজন্ত বধেব এই সমৃদ্ধি শুনিতে পাই ।—কথাটা প্রামাণিক কি  
না জানি না ; তবে চাষেব অবস্থা যেকপ দেখিলাম, তাহাতে দাক্ষিণাত্যবাদী  
কৃষক যে মাতা-বস্তুকবার সেবার উদাসীন তাহা মনে কবাব কোন কারণ  
দেখিলাম না । অল্প সময়ের বন্দোবস্তেব মধ্যেই বতদূব সম্ভব জমিব নিকট ফসল  
আদায় করিয়া লয় । উত্তরকালে অধিক কবে জমা ধাৰ্য্য লইয়া যে যোতদাব  
“বন্দোবস্ত লইবে” তাহাব জন্ত জমির “পদার্থ” বড় একটা বাখিয়া যায়  
না । দাক্ষিণাত্যেব কৃষিজীবী কষ্টেব ইহা অল্পতম কারণ কিনা সন্দান করা  
কৰ্তব্য । বাঙ্গালার চিবস্থায়ী বন্দোবস্তেব যাহাবা পক্ষপাতী তাঁহাদেবও এ বিষয়ে  
মনোযোগ আকর্ষণ প্রয়োজনীয় । জমিকে “বাখিয়া থাওয়া” ও উপযুক্ত  
অবকাশ দিয়া জমিব স্বাস্থ্য সঞ্চকে মনোযোগী হওয়া যে মালিকের কৰ্তব্য, অল্প-  
কালের জন্ত বন্দোবস্ত লইলে তাহা মনে থাকা অসম্ভব ।

বধে “দীপে” শীঘ্রই পৌছান গেল । না-নদী, না-হ্রদ, না-সমুদ্র, না-খাড়ীর  
মত স্থির-স্ববিস্তীর্ণ জলরাশি এদিকে ওদিকে চৌদিকে উকিরুঁকি মাঝিয়া দেখা  
দিতে লাগিল । এখানে নোকা, ওখানে ডিঙ্গী, সেখানে সালতী, ওখানে  
আমাদের দেশেব ‘ডোঙ্গার’ মত এক রকম “জলযান”—যেখানে যেমন গভীর  
জল সেখানে তেমন চলিতেছে । কোথাও Back water বাঁধিয়া নূতন জমি  
তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছে, কোথাও তাহাই বাঁধিয়া গবণ-প্রস্তুত হইতেছে ।  
নোকার মাস্তুলে রঙ্গীন নিশান, নাগরিকের মাথায় রঙ্গীন পাগড়ী, নাগরীর  
রঙ্গীন ঘাঘরা, ছেলের গায়ে, পেয়াদা চাপরাধীর গায়ে, ঝাড়ুদার মেথরের  
পর্যন্ত গায়ে, রঙ্গীন জামা । পাগড়ীর রং চং এত অধিক যে পাগড়ী

জঙ্গলে শিরজ্ঞাণ-শূন্য বাঙ্গালীর ধাঁধা লাগিয়া যায়। ভিন্নসম্প্রদায়ের’ ভিন্নজাতির, ভিন্ন ব্যবসায়ীর, ভিন্ন পাগড়ী, ভিন্ন ত্রিপুণ্ড্রক। ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের’ চতুর্দশ-সংস্করণখানি বাহির হইয়াছে কি? Kitbagএব ভিতর তাহা না লইলে পাগড়ী ও ত্রিপুণ্ড্রক রহন্ত সমজান দৃষ্কব।

অধিকাংশ বাড়ী ঘর সুন্দর, পরিষ্কার গঠন; কেমন একটু চাকচিক্য ও পারিপাট্য আছে, যাহা উত্তর-ভারতের কোথাও দেখি নাই। সামান্য লোকের গৃহেও তাই। দরিদ্র হইতে লক্ষপতির বাড়ীর ছাত—সবই খোলাব বটে কিন্তু ঘব বাড়ীর এমন বাহ-চাকচিক্য সহর-সৌন্দর্য প্রবণ জয়পুরের রাজ-আদেশেও বুঝি ঘটে নাই। জয়পুবে বড়-রাস্তাগুলির উপর “এক আইন-সঙ্গত” নক্সার বশবর্তী হইয়া গোলাপী রংএব এক-ধরণের বাড়ীগুলো নির্জীব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে। বোম্বাইতে তাহা নয়। সকল বাড়ীরই একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অথচ পারিপাট্য আছে; “Elevation”এব কেমন একটু সৌন্দর্য আছে।

আর তারপব প্রতি বারান্দায় রঙ্গীন ঘাঘবী-পর্য নাগরীর সারি। অধিকাংশ শ্রেণীর হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরদার লেশ মাত্র নাই। অতএব সমাজ-সংস্কারকগণকে মেহনৎ করিয়া পরদা দূবীকরণের ব্যবস্থা করিতে হয় না। পথে ঘাটে বাজারে রেলের সুন্দরীগণ অকুতোভয়ে ঘাইতেছে, সওদা করিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে। কাহারও প্রতি ক্রক্ষেপ নাই, কাহাকেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। গ্রামে নগরে সর্বত্রই এই ভাব। মুসলমান-দাসত্বের তরঙ্গ এতদূর প্রকটভাবে পৌছায় নাই বলিয়াই বোধ হয় এই অনাবিল স্বাধীন ভাবটা রহিয়া গিয়াছে। বস্বে অবস্থানকালে এক বড় ঘরের সুন্দরী যুবতী মহারাষ্ট্র-রমণী কোন কার্যের জন্ত আমার সহিত হোটেলের অকুতোভয়ে দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে আসিয়া, দেখাশুনা করিয়া কথাবার্তা কহিয়া জুতা মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। সোণার বাঙ্গালাকে তখন আমার মনে পড়িল। অসুখের সময় নিতান্ত স্বাস্থ্য অমুরোধে দড়ির চটি জুতা পায় দিয়া দুই পা মধুপুরের জন শূন্য রাস্তায় বেড়াইবার অমুরোধ করিয়াও “ইহাদিগকে” রাজী করান হুঃসাধ্য।

গাড়ী প্রায় ১১ ঘণ্টা “লেট” ছিল।—পূর্বপরিচিত বাঙ্গালী বন্ধুগণ সদলে অভ্যর্থনা কবিতো আসিয়াছিলেন; সংবাদ পাইয়া দানবীর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের লোকও সাদর-অভ্যর্থনা করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন, এবং বোম্বাইএব অন্ত্যগ্র গণ্যমাগ্র দালাল-মহাজনও উপস্থিত ছিলেন। বিদেশে, অপরিচিত অথচ আপাততঃ অন্তরঙ্গ হইতেও অন্তরঙ্গ, বহুসংখ্যক বন্ধুগণের অসম্ভাবিত অভ্যর্থনায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সকলেই নিজ নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা কবিতো এক-যাত্রীকে লইয়া এত পাণ্ডার টানাটানির চোটে, সঙ্গে সঙ্গে, চসমা কলম গাঁটকাটার জিন্মা হইয়া গেল। অনেকক্ষণ সেই হুজুকে কাটিল, পরিশেষে তাঁহাদের অহুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগ্র অভ্যর্থনাকাবিগণকে বিদায় দিয়া বাঙ্গালী বন্ধুগণের সহিত যাওয়া গেল।—যত্নের ক্রটি কিছুমাত্র হইল না। উৎসাহ ও স্নেহের সহিত বাঙ্গালী বন্ধুগণ যতদূর সম্ভব আদব আপ্যায়ন ও অতিথি-সৎকাব কবিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এক মোটর গাড়ী লইয়া সহর দেখিতে যাওয়া গেল। মোটর না হইলে অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় সহর দেখা শেষ করা যাইত না। কোথায় এপোলো বন্দর, কোথায় ব্যালার্ড পিয়াব, কোথায় কোলাবা-চৌপাঠী, মালাবার হিল্, কোথায় Grand Road, Hornby Row, Queen Street—কিছুই দেখিতে বাকি রহিল না। University, High Court, Elphinstone College, Post Office, Telegraph Office, Tajmahal Hotel, Parsee Tower of Silence, মম্বাই দেবীর মন্দির, মহালক্ষ্মী, ভুবনেশ্বর, বালুকেশ্বর, তুলাপটি—সবই “চোখের দেখা” হইল। বাহিরের চাক্চিক্য কোনও ভারতবর্ষীয় সহরের এতদূর আছে কিনা সন্দেহ! তিনতালা চারিতালা পাঁচতালা বাড়ী, ছবির মত সঁজাইয়াছে—ছবির মত গড়িয়াছে—ছবির মত রং করিয়াছে। কিন্তু বাড়ীগুলির ভিতরের বন্দোবস্ত তত ভাল নয়। অধিকাংশ বাড়ীতে আলো হাওয়া কম; স্বাস্থ্যেরও সেইজন্ত বিশেষ হানি ঘটে। এই বড় বড় বাড়ীতেই প্রথমে প্লেগের উৎপত্তি!



বাড়ীগুলিকে ‘চাল’ বলে। কলিকাতায় মাডগাবীবা যেমন ঠাস-ঘন-বনান কবিয়া এক এক বাড়ীতে বিস্তব লোক বাস কবে, এখানেও তাই। সমৃদ্ধ লোকেবাও কয়েকটা ঘব, বিংবা একটা ‘flat,’ লইয়া বাস কবিত্তে দ্বিধা বোধ কবেন না। বধে সহবেব স্থানসঙ্কীর্ণতাই ইহাব প্রধান কাবণ। কিন্তু ভিন্ন সমাজ ও জাতিব লোকেব সহিত একত্র একপ “বাসাবাড়ী”তে বাস কবা কষ্টকব। এখানে দু-এক শেণীব মুসলমান ছাড়া স্ত্রীলোকদেব পদ্দা আদৌ নাই। সেই জগ্ৰ এইকপ ভিন্ন ভিন্ন পবিবাব একটা বড বাড়ীব ভিন্ন ভিন্ন অংগে থাকিত্তে আমাদেব অপেক্ষা বিস্তব কম অসুবিধা বোধ কবে। বধে সহবে পাঁচ-তালা ছয়-তালা অনেক বড বড বাড়ী আছে যাহাব মাসিক ভাড়া হাজাব হাজাব টাকা। একজন লোক তাহা লইবা কোন মতেই থাকিত্তে পাবে না। কাজেই একটা flat, বা একটা মহলেব কয়েকটা ঘব, শুধু বাবদানাবেবা কেন, মধ্যবিত্ত স্থায়ী গৃহস্থবাও লইয়া থাকে। তবে অনেক জায়গায় একপ চলন আছে যে, একটা বাড়ীতে কেবল মহাবাঈয়েবা থাকে, কোন বাড়ীতে বা কেবল পার্সীবাই থাকে। এমন কি তাহা হিন্দু বাড়ীওয়ালাব বাড়ী হইলেও সে তাহাতে পার্সী ছাড়া অগ্ৰ ভাড়াটিয়া বাথিবে না, কাবণ তাহা হইলে অগ্ৰ ভাড়াটিয়াব অসুবিধা ঘটে।

এইভাবে গৃহস্থালী কবিত্তে হইলে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে কবিবাব পক্ষে কিছু ব্যাঘাত হয় বলিয়া সে সব ক্রিয়াও কতকটা “দশে মিলিয়া” কবে। পবম ভক্ত সকল হিন্দুব বাড়ীতেই যে আমাদেব দেশেব মত ঠাকুব ঘব আছে, তাহা নয়। অথচ ঢুই বেলা ঠাকুব-দর্শন না কবিয়া জল-গ্রহণ কবেন না, বা বিষয়-কর্ম কবেন না, একপ হিন্দুও বিস্তব আছেন। তাহাবা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেবা, দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন ঠাকুব বাড়ীতে গিয়া, প্রত্যহ দেবতা-দর্শন কবিয়া, তবে কার্য্যান্তবেযান। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে বিখ্যাত দেবতা দর্শনের জগ্ৰ যেকপ নিত্য বিদেশী যাত্রীব ভিড় হয়, এখানে ঠাকুর-বাড়ীতে নিত্য-দর্শনেব জগ্ৰ তেমনই স্থানীয় লোকেব ভিড় হয়। কাশীতে গঙ্গাস্নান ও দেবতা দর্শন কবিয়া বর্ষায়দাবা যেমন বাজাব হাটেব কাজ সাবেন, এখানে সকল শ্রেণীর সকল

বয়সের স্ত্রীলোকই তাহাই করেন। কেহ পদব্রজে, কেহ বা গাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। নিত্য রাস্তায় ব্যবহারেরও জ্ঞাত তাঁহাদের বেশ-ভূষা উৎকৃষ্ট। নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোক ব্যতীত বাঙ্গালার পথে ঘাটে স্ত্রীলোক দেখা যায় না বলিয়া, বাহিরের লোকের ধারণা যে বাঙ্গালীব স্ত্রীলোক বড় কুৎসিত। যথার্থ সুলক্ষণী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দেখি নাই—দেখিবাব সৌভাগ্য-স্ববিধা আমাদের সর্বদা ঘটে না। তথাপি আমি—অবশ্য ঘবের কথা ছাড়িয়া দিয়া—বলিতে প্রস্তুত নই, যে বাঙ্গালী-স্ত্রীলোক সাধারণতঃ কুৎসিত। কিন্তু বম্বের রাস্তাঘাটে স্ত্রীজনতা দেখিয়া বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভাটিয়া, গুজরাটি, মারহাট্টা, পার্সী অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সুশ্রী। আর কেহই উত্তম রেসমী-কাপড় ঘাঘরা-কোর্তা-মোজা-জুতা-অলঙ্কার ছাড়া পথ চলেন না! সমুদ্রধারে চৌপাঠিতে সন্ধ্যার সময় এত গাড়ী-মোটর জমায়েৎ হয় যে, আমাদের ইডেন গার্ডেনে তাহাব এক-চতুর্থাংশও হয় না! আমাদের দেশে এই সকল সৌখীন জনতার মধ্যে অধিকাংশই সাহেব-মেন; এখানে অধিকাংশই ভারতবাসী। ভাল গাড়ী, ভাল মোটর, ভাল কাপড়-চোপড় জহরৎ সবই ভারতবর্ষীয়দিগের। ট্র্যাণ্ড ও রেড রোডে বেড়াইবার সময় কলিকাতায় মনে হইবে ইংরাজের সহরে বাঙ্গালী মাথা গুঁজিয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে আছে। বোম্বাইতে মনে হইবে ভারতবাসীদিগের সহরে ভারতবাসীই অধিক সংখ্যক; এবং পদস্থ ইংরাজও সামান্য আছে—মিলিয়া মিশিয়া আছে। ববিবার দিন চৌপাঠিতে মণি-মুক্তা-অলঙ্কারের এত সমাবেশ সমারোহ হয় যে, এক একজন স্ত্রীলোকের গায় লক্ষ টাকার জিনিস দেখা যায়। হীরা-মুক্তার চলনটাই বেশী। যে মুক্তা কলিকাতাব লোক চোখেও দেখিতে পায় না, তাহা এখানে অজস্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জহরতের কারিগর সব বাঙ্গালী। হস্ত-জড়ওয়ার কাজ বাঙ্গালী না হইলে হয় না; সেই জ্ঞাত জহরতের অনেক বাঙ্গালী কারিগর এখানে অন্ন করিয়া খায়। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি এখানে বড় নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য গাড়ী বোড়া ইত্যাদি অধিকাংশ স্থানীয় লোকের হাতে, ইংরাজের হাতে অন্ন। ভারতের অনেক স্থানেই পারসী

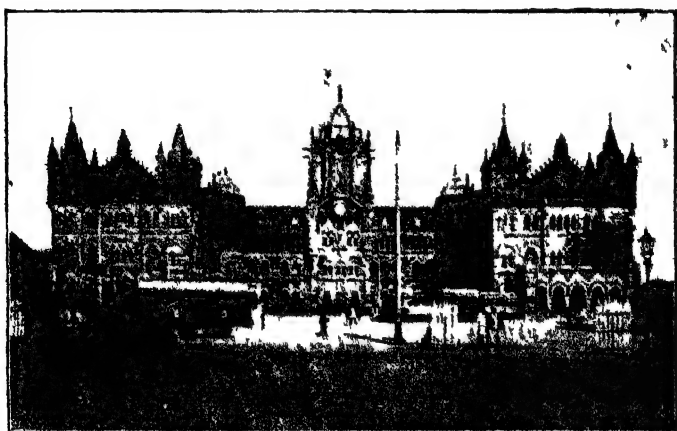
ও নাথোদা দোকানদার ইংরাজকে হটাইতেছে । তাহাদিগের নিজের সহরে যে তাহা করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

দোকানদারেরা পুরুষকে ধার দিতে ইতস্ততঃ করিবে ; কিন্তু স্ত্রীলোক যাইয়া স্বত টাকার যে জিনিস ধার চাউক, অক্লেশে পাইবে । মূর্তিমতী লক্ষ্মীদের এত সমাদর যত বলিয়া বৃদ্ধি-বশেষে এত লক্ষ্মীপ্রীতি ! স্ত্রীলোকেরা এই বিশ্বাসের যোগ্য ব্যবহারও করেন । অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলিয়াই হউক, আর অল্প কোন কারণেই হউক, ব্যভিচার এখানে খুবই কম ।—পার্সীদিগের মধ্যে ত আদৌ নাই বলিয়াই শোনা যায় !

স্ত্রীলোকেরা সর্বকাৰ্য্যে যেমন অগ্রণী, সুখদুঃখেও তাই । পথে দেখিলাম, বরের বাড়ী তত্ব লইয়া, কিংবা ঐরূপ একটা-কি-কাৰ্য্য উপলক্ষে প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া বাজনা বাজ লইয়া সুবেশা সুন্দরীগণ চলিয়াছেন । আবার এক জায়গায় দেখিলাম, অধোবদনে এক দল স্ত্রীলোক একটা বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় ভূমি-শয্যায় বসিয়া আছেন । গুনিলাম, কাহারও মৃত্যু হইলে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ অশৌচান্ত পর্য্যন্ত প্রতি বৈকালে এইরূপ “পথে বসে” । যে “পথে বসাইয়া” গিয়াছে, তাহাকে স্মরণ করিবার ইহা অপেক্ষা আর প্রকৃষ্ট উপায় কি হইতে পারে ! সমুদ্র-তীরে প্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড শ্মশান গৃহ ; সেখানে দাহ কাৰ্য্য সমাধা করিয়া, “মম্বা দেবীর” মন্দিরের পুষ্করিণীতে গুটি হইয়া, পুরুষেরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ।

## বোম্বাই সহর ।

বাঙ্গা-বাড়ীতে বাস কবাব জ্বা, বিবাহ-শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাণ্ড নিজ নিজ বাড়ীতে সূচাক্রমে নির্বাহ হওয়া কঠিন বলিয়া, বোম্বাইতে আব এক অভিনব প্রথা দেখিলাম। এক একজন বড় লোক এক একটি সুসজ্জিত “ওয়াবী” অর্থাৎ ‘বাড়ী’ কবিয়া দিয়াছে। খালা, বাসন, বিছানা, টেবিল, চেয়ার,—সব সেখানে প্রস্তুত আছে। লোক জনও সব প্রস্তুত আছে, কিছু “ধবিয়া দিলেই”



ভিক্টোরিয়া টাৰ্মিনাস্ বোম্বে ।

সব জিনিস তৈয়াৰি পাওয়া যায়। “বব বায়ুন” লইয়া উপস্থিত হইলেই, শুভকাৰ্য্য সমাধা হইয়া যায়। সকল লোকই এই সুবিধাৰ সদ্ব্যবহাৰ কৰে। কলিকাতাৰ বন্ধু ব্যাবিষ্টাৰ মেটাসাহেবের বিবাহ মহাবাজ স্বতীন্দ্রমোহন ঠাকুৰের বাড়ীতে হইয়াছিল। মেটাসাহেব বড়লোক, এবং ক্যানিং ষ্টীটে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ীও আছে, অথচ এমন কেন হইল তখন বুঝিতে পারি নাই। এমন একটা একটা রীতি অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর চক্ষে কেমন কেমন লাগে। এখন বুঝিতে পারিলাম, এই প্রথা ইহাদের মধ্যে দোষের কথা নয়। বাঙ্গালীর ঘব সংসার

আত্মীয় পবিজনেব দশা ক্রমশঃ যে কপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে শীঘ্রই বাঙ্গালী সমাজে এ প্রথাব অনুকরণ সম্ভব। বড় লোক আত্মীয়েবা গৰিব কুটুম্বেব দায় বাড়ে কবিত্তে বাজী হন না। গালছে, শামীযানা, তাকিয়া, হুকা, বাসনও ধাব পাওয়া যায় না। ভাঁড়াব, বাগা, পবিবেশন, অভ্যর্থনাব কাজেব জগ্ৰ আপনাব লোক পাওয়া অসম্ভব। কাজেই কাজে কৰ্ম্মে “কেনা ভাত” “হোটেলিব বন্দোবস্ত” প্রথা যথেষ্ট প্রবল হইবাব উপক্ৰম বাঙ্গালা দেশেও হইয়াছে। “বুক দিয়া পড়িবা” “দোড় ধাপ” “হাক ডাক” কবিয়া কাজ তুলিয়া দিবাব স্বেচ্ছা সেবক দল অন্তৰ্হিত হইয়া কেতাবী Social Service দেখা দিয়াছে, শ্মশান-ত্রাণ-সমিতি ও Nursing Homeএব আবির্ভাবও হইয়াছে। সময়ে সবই হয়।

সাহেবদেব গিল্কাৰ বিবাহ,—হোটেলি বিবাহ-ভোজ প্রথা আছে। বন্ধে বাসীবা “আধাসাহেব”,—বাসা বাড়ীতে থাকে। পৰেব বাড়ীতে বিবাহ প্রায়ই হয়, তাহাতে দোষ বা লাঘবেব কথা কিছু নাই। আমাদেব যে ঘাব কুঁড়েতে যা হয় কবিয়া সব কাজ সাৰিতে হয়। আজ-কালকাব কালে ভাই খুড়া-জ্যোঠাব বাড়ীতে গিয়া কাজ কবিত্তেও “মাথা কাটা” যায়; আব আজ কাল খুড়া-জ্যোঠাব য়েৰূপ ব্যবহাৰ তাহাতে এ পুৰাতন বীতি আব টেকেও দায় হইয়াছে। তাই আমাদেব মধ্যে এত “ক্ৰমোন্নতি”। ম্যাবাপ্ বাঁধিত্তে, ভাঁড-খুৰি কিনিতে, বাড়ীবাড়ী মেয়েপুৰষ গিয়া মেয়েপুৰষেব নিমন্ত্ৰণ কবিত্তে ও সেই ওজনে নিমন্ত্ৰণ বাখিত্তে, আব মেয়ে-নিমন্ত্ৰণেব ঝগ্গাট পোহাইয়া যাহাদেব হাড় কালাপালা হইয়াছে,—বোম্বাইয়েব এই চিত্ৰ তাহাদেব চক্ষে, স্তম্ভব না লাগুক, কাৰ্য্যকৰ বলিয়া মনে হইবে।

বোম্বাইতে সাহেব পাড়া, বাঙ্গালী পাড়া নাই। বড়মানুষ, গৰিব মানুষ লইয়া পাড়া আছে। মালাবাব পাহাড়েব উপব ও গায়ে এবং সমুদ্ৰ হইতে উদ্ধৃত ভূখণ্ড—কোলাবাব দিকে সব শ্ৰেণীৰ বড়মানুষ—সাহেব পাৰ্শী-হিন্দু-মুসলমানেব বাস। মালাবাব পাহাড়েব উপব অনেক বাড়ীতেই স্বতন্ত্ৰ পবিবাব বাস কবে। এখন ‘Season’ নয় বলিয়াই অনেক বাড়ী খালি রহিয়াছে। বোম্বাইয়েৰ লাট সাহেবেব বাড়ী মালাবাব শৈলেব শেষ কোণে। মালাবাব

শৈল্যেব বিপবীতদিকে, যেখানে সমুদ্র অৰ্দ্ধ চক্রাকাৰে ঘূৰিয়া গিয়াছে, সেইখানে কোলাবা । ইহাব স্থানে স্থানে কামানেব ব্যাটাবী, স্থানে স্থানে ব্যাবাক্ । অদূৰে সমুদ্রগৰ্ভে ছোট ছোট পাহাড়ৰ উপৰ বান্ধুখানা এবং Light House, অথবা সমুদ্রৰ বাতীঘৰ ; এই কপ দৃশ্য বোম্বাইয়েৰ চাবিদিকে দেখা যায় । যেদিক্ হইতে বেলগাডী কবিয়া ভাৰত মহাদেশ হইতে বম্বে দ্বীপে প্ৰবেশ কৰিতে হয়, তাহা ছাড়া তিনদিকে খোলা-সমুদ্র ; বেল পথেৰ দিকে সমুদ্রৰ খাড়া দ্বাৰা বেষ্টিত হইয়াই বোম্বাই সহৰ “বোম্বাই দ্বীপ” । কাজেই বোম্বাইয়েৰ এদিক্ ওদিকে বাড়িবাব স্থান কলিকাতা অপেক্ষাও কম ? সমুদ্র-ভৰাট্ কবিয়া কতক কতক বাড়ী তৈয়াৰী হইয়াছে ও হইতেছে । Improvement Trusts অনেক নতন বাস্তা তৈয়াৰি কবিয়া, বাড়ী কবিয়া, অথবা জায়গা দীৰ্ঘ মেয়াদে ভাড়া দিতেছে । ইহাবা জায়গা বিক্ৰয় কৰে না, ভাড়া লইয়া বাড়ী কৰিতে হয় । দীৰ্ঘ-মেয়াদ অন্তে বাড়ী সব কোম্পানীৰ হইয়া যাইবে । এই কপ বড়-মেয়াদেও লোকে জায়গা লইয়া বাতীঘৰধাব কৰিতেছে । কাজেই ভাড়াটীয়া বাড়ী বৰিতে হইলে ৫৬ তাল বাড়ী না কৰিলে চলে না । কাঠা হিসাবে নয়—এখানে গজ দৰে জমি-বিক্ৰয় হয় ।

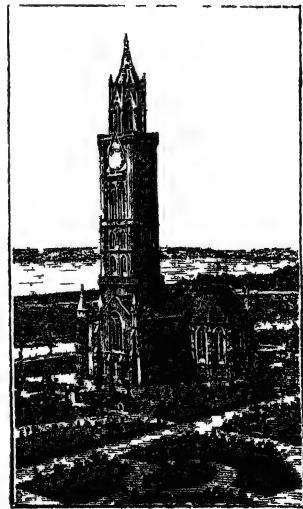
এইকপে, সমুদ্র তীৰে সহৰ দুই দিকে দুই বাহু বিস্তাৰ কবিয়া আছে—এক দিকে মালাবাহ হিল, অপৰ দিকে ‘কোলাবা’ ; আৰাব বিপবীত দিকে দুই বাহু বাহিব হইয়া গিয়াছে—এক দিকে মহাবাজা গোয়ালিয়ৰ সুন্দৰ প্ৰাসাদ-নিৰ্ম্মাণ কৰিয়াছেন ; অপৰ দিকে, তাজমহল গম্বুজেব অনুকৰণে প্ৰস্তুত, তাজমহল হোটেল, সমুদ্রতীৰ দখল কবিয়া এপোলো বন্দৰেৰ উপৰ দাঁড়াইয়া আছে । জাহাজে বম্বে ছাড়িয়া আসিবাব সময় শেষ পৰ্য্যন্ত তাজমহল হোটেলৰ গম্বুজ দেখা গিয়াছিল ।

লাইট্ হাউস পাৰ হইয়া অদূৰে ছোট ছোট পাহাড় । তাহাব বিপবীত দিকে এলিফাণ্টা-গহবৰ ; ৪৫ বণ্টা সমুদ্র-পথে বাহিতে হয় । এ যাত্ৰায় সেখানে যাওয়া সম্ভব হইল না ; মনে বড় আক্ষেপ বহিয়া গেল । দেশেৰ যুগযুগান্তব্যাপী অপূৰ্ণ-দৰ্শন এই সকল কীৰ্ত্তি,—দৰ্শনেৰ সময় কৰিতে

না পাবিয়া বিদেশে দৌড়িবাছি।—ইহাতে আক্ষেপ ও অপবশ—তুইএবই কথা আছে!

লোক-শিক্ষা সম্বন্ধে বোম্বাইয়েব লক্ষপতিগণেব গুণ ও দান প্রশংসনীয়। এল্ফিন্‌ষ্টোন্ বলেজেব একজন ভূতপূর্ব ছাত্র আট লক্ষ টাকা খবচ কবিয়া কলেজের বাড়ী প্রস্তুত কবিয়া দিয়াছেন।—আব আমাদেব Presidency Collegeএব একটা হলেব জন্ত মোটে এক লক্ষ টাকা প্রেসিডেন্সী কলেজেব পুৰাতন ছাত্রদিগেব নিকট চাঁদা চাওয়া গেল, তাহাব হাজাব টাকাও উঠিল না। একশত জন ছাত্র হাজাব টাকা কবিয়া দিতে পাবে, কিংবা হাজাব ছাত্র একশত টাকা কবিয়া দিতে পাবে,—এহ দীর্ঘকালে কলিকাতাব Presidency College যদি একপ ছাত্র প্রসব কবিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাব অস্তিত্বই বুধা।

বোম্বাইয়ে Grant Medical College, Victoria Jubilee Technical Institution, University Buildings, Town Hall হত্যাদি দানবীৰ আচা পাশীদেব তৈয়াবী সুন্দব সুন্দব অনেক বাড়ী আছে। সময়-সংক্ষেপ বলিয়া এগুলি সব ভাল কবিয়া দেখা হইল না। High Court, Municipal Buildings, Post-Office, Telegraph Office, Byculla Club, Gymkhana কতক কতক ঝাঁকি দর্শন কবিত্তে কবিত্তে সন্ধ্যা হইয়া পড়িল।



ক্লক টাওয়ার-বোম্বে।

ক্রমে ‘মেও বোড্’ ধবিয়া হাইকোর্ট প্রভৃতি ছাড়াইয়া,—বাশি বাশি ভুলার কসা গাঁটের মধ্যে দিয়া আপলো বন্দবে যাওয়া গেল। কাল সেইখান

হইতেই জাহাজে উঠিতে হইবে। অতএব Port Commissioner আপিসের নিকট সে বন্দবটীর পবিচয় লইয়া আসা আবশ্যক। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার তখন বাড়ীটাকে গিলিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীটাও আমায় যেন গিলিতে আসিল। চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া মনে কেমন একটা ক্লান্ত ভাব আসিয়া পড়িল। দুবে সন্ধ্যার আধারের মধ্যে ARABIA জাহাজ আমার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃহৎকায় জলপোত—ডাক্তার নিকট আসিতে পারে না;—তাই দুবে নঙ্গর কবা আছে। ছোট জাহাজে করিয়া গিয়া উঠিতে হইবে। নৌকা করিয়া দেখাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে মাঝি অনেক জুটিল, কিন্তু তাহাতে আব তখন ইচ্ছা হইল না। কেমন একটা ভিজা কষল দিয়া প্রাণটাকে চাপা দিয়া ফেলিল।

যে সকল ভদ্রলোক দয়া করিয়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদেব যত জনের সহিত সম্ভব বাড়ীতে গিয়া দেখাশুনা করিলাম—ধন্যবাদ দিলাম। খাওয়াইবাব জন্ত, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিতে যাইবাব জন্ত, তাঁহাবা অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আজকার দিনে সে সব আর ভাল লাগিল না। মটব্ গাড়ী যতক্ষণের জন্ত ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহাপেক্ষা অনেক অল্পসময়ের মধ্যেই বাড়ী ফিরিলাম, এবং আহাবাদি করিয়া বিশ্রামের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।—কিন্তু পুৰাতন অভ্যাস সহজে যায় না! বম্বের Picture Post-Card লইয়া বাছাগোছা ২০২৫ খানা চিঠিলেখা ইত্যাদিতে অনেক রাত্রি হইল। কত ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, ভক্তিপূর্ণ কাতরতার সহিত ভগবান্কে ডাকিতে ডাকিতে, তন্দ্রা সঞ্চার হইল; কিন্তু সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

---



## বোম্বাই বিদায় ।

১২শে মে শনিবার—অতি প্রত্যবে পূৰ্ণকথিত সম্ভ্রান্ত মহাবাষ্টীয় মহিলাটি দেখা কবিত্তে আসিলেন। স্ত্রী, স্মৃগঠন ও স্তবেশ। অচঞ্চল স্বাধীনতা, ক্রীজনোচিত অপ্রগাভ ও স্কুমাব সলজ্জ ব্যবহাব অতি মনোবম। পুৰুষ অভিভাববেব বিনা সাহায্যে একটি অপবিচিত পুৰুষেব নিকট অসঙ্কোচে আসিয়া নিজে প্রযোজন ব্যক্ত কবিতা ও যথাযথ ব্যবস্থা লইয়া চলিয়া গেলেন। ইনি কোন সৰ্দাব বংশেব মন্তিল। ষ্টেট সেক্রেটাৰীৰ সহিত বহুদিনব্যাপী পত্ৰ সংগ্রামেও বংশানিকাব অক্ষুণ্ণ রাখিত অসমর্থ হইয়া, অপবিচিত্তেব সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাব মহাবাষ্টী জানা নাই, তিনিও ইংবেজি জানেন না। ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে কথাবাও এক প্রকাব শেষ হইল।

বিদায়েব প্রাক্কালে স্থানীয় বাঙ্গালী ও বম্বে নিবাসী বন্ধুগণ আমায় যে কতদূব যত্ন-আত্মীয়তাতে আপ্যায়িত কবিলেন, তাহা বলিবাব নয। বাড়ীৰ মাঝা কাটাইয়া আসিয়াও আবাব এই দূবদেশস্থ নূতন পুৰাতন বন্ধুদিগেব মায়া—নূতন কবিতা—কাটাইতে, বিদায় যাতনা ধনীভূত হইয়া উঠিল। ইচ্ছাবা Ballard Piers পর্যন্ত সঙ্গে আসিলেন। স্থানীয় পদ্ধতি অনুসাবে বহুমূল্য জবি ও ফিতা দিয়া সুসজ্জিত ফুলেব মালা, তোড়া দিয়া কত যে, সম্মান-যত্ন কবিলেন, তাহা বলা যায় না। তাহাদেব মধুব আপ্যায়নে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বিদায়দান ও প্রত্যাবৰ্ত্তনকালে সমুদ্রগামী বন্ধুবান্ধবগণকে মালাকিভূষিত কবাব প্রথা এখানে খুব অধিক প্রচলিত দেখিলাম। বন্দবদ্দাবে লোকে লোকাবণ্য। ফটকেব উপবেই এই শ্ৰেণীৰ মালা ও তোডাৰ বীতিমত হাট বসে। বাহাব বন্ধুসংখ্যা যতবেশী, তাহাব মালাসংখ্যাও তদনুরূপ। ইংবেজ ও ভাবতবাসী সকলেই এ সম্মান পান।

আমাব ভাগ্যেও পূর্ণমাত্রায় এ সম্মান ঘটিল। যাত্রী অপেক্ষা যাত্রীদের এইকপ বন্ধুবান্ধব—লোকজন—দশগুণ ; কিন্তু বন্দবেব নিয়ম অনুসারে তাহাদের জিতবে যাইবাব অধিকাব নাই। কতক জিনিসপত্র ষ্টেশন্ হইতে গত কল্যাই ‘কুক্ এণ্ড সন্স’এব জিন্মা কবিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতে খবচ কিছু অধিক হইলেও, সৰ্ব্বাপেক্ষা তাহাই সুবিধা। বাকী জিনিসপত্র কুকেদেব লোকেব আজ জিন্মা কবিয়া দিলাম। সঙ্গে বহিল,—কেবল ছাতা ও বেদনায়ুক্ত পায়েব অবলম্বন লাঠি ; আব বহিল—দুলমালাব বাশি। চাবিদিকেব লোক চাহিয়া দেখিয়া বোধ হয় ভাবিতে লাগিল যে এই একটা অপবিচিত নগণ্য বিদেশী-লোককে এত দুলমালায় বিভূষিত কবিল কে ?

বন্দবে প্রবেশ কবিবাব সময় ডাক্তাব সাহেবেব পবীক্ষাব অভিনয় হইল। প্লেগ-আবিভাবেব পব হইতে এই অভিনয় অব্যাহত বহিয়াছে ; কিন্তু এখন তাহা মাঝামাঝি নহে। সভ্য-ভদ্ৰ-ভাবে একবাব হাত দেখিয়া, আব “কেমন আছেন ?” জিজ্ঞাসা কবিয়া ডাক্তাব-সাহেব প্লেগ বসন্ত ওলাউঠা ইত্যাদি সার্বজনীন মহামাবী সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ কবিয়া সভ্য যবোপকে নাভঃ বলিয়া অভয় দিলেন। একথানা ছাপা সার্টিফিকেট দিয়া তাঁহাব কাজ শেষ হইল। “কালো” চাকব-চাকবাণীব ব্যবস্থা অন্তরূপ। “অদল বদলেব” ভয়ে তাহাদের হাতে একটা ববাব ষ্ট্যাম্পেব ছাপ দিয়া মোহব কবিয়া দেওয়া হয়। Government of Indiaব Finance Member, Sir Guy Fleetwood Wilson এই জাহান্দে যাইতেছেন। তিনি পবে গল্প কবিলেন যে, ডাক্তাবপুঙ্গবেব তিনি গ্ৰীহা চমকাইয়া দিয়া ব্যতিব্যস্ত কবিয়া তুলিয়াছিলেন। “কেমন আছেন ?” কথাব উত্তবে Sir Guy ডাক্তাবকে বহু কবিয়া অথচ গম্ভীবভাবে বলেন, It is my duty, Doctor, to inform you that I am suffering from a loathesome and incurable disease.” ডাক্তাব চমকিয়া লাফাইয়া উঠিয়া অ্যা—অ্যা—কবিতো লাগিলেন। Sir Guy স্বয়ং এই কবুল জবাব দিলেন, অথচ তাঁহাব মত লোককে আটকান যায় কি প্রকাৰে। ডাক্তাবেৰ বিষম-সমস্তা দেখিয়া Sir Guy হাসিয়া বলিলেন, “And that disease is,

old age.”—তখন ডাক্তার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। Sir Guy অবিবাহিত;—নতুবা যযাতির মত যৌবন-ঋণ লইতে উপদেশ দিলেও দেওয়া যাইত।

জাহাজ তীরের নিকট আসিতে পারে না, পূর্বেই বলিয়াছি। তীর হইতে প্রায় একমাইল দূরে নঙ্গর করিয়া আছে। ছোট ‘টেণ্ডার’ জাহাজ কয়েকবার যাতায়াত করিয়া যাত্রী পৌছিয়া দিতেছে। দুইটি পরিচিত মুসলমান ছাত্র ব্যারিষ্টার হইবার জন্ত চলিয়াছে। তাহারা আগ্রহ করিয়া আসিয়া আলাপ করিল। Second classএ যাইতেছে বলিয়া, পরে তাহাদের সঙ্গে সর্বদা দেখা হইবে না বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিল। জাহাজে জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু “শ্রেণীভেদ”টা খুব গুরুতর! জাহাজেব দূবস্থ ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ অংশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থান। পরম্পরের সহিত দেখাশুনা প্রায় অসম্ভব।

টেণ্ডার, ডাক্তার ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় আঁতুড়ের ছেলে লইয়া এক যুবোপীয় স্ত্রীলোক আসিয়া পড়িলেন। নিয়মের এমনই বাঁধাধরা যে এক সেকেণ্ড বিলম্বের অপরাধে, তাঁহার জন্ত জাহাজ দাঁড়াইল না। রোদ্দে ছাতা মাথায় দিয়া ছেলে কোলে লইয়া পুনরায় টেণ্ডার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। ডাক্তার সাহেব ছেলেখেলায় যে সার্টিকিকেট দিয়াছিলেন, তাহা পুলিশকে দেখাইয়া সকলকেই টেণ্ডারে উঠিতে হয়। Sir Guy Fleetwood-কে পর্য্যন্ত তাহা দেখাইতে হইল।—ইংরেজদের যেখানে যেমন!—এইরূপ Sense and Spirit of Discipline—ইহাতেই সব দোষ শোধরাইয়া যায়। ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলে এখনও বুঝি নাই, তাই “মেকী”-স্বাধীনতার এত চলন, ও তাই আমাদের এই হৃদয়!—শিক্ষার ও সংযমের যথার্থ অভাব এইরূপেই প্রকাশ পায়!

টেণ্ডার ছাড়িয়া দিল। কত অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল,—লেখনী বা জিহ্বা কখন তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারিবে না। ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত সে বিষয়ে যথার্থ সহানুভূতি কেহ করিতে পারিবে না।

সতৃষ্ণনয়নে ভারতেব শেষবেথার দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে চলিলাম । যতক্ষণ টেণ্ডার বড় জাহাজের নিকট যাইতে লাগিল, ততক্ষণ জাহাজের দিকে ক্রক্ষেপ করি নাই । কারাদণ্ডের অনুমতির পর, জেলের গাড়ীর দিকে রক্ষী যখন হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কয়েদী তখন Black Maria বীভৎস রূপের দিকে লক্ষ্যদ্রুত করে না । যাহাদেব ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কীয় যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহারই দিকে শেষ পর্যন্ত চাহিয়া থাকে ; এমন কি, আদালতের দরজার দিকে পর্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে । বস্বেব ও বস্বেব লোকের সহিত আমরাব পবিচয় ২৪ ঘণ্টা মাত্র ! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, বধূ, বন্ধ ও অত্যাশ্রিত প্রিয়জন সব দূরে—কতদূরে বহিয়াছে ! নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিবাব মত লোক, বস্বেতে কেহ উপস্থিত নাই । বস্বেব বন্ধগণ—যাহাবা বিদায় দিতে আসিয়াছেন, তাহারা—বন্দরের ফটকের বাহিরে । তথাপি বন্ধুশ্রেণীর বস্বেবাসীর উপব হইতে চোখ পালটাইতে পারিলাম না ; নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম ।

বিদায় ভারতবাসী !—বিদায় ভারত ! মান্নিয়ান-নয়নে “Arabia” জাহাজের প্রতি দৃষ্টিমাত্র অমঙ্গলচিহ্ন নয়ন গোচর হইল ; শিহরিয়া উঠিলাম ! মান্নলের অর্দ্ধপথে জাহাজের নিশান উড়িতেছে ! এই আর্ন্ত চিহ্ন যেন আমারই গুরুভার হৃদয়ের অক্ষুট অভিব্যঞ্জনা মাত্র । এই অমঙ্গলচিহ্নের কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম যে গত কল্যা ডেনমার্কের রাজার মৃত্যু হইয়াছে । আঙ্গীয় ইংরেজ-রাজ তাঁহার স্মৃতির প্রতি,—বন্দবে বন্দবে সম্মান দেখাইতেছেন । জাহাজের সিঁড়ি লাগাইতে, লোক উঠিতে, কিছু বিলম্ব হইল । চুপ করিয়া বসিয়া বহিলাম । গৃহপ্রত্যাবর্তন-পথে যাইতেছি না, যে ব্যস্ততার প্রয়োজন । পূর্বোক্ত মুসলমান যুবক ছ’টি নূতন-উত্তমে যাইতেছে । তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । যত্ন ও ভক্তিভরে এবং তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে ফুলের তোড়া তাহাদিগকে উপহার দিলাম । ফুলমালার সে উজ্জল-হাস্ত যেন তখন অসহ বোধ হইতে লাগিল । কলিকাতায় বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে Seekers’ Club,

Shakespeare Society, Anti-smoking Union, রায় বাহাদুর—এখন রাজা যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী প্রভৃতি নানা স্থানে আমার বিদায় দিবাব জন্ত বন্ধুগণ যে সব সভাসমিতির আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানেও ফুলরাশি বহু ছড়াছড়ি হইয়াছিল; আমার প্রিয়-জনেরা যত্ন-আচ্ছাদন আদর করিয়া সেগুলি তুলিয়া গুছাইয়া রাখিত; তাহাতে ফুলের শোভা ও মূল্য দ্বিগুণ হইত। মালাতোড়ার প্রাচুর্য্যে প্রাণাধিক সেই সকল প্রিয়জনকে বাব বার মনে পড়িতে লাগিল। স্বরণচিহ্নস্বরূপ মালা গাথাব ফিতাগুলি তাহাদের জন্ত বাখিয়া ফুলগুলি সমুদ্রদেবের পূজায় ক্রমে ক্রমে অঞ্জলি দিলাম। ক্যাবিনেব সহযাত্রী গুচ্ছ ফুলের মালায় দুর্গন্ধে আপত্তি করিবে।

জাহাজে উঠিবামাত্র কর্মচারীরা ফার্স্ট ক্লাস্‌ এটিকে, সেকেন্ড ক্লাস্‌ ওটিকে, বলিয়া পথনির্দেশ করিতে লাগিল। Cabinএব নম্বর বলিতেই Cabin Steward আমার কামবাগ লইয়া গেল। তাহাদের যত্নভক্তি নমস্কার, আব প্রতিপদে “মহাশয়” “মহাশয়” (Sir) উক্তি শুনিয়া, আমাদের চাকর-মহাশয়দের সহিত তাহাদের প্রভেদ বুঝিলাম। ইহাদের বেতন অধিক বটে, আব মার-গালাগালি-কটুক্তিও ইহা বা সহ্য করে না; কিন্তু “ঠোটে ঠোটে” কাজ যোগায়, কোন কথা বলিতে হয় না, ধমকাইতে হয় না। বিছানার চাদর, বালিস, তোয়ালে, সাবান, প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব, মাগ (Springএব) খাট, কার্পেট, চেয়ার—খেলা ঘরের মতন বলিতে হয় বল কিন্তু—পুরা দস্তর সাজান আলমারী, আলনা, দিয়া ঘর সাজান। এক ঘরে তিনজন লোক থাকার নিয়ম। জাহাজের সম্মুখভাগ বেশী দোবার জন্ত গা-বমি করিবাব ভয়ে, পূর্ক নির্দিষ্ট কামরা ছাড়িয়া, আমি জাহাজের মাঝামাঝি একটা ঘর চাহিয়াছিলাম। কিন্তু জিনিসপত্র লইয়া দুইজন অপরিচিত লোকের সহিত ১৫ দিন ক্রমাগত একত্র থাকার মহা অসুবিধা। এই সব কথা ভাবিতেছি, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, পূর্ক-নির্দিষ্ট স্থানে স্বতন্ত্র একটা ঘর আমার একেলার দখলেই থাকিবে। Steward জিনিসপত্রগুলি নতুন ঘরে আনিল। অমুরের মত কি অক্লান্ত পরিশ্রমে Steward,

যাত্রীদের জিনিসপত্র যথাস্থানে নিমেষেব মধ্যে বাখিয়া, তাহাদের সকল বকমের সুবিধা কবিয়া দেয়, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস কবা যায় না । আমাব এক চাকর আছে, তাহাকে যে কাজ কবিতে বলা যায়, সে তখনই উত্তর কবিয়া বসে,—“আমবা তাঁতিমানুষ, ওসব আমাদের কাজ নয়” ; একথাটা যে কিছুদিন শুনিতে হইবে না, ইহা পবম লাভ—ইহাতে নিবানন্দেব মধ্যেও কিছু আনন্দ বোধ হইল । জুতা সাক্ কবা, কাপড় গুছান, জল দেওয়া, বিছানা কবা, ববঝাড়া ইত্যাদি Cabin Stewardএব কাজ । Table Steward যে যেমন খাইতে চায় তাহাব বন্দোবস্ত কবিতেছে ; Deck Steward ডেকেব উপর চেয়াবটি খুঁজিয়া যথাস্থানে পাতিয়া বাখিতেছে ; খাবাব জল, Lemonade, প্রভৃতি যে বাহা চায়, অন্নান বদনে সত্ৰব যোগাইতেছে , ডেকেব উপর যাত্রীদের খেলাধুলাব আমোদ আহ্লাদেব বন্দোবস্ত কবিয়া দিতেছে । যেন কলে কাজ চলিতেছে । ভুলিয়া একটি কল টিপিয়া ধবিতে Bell Steward আসিয়া হাজিৰ ; সেই ঘণ্টায় ধা দিলেই তাহাকে উপস্থিত হইতেই হইবে । একদিন অনেক বাত্রে খাবাব জল না থাকাতে, জলেব জন্ত এই বালকটিকে ডাকিয়া তাহাব ঘুমঘোব চোখ দেখিয়া ভ্রংখ হইয়াছিল ।

কথায় কথায়, চাকরবাকরবদের কথা বলিতে বলিতে, আসল কথা হইতে দূৰে আসিয়া পড়িয়াছি । কয়েকবাব টেণ্ডাব যাতায়াত কবিতে সব যাত্রী ও মাল জাহাজে আসিয়া পৌছিল, কিন্তু Punjab মেল দুই ঘণ্টা “লেট” ছিল, সে মেল আসিয়া না পৌছিলে জাহাজ ছাড়িতে পাবে না । বেলা ৪টাব সময় সে মেল আসিয়া পৌছিল ; তখন আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন, অপবাহ্ন জলযোগ এবং চা-পান হইয়া গিয়াছে ।

আহাবেব নিয়ম,—সকাল ৬টাব সময় চা, সঙ্গে সঙ্গে আপেল আঙ্গুর লেবু, বেলা ৮টাব সময় বীতিমত প্রাতর্ভোজন, ১২টাব সময় এক বাটী সুপ , ১টার সময় বীতিমত জলযোগ (Lunch), ৪টাব সময় চা, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি, ৭টার সময় পূবা সায়াং ভোজন (Dinner), বাত্রি ১১টার সময় ইচ্ছা করিলে কিছু (Supper) ; দিন বাত্র আহাৰ, নিদ্রা-গল্প, অপদার্থ-

নভেলপাঠ, মাঝে মাঝে জালদিয়া ঘিবিয়া ডেকেব উপব ক্রিকেট-ক্রোকে ইত্যাদি খেলা। কখন কখন নাচগান এবং জাহাজ প্রতিদিন কতপথ চলিতেছে তাহাব উপব বাজী বাখা এই প্রধান কাজ। চুফট, মদ, তাস, পাশা, জুয়া, সতত চলিষাছে। সোভাগ্যেব মধ্যে তাহাব জন্ত স্বতন্ত্র ঘব। জাহাজেব কর্মচাৰীদেব “Duty” ব সময় এই সকল আমোদপ্রমোদে যোগদান কবা নিষিদ্ধ।

আহাবেব সময় কাপ্তেন সাহেব প্রধান আসনে বসিলেন, Sir Guy Fleetwood তাঁহাব দক্ষিণে, তাব পব যে বাব নির্দিষ্ট স্থানে বসিলেন। আমাদেব প্রথম-নির্দিষ্ট আসনেব নিকট দুইজন মাণ্ডল গ্রীক ও দুইজন অভদ্র মুসলমান ছিল বলিয়া, আমবা কমশঃ যোগাড কবিষা স্বতন্ত্র টেবিলে নিজেদেব আবশ্যক ও মনেব মত দল যোগাড কবিণা লইলাম।

Punjab Mail আসিয়া পৌছিবামাত্র জাহাজ ছাড়িষা দিল। E. I. R এব Agent Sir William Dring সেই সঙ্গে আসিলেন। বিলাত হইতে ফিবিষা আসাব পব, তাঁহাব অকালমৃত্যু বন্ধমাত্রেবই বিশেষ ক্ষোভেব কাবণ হইষাছিল। কলিকাতাব প্রধান সওদাগব Sir George Sutherland ও Sir Arthur Allen পৰিচিত লোক, সকলেই বিশেষ আদৰ অল্পগ্রহ আপ্যায়নে সম্মানিত কবিলেন। Sir Guy Fleetwood ও অন্যান্য সকল উপাধিপ্রাপ্ত বড় বড় সাহেব যত্ন-খাতিব কবিষা কথা কওযাতে, সাধাৰণ “সাহেবান” দলকে বিশেষ নবমতাবাপন্ন দেখিলাম। জাহাজে বাঙ্গালীবাৰুব উপব সাহেবেব অত্যাচাব অপমানেব গল্প যত শুনিষাছি, তাহাৰ ত কিছুই দেখিলাম না। যাহাবা নিজেব মান বাখিতে পাবে না, যাচিষা অগ্রসব হইবা আলাপ কবিতে চায়, অথচ ভদ্রব্যবহাব পৰ্য্যন্ত জানে না,—তাহাবা যে মাঝে মাঝে কোন নবপত্তব নিকট অপমানিত হইবে, তাহাব আব আশ্চৰ্য্য কি? নিজেব মান নিজে বাখিষা পিছাইষা থাকিলে ক্রমশঃ অগ্রসব হওয়া সহজ; এবং পণ্ড-সান্দিষা সৰ্ব্বদাই পরিতাজ্য। মানুষেব সহিত মানুষেব সন্তাব হইতে অধিকক্ষণ লাগে না; চামড়াব রংএর তফাতে কিছুই আসিষা যায় না। আব নরপণ্ড কৃষ্ণকায় হউক—

শ্বেতকায় হউক—সর্বদা পবিত্রজ্য, প্রতিজ্ঞাপূৰ্ণক তাহাদেব দিকে পিছু ফিৰিয়া থাকিলে, তাহাবা মাথায় তুলিবাব অবকাশ পায় না। এ সম্বন্ধে একটু নাড়ীজ্ঞান প্রয়োজন।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সাক্ষ্য অন্ধকাৰ ক্রমশঃ বম্বে সহৰ, তাহাব গিৰ্জা বন্দৰ Light House তাজমহল হোটেলের ঈষৎ স্নেহবর্ণ স্নেহ, গাকমণ ও গ্রাস কবিত্তে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভাবভেব ক্রোড হইতে দ্বাদ্দাপ দবে পড়িতে লাগিলাম। বাহিবে আঁধাৰ চিত্তবেও আঁধাৰ, আঁধাবে জগৎ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে সব ক্রমশঃ অন্তৰ্হিত হইল। আকুল প্রাণেব ব্যাকুল নিশ্বাস ভাবত বায়ন্তবেব নিকট বিদায় হইল।





## জলপথে ।

সন্ধ্যাব অন্ধকাৰ ঘন হইয়া আসিবাব পূৰ্বে জাহাজেৰ পাৰ্শ্বে একটা জনতা ও গোল হইল। গিয়া দেখি, পাইলট সাহেব জাহাজ ত্যাগ কৰিয়া বাহিৰাব উল্কাগ কৰিতেছেন। বন্দব হইতে কুল-সন্নিধি বিপদাপদেৰ পথ কাটাইয়া পথাভিজ্ঞ পাইলট, জাহাজ কতকটা পৌছাইয়া দুবে দিয়া যান। তাহাৰ পৰ কাপ্তেন সাহেব ও তাহাৰ কন্মচাৰিগণেৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব পড়ে। সম্ভ্ৰতি English Channel-এ একথানা বড় জাহাজেৰ যে দুৰ্ঘটনা ঘটয়াছিল, নাবিক কাপ্তেন ও পাইলটেৰ মত-বিভেদই তাহাৰ কাৰণ। যে সীমানা পথান্ত পাইলটেৰ বাজ্য, তাহাৰ মধ্যেই সেই বিপদ ঘটয়াছিল। কাপ্তেন পাইলটেৰ ভুল সংশোধন কৰিবাব চেষ্টা কৰিলেও সফল হয় নাই, কাৰণ সে স্থানে পাইলটই প্ৰধান। পৰে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে এই কথা প্ৰকাশ হইয়াছিল। পূৰ্ণজ্ঞানে কাপ্তেনকে চম্বেব পলক না ফেলিয়া নিৰ্দ্ধাৰিত বিপদমুখে প্ৰবেশ কৰিতে হইল। সাধা নাই পাইলটেৰ কথাৰ উপৰ কথা কন; কাৰণ পাইলট সেখানে একেখব।

বহুদিন পূৰ্বে Punch-এ “Dropping of the Pilot” নামে একথানা মৰ্মস্পৰ্শী ছবি দেখিয়াছিলাম—তাহাৰ কথা মনে পড়িল। নানা উপলক্ষে অনেকবাব সে ছবিৰ কথা মনে পড়িয়াছে, আজও পড়িল। এবীন জাৰ্মানসম্ৰাট উইলিয়ম প্ৰাপ্তবয়স্ক ও নিজজ্ঞানে কৃতকৰ্ম্ম। জাৰ্মান প্ৰাধাভ্যগত-প্ৰাণ বিজ্ঞ প্ৰাচীন “লৌহ সচিব” বিস্মৰককে ক্ষমতাচ্যুত ও অধিকাৰভ্ৰষ্ট কৰিয়া নিজ কোমল-কঠিন হস্তে পূৰ্ণক্ষমতা যখন গ্ৰহণ কৰেন, তখন সেই ছবিৰ সৃষ্টি হয়। ব্যঙ্গশিল্পি-শ্ৰেষ্ঠ সার জন টেনিসলৈয় তাহা শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি; জাৰ্মান সাম্ৰাজ্য-পোতেব কাণ্ডাৱী উইলিয়ম জাহাজেৰ

ধাবে দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যভাবে কৈশোৰেৰ কৰ্ণধাৰ বিস্মাৰ্কেৰ ধীৰ ক্লান্ত অথচ গভীৰ পদবিক্ষেপে নোসোপান-পথে অববোহণ দেখিতেছেন। অবনত মন্তক বিস্মাৰ্ক শেষ-সোপান-বজ্জু ধৰিয়া ধীৰে ধীৰে সমুদ্রেৰ বক্ষে নৃত্যশীল পাইলট বোটৰ উপৰ নামিতেছেন। জাৰ্মান সাম্রাজ্যেৰ চিৰকৰ্ণধাৰ স্বাধিকাৰ প্রার্থী অবিমৃশ্যকাৰী কাপ্তেনেৰ হস্তে নিজাধিকাৰ প্রদান কৰিয়া অবগ্ৰ-স্তাবী ভবিষ্যৎ বিপদ ভাবিতে ভাবিতে অবসৰ গ্রহণ কৰিতে বাধ্য হইতেছেন। চিত্রপানি মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে ককণ-কঠিন ভাব পূৰ্ণ। আলিবর্দী খাঁ সিৰাজউদ্দৌলাকে বাব বাব ইংবেজেৰ প্ৰতিবোগিতাব বিৰুদ্ধে পৰামৰ্শ ও আদেশ দিয়াছিলেন। বিস্মাৰ্কও কাইজাৰকে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন; কোন উপদেশই কাজে লাগে নাই। উভয় ক্ষেত্ৰে ফলও এক। তাই গাজ সমস্ত জগৎ বিপৰ্ণাপ্ত; কাইজাৰ ও কাইজাৰ বংশ বাধ্য গাড়িত। অপবন্য ভবিষ্যতি।

বিশেষ ও পৰিদৃশ্যমান কাৰণ অভাবেও সেই ছবিৰ কথা মনে পড়িল। আমাদেৰ জাহাজেৰ পাইলট বিস্মাৰ্কেৰ সম্পূৰ্ণ অসদৃশ; বজ্জ-সোপান-অবলম্বনে নামিয়া গেল। একথা কেন মনে পড়িল, তাহাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ সম্পূৰ্ণ অনাবশ্যক ও নিফল। তবঙ্গবক্ষে পাইলটেৰ গোট নাচিতেছে। পাইলট নামিয়া আসন গ্রহণ কৰিবামাত্র নাবিকগণ বোটখানিকে জাহাজেৰ নিকট হইতে অদূৰে—“পাইলট জাহাজে” লইয়া চলিয়া গেল। অচিৰে সে তাহাৰ স্থানী আবাস জাহাজে, আপন জনেৰ সহিত মিলিত হইবে। তাই আপন জন ছাড়িয়া প্ৰবাসগামীৰ তাহাৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিতান্ত ঈৰ্ষাশূন্য মনে হয় না।

আহাবেৰ পৰ ডেকেৰ উপৰ আসিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইলাম—ভাল লাগিল না। ক্যাবিনে গিয়া নিদ্ৰাৰ চেষ্টা কৰিলাম তাহাও হইল না। অগত্যা “ভ্ৰমণ-কথা” লিখিতে বসিলাম। শান্তিতে যখন চক্ষু নিম্নীলিত হইয়া আসিতে লাগিল, তখন শয্যাৰ আশ্রয় লইলাম। নিদ্ৰাৰ পৰিবৰ্ত্তে চিন্তা সহচরী হইলেন, অনেকক্ষণ তাহাকে একাধিপত্য কৰিতে দিয়া অবশেষে নিদ্ৰাদেবী দয়া কৰিলেন। এইকপে সে স্নাত্তি কাটিল।

ভিড়ে স্নানাগাৱেৰ স্নবিধা অস্নবিধা কত দূৰ হইবে, অপবিচিত্তেৰ

পক্ষে এ সকল বিষয় বিশেষ ভাবিতে হয়—বিশেষতঃ যে পূৰ্বা মাত্ৰা “বাঙ্গালীয়ানা” বজায় থাকিবে, তাহাব ভাবনা আবও বেশী। আপাততঃ বাত্রি-শেষেব পূৰ্বেই প্রাতঃকৃত্য সাবিয়া লওয়াই স্বেচ্ছিক কাজ বোধ হইল। মগ, গামছা, ধুতি কিছুই ছাড়ি নাই। ড্রেসিং গাউনেব অন্তৰালে সকল জোগাড়ই ছিল। প্রাতঃকৃত্যান্তে সভ্যতা-সম্মত বস্ত্ৰ-পৰিবৰ্তন কৰিয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ কৰিলাম। পূৰ্ণ “সবস্ত্ৰ” না হইয়া শয্যাগৃহ ত্যাগ সভ্যতানুমোদিত নহে মনে কৰিয়া, এত কষ্ট স্বীকাৰ কৰিতে হইল। “ক্ৰম-বিজ্ঞতাষ” জানিলাম যে, প্রাতঃবাসেব পূৰ্ব পৰ্য্যন্ত এ নয়ম বদবান নহে। অল্পাদপি অল্পমাত্ৰাব বস্ত্ৰভাব প্রাতঃবাসেব পূৰ্বে জাহাজেব প্রকাণ্ডাদপি প্রকাণ্ড স্থানেও মার্জ্জনীয়। মহিলাগণ তখনও প্রকাণ্ড স্থানে আবিভূত হইবেন না। অবাচিত মহিলা-সান্নিধ্যে ও ডেকেব উপৰ প্রাতঃকালে অবোধ বিচৰণ জাহাজেব “অলিখিত বাণীব” অন্তৰ্ভূত।

জাহাজেব দৈনন্দিন ঘটনাৰ বেচিদ্ৰ্য্য ও পার্থক্য বড় অধিক নয়। ষ্টুয়ার্ড প্রত্যয়েই শয্যাগৃহে চা বিশুট ফল দিয়া যায়। তাব পৰ ডেকেব উপৰ নগ্নপদে বাত্রিবাস-বস্ত্ৰে বিচৰণ, উল্ফন ইত্যাদি; পৰে স্নান। আহাবগৃহে ৮টাৰ সময় প্রচুব পৰিমাণে প্রাতঃবাণ (Breakfast), ১টাৰ সময় জলযোগ (Lunch), ৪টাৰ সময় পুনৰাৰ চা ও সাতটাৰ সময়—Dinner, মধ্যে একবাব ডেকেব উপৰ বসিয়াই একবাটী-সুপ, মধ্যে মধ্যে কচি ও আর্থিক অবস্থাভেদে আইসক্ৰীম, Lemon Syrup ইত্যাদি (ইহাব স্বতন্ত্ৰ মূল্য দিতে হয়)। এইৰূপ অনবৰত আহাবেই জাহাজে বিবহীবিবহিণীবা কোনমতে কায়ক্লেশে “দীৰ্ঘং বিবহব্রতং বিভৰ্তি।” দুই বাব চাব সহিত যে ফল-মাখম-মিষ্টান্ন দেয়, তাহাতেই আমাদেব ভালকপেই দৈনিক ‘ভোজন’ হইয়া যাইতে পাবে। “প্রধান আহাব” তিনটাও তদনুকূপ। মংস্ত্ৰ, মাংস, মিষ্টান্ন, ও ফল—স্থলচৰ জলচৰ খেচৰ উভচৰ সমবায়ে পেটুক-প্রধানবও ভীতি উৎপাদন কৰিতে পাবে। “লবণাসুবাশিব বেলা” ত্যাগ কৰিয়া কিছু দূৰ যাইতে না যাইতেই

অৰ্ণবপোত-বক্ষে ভীমকুম্ভকর্ণেরও চমকপ্রদ আহাৰ্য্য-সম্ভার, দেখিতে দেখিতে প্রতি “খানা ঘণ্টার” পর টেবিল হইতে, আত্মবাম সবকাবের ষাটবিভা-বল-সদৃশী কোন মহাশক্তি-বলে, কোথায় যে তিরোধান হয়, তাহা আমি নিরূপণ করিতে পাবিলাম না। আকণ্ঠ পূর্ণ কবিতা উষ্টিবাব পর মনে হইল যে, আজ সমস্ত দিন কেন, কালও বোধ হয়, কিছু “চলিবে না।” কিন্তু দ্বিতীয় ঘণ্টার পব বথাসময়ে “ক্ষুধাকপেণ সংহিতা মহাদেবী”ব আবাব চর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের আসামীব দেহেব মত অস্বাদাদিব দেহে পূর্ণতেজে আবির্ভাব হওয়া বাস্তবিক অঘটন-ঘটন। জাহাজে যাওয়া আসায় যাহাদেব “দেশে”—(Home)—থাকিবাব অধিক সময় থাকে না, তাহাবাও বিলাত-ফেবত অবস্থায় গণ্ডদ্বয়ে সুপক্ক আপেল শোভাব অধিকাবী কি’সে হন, সে তথ্যেব নীমাংসাব কতকটা আভাস জাহাজে পাওয়া যায়।

যথাশক্তি আহাৰ্য্য-অন্তর্ধান-সাহায্য-চেষ্টায় বিবত ছিলাম বলিতে পারি না। হজ্জা ও সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবাবেই “চলিয়াছে”। বিশেষতঃ আপেল, আপ্রিকট, আনাবস, বোম্বাট আম, আঙ্গুর, ফিগ, পেপে, ফুটী, ফ্রণ, আইসক্রীম, চিজ, নানা বকমেব “নিত্যনূতন” সমুদ্রমংস্ত্র এবং নানা গঠনেব নানা বর্ণেব নানা আশ্বাদনেব পুড়ীং ও কেকেব সঙ্কটাপন্ন সান্নিধ্যে স্থিব হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহিলেও অনিচ্ছাক্রমেও ধৈর্য্য নষ্ট হয়;—সুন্দবী প্রতি বেশিনীগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে মনেব বিনা অনুমতিতে অনেক সময় হাত কাঁটাচামচে সাহায্যে কিছু না কিছু তোলাইয়া মুখাবববে উপস্থিত কবে। তখন আব—“না” বলা যায় না।

এক একটি টেবিলে দুই জন “কেতা দোবস্ত” সুবর্ণ মুদ্রা-বক্সাস-প্রত্যাশী বিনীত ভৃত্য মোতায়েন। নিঃশব্দে সকলের মন যোগাইতেছে। ভোক্তাকে কেবল কষ্ট করিয়া, কাঁটা চামচে স্থাপনেব সাঙ্কেতিক ভাষাটা আয়ত্ত করিতে হয়। তাহারই সাহায্যেই নিঃশব্দে কলের মত আদান-প্রদানেব কাজ চলিয়া যাইতেছে। এতলোক যদি গল্প-কথিত ইংরাজী অনভিজ্ঞ ‘হোটেল আহাৰী’ বাবুর মত তারস্বরে ক্রমাগত সনাতন প্রথা-অনুসারে বলিতে থাকে,

“ও খানসামা এই পাতে আর একটু ‘অখাত্ত’ দাওত” তাহা হইলে Dining room-এব দৃশ্য যে কিরূপ হইয়া উঠে তাহা অনুভবনীয়। ‘দীপ্ততাং-ভূজ্যতাং’ কথার উল্লেখ নাই; কিন্তু চৰ্ক্যাচোম্যলেখপেয়—কিছুই ক্ষণিক অভাবও নাই।

“ববফেব ঘবে” ফলমূল, মৎস্ত, মাংস সব আছে, শোনা যায়। কিন্তু সত্য কথা “ববফেব ঘবে” ববফেব নাম মাত্রও নাই। ববফ দিয়া মাংস, মৎস্ত, ফল তাজা বাখা নিত্য পুৰাতন প্রথা। ইদানীন্তন বিজ্ঞান-শিল্প-সাহায্যে, যে Refrigeraterএব উদ্ভাবন হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানবসায়ন-সমবায়ের স্নকৌশল মাত্র। কল-কব্জা আবক সাহায্যে অদ্বত “ঠাণ্ডা ঘবেব” আয়োজন; প্রয়োজনীয় সব জিনিসই সেই শাওল ঠাণ্ডাবে বৰ্ণিত হয়। নিত্য প্রয়োজনমত তাহাই খবচ হয়। আহাবেব পাত্রাদি ও ভূতাদিগেব হাত পা ও পোষাক পৰিচ্ছদ সমস্তই পৰিস্কৃত পাবিচ্ছন্ন। দিবা কবিবাব কোন কাবণই নাই। যে খাই-চায না তাহাব কোন ‘অখাত্ত’ খাইবাব প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত দীঘ তালিকা হইতে নোবা যাইবে যে যৎসমুল আহাবেও সহজে জীবন যাপন অসম্ভব নহে। প্রথম দিন ছইজন অভদ্র মুসলমান ও ছইজন মত্তপ্রিয় গ্রাক্ আনাদেব টেবিলে থাকাতে বড় অসুবিধা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনে বড় খানসামার শবণাগত হইয়া আমবা যথা সম্ভব হিন্দুধৰণেব একটা আলাদা টেবিল ঘোগাড় কবিয়া লইলাম;—সকল আহারই সেই টেবিলে চলিতে লাগিল। তবে চা যে যেখানে পায়, পান কবিয়া লয়।

এলাচাবাদেব সুল ইনস্পেক্টাব বায় বাহাছব জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তাঁহাব কস্তা,—বম্বেব প্রধান বাবহাট্টা ডাক্তাব বাওএক স্ত্রী, গোয়ালিয়াব মহাবাজেব প্রাইভেট সেক্রেটারী ও ল-মেম্বৰ এই কয়জন আমাদের টেবিল-সহচর। এক রকম চলিয়া যাইতেছে মন্দ নয়। জাহাজে লোক নিত্য কম নয়—অথচ অযথা ভিড়ও নয়। অতএব স্নানাগাবেব দ্বারে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা কবিয়া থাকার গল্প যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে পাইলাম না। সাবান তোয়ালে প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য লইয়া স্নানাগারে ভৃত্য সৰ্বদাই প্রস্তুত আছে।

মানুষপ্রমাণ মার্বেল বা মার্বেলের মত রঙ দেওয়া Bath tub সমুদ্রজল ও গরম জল মিশাইয়া—নিমেষেব মধ্যে পূর্ণ কবিতা দিতেছে। পরমানন্দে স্নান কবিতা পবে মিঠা জলে গা ধুইয়া নিজের কেবিনে আসিলাম। সাক্ষ্য-আহারেব পূর্বে ফাষ্ট ক্লাসেব সমস্ত যাত্রীকেই Evening dress পরিতে হয়। কখন কখন কাপ্তেন সাহেব টেবিলেব প্রধান আসনে বসেন। আবার কখনও রা জাহাজেব অগ্ৰাণ্ণ উচ্চ কন্মচারীবাও বসেন। সাহেব-মেমদের সাক্ষ্য-পোষাকের সৌন্দর্য উপলব্ধি ভারতবাসীব পক্ষে সহজ না হইলেও অভ্যাসক্রমে ও শীলতার প্রতিবে সহিয়া যায়। এখন clinging short skirtএব বাজ্য ; এখনকার ত কথাই নাই।



## ভারত মহাসাগর ।

আমাদেব Arabia জাহাজেব মোটামুটি বৰ্ণনাট। এইখানে হইয়া থাকুক। এ জাহাজখানাব চাৰিটি তলাতেই লোক আছে। সৰ্ব্বোপৰি Boat Deck ; কাপ্তেন ও কৰ্ম্‌চাৰীবা তথায় থাকেন, “Bridge” হইতে জাহাজ-চালান’ৰ কাজ পৰ্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি হয়। যাত্ৰাদেব তথায় উঠা নিষেধ। তাৰ নীচে Hurricane Deck ; এইখানে এমণেব, বিশ্রামেব, ক্রীড়াব, এবং কদাচিৎ গ্ৰীষ্ম প্ৰথব বজনীতে শয্যেবও যথেষ্ট স্থান আছে। এখানে কিন্তু ঝড়-ঝটিকাব আধিক্যও যেন কিছু বেশী। এই ডেকেই ক্ৰিকেট, কোয়েট প্ৰভৃতি খেলা ও Sports, Ball Danceও মাঝে মাঝে হয়। এখানে কএকটি Cabinও আছে; কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত খোলা, তত সুবিধা বোধ হইল না।

এই ডেকেব একদিকে বমপানেব ও তাস খেলিবাব প্ৰকাণ্ড সাজান ঘৰ, আৰ একদিকে তদপেক্ষা বৃহৎ—সুন্দৰ সুসজ্জিত Music room ও বৈঠকখানা ঘৰ। এই সকল ঘৰেব অপেক্ষা ডেকেব উপৰই অনেকে সৰ্ব্বদা থাকেন। ব্যাবিনেব মধ্যে আমাব মত একাকী অল্প লোকেই থাকেন। চিন্তাসহচৰীকে লইয়া, এবং অতিবিক্ত ১৫ পনেব টাকা ব্যয় কৰিয়া ইলেক্ট্ৰিক পাখাব দাম আদায় কৰিবাব অছিলায়, আমাব সময় অনেকেব অপেক্ষা ক্যাবিনেই অধিক কাটে। Hurricane Deck এব নীচে Spar Deck ; এখানেও অনেক ক্যাবিন আছে। এই ডেকেই আমাব প্ৰথম স্থান হইয়াছিল। Purser, অৰ্থাৎ কেবাণী সাহেবেব আপিস, ডাকঘৰ, নাপিতেব দোকান ইত্যাদি এই ডেকে। তাৰ নীচে Main Deck ; জাহাব ও শয়নগৃহ এই ডেকে, অধিকাংশ শয়্যাগৃহই এই ডেকে। আমাব শয়্যাগৃহ স্নানাগাৰ প্ৰভৃতিৰ নিকট, এইস্থান আমি পছন্দ কৰিয়া লইয়াছি। কোন অনুবিধা নাই।

তাব নীচে Hold. জিনিস পত্ৰ কলকাবখানা সমস্ত এইখানে । যাত্রীদের সেখানে যাইবাব নিয়ম নাই । সেকেণ্ড ক্লাস ক্যাবিনগুলি জাহাজেৰ পশ্চাদ-ভাগে—সম্পৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ স্থানে । সেখানে সৰ্ব্বদা যাইবাব সুবিধা হয় না । জাহাজেৰ সম্মুখেৰ দিক স্বতন্ত্ৰ উচ্চস্থানে একজন Look-out man সৰ্ব্বদা সম্মুখে নজৰ কৰিয়া আছে । উচ্চ কম্বাচাবিগণকে কিছু জানাইবাব প্ৰয়োজন হইলে Speaking Tube দিয়া কথা কয় ।

জাহাজেৰ সকল কম্বাচাবী ও ভূতাই আনন্দিত মনে কাজ কৰে । বক্সীসেব প্ৰত্যাশা কৰে ও পায়, এবং কাজ হইয়া গেলে স্বাধীনেৰ মত অকুতোভয়ে মনিবমণ্ডলীৰ চক্ষেৰ সম্মুখে নিজেৰা আনন্দ কৰে ও মনিবমণ্ডলীৰও আনন্দেৰ সাহায্য কৰে ও পায় । Cabin Steward এক পাউণ্ড; Table Steward দশ শিলিং, Bath Steward, Deck Stewardকে পাঁচ শিলিং বৰিয়া বক্সীস আমাব তায় নিঃস্ব আবোহিগণেৰ পক্ষেও নিয়ম আছে । ধনকুবেবদেৰ নিয়ম অবশ্য স্বতন্ত্ৰ । কিন্তু ইহাবা প্ৰকাণ্ডভাবে কিছু প্ৰাৰ্থনা কৰে না । সকলেই তাহাদেৰ গুণে বশীভূত হইয়া ইচ্ছাক্ৰমে বক্সীস দেন । ঘৰ হইতে তাহাদেৰ দ্বাৰা জিনিসপত্ৰ চুৰি বা নষ্ট হয় না । কোন কোন বন্দৰেই আগন্তুক লোক উঠিয়া কখন কখন চুৰি কৰে । তদ্বিষয়ে যাত্রীদিগকে সাবধান কৰিবাব জন্তু ঘবে ঘবে নোটীস দেওয়া আছে । সকল স্থানেই সকল কাৰ্য্যেৰ সম্বন্ধে নোটীস টাঙ্গান আছে, সকল জাতব্য বিষয়ই স্পষ্ট কৰিয়া জানান আছে । তাই চক্ষুবৰ্ণবুদ্ধিসাহায্যে, সহজে সকল কাজ সুসাধিত হওয়া সম্ভব । নিজ ক্ষৌৰকৰ্ম যে স্বয়ং সম্পন্ন কৰিতে অক্ষম, সে নিতা ছয় আনা দৰ্শনী দিয়া ক্ষৌৰকাব মহাশয়েৰ ইন্দ্ৰপুৰী তুল্য সুসজ্জিত কক্ষে গিয়া কাৰ্য্য সমাধা কৰিয়া আসে । আমাব মত অলস অকৰ্ম্মণ্য অথবা আভিজাত্যভিমানী অনেক লোক আছেন, ধাহাবা নিজেৰ কুলীন হস্ত অযোগ্য ক্ষৌৰকৰ্মে নিয়োজিত কৰিতে পাবেন না । এই পুৰা সাহেবীয়ানায় অভ্যস্ত না থাকায় প্ৰথম প্ৰথম নাপিত বাড়ী যাইতে লজ্জিতপ্ৰায় হইতেছিলাম, কিন্তু পৰে দেখি নাপিত সাহেবেৰ বৈঠকখানা প্ৰাতঃকাল হইতে নিতা লোকে লোকাৰণ্য ।



রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিয়াও তাঁহাব কাজ ফুরায় না। তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।

জাহাজে ডাক্তার সাহেব আছেন। তাঁহাকে ডাকিলে পাঁচ শিলিং দিতে হয়। কিন্তু ঔষধের দাম দিতে হয় না। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতিদিনের আহাৰেই প্রত্যহ প্রায় ৭৭ টাকা পড়ে, অত্যাশ্চর্য্য বাবুগিণির আসবাবেও খরচ আছে। বিচানা তোমালে প্রায় নিতাই বদলাইয়া দেয়। দাম দিলে জাহাজে কাপড় পর্য্যন্ত কাচাইয়া লওয়া যায়। বৈয়াকথানায় বসিয়া যত ইচ্ছা চিঠি কাগজে চিঠি লেখায় বাবণ নাই। খেলা প্লাবও যোগাড় জাহাজে যথেষ্ট আছে। জাহাজ ভাড়াব টাকাটি এইকপে বোধ হয় কতকটা তুলিয়া লওয়া যায়।

জাহাজ প্রতিদিন কত মাইল যাইতেছে, তাহাব একটা চাট প্রত্যহ দেওয়া হয়। তা লইয়া বাজী খেলাও হয়। জুয়া খেলিবাব অবকাশ একশ্রেণীব লোক ছাড়িতে পাবে না। প্রত্যহ প্রায় ৩৭৫ মাইল হিসাবে আমবা চলিতেছি। প্রতি বাব ঘণ্টাব পব জাহাজেব বড়ীব কাঁটা অন্ধবণ্টা হিসাবে পিছাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই উপায়ে স্থানীয় সময়ের নির্দেশ হয়। চন্দ্রতারার গণনা সাহায্যে জাহাজ দিনরাত্র চলিয়াছে।

সুয়েজ খালে যাইবার সময় রাত্রে Search Light জালিয়া চলে। সোমবাব চতুর্থীর চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলাম; মঙ্গলবাব Southern Cross নামক নক্ষত্র-মণ্ডল দেখিলাম। ক্রমশঃ যেন কোন অজানা অচেনা জায়গায় অগ্রসব হইতেছি। অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, ও তাহাতে অসংখ্য জীবলীলা, কিবণলীলা, বর্ণলীলা; মধ্যে মধ্যে জাহাজেব উপর নানা ভাবের লোকলীলা দেখিয়া সময় এক রকম কাটিয়া যাইতেছে, যতটুকু বাকি থাকিতেছে, তাহা অনন্ত চিন্তার সাহায্যে বেশ পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে উদ্ভীর্ণমান পক্ষী সারি গাথিয়া যাইতেছে। শ্রেণী-বিশেষের মংস্ত কখন কখন লাফাইয়া এখান হইতে ওখানে পড়িতেছে। আর নীলাশ্বরের উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া মাঝে মাঝে বড় জ্বলন্ত রামধনুর অবতারণা করিতেছে। ভাবুকের নিকট এই অনন্ত

গোভাব আদর যে শ্রেষ্ঠতম, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু ভাবুক হইবার অবসর বড় পাইলাম না । কাবণ—চিন্তা কিছুতেই ত্যাগ করিল না ।

অত্যন্ত গবম ও বমনোদ্বেক হইবে ইত্যাদি কত ভয় করিয়াছিলাম ; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ত তাহার চিহ্নও দেখিতে পাই নাই । তবে এখনই সে গব্ব করা উচিত নয় । পথ এখনও অনেক বাকী । ধীর স্থির স্বচ্ছ দপণেব মত সমুদ্র কাল বাত্রে ও আজ প্রাতে, ক্ষণকালের নিমিত্ত কিছু অধার হইয়া দৃপ্ত মানবকে মনে কবাইয়া দিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে সে নিজমুন্ডি ধাবণ করিতে পাবে । যাহাকে “সমুদ্রপীড়া” বলে, অনেকের তাহা হইয়াছিল ; কিন্তু ভগবানের রূপায় আমি এ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইয়াছি । “You are a good sailor”,—“You have nothing to fear”,—“You have stood the first part of your first journey well” ইত্যাদি অভিনন্দন অনেকের নিকট পাইয়াছি ।

শুনিলাম, ব্রহ্মপতিবাব বাত্রি ২টাব সময় এডেনে পৌঁছিব ; অন্ধকার বাত্রে ডাক্সায় নাবিতে ভরসা বা সুরিধা হইবে না । জাহাজ হইতেও সহর দেখা যাইবে না । কেবল কয়লা ও মাল লইবার হাঙ্গাম—গোলমাল । ভোরবেলা এডেন ছাড়িবাব সময় কিছু দেখা যাইতে পাবে । ৪টা ৫টার মধ্যে ভারতবর্ষে যাইবাব মত চিঠিপত্র ডাকে দিতে হইবে বলিয়া সকলে প্রস্তুত হইতেছেন ।

গত সোমবার পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজ বম্বেব সহিত বিনা-তারের বিদ্যা-সংবাদ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল । সে সীমা অতিক্রম করিবার পূর্বে, বাড়ীতে একটা Marconigram দিয়া সে শৃঙ্খল কাটাইলাম । কাল মঙ্গলবার Salsette ষ্টীমার অনতিদূরে গৃহগামী Indian Mail লইয়া গেল ।

চিঠিপত্র সমস্ত শেষ করিয়া ভ্রমণ-কথার কতকটা লিখিয়া ডাকে পাঠান গেল । এই দেবাক্ষর ভেদ করিয়া কেহ যে পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবে, সে ভরসা করিয়া লিখিলাম না । কখন ‘ভারতবর্ষ’ পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতির ইহা কারণ ঘটবে, তখন তাহা জানিতাম না । জানিলে

ভাষা, ভাব ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে সংঘত হইতাম। কিন্তু এ সকল পত্র-রচনার সময় সাহিত্য-সৃষ্টিব দিকে দৃষ্টি ছিল না। ক্ষমতাও বৃদ্ধি ছিল না। পিপাসী প্রাণ ও উন্মুক্ত চক্ষুকর্ণ যাহা পাইয়াছে, তাহাই ধবিয়া রাখিয়াছে। শ্রিয়জনেব অবগতিব জ্ঞা দিনে দিনে পাঠাইয়াছি।

বৃহস্পতিবার ২৩শে মে—কাল বৈকাল তইতে গবম কিছু অধিক পড়িয়াছিল; কিন্তু যে গবম আমাদের গ্রীষ্মকালে সহ্য করিতে হয়—যে গরমেব মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে বথে পৌছিয়াছিলাম, ইহা তাহাব তুলনায় কিছু ন্য। আজও বেশ গবম আছে; সাহেব-মেমেবা হাপাইয়া, জামাকাপড় হাতে কবিয়া, সভ্যতাভুমোদিত বস্ত্র-হীনতাব চবমসীমায় পৌছিয়া জাহাজময় হা হতাশ কবিয়া বেড়াইতেছে। কোথায় দাঁড়াইলে একটু অধিক বাতাস পাওয়া যাউবে, তাহাব সমীচীন পরীক্ষা বর্তমান জীবনেব খেন একমান উদ্বেগ, —এইভাবে “দাঁড়িয়া” বেড়াইতেছে। ইহাই তাহাদেব বল, —ইহাই তাহাদেব দৌর্যল্য। হুজুগ বাহির কবিবাব “একটি”; কিছু—একটা বাগ গোসা অভিনান করিয়া কথা কহিবাব জিনিস পাইলেই যেন বাঁচে। অভিযোগেব কিছু বিষয় না থাকিলে ইহাদেব যেন পরিপাক-ক্রিয়াব ব্যাঘাত হয়। আব দেখাদেখি, যাহাবা অনভিপ্রেত বিষয়েও সাহেবামুক্যরী হইয়াছেন, তাহাদেবও এই সংক্রামক বোগে ধবিয়াছে। পথে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও Sea Sicknessএব ভয় সকলে আমায় যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহাব ত চিহ্নমাত্র নাই। যে “কষ্টকে কষ্ট বোধ কবিব না” একবাব মনে কবিতো পরিয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তাহার হুঃখ কষ্ট ভয় কিছুতেই হইবাব সম্ভাবনা নাই।

নগদ ১৫ টাকা, খবচ কবিয়া ইলেকট্রিক পাখা শয়নকক্ষে লওয়া হইয়াছিল, কাবণ জাহাজ কোম্পানী এ বিলাসটা বিনা-পরসায় দেন না,—তাহার দাম আদায় এ কয় দিন আদৌ হয় নাই। কাল ও আজ সামান্য কিছু হইয়াছে মাত্র। অতএব প্রতিদিন পাঁচ টাকা করিয়া হাঁওয়া খাওয়ার উপযোগিতা সন্দেহের বিষয়। জাহাজে জামা,

কমাল, কলার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হইবে, এ পরামর্শ দিয়া যাত্রারা ঐ সব জিনিসে বাস্তব বোঝাই করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদেরও দেখিতেছি বিশেষ ভুল হইয়াছিল। প্রত্যহ দুইবাব কাপড় বদল কবা প্রয়োজন বটে; কিন্তু একদম “উৎপরীক্ষায় ফিটফাট” হইতে হইবে, নিতা বাবে-বাব কামিজ-কলাব বদল চাইই চাই, এগন কথা কিছু নাহ। এত কথা বলিবাব প্রয়োজন এই যে, ফ্যাসানের দায়ে সঙ্গের বোকা বাড়াইয়া—ভূতের বোকা বহিয়া, এই দীর্ঘ পথে যেন ভবিষ্যৎ বাসিগণ অকারণে কষ্ট না পান। বেলে কবিয়া প্রকাণ্ড ট্রাকগুলি লইয়া যাইতে “চাকের দায়ে মনসা বিক্রি” গোছের ব্যাপাব হইবাব সম্ভাবনা। অতএব এক সপ্তাহের মত প্রয়োজনীয় অল্প কাপড় জামা ‘Hold all’তে কিম্বা ছোট পোটমেন্টে লইয়া মার্শেলস্ ও প্যাবিসে ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিস সঙ্গে রাখিয়া ভারি মালপত্র বরাবর জাহাজে পাঠাইলেই এ পথে সর্বাপেক্ষা সুবিধা।

কাল বৈকাল হইতে “কথন্ এডেন্ পৌছান যাইবে” এই সমস্তা লইয়া ক্রমাগত কথাবার্তা—আলোচনা চলিতেছে। এইরূপ একটা আলোচ্য বিষয় পাইলেই জাহাজের সকলেই যেন উন্মত্ত হয়। ত্রিব অঢল থাকে, জাহাজের কর্মচারিগণ। তাহাদের হির অচঞ্চল বুদ্ধিব উপবেই জাহাজের ও যাত্রীর রক্ষা নির্ভব কবে। প্রম্ন পরম্পরায় তাহাদিগকে উদ্দাম যাত্রীরা বাস্তব করিয়া তোলে। ভদ্র ও নম্র ব্যবহার তাহাদের যেন স্বভাবসিদ্ধ। কর্তব্য-পালন সময়ে যাত্রীদের সহিত গল্পগুজব করা বা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিবাব তাহাদের অন্তমতি নাই। সে নিয়ম অতিক্রম করিলেই বিপদ। নিয়মকর্মচারীরা দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে। কোম্পানির নিকট ইহাবা বেতন কম পায়। কিন্তু যাত্রীদের “বক্সোসে” পোয়াইয়া যায়। সেই জন্ত যত্নও অত করে। প্রত্যেক বাব ক্যাবিনে গিয়া দেখি যে, বিজ্ঞান জুতা কাপড়গুলি পুনরায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। একটি জিনিস স্থানচ্যুত বা অযত্নে রাখা নয়, কাজেই

কোন জিনিস হাবায় না। এডেনে নাকি আবব-দেশীয় চোবেবা উঠিয়া চুবি কবে। জাহাজ বন্দবে লাগিলে সকলকে সাবধান কবিবাব ৫০  
জাহাজেব প্রকাশ স্থানে নোটিশ লাগান আছে ।

তাই খাজাজী সাহেবেব নিকট টাকা কডি বাখিতে দিলাম ৫১  
জিনিসেব ‘হেফাজৎ’ ক্যাবিন-ষ্টুয়ার্ডই কবিবে। মাথা ঘামাইবাব কোন  
অবকাশই দেয না। এ শ্রমীৰ যুবোপীয ভূত্য সাধাবণতঃ সান্থ চাব  
কালে-ভদ্রে কখন ছুই একজন হুসাধু ভূত্য সমস্ত সম্প্রদায়ণে ব  
কবে ।

মিসেস বাওয়েব, লাল পাতলা বেনাবসী সাডী ধাব ববিয়া ৫২  
ছাঁদে পবিয়া এক ধবাসী বমণা খব বাহবা জোগাড কবিয়া বেডাডা  
ছিলেন। এ উপলক্ষ পাঠিয়াও জাহাজ খুব সবগৰম। বাস্তবিকত সে  
মহিলাকে ভাবতবমণা বেশে মানাইতেছিল ভাল। ফ্যান্সিদা উপলক্ষে  
একবাব এক বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কম্বচাবীৰ স্ত্রী আমাব জোছাতাত কল্লাব  
বঙ্গালন্ধাবে ভূষিত হইয়া সাহেব মেম মহলে বেশ-নৈপুণ্যেব বিশেষ প্রশংসা  
পাইয়াছিলেন। আমাদেব দেশেব এক শ্রেণীৰ স্বাপুৰুষে বিলাতী পোষাকেব  
দাসত্বেব জন্ত কেন পাগল হয়, ইংবাজেবাই তাহা বুঝিতে পাবেন না।  
তবে এ বিষয়ে আমাদেব অপেক্ষা আমাদেব বমণীগণেব বুদ্ধি বিবেচনা  
বিচাব অনেক অধিক। তাঁহাবা সহজে বিলাতী পোষাকেব জালে পড়েন  
না। কায়েই আমাদেব উন্নতিশীল দলেব মধ্যেও আবাব মত চেহাবা কম  
দেখা যায়।

• প্রায় বাত্রি ১টাৰ সময় এডেনে জাহাজ পৌছিল। নোঙ্গব ফেলাব  
হাঙ্গামে আববীয ভীমকায়, ভীমতব-কণ্ঠ কুলীদেব কয়লা তোলাব গোলে  
ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকালে যখন হয় সহব দেখা যাইবে মনে কবিয়া  
পাশ মোড়া দিলাম। কাবণ ভাব না হইলে জাহাজ ছাড়িবে না শুনিয়া-  
ছিলাম। তত বাত্রে কে আবাব উঠিয়া মাফিক দস্তব কাপড় পবে  
বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইল না। দিবাবাত্র এইকপ সাহেব বল—বাবু

বল—সাজিয়া বেড়াইতে হয়, জাহাজের ব্যবস্থাই তাই। সকালে স্নানের পূর্বে খ্রীপুরুষ সকলেই বাত্রেব কাপড়েই ডেকে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে কংবা ডেকেব উপর গমাইতোছে, তাহাতে কোন দোষ বিবেচনা নাই। শামাদেব অনভাস্ত চক্ষে—বিড়ু ‘ঠেকে’। কোন কোন মেমেদেব সাধ্য বেষণও দমশ বথার্থ উচ্চশ্রেণীর মেম সাহেবদেব পর্যন্ত লজ্জা জগাইতেছে। এ ১৮৮২য় বিশেষ উন্নতিব আশ্র কোন সম্ভাবনা আছে বোধ হয় না। অথচ



জাহাজে কুলীবা কয়লা তুলিতেছে ।

এ প্রশ্ন জাতিব শ্রেষ্ঠতম নবনাবীকে উদ্বেলিত কবিয়া তুলিয়াছে। বিলাতী ছবিব কাগজে যে সকল হাসিঠাট্টাব কথা বা ছবি বাহিব হয়, বাস্তবিক তাহা শুদ্ধ হাসিঠাট্টাব জন্ত নয়। লোক-চবিত্র ও সমাজবীতি সংশোধন পক্ষে—এইকপ তীব্র বিক্রপ ও পবিহাস সময়ে সময়ে বিশেষ সহায়। সেদিন এক বিলাতী ছবিব কাগজে প্রভু ও দাসীব মধ্যে-সাক্ষ্য-কথোপকথনেব এক ভূমিকা দেখিয়াছিলাম। তাহাব একটু আভাস দিলে, কথাতা

একটু পৰিষ্কাৰ হইবে। গৃহস্থামিনীকে দেখিতে না পাঠিয়া প্রভু সত্ত্ব গ্রাম-প্রত্যাগত অন্নবৃদ্ধি দাসীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কি তোমাব মা’ঠাকুবাণী কোথায়।” কিছু ব্রীডানন্স স্ববে, অনিচ্ছাব সহিত, দাসী উত্তৰ কবিল, ‘সান্ধা ভোজের জন্ত প্রস্তুত হইবাব জন্ত মা’ঠাকুবাণী বিবস্ত্র হইতেছেন।” “My lady is stripping for dinner”। কথাটা হঠাৎ বুঝিতে একটু কষ্ট হইল। বন্ধিবাব পবে লজ্জা হইল। পল্লীনিয়েম অভ্যস্ত দাসীব চক্ষে নাগৰিক সান্ধা-বেশ-পৰিধান প্রায় বিবস্ত্র হইবাবই তুল্য,—একথা ফ্যানান পুস্তকের মনে লাগিল। এইকপ বিদপ তাডনায় ক্রমশঃ স্কফল ফলিতে পাবে। যুবোপীয় যুদ্ধের ফলে যুবোপীয় বর্মণীগণের বেশভূষা সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইয়াছে। সাহেবেবা শুনিয়াছি, আমাদের তামাসা কবিশা বলেন, “We dress for dinner, but you undress for dinner”। সেটা দেশের সমাজের ও গৃহের নিয়ম মত পুরুষ মহলে হয় ত হয়, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে সে কথা আদৌ খাটে না। অতএব এ বিষয়ে আমবা ভাল কি সাহেবেবা ভাল তাহা ভাবিবাব বিষয়। সহসা নিজ পথ ত্যাগ কবিতে প্রবৃত্তি বা ভবসা হয় না। কোন কোন অসংযত পৰিবাবে ফ্যানান তাডনাব বলে আংশিক “বুক কাটা” জ্যাকেটেব আবির্ভাব হইয়াছে বটে। কিন্তু সেমিজ বডিৰ উপৰ “ঘোব-বেড়” সাজী, কোথাও বা ‘ভেল’ কিংবা চাদবে ভাবত মহিলাব মহা মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ বাখিয়াছে।

দিনেব বেলাব প্রচণ্ড গৰমেও কাপড় কাহাবও একটু কম ব্যবহাব কবিবাব যো নাই। আজ কেহ কেহ কোট খুলিয়া শুধু কামিজ গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু মেম দেখিলেই কোটটি টানিয়া লইবাব ভাণ কবিতে হইতেছে। স্নানের পূর্বে পাতলা সুপিং স্টুট পৰিয়া পায়জামাব পা গুটাইয়া ছুই ঘণ্টাকাল শুধু পায়ে জাহাজ ধোয়া জলের উপৰ দোড়াদোড়ি কবিয়া, ঝেঁড়াইতে দোষ হয় না।

উঠিতে না চাহিলেও উঠিতে হইল। জাহাজ বন্দবে লাগিবাব কিছুক্ষণ পবে “মহাশয় আপনাব টেলিগ্রাম”, শব্দে চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না, তবে টেলিগ্রাম কেন আসিল—মনে কবিতা অত্যন্ত হইল। বেলা ১১টার সময় টেলিগ্রাম এডেনে পৌঁছিয়াছে। বাকি তিনটার সময় আমার হাতে পৌঁছিল। ঘবেব ভাণ সংবাদ পথেব মাঝে পাটয়া মনে প্রবাসাব একটু অধিক বল স্বভাবতঃ হইয়াই থাকে।

ডেকেব উপব আসিলাম। বন্দবে অসংখ্য অবদ্বিগমা লাল নীল আলো বহিয়াছে। প্রকাণ্ডকায় বলশালী আবব, সোমালী কুলীবা তাহাদেব শ্রমবিনোদন ভীষণ সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে নিমেষেব মধ্যে দুই জাহাজ (Lighter) কয়লা আমাদের জাহাজে তুলিবা দিল। অস্পষ্ট আলোক জলেব উপবে বিস্তীর্ণ ছায়া ফেলিবা অন্ধকাবকে বাস্তবিক ‘পরিদৃশ্যমান’ কবিয়া তুলিতেছিল। তাহা ভেদ কবিবা সেই মহাকাব্য শ্রমজীবীগণেব বর্ণনাক্ত অন্ধনগ্ন কলেবব দেখিয়া Milton, Dante, মধুসূদনেব অন্ধকাব-পুৰীষ অধিবাসীগণেব কথা মনে পড়িল। অন্তর্ঘোষিত কার্য্য কবিতাে করিতে যে ধনান্ধকাবতুলা ধূলাব বৃষ্টি কবিতাে লাগিল তাহাব তবঙ্গে কবিকল্পনা ব্রহ্ম ব্যস্ত হইয়া ঝটতি পলায়ন কবিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বাধ্য হইয়া শব্দাব পুনরাব আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যয়ে জাহাজ ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে, বুঝিয়া,—আবার ডেকেব উপব গেলাম। তৃণপল্লবহীন নগ্নসৌন্দর্য্য পর্ত্ত পক্ষধক্ঠিন একাকিহেব নিশান তুলিবা সমুদ্রেব মাঝখান হইতে উঠিয়াছে। জাহাজ হইতে নাবিয়া সহব প্রদক্ষিণেব সময়ও ছিল না, আব দেখিবাও যোগ্য বিশেষ কোন বস্তুও নাই বলিয়া সে চেষ্টা কবা গেল না। অনেক জিনিস দূব হইতে দেখিলে ববং কিছু ভক্তি থাকে। এডেন সহব সেই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যশালী।

ভারতবর্ষেব পথে এশিয়ায় ইংবাজেব প্রধান দুর্গ এই এডেন। সুর্য্যজখাল ইংবাজেব হাতে সম্পূর্ণ নাই। ফবানী ও অত্যান্ত জাতিও ইহাতে অধিকাব আছে। কিন্তু ইংবাজেব তাহাতে আসিবা যায় না। এডেন ও পেবিন এই দু’টি তাঁহাদেব হস্তগত। লোহিত-সমুদ্র দিয়া আবব সাগবে বাইতে হইলে, এডেন পেরিনেব স্রসজ্জিত কামানেব সমুদ্র দিয়া বাইতেই হইবে।



ইংবাজকে পরাভব না কবিয়া কিংবা তাহাব অধুমতি না লইয়া কেহ এত পথে প্রবেশ কবিত পাবে না।

পুৰাকালে এক সময় পেবিন্ ফবাসীবা লইবাব উদ্ধোগ করিগেহল। বাত্রে ইংবাজ সৈন্তাধ্যক্ষ ফবাসী নৌসেনাপতিব সহিত আহাব-সময়ে অসংক কথাক্সলে সে সংবাদ পাইয়া নিশাযোগে পেবিন্ দখল কবিলেন। প্রাতে এখন ফবাসী-জাহাজ দ্বীপ দখল কবিত গেল, তখন গুটীশ নিশান তথায় গরুভবে বুঝি বা কতক বিদপভবে—উড়িতেছে। ইংবাজ এইকপে সর্বত্র শাট বাত বাধিয়াছেন ও ভাবতবে বিদেশী আক্রমণ-শঙ্কা তিবোধিত হইয়াছে। Mediterraneanএব সদব ফটক Gibraltarটি দেখিবাব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দটিবা উঠিতেছে না।

এডেন বন্দব ছাড়িয়া পোবনেব সংকীর্ণ-পথে পোতচালনা কিছু কঠিন। অতি সাবধানে যাইতে হয়। এখানে “পাঁচ বাম মিলে না” বলিয়া দেশী খালাসী স্রব কবিয়া জল মাপে না; জাহাজেব দুই দিকে বাহিব কবা কাঠমঞ্চেব উপব হইতে জল মাপিবাব সবঞ্জাম লইয়া দুইজন ইংবাজ নাবিক পূৰ্ব্বকৃত স্রবেব অনুকূপ স্রবে, অখ্য নৃতন বুলিতে, “A half and six” গায়িয়া জল মাপিতে মাপিতে জাহাজ লইয়া চলিল। স্থান-বিপর্যয়েব লক্ষণ ক্রমশঃ নয়নগোচব হইতে লাগিল। দুই চাবিটা এশিয়াব অনভাস্ত ভিন্নজাতীব পাখী দেখা গেল, আব মাছি ফডিং এব জাতি ও আকাবেব পবিবর্তনও লক্ষিত হইতে লাগিল। দুই দিকেই কুলেব নিকটে নিকটে ছোট বড় পাহাড়—উচ্চ-নোচ জরি। মাঝে মাঝে সংকীর্ণকায় লোকালয় দেখা যাইতে লাগিল। যেন বড় নদীব উজান বহিয়া যাইতেছি, বলিয়া মনে ধাঁধা লাগিতে লাগিল। স্থান অল্পপবিসব বলিয়া বিপবীতগামী অনেক জাহাজ আসেপাশে দেখা গেল। অসমুদ্রগামী ছোট ছোট নৌকাও পালভরে যাইতেছে।

বেলা ১টাব সময় পেবিন উত্তীর্ণ হইয়া লোহিত-সমুদ্রে প্রবেশ কবা গেল। লোহিত-সমুদ্রেব লোহিত অপবাদ কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। ভাবত ছাড়িয়া যে নীলিমা-সাগবে এ কয়দিন ভাসিয়া আসিতেছি, সেই নয়নমনোরম

নীলই এখনও দেখিতেছি। দিগন্তবিস্তারী সেই নীল সাড়ীতে হীৰক-চূর্ণ-মণ্ডিত ঝাঁচলাব বাহাব এখনও চলিয়াছে। তফাৎ এই যে, গরম কিছু বেশী। সোদকে আমবা যাইতেছি, বায়ব গতিও সেই দিকে, সেই জন্ত সন্মুখ বায়ব অদ্যবে এত গরম বোধ হইতে লাগিল। দুই দিকে বহুদূরে মরুদেশ থাকতে গরম বেশী বলিয়া যে লোকসংস্কার আছে—তাহা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। সংকীর্ণ পথে অনেক জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। সন্মুখে আকাশ ও সমুদ্রের মিলনস্থলে অস্পষ্ট ধূম্রাকার একটা ছায়াব মত দেখা গেল। যতই আগসব হইতে লাগিলাম, অল্পে অল্পে সেই ছায়া একটা জাহাজের আকার ধারণ করিল। সেই জাহাজ আমাদের জাহাজের বিপরীত মুখগামী; অবশেষে আমাদেরিগকে অতিক্রম করিয়া অল্পে অল্পে বিপরীত দিকের সীমান্তবৈথায় মিলাইয়া গেল। শৈশব পঠিত প্রথম ভ্রমণের “প্রথম পাঠেব প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পরিচয়” বিস্তীর্ণ সমুদ্র-পথেই পাইলাম।

বিলাতী টেলিগ্রামে দেখা গেল যে, প্যারিসেব নিবট বেল সংবর্ষণে ৫১ জন মানুষ মাঝা গিয়াছে। এবাব জলে স্থলে কি সংস্কার-মণ্ডিবই অবতারণা! টাইট্যানিক ব্যাপারের পর স্নেহবশে বিপদভয়ে বাহাবা আমাদের সমুদ্রযাত্রাব বিবোধী তাঁহাবা নিশ্চয় বুঝিবেন জাহাজে না চাপিয়া—বেলে চাপিয়াও ত পরিভ্রাণ নাই। সম্পদবিপদ বাহাব পূর্ণাবীন—সেই বিপদভঞ্জন-সাহায্য ব্যতীত নিস্তার-সম্ভাবনা কোথায়।

আবব সাগরে সন্ধ্যাব প্রাকালে জিবুল টেয়াব নামক পার্শ্বত্যা দ্বীপ দেখা গেল। সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র এই দুই দ্বীপ তুবস্কেব অধিকাবভুক্ত। একটাৰ উপব বাতিঘৰ (Light House) আছে। আজ কাল তুবস্ক ও ইটালির মধ্যে যুদ্ধেব ওজবে বাতি জলে না। পূর্বে শুনা গিয়াছিল যে—ইটালিয়ান রণতবী এই সকল প্রদেশও আক্রমণ করিবে। সে কথা যথার্থ হইলে সাক্ষাৎ যুদ্ধেব ঘোবতব ব্যাপারের আন্দাজ কতক পাওয়া যাইত। কিন্তু যুদ্ধস্রোত এতদূৰ এখনও বিস্তৃত হয় নাই।

কিছুদূরে আফ্রিকার উপকূলাংশ দেখা যাইতে লাগিল। ছোট-বড় সারি

সাৰি কয়েকটা পাহাড় দেখা গেল। নাবিকেবা ইহাৰ নাম Twelve apostles বা দ্বাদশগোপাল দিয়াছে। ধ্বংস বিদ্ধপাত্ৰক এইকপ অকাৰণ স্বেচ্ছামত নামকৰণে—আমাদেব দেশেও অভাব নাই। সন্ধ্যাব শীতল বাতাসে দিবসেৰ উত্তাপ স্মৃতি ক্ৰমশঃ কমিষা আসিল।

২৪শে মে শুক্ৰবাৰ। -লোহিত-সমুদ্রে লোহিত মূৰ্তি তে বহুই দেখিতে পাইতেছি না। সময় সময় সন্ধ্যাস্ত সময়ে নাকি তীব্ৰভূমি ও তীববৰ্ত্তী নিম্ন পাহাড়গুলি বক্তবৰ্ণে বঞ্জিত হয়, তাই লোহিত-সমুদ্র এই খ্যাতি। বঞ্জিত সমুদ্র-কৌটাণব গল্প কল্পনা প্ৰস্তুত। গৌয়েব বিশিষ্ট লোহিত ভাব দেখাও আমাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে হহল না। বিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীৰ কথায় বাৰ্ণীকৃত “ঠাণ্ডা” কাপড় লোহিত-সমুদ্রে ব্যবহাবেব জন্ত আনিয়াছিলাম; তাহাৰ ত আবশ্যকই হইল না। আব কলাব কামিজ পাৰিপাট্য ও বৈচিত্ৰ্য দেখাই বা অবকাশ বা প্ৰয়োজনও বিশেষ দেখা গেল না। দুইবেলা কামিজ বদলাইতে হইবে, এমন ব্যবস্থা বড়লাট কাউন্সলেব মেম্বৰেবও ত দেখিলাম না। পশ্চাদ্গামীবা আমাৰ ত্ৰায় ভুল না কবেন বলিষা একথা বাৎসৰ্য্য উল্লেখ কৰিতেছি। তবে খাস বাব সাহেবদেব পক্ষে একথা খাটিতে পাবে না।

সূৰ্য্যোদয় ও সূৰ্য্যাস্ত সমুদ্র বক্ষে ভালকপে এ পৰ্য্যন্ত দেখা হয় নাই বলিষা আজ অতি প্ৰত্যুষে উঠিয়া ডেকেৰ উপবে আসিলাম। “Look-out man” যে ডেকে জাহাজেব মুখেৰ নিকট দাড়াইয়া সম্মুখে সৰ্ব্বদা নজৰ ৰাখিতেছে, সে ডেকে উঠিয়া তাহাৰ নিকট পৰ্য্যন্ত গেলাম। সেখানে যাইতে কোন বাধা নাই। কেবল তাহাৰ সহিত কথা কহিয়া তাকাকে অগ্ৰমনস্ক কৰা নিষেধ। খুব নিকটে গেলেও বোধ হয় ঠাণ্ডা অগ্ৰমনস্ক হয়, অতএব না যাওয়াই ভাল। আমাৰ পদশব্দে একবাৰ কিবিয়া—চকিতেব মত আমাকে একবাৰ দেখিয়াই—আবাব নিজ পৰ্য্যবেক্ষণ-কৰ্ম্মে মনোনিবেশ কবিল। তাহাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতৰ্কতাৰ উপৰ জাহাজেব মঙ্গলামঙ্গল নিৰ্ভৰ কৰে। বিশেষতঃ লোহিত-সমুদ্রে এখন বাত্ৰিকালে বিপদ অপেক্ষাকৃত অধিক। তুংস্ক, ইটালি উভয়েবই Light House যুদ্ধ আবন্ত অবধি বন্ধ ৰহিয়াছে। কেবল

আমাদেব বাজাব বাইবাব আসিবাব সময় তাহাবা উভয়ে অল্পগ্ৰহ কবিয়া আতিথ্য স্বৰূপে বাতিবৰ জ্বলাইয়া ছিল। এখন সে সুবিধা বন্ধ। কাজেই বাত্ৰে অত্যাগ্ৰ জাহাজকে অতি সাবধানে বাইতে হয়। আকাশ আজ মেঘশূণ্য। তাই বাত্ৰি বড় পৰিদৰ্শ, চন্দ্ৰদেবও মাঝে মাঝে দেখা দিতেছেন। এমন চমৎকাৰ বাত্ৰে উদ্ভূত আকাশেব সৌন্দৰ্য্য উপভোগ বহুলাল বটে নাই। শুদ্ধ প্ৰাণে কিছুক্ষণ নিজেকে সেই সৌন্দৰ্য্যসাগৰে ডুবাইয়া বাখিলান। প্ৰাণে বড় তৃপ্তি—বড় শান্তি পাইলাম।

পেৰিন পাহাডেব নিকট “চাৰনা” (China) জাহাজ ডুবিয়াছিল। এখনও তাহা তুলিতে পাবে নাই। এখনও তাহাব মাস্তুলেব অংশ দেখা যায়।

ক্ৰমশঃ পূৰ্ব্বাকাশ অকণবাগে বঞ্জিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে—‘আমাদেবই আপন’ সন্ধ্যাদেব বক্ৰিম বৰণ “নিজ তনু” প্ৰকাশিত কবিলেন। চাৰি দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কি মহান্—কি অপূৰ্ণ সে দৃশ্য!—ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰাণ নতমস্তকে বিস্বেম্বেব বন্দনা কবিলাম। প্ৰভাসেব বৰি যে মহাগীত গায়িয়াছিলেন—ইহা তাহাব অনুকৰণ। “But Westward look, the sky is aglow with light” ইংৰাজ কবিব কথা পাণ্টা কবিয়া বনিবাব কিন্তু প্ৰযোজন নাই। অজপাব বৰি গায়িয়াছিলেন, “বৰ্ণকপং নমামি । এই মূৰ্ত্তি গায়ত্ৰীৰ পূৰ্ণ বিকাশ। অজপা জপে ভগবৎ শক্তিকে বৰ্ণৰূপে কেন বৰ্ণনা কবিয়াছে,—ভক্তমণ্ডলেব অন্তবেব চক্ষু বহিষ্কক্ষুব সহিত পূৰ্ণ সামঞ্জস্যৰ সন্ধান ফল—আজ তাহা বুঝিতে পাৰিলাম। সমুদ্ৰেব জলে লাল, নীল, সবুজ বঙ্গেব মেলা, তাহাব উপৰ স্বেত উন্মিষাশিব অবিশ্ৰাম চঞ্চলতা, যেন বঙ্গেব ফোয়াবা খুলিয়া দিয়াছে। সীমাম্ৰান্ত নীল আকাশেও পীত লোহিত বঙ্গেব খেলা, পলে পলে মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে বদলাইতেছে, প্ৰকৃষ্ট বিপৰ্য্যয় পলকে পলকে। কাহাব সাধ্য তাহা কথায় বা তুলিকায় বৰ্ণনা কৰে। জীবন্ত গায়ত্ৰী সম্মুখে। বিশ্ব মন্দিবেব এই মহান্ গবীয়ান্ চিত্ৰেব মধ্যে বিশ্বনাথেব অপূৰ্ব ছবি নিৰ্নিমেষ-নয়নে মুগ্ধ, স্তব্ধ হইয়া দ্বেষিতে লাগিলাম। সে দৃশ্য তুলিবাব নয়। বৈদিক কৰি ধৰ্ম্মজ্ঞ,

ভাবস্র ও বসন্ত ছিলেন—দার্শনিক ছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যার অসীম অধিকারী ছিলেন। তাই এত ভাব বাশি ধবিয়া বাথিতে পারিয়া ছিলেন।

ডেকে অনেকগুলি পরিচিত উচ্চপদস্থ ইংবাজ ছিলেন। ক্রমে তাঁহাবা আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদের সহিত কথায় কথা বাড়িল—আলোচনার তবঙ্গ উথলিয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভারুক-চক্ষে—কবিচক্ষে—ক্রমশঃ আমাব চক্ষে দেখিবামাত্র এই দৃশ্যে আশ্চর্য হইলেন। ভাবতে দীর্ঘ দিন যাপন কবিয়া এ সকল অপূর্ব মহান ব্যাপার সম্বন্ধে ভাবতের অন্তস্তবেব কথা—যাহাবা জানিয়া আসেন নাই, ইংলণ্ডোন্মুখ ভাবতবাসীৰ মুখে তাঁহাবা তাহাব সামান্য আলোচনাতেই যেন রুতার্থস্বত্ত্ব হইলেন। যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, বৈষয়িক-সংঘর্ষ-বাস্ত পবম্পবেব পার্শ্ববর্তী ইংবাজ বাঙ্গালী কখন পবম্পবেব আভ্যন্তরীণ সত্তাব অনুভবেব অবকাশ পান না। এই আলোচনার ফলে “অসভ্য আদিম হিন্দু ইংবাজেব নিকট সর্ব-শিক্ষাব জন্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য”, তাহা জাহাজস্থ ইংবাজেবা ক্ষণকাণেব জন্ত বলিতে—বুঝি বা ভাবিতেও ভুলিয়া গেলেন।

নবশোভা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল—নিত্য যেমন দিন দেখি সেই রকমেব সাদামাটা দিনটা আসিয়া ক্রমশঃ পৌছিল। তাহাব পব প্রাত্যহিক কার্য্য। ক্ষৌরকাব-মন্দিবে প্রথমে উপস্থিত হইয়াও ১৫ মিনিটেব কমে নিস্তাব নাই। নানা ছাঁদি কথায় সময় নষ্ট কবে। নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে ক্ষৌরকম্ব কবে। দশটা জিনিস বিক্রয়েব চেষ্টা কবে। আবাব অতুলোক উপস্থিত থাকিলে দোকানে পৌছিবাব ক্রম অনুসাবে পবপব যদি কাজ সাবিতে হয়, তাহা হইলে সময় ক্ষেপেব ত কথাই নাই। ঘাহারা ক্ষৌব-কার্য্য-অনুবোধে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাবা ভদ্রলোক হইলে কথাবার্তা চলে। নতুবা সংবাদপত্র পাঠ, কিংবা Picture Post Card দেখা ইত্যাদি কার্য্য ক্ষৌবকাব মন্দিরে সময় সংহাবেব উপায়। স্নানাদি কার্য্যেও প্রায় তিন কোয়াটার। তিনবার আহায়ে নয় কোয়াটার। হুইবার চা

থাওয়ায় আধ ঘণ্টা। সময় “খুন” কবিবাব এত অবকাশ পাইয়াও সময় যেন কাটে না।

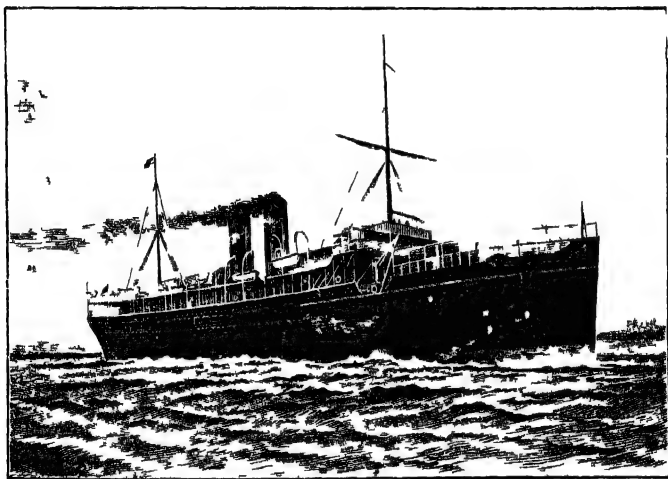
ডেকে বেড়াইতেছি, এমন সময়—নবপবিচিত ব্রিগেডিয়াৰ জেনাবেল ম্যাকিন্টায়াৰ সাহেব আসিয়া কথাবার্তা আবন্ত কবিলেন। দেশেৰ কথা—বিলতেৰ কথা—হিন্দু ইংৰাজেৰ দোষগুণেৰ ধাৰাবাহিক সেবেস্তা বাঁধা—নানা কথা হইল। সে সব কথাৰ সবিস্তাৰ বৰ্ণনা কবিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। জেনাবেল সাহেব লণ্ডনে Hampstead Heath এ তাঁহাৰ বাড়ীতে গিয়া দেখা কবিবাব জন্ত বিশেষ আশ্ৰয়েৰ সহিত জেদ কবিলেন এবং ঠিকানা দিলেন। ভাবতে ইংৰাজ-বাঙ্গালী সম্বন্ধ-সম্পর্কে একটা অদৃত ব্যাপাৰ দেখিতে পাই। সামান্য কাপ্তেন লেফ্টেনাণ্টেৰা মদগৰ্কে ভদ্রভাবে কথা কয় না—কিন্তু তাহাদেৰ উচ্চতৰ কৰ্মচাৰীবা কয়। সামান্য collector সাহেবও তদপ অপবাধে অপবাবী, কিন্তু লাট কৌন্সেলেৰ মেম্বৰগণ ও স্বয়ং লাট সাহেব দেশীয়গণকে আদৰ কবেন; ইহা এক অপূৰ্ণ ব্যাপাৰ। ভাবিবাব বিষয়ও বটে। বয়োবৃদ্ধিৰ সহিত লোকাভিজ্ঞতা বোধ হয় বাড়ে এবং তাহাতেই সাধাৰণ ইংৰাজেৰ উন্নতি সাধিত হয়। নিজেদেৰ দেশেও ইহাৰা সহজে সাধাৰণেৰ সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে অনেক সময় লয়।

বদাওনেৰ Collector Sherring সাহেবেৰ সহিত আলাপ হইল। আমাৰ বি এ. পবীক্ষায় Shakespeare paper এ তাঁহাৰ পিতা Rev. Mr. Sherring পবীক্ষক ছিলেন। তখন পবীক্ষায় প্ৰতি প্ৰশ্নেৰ নম্বৰ সম্বন্ধে এত বাধাবাধি ছিল না। পবীক্ষাৰ পূৰ্ণ বাত্ৰে Herr Bandman এৰ অপূৰ্ণ ফৰ্মলেট অভিনয় দেখিবাব পবদিন শাবীৰিক গ্লানি বশতঃ পবীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইবাৰ সম্পূৰ্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তৎসম্বন্ধে ভয়ও স্পষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্ৰশ্নেৰ মধ্যে Elizabethan Theatre সম্বন্ধে এক প্ৰশ্ন ছিল। Bandman এৰ অভিনয়েৰ উত্তেজনা তখন মস্তিষ্ক অল্পপ্ৰাণিত কৰিয়া বাধিয়াছিল। অত্যাৱ প্ৰশ্নেৰ যথাযথ উত্তৰ না লিখিলে বিপদেৰ সম্ভাবনা, ইহা ভুলিয়া গিয়া এক Elizabethan Theatre সম্বন্ধে প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ

উদ্দাদেব মত পৃষ্ঠাব পর পৃষ্ঠা লিখিয়া প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহন করিয়া দেখিলাম যে, বাকি প্রণেব উত্তব লেখা হয় নাই এবং সময়ও নাই। পরীক্ষায় নিশ্চয় অকৃতকার্যতা স্থিব কবিয়া বাড়ী আসিলাম। পরীক্ষাব ফল-প্রকাশেব পূর্বে কলেজেব প্রিন্সিপাল টনি সাহেবেব মাৰফৎ শেৰিং সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাব যে ছাত্র এই অভিনয়োন্নততা প্রকাশ কবিয়াছে সে কখন ইংলণ্ডে গিয়াছিল কি না। প্রিন্সিপাল নিজেব যবে ডাকিয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কবিলেন; ইংলণ্ডে বাইবাব ইচ্ছা বহুদিন বলবতী হইলেও যাওয়া ঘটে নাই—কেবল ব্যাঙুমান্যেব অভিনয় দেখিয়া হয় ত এই উদ্দাদ-লক্ষণ ঘটিয়াছিল জানাইলাম। টনি সাহেব ছাত্রদিগেব নিকট সহসা ও সহজে হাত্মমুগ ধবা দেওয়া ভালবাসিতেন না; সন্নেহে বলিলেন যে, “শেৰিং সাহেব আমাব অভিনয়োন্মাদে বিবক্ত হইয়া তিবন্ধাব কবিবাব অভিপ্রায়ে তাঁহাব মাৰফৎ এ প্রশ্ন কবিয়া পাঠান নাই। এক প্রণেব উত্তবেই তিনি সমস্ত প্রণেব প্রাপ্য পূর্ণ সংখ্যা দিয়া তোমায় সম্মানিত কবিযাছেন এবং কৌতূহলক্রমে তোমাব ইংলণ্ডেব থিয়াটাবেব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই প্রশ্ন কবিযাছেন”, - বলিলেন। আজ বহুকাল পবে Shakespeareএব Englandএ বাইবাব সময় তাহা মনে পড়িল, এবং কৃতজ্ঞতাৰ সহিত শেৰিং পুস্তকে এ পুৰাতন গল্প বলিলাম।

## লোহিত সমুদ্র ।

আহাবেব পৰ ‘চক্রবৰ্তী’ৰ সহিত গল্প কবিতৈছি, এমন সময় তাঁহাব পুল  
সংবাদ আনিল যে, সেকেণ্ড ক্লাসে একজন বাত্ৰা মাৰা গিয়াছে, এখনই তাহাব  
সমুদ্র-সমাধি (Sea Burial) হইবে। শুনিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইল। কে বা  
সে আহাব, তথাপি এই অদৃষ্টপূৰ্ব্ব অপৰিচিত্তেব, সমুদ্র-বক্ষে জলপোতৈব



### জাহাজেব বহির্দৃশ্য।

উপব, আকস্মিক মৃত্যুতে নানা ভবঙ্গ মনে উদিত হইল। মন নাবায়ণ।—কাল  
এডেনে দেখিয়াছিলাম যে, থলিয়াব মত একটা আববণেব মধ্যে দাঁড়াইয়া,  
একজন নাবিক জলেব গভীৰতা মাগিতেছিল। Monte Cristo নবজ্ঞাসেব  
নায়ক, জীবন্ত-সমাধিতুলা সমুদ্রগৰ্ভস্থ কাবাগাব হইতে মুক্তি পাইবাব প্রত্যাশায়,  
সমুদ্র-সমাধিব জগ্ৰ প্রস্তুত মৃত-বন্দীব স্থান সানন্দে গ্রহণ কৰিয়াছিল।  
বাল্যজীৱনে ‘ডুমা’ৰ সেই অমৰ পুস্তক পাঠকালে যুগপৎ যে সকল হৰ্ষ-বিষাদ  
তবঙ্গে হৃদয় আন্দোলিত হইত, সমুদ্র-তবঙ্গেব উপবও আজ সেই লীলালহৰী



খেলিয়া গেল। কাল থলিয়ার মাঝে মানুষ দেখিয়া অকাবণে সমুদ্র-সমাধিব কথা মনে হইয়াছিল,—ঠাৎ মনে হইয়াছিল, এই যাত্রায়, নিজের কিংবা সহযাত্রীদিগের কাহাবও না কাহাবও, সমুদ্র-সমাধি অবশ্যসম্ভাবী। একথাব আভাস কাল চকবর্ত্তাক দিয়াছিলাম। এত অমঙ্গল-আশঙ্কা কদাচিৎ বুধা হয়। কিন্তু একথা মনে হইবাব পৰ, এত শীঘ্র যে Sea-Burial দেখিতে হইবে—তাহা ভাবি নাই। নিজের ভবিষ্যৎ-স্থানব বাছল্য-পৰিচয় জ্ঞাত এত কথা বলিতেছি না। কিন্তু স্থান কাল-পাত্র ও অবস্থা হিসাবে ভবিষ্যতব ছায়া যে মানুষের মনে পড়ে, তাহা বিশ্বাস না হইবাব কাবল নাই। তাই বুঝি বলে, “মন নাবান-” চকবর্ত্তী ছবাব বিলাত যাত্রায় কবিয়াছেন, কখনও Sea-Burial দেখেন নাই। কিন্তু দুহাব জাহাজ হইতে পড়িয়া ছুঁজন আত্মহত্যা করিয়াছে, দেখিয়াছেন। তখনই জাহাজ থামাইয়া, ছোট নৌকাব সাহায্যে বিশেষ অনুসন্ধান কবিয়াও, সেই হতভাগ্যদেব সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন খাতনামা এবং ছাত্রপ্রিয় গণিত-অধ্যাপক এইকপে বাস্তবিকই “দেহ-বিসর্জন” দিয়া-ছিলেন।—এই সকল কথাব কা’ল আলোচনা হইয়াছিল। আব আজই এই সাক্ষাৎ Sea-Burial।

অনুসন্ধানে শুনলাম যে, P. & O. Companyর China Serviceএব একজন Steward, পীড়িত হইয়া দেশে বাইতৌছিল, সেই হতভাগ্যেবই আজ মৃত্যু হইয়াছে। পাছে অন্য যাত্রীদের মধ্যে কোনরূপ আতঙ্ক হয়, এই জ্ঞাত তাহাব মৃত্যুব কথা পূর্বে প্রচাব পর্য্যন্ত হয় নাই। এখন সমাধিব সময় উভয়শ্রেণী প্রায় সমস্ত যাত্রী ও নাবিকগণ তাহাকে সম্মান প্রদর্শনেব জ্ঞাত সমবেত হইল। একটা ক্যান্ডিসেব থালিয়াতে মৃতদেহ সেলাই কবিয়া, বিশ্ববিজয়ী বৃটিশ বৈজয়ন্তী আববণে তাহাব শেষকৃত্য সম্পাদিত হইল। দেহ পাছে ভাসিয়া উঠে, তাই গুণ্ডভাব প্রস্তবাদি বাধিয়া দেওয়া হইল। পুরোহিত, নিয়মিত পদ্ধতিমত, অন্ত্যেষ্টিকালীন পাঠ ও প্রার্থনা কবিলেন। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দেহ জলে বিসর্জন হইল। ক্ষণকালের জ্ঞাত জাহাজেব

সমস্ত কার্য্য, জীবনসাগৰেব পবপাবযাত্ৰী পথিকেব সম্মানার্থ, বন্ধ বাথা হইল। নিশিদিন গতিশীল অৰ্ণবযানেব অথগুগতিও নিমেষেব জন্ত স্থগিত বহিল। সে বাজাব ডাক লইয়া, বাজাব নিশান উড়াইয়া যাঠিতেছে; সহজে এ জাহাজেব গতি বন্ধ হয় না। বাজাব বাজাব ডাকে, মহাপ্ৰস্থান সময়ে সে গতি লহমাৰ জন্ত বন্ধ বাৰ্থিযাও, মহাপথেব যাত্ৰীৰ প্ৰতি সম্মান যত দূৰ দেখান হউক আৰু না হউক, মানুষ নিজেব নিজৰ স্বৰণ—অনুধাবন, কবিবাব অবকাশ মুহূৰ্ত্তেব জন্তও পাইল। সেই অপৰিচিত অদষ্ট পূৰ্ব্ব অশতনামা হীনাবস্থ সহযাত্ৰীৰ জন্ত গভীৰ দীৰ্ঘশ্বাস, বিৰাট অৰ্ণবপোতেব সকল অংশ হইতেই, সমান আন্তৰিকতাৰ সহিত পড়িল বলিয়াই মনে হইল। মানুষেব মানুষ ভাবেব ইহা পৰিচায়ক মাত্ৰ।

এইকপে সমাধি-কাৰ্য্য সম্পন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে দেহ অতলজলে ডুবিয়া গেল। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইল। বাহ্যিক আবৰণ অসংখ্য জলচৰেৰ জীৱিকাৰ উপায় কৰিয়া দিল।

অত্ৰকাৰ এই ঘটনায়, অনেকেব মনে একটু নিবানন্দ ভাব দেখা গেল। কিন্তু এক দল লোক আছে, তাহাদেব যেন কিছুতেই উত্তম নষ্ট হয় না;—অলক্ষণ পৰেই, তাহাদেব তাস-পাশা-গল্প সকলই সমানভাবে চলিতে লাগিল।

পল্লপুত্ৰ সান্নিধ্যে যে হতভাগ্য শান্তি পাইবে বলিয়া কথদেহে দেশে দিবিতেছিল, তাহাব নশ্ববদেহ মকব-কুস্তীবেব আহাব যোগাইতেছে—আর সেই দৃশ্য পাঁচ মিনিট অন্তৰ্হিত হইতে না হইতেই যে সেই—সেই নাচগান, ধুমধাম। বাস্তবিকই—“বিসদৃশ।” ডেকেব এই সকল ব্যাপাব ভাল না লাগাতে, ক্যাৰিনে গিয়া অনেকক্ষণ চুপ কৰিয়া বসিয়া বহিলাম।

UNIVERSITY CONGRESSএ বক্তৃতা কৰিতে হইবে, তাহাব আয়োজন কিছুই হয় নাই। মনে কৰিলাম, চিত্ত স্থিৰ কৰিবাব উপায়স্বৰূপ সেই কাজটাই লইয়া থাকি!—কাগজপত্ৰ গুছাইতে গিয়া দেখিলাম, কাগজ পত্ৰ সজেব ব্যাগে নাই। প্ৰয়োজনীয় উপাদান না পাইয়া সে কাজে ক্ষান্ত হইতে হইল। কোন্ বাঞ্চে কি আছে, লগনে না যাইয়া তাহা স্থিৰ হইবে

না;—কাজেই কংগ্রেসেব কাজ যখন শেষ হইবে, বহুত্যাচিন্তা প্রায় তখন আবিস্ত হইবে। সেখানে নূতন জগতেব মধ্যে পড়িয়া লেখাপড়াব কাজ কবিবাব সময়, সুবিধা ও ইচ্ছা, কতদূৰ ঘটিবে জানি না। সেইজন্তু যতদূৰ হয়, এই সময় শেষ কবিয়া বাথিব ভাবিয়াছিলাম,—সুযোগ কিন্তু ঘটিল না। কাজেই, ‘ক্ষেত্রে কম্ব বিধীয়তে’ মনে কবিয়া, অদৃষ্টবাদেব উপৰ নিৰ্ভৰ কবিতে হইল।

দেশেব অনেকগুলি যুবক সেকেণ্ডক্লাসে যাঠিতেছে, মাঝে মাঝে তাহাদেব সংবাদ লইতে যাঠি,—কাৰণ, তাহাদেব ফাষ্ট ক্লাসেব দিকে আগমন নিষেধ।—কেবল মধ্যাক্ৰে, একবাব লাইব্রেরী হইতে চাঁদা দিয়া, বই লইতে আসিলাব অধিকাৰ আছে। আজ দেশেব লোকেব সঙ্গে দেশেব দুটি কথা কহিসা চিন্তালাঘবেব চেষ্টাব বিশেষ প্রয়োজন হইল। শ্রব জজ্ঞ সাদাৰ্ণগু, শ্রব গান্ উইলসন্ প্রভৃতিব সহিতও নানাবিষয়েব কথা হইল। অনেক সাহেবই আমাদেব নিজেব বিষয়—আমাদেব অপেক্ষা—অনেক বেশী জানেন এই ধাৰণাতেই গৰ্বেব সহিত কাজ চালাইতেছেন। কিন্তু যখন নিবিষ্টচিত্তে যে বিষয়েব আলোচনা হয়, তখনই ইহাদেব ভ্রম বুঝিতে পাবা যায়। তবে, ভ্রমস্বীকাৰ অনেকেই কবেন না; অপবেব কাছে, তাহা সাবিয়া লইয়া, বাহাজুবী দেখান।—বাস্তবিকই ইহা বাহাজুবী। ভাল লোকে ভ্রমস্বীকাৰ কবে এবং কৃতজ্ঞতাও দেখায়, উচ্চ শ্রেণীব লোক একপ দম স্বীকাৰে পবায়ুথ নয়। শ্রব গান্ উইলসন্ সেই শ্রেণীব লোক।

শনিবাব—২৫শে মে—১৯১২। কা’ল সূর্য্যোদয় দেখিয়া আজও দেখিবাব লোভ হইল,—কাৰণ সে চিত্র ভুলিবাব নয়, পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও আশা মিট না।—তাই, আবাব দেখিতে গেলাম। পাঁচটাৰ সময় ঘুম ভাঙ্গিতেই ডেকে আসিলাম। আটটা পর্য্যন্ত শয্যাশ্রয় অভ্যাসটা, জাহাজে চাপাব মত “অহিন্দু” কার্য্যেব উপলক্ষে যদি লোপ হয়, তবে মন্দ হইবে না। কিন্তু কলিকাতাব জলহাওয়াব—গুণে (দোষে?) এ অভ্যাস যে থাকে, সেপক্ষে বিশেষ সন্দেহ।—আব একটা কাৰণও আছে।—এখন পরিশ্রম নাই

বলিলেই হয়। কাষ্যাভাবে শীঘ্র শয়ন হইতেছে; অতএব অতি প্রত্যুক্ষে শয্যাভ্যাগ কতকটা স্বাভাবিক। কলিকাতায় উভয়ই অসম্ভব। প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিবোধী, “দ্রুত গতিশীল”, কর্মজীবনে আমাদের অভ্যাস প্রকৃতি সব ওলটপালট হইয়া যাইতেছে! যেন বাতিব—ছুমুখ কেন, বোধ হয় চাব মুখই পোড়ান হইতেছে। কাজেই কলিকাতার জীবনে যত কদম্বা অভ্যাস প্রভুত্ব-স্থাপন ও বিস্তার করিতে সুবিধা পায়।

কাল সূর্যোদয়েষ ঘটা যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ যেন তাগাব অপেক্ষা কম বোধ হইল।—“বর্ণকপং” দর্শন বড় সুবিধার হইল না।

অল্প অল্প কবিতা ঠাণ্ডা পড়িতেছে। ক্রমশঃ “উল্ল” প্রদেশে যত ওঠা হইতেছে, ঠাণ্ডাও তত বাড়িতেছে; কিন্তু প্রতাহ-সমুদ্র-স্নানেব লোভ সম্বরণ করা দুস্বব। নিত্যস্নান বহুকাল উঠিয়া গিয়াছিল; সমুদ্রজলেব লোভে অভ্যাসটী কিবিতা আসিতেছে,—সহজে ছাড়িয়া দিই কেন। অতি প্রভাতে ক্ষৌবকাব-উপাসনা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা-ও ঔষধ-প্রার্থী মত, পবেব পর ‘তীর্থেব কাক’ হইয়া সমানে “স্তব্ধ গম্ভীর” হইয়া বসিয়া থাকা, ক্রমশঃ অসম্ভব হইতেছে। বিলাতে গিয়াও নরসুন্দরের মন্দিবে গিয়া এই উপাসনা কবিতে হইবে! অতএব হয় শাস্ত্রশুদ্ধ রক্ষা কবিতে হইবে, না হয় অকুলীনোচিত ক্ষৌরকার্যে মুখ্যকুলীনের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু কোনটা যে করিব, উপস্থিত তাহাব স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না! যতই নিজ দেশের নিকটবর্তী হইতেছেন, সহযাত্রী সাহেবদের নেটিভাতঙ্ক ততই যেন কমিতেছে;—আপনারা দয়া করিয়া একে একে আলাপ করিতেছেন। আজ একজন Sappers and Miners দলের Engineer ও একজন Generalএব সহিত বিশেষ আলাপ ও কথাবার্তা হইল। সকলেরই কিন্তু এক ভাব। আমাদের দেশের—আমরা কিছু বুঝি না, জানি না; আর আমাদের সবই মন্দ!—এইরূপ শুনিয়া আসিয়াছে, এইরূপ শুনিয়াই দেশে ফিরিয়া যায় ও দেশবাসীকেও বুঝায়। খোসামুদে ভারতবাসীরাই বোধ হয় এইরূপ ধারণা করাইয়া

দেয়। কিন্তু স্থিরভাবে কোন কথা বুঝাইয়া দিলেই—ভদ্ৰতা ও বুদ্ধিব  
সহিত যাহাদের চিববিবহ ঘটে নাই—তাহারা বেশ সবলভাবেই বুঝে;  
এবং সেই কথা লইয়া পবকে পবে বুঝায়। একজন বা দশজন ইংবাজেব  
এই গুণই বল, দোষই বল,—সমস্ত জাতিটাকে সম্মানভাজন কবিয়া  
বাখিয়াছে।

আহাবেব পব সেকেণ্ড ক্লাসে বেড়াইতে গেলাম; পৰিচিত অপরিচিত  
কয়েকজন ভাবতবাসীসব সহিত আলাপে আপ্যায়িত হইলাম। একজন  
অপরিচিত বাঙ্গালী তাহাদেব সৰ্বদা তত্ত্ব সংবাদ লইতেছে, ইহাতে তাহাবাও  
সন্তুষ্ট; কাবণ, যাহাবা ফাষ্ট ক্লাসে গমন গরিমায় গোববান্নিত, তাহাবা  
এ হীনতা স্বীকাব প্রায় কবে না।

সেকেণ্ড ক্লাসেব যেকপ ভিড়, ময়লা ও বেবন্দোবস্ত এবং পুবাদস্তব  
সাহেব “ছোটলোকেব” ঠেলাঠেলি, তাহাতে আমাব মত অকস্মাৎ স্থবিবেব  
যাওয়া অসম্ভব হইত। ফাষ্ট ক্লাসেব ইংবাজেবা কেবল গ্রাহ্য কবে<sup>১</sup> না,  
তাহাদিগকেও গ্রাহ্য না কবিলেই চলিয়া যায়। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসেব  
ইংবাজেরা বাঙ্গালীকে অনেক সময় অপমান কবে; কাবণ, তাহাবা প্রায়ই  
সমাজের অতি-নিম্নস্তবেব লোক। ইংবাজী নবজ্ঞাস সাহিত্যে সুপরিচিত  
steerage passengerদেব কথা সেকেণ্ড ক্লাসে মনে পড়ে। P. & O.  
ছাড়া অত্র লাইনে নাকি একপ নয়।

সেকেণ্ড ক্লাসে বেড়াইতেছি, এমন সময় একটা “আগুন আগুন” বব ও  
মহাকোলাহল উঠিল। খালাসী, নাবিক, কন্মচারী, সকলেই—উদ্ধ্বাসে উপবে  
নীচে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল; দমকলেব নলে ছ ছ কবিয়া  
জল দিতে লাগিল! লোকরক্ষার চেষ্ঠার জন্ত, মাঝি মাল্লারা Life boats  
জলে ভাসাইবাব বন্দোবস্ত করিতে লাগিল! মহা হলস্থল ব্যাপাব। বিপদে  
সাহায্য-প্রার্থনাসূচক কামানধ্বনি হইতে লাগিল। সাঙ্কেতিক বিউগল কাতর  
স্বরে বাজিতে লাগিল। চারিদিকে মহাকোলাহল।—নিতাই একটা না  
একটা কাণ্ড দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজিকার এ ব্যাপার কিছু

গুরুতব বোধ হইল। তবে যত গুরুতর প্রথমে মনে হইয়া ভয় হইয়াছিল, তাহার কিছুই নয়। জাহাজে আগুন লাগিলে, জাহাজরক্ষার বন্দোবস্ত কিরূপে করিতে হয়, লোকরক্ষার যে সব বন্দোবস্ত আছে, বাটতি তাহার সুব্যবহার কিরূপ করিতে হয়, তাহাবই অভিনয় হইয়া গেল। নাবিক-খালাসী-কম্বাচারী-যাত্রী—সকলকে যথাযথ স্থানে কিরূপে থাকিতে হয়, কাজ কবিত্তে হয়, আদেশপালন কবিত্তে হয়, তাহাব ছাপান নিয়ম জাহাজের স্থানে স্থানে টাঙ্গান আছে; সকলকে তাহা জানিয়া বাখিত্তে হয়। অভ্যাস রাখিবার জন্য এইরূপ অভিনয় মাঝে মাঝে, কবিত্তে হয়; টাইট্যানিক জাহাজ নিমজ্জনের কাবণ অনুসন্ধানকালে, একথা প্রকাশ পাইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ (fire drill) ‘অগ্নি-অভিনয়’ হইবাব যে নিয়ম ছিল, তাহা সে জাহাজে না হওয়াতেই, সে জাহাজেব নাবিকেবা এ বিষয়ে অকর্শণ্য হইয়াছিল। এখন তাই, সকল জাহাজেই এইরূপ অভিনয় সর্বদা হয়। যাহা হউক, নতুন ব্যাপার দেখিলাম। বিপদে স্থিরবুদ্ধি কিরূপে হইতে হয়, তাহাব অভ্যাস সর্বদাই ভাল।—সংযমের অধিক বল নাই।

‘টাইট্যানিক্’ জাহাজ মাঝা যাওয়া সম্বন্ধে এক আজগুবি গল্প সম্প্রতি জাহিব হইয়াছে। বৃটিশ্ মিউজিয়মে নাকি এক দুর্দান্ত ‘ইজিপ্সিয়ান্ মমি’ ছিল। বহুসহস্রবর্ষ পূর্বেব কোন দুর্দান্ত নরপতি কিংবা লোকনাযকেব সমাধি-ভঙ্গ করিয়া, তাহাকে বিদেশে লইয়া যাওয়াতে ‘মমি’ নাকি ‘মমি’-অবস্থায় বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ কবে এবং মিউজিয়মের রক্ষীদিগকে নানারূপে এত দুব ত্রাস্ত-ব্যস্ত-বিপন্ন করিয়া ফেলে যে, তাহারা ধর্মঘট করিয়া অধ্যক্ষগণের নিকট কর্মত্যাগের বাসনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। কাজেই অধ্যক্ষেরা জাল ‘মমি’ যথাস্থানে রাখিয়া, দুর্দান্ত ‘মমি’কে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া কোন নিভত স্থানে রক্ষা করেন। আমেরিকার কোন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সেই জাল ধরিয়া, মিউজিয়াম্ অধ্যক্ষগণকে অপ্রস্তুত করিয়া, “উচিত মূল্যে” আসল ‘মমি’টি আমেরিকার জন্য খরিদ করেন

এবং অতি সন্তুর্পণে ‘টাইট্যানিক্’ জাহাজে, তাহাকে “মাল” সাজাইয়া, লইয়া যাইতেছিলেন। ফলে, প্রত্নতত্ত্ববিৎসহ ‘টাইট্যানিকে’ ব বিনাশ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ-প্রববেব প্রতি ‘মমি’ব মত আক্ৰোশেব কাবণ থাকুক, এত সহস্র নিবপবাধ নবনাবোকে ‘ইজিপ্সিয়ান্’ বীব কেন বিপন্ন কবিলেন, আমাদেব গ্রায কুসংস্কাবাপন্ন দেশেও তাহা সহজে বোকা যায় না। অথচ এ গল্পটিব বিলাতে ক্রমশঃ বেশ কাটিতি হইতেছে।

আমবা গত ২৭ ঘণ্টায় মোটামুটি ৩৬৫ মাইল বহ আসি নাই। ইহাব পূর্বে ২৭ ঘণ্টায় ৩৯২ মাইল আসিয়াছিলাম। গতি কিছু কম হইতেছে—তাহাব কাবণ, ইটালী তুবক্কী যুদ্ধেব জগ্ন সমস্ত Light Houseএ আলো দেওয়া হয় না। সেই জগ্ন বানে জাহাজ খুব সাবধানে চালাইতে হয়, কাজেই জাহাজ ধীবে চলে।

দুই প্রহবেব পূর্বে, এক দিকে আফ্রিকাৰ উপকূলে ‘সুয়াকিন্’, অপৰ দিকে আবব উপকূলে ‘মক্কা’ যাইবাব বন্দব ‘জিদ্দা’ বন্দবকে দক্ষিণে বামে বাখিয়া আসিয়াছি। মহম্মদেব জন্মস্থান মুসলমানদিগেব পুণ্যভূমি মক্কা এক দিকে—আব মহম্মদীয় ধম্মে মাতোষাবা হইয়া ‘ইংবাজ-ইজিপ্সিয়ান্’কে ত্রস্তবাস্ত কবিযা তুলিয়াছিলেন যে—“মাধী” ঠাহাব কীর্ত্তিভূমি ‘হুদান’ অপব দিকে।

‘মাধী’-বিজেতা দর্ড কিচেনাং এখন ইংবাজপক্ষে ইজিপ্টেব কর্ত্তা। অদূবে “আল্লাহে। আকবব” শব্দে মুখবিত ‘থাবটুম’,—যেখানে কর্ত্তব্যপালনে ত্রতী ‘গর্ডন’ অকাতবে প্রাণ বিসর্জন কবিয়াছিলেন—এখন সেস্থান ইংবেজী কলেক্জ স্কুলে পবিপূর্ণ।

আমবা এখন কলিকাতাৰ Latitudeএব সমান Latitudeএ উঠিয়াছি। কিন্তু ঠাণ্ডা, কলিকাতাৰ অপেক্ষা অনেক বেশী। এশিয়াৰ বাজা পাব হইয়া যাইবাব সময় আসিতেছে। Palestine—Jerusalem—যীশু খ্রীষ্টেব জন্মভূমি—দক্ষিণে বাখিয়া য়ুরোপেব অভিযুখীন হইবাব প্রাক্কালে, য়ুরোপীয় শিক্ষার ভাবে বিভোর ভাবতবাসীব কত কথাই না মনে হয়।

যে মহাশয় হাবড়াতে বাঙ্গালীর নাম ফাষ্ট' ক্লাস গাড়ীতে দেখিয়া, জিনিসপত্র লইয়া, অগ্র গাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিলেন, শ্রু উইলিয়ম্ ড্রিং আজ তাঁহার সহিত আলাপ কবিয়া দিলেন। এই মহাশয় মাস্ত্রাজ ধত্ত কবেন নাই, ইনি কলিকাতার সওদাগর। ইঁহার পিতা কিক্রুপে Law Lord হইরাছিলেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি চিরস্থায়ী “অনারেবল্” উপাধিতে আখ্যাত। বোধ হয়, আমায় হাবড়া স্টেশনের পরিত্যক্ত সেই ধূতিপরিহিত বাঙ্গালী নাব বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। আশ্রয়িতা প্রদর্শন-চেষ্টা অনেক করিলেন। আমাব কিস্ত ভদ্রতাব বিনিময়ে যতটুকু ভদ্রতা করিতে হয়, তাঁহাব সাহিত, তাঁহাব অধিক আশ্রয়িতা করিতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহাব পুণ্য নামটি আব ভ্রমণবথাব ভিতর উল্লেখ কবিব না।

বৈকালে, চা খাইতে যাইবাব সময়, সিঁড়ির উপব একটি প্রবীণ সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিস্তর আলাপ করিলেন। কয়েকদিনই তিনি সাধাবণ ভদ্রতায় আমায় আপ্যায়িত করিতেছেন। নাপিতবাড়ীতেই তাঁহাব সহিত আমাব প্রথম আলাপ। কথায় কথায় শুনিলাম বিখ্যাত ঐষধওয়াল Burgoyne Burgoiseএব তিনি এজেন্ট। পিতৃদেবকে তিনি জানিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাব অনেক কথা—পুরাতন অনেক ঘটনা—তিনি গল্প করিলেন। আমাদের শৈশব অবস্থারও অনেক কথা তাঁহাব জানা আছে, দেখিলাম। বহুদিন পূর্বে, যখন ১৮৭৮ সালে আমরা Presidency Collegeএর First Yearএ পড়ি, জ্যাঠামহাশয় তখন ইতিহাসেব অধ্যাপক। একদিন আন্দুলে নৌকা করিয়া রোগী দেখিতে যাইয়া, নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়; তিন দিন তাঁহার কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই,—বহু কষ্ট সহ করিয়া পিতৃদেব তিন দিন পরে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারেন। বৃদ্ধ হোয়াইট সাহেব সে সময় কলিকাতায় উপস্থিত; তিনি সে সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। সেকথা সেদিনের কথার মত মনে আছে। দারুণ উৎকর্ষ ও দুঃখের কথা কি কখন ভোলা যায়! কি করিয়া সে কয়দিন কাটিয়াছিল, তাহা এখনও বেশ মনে আছে। আজ



বিদেশে—অকূল সমুদ্রের মাঝে—পিতৃপরিচিত অপরিচিতের মুখে পিতৃকথা শুনিয়া, মনে নানা তরঙ্গের উদয় হইল।

University Congress এ পেশ্ কবিবাব জ্ঞাত বাহা লিখিতে হইবে, তাহাব কতকটা আশ্রয় কবিবাব চেষ্টা কবিলাম; কিন্তু অপবেব সাহায্যে ২৫ বৎসব কাজ কবিয়া, অভ্যাসেব এমনট শৈথিল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কেবলমাত্র লেখা ছাড়া—কাগজ পত্র গুছাইয়া—কোন কাজ কবিত হইলেহ চক্ষে অন্ধকাব দেখি। বেশ বাতাস বহিতেছে। জাহাজ চলিতেছেও ভাল।—গা কেমন-কেমন কবিবাব উপক্রম হইল—ইচ্ছাশক্তিব বলে সেটা পবাজয় কবিবাব চেষ্টা কবিত লাগিলাম। সাহেবেবা আমায় “good sailor,” ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত কবিষাছেন। উপাধিব মৰ্য্যাদা বক্ষা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে—শেষ বক্ষা না হইলে বিশ্বাস নাই।

কাশাব বিখ্যাত পাদবী “INDIAN CASTES AND TRIBES” ও “HISTORY OF PROTESTANT MISSIONS”এব লেখক Sherring সাহেবেব পুত্র বদৌনেব কমিশনাব সাহেবেব কথা পূর্বে উল্লেখ কবিষাছি। লোকটি সাহেবেদেব সঙ্গে বড মেশেন না। নিজের স্ত্রীপুত্রের সহিত খেলাধুলা লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত। আমাব সঙ্গে বেশ আলাপ হইয়াছে। ইংবেজ গবৰ্ণমেণ্ট ভাৰতীয় প্রজাকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ক্যানেডাতে নিজকৰ্মচাৰী ও স্থানীয় গবৰ্ণমেণ্টেব অত্যাচাৰ হইতে বক্ষা কবিত পাবেন না—এই কথাব উত্তবে বলিলেন যে, “তোমবা এসকল বিভিন্ন শাসন-প্রণালীকে এক গবৰ্ণমেণ্ট মনে কবিয়া বাগ কবিত পাব, কিন্তু বাস্তবিক স্থানীয় শাসনকৰ্ত্তাদেব মতে ইহাদের সকলকে এক গবৰ্ণমেণ্ট বলা যায় না। ভিতরেব কথা এই যে, বয়ং কবাসা, কিংবা জাৰ্মান গবৰ্ণমেণ্ট কিংবা তাহাদের কৰ্মচাৰী, ভাৰতীয় প্রজার উপবে অত্যাচাৰ করিলে, আমাদের গবৰ্ণমেণ্ট তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে পাবেন; কিন্তু ক্যানেডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বিবাদ করিতে পাবেন না।” এ অবস্থার তিরোধান প্রয়োজন।

ববিবাব, ২৬শে মে, ১৯১২। বজ্রনীর অন্ধকাৰে এশিয়া ত্যাগ কৰিয়া আফ্ৰিকায় প্ৰবেশ কৰিয়াছি। সূৰ্য্যজ খালে বেলা ২টাৰ সময় পৌছিব। এখন আমবা সূৰ্য্যে সন্মুদ্রেৰ ভিতৰ দিয়া যাইতেছি। আফ্ৰিকাৰ উপকূল উভয় দিকেই দেখা যাইতেছ। নগ্নপ্ৰায় পাহাড়গুলি সূৰ্য্যালোকে বড় স্নানব দখাইতেছে। নিকটেই মৰুভূমি, কিন্তু আমবা বহুদূৰ উত্তৰে আসিয়া পৰিষাছি বলিয়া আদৌ গবম নাই।

‘সিনাই’ পৰ্ব্বতৰ অগ্নিধৰ্মবাশিব মধ্যে প্ৰাচীন ইহুদীৰ তপস্বী ‘মোজেস’ ভগবৎ সাক্ষাৎকাৰ, ও লোক-হিতাৰ্থে ভগবৎ আদেশ, পাইয়া ধন্ত হুতাছিলেন এবং ইহুদিদিগেৰ ধৰ্ম্ম-নিয়মেৰ আদি স্ত্ৰ পাইয়া পাশ্চাত্য জগতে ন্যাতাব ভিত্তি স্থাপন কৰিয়াছিলেন। মিলটনেৰ অমৰ বৰিতায়, ও অগ্ৰাণ্ণ সাহিত্য ও ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেৰ সহিত, বত্ৰমালাৰ দ্বাৰা গ্ৰণিত হইয়া যে কাহিনী অমৰ হইয়া আছে, সেই সিনাই পৰ্ব্বতচূড়া অদূৰে। দক্ষিণে সৰল ধৰ্ম্মেৰ স্থায়ী স্তম্ভ। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, ইহুদী, খ্ৰীষ্টান্ সকল ধৰ্ম্মেৰ স্থাপনকৰ্তা নেতা ও প্ৰধান পুৰুষেৰা—এই এশিয়া খণ্ডেই জন্মগ্ৰহণ ও কৰ্ম্মসূত্ৰেৰ প্ৰাধাত্য স্বীকাৰ ও প্ৰচাৰ কৰিয়া জগৎ পবিত্ৰ কৰিয়াছেন। আধুনিক আলোক-মণ্ডিত পাশ্চাত্য জগতেৰ ভাবী উপকাৰ, এবং সঙ্গ সঙ্গ প্ৰাচ্য জগতেৰ উন্নতি ও বক্ষাব স্থায়ী উপায়ও কৰিয়া গিয়াছেন। এই মহাতীৰ্থবাজিব মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ও এশিয়াকে পশ্চাতে ফেলিয়া মূৰ্ত্তিমান কাম্যকাৰ্য্য ও ভোগেৰ লীলাস্থল য়ূৰোপে পৌছিবাব পূৰ্বে—আব একবাৰ সব কথা মনে পড়িল। য়ূৰোপ এশিয়াৰ নিকট কি ঋণে আবদ্ধ, ভক্তিসহকাৰে খ্ৰীষ্টীয়ান ধৰ্ম্মেৰ মূল সূত্ৰ যিনি বুঝিবাব চেষ্টা কৰিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি কৰিতে পাবেন। দুই সহস্ৰ বৎসৰ পূৰ্বে এই ‘দাদন’ না দিলে, আজ য়ূৰোপেৰ দশা কি হইত, আব অখ্ৰীষ্টীয়ান্ বলদৃপ্ত-য়ূৰোপেৰ সহিত সংঘৰ্ষে এশিয়া-আফ্ৰিকাৰ কি দশা হইত, তাহা ভাবিয়া দেখিবাব কথা।

বাত্ৰে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। পাখা ত বহুকাল বন্ধ কৰিতেই হইয়াছে। ‘পোর্টহোলে’ বাহিৰেৰ বাতাস আসিবাব জন্ত, ‘উইণ্ডসেল্’ নামক যে

ডানাব মত চক্ৰ জাহাজ হইতে বাহিৰ কবিয়া দিতে হয়, তাহাও খুলিয়া লইতে হইয়াছে। নাপিত উপাসনাব জন্ত যাইয়া দেখি যে মন্দিৰদ্বাৰ এখনও খোলে নাই। নবম্বন্দবেৰ প্ৰাতঃবল্লগ্ৰহ পাইবাব জন্ত যত ব্যস্ত হইতে হয়—সমুদ্রে সূৰ্যোদয় দেখিবাব জন্তও বুঝি বা তৎ ব্যস্ত না হইলোও চলে। ঠাণ্ডা ক্ৰমশঃ বাড়িতেছে। ‘বাত’ ত চাপা পড়িবাব মত হইয়াছে। বোধ হয় সমুদ্র-স্নানে এতটা উপকাৰ হইয়াছে।



পোর্ট সায়েদ ও সুয়েজ খাল ।

পত্ৰাদি সুয়েজে ডাকে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। সেই জন্ত বৈঠকখানাব দৰজাৰ স্ফোটিত্ দিয়াছে যে, আজ বেলা একটাব মধ্যে পত্ৰাদি ডাকে দিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টা পবে পোর্ট সায়েদেও পত্ৰ দেওয়া যাইতে পাখে। সেইজন্ত পত্ৰাদি লিখিতে সকলেই ব্যস্ত। যাহাবা কাল ‘পোর্ট সায়েদে’ নামিবে, তাহাবাও উদ্ভোগ করিতেছে। পোর্ট সায়েদে ১২জন লোক, নামিয়া ‘বুঙিলী’র পথে যাইবে। আবার Cairo হইতেও অনেক নূতন লোক

জাহাজে উঠিবে। যবকরা এক বকম পাতা হইয়াছে; নৌ-সংসার এক বকম কাটিয়া যাইতেছে; আবাব কে কোথা হইতে আসিবে, ভাবিয়া একটু চিন্তা হইতেছে। মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এই, যে পবকে যেমন-কবিয়া হউক দুদিন আপনাব কবিয়াছি, তাহাব উপব মন বসে; অপব কে আসিয়া কি কবিবে—ভাবনা হয়। আবাব, যেখানে বিছানা মাড়ব পাতিবা শুইয়াছি, তাহা গুটাইয়া, নিজাবাসে যাইবাব সময়ও যেন একটু অনিচ্ছা নেনব মধ্যে উকি বুঁকি মাবে।

বৃণ্ডিসাব পথে গেলে, দুই দিন পূর্বে পৌছান যাব। যে জাহাজ পোর্ট সায়েদ হইতে বৃণ্ডিসা বায, তাহা নিতান্ত ছোট এবং সমুদ্রতবঙ্গবক্ষে নৃত্য কিছু অধিক ভালবাসে। আড়াই দিন এইভাবে কাটাইয়া, তাড়াতাড়ি ইটালীব প্রধান সহবগুলি ভাল কবিয়া না দেখিয়া বোম্, ভিনিস, মিলান্, টুৰিণ্, ফ্লোবেন্স্, নেপল্‌সেব মাঝখান দিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গিয়া কোন ফল নাই। তাই আমি পূর্বেব বন্দোবস্ত পৰিবৰ্ত্তন কবিয়া, মার্সেলস্ হইয়া যাইব স্থিব কবিয়াছি। মার্সেলসে একদিন, প্যাৰিসে সুবিধা মত দুইতিন দিন থাকিয়া, ক্যাণে ও ডোভাব পথে যাওয়া স্থিব কবিয়াছি। অনেকে মার্সেলস্, জিব্রাল্টাব, বিস্কে দৃবিয়া সমস্ত বাস্তা সমুদ্রপথে Plymouth অথবা London যাইবে। সময় থাকিলে, এবং বিস্কেব ভীষণ মূৰ্ত্তিতে ভগ্ন্‌না পাইলে, সে পথ মন্দ নয়। ফিবিবাব সময় ইটালীব পথে আসিব, ইচ্ছা আছে।

কিন্তু ভবিষ্যতেব কথা এখন কহিবাব প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতেব ভাব তাহাব উপব দিয়া, বৰ্ত্তমানে নিজেব কর্তব্য যতদূব সাধ্য কয়িয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কাল কি হইবে আজ কেহ জানে না। বৈকালে কি হইবে, সকালে তাহা কেহ বলিতে পাবে না। মানবেব জীবন ত এই। ভবিষ্যতেব বন্দোবস্তেব কথা আলোচনাব প্রয়োজন কি ?

আজ স্নানের পর IMITATION OF CHRIST পাঠ কবিবাব সময় যে অধ্যায়টি খুলিয়া গেল, তাহাতে একথা সুন্দব ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনিই ধন্ত—তিনিই ভরসা—তিনিই কর্তা। তিনিই কর্ণ; আমি আমার

আমাব কবিয়া আপনাব বন্দোবস্ত — আপনাব প্রাধাত্ত — লইয়া এত ব্যস্ত কেন।

ঠাণ্ডা পডাষ ও মাথায় একটা ফোড। বাহিৰ হওয়ায়, গান কবিব না মনে কবিযাছিলাম, কিন্তু পূৰ্বেই বলিযাছি সমুদ্র স্নানেব লোভসংবৰণ কবিতো পাবা যায না। কাল একাদশী। বহুদিন একাদশী অমাবস্তা পূৰ্ণিমাষ স্নান কবি নাই। কিন্তু জাহাজে যে কয়দিন সমুদ্রজলেব স্নবিধা পাওয়া যাইবে, সে কয়দিন স্নান না কবিয়া যে থাকিতে পারিব, তাহা ত বোধ হয় না।

কাল মহাত্ৰিবেণীতে একাদশীৰ উপবাস হইবে দেখিতেছি। যীশু, মহাম্মদ, মোজেস্ পবিত্ৰীকৃত এশিয়া এবং আফ্ৰিকা ও এবোপেব সঙ্গম-স্থান যে মহা ত্ৰিবেণী ও মহাতাথ, তাহাব সন্দেহ নাই। মহাতীৰ্থ বেকপ মহাপাপেবও স্থান, পোট সামোদও তাই। এখানে পৃথিবীৰ যেন বাছাই কৰা বদমায়েস্ গুণ্ডাব মেলা।

আট দশ জন একত্ৰ হইয়া দল বাঁধিয়া সহবেব গলি খুঁজিতে না গেলে বিপদ হয়। সমস্ত দিন সেখানে জাহাজ থাকিবে। নামিয়া সহব দেখিবাব কল্পনা কবিতোছিলাম। নানা কথা শুনিয়া, আমাব নামিবাব ও বহুদূৰে যাইবাব প্ৰবৃত্তি হইতেছে না। দূৰ হইতে নমস্কাৰই ভাল।

বাইশ জন যাত্ৰী, কাল পোট সামোদে নামিয়া ডাকেব ছোট জাহাজে যুগুদী যাইবে, আব কতজন উঠিবে, ঠিক নাই। কন্সচাৰীবা সকল যাত্ৰীকে ভয় দেখাইয়া বেড়াইতেছে যে, সকলেব ঘৰেই কাল ভিড় হইবে। চাৰিদিকে এখন এই বই আব কথা নাই।

আজ ববিবাব। জাহাজে, নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় ব্যতীত, অপব সমস্ত কৰ্ম্মজকৰ্ম্মই আজ বন্ধ। (Hold) খোল হইতে জিনিসপত্ৰ আজ পাওয়া যাইবে না। অথচ গৰম কাপড়ের কিছু প্ৰয়োজন হইতেছে।

ববিবাব মধ্যাহ্নে সাহেবদেব গিৰ্জ্জাব সবজ্ঞান, খাইবাব ঘৰেই হয়। জাহাজেব অধিকাংশ সাহেবমেম তাহাতে যোগ দেয় না। কেহ বা কোন ধৰ্ম্ম গ্ৰাহ্য কৰে না, কেহ বা রোমান্ ক্যাথলিক্ কিংবা অন্ত শাখা-

ধম্মাবলম্বী, সেই জ্ঞাত সকলে গির্জায় যায় না। কিন্তু ভগবানের নাম যে উপায়ে—যেখানেই হয়—তাহাতে, দূর হইতেও অন্ততঃ, যোগ দেওয়া উচিত। গত বিবিরেও এইকপ ছাড়াছাড়ি দেখিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছিলাম।

সুয়েজ-সমুদ্র ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ‘ফেরো’র সৈন্যদল হইতে পবিত্রাণপ্রার্থী ইহুদী পলাতকগণ যে তখনকার এই সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়। এখানে সমুদ্রের পরিসর খুব অল্প। প্রায় একটা বড় নদীর মতই বোধ হয়।

২৫শে মে—আজ উত্তর বাতাসের প্রবলতা যেন কিছু বেশী। ডেকে বসিবার বা বেড়াইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, তাই রক্ষা। সকল সময়েই যে, এই আবেবিয়া-জাহাজখানি শান্তভাবে চলে, তাহা নহে। প্রবল ঝড়েব সময় সমুদ্র-তরঙ্গ ভেদ করিয়া কেমন নির্ভয়ে চলে, নাপিতেব দোকানে তাহার এক ছবি আছে। ঝড়েব সময় ক্যামেরা লইয়া যে ফটো তোলা হইয়াছিল, বলিয়া মনে হয় না। তবে কল্পনার সাহায্যে ছবির সৃষ্টি হইয়া বাস্তব মনে অভয় উৎপাদনের সাহায্য করিতে পারে।

আজ নয় দিন বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিয়াছি। চারিদিকে আলোকের ছড়াছড়ি। কিন্তু হৃদয়ের আঁধার ত কিছুতেই ঘোচে না। জানি না এত আঁধার কিসের। অজানা অচেনা নূতন যায়গায় বাইতেছি বলিয়াই কি? এ প্রশ্নের উত্তর পাইলাম না। ভগবৎ নাম মধুর গভীর স্ববে গির্জা-সভায় গীত হইতেছে—ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া নিজেকে সেই সঙ্গীত-সাগরে ভাসাইয়া দিলাম। প্রাণে কিছু শান্তি আসিল। আঁধার হৃদয়ে সব আঁধার—সব ভাব তাঁর পাদপদ্মে দিয়া কতকটা নিশ্চিত হইলাম।

কিছু কাহ না থাকায় ভ্রমণ কথা লিখিতে বসিলাম। যা মনে আসে, তাই লিখিতেছি। কেন যে লিখিতেছি, কার পড়িবার জ্ঞাত ব্যগ্রতা কে যে কষ্ট করিয়া, এই দেবাক্ষর পড়িবে জানি না। যদি লেখায় লেখনীর তেজ, ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য থাকিত, সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণশক্তি, ভাব প্রকাশ শক্তি পাণ্ডিত্য, ভাষাজ্ঞান কিছু থাকিত, “যুরোপে

তিনবৎসবে” বর্ণিত বিষয়ের মত বহু বৎসব পূর্বে বহুবার বর্ণিত বিষয়ের কিছু নূতনত্ব থাকিত। কিংবা নূতন ভাবে দেখাইবার সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে P. & O. Companyর এত কাগজ কলম এবং নিজেব সময় ও প্রতি ডাকে বড় বড় কাগজের তাড়া পাঠাইবার—ষ্ট্যাম্প খরচ কবিবার সার্থকতা থাকিত। যাহাদেব জন্ত গমনশীল বেলে ও জাহাজে ইহা লিখিতেছি, তাহাদেব এই বর্ণবাহ ভেদ কবিতা অর্থ সংগ্রহ কৰা বিশেষ ধৈর্য্যেব পৰিচায়ক হইবে। মনেব কথা মনে সব সময় না বাখিয়া কাগজে কতক স্থান পাইতেছে। ইহাতে মনেব ভাব কিছু লাঘব হইতেছে।

Dutton সাহেব আমায় কাল জিজ্ঞাসা কৰিয়াছিলেন যে আমি Diary লিখি কি না। আমি বলিয়াছিলাম যে Diary লেখাব অভ্যাস আমাব নাই—আব পাঠক মনোহৰ Diary লিখিবাব ক্ষমতাও আমাব নাই। তবে প্ৰিয়জন—যাহাদেব গ্রন্থ-পাঠ সাহায্যে পথিব কথা, ভ্ৰমণেব কথা, সমাজ-কথা প্ৰভৃতি সম্পৰ্ণভাবে জানিবাব সম্ভাবনা বা সুবিধা নাই, আমাব হস্তাক্ষৰে যাহাদেব তৃপ্তি, মনে যাহা উদয় হয়, তাহাদেব জন্ত সময়ে সময়ে তাহা লিখি। আমাব প্ৰবাস উপলক্ষে এই সকল কথা শুনিয়াও তাহাবা প্ৰবাসকাল ধৈৰ্য্য-সহকাৰে কাটাইতে পাবে। প্ৰচলিত সামান্য Guide Bookএ শতগুণে প্ৰয়োজনীয় ও ঐতিমধুব কথা-সম্বন্ধিত বৰ্ণনা সামান্য ব্যয়ে পাওয়া যায়। সাহিত্যসৃষ্টিব উচ্চাশায়ও এ উত্তমেব অবতারণা নহ। এ লেখা পড়িয়া প্ৰিয়জনেব ভাল লাগিবে, এই মনে কৰিয়াই লিখি।

এডেন হইতে গুৰুদাস বাবুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহা পকেটেট হিয়া গিয়াছে, ডাকে দেওয়া হয় নাই। আজ তাহা খুঁজিয়া পাইলাম। অত্ৰ চিঠিব সহিত আজ তাহা ডাকে দিলাম। ডাক মান্নদেব জৰিমাণা তাঁহাকে বোধ হয়, কিছু দিতে হইবে। কাৰণ, এডেন পৰ্য্যন্ত দুই পয়সায় চলে—তাব পব চাব পয়সা মান্নল।

টুকু “খুলিয়া জিনিস-পত্ৰেব প্ৰাচুৰ্য্য ও বৈচিত্ৰ্য দেখিয়া ভয় হইল। ছেলে

বা বাজীবা যাচা কিছু পাবিয়াছে চাপাইয়াছে, কিন্তু যেখানকাব জিনিস সেই খানেই বহিয়া গেল। বাবুগিবি অভ্যাসটা আমাব কিছুতেই বশ্ত হইতেছে না। গৃহস্থ মানুষ বাবুগিবি কবিই বা কি কবিয়া। জাহাজেব খবচপত্র যা দেখিতেছি, তাহাত সাধাবণ লোকের পক্ষে ভয়ানক। ভাড়া যা লাগে, তাহাই যথেষ্ট। তাহাব উপর অতিবিক্রম যাহা আবশ্যক তাহা চতুর্গুণ দ্বয়সা। এক গ্লাস নেব্ব সববতেব দাম ৪ পেনি অর্থাৎ চাব আনা। একটা কানিজ কাচাইবাব খবচ ৬ পেনি অর্থাৎ ছয় আনাব বেশী। এই দামে প্রত্যহ কানিজ কাচাইলে আমি যে দামেব কানিজ পবি, কাচাইবাব দামেই তাহাব শোটা কয়েক খরিদ হইয়া পায়। এব উপর মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি যাহাদেব অভ্যাস আছে, কিংবা ফ্যাসানেব দাসত্ববশে যাহাব তাহা কবিতে বাধ্য, তাহাদের ত সর্বনাশ। এই সকল বিষয়েব বিকল্পে অল্পবয়স্ক স্বদেশবাসিগণকে সাবধান কবিবাব উদ্দেশ্যেই বাববাব একথাব অবতারণা।

নাপিত মহাশয় প্রত্যহ ছয় আনা লইতেছেন। আপনাব সেবাব জন্ত আব “কি কবিতে পাবি” বলিয়া এটা ওটা বাজে জিনিস বিক্রয়েব চেষ্টা ত নতাই কবিতেছেন। জাহাজ “কিছু কবিতে পাবাব” অনুমতি না পাইয়া যেন কিছু ক্ষুণ্ণ। Steward মহাশয় প্রাচীন অথর্ক ও জবদগবসদৃশ প্রাজ্ঞ। প্রায়ই শুনাইয়া বাধিতেছেন যে, তাহাব বোজগাব এবাব কিছুই হইল না। বোধ হয়, এক গিনিব কম তাহাব মন উঠিবে না। হঠা এক একম বাধা দবেব মধ্যে দাড়াইয়াছে এবং অপবিহার্য। অতএব পবিহার্য খবচপত্র সম্বন্ধে গৃহস্থশ্রেণীব যাত্রীব প্রথম হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্তব্য। নতুবা হিসাব কোথায় মিটিবে, বলা যায় না।

স্থানীয় ডাকেব নিয়ম অদ্ভুত। সুরেজে জাহাজ হইতে বায়সমেত চিঠি লইয়া গিয়া দিয়া আসিবে, তাহাতে চাব পয়সায় ইংলণ্ড ভাবতবর্ষ সর্বত্র যাইবে। কিন্তু অত্র জাহাজে খালের মধ্যে গিয়া কিংবা পোর্ট সায়েদে, পুত্র দিলেই Egyptian Government অধিক ষ্ট্যাম্প লইবে, অথচ এত জাহাজেই



সব চিঠি যাইবে। ডাক স্নয়েজ হইতে বেলে পোট সায়েন্স যাইবে। সেখান হইতে জাহাজে ব্রিডিস। বৈদেশিক গবর্ণমেন্ট সকলের এই সব নির্যোধ ব্যবহারই তাহাদেব স্থায়ী উন্নতির অন্তবায়-স্বরূপ। আর এই সব বিষয়ে স্কুল দূবদর্শী অথচ মোটের উপর অধিক লাভজনক ব্যবস্থার জন্য ইংল্যান্ডেব এত উন্নতি। আন্তর্জাতিক Penny Postageএব এখনও অনেক বিলম্ব।

মাথায় একটা ছোট বোডাব মত হইয়াছে। Steward মহোদয়েব বহু বিস্ফোটক শোভিত মস্তক দেখিয়া কাবণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে, ক্রমাগত Oatmeal Porridge ভক্ষণেই এইকপ হইয়াছে। আমিও ত প্রত্যহ Oatmeal Porridge যথেষ্ট খাইতেছি; তাই বা বিস্ফোটক বিকাশ হইল। Oatmealএ বলাধান হয়, সঙ্গে সঙ্গে “বাতীতে” “মাথাব দিয়া” দিয়া ছুৎবেও কথা যে বলা আছে, তাহাও বেনামীতে কতক পেটে যায়, তাই খাই। দুধ, মাখন, ফল, মাংস, মৎস্ত সববকমই ঠাণ্ডা ঘবে থাকে। জনশ্রুতি-মতে তাহা খাবাপ হয় না। মুখে খাইতে খাবাপ না লাগিতে পাবে, কিন্তু জ্বিনিসটা যে, সত্যসত্যই অবিকৃত থাকে—ইহা সন্দেহেব বিষয়।

আমাব আহাবেব কচি ও ক্ষুধা আব পূর্কের মত নাই। আহাব কমাইয়া দিয়াছি। আহার-বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু নিত্য এসব ভাল লাগে না। আপেল, আনাবস, আম, আঙ্গুর, আপ্রিকট, ওয়ালনট, বাদাম, পপ, কিং, বাতাবীলেবু, কমলালেবু, জাভালেবু, মান্শালেড, বহুতব আচার, মাখন, পনির ক্রটি, কেক, স্কস, পুডিং, আইস ক্রীমেব ছড়াছড়ি। আহাৰ্যেব এই অবণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া লওয়া অসম্ভাব্য পক্ষে প্রত্যহ অধিক কষ্টকর হইতেছে। মটন, মাছ, গেমবার্ড প্রচুর। “অল্প” মাংস আমাদেব নিষেধ আছে বলিয়া আমাদেব নিকটে আনে না। মাছও এত বকম যে, নাম মনে কবিয়া বাখা কঠিন। Place, Turbot, Sole, Halibut, Herring, Sardines-Salmon এই কয়টাই ভাল। সবই সমুদ্র-মৎস্ত। এত বকমেব এত জ্বিনিস

প্রত্যহ খাওয়া অসম্ভব । মাছ মাংসে অকচি আসিয়া পড়িয়াছে । ফল মূল  
আব শাকসবজী-সিদ্ধৰ উপব ক্রমশঃ নির্ভব কবিতৈ হইতেছে । বান্নাঘবেব  
পাস দিয়া নাপিতৈব ঘবে যাইতে হয় । সে সময় প্রায় বমনোদ্রেক হয় ।  
সাদাটুপি ও পোষাকপৰা বসুয়ে ‘ঠাকুর’দেব গাত্রে “সৌগন্ধও” কিছু  
কম নয় । ফল মূলেব যোগান যেন কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে ।  
পোর্ট সায়েদএ নূতন যদি কিছু জোগাড হয় তবেই বন্ধা ।

বাগু প্রতিকূল বলিয়া আমাদের গতি কিছু ঐম । সমুদ্র-থাড়িব ঢুট  
দিকে তৃণশূন্যশূন্য নগ্ন পাছাড় অনেক দব বিস্তৃত । তাহাব কোলেট  
কোথাও মকভূমি, কোথাও কৃষিক্ষেত্র । এই পাতাডেব গভীৰ বহু পশ্চিমে নীল  
নদ । “যমুনা লহবী” বহুদিন স্ককবিব দ্বাবা বচনা হইয়াছে । আজ সমুদ্র বন্ধে  
মনে মনে “নীল” লহবী বচিত হইল । কিন্তু “সমালোচকেব” ভয়ে  
প্রকাশিত হইল না । Pharoaদিগেব কীর্তিকথা মনে পড়িল । কত যুগেব  
সে কথা । যেন মানসচক্ষে সব দেখিলাম ।

আমাব এত লেখাব ঘটা দেখিয়া সাব উইলিয়ম্ ড্রিং জিজ্ঞাসা  
কবিয়াছিলেন যে, এত লিখিতেছ কি ? বিলাতেব জ্ঞাত বক্তৃতা লিখিতেছ  
নাকি ? তাহা হইলে ত কাজ হইত । সে সকল দিকে মন আদৌ যাইতেছে  
না । বাড়ী ছাড়িয়া আসিলাম, দেশ ছাড়িয়া আসিলাম, ভাবতবর্ষ ছাড়িয়া  
আসিলাম । এশিয়া ছাড়িবাব সময় সেই সব বিদায় যন্ত্রণা যেন নূতন কবিয়া  
সহ কবিতৈ হইতেছে ।

জাহাজেব ঘণ্টায় একটা বাজিল । কিন্তু ওটা “একটা” নয়—জাহাজে  
ঘণ্টা বাজে নূতন বকমে । পূর্বেই বলিয়াছি স্থানবিশেষেব Latitude  
Longitude হিসাবে প্রত্যহ ঘড়িব কাঁটা ১০।২০।৩০।৪০ মিনিট পিছাইয়া  
দিলে তবে সেই জায়গায় ঠিক সময় জাহাজেব “পবিত্রশ্রুমান” বড়িতৈ  
পাওয়া যায় । তারপব দিনরাত্র ছয় গ্রহবে ভাগ কবা হয় । আমাদের  
মত আটগ্রহ নয় । Eight Bells জাহাজেব সর্বোচ্চ ঘণ্টাবাজ ।  
প্রতি ঘণ্টাব সঙ্কেত তাড়াতাড়ি দুইটা ঘণ্টাব আওয়াজ . দেওয়া

হয়, আর আধ ঘণ্টার সঙ্কেত একটা আওয়াজ। বেলা আটটার সময় ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা পড়িবে। সাড়ে আটটার সময় ১ঘা পড়িবে। ৯টার সময় ১টা ডবল ঘণ্টা পড়িবে। এইরূপে ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা পর্য্যন্ত পড়িলে ঘড়ির ১২টা বাজিল। আবার ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ৪ জোড়া ডবল ঘণ্টাব সাহায্যে পবিচয় হইবে। ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আবার ৪ জোড়া ডবল ঘণ্টা এবং ৮টা হইতে ১২; ১২টা হইতে ৪টায় পুনবার ৪ জোড়া ডবল-ঘণ্টা বাজিবে। ঘণ্টাব পরিচয় বুঝিতে পূর্বজ্ঞান সত্ত্বেও আমাব ২ দিন লাগিয়াছিল। ৩৫ টাকা দামেব আমাব ৩৫ বৎসবেব সাথী, পূর্ব পলায়নেব সাথী, জেমস নবেব পুরাতন ডাচের ঘড়ি এইরূপ অকারণ অতিবিক্ত পরিশ্রমে অস্বীকৃত। তাই তাঁহাকে পুরাবেতনে ছুটি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ক্রমাগতঃ দিন বাত্র এই রূপ ঘড়ি ঠিক কে করে? Louis Stevenson এর “Essays on Travel” নামক সুন্দব গ্রন্থে সে দিন পড়িতেছিলাম যে, স্থানবিশেষে সময় ভিন্ন হয়, বৃদ্ধা বাত্রী সে কথা পড়িয়া তাহাতে আদো বিশ্বাস না করিয়া নিজের ঘড়িটিতে নিজের গ্রামের সময় ববাবর ঠিক রাখিয়া যাইতেছিল। তাহাব ইচ্ছা ছিল যে, সে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া সেখানকাব ঘড়ি তদারক করিয়া নাবিকদিগকে জ্ঞদ করিয়া তাহাদিগের ভুল দেখাইয়া দিবে। কিন্তু আকস্মিক সমুদ্রপীড়ায় বেচাবা দুই তিন দিন ঘড়িতে দম দিতে না পারায় অনাহারে ঘড়িটি কণ্ঠে ইস্তফা দিল। কাজেই প্রাচীনাব মনোজ্ঞ পবীক্ষার শেষ ফলাফল তদাবক হইতে পারিল না। Stevensonএর পুস্তক পড়িবাব পূর্বে বস্বেতে আমারও মনে হইয়াছিল যে, গোপনে আমিও এইরূপ একটা পবীক্ষা আমার পুরাতন বিশ্বাসী ও চিরপরিচিত পানের ডিপালুকারী ঘড়িটি দ্বারা করিব। সমুদ্রপীড়া না হউক, আলস্তবশতঃ আমার ঘড়িরও আহাৰ বন্ধ হইয়া পরীক্ষা বন্ধ হইল। পূর্ব-কথিতা প্রাচীনা আমারই মত কীর্তি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পড়িয়া হাসিলাম। দেখিতেছি, বিজ্ঞান-জগতে নূতন কিছু নাই। আমি এতবড় একটা কাণ্ড করিয়া

গোপনে একটা বহুমূল্য তথ্যসংগ্রহেব চেষ্টায় ছিলাম, আর প্রাচীনা আমার বচ পুঁকে তাহাব চেষ্টা কবিয়াছিল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল ।

আহানুগীতে মাথুযেব “ পার্শ্বতা-প্রাচীনতা ” আছে দেখিতেছি ।

বৈঠকখানাব জানালা দিয়া জলযোগ আয়োজনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল । বিশেষ প্রয়োজনাভাবেও আহাব-টেনিলে পাঁচটিবাব যাওয়া চাই । অতএব আপাততঃ এইখানেই লেখনীৰ বিশ্রাম ।

সোমবাব ২৭শে মে।—ক্রমশঃ বাড়ী, ঘৰ, জাহাজ, নোকা ইত্যাদি দেখা দিতে লাগিল । আনেকবিকা-আবিকাবেব প্রাক্কালে কলম্বসেব ভাবেব মত মনেব ভাব হইয়া পড়িবাব উপক্রম হইল । তীববেব দিকে অগ্রসব হওয়াব জন্ত জল কমিবাব সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদিগেব জল মাপা ও সাধবানে অগ্রসব হইবাব কাজও তত বাড়িতে লাগিল ; Deep Six, A half and Six, A quarter less Seven, Deep Seven এই সব অদ্ভুত শব্দ শুনিতে লাগিলাম । ঠিক আমাদের দেশেব খালাসীদের ‘পাচ বাম মিলেনা’ব মত শ্রব কবিয়া কবিয়া গান, কেবল বুলি স্বতন্ত্র । কাপ্তেন, কৰ্ম্মচারী সকলেই সতর্ক হইয়া কাজ করিতে লাগিল । জাহাজেৰ সম্মুখে সব পাল নামাইয়া ফেলিয়া মাল লইবাব জন্ত স্থান পৰিক্ৰাব ইত্যাদি উত্তোগ চলিতে লাগিল । সন্ধ্যার পূর্বেই খালে প্রবেশ করা যাইবে ও নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যাইবে, মনে কবা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না । জাহাজ নোঙ্গব ফেলিল । ভাবতবর্ষেব ডাক, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল । ৩৫০ বস্তা আফ্রিকার হস্তিদন্ত জাহাজে বোঝাই লওয়া হইল । ক্রমশঃ নূতন যাত্রী আসিতে আবন্ত কবিল । তীবে যাইবাব জন্ত ছোট নোকা ধীবে ধীবে নামান হইল । হঠাৎ বিপদের সময় এত বিলম্বে ও ধীবে ধীবে বোট নামাইলে যে বিশেষ কাষ হয়, তাহা সন্দেহেৰ স্থল । সে সময় নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ততার সহিত সমস্ত কার্য্য সাধিত হয় ।

এখানেও আবার প্লেগেব পরীক্ষা । বম্বেতে একবার এই অভিনয় হইয়াছে । এখানে পুনরভিনয় । ২ দিন সমুদ্রবাসেৰ পরেও আবার পরীক্ষা ।

সভা যুবোপেৰ প্লেগ আতঙ্ক কিছুতেই যায় না। Venice Conventionএৰ নিয়ম অনুসাবে ১৪ দিন সমুদ্র বাস না হইলে প্ৰতি বন্দবে ডাক্তাৰ পৰীক্ষা কৰিবে। কিন্তু সে পৰীক্ষা নাম মাত্ৰেৰ অপেক্ষাও হাত্তাপ্ৰদ। ডাক্তাৰদেৰ চাকৰী বজায় বাখা চাই, তাই স্থানে স্থানে এই পৰীক্ষা-পীড়ন। প্লেগেৰ কোন সন্দেহ থাকিলে পূৰ্বে Moses' Well নামক নিকটবৰ্ত্তী স্থানে যাত্ৰীদেৰ নামাইয়া Quarantineএ বাখা হইত, এখন সে সব গোল নাই। এই Moses' Well সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিম্বদন্তী আছে। Moses আততায়ী Pharaohৰ সৈন্ত হস্তে পবিত্ৰাণ পাইবা দৈবানুকূল্যে লোহিত সমুদ্র পাব হইয়া এই স্থানেৰ কূপে নাকি জনপান কৰিয়াছিলেন। এখান লোহিত সমুদ্র এত সঙ্কীৰ্ণ যে, সেকালে হাটিয়া পাব হওয়াৰ অজানিও অথবা কেবল মোজেসেৰ জানিত 'হাটুড়বা' পথ থাকা, আব তাৰপৰ হঠাৎ বান আসিয়া Pharaohৰ সৈন্ত ধ্বংস হওয়া, বড় বিচিত্র ঘটনা বলিয়া মনে হইবাব কাৰণ নাই।

পৰীক্ষাৰ জন্ত আমাদেৰ ভাগ্যে এক মহিলা ডাক্তাৰ জুটিয়া গেলেন। পুৰুষ-ডাক্তাৰ সাহেব মান্নিমাল্লা ও সেকেণ্ড ক্লাস আৰোহী তদাৰকে ছিলেন। মহিলা-ডাক্তাৰ আমাদিগকে অনুগ্ৰহ কৰিলেন। থাবাব ঘৰে সকলে সমবেত হইলে জাহাজেবই একজন কন্মচাৰী আদালতেৰ পেয়াদাৰ মত সুন্দৰ উচ্চাৰণ সহকাৰে। নামধাৰীৰ পৰ্য্যন্ত অবোধ্য ভাবে, সকলেৰ নাম ডাকিতে লাগিলেন। বিশেষ এশিয়াটিকদিগেৰ নাম উচ্চাৰণে তাঁহাব বেজায় কাবদানী। বহুকাল লেভীতে যাওয়া হয় নাই, আজ ডাক্তাৰ-মেমেৰ নিকট ছোটখাট লেভী হইয়া গেল। সিঁড়িৰ কাছে তিনি দাড়াইয়া বহিলেন; আব নামডাকাৰ ক্ৰম অনুসাবে এক এক যাত্ৰী তাঁহাব সম্মুখ দিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেমেয়েদেৰ নাড়ী দেখা হইল, কাহাকে কাহাকেও বা কঠোৰ কিম্বা কঠোৰতৰ পৰীক্ষাৰ জন্ত বসাইয়া বাখা হইল। কিন্তু জঘন্ত পুৰুষদিগকে তিনি স্পৰ্শও কৰিলেন না। একবাব চাহিয়াই পৰীক্ষা কাৰ্য্য শেষ হইল—আমবাও বাচিলাম।

ঠাহার সাটফিক্‌ট পাইতে ও মনগুন্ধি করিয়া তুলিতে সাক্ষা আহ্বানের সময় উপস্থিত হইল। তখন ঠাণ্ডা বেশ পড়িয়াছে। ডেকের উপর হাওয়া বেশ জোবে বহিতেছে। বৈকালে স্নয়েজের কাছাকাছি হইয়া জাহাজ যখন দাড়াইয়া ছিল, তখন বেশ গরম পড়িয়াছিল। বোধ হয়, জাহাজে উষ্ণতা অবধি এত গরম হয় নাই। তাই গরম কাপড় না পরিয়াই ডেকে আসিয়াছিলাম। ঠাণ্ডায় একটু কষ্ট পাইতে হইল। ৯টার সময়ই ঘরে গেলাম। Port hole বন্ধ করিয়া কঞ্চল মুড়ি দিয়া শয়ন করিতে হইল। সকালে স্নয়েজ খালের সম্বন্ধে কত গল্পকথা শুনিলাম। খালের পথেও কত সুদৃশ্য দেখিলাম, তাহা সব লিখিতে গেলে একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠে এবং ডাকও ধরা যায় না।

ব্যারন্ লেসেপ্‌স্ নামে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এই খাল কাটেন। পূর্বে Pharaohদেব আমলে এই খাল Mediterranean হইতে লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত এক করিয়া বাখিয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। এ কথার প্রমাণ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ এবং সহস্র বাধা, বিপত্তি, ক্রকুটি, এমন কি অত্যাচাৰ সহ্য করিয়াও তিনি এই খাল কাটিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং সংকল্প ক্রমে কার্য্যে পরিণত করিলেন। আমেরিকার পানামা খালএরও মতলব ও নক্সা এই মহা কৰ্ম্মবীর করিয়া যান। কিন্তু শেষ জীবনে অগ্ৰাণু কৰ্ম্মবীরগণের হ্রায় তিনি লাঞ্চিত, অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহা কার্য্যে তখন পরিণত হয় নাই, এখন হইয়াছে। স্নয়েজ খালের সফলতার সম্ভাবনা ধনকুবের জগতে নিতান্ত বিদ্রূপের কথার মধ্যে গণ্য ছিল। প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর শেয়ার কেহ কিনিতে চাহে নাই।

ব্যারন্ লেসেপ্‌স্‌এর নিজ দেশবাসী ফরাসীরাও বিশেষ বিদ্রূপ করিত। গাঁয়ের ফকির অতি অল্প স্থানেই “ভিক্” পায়। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী, দূরদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডিজ্‌ব্রেলী, খালের ভবিষ্যৎ উপকারিতা ভারতসাম্রাজ্য সম্বন্ধে ধ্রুব, একথা নিশ্চয় বুঝিয়া শেয়ার সামান্য মূল্যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তরফে যতদূর পারিলেন, গোপনে কিনিয়া ফেলিলেন। দেখাদেখি

ইজিপ্টেব খেদিভও কিনিলেন এবং কবাসীবাও কিনিলেন । এখন ইংবাজেব অংশই প্রধান ; এবং সেই ক্ষত্রে খাল সম্বন্ধে ও ইজিপ্ট বা মিশৰ শাসন-সম্বন্ধেও ক্রমশঃ ইংবাজেব প্রাধাত্য হইয়া গিয়াছে । ইজিপ্ট ইংবাজেব অধিকৃত ও শাসিত দেশ না হইলেও ইংবাজ এখানে সৰ্বেসৰ্ব্বা । ১১ বংসৰ মেয়াদে খাজনা কৰিয়া কোম্পানী খাল কাটেন । আৰ ৪০ বংসৰ পৰে মেয়াদ উত্তীৰ্ণ হইলে ইংবাজেব প্রাধাত্য আৰও বাঢ়িবে মনে হয় ।

প্ৰথমে খাল অতি সৰ্দিৰ্ণ ছিল, এখন খুব বিস্তৃত কৰিয়া দুই দিকে পাথৰ দিয়া বাধা হইয়াছে । তাৰে শ্ৰেণীবদ্ধভাবে নয়নবজ্জন মনোৰম সবুজ ঝাউ গাছেৰ সাৰ,—খালেৰ তাৰ দৃশ্য বেগু গিয়াছে । মাঝে মাঝে প্ৰাচীন লবণ হ্রদ আছে, খালেৰ মুখে ঢক আছে । স্থানে স্থানে দুইখানা জাহাজ পাশাপাশি হইয়া এক সমবে বাইতে পাবে, এমন বন্দোবস্ত আছে । যেখানে তাহাব সম্ভাবনা নাই, সেখানে পাশে একখানা জাহাজ অপেক্ষা কৰিবাব বন্দোবস্তও আছে । Signal দ্বাৰা সব কাজ হইতেছে । যে জাহাজ যে ভাবে বাইবে, তীব হইতে তাৰ দিয়া তাহাব ছকুম দেওনা হয়, এবং সমস্ত খালেৰ বাস্তায় জাহাজেব সঙ্গে সঙ্গে একজন পাইলট যায় । জাহাজ খুব ধীৰে চালাইতে হয় । বৈজ্ঞানিক দীপালোক সাহায্যে বাত্ৰে যাইবাব কোন বাধা বা অসুবিধা নাই । খালেৰ দুই ধাৰে লাল, নীল আলো দ্বাৰা পথ নির্দেশ কৰা আছে । মাঝে মাঝে খালেৰ ধাৰে বেলেৰ লাইনেৰ উপৰ পাথৰেৰ বাড়ীগুলি বড় সুন্দৰ দেখাইতেছে । খালেৰ বালি কাটিয়া পৰিষ্কাৰ কৰিবাব জন্ত কয়েকখানা জাহাজ সৰ্ব্বদা নিযুক্ত আছে । সেই বালি-মাটীতে অনেক গ্রামেৰ নীচু জায়গা ভৰাট হইতেছে । উটেৰ দ্বাৰা বালি বহন হইতেছে । দীৰ্ঘ আলখাল্লা-পৰা ইজিপ্ট ও আববীয় নাবিকগণ ধীৰ গন্তীব ভাবে নিজ কাজ কৰিতেছে । সেইকপ বেশপৰিহিত নাগবিকগণ খালেৰ ধাৰেৰ বাস্তা দিয়া যাইতেছে ; মাটি বহিতেছে । সৰ্ব্বত্ৰই একটা গন্তীব ভাব । বাজসই ভাব, আমীবি চাল ; যেন এই মাত্ৰ ক্লিপেট্টাৰ সেবা কৰিয়া বাস্তী কিৰিতেছে । প্ৰাচীন সভ্যতাৰ প্ৰাচীন কীৰ্তি আধুনিক সভ্যতাৰ

মাঝে ছায়াব ত্রায় জাগিতেছে । নৃতনেৰ মধ্যেও পুৰাতন মাথা জাগাইয়া  
বহিয়াছে । তাহাকে তাক্ছিল্য বা ত্যাগ কৰিবাব উপায় নাই ।

এত্ৰে স্নেহেজ খালেৰ আলো, ভিন্ন ভিন্ন আপিসেব ও দুৰবৰ্ত্তী সহব ও  
ডকেৰ আলো বড সুন্দৰ দেখাইতেছিল । ঝাউগাছেৰ সাব, তাৰ মাঝে  
বেল লাইন । বড় মনোবম দৃশ্য ।

পূৰ্বে খালেৰ ধাব দিয়া স্থলপথে ডাক বাইত । পোটসামেদ হইতে  
স্নেহেজ পৰ্য্যন্ত স্থলপথে গিয়া পুনৰায় জাহাজে বাইতে হইত । Lieutenant  
Waghorn নামে একজন নৌসেনা কন্মচাৰী, ১৮৪০ সালে এই নূতন পথ  
আবিষ্কাৰ কৰেন । গল্প আছে যে, বৰ্ত্তমান Finlay Muir কোম্পানিৰ  
পূৰ্ববৰ্ত্তী James Finlay কোম্পানিৰ একবাৰ হঠাৎ অনেক তুলা খৰিদেৰ  
প্ৰয়োজন হয় । তখন Cape of Good Hope পথে ছয় মাসে জাহাজ  
গাইত । টেলিগ্ৰাম ছিল না । অথচ সত্ত্বৰ তুলা খৰিদ কৰা প্ৰয়োজন ।  
James Finlay কোম্পানি যথেষ্ট টাকা দিয়া Waghornকে যেমন  
কৰিয়া হুউক, শীঘ্ৰ ভাবতে পৌছিবাব ভাব দেন । তিনি এই পথ আবিষ্কাৰ  
কৰিয়া কাৰ্য্যসিদ্ধি কৰেন । গল্পটা বড প্ৰামাণিক বলিয়া মনে হয় না, কাৰণ  
সেই সময়ে East India Companyৰ বাণিজ্যেৰ একচেটিয়া ছিল ।  
বে-সবকাৰী কোম্পানী যে এত বড় বকমেৰ একটা কাজ কৰিতে পাবিবে,  
তাহাব সম্ভাবনা অল্প ছিল । Interloper বড জোৰ লুকাইয়া চুৰাইয়া  
কিছু কাজ কৰিত । Waghorn এ অবস্থাৰ অনেক পৰে এই পথ  
আবিষ্কাৰ কৰিলেন বলিয়া প্ৰবাদ । যে উপলক্ষেই হউক, Waghorn  
যে এই পথ আবিষ্কাৰ কৰেন, তাহা সন্দেহ কৰিবাব কাৰণ নাই ।  
লোহিত সমুদ্ৰ হইতে কেনালেৰ প্ৰবেশ দ্বাৰে তাঁহাব প্ৰস্তব-মূৰ্ত্তি বহিয়াছে ।  
যুবোপেৰ দিকে খালেৰ মুখে ব্যবন লেসেপ্‌সেব মূৰ্ত্তি আছে । অঞ্জুলিনিৰ্দ্দেশে  
যেন খালেৰ বাস্তা দেখাইয়া দিতেছেন । Pharaohদিগেৰ পূৰ্ব প্ৰদৰ্শিত  
পথে এই অদ্বুতকৰ্ম্মী ফৰাসী ইঞ্জিনিয়াৰ অপূৰ্ব কীৰ্ত্তি কৰিয়া  
গিয়াছেন ; তাঁহাব সাহায্যে এখন যুবোপ-এশিয়া এক হইয়া গিয়াছে ।



এইকপ বিবটকশ্মী, ক্ষণজন্মা, কস্মীবীবের নিকট জগতেব স্থান অপবিশোধনীয়, সন্দেহ নাই।

কাল বড ঠাণ্ডা শিয়াছে। সকাল তাত বডকোট ও হাতে-বাঁধা পাগড়ী বাহিব কবিয়া দেশী পোষাকে সাহেব-মেমকে চমকিত কবিয়া দিলাম।

আজ একাদশী। স্নান নিষেধ। আব খালের জঘন্ত জলে স্নান কবিত প্রস্তুতিও হইল না। আজ যেন বামবাবণে উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র স্নান বন্দ কবিলেন। আহাব সম্বন্ধও তাই। একাদশীর দিন পাঁজি না দেখি—ও শবীবের জড়তায় তিথি-মাহাত্ম্য বুঝা যায়। প্রাতঃকৃত্যাদি সাবিয়া শবম গেঞ্জি ও ফ্ল্যানেল বেনিয়ান বাহিব কবিত হইল। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা বেশ পড়িয়াছে। আহাব। পোট সায়দএ নামিষা যাইবে, তাহাদেব উছোগ চলিতেছে।

ঘবে যাহাতে নতন বাত্রাব ভিড না হব তাহাব তদ্বিব প্রয়োজন হইল। আজ কেবানী Purser) নহাপ্রভব দশন পাওয়া ভাব। কয় মনে তাঁহাকে দেখিতেই পাইলাম না। অতএব তাঁহাকে তৃষ্ণ কবাব চেষ্টা না কবিয়া অবশুস্তাবীর বশ্বতা স্বাকাব কবাই ভাল। কাল মৃতি দেখিয়া সাহেব-দলেব কেবিন হইতে পলায়নেব সম্ভাবনা, ইহাট মঙ্গল।

## পোর্ট সায়েদ ।

একখানি বেলওয়ে বেগ ঝাউগাছেৰ ভিতৰ দিয়া খালেৰ তীব কাঁপাইয়া চালয়া গেল। জলপথে জাহাজ চলিতেছে। আব তাহাব পাশেই ‘স্থলপথে’ বেল গাড়ী চলিতেছে। মক্ৰুমিতে যেখানে তৃণপল্লবও টিকিতে পাবে না, বালীৰ প্রকোপ হইতে সেখানে কেবল ঝাউ গাছই অশ্রান্ত গাছপালা বক্ষা কৰিতে পাবে। পুৰীতে সমুদ্র তীবে তাহাব বহুপ্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানেও ঝাউ-বনের প্রাচুৰ্য্য। এখানে বাগান, বাতী সমস্তই পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত। বেলওয়ে পথে, ষ্টেশনে French নাম লেখা। জাহাজ মুহূন্দ গমনে চলিতেছে। খালেৰ তীবভূমি পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই অতি ধীবে যাইতে হয়। কিন্তু আমাদের ডাক-জাহাজ বলিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুত যাইতেছিল, সমুখে অশ্র জাহাজ থাকিলে আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া পাশেৰ খালে অপেক্ষা কৰিতে বাধ্য। অশ্র জাতিৰ ডাব-জাহাজকেও ইংবাজেৰ ডাক-জাহাজকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ধন্য ইংবাজ। ভাবতবৰ্ষে, সম্পূৰ্ণ নিজ অধিকাৰে, এই রূপ আধিপত্য, তাহাতে আশ্চৰ্য্য কি? পবেৰ দেশেও এইরূপ আধিপত্য লাভ কৰিয়াছে।

কয়লাগুঁড়াব ভয়ে তীবে নামিয়া পৰিত্রাণ চেষ্টাব কথা ইহাছিল; কিন্তু নামিবাব পূৰ্বেই তাহা পূৰ্ণ মাত্রায় পাওয়া গেল। সিঁড়ি ফেলিতে, তদ্বিৰ কৰিতে অনেক সময় গেল। ততক্ষণ ধূলাব পূৰ্ণভোগ।

ইতিমধ্যে অহুবেব মত দীৰ্ঘাকৃতি অসভ্যদৰ্শন ভীষণদন্ত তাত্ৰবৰ্ণ একজন ইজিপ্সিয়ান নানা ভাবেৰ সাঁতাৰ দেখাইয়া বাহাহুৰী কৰিতে ও পয়সা উপায় কৰিতে লাগিল। জলেৰ মধ্যে পয়সা ফেলিয়া দিলে মাছেৰ মত ডুবিয়া তাহা তুলিয়া মুখেৰ মধ্যে বাখিতে লাগিল। কেহ পয়সার বদলে টিল ছুঁড়িলে

নিজেৰ ভাষায় গালি দিতে ও মুখ-বিকৃতি কবিতে লাগিল। তাহাতে তাহাব বড় অপবাধ ধৰা যায় না। প্রায় একঘণ্টা সে এইকপ অবলীলাক্ৰমে জলে ক্ৰীড়া কবিতে লাগিল। পৰে যখন আমবা নগবভ্ৰমণে যাইলাম, তখন দেখি, সে দীঘবপু উভতব। টুপী পৰিষা ভদ্ৰলোক হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাব ভীমদৰ্শন অল্প মূৰ্ত্তি লুকাইবে কিৰূপে। তখন বোধ হয় সহবেব অলিগলিতে সে অক্লপ শিকাৰে প্ৰবৃত্ত হইবাব চেষ্টায় ছিল।

তীৰে যাতায়াতৰ জন্ত অনেক ছোট জাহাজ ছিল। আমাদেব সহ-যাত্ৰীদেব মধ্যে Sir William Dring প্ৰভৃতি যাহাবা Brindisi পথে যাইবেন, তাঁহাদেব জন্ত Osiris নামক জাহাজও নিকটে বাধা ছিল। কবমৰ্দন, বিদায়গ্ৰহণ, কাৰ্ড ও ঠিকানা আদান-প্ৰদানেব দস্তবমত ধুম পড়িয়া গেল। কয়দিন সব একত্ৰ থাকা হইয়াছিল, বাজেই এই সকল আত্মীয়তাৰ প্ৰাবল্য। সাৰাপথ Sir William Dring এবং General Mckintyre ও ফবাসী সাভেজদান বডই আপ্যায়িত কৰিয়াছিলেন। বিদায় দান গ্ৰহণে উভয় পক্ষেবই কিছু কিছু কষ্টবোধ হইল। বিলাতে ডিং সাহেবেব সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। ভাবে প্ৰত্যাবৰ্ত্তনেব পৰ দেখা হইলে সাধাবণ হিতকৰ কাৰ্য্য—বেলগুয়ে, সুল প্ৰভৃতি সম্বন্ধে অনেক পৰামৰ্শ হইবে কথা ছিল। কে জানিত, দাকণ কাল তাহাব ভাবত-প্ৰত্যাবৰ্ত্তনেব অব্যবহিত পৰেই এই মহাপ্ৰাণ কস্মীবীৰেব নিজেব বেলগুয়েৰ উপব, নিজেব সেলুন গাড়ী হইতে তাঁহাকে লোক বুদ্ধিব অতীতভাবে চোবেব ত্ৰায় অপহৰণ কৰিবে। ডিং সাহেবেব ত্ৰায় সদাশয় নিত্যপ্ৰফুল্ল ভাবতহৈত্যা ইংবাজ আমি অল্পই দেখিযাছি। এথানকাৰ বড় বড় ইংবাজদিগেবও বিলাতে গিয়া কি দশা হয় বিলাতে ডিং সাহেব তাহাব পৰিচয় আনায দিয়াছিলেন। আমাব মুখে ইউনিভাৰসিটি কংগ্ৰেসেব নানা গল্প শুনিয়া এবং আমাব প্ৰতি কিছু বাৎসল্য অনুগ্ৰহেব খাতিৰেও তাঁহাব কংগ্ৰেসে আমাব বক্তৃতা শুনিবাব ইচ্ছা হয়। তজ্জন্ত টিকিট সংগ্ৰহেব চেষ্টাও কৰিয়াছিলেন; কিন্তু ব্যৰ্থ মনোবথ হন। পৰে Calcutta Dinner নামক একটা থানাৰ আমাব সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমায় হাসিতে হাসিতে

একথা গল্প কবিতা বলেন যে তোমাদের দেশে আমবা এত লম্বাচোড়া কবি কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের বড় কেহ হঠাৎ গ্রাহ্য কবে না । অনেক তদ্বিষ তাগাদা কবিতা খাতিৰ জোগাড় কবিত্তে হয় । সবল প্ৰাণে এই মহাপ্ৰাণ ইংবেজ এই কথা স্বীকাৰ কৰিয়াছিলৈন, কিন্তু অনেকৰ ভাণ্ডেই এই দুৰ্দশা ঘটে । আমাদের দেশে বাহাদেব সহস্ৰ “মান হাবাইয়া” বাহাদেব নিত্য ৩৪ ভাবনা, তাহাদেব এ কথাগুণা জানিয়া পাখিলে মন্দ হয় না ।

জাহাজ হইতে সহবটি দেখিতে সুন্দৰ । সুন্দৰ সুন্দৰ বাডা অনেক । ষাটেল দোকান আপিসই অধিক । অধিবাসীৰ সংখ্যা কম । বড় বড় বিজ্ঞাপন চাবিদিকে আঁটা বহিয়াছে । এব হাতে দেখিলে মনে হয় যে, সহবেৰ নাম বুকি, Pear's Soap, না ৩৪ Dawson's Whisky, না হয় Coleman's Mustard.

যুবোপেৰ নগৰমাত্ৰেই এই বিপদ । সহবেৰ, ষ্টেশনেৰ, বাস্তাব বড় বড় অক্ষৰে লেখা বিজ্ঞাপনেৰ দোৰায়্যে নবাগতৰ পক্ষে নাম স্থিৰ কৰা তুষৰ ।

এখানে প্ৰধান বাডী ক্যানাল কোম্পানিৰ আপিস । খাল দিয়া দাঁইবাব জাহাজেৰ মাণ্ডল এইখানে আদায় হয় । আমাদের জাহাজকে প্ৰায় দুই হাজাৰ পাউণ্ড অৰ্থাৎ ত্ৰিশ হাজাৰ টাকা মাণ্ডল দিতে হইয়াছে । মাল ছাড়া যাত্ৰীপিছু পাঁচ শিলিং মাণ্ডল লাগে । সমুদ্রেৰ ধাবে পাকা Quay, পাকা বাস্তা, বেলেং দিয়া ঘেৰা । গাড়ী-ঘোড়া বিস্তৰ । দুই শিলিং দিলে প্ৰকাণ্ড জুড়ী ও গাড়ী সহব যবাইয়া দেখাইয়া আনে । অশ্বতবে ড্ৰাম টানিতেছে, অশ্বতবে মোট বহিতেছে । আগে এই অশ্বতবই যাত্ৰীদেৰ প্ৰধান সহায় ছিল । এখন গাড়ীদোড়া হইয়া সুবিধা হইয়াছে ।

সিঁড়িৰ সুবিধা হইবামাত্ৰ আমবা ( অৰ্থাৎ আমি, চক্ৰবৰ্ত্তী-পৰিবার, আব তাহাদেব সহযাত্ৰী, শিশুতুল্য সবল ও উৎসাহী প্ৰাচীন থিওজফিষ্ট কিটনী সাহেব ) দল বাধিয়া নৌকা কবিতা সহব দেখিতে গেলাম । অত্যাচাৰ-নিবারণেৰ জন্ত পুলিস নৌকা ভাড়ার হাব ঠিক কবিতা দিয়াছে । সেই হায়েই তিন পেনি কবিতা প্ৰত্যেককে দিতে হয় । কোন গোলমাল নাই ।

বাহান্নখানা নোকা আসিয়া টানাটানি কবিবাব হুকুম নাই। পুলিশ যে নোকাকে যে বাত্রীৰ জিন্মা কবিয়া দিতেছে, সেই সে বাত্রী পাইতেছে। আসিবাৰ সময়ও তাই। জাহাজ পাঁচটাৰ সময় ছাড়িবে, নোটিস দিয়াছে। আমবা ১০টাৰ সময় নোকা লইলাম। কিন্তু গৰমে অধিকক্ষণ বেড়াইতে পাবা গেল ন'। ১১টাৰ মধোই জাহাজে আবাব ফিৰিয়া আসিতে হইল।

যেয়ে ছেলে সব সঙ্গে ছিল বলিয়া বেশী দূৰ যাওয়া হইল না। এবং দিশী সহব-অংশটা আসলেই দেখা হইল না। সেখানে পৃথিবীৰ বিখ্যাত বদমায়েস-দেব আড্ডা। চুৰি ডাকাতি নবহত্যা প্রায়ই হয়। কিন্তু পুলিশেবও প্রতাপ অল্প নহে। তাহাতেই এখন অত্যাচাৰ-হান্সামা কম। সঙ্গীন নইয়। পুলিশ নানাস্থানে পাহাৰা দিতেছে। দিশী লোকদেব এক কথায় বর্ণনা কবিত্তে হইলে তাহাদিগকে *truculence to the weak* ও *servility to the strong personified* বলিতে হয়। য়েবোপীয় দেখিলে কোমৰ-ঠাঁটু বঁকাইয়া সেলাম কৰে, আব অপবেব প্রতি কঠোৰ খবদৃষ্টি—ভাবতেব চিত্ৰেব পুনৰভিনয় এখনও দেখিতেছি।

বাড়ী দোকান বিস্তৰ আছে। অনেক সওদাগৰ ও অত্যাচ্ছ কোম্পানিব প্রতিনিধিগণ এখানে আছেন; কাৰণ কায়বো যাইবাব উহাই পথ এবং এশিয়া, য়েবোপ ও আফ্রিকায় যাইবাব বাস্তাব চোমাথা বলিলেই হয়। খুচৰা ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তৰ হয়। সব বকমেব দোকান আছে। বড় দবেব বাণিজ্যেব চিহ্ন বিশেষ দেখিতে পাইলাম না।

পাথৰ সিমেন্ট দিয়া ফুটপাথ সব বাধান। স্থানে স্থানে চোড়া ফুটপাথেব উপৰ চোড়া বাবান্দা, দোকান ও হোটেলের সামনে ছায়া কবিয়া আছে। সেই ফুটপাথেব বাবান্দাব নীচে টেবিল চেয়াৰ সাজাইয়া চা, সববৎ, কফি এবং তদপেক্ষা গুৰুতৰ শ্ৰেণীৰ পানীয় বিক্রয় চলিতেছে; গল্পগুজব এবং নাচগান-বাজনাও চলিতেছে। মাৰামাৰি গালাগালিবও অভাব নাই। রাস্তার উপৰ ডুই পার্শ্বে এই রকম দোকান হোটেল সাজাইয়া প্রকাশ্য বৈঠকখানা ভাবেব, ব্যবহাৰ প্যাবিস-প্ৰমুখ য়েবোপের অনেক সহরে আছে। এইখানে তাহাব

আরস্ত। ডাকঘরটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা জায়গায়। কিটলি সাহেবের ও মিসেস রাওয়ের—বাজার করার চেষ্টা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নগরভ্রমণ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে হইল। যেখানে ভাল টুপী, জুতা, কি অথ জিনিস দেখেন সেইখানেই মিসেস রাও দৌড়িয়া যান, দর করেন, অথচ খরিদ কিছুই হয় না। এই “প্রাচীনা বালিকাব” সহিত অধিকক্ষণ নগরভ্রমণে বড় সুবিধা বোধ হইল না। আবার সকলকে ফেলিয়া একলা গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানটাও ভাল দেখায় না। কাজেই পরিশ্রান্ত হইয়া সকাল সকাল ফিরিতে হইল। গণক, জুয়াচোব, নানাশ্রেণীর দালাল ও ফিরিওয়ালার রাস্তা পরিপূর্ণ। ঠকাঠিবার চেষ্টা চতুর্দিকে যেন বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বৌদ্রও অধিক হইয়া পড়িতেছিল; সকাল সকালই জাহাজে ফেরা গেল। কয়লা তোলার ব্যাপার তখনও শেষ হয় নাই। কাজেই ক্যাবিনের দবজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিবার থাকিতে হইল। কিছুক্ষণ পবে কয়লা তোলা পক্ষ শেষ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ক্ষিপ্রকর্মা নাবিকগণ সব ধুইয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া ফেলিল।

অনেক নূতন মুখ দেখা গেল। পুৰাতন মুখ কতক দেখিতে পাইলাম না; বণ্ডিসী জাহাজে চণিয়া গিয়াছে। জগতেব গতিই এই। সব নূতন যাত্রী এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। বেলা ৪ টার সময় কায়রোর ট্রেন আসিয়া পৌছিলে জাহাজ ৫টার ছাড়িবে। স্নয়েজে পাঁচ ঘণ্টা সময় গিয়াছে।

পোর্ট সায়েদে প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল। জাহাজ ছাড়িয়া ডাক গিয়াছে, বণ্ডিসী পথে। কাজেই জাহাজ আর এখন “ডাকের জাহাজ” নয়, তিরস্কার জরিমানার ভয় নাই। গয়ংগছ একটু বাড়িয়াছে।

স্যার গাই উইলসন আজ কিছু ভাল আছেন; দেখা হইল। কয়দিন জর অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল, সেই জন্ত বড় দুর্বল। বেশী কথাবর্তা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু আমরা “এত যত্ন করিতেছি” বলিয়া ধন্যবাদ দিতে বিন্মত হইলেন না।

পোর্ট সায়েদ বন্দর বহুদূর বিস্তৃত । দীর্ঘবাহু ছড়াইয়া কয়েকটা সমুদ্র প্রাচীর (Sea Wall) দিয়া বন্দর তৈয়ারী করিতে হইয়াছে । জাহাজে নৌকার বন্দর প্রায় পরিপূর্ণ থাকে । ভূমধ্যসাগরের উপরে ও বন্দরের কোলে সুয়েজ ক্যানালের ইঞ্জিনিয়ার ব্যারণ লেসেপ্সের প্রস্তাবময় রূহৎ মূর্তি রহিয়াছে । যথেষ্ট সহিত খালের পথের দিকে বাচ বিস্তার কবিয়া যেন দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন “Behold my Work.”

এশিয়াব সীমা এইবার নিতান্তই ছাড়াইলাম । যুরোপ এখন সম্মুখে । সমুদ্রের তবঙ্গের ত্রায় মনে কত তবঙ্গের উদয় হইতেছে । কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধের স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছি । মহম্মদ, মোজেস্, ফেবোব স্থানও ছাড়িয়া আসিলাম । অদূরে যিশু খ্রীষ্টের স্থান । এই ত্রিসঙ্গম স্থানে যুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার মিলনপ্রয়াণে মহাত্রিবেণীতে ভাবতবঙ্গের আন্দোলন স্বাভাবিক । ভাবত-বিদায় দশ দিন হইয়াছে । আজ এশিয়াব বিদায় !

চারিটার পব কায়বোব ট্রেন আসিল । ইতিহাস-ধাতু অথচ বর্তমান সভ্যতার শ্রোতে নগণ্য হইয়াও অবস্থা-বৈচিত্র্যে সর্বমান্ত কায়রো সহব পোর্ট সায়েদ হইতে বেলপথে ৬ ঘণ্টার বাস্তা । অনেকটা রেলবাস্তা খালের ধাবে ধাবে গাছে । তাহার অনতিদূরে জগদ্বিখ্যাত পিবামিড, ‘ফিংকস্’ প্রভৃতি প্রাচীন ইজিপ্ট কীর্তি বিবাজমান—ইহাব সহিত প্রাচীন ভারত-কীর্তিও অতি ঘন সম্বন্ধে আবদ্ধ । সে সম্বন্ধ যে কত নিকট তাহা এত দিন জানা যায় নাই । কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতদিগের গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশরের নৈকটা ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে । মিশর দেশের সভ্যতার উজ্জ্বল্য দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ কবিয়াছিলেন যে রাবণের লঙ্কা বর্তমান সিংহলে নয়, প্রাচীন মিশরে ছিল । কাহাবও মতে তাহা সিঙ্গাপুরের দিকে । প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণার বৈচিত্র্যের অবধি নাই ।

এ যাত্রায় ইজিপ্ট দেখা হইল না । ভবিষ্যতে হইবে কি না ভবিষ্যতই জানে ।

## ভূমধ্য সাগর ।

সকলেবই লক্ষ্য নিজেব নিজেব স্থান ঠিক কবিয়া লইতে—আব আমাব লক্ষ্য নিজেব স্থান বক্ষা কবিতে । কবদিন একলা নিৰ্দ্ধিবোধে থবকল্পা কবিয়া কেমন বিলাতী ধবণেব “হি স্তুটে” ভাব ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে । তিন জনেব ঘব, বিজাভ না কবিয়াও, একলা দখল অভ্যাস হইয়া যাওয়াতে সুইকপ চিৰদিন দখলেব ইচ্ছা ; এবং সে ইচ্ছা সফল না হইলে, তাহা অস্তায় বলিয়া ধাবণাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে । যদিও অস্ত ঘব খালি আছে, পাসৰাব বাবাজী মাণ্টাতে নতন যাত্ৰী উঠিবাব আশায় বিস্তৃতকায়, কিমাকাব “Kim” মহায়াকে, তাঁহাব নিজেব দবখাস্ত না মানিয়া এবং আমাব পক্ষে তদ্বিবকাব আমাব ষ্টুয়াডেব বিস্তব নুত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাবই স্বপ্নে চাপাইলেন । লোকটা ইজিপ্টবাসী । এক বৰ্ণ ইংৰাজী জানে না । “তাঁহা দেপ জানে । এদিকে আমাব ত্ৰেণেব জ্ঞান অতি সামান্য ।

অতএব কথাবার্তা কতকটা ইসাবা ইঙ্গিতে হওয়া ছাড়া উপায় নাই । ষ্টুয়াডেব সন্তিত বন্দোবস্ত কবিয়া সে অস্ত ঘবে শুইবে ও আমাব যত কম পাবে বিবৰ্ত্ত কবিলে, এইকপ ভদ্ৰতাব কথাও প্রকাশ কবিল । আমিও ধন্তবাদেব সন্তিত তাহাকে আপ্যায়িত কবিলাম ।

পাঁচটাৰ সময় নঙ্গব তুলিয়া, জল মাপিতে মাপিতে, পোট সায়েদ পশ্চাতে বাখিয়া ধাবে ধাবে “ভূমধ্যসাগবে”—প্রবেশ কবিলাম । এইবাব প্রকৃতই এসিয়া ত্যাগ কবিয়া ইউৰোপে পদাৰ্পণ অথবা পদশোৰ্ভিত জাহাজাৰ্পণ—হইল । লিসেন্সেব প্রতিমূৰ্ত্তি Sea Wallএব প্রায় মধ্যস্থানে । এখানে জল কম বলিয়া বহুদূৰ পৰ্যাস্ত এই “সমুদ্র-প্রাচীৰ” গাঁথিয়া বন্দৰ প্রস্তুত হইয়াছে । “বক্সা,” লাইট হাউস প্রভৃতিয়ও প্রচুব বন্দোবস্ত । সমুদ্রে



অল্পদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিবার জন্তও পাইলটের সাহায্য লইতে হয়। বস্বে, এডেন ও সুয়েজে পাইলট যেমন সহজে নামিয়া যাইতে পারিয়াছিল, এখানে তাহা হইল না। পবনদেব সমুদ্রকে বীতিমত নাচাইয়া তুলিয়া ছিলেন। সেই জন্ত পাইলট সাহেবকে সেই নৃত্যশীল তবঙ্গের উপর নৃত্যশীল নৌকাব কাছ ধরিয়া নামিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। গাহা হউক, পাইলট নির্ভয়ে কিন্তু কষ্টে নামিয়া গেল। আমবাও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যাব আঁধার অল্পে অল্পে এসিয়া-আফ্রিকাব সঙ্গম-স্থল ছাইয়া ফেলিল। আকাশে দ্বাদশীৰ চাঁদ হাসিতেছিল। হেলিয়া ছলিয়া নিত্য নৃত্যশীল “ভূমধ্য” দর্পণেব সহিত স্থিৰ শুবুৰ তুলনা অসম্ভব। স্থিৰ ভাবে প্রতিফলিত হইতে না পারিয়া, চন্দ্রমা আয়ীষতাবাশি বর্ষণ করিয়া সঙ্কেতে যেন জানাইলেন যে, ধীবসর্মাৰ সবসীতে এমন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। ‘দর্পণেব’ এত প্রথব চাক্ষু্য উপভোগ করিতে হইলে, শশধবেব “কুমুদিনী কাস্ত” হওয়া সাজিত না। চাঁদ সেই বটে; কিন্তু দেশেব চাঁদেব মত, চিবপ্রিয় মধুপুবেব চাঁদেব মত, “চন্দ্রিকা-ধোত-হর্ষ্য” \*—কাবিকব চাঁদেব মতন ত দেখাইতে ছিল না। যেন কিছু কাণ্ডহীন—যেন কিছু লান। কিংবা আমাব হৃদয়েব ছায়াই চন্দ্রমাকেও স্পর্শ কবিয়াছিল। ভূমধ্য-সাগৰ তীবেই গ্রীক, ইটালিয়ান, যুদীয় ও ইজিপ্সীয়ন কবিগণকে চন্দ্রদেব “চন্দ্রিমা গ্রন্থ” কবিতেন।

ডেকে বড় ঠাণ্ডা বলিয়া অগত্যা “তামাক খাইবাব” ঘরে যাইয়া বসিতে হইল। পরিচিত সাহেবেব “সুধা” ও “তাসে” যোগ দিবার জন্ত কায়দা দস্তুর মত অনুবোধ কবিলেন। অধীন উভয়েই বঞ্চিত। অতএব ক্ষমা প্রার্থনা-বাহুল্যে অকারণ পরস্পৰকে বাবংবার বিত্রস্ত না কবিয়া পলায়ন-পত্নাই প্রকৃষ্ট বোধ হইল। অবশেষে নিজেব ক্যাবিনে আসিয়া সকাল সকাল পদ্মনাভ স্মরণের উত্তোগ কবিতে হইল।

আজ Northern Armyর একজন ষ্টাফ অফিসারের সঙ্গে অনেক কথা হইল। পোর্ট সায়েদে বহু অপরিচিতের সমাগম হওয়াতে পূৰ্বপরিচিত

সহযাত্রীরা যেন অধিকতর কপে “আপনার” হইতেছে ও আত্মীয়তা করিতেছে। এই কক্ষচাবীটি ভাবতেন বহু স্থানে খাবিয়াছেন এবং ভাবত সৈনিকের প্রতি প্রসন্ন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও অগ্রাণু কাৰণে ভাবতীয় সৈন্তের সংগ্রাম-কৌশলের ভ্রাস হইতেছে দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও চিন্তিত।

শববীবেবাও আব যুদ্ধের নাম করে না। শিখও এখন যুদ্ধের বাজনার নাচিয়া উঠে না। দিনে দিনে তাহাৰা অর্থাৎযেখানে ভাবতসীমাব বাহিবে বিদেশে বাইতেছে। ক্যানাডা, ভ্যাঙ্কভাব প্রভৃতি স্থানে সহস্র লাঞ্জন সহ্য করিয়াও তাহাদের এই অর্থলালসা কমিতেছে না। স্থানে স্থানে কুলী হইয়া প্রত্যহ ছব শিলিং পর্য্যন্ত যদি ইহাৰা উপাঞ্জন করিতে পাবে, তবে মাসে

১২ টাকার জন্ত সিপাহী হইতে যাইবে কেন? আমবা বন্দব হইতে বাহিব হইবাব সময় দেখি যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া Steerage Passenger কপে প্রায় ২০০ শিখ সিসিলি ও কবাটীনো নামক কোম্পানীৰ জাহাজে কোথায় বাইতেছে। বোধ হয়, সাউথ এমেরিকা ক্যানাডা কি এমনি কোন জায়গায় বাইবাব জন্ত জেনোয়াতে গিয়া জাহাজ বদলী করিবে।

কর্ণেল পামাব নামে একজন অতিবৃদ্ধ সৈনিকের সহিত আলাপ হইল। ১৮৫৮ সালে কোম্পানিৰ চাকরী লইয়া তিনি ভাবতে আসেন। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়কুটুম্বদিগের নিকট বিলাতে গিয়া কিছু দিন থাকেন। নিজেৰ ঘববাড়ী কিছুই নাই। কিন্তু তাহাব জন্ত বিশেষ ক্ষুণ্ণ বা দুঃখিত ভাব কিছু প্রকাশ করেন না।

১৮৫৯ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পৰ যখন কোম্পানিৰ বাজ্য গিয়া মহাবাণীৰ বাজ্য হয়, তখন কলিকাতায় লাট সাহেবের বাড়ীৰ কিসা টাউনহলের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া যে বিখ্যাত ঘোষণাপত্র (Proclamation) পাঠ হয়—সে সময় ইনি উপস্থিত ছিলেন। শ্রাব হিউবোস, কোলিন ক্যাম্পবেল্ প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে কৰ্ম্ম করিয়া লর্ড ববার্টসের আমল পর্য্যন্ত চাকরী করেন। ইহাঁৰ সহিত কথাবার্তায় পুরাতন ইতিহাস চর্চাৰ কাজ হইল। পিতৃদেবের

পুৰাতন বন্ধ—মিউটিনিব ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ—ডাক্তার পামাবেব সহিত ইহাব বেশ পৰিচয় ছিল। পুৰাতন স্মৃতি জাগাইয়া পুৰাতন কথা অনেক হইল।

বৃধবাব, ২০শে মে।—নিত্যশ্রমণকথা লিপিবদ্ধ কবিবাব বিষয় ক্রমশঃ খুবই কমিয়া আসিতেছে। ৭টাব কিছু পৰেই সন্ধ্যোদয় হইল। ৬টাব পৰ আবার ঘাডব কাণ। 'পছাইয়া দেওয়া' হইল। নবমুন্দব উপাসনা এবং তাহাব বহুজন-উপাসিত দেবোচিত ওদ্ধতাদেশন ও নিত্যকৰ্ম। স্নান, আহাব, শয়ন, নিদ্রা—সব নিয়ম ও কায়দামাত্তিক চলিতেছে। পাট সায়েদে লোক-সমাগম অধিক হইয়াছে। কাণ ভোলনালামে বেশা কবিয়া টেবিলে সাজাইতে হইয়াছিল। স্নানাগাবেব কম-প্রত্যক্ষায় অবিকল্পণ অপেক্ষা কবিতে হইতেছে। নিবিবিলি স্নেকে বসিয়া বিশ্রাম কবিবাব উপায় নাই, ছেলেমেয়েদেব দৌৰায়া এবং ফবানী ভাবাব প্রাচুর্যে ডেক মুখবিত। যে যাহাব স্নেহেব পাইতেছে 'গানয়' বলিয়া দিয়া আপনাব বন্দোবস্ত কবিয়া লইতেছে। বসিবাব, বেড়াবাব, গল্প কবিবাব জাষণা নাই। ওদিকে তামাক খাইবাব এবং বাহলেই মদ, তামাক, তাহেব ভিড়ে তিষ্ঠান দায়া। পৰিচিতাব আতিথ্য-গ্রহণেব জন্তু পীড়াপীড়ি কবেন, বাবংবাব নানা কথায় কথা-কাটাকাটি কবিয়া সদত অপিত আতিথ্য প্রত্যাখ্যানেও বৈত প্রকাশ পায়। অতএব সে দিকেও বেসিবাব নো নাই। শুনিতেছি, মালটাতে ভূমধ্য সাগৰ বাহিনীৰ নোসেনাপাতি গ্রাব আয়ান হ্যানিলটন্ ও অগ্নাগ্র প্রায় নব্বই জন যাত্রীকে লইবাব জন্তু আমাদেব জাহাজকে বাইতে হইবে। কাপ্তেন সাহেব সোজা বাস্তা ছাড়িয়া বাহতে বড বাজী নহেন। কিন্তু হুকুম আসিয়াছে বাইতেহ হইবে। তাহা হইলেহ অসুবিধা ও গোলমালেব চূড়ান্ত হইবে। এতদিন এসিয়া বাজ্যে নিব্বিয়ে আনন্দে আসা গিয়াছে; তাহা আব থাকে না দেখিতেছি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শবীব কনকনে কবিয়া দিতেছে; জাহাজেব পশ্চাৎদিকে বাইবাব যো নাই। পশ্চিমদিকের ডেকেব মাঝখানে আমাব চেয়ার পাতিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানেও বেদখল। ভূমধ্যসাগরে

পড়িয়া অবধি সমস্ত দিনই একটা কেমন আবহাওয়ার বদল ভাব বোধ হইতেছে । ভূমধ্যসাগর কখন স্থিৰ, কখন অস্থিৰ । মধ্যে মধ্যে তবঙ্গভঙ্গ বেশ ; জাহাজকে বীতিমত দোলাইয়া দেয় । সেই জন্ত বহুবাব-সমুদ্রগামী যাত্রীকেও ভূমধ্যসাগরে কষ্ট পাইতে হয় । ভগবানেব আশীর্বাদে আমাব এখনও পয়াস্ত কোন কষ্ট হব নাই । পূৰ্বউপার্জিত ‘Good sailor’ পদবাটি এক প্রকাব কাষেমৌ হইয়া গেল ।

আজ সকালে হাওয়া ও শীত একটু কমিয়া গিয়াছে । আকাশ সমুদ্র প্রশান্ত, স্থিৰ ও প্রসন্ন । সমুদ্রেব নিত্য নুতন—এমন কি পলে পলে নুতন লীলা দেখিয়াই—সময় একপ্রকাব কাটিয়া যাইতে পাবে । আজ কয়েকটি পাখী কোথা হইতে আসিয়া মান্ডলেব উপব বসিল । বসিতেছে—আবাব উড়িয়া যাইতেছে । নিকটে কোন দ্বীপ আছে বোধ হয় । স্তম্ভ্রমে পৰিশ্রান্ত পক্ষিগণ যখন সমুদ্রেব শ্বেত ফেনবাশিব উপব বসিতে যায়—তখন অপূৰ্ব শ্রান্তি বিলাসেব অভিনয় হয় । জাহাজে আশ্রয় পাঠিয়া শ্রান্তি দ্ব কাবয়া লয় । আসন্ন-বিপদ ভাবিয়া লোকজনেব কোলাহলেও তাহাব ভয় কবে না । কাবণ এ অবস্থাব নৃশংস ব্যবহাব সমাহুয, এ বিশ্বাস বোধ হয়—তির্য্যক্জাতিব আছে । আব যখন এ আশ্রয় না পাঠিয়া স্বদ্ব-সমুদ্রে—শান্তপক্ষে—স্থলোন্মুখী পক্ষী ক্রমে ক্রমে হতবল হইয়া জলমগ্ন হয়—তখনকাব অভিনয় বিশেষ শোকাবহ । লক্ষ্য-লুপ্ত মানব যখন অগাধে এইকপে মিশাইয়া যায়, তখনকাব অভিনয়ও এইকপ শোকাবহ । লক্ষ্যলুপ্ত কত জীবনেব এই দাক্ষণ অবস্থা দেখিয়া সময়ে সময়ে দাক্ষণ বাখা পাইতে হয় । সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও হয় । লক্ষ্যস্থিৰ কবিয়া, কব-জোড়ে, সকাভাবে বলিতে হয়, ভগবান সহায় হও । যে সকল শ্রানি, তাপ, এ অভিনয় স্বৰণে দেহমন দক কবে—অসাম অনন্তেব শোভা, সৌন্দৰ্য্য দেখিয়া—তাহা কতক ভোলা যায় । কিন্তু সময়ে সময়ে বৃশ্চিক-দংশনেব মত সে সকল আলা-বস্ত্রণা জাগিয়া উঠে । ভগবান্ সকলকে স্মৃতি দিন—সকলের মঙ্গল করুন । কাহারও অহিত কামনা স্বপ্নেও যেন কেহ না করে ।

আজ সকলকে গরম কাপড় বাহির করিতে হইয়াছে। জাহাজের কর্মচারিগণ, নাবিক ও ভৃত্যগণও গরম পোষাকে বাহির হইয়াছে। মিসেস রাও চক্রবর্তী কত্নাকে মেম্ সাজাইবার জন্ত বড় ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহাব সুবুদ্ধি দৃঢ়চিত্ত পিতা তাহাতে সম্মত নহেন। মেয়েটিও বড় বুদ্ধিমতী ও স্থিরমন। আমাদের মেয়েদের, আমাদের পোষাকে যেমন দেখায়, আয়াদেব পোষাকে তেমন দেখায় না, ইহা তাঁহার ধারণা। আব আমাদেরও হেঁড়া চোগাচাপকান কালো মূর্তিতে কতকটা যেমন মানায়, ধার করা পোষাকে তাহা মানায় না। আমি গরমে কাদন পাগড়ী বাহির করি নাই; এখন ঠাণ্ডা লাগিবাব ভয়ে পাগড়ী বাহির করিয়া জাতীয় স্বাভাব্য অধিক পরিমাণে রক্ষার আয়োজন করিতেছি। সাহেব, মেম—বাহার যাহাব সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কহিয়াছি, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, “আপনি নিজের পোষাক বজায় রাখিতে স্থির করিয়া ভাল করিয়াছেন। তাহাতে অধিক স্নেহ ও সম্মান পাইবেন।” এই কথা যদি তাঁহাদের মথার্থ মনেব কথা হয়, তাহা হইলে বুঝি না যে, আমাদের দেশের লোক অকাবণ ব্যস্তকষ্ট স্বীকার করিয়া, লাঞ্ছনা পাইয়াও পদে পদে ভ্রান্তিবিলাস অভিনয় করিয়া—সাহেব সাজার যন্ত্রণা কেন সহ করেন। সাহেব বলিয়া সহজে ভুল করিবে, এ সম্ভাবনা কম। তবে সাহেব মেমদের সহিত মিশিতে হইলে ফিন্‌ফিনে শান্তিপূরে ধুতি, কিংবা তাড়াতাড়ি কাজের সময় প্রকাণ্ড আলখাল্লা দোলাইয়া বেড়াইলে চলিবে না। দেশভেদে, কালভেদে, অবস্থা ও কালভেদে আমাদের নিজের মধ্যেই পোষাক পরিবর্তন ক্রমশঃ যাহা হইয়াছে, তাহার আশ্রয়ে জাতীয়তা রক্ষার কোন বাধাকষ্ট নাই। হ্যাট্‌কোট, মদ, অস্পৃশ্য মাংস, তামাক চুরুট না হইলে বিলাত যাওয়া যায় না—আর বিলাত গেলেই নৈতিক ধ্বংস হইতেই হইবে, এ ভ্রান্তি শীঘ্র দূর হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা ও সমাজ পর্যবেক্ষণের জন্ত আমাদের দেশের প্রধান এবং প্রবীণ লোকের বিলাত আসার এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল বাধা তাঁহাদের পক্ষে

থাকি উচিত নয়। ভাবতেব অত্যাশ্ৰু জাতি অধিকাংশ স্থলে এ বাধা থাকিতে দেয় না। বাঙ্গালাই বা পশ্চাৎপদ হইয়া, পৰানুকায়ী হইয়া, থাকিবে কেন ?

কাহাজে বাহাৰা তাস গেৰিষা সময় কাটাইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে চলন্ত পড়িষাছে। কাবণ তাস, চুকট, তামাক, সিগাৰেট, সব মাণ্টা পৌছিবাব পূৰ্বে পার্সাবেব জিন্মা কৰিয়া দিতে হইবে। কাষ্টম কম্‌চাবীবা খানা-তল্লাসী কৰিয়া গেলে তবে সেই সব মহাবল্ল পুনৰ্গণিত হইবে, ইহাই নিয়ম। মা টা হইতে ডাকে চিঠি দেওয়া যাইবে, এই উৎসাহে পত্ৰলেখাব ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সকালেই মাণ্টা পৌছান যাইবে। পূৰ্বে মাণ্টাব পথে জাহাজ যাইত না। এখন মা টায় কি একটা কাণ্ড চলিতেছে। ইজিপ্ট হইতে লড কিচনাব, শ্ৰাব আয়ান হ্যান্‌লিটন, য়াসকিথ, চাঞ্চিল প্ৰভৃতি সব মহাবলী মহামন্ত্ৰী নাকি সেখানে সমবেত হইয়া ইংৰাজেব ভূমধ্যসাগৰে প্ৰাধাত-বক্ষাব কি সব উপায় উদ্ভাবন বৰিতেছেন। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও সহযাত্ৰী পাওয়া যাহতে পাবে। প্ৰায় ১০০ জন লোককে লইয়া যাইতে হইবে, তাহ জাহাজ এই পথে চলিষাছে। অতি অল্প সময়ের জন্ত দাঁড়াইবে। এই সব জল্পনা শুনিতে শুনিতে বুঝিলাম আমাদেব মাণ্টায় নামিবা দেখিবাব সময় অধিক হইবে না।

Knights Templarsদেব আমল হইতে মাণ্টা ইতিহাসে বিখ্যাত। কয়েকজন সন্ন্যাসী (Monk) নাকি অমানুষিক অত্যাচাৰ সহিয়া প্ৰাণ দিয়াছিলেন। ভূমধ্যস্থ গম্ভৰে যে ভাবে দাঁড়াইয়া মৰিয়াছিলেন, সেইকপ ভাবেই এখনও তাঁহাদের দেহাশ্ৰি বক্ষিত আছে। Knights Templarsদেব কীৰ্ত্তিও আধুনিক কেব্লা, সহব, বন্দব ইত্যাদি দেখিবাব অনেক জিনিস আছে। স্বৰ্গীয় বমেশচন্দ্ৰ দত্তেব “Three Years in Europe” যখন বচিত হয় তখন ডাকজাহাজ কলম্বো হইয়া মাণ্টা পথেই যাইত। তখন বম্বেব পথ প্ৰচলিত হয় নাই। সেই জন্ত তাঁহাব পুস্তকে বিলাত-যাত্ৰায় সহিত মাণ্টা নামটা বনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ।

লণ্ডনের কুলী-গাড়ওয়ানের ধর্মঘটের দৌরায়ে জাহাজ-চলার কি দুর্দশা হইবে, তাহা মার্সেলে পৌঁছিলে বুঝা যাইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এ জাহাজ আপাততঃ মার্সেলেই অপেক্ষা করিবে। ধর্মঘট না কমিলে লণ্ডনে যাইবে না। এক মণ মালের ভাড়া এক পাউণ্ড দিয়া, সঙ্গের সমস্ত মাল লইয়া রেলের বাওয়া সুবিধাজনক না হইলেও তাহা করিতে হইবে। নতুনা লণ্ডনে পৌঁছিয়া জিনিসপত্রের জন্ম হা-প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কষ্ট-অসুবিধার ত কথাই নাট, কাজেবও ক্ষতি হইবে।

গোয়ালিয়াব দরবারের ল-মেন্সব সুলতান আহমেদের সহিত আলাপ হইল। ইনি প্যাবিস হইয়া লণ্ডন যাইবেন। লোকটি বেশ সদালাপী। গোয়ালিয়রের প্রাইভেট সেক্রেটারী কয়েল হাক্সারও সঙ্গে আছেন। তিনি সমুদ্রপথেই বরাবর যাইবেন। দুই জনেই আমাদের আহ্বারের টেবিলে বসেন। তাঁহাদের সহিত গোয়ালিয়ার সংক্রান্ত কথাবাতায় অনেক নূতন সংবাদ পাইলাম। গুনিলাম, মহারাজ কেবলমাত্র শিকার ও ঘোড়াচড়া লইয়া থাকেন না। রাজকাব্য নিজে সমস্তই স্বহস্তে করেন।

বৃহস্পতিবার, ৩০শে মে। উত্তর ল্যাটিটিউডে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেবেব আপিসের তাড়াতা যেন বেশী। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিতেও যথেষ্ট বিলম্ব হয়। ৫টার উৎসব—৭টার পর্ব্ব অন্ত। প্রায় ১৪ ঘণ্টা দিনের আলোক পাওয়া যায়, অথচ তাহার সদ্যবহার বড় কম। বিশেষ চেষ্টা না করিলে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়-দর্শন সুলভ নয়।

মাস্টার দশন-চেষ্টায় ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিল। আজ পূর্ণিমা বলিয়া স্নান বন্ধ দিলাম। কাজেই সকাল সকাল “সুপরিহিত” হওয়া সম্ভব হইল। পোট সায়েদের পর স্নানাগারের ভিড় বাড়িয়াছে। ডেকে আসিয়া দেখি, মাস্টার অতি নিকটে আসিয়া ঈড়িয়াছি। সকালে কিছু কোয়াসা ছিল বলিয়া ষ্টুয়ার্ড দ্বীপ-সান্নিধ্য বুঝিতে পারে নাই; এবং ভোরে ঘুম ভাঙাইয়া দেয় নাই। বেচারা তাহাতে অপ্রস্তুত। আমাদের দেশী চাকরের নিকট এ বিষয়ে তাহার পয়সান্ত কারণহীন “চোপা” তাহাদের অভ্যস্ত নয়। আটটার পর মাস্টার

পৌছিবাব কথা শুনিয়াছিলাম । অতএব তাহাব অপবাধও তত নয় । জাহাজ ক্রমশঃ দ্বীপেব নিকটস্থ হইতে লাগিল । পাইলট-বোট আসিল । জল-মাপা, মাদা-তোলা, নামাইবাব বন্দোবস্ত, সিঁড়ি-ফেলা প্রভৃতি সমস্ত কাৰ্য্য পূৰ্বেব ন্যায় কণেব মত হইয়া গেল ।

আমাদেব মাণ্টায় নামিবাব সুবিধা হইবে কি না, সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিল । জাহাজ সচবাচব তীব হইতে কিছু দূৰে দাড়ায়, জাহাজ হইতে তীবের দাইবাব বিশেষ সুবিধাও নাই, সময় কম, এই সমস্ত কথাব আলোচনা চলিতে লাগিল । পি এণ্ড ও জাহাজ আজকাল এ পথে আসে না । সিটি লাইন প্রভৃতিব জাহাজ আসে । এজন্য আমাদেব সহযাত্রীব মধ্যে অনেকেই মাণ্টা দেখেন নাই । কানেই অনেকেবই দেখিবাব ঔৎসুক্য ও উৎসাহ স্বভাবতই প্রচুৰভাবে হইতেছিল । অতএব নামিবাব বন্দোবস্তেব অভাব হইল না । মনে কৰিয়াছিলাম, মাণ্টা কতকটা সমুদ্রতীবস্থ অত্যাশ্চৰ্য্য নগৰেব মতই হইবে । মানচিত্রও বালাশ্রিত ও বালাশ্রুতি জড়িত ক্ষুদ্র বিন্দু দেখিবা কৰলা লইবাব ছোট আড্ডা বোধে, ‘মধুপকেব বাটীব’ মত মাণ্টাকে তুচ্ছ নগণ্য বলিয়াই ধাবণা ছিল । কিন্তু চাক্ষুষ দেখিবা সে ভ্রম দূৰ হইল ।

সমুদ্রেব মধ্য হইতে প্রকাণ্ড পাহাড় উঠিয়াছে । তাহাই কাটিয়া দুৰ্গ, বাস্তা, সৈন্তাবাস, সহব, নিশ্চিত হইয়াছে । সাধাবণ পাহাড়ী-সহৰেব ধবণেই স্তবে স্তবে সহব উঠিয়াছে । বাস্তাও সাপেব মত পাহাড়ের গায়ে আকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিয়াছে । তবে সিমলা, দার্ক্জিলিং, প্রভৃতি পাহাড়ী-সহৰেব সে সপসাদৃশ্য তত বোধগম্য হয় না, কাৰণ দৰ্শককে থাকে থাকে উঠিয়া কিংবা নামিয়া দৃশ্যমাধুর্য্য অনুভব কৰিতে হয় । খোলা সমুদ্র হইতে ছবিটা আংশিকভাবে চক্ষে পড়ে না ; একখানি মনোৰম সম্পূৰ্ণ ছবি নয়নগোচব হয় । কাজেই জাহাজ হইতে দেখিবাব ও বুঝিবাব সুবিধা বেশী । সমুদ্রেব ছোট ছোট শাখা । সুবক্ষিত দ্বীপেব দীৰ্ঘ বাহুব মধ্যদিয়া গভীর অথচ সংকীৰ্ণ সমুদ্র-পথ সৃষ্টি কৰিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে । বড় বড় জাহাজ অক্লেশে তাহাৰ ভিতর দিয়া বাইতে পাবে । অথচ শত্রুৰ জাহাজ অনায়াসে



বোধ কবা যায়। এরূপ স্বকোশলেব পৰাকাষ্ঠা সৰ্বত্র প্রদৰ্শিত। কামানেব মুখ এড়াইয়া কোন জাহাজ এ পথে আসিলে তাহাব বিনাশ ঐব।

ছোট বড় অনেক যুদ্ধেব জাহাজ বন্দবেব স্থানে স্থানে বহিয়াছে। টর্পেডো ডেব্ৰুয়াব, ক্ৰুসাব সমস্ত বন্দবেব ভিতবেই আছে। বাহিবে বড় বড় বণতরী ও ট্ৰেনট প্রভৃতি বহিয়াছে। হেয়, নগণ্য, সীসা বংএব ছদ্মবেশধারী এই দাকনোহময় চলন্ত দুৰ্গগুলি চিবদিন প্রস্তবইষ্টকমৃতিকা বচিত স্ববক্ষিত দুৰ্গ অপেক্ষা ইংলণ্ডেব বক্ষা ও বাজ্য বিস্তাবেব প্রধান সহায়। যথাস্থানে এগুলিব স্থাপন ও বক্ষা ইংলণ্ডেব বাজনোতিজ্ঞগণেব নিশিদিনেব চিন্তা। জিব্রাল্টৰ, ও মান্টাব জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগৰে ইংবাজ-আধিপত্যেব কেন্দ্ৰস্থান। অপৰ কোন জাতি কোন বংসব একথানা নূতন বণতরী গমন কবিলেই তাহাব প্রত্যুত্তবে ইংবাজকে অন্ততঃ দুইখানা বণতরী গঠন যে-কোন-প্রকাৰে কবিতৈঃ হইবে; নতুবা আন্তর্জাতিক জীবন-সংগ্রামে তাহাব ভদ্রস্ত নাই। অগ্ৰাণ্ণ জাতি আক্ৰোশে ও ইংলণ্ডকে বিপন্ন কবিবাব আশায় বণতরীৰ সখ্যা বাড়াইতেছে। উদ্দেশ্য এট যে, ইংলণ্ডকে পবাস্ত কবিতৈ না পাবিলেও এইরূপ ভয় দেখাইয়া, তাহাব অর্থনাশেব চড়ান্ত ব্যবস্থা কবা হইবে। ইংবাজ ক্রমশঃ জাহাজ বাড়াইতেছে, প্রাণেব দায়ে। কেহ কেহ বলেন, জাতীয় দাবিদ্যেব ইহা প্রধান কাৰণ, কাহাবও বা অগ্ৰ মত। যাহা হউক, নৌসেনা-স্থাপন সম্বন্ধে গুপ্ত পৰামর্শেব জগ্ৰ প্রধান বাজমন্ত্রিগণেব ও লড কিচেনাবেব ম্যাণ্টা-আগমনেব কথা যাহা পোর্ট সাগেদে গুনিয়াছিলাম, তাহাব সত্যতা প্রমাণ হইল না।

একজন প্রবীণ নৌ-সেনানায়ক ম্যাণ্টায় আছেন; তাহাব পবিবাববগ এই জাহাজ বিলাত যাইবেন, এইজগ্ৰ আমাদেব জাহাজ এখানে আসিল। যাত্রী তুলিয়া দিবাব জগ্ৰ তিনি সদলে জাহাজে আসিয়া উঠিলেন। প্রধান সেনাপতি শ্রাব আয়ন হ্যামিলটনেব যে যাইবার কথা ছিল, তাহাও ঠিক নহে। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রী কি ভাগিনেয়ী আমাদেব জাহাজে যাইবেন। তাহাই জগ্ৰ এত ধুমধাম। কেল্লাৰ ও সমবেত বণতরীৰ প্রধান

কর্ণচারীরা তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন । এও দর্শনীয় বটে । কারণ ঐকপ লোকপ্রিয়তা সকলের ভাগ্যে প্রায় বটে না । দলে দলে বন্ধুগণ তাঁহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়া ছিল । কাষ্ঠহাসির মধ্যে সকলের ছল ছল নয়ন, স্নান বদন দেখিবার জিনিষ । পাছে কাহাবও বিদায়-অঞ্চে আমার স্বভাব-দুর্বল হৃদয় আরও দুর্বল ও অকর্ণ্য হইয়া যায়, তাই “কষ্ট সৃষ্ট” হাসিব রাশির ভাণ করিতে আমিও বাধ্য হইয়াছিলাম । আজ পবেব এই বিদায় দৃশ্য দেখিয়া অনেক কথা মনে পড়িল ।

বহুতে প্লেগেব অছিলায় যাত্রীদের বন্ধুগণকে জাহাজে আসিতে দেওয়া হয় না । কিন্তু পোর্ট সায়েদ—বিশেষতঃ মা-টায়—দেখি, জাহাজ লোকে লোকারণ্য । নামিয়া যাইবাব সময় উপস্থিত, এই সঙ্কত-স্বরূপ ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাইয়াও এই সমস্ত লোকেব ভিড় কমাইতে অনেক সময় লাগিল । ভারত-বাসীর ভিড় নয় যে, ধাক্কা দিয়া ধমকাইয়া নামাইয়া দিবে ; কিংবা মোটেই উঠিতে দিবে না । এ যেখাটা ইউরোপীয়ানের ভিড় । অতএব এস্থলে ব্যবহারও স্বতন্ত্র । P. & O. কোম্পানীর জাহাজ প্রায় এপথে আসে না বলিয়া অনেকে আবার বাছিয়া করিয়া এই জাহাজে বন্ধু বিদায় দিবাব ছলে আসিয়াছিলেন । ওয়াসিংটন আভিংএর মত আমি এই প্রকাণ্ড এবং সৌষ্ঠবশালী অভিজাত-জনতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া, এক পাশে দাড়াইয়া, ধীরে ধীরে লোক-চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইলাম । কেহ হাসিতেছে, কেহ যেন স্নান, কেহ আকুল, কেহ চিন্তাশীল, কেহ ব্যস্ত ; ভিন্ন ভিন্ন ভাব ভিন্ন লোকের মুখে ব্যক্ত ও চিত্রিত । বিশাল জনতা সময়ে সময়ে বিশ্ববিখ্যাত কাজ করে ; মানব অপেক্ষা মানবের দুর্জয়তর তত্ত্ব আর নাই । এই বিপুল জনতার মধ্যে এক একজন আমারই মত সুখদুঃখ চিন্তা-জ্বালায় এবং আশার সমষ্টি ; কিন্তু সমষ্টিতে মিলিয়া যেন ব্যক্তিগত পার্থক্য হারাইয়া ফেলিয়াছে ।

ভাব ও নরচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের অবকাশ ও সুবিধা বারান্তরে অনেক মিলিবে, কিন্তু মাণ্টা ভ্রমণ আর হইবে না । কাজেই সময় নষ্ট করা যুক্তিস্কৃত মনে হইল না । গোলমালের মধ্যে আমরা নৌকা লইয়া গিয়া মাণ্টা

দহর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সমুদ্র হইতে নগরটিকে ছবিখানির মত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। প্রতি বন্দরে যেমন আগিসের নৌকা, খাবার নৌকা, মালের নৌকা, কাপ্তেনের নৌকা, পুলিশের নৌকা দেখা যায়, এখানে যেন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী নৌকা দেখিলাম। বন্দোবস্তও এখানে ভাল;—আর দেখিলাম যুদ্ধজাহাজ ও সৈনিকবাহী জাহাজের বৈচিত্র্য। এড়লোকেব সমাগম বেশী বলিয়া এই সব নৌকা ও স্টীমারের সংখ্যা আজ কিছু বেশী। জাহাজের রাশি যেন সমুদ্র ছাওয়া ফেলিয়াছে। ভিনিসের গণ্ডোলায় বর্ণনা যেরূপ পড়িয়াছি, মন্টার অনেক নৌকাবও অগ্রপশ্চাৎ সেইরূপ ময়বপক্ষী ধরণেব প্রস্তুত : তাহার উপকারিতা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নৌকার নম্বটা সহজে দেখা যায়, এভাবে লেখা আছে! এইরূপ গঠনে সুদৃশ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এ প্রকারের কোন গঠনগুণে তবঙ্গ ভেদ করিয়া যাঁবার সুবিধা হয়। দেবীচৌধুরাণীর পজরা কতকটা এই গঠনেবই ছিল, বোধ হয়।

জাহাজ হইতে তীরে পৌছাইতে ছয় পেনী ভাড়া লাগে। পুলিশ তদাবকে এখানেও অশস্ত্র যাত্রীর নিকট ঠকাইয়া অধিক লইবাব যো নাই।

জাহাজ হইতে মনে হইয়াছিল, অনেকগুলি একা গাড়ীতে সুন্দর ঘোড়া জুতিয়া আনিয়াছে। গাড়ীগুলি বাস্তবিক একা গাড়ী নহে। চারিজন বসিবার ভিক্টোরিয়া ধরণের গাড়ী। আর একাব মত ছাত; চারিদিক খোলা। পাহাড়ের রাস্তার উঠানামা করিতে হয় বলিয়া ট্রাম-মোটর ও রেল-গাড়ীতে যেমন ব্রেক কসিবার বন্দোবস্ত থাকে, এখানকার ঘোড়ার গাড়ীতেও সেইরূপ আছে। এ ছাড়া মোটর, ট্রাম, রেল, ঘোড়া ত আছেই। মাল বহিবার জন্ত ও নিম্নশ্রেণীর গাড়ী টানিবার জন্ত অশ্বতরের ব্যবহারও দেখিলাম। খাঁটী “শাদা”-লোকের সহরে এই প্রথম প্রবেশ। দেখিয়া নয়ন যেন ধাঁধিয়া গেল। এত শাদার মধ্যে আমরা কয়েকজন মাত্র “কালো”। লোকগুলি আমাদের প্রতি—বিশেষতঃ আমার পাগড়ীর প্রতি—হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সহরটি বেশ বড়। প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে সৈনিক লইয়া বার হাজার ইংরাজ। মন্টার ফ্রেন্স, ইটালিয়ন নানা জাতীয় লোক

গাছে ; আৰু দুইটি ছোট ছোট নগৰ দূৰে আছে । সেখানে যাতায়াতৰ জন্তুই  
বেলগাডীৰ প্ৰয়োজন । পাহাড়ে দেশ, গাছ পালা সামান্য । যত্ন কৰিষা বাগানে  
গুহা বোপণ কৰা হইয়াছে তাহাই হয় । কোথাও পাথৰেৰ বাডীৰ গায়ে  
মুঠ বোপিত নতান গাছ উঠিয়াছে । নতুবা হৰিৎ বৰ্ণেৰ সহিত প্ৰায় সংসৰ  
নাই । শাদা বাডীৰ উপৰ শাদা বাডীৰ শ্ৰেণী থৰে থৰে উঠিয়াছে । মধ্য  
মধ্যে বন্ধ, পীত, শ্ৰামল বৰ্ণেৰ নাবান্দাগুলি নিত্য শ্বেত দৰ্শন জনিত নয়ন ক্লেশ  
কথকিত নষ্ট কৰিবাব চেষ্টা কৰে । পাহাড়েৰ উপৰ বলিষা সকল বাস্তাই  
ঢালু । সন্দ্ৰেৰ ধাব হইতে সহৰেৰ সৰ্বোচ্চ অংশ বোধ হয় ১০০।২০০  
ফুটৰ বেগু হইবে । কিন্তু ঘোড়াগুলি গাভী লইয়া অবলীলাকমে এই  
বাস্তাৰ যাতায়াত কৰিতেছে । তবে নামিবাব সময় বুঝি গাভীৰ ব্ৰেক  
কসিতে হয় ।

বাজাবে বাধা কপি, শাক, কড়াইমুটি, সালগম, গাজৰ, বড বড আলু,  
বড বড পেয়াজ দেখিলাম । গৰুৰ ফলমূল বড দেখিতে পাইলাম না । শস্ত-  
বন্ধাৰ জন্তু সবৰাব তবৎ হইতে মাটিৰ মধ্যে এক প্ৰকাণ্ড প্ৰস্তৰেৰ গোলা ঘৰ  
গাঁথা আছে । প্ৰকাণ্ড প্ৰস্তৰ দ্বাৰা বন্ধ, অনতিপৰিসৰ এক স্তূভৰ মুখে  
নামিয়া মাৰে মাৰে আবশ্যকমত শস্ত বাহিব কৰিয়া লইতে হয় ।

দেখিলাম এইকপে শস্ত বাহিব কৰা হইতেছে । দ্বীপে শস্ত অতি সামান্যই  
জন্মায় । তাহাতে সমস্ত অধিবাসীৰ প্ৰাণধাৰণ অসম্ভব । অধিকাংশ শস্ত  
বসিয়া হইতে আমদানী হয় ।

সহৰেৰ মধ্যে মাঠে ঘাস নাই বলিনেই হয় । খেলিবাব ও বেড়াইবাব  
জায়গাগুলি সবই প্ৰায় পাথৰ বাধা ।

নীচে উপৰে অনেকগুলি বাস্তা বেড়াইয়া বাজাব, ব্যাবাক, বাগান, গিৰ্জা,  
স্কুল, পোষ্টাপিস, সবই মোটামুটি দেখা হইল । অধিকাংশ বাডীই পুৰাতন  
ধৰণেৰ, কিন্তু স্তূভা ও প্ৰকাণ্ড । ৪০০।৫০০ বৎসৰ পূৰ্বে এই দ্বীপেৰ বিশেষ  
মৌৰ্ত্তব ও শ্ৰী ছিল । বৰ্ত্তমান সহৰ সেই সময়েৰই গঠিত । প্ৰযোজনমত  
পৰিবৰ্ত্তিত হইয়াছে মাত্ৰ ।

**Knights of St. John**, ওৰফে **Knights Templars** ক্রসেডেব সময় বিশেষ প্ৰশংসা পাইয়াছিল; এ দ্বীপ-নগৰ তাঁহাদেবই বচিত। প্যালেসটাইন অধিকাৰে অকৃতকাৰ্য্য হইয়া ইহাবা বোডস দ্বীপ অধিকাৰ কৰে। তুবস্কেবা যখন সেখান হইতেও তাড়াইয়া দিল, তখন ইহাবা মাণ্টা অধিকাৰ কৰিল। সেই পৰ্য্যন্ত ইহা তাহাদেবই অধীনে ছিল। পৰে নেপোলিয়ান মাণ্টা অধিকাৰ কৰেন। নেলসন নাইল যুদ্ধ জয় কৰিবাব পৰ ইহা ইংৰাজেব দখলে আসিয়াছে। ইংৰাজ-সাম্ৰাজ্য বক্ষাব জন্তু দুৰ্গ-শৃঙ্খলেব মধো মাণ্টা দুৰ্গ অত্যন্তম প্ৰধান দুৰ্গ।

মাণ্টায় এই অবস্থা-বিপৰ্য্যয়েব সমসাময়িক যুদ্ধে যে সকল ইংৰাজ উচ্চ কন্ম-চাৰী নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদেব সমাধি অতি যত্নে সমুদ্ৰতীবে এক সুন্দৰ উত্থানে রক্ষা কৰা হইয়াছে। স্থানটি বড়ই মনোহৰ। চন্দ্ৰ বসিলে বেশ শান্তি পাওয় যায়। কিন্তু আমাদেব সময় বেশী ছিল না বলিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পাবিলাম না। এখান হইতে বন্দৰেব সুন্দৰ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। চাৰিদিকেই সমুদ্ৰেব শাখা প্ৰবেশ কৰিয়াছে। তাহাব মध्ये সহবটি অবস্থিত। পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃশ্য বড়ই সুন্দৰ।

১৭৯৮ সালে যুদ্ধেব সময় নেপোলিয়ান যে বাড়াতে সপ্তাহকাল বাস কৰিয়া তাহাকে ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ কৰিয়া গিয়াছেন, সেই বাড়াতে এখন জেনাবেল পোষ্ট অফিস হইয়াছে। তাহাব সম্মুখে একটি প্ৰকাণ্ড পুৰাতন জীৰ্ণ প্ৰাসাদ—সেখানে **Italian Knights of the Order of St. John** বাস কৰিতেন। তাহাব মাৰ্কেল পাথৰেব ফটকেব সুন্দৰ কাৰুকাৰ্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। নিপুণ শিল্পী ধ্বজা, বাণধ্বজ, পতাকা, বৰ্ম্ম ও নাইট্‌টিগেব “**Order**”এব অস্ত্ৰাস্ত্ৰ চিহ্ন ষ্ঠেত পাথৰে খুদিয়া অতি সুন্দৰ কাৰুকাৰ্য্য কৰিয়াছে। অন্নপবিসব পথের দুই ধাবেই ইটালিয়ন, ফ্ৰেঞ্চ, ইংৰাজী, মলটীজ ভাষায় সাইনবোর্ডযুক্ত দোকানেব শ্ৰেণী। বাজাৰ লোকে লোকাৰণ্য। অধিকাংশই শ্ৰমজীবী; স্থানীয় স্ত্রীলোকেৰা ছাতা এবং ইউনিভাৰসিটিৰ ছত্ৰ এই দুই মিশাইয়া এক রকম কাল ঘোমটাৰ মত ব্যবহাৰ কৰে। ধনী নিধন

সকল স্ত্রীলোকেই এই ঘোমটা ব্যবহার করে দেখিলাম। তুরকীদিগের অত্যাচারেই বোধ হয়, এইরূপ ঘোমটার সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশের পবদা ও ঘোমটা সৃষ্টি তাঁহাদিগের বীতিনীতি অনুকারিগণের রূপায়। আর Nunদিগের ঘোমটাও যে কতকটা সেই কারণে নহে, তাহা বলা যায় না। মাণ্টা বোমান ক্যাথলিকদিগের প্রধান স্থান।

মাণ্টা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্থান বটে, কিন্তু এখানে অনেকগুলি গির্জা আছে। সুন্দব গঠনের পুৰাতন ধবণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গির্জাগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্টেটের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহা ব্যতীত Presbyterianদিগেরও সুন্দব গির্জা-ঘর আছে। সকলগুলিই সুদৃশ্য। এই সামান্য সহরে পাথরের যে Theatre বাড়ী, যে Public Library (Bibliothra) দেখিলাম, তাহাব চতুর্থাংশের একাংশও কলিকাতায় ও বম্বেতে দেখি নাই। খাঁটি যুরোপের অন্তর্গত না হইয়া, যুরোপীয়দিগের সহবে আসিয়া পৌছিয়াছি, তাহা বেশ অনুভূত হইতে লাগিল।

গির্জাগুলির মধ্যে St. John's Churchই স্থপতি-শিল্পে উৎকৃষ্ট ও মনোহর। বহির্দৃশ্য তত সুন্দব নহে বটে, কিন্তু ভিতরের কাককাঁচা অতি চমৎকার। চারিদিকে বড় বড় খিলান। প্রতি খিলানের কোণে Mosaic কাজ করা ছাদ। দুই পাশে Aisle ; ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ বিভিন্ন Saintএর পূজায় অর্পিত। মধ্যের প্রকাণ্ড হল প্রধান পূজাব স্থান,—ধূপ পুড়িতেছে, দীপ জলিতেছে। যিগুত্রীষ্টের, ম্যাডোনার ছবি ও Statue চতুর্দিকে রহিয়াছে। দেওয়ালে বড় বড় Italian Painterদিগের জগদ্বিখ্যাত Masterpieces দেখিলাম। বাইবেলের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলেখ্য রহিয়াছে। Mosaic নিষ্মিত মেজেতে ভক্তদিগের সমাধিস্থান। লোকে তাহার উপর দিয়াই জুতা পায়ে দিয়া যাতায়াত করিতে সঙ্কোচ করিতেছে না। মৃতের পবিত্র সমাধির উপর এইরূপে পদার্পণ করিতে আমাব দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল। পাশ কাটাইয়া গেলাম। দুই দিকের Aisleএর শেষে Sanctum Sanctorum অথবা Sacro Sanct, পবিত্রাদপি পবিত্র, প্রাচ্য ধরণের মন্দির। স্তিমিতপ্রায়

প্রদীপ ভক্তেব ভক্তি নিদর্শন-স্বরূপ জলিতেছে। পুষোহিত ঠাকুর বহু সহকাৰে সমস্ত দেখাইলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও বোমান ক্যাথলিকের মধ্যে অৰ্চনা-প্রণালীৰ আশ্চৰ্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। নিভৃত অন্ধকাৰে ধূপধূনা, দীপ, পুষ্প, মন্দি, আলোথোৰ সাহায্যে হিন্দু সাধক ভগবৎ প্ৰাপ্তিৰ পথ দেখিও পাইতেন ও ভক্ত বোমান ক্যাথলিকও পাইতেন। দেখিবা শুনিয়া প্ৰাণে অপূৰ্ব ভাবে উদয় হইল। ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰাণে বিশ্বনিস্তাৰ চৰণে প্ৰণাম জানাইলাম।

এখান হইতে Church of Bones দেখিতে গেলাম। ১৩৮৫ সালে খুবস পেনা পৰাজিত কৰিয়া প্ৰায় দুই সহস্ৰ বোদ্ধা এই দ্বীপ-বক্ষাব জগ্ৰ প্ৰাণ দান কৰে। Capuchin Order এৰ Sacro নামধাৰী একজন Monk এই সকল নিহত বোদ্ধাব বক্ষাল সংগ্ৰহ কৰিয়া এই Church of Bones ভক্তি ও যত্ন সহকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰেন।

প্ৰায় দুই সহস্ৰ নবকঙ্কাল শ্ৰেণীবদ্ধভাবে চতুৰ্দ্দিকে সাজাইয়া বক্ষা বৰা হইতেছে। মৃত্যুকে অহবহঃ স্বৰণ কৰাইয়া দিয়া মানবমনকে কন্ডব্যপথে নিয়োজিত বাখিবাৰ জগ্ৰ খুষ্টান জগতেও নবকঙ্কাল ও অস্থিৰ সমাদৰ হইয়াছে। কেবল আমাদেব কাপালিক ও তাত্ত্বিকদিগেব মধ্যে একপ গোমৰ্ষণ পূজা সীমাবদ্ধ ছিল না। যে চতুৰ্দশ শতাব্দীতে নবকঙ্কাল ও নব-অস্থি সংগৃহীত হইয়া এই Church of Bones নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাতাব বহু পূৰ্বে তত্ত্বপ্ৰচাৰ কাৰ্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আধুনিক প্ৰত্নতত্ত্ববিদগণ হিন্দুৰ সকল কীৰ্ত্তি বোদ্ধ, খুষ্টিয়ান্, এমন কি, মুসলমান অল্পকৰণে গঠিত বলিয়া মাযাস্ত কৰিবাৰ চেষ্টা কৰিতেছেন। তাহাতে আসিয়া যায় নাই— আসিয়া যাঠিবেও না।

ভূমধ্যসাগৰেব ইংৰাজ প্ৰধান সেনাপতিই মা চাব গভৰ্ব। তিনিও পুৰাতন এক প্ৰাসাদে বাস কৰেন। Crusades এৰ সময় St. John Knightগণ যে সকল লৌহবস্ত্ৰ ব্যবহাৰ কৰিয়াছিল তাহা এবং সূন্দৰ সূন্দৰ অনেকগুলি Tapestry এখানে সম্বন্ধে বক্ষিত আছে।

আব সময় নাই। জাহাজ ১২টাব সময় ছাড়বে। অগত্যা এই সুন্দর প্রাচীন-জগতের সহিত সম্বন্ধ নগরটিকে 'অনিচ্ছাব সহিত শীঘ্র ছাড়িতে হইল। আমাদের জাহাজে বিদায়েব পালা তখনও শেষ হয় নাই। পুনঃ পুনঃ ঘণ্টা ও বংশধ্বনি কবিতা অতি কষ্টে যাত্রীর বন্ধগণকে বিদায় দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

প্রায় জন নূতন যাত্রী বাড়িয়াছে। খাবাব যবে বা ডেকে কোথাও হান নাই। বৈঠকখানা ঘর অপেক্ষাকৃত নাজ্জন। সখ্যবিদায়-ক্লিষ্ট গাএগণের চক্ষু নিজ মনেব ঘনাক্রমাবেব ছায়া দেখিতে দেখিতে উত্তর পশ্চিম মুখে ধীরে ধীরে অগসব হইতে লাগিলাম। সহানুভূতিবশে সম্যদেব মেঘাশ্রমে লুকাইলেন। উৎসাহ কোতুল ও উত্তেজনা, সব ঘন শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। কি কাঁবতে যাইতেছি, যাইয়া কি কবির, এইরূপ শত চিন্তা অনেক কষ্টে কয়েকদিন দমন কাববাব চেষ্টা কবিতোঁচলাম, আশ্রয় পবিবাওত অবস্থাপবাস্পবায় গাণ পুনবায় জাগবিত হইল।

“নবালোকে ভবতি স্তম্বিনোঃ প্যথ্যথাপ্রতি চেত ।

কণ্ডাশেষ প্রণয়িনীজনে কিং পুনদুঃসংস্থে ॥”

এব বলিয়া দূর। কত দূর।।

ঠাণ্ডা বাতাস, মেঘ ও কোয়াসায় সন্মত্ৰই যেন উৎসাহেব একটু শৈথিল্য দেখিতেছি। কেহ কেহ বলিলেন যে লগুনেব চিবপ্রসিদ্ধ সেই তুর্ভেদ্য কায়াসাব মধ্যে পড়িলে উৎসাহেব উৎস আপনা আপনিই কল্প হইয়া গাইবে।

হিংস্রক মানুষেব নিয়ম এহ যে, নবাগতকে অনধিকাব প্রবেশকাবী মনে কবিয়া তাহাব প্রতি বিরূপ হয়। স্কুল কশেজে নবাগত ছাত্র, আপিসেব নূতন কেবাণী, ক্রমেব ও যে কোন সভাসমিতিব নূতন মেম্বর, কেহই এ নিয়ম অতিক্রম কবিতে পাবে না। বাড়ীতে নূতন-বো আসিলেও তাহাব নিস্তাব নাই। তাহাব ও তাহাব পিতৃপক্ষেব পর্যাস্ত বিরুদ্ধে সকলে মিলিয়া দল বাধিয়া অন্ততঃ কিছুদিন তাহাকে আলাতন কবে। অবশ্য পবে এটা থাকে



না; কারণ, পরে ত সে আর নূতন-বো থাকে না। নচেৎ সংসার অশান্তির  
আগার হইয়া উঠিত। এক্ষেত্রে আমাদের যে সকল সহযাত্রী আমাদের সহিত  
কথা পর্যান্ত কহিত না, এমন কি, আমাদের প্রতি চাহিয়াও দেখিত না,  
তাহারা আজ দল বাধিয়া নবাগতদিগের সম্বন্ধে আমাদের সহিত বহুবিদ্বেষ  
আরম্ভ করিয়া দিল !

---

## ফরাসীর দেশ ।

৩১শে মে, শুক্রবার, ১৯১২ । জলপথে আজ চৌদ্দ দিন কাটিল । এইবার কোন কতকটা বিবর্ত্তিব ভাব আসিতেছে । যেন জাহাজ ছাড়িতে পারিলে নাচি—মনে হইতেছে । অথচ জাহাজেব উপর কেমন একটা মায়াও পড়িয়াছে । যবতরবার বিছানাপত্র সব যেন নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে । মানুষ সহজে এত মায়াব বশ হয় বলিয়াই বুঝি এত কষ্টও পায় । আবাব হয় ত সুখও লাভই তাই । বাহা ত্যাগ করা প্রয়োজন ও ইচ্ছা, তাহাব উপবেও এইরূপ মায়া জন্মিয়া যায় । বাহা ছাড়িতে যথার্থ কষ্ট বা ছাড়া উচিত নয়, তাহাব ত কথাই নাই । এই জাতীয় মায়াব অদৃত প্রতাপ । মধুপুৰ হইতে কলিকাতায় যাইতেই হইবে—অথচ যাইবাব দিন নিকটবর্ত্তী হইলেই মনে হয়, আব ৬দিন থাকিয়া গাই । মানুষ যখন যেথা, তখন সেথাই যেন নিজস্ব করিয়া লয় । উপত্যাস-কল্পিত বন্দী ৪- বৎসব কারাবাসেব পব সাধেব কাবাগৃহ ত্যাগ করিয়া, সৌবকবোজ্জল অবাধ স্বাধীন জীবনেব পক্ষপাতী হইতে কেন পাবে নাই, তাহা বেশ বুঝা যায় । গাছতলায় থাকিলেও তাহা আপনাব করিয়া লইতে মানুষ বেশ পাবে । তাই ছাড়িবাব সময় গাছতলা ছাড়িতেও মায়া হয় ।

Gulf of Lyonsএব যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যাইতেছে, জাহাজেব উদ্দাম নৃত্যলীলাও যেন ততই বাড়িতেছে । এ কয়দিন Rolling অর্থাৎ এপাশ ওপাশ দোলনই ছিল, কিন্তু আজ Pitching অর্থাৎ সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ আবাব পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ নৃত্য আবস্ত হইয়াছে । Rollingএ বড় কষ্ট হয় না । Pitchingএ অত্যন্ত কষ্ট । আমাব বব জাহাজেব ঠিক সম্মুখভাগে ! সেই জন্ত Pitchingএ বেশী কষ্ট বোধ হইতেছে । স্নানাদিৰ সময় দাঁড়াইয়া থাকা কষ্ট বোধ হইতেছিল । ডেকেব উপবে আসা অপেক্ষা

ক্যাবিনে চুপ কবিয়া শুইয়া থাকিতে আৰাম। “অৰ্ণব বাধি” সম্বন্ধে কবুল জবাব দিতে বডই নাবাজ। কিন্তু এ নাবাজীটা সেযাবেৰ গাডীৰ আমলেৰ আলিপূৰযাত্রী বান্ধণেৰ “জপান্তে প্রণামেৰ” সমতুল্য। বান্ধণ সাৰা পথটা চলিয়া চলিয়া পড়িয়া যাহাব উপক্ৰম কৰিতেছিলে। সহযাত্রীবা যতাব ঠেলিয়া তুলিয়া দিতেছিল, ঠাকুৰ গোস্ব কবিয়া বলিতেছিলে, “কেন হ বাবু, আমাব দুমই দেখাণে কিসে। নিশ্চিৎ মনে অভীষ্টদেবতাৰ জপ কৰিবাবও কি তোমাদেৰ জন্তু মো নাই।” বাব বাৰ তাতা খাইবা সন্তানাবা চুপ কবল। একাকালে গাডাব পাদানে বান্ধণেৰ পতন সময়ে কেহ সাবধান বা সাহায্য কৰিল না। বান্ধন নিদ্ৰাবশে যখন সজোবে গাডীৰ পাদান আগ্ৰস কৰিলেন, একজন সহযাত্রী গম্ভীৰভাবে জিজ্ঞাস কৰিল, “কি ঠাকুৰ এহাব জপান্তে প্রণাম নাকি।” সন্দ্রপীডাব পৰাজয় সম্বন্ধে অভিমান ক্ৰমশঃ আমাব জপান্তে প্রণামেৰ কাছাকাছিত বা হইয়া পড়ে।

ক্যাবিনে শুইয়া সমস্ত বাও সমস্ত দিন কাটান অসম্ভব। বাত্ৰি প্রায় ষাটাব সময় বেশ ফৰসা হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে টেশনে পৌছিবা উত্তোগ আবন্ত হইল। আদোব দুম হয় না, শুইবা থাকিতেও উচ্চা হ না। কাজেই ডেকেৰ উপৰ বসিতে বা বেড়াইতে না পাবিলে কষ্ট। আবাব জাহাজে পা-মাথা ঠিক বাতিয়া এখন চলাও দ্ৰুত। কষ্টে শ্ৰেষ্ঠে অনেকেব অপেক্ষা সভ্যতা বক্ষা কৰিয় চাৰিত লাগিলাম। এত Rolling ও Pitching-তেও আমাব নোথিব দৈন্য দেখিয়া Good Sailor পদাবটা আবও বাঁড়িয়া গেল। কিন্তু কষ্ট যে একেবাবেই হইতেছে না তাহা নয়। কষ্টকে কষ্ট মনে কৰিব না প্রতিজ্ঞা কবিয়া বাড়ী হইতে বাতিব হইয়াছি। তাই এত সামান্য কষ্টে কষ্ট স্বীকাৰ কৰিলাম না। কিন্তু Gulf of Lyonsএ Pitching আবও বাড়িবে, তাহাব পৰ English Channel আছে। অতএব এখন বাহাহুৰী না কবাই ভাল।

Maltaয় Mr. Asquith (Prime Minister), Mr. Churchill (First Lord of the Admiralty), Lord Kitchener (Agent of the British

Government in Egypt) আসিয়া Sir Ian Hamiltonএৰ সন্নিহিত কি পৰামৰ্শ কৰিতেছেন শুনিলাম। Lord Kitchener ১০ই জুন পৰ্য্যন্ত এখানে থাকিবেন। ইংলেণ্ডে মজুৰদেব Strike ব্যাপাব লইয়া ছলছল চলিয়াছে, আৰু দুইজন প্ৰধান বাৰ্জমন্ত্ৰী Maltaতে বসিয়া বায়ুসেবন কৰিতেছেন, একথা বিশ্বাস হয় না। Germanyৰ Naval Programme, France ও Germanyৰ Northern Africa লইয়া মনোস্তব ও Italyও Turkeyৰ বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ ব্যাপাবে Mediterranean Seaতে ইংৰাজ বৰ্ণতৰীৰ প্ৰাধান্য-স্থাপন বিশেষৰূপে প্ৰয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে ইংলেণ্ডেৰ প্ৰচলিত সমব পদ্ধতিৰ আন্দোলন চলিতেছে। এ সময় এই সমস্ত প্ৰধান বাৰ্জপুৰুষ যে মাত্ৰ Maltaৰ মিঠা হাওৱা খাহাবৰ জগা সমবেত হইবাছেন, এ কথা বলিলে লোকে বুঝিবে কেন ? নিশ্চয়ই একটা গুৰু ব্যাপাবেৰ আলোচনা চলিতেছে।

বাত্ৰে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। ডেকে আহাৰেৰ পৰা বসি বা বেড়ান অসম্ভব। বৈঠকখানায় বসিবাব সুবিধা নাই। কাজেই Cabinএ শয্যাশ্ৰয় কৰিলাম। Mediterranean কতকটা নিজমুৰ্ত্তি ধৰিবাব উপক্ৰম কৰিতেছেন। অবিবাহ চঞ্চলতায় স্নানিদ্ৰাব ব্যাঘাত হইল। প্ৰত্যেকবাব নিদ্ৰাভঙ্গে উঠিয়া দেখি যে, তাণ্ডব নৃত্য যেন উত্তোলন বাডিতেছে। ভাৰত মহাসাগৰ, আৰব সাগৰ, লোহিত সাগৰেৰ উচ্ছল তবঙ্গলীলা অক্ৰমশে সহ্য কৰিয়া আসিয়া, শেষে ভূমধ্যসাগৰেৰ অপেক্ষাকৃত ধীৰজলে সমুদ্ৰ-পীড়া হওবাটা বডুই লজ্জা ও দুঃখেৰ বিষয় হইবে। Mediterranean (ভূমধ্যসাগৰ) বড়ই অব্যবস্থিত চিত্ত। এই বেশ শাস্ত্ৰমুৰ্ত্তিতে আছে—আবাব ক্ষণেকেৰ মধ্যে প্ৰচণ্ড মৰ্ত্তি ধাৰণ কৰে।

“অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্ৰসাদোহপি ভয়ঙ্কৰ।”

‘অপ্ৰসাদ’ ত আৰও ভয়ঙ্কৰ। বাত্ৰে উত্তৰ-পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ টিউনিসিয়া অনতিদূৰ দিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। ক্ৰমে উত্তৰমুখী হইয়া Sardinia ৰ বাস্তা লইল।

ৰাড্ৰেই মাৰ্সেল্‌সেৰ নিকটবৰ্ত্তী সমুদ্ৰে পৌছান যাইবে। কিন্তু তখন

জাহাজ চালান বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয় এবং ডকে সহজে স্থান পাওয়া যায় না বলিয়া, কাল বেলা আটটা নয়টা পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে হইবে। P. & O. Companyর নিকট Thomas Cookএর প্রতিপত্তি কিছু কম। তাহাদের লোক জন জাহাজে প্রায় আসে না। মালপত্র পাঠাইবার কিছু স্থিৰ করিতে পারিতেছি না। ফ্রান্সে আধকদিন কাটান উচিত ও সম্ভব হইবে না; জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা বা প্যাক করা, আমাব দ্বারা বহুকাল ঘটে নাই। সেই জন্ত দ্বিতীয় ট্রঙ্কটা জাহাজেব Hold হইতে লইয়া, প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় প্রভৃতি বাহির করিবার ইচ্ছা ও শক্তি পর্য্যন্ত হয় নাই। এ অবস্থায় বরাবর Bay of Biscay ও Gibralter হইয়া জাহাজের পথে গেলেই ছিল ভাল। কিন্তু সমুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়া তাহাতে ইচ্ছা বড় হইতেছে না। এইরূপ অব্যবস্থিত মনে কিছু সময় গেল। এ সকল কথাব বারংবার উল্লেখেব উদ্দেশ্য এই যে যাহারা পবে বিলাতে আসিবেন তাঁহারা যেন মনে করিয়া রাখেন যে বেশী মালপত্র লইয়া বিলাত যাত্রা বড় অবিবেচনাব কাজ। দেশেব মত, মুটে গরুরগাড়ী এমন কি রেলগাড়ীও সম্ভা নয়। জাহাজে অধিক ভাড়া লাগে না বলিয়া সমারোহে মালপত্র আনিয়া অনেকে আমাব মত বিপদগ্রস্ত হন। ইহা অপেক্ষা বিলাতে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া লওয়া সুবিধা; পথের প্রয়োজনের জিনিস সঙ্গে বাধিলেই যথেষ্ট।

আজ আবার “আগুন লাগার” অভিনয় হইল। পূর্বের মত নৌকা প্রস্তুত হইল, দমকলে জল চলিতে লাগিল। নৌকায় পালাইবার জন্ত খানসামা রাঁধুনি চাকরেরা খাবার দাবার লইয়া যথাস্থানে কলের পুতুলের মত দাঁড়াইল। বাঁশীর সঙ্কেতে কাজ চলিতে লাগিল। খেলায় এ সব দেখিতে ভাল বটে। কাজের বেলায় কতদূর দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না। নচেৎ সে দিন Titanicএর এমন ব্যাপারের পর Empress of Irelandএর এমন শোচনীয় ঘটনা ঘটিত না। তবে ঘটনাচক্রের সম্মুখীন হইয়া স্থির থাকিয়া কার্য্য করিবার শিক্ষা সৰ্ব্বদাই উচিত। তাই—এই সমস্ত fire-drill ইত্যাদির অবতারণা।

বেলা ১২টার সময় সার্ডিনিয়া ও তাহার দক্ষিণস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপ ছুইট স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। তাঁরই অতি নিকট দিয়া যাইতেছে বলিয়া তবঙ্গ কিছু অধিক লাগিতে লাগিল এবং জাহাজের দোলাও কিছু বাড়িল। ইহাব উত্তরেই নেপোলিয়নের জন্মস্থান কসিকা। আমরা কসিকা দেখিতে পাইব না। উহা দূবে দক্ষিণে বাথিয়া জাহাজ Gulf de Lyons অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্বে সার্ডিনিয়া ও কসিকাব মধ্যে Strait of Bonifacio দিয়া জাহাজ যাইত। তখন কসিকা স্পষ্ট দেখা যাইত। এখন সে বাস্তা ত্যাগ কবিয়া সোজা পথেই যাওয়া হয়। একদিন যাহাব বিক্রম-প্রভাপে সমস্ত নৃবোপ কেন—সমস্ত সভ্যজগৎ তন্তুবাস্ত হইয়াছিল, সেই বীর-কেশবী নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ কবিয়া কসিকাকে ইতিহাসে ধত্ত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে অভিসম্পাত কবে, এমন লোকও অনেক আছে; কিন্তু এই দীনহীন সামান্য কসিকান্ বালক অতি অল্প বয়সে কি বীর অভিনয় কবিয়া জগৎ চমৎকৃত করিয়াছিলেন, পরে সেই বালক অদৃতকন্মা সম্রাট হইয়া কতরূপে কত মহৎ কার্য দ্বারা পৃথিবীর হিতসাধন চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্থিরমনে তাহা আলোচনা করিলে, অভিসম্পাত অনেক অংশে অহেতুক মনে হইবে। নেপোলিয়ান সময়ে সময়ে নানা নিন্দনীয় কার্য কবিয়া পাতকগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই পৃথিবীতেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাব প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছিল। St. Helenায় তাঁহাব শেষ জীবনকাহিনী মনে করিলে চক্ষে জল আসে। জগতে একরূপ লোক কদাচিত্ জন্মগ্রহণ করেন।

Malta's Church of Bonesএর ভিতর পাঁচটি স্বতন্ত্র নরকপাল দেখিয়াছিলাম; Malta'র পাঁচ জন তেজস্বী নাগরিক নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাদের প্রাণদণ্ড হয়। বন্দুকেব গুলি যেখানে মস্তক-ভেদ করিয়াছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্তমান বহিয়াছে। দেশ সেই হিতৈষী নাগরিকগণের অস্থি সমাধিক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া, নেপোলিয়ানের অত্যাচারের স্থায়ী-অপরাধ ঘোষণার চেষ্টা করিয়াছে। সকল বিজয়ীবীরের বিরুদ্ধেই একরূপ অভিযোগ আনা যায়। Abbot, . Scott,

Rosebery এবং Fisher প্রভৃতি নেপোলিয়ন জীবনী লেখক সে বিষয়েৰ সুবিচাৰ কৰিয়াছেন।

সেই নেপোলিয়ানেৰ কীৰ্ত্তি-সমুদ্ভল ফ্রান্সেৰ দ্বাবদেশে আমি আজ উপস্থিত। কত কথা ছাষাবাজীৰ মত জৰবপটে উদিত ও বিলীন হইতেছে। য়েৰোপেৰ কথা, য়েৰোপেৰ ভাব, য়েৰোপেৰ সাহিত্য বিজ্ঞান দৰ্শন ইতিহাস যাহাদেৰ অস্থি মজ্জাব ভিতৰ প্ৰবেশ কৰিলেও দেশীয়া স্বাতন্ত্ৰ্য পূৰ্ণ ভাবে বক্ষা কৰিয়াছে, তাহাবাটী নাবতে পাৰিবে, এই সন্ধিক্ষণে মনেৰ কিকপ চাঞ্চল্য হয়। ফান্স এখনও একাদনেৰ পথে বহিয়াছে। চিন্তাবলে মানুহ কত বাজা অনিকাৰ কৰে, কত কত অধিবৃত প্ৰদেশ জাবাইয়া ফেলে, তাহাব সংখ্যা নাই।

শনিবাৰ, ১লা জুন। ১৮ই মে শনিবাৰ বন্ধেতে এবেৰিয়া জাহাজে আবেহণ কৰিয়াছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজ ১৫ দিন সমুদ্রক্ষে কোনকপ কষ্ট, বিপদ, অন্তৰ্ধ ও বিশেষ অসুখবা ভোগ কৰিতে হয় নাই। পিতৃ মাতৃ-পুণ্য, প্ৰিয়জনৰ নিবপ্তৰ ভগবৎ-পাদপদ্মে কাণ্ডৰ-ভিক্ষা ও ভগবানেৰ অনন্ত কৃপা সকল বিপ্লবাবিপত্তি কাটাইয়া,—নিৰ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত কৰিবে, ত্ৰিৰ বিশ্বাস আছে।

সমস্ত বাত্ৰিই ভাল নিদ্ৰা হয় নাই। বাত্ৰি ৪টাৰ সময় বেশ পৰিদাব আলো হইল। শয্যাভ্যাগ কৰিয়া বত্ৰদূৰ পাৰি, জিনিসপত্ৰ গুছাইতে ও বাধিতে আৱন্ত কৰিলাম। এ সকল বিষয়ে এই প্ৰথম অভ্যাস বলিয়া কিছু কষ্ট। আমাৰ ত্ৰায় অক্ষম যাত্ৰীদিগকে এ সকল বিষয়ে প্ৰথম হইতে প্ৰস্তুত হওয়া উচিত।

গালফ অব লায়নসএ প্ৰায়ই বড় তুফান হয়। আমবা ভগবৎ-কৃপায় তাহা হইতেও অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বিষম ঠাণ্ডা—কোয়াসায় কিছুই ভাল লাগিল না। স্নানাহাবে পৰ্যন্ত প্ৰবৃত্তি হইল না।

ক্ৰমশঃ যাত্ৰীবা বিদায় গ্ৰহণ, পৰস্পৰেৰ ঠিকানা আদানপ্ৰদান প্ৰভৃতি জাহাজভ্যাগ কৰিয়া বাইবাৰ পূৰ্বোচিত কাৰ্য্যে নিয়োজিত হইল। তাহাব

পৰ জাহাজে খবচেৰ বিল শোধ কৰা ও বক্সীস দানেৰ পালা পডিল। সে এক বহুৎ ব্যাপাৰ। Cabin Steward এক পাউণ্ড, Table Steward দুই পাউণ্ড ও Bathroom Steward পাচ শিলিং, Deck Steward ২৥ শিলিং নগদ ও ডেক চেয়াৰখানি পাৰ্ছবে, ইহাট গৰাব গৃহস্থেৰ পক্ষে সনাতন নিয়ম। ফালে বক্সীস-প্ৰণালী আবও গুৰুতৰ। যোঁজ কৰিয়া সৰ্বত্ৰ দেনা চুকাইয়া বেড়াহুতে হইল। যাত্ৰা প্ৰাপ্য দেনা না দিয়া পালাহবে জাহাজেৰ কোন কামচাবীৰ বা দোকানদাৰেৰ সে ভা নাই। থু জিয়া পাওনাদাৰেৰ পাওনা এড্রলোক চুকাইয়া বাইবে, এই বিশ্বাসে নবৰ কাৰু চলে। Purser মহাপ্ৰভুৰ মান্দৰে তাঃ বাব গিয়া তৰে তাঁহাৰ দশন পাইলাম। নাকাকডি সব তাঁহাৰ নিকট। নিজেৰ পাজী পবকে দিয়া দেবজ্বৰ য়ে অবস্থা হয়, টাকা পয়সা Purserএৰ নিকট বাখিতে দিয়া কয়দিন সেহ অবস্থাই হইবাছিল, কিন্তু এক-বকম নিশ্চিন্ত থাকি গিয়াছিল।

যাহাৰা ঘৰাবৰ বাএৰ Special Express Trainএ বাইবে, তাহাৰ এখন নামিৰে না। একবাৰে বৈকানিক চা খাইয়া গাড়ীতে উঠিবে। সমুদেৰ মধ্যে জাহাজেৰ গায়েই Special চেণেৰ platform। P. & O. কোম্পানিৰ এই সব সুবিধাৰ জন্তই লোকে এই লাইনে আসে।

মা টাব গ্ৰায় মাসেলস নগৰেৰ প্ৰান্তভাগও সমুদেৰ ভিন্ন ভিন্ন বাহৰ সন্নিধানে পৰতৰেৰ উপৰ নিম্নিত। মাসেলস দ্বাসেৰ দক্ষিণ প্ৰদেশেৰ প্ৰধান বন্দৰ। তাই জাহাজে, নৌকা, ষ্টমাবে, ভিড বড বৰ্ণী।

ভিন্ন ভিন্ন (Mole) দ্বীপ সমুদ-গভ পৰ্য্যন্ত প্ৰস্তৰ বাহবিস্তাৰ কৰিয়া জাহাজেৰ নিৰাপদ স্থানেৰ সৃষ্টি কৰিয়াছে। পাহাড়েৰ উপৰ বাড়ী ও গিৰ্জা থৰে থৰে উঠিয়াছে। দূৰ হইতে মাসেলসেৰ পৰ্ব্বতশৃঙ্গস্থ Notre Dame গিৰ্জা ও মাতৃমূৰ্তি দেখা যায়। বড মনোহৰ দৃশ্য। Maltaৰ ধৰণে গঠিত হইলেও মাণ্টা হইতে মাসেলসেৰ সমুদেৰ তীৰ অনেক বিভিন্ন। মাণ্টা পুৰাতন সহৰ—প্ৰযোজন মত ছইচাবিটা নূতন বাড়ী হইয়াছে মাত্ৰ। কিন্তু মাসেলসে অধিকাংশ গৃহই নূতন গঠিত। স্থানে স্থানে প্ৰাচীন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ



কীর্তি স্থানও আছে। Chateau D' If পৰ্বত-শৃঙ্গের উপর স্থাপিত—বন্দবেব  
প্রবেশদ্বাবেই এই দুর্গ অবস্থিত। অনেক অপরাধী ব্যক্তি পূর্বে এই দুর্গে  
অবকদ্ধ হইত। Dumasএব Monte Christov প্রধান ও আদিম দৃশ্য এই  
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বীপ সংশ্লিষ্ট

অগ্রাগ্র বন্দবেব মত এখানেও নানাবকম তামাসা ও ভিক্ষা কবিবার দশ্য  
চক্ষে পড়িল। নোকা কবিয়া দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ নাচগানবাজনা কবিয়া  
জাহাজেব চাবিদিকে ভিক্ষা কবিতেছে। চতুর্দিকেই ধমময়—মেঘাকাব।  
“স্ব্যাকবোজ্জলধবলী” বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহা পদে পদে মনে  
করাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমশঃ জাহাজ “Mole C” অর্থাৎ P. & O.  
কোম্পানিৰ নঙ্গব কবিবার স্থানে লাগিল। নঙ্গব ঘেলা, সিঁড়ি লাগান,  
মাল জাহাজেব Hold হইতে কপিকলেব সাহায্যে উপবে তোলা, মাল নাবান,  
গোলমাল চাংকাবেব এম পড়িয়া গেল। পবেব দেশে পবেব মত একধারে  
দাঁড়াইয়া বহিলাম। আমাব তাড়াতাড়িৰ প্রয়োজন নাই। এতদিনে জলগাত্রাব  
অবসান হইল। ভগবানকে পূণ্যপ্রাণে কৃতজ্ঞ হইয়ে প্ৰণাম কবিলাম।  
তিনি যে এ অধমকে নিৰাপদে সুদূৰ সমুদ্রপথ বিনাক্লেশে পাব কবিলেন তজ্জ  
বাব বাব ধন্যবাদ দিলাম। এতদিনে উৎকণ্ঠাবও কতকটা নিবৃত্তি হইল।

Thomas Cook কোম্পানিৰ কন্সটাবলদিগেব জাহাজে বড দেখা যায়  
না। তাহাবা সিঁড়িৰ কাছে দাঁড়াইয়া আছে। সত্তবয়্যাসতৃষ্ট Stewardএব  
সাহায্যে ছোট ছোট জিনিসগুলি তবে নামাইয়া Custom Officialদিগেব  
হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। “মাসুল লাগিবার মত কোন জিনিস নাই”  
দৃঢ়স্ববে এই কথা বসাতেই বিশেষ পৰীক্ষা না কবিয়া জিনিসগুলি ছাড়িয়া  
দিল। Grand Hotel De Russie and Angleterreতে চক্ৰবৰ্ত্তী  
মহাশয় আমাদেব থাকিবার বন্দোবস্ত কবিয়াছিলেন। মনে কবিয়াছিলাম  
যে, তাঁহাব ও কিটুলী সাহেবেব সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে সহর দেখিবার  
সুবিধা হইবে। ভাষার দোড় কম বলিয়া তাঁহাদিগেব এ যত্নপা বাড়াইতে  
হইল।

তাঁহাদেৱ কযজনেৰ মালপত্ৰ অনেক । কাজেই কষ্টম দাৰোগা ও কুলীৰ হাত হইতে পৰিত্ৰাণ পাইতে কষ্ট হইল । ২১৩ ঘণ্টা তাঁহাদেৱ মালপত্ৰ আদায়েৰ উপলক্ষে মোটবে বসিয়া বসিয়া নূতন জায়গাব লোকচৰিত্ৰ ও ব্যবহাৰবৈচিত্ৰ্য পধ্যবেক্ষণ কৰিতে লাগিলাম । Moleএৰ পশ্চাতেই পাথৰবাঁধা বাস্তা, তাহাব পৰ বেলেংএৰ বাহিৰে আবাব পাথৰবাঁধা বাস্তা । হঠাৎ হাবডা পোল হইতে নাৰিয়া বাড়ী যাইবাব ৰাস্তায় পড়িলাম মনে হয় । পোট কমিশনবদিগেৰ কম্পাউণ্ডেৰ মত উচ্চ বেলেং ও তাহাবই পৰে পাথৰ-বাঁধান বাস্তা প্ৰায় কলিকাতাবই ষ্ট্ৰাণ্ড বোডেৰ মত । কলিকাতায় প্ৰবেশকালে সহৰমোন্দৰ্য মাৰ্চেলসেব সহিত ভ্ৰমেও তুলনা হইতে পাবে । শীঘ্ৰ ভ্ৰম দূৰ হইল । বড বড ঘোড়াব গাড়ীতে মাল লইয়া যাইতেছে । পাহাড় সম্মুখ মাল বোকাই কবিয়া হাতীৰ মত দুইটা, কোথাও বা তিনটা, বোডা জুতিয়া প্ৰকাণ্ড গাড়ী যাইতেছে, মাল সবিয়া পডিয়া ঘাত্ৰীৰ মাথায় পড়িবে কি না ভ্ৰক্ষেপ নাই ।

সহৰেৰ মধ্যে বেলেৰ গাড়ী Shuntingএৰ কাজ প্ৰকাণ্ডকাৰ ঘোড়াব দ্বাৰা হইতেছে । সৰ্বদা সহবেৰ ভিতৰ এঞ্জিন যাতায়াত কৰে না । সহবেৰ লোকাৰণ্য বাস্তাব উপৰ বেল পথে এঞ্জিন চালাইয়া সময়ে সময়ে অনেক বিপদ হয় বলিয়া এঞ্জিনেৰ বদলে ঘোড়াৰ ব্যবহাৰ ।

আশ্চৰ্য দৃশ্য । সাদ, মুটে মজুৰ, গাড়েয়ান, বিচিত্ৰবেশা ফবাসী পুলিস, দাম, নূতন ধবণেৰ বাজাব, দোকান, ৭৮ তোলা বাড়ী সব চক্ষে যেন বাঁধা লাগাইতে লাগিল । কাহাবও প্ৰতি কাহাবও ভ্ৰক্ষেপ নাই । যেমন কবিয়া হয় নিজে নিজেকে বাঁচাইবা চল । কিন্তু পুলিসেৰ চক্ষু চতুৰ্দিকে । চুৰি ডাকাতি মাৰামাৰি দাঙ্গা বন্ধ কৰিবাব প্ৰণালী যেমন শক্ত, লোকেৰ প্ৰাণ, অঙ্গ, সম্পত্তি ৰক্ষা সম্বন্ধেও যত্ন সেইৰূপ । সতৰ্ক নয়নে পুলিসকে বাস্তাব গোলমাল সব দেখিতে হইতেছে; যেন ভিড়ে কাহাবও কোনরূপে বিপৎপাত না হয় । কাজেই এত ভিড়েও দাৰুণ দুৰ্ঘটনা

যত হইতে পাবে ও হওয়া সম্ভব তাহা অপেক্ষা অনেক কম হয়। দোকানপসার বিস্তর এবং নানা বকমেব, নানা ধরণেব। মাণ্টাব মত অনেকগুলি বাস্তা চালু; এই উপবে, এই নীচে গিয়াছে, কাবণ পাহাড়ের উপব সহব প্রতিদ্বিত। বোড়াব গাড়ী ও মালের গাড়ীতে (গরব গাড়ী বলিবার খো নাই। কাবণ গর এ কাজ আদৌ কবে না, মালটানা বোড়াবই একচেটিয়া) সেইজন্ত বেক আছে। মালগাড়ীব বোড়াব ঘাড়ের উপব বড় বড় মাহষেব শিংএব মত ঝাঁকান উচ্চ বিচিত্র সাজ। কোন কোন গাড়ীতে বোড়া পাশাপাশি না জুতিয়া সামনাসামনি জুতিয়াছে। দিসিদি হইতে গরুকেব বপ্তানি বিস্তর হয়, সমুদ্রেব ধাবে ও বাস্তাব পাশে গুদামে পাহাড় সমান গরুক সাজান বহিয়াছে। আমাদের দেশে পাথবে কয়লা যেমন স্থানে স্থানে বাশি বাশি দেখা যায়, এখানে গরুকেব গুদামও বাশি বাশি ও সেইরূপ। গাছাব ঝুঁড়া উড়িয়া চোখে লাগিতেছিল। সেই জন্ত মোটরসাহায্যে সহবেব এ অংশটা দেখা বড় সুবিধা নয়।

হোটেলের Lift সাহায্যে ত্রিতলে উঠিয়া বাসস্থান পাইলাম। বহুদিন পবে জাহাজেব সংকীর্ণ শয্যাব পবিবর্তে স্থপবিসব শয্যায় আশ্রয় পাইয়া কতকটা আবাম বোধ হইল।

মার্সেলস—১ বা জুন, ববিবার। মার্সেলসে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। তথাপি, যুরোপীয় নগবে প্রথম পদাপণ কবিয়া জাতীয় বীতিনীতি পর্যবেক্ষণ জন্ত এক দিন থাকিয়া বাইলাম।

এই এক দিনেব খবচ ত্রিশটাকা পড়িল। বিদেশে ভাল হোটলে বাস এইরূপ ব্যয়সাধ্য একথা মনে করিয়া যুরোপযাত্রীব প্রস্তুত হওয়া উচিত। কাল একাল হইতে ঠাণ্ডা কোয়াসা বেশই ছিল; তাহাব উপব আজ বৃষ্টি আবস্ত হইল। কাসেত নগর-পবিন্দমণ-কাণ্ডটা বিশেষ সুখকর মনে হইল না।

চক্রবর্তী ও কিটলী সাহেব বহুবার মার্সেলস দেখিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের দেখিবার বড় তাড়া নাই। চক্রবর্তী'ব ছেলেবাও ঠাণ্ডায় অসুস্থ —তাহারাও বাহির হইবে না।—একাকী ভ্রমণও সুবিধাব নহে; অগত্যা

শয্যাগ্ৰে পুস্তক ও সংবাদপত্ৰ পাঠে মার্চেলসে ত্ৰিশ টকা খৰচ কৰা গেল ।

ফবাসী-হোটেলৰ আহাৰ্য্য জব্যাদি, আহাৰ-পাত্ৰগুলি নূতন বৰণেৰ, পৰিবেশনেৰ বেশ পাৰিপাট্য আছে । খাইবাব ঘৰগুলিও সুন্দৰ ও সুসজ্জিত, পৰিবেশন প্ৰণালীৰ চাতুৰ্য্যে আমাদেব দেশেৰ মত কোন জিনিষ অপচয়েৰ প্ৰথা নাই । ‘কেক’ ও কটিগুলি সৌখীন, খুব পাতলা কৰিয়া কাটা, কাগজেৰ সুন্দৰ লেফাফায় মোড়া; কিছু নষ্ট হয় না । ইচ্ছা হয়, আবাব একখানা লব । কিন্তু অকাৰণ আহাৰ-পাত্ৰে অধিক লইয়া কোন জিনিস নষ্ট কৰা প্ৰথা সম্ভৱ নহে । হোটেলৰ ঘৰেৰ ভিতৰ টেবিল আছে, বাহিৰে বাধান বাগানেও টেবিল আছে । আবাব ফুটপাথেৰ উপৰেও টেবিল আছে, দেখিলাম । যেখানে ইচ্ছা, জল হাওয়া বুকিয়া গল্প কৰ-খাও । ফবাসী বাস্তায় বাস কৰে—বাস্তায় খায় । তাহাৰ নমুনা কতক পোটিনায়েদে পাইয়াছিলাম । বেলা তিনটাব পৰ বৃষ্টি একটু কমিলে চা খাইয়া পদব্ৰজেই একবাৰ বাহিৰ হইয়া পড়িলাম । অনেক হোটেলৰ সম্মুখে বাবান্দাব নীচে টেপাথেৰ উপৰই এইকপ চা-কফি খাইবাব বন্দোবস্ত বহিষাছে দেখিলাম । ব্যয় বাহুল্য সত্বেও অনেকে হোটলেট বাস কৰে,—গৃহস্থালীৰ অসুবিধা পোহাইতে চায় না ।

কোন বাতীহী পাঁচ সাততলাৰ কম নহে । বাতীগুলি বাহিৰ হইতে দেখিতে সুন্দৰ । নোচেৰ তলাৰ ঘৰগুলি জেলেৰ মত গবাদে দেওয়া । মাটিৰ নীচেও ঘৰ (Cellar) আছে । বাজাৰ দোকান অনেক । থিয়েটাৰ, বায়স্কোপ ও অন্যান্য আমোদেৰ স্থানও বিস্তৰ । বাস্তা ও টেপাথ পাথৰ-বাধা, বাস্তাব তই ধাবেই গাছেৰ শ্ৰেণী; দেখিতে বড় সুন্দৰ । ঘোড়াৰ গাড়ী, মোটৰ, দান, মালগাড়ী, জনশ্ৰোত বাস্তায় ক্ৰমাগত চলিতেছে । কোনকপে জীৱনটা কাটাইয়া যাইতে পাবিলে হয়, এমন ভাবে ফবাসী জীৱন-যাপন কৰে না । চিন্তাশীল অথচ কম্বল লোকেৰ লক্ষণ চতুৰ্দ্দিকে বিত্তমান । সাধাৰণ গৰিৰ লোকেৰাও সৌখীন; কাপড় ময়লা হইবাব

ভয়ে সৌধীন কোট-ওয়েষ্টকোটের উপর বাস্তায় চলাব ও কাজকর্ম কবিবাব সময় আলখাল্লাব মত একটা লম্বা জামা পবে। “বাবু” লোকেবা অবশ্য তাহা পবে না। তাহাবা সৰ্বদাই প্রকাশ্য ভাবে স্পৃহিত। কাপড় নষ্ট হইবাব ভয় কবে না। কত প্রকাব বেশধাবী কত বকমেবই লোক যে বাস্তায় দেখিলাম, তাহাব ইয়ত্তা নাই। স্ত্রীলোকেবা সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাবে সৰ্বত্র যাইতেছে আসিতেছে, কাহাকেও নক্ষপ নাই। প্রাচ্য ও প্ৰতীচ্যেব সাক্ষজনীন বিভিন্নতা এই প্ৰথম দেখিলাম। পোটস্মায়েদ ও মাৰ্টায় গৃহস্থ জীবন বড় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পথে ঘাটে স্ত্রীলোকেব মুখাববণও যথেষ্ট দেখিবাছি। মাৰ্সেলসে প্ৰকৃত যবোপীয় গৃহস্থজীবনেব প্ৰথম পৰিচয় পাইলাম। এখানে পুলিসেব সকল লোকেই সশস্ত্ৰ। কাবণ, ফৰাসী বদমাইস আজকাল প্ৰবল হইয়াছে। স্থানে স্থানে সৈনিকদলও দেখিলাম।

নগৰে অশান্তি ও আবৰ্জনাব প্ৰকাশ্য লক্ষণ নাই। আমাদেব দেশেব ধৰণেবই মিউনিসিপাল আবৰ্জনাব গাড়ী ক্ৰমাগত বাস্তা পৰিষ্কাৰ কৰিতেছে। পাহাড়ে বাস্তা অত্যন্ত গডানে বলিয়া এত বৃষ্টিতেও জল লাড়াইতে পাবে নাই। ড্ৰেনেজও খুব পৰিষ্কাৰ থাকে, কিন্তু ঢালু বাস্তাব জন্ত গাড়ী ও পথিকেব পক্ষে পথচলা কিছু কষ্টকৰ।

আবাব বৃষ্টি আসিল বলিয়া অগত্যা “Fiacre” গাড়ী একখানা ভাড়া লইতে হইল। গাড়ীৰ হুদ্ তুলিয়া দিয়া নগৰ-দশনেব বড় ব্যাঘাত হইল। জুলজিক্যাল গাডেন বাড়ীটা দেখিয়া আসা গেল। পাথৰেব সুন্দৰ বাড়ী। বোটানিক্যাল গাডেন, (Notre dame) গিৰ্জা প্ৰভৃতি দূৰে। বৃষ্টিতে দেখা দৃশ্য—গাড়ীতে দুইজনেব অধিক তিনজন উঠিলেই ডবল ভাড়া,—এটাও নূতন। কলিকাতায় নাকি এইকপ আইন-প্ৰচলনেব চেষ্টা সম্ভব শুনিতেছি। তাহা হইলে “পৰিবাবশুদ্ধ সকলে” থাৰ্ড ক্লাস গাড়ীতে কালীবাট বা গঙ্গানান যাওয়ায় বিপদ।

হোটলে ফিবিয়া, মুখহাত ধুইয়া, বেশ-পৰিবৰ্তনে গাটা বাজিল।

স্নানাগারের প্রয়োজনীয় তোয়ালে ও কাগজ সম্বন্ধেও হোটেলওয়ালার কৃপণতা । মুখ ধুইবার জলের নলও সুরু সুরু ! কলিকাতার কলের জল যাহারা “পরের পয়সায়” পাওয়া জিনিস মনে করিয়া অকাতরে অপব্যয় করে তাহাদের এই জল-কার্পণ্যেব কথা জানিবাব ও ভাবিবার বিষয় । অগ্রান্ত্র দেশের গ্রায় ফ্রান্সের হোটেলওয়ালার স্নানাগারে সাবানও দেয় না । স্থানভেদে নিয়ম ভেদ !

শরীর ক্লান্তবোধ হইতেছিল । শরীরেবই বা দোষ কি ; তাহার উপর জলুমটা ত বড় কম হইতেছে না !

আহারে বড় কুচি ছিল না । তবে সমস্তদিন প্রায় অনাহারে গিয়াছে । ফরাসী-হোটেলের সোথিন খাওয়াটা কিরূপ দেখিবার জন্ত যথেষ্ট অপব্যয় করিয়া “দেখা গেল ।”

আহার অতি সামান্য করিলাম । কিন্তু পরিবেশন-প্রণালী ও সাজসজ্জা দেখিয়া কিছু শিক্ষা লাভ হইল । ইংরাজীহোটেলের মত যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুলিয়া লওয়া দস্তুর নহে । পরিচারক কাঁটাচামচ এক হাতে ধরিয়া, ট্রানেম্যানের দুইট কাটা দিয়া যেমন ভাত খায়, সেইভাবে পরিবেশন করিল ; পরিবেশন-কালেও সভ্যতাহৃচক মাথা নোয়াইয়া একটু নৃত্যশীল গতিতে চলিতে লাগিল । একহাতে পাঁচসাতখানা কাচের রেকাব অক্লেশে লইতে লাগিল । ইহাদের ব্যবহার আমাদের দেশের ইংরাজী-হোটেলের অভ্যস্ত ধরণের নয় ; রান্নাও বেশ পরিষ্কার । “অগ্রান্ত্র” সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়া দেওয়াতে, সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল । ফল-পরিবেশনের সাজীটি সুন্দর সাজাইয়া আনিল । নবোঢ়া বধূর রক্তবর্ণ চেলাঞ্চলের ছায়, সুন্দর ঘোমটার মত কাপড় দিয়া সাজীটি সাজান । তাহাতে নেপথ্য-বেশবিজ্ঞাসের ভাবে বেরী, কলা, কমলালেবু, সবুজ বাদাম সাজান ; আলো আধারের মাঝে, থরে থরে গুছান রহিয়াছে । দেখিয়াই তৃপ্তি হইল । কিছু ফল খাইয়া আজিকার মত ভোজন-ব্যাপার সমাধা করিলাম ।

ভোর রাত্রি হইতে প্যারিস-গমন-উদ্যোগ আরম্ভ হইল । মোটবাট ঝংঝাই আবার মুক্ছিল । তাহার উপর দেখি, হোল্ড্ অলের বাঁধন ছিঁড়িয়া

গিয়াছে। পেণ্টালুন গেঞ্জিৰ বোতাম নাই! সূচ সূতাও সঙ্গে নাই। বোতাম টাঁকিয়া দিবাব লোক নাই। প্ৰবাসেৰ সূখ আবন্ত হইল। “যাহা-হয়” কবিয়া শুছাইয়া লইলাম।

প্ৰয়োজনীয় পত্ৰাদি লিখিয়া কফিকট খাইয়া লইলাম। সময় অনেক আছে দেখিয়া লেখা আবন্ত কৰিলাম। ভ্ৰমণ-কথা লিখিতেছি দেখিয়া চক্ৰবৰ্ত্তী বলিলেন, “সৰ্বাধিকাবী মহাশয় এজীবনটা লিখিবাব জন্তাই আসিয়াছেন। ঢেঁকী স্বৰ্গে গেলেও ধান ভানে। কপালেৰ ও সন্ভাবেব দোষে। কাজ-আব-লেখা লঠিয়া বাচিয়া থাকায় ফল কি? ফ্ৰেড্‌বিচ্ হ্যাবিসন্ প্ৰত্যহ ১৫০০ কথা লেখেন। গণনা কবিলে এ কয়দিনে আপনাব কত কথা লেখা হইয়াছে, তাহা দেখিবাব লোক নাই।” কথা ত নয়—আবৰ্জনা। গণনা কবে কে কৰিবে?

হোটেলৰ দাম চুকাইবাব ভাব কিটলী সাহেবেব উপব ছিল। টাকা-কাড়ী তাহাবই হাতে দিলাম। এ সম্বন্ধে যত্নগা সহ যত কম হয়, তত ভাল। নতশিবে, দস্তবমত কবাসী নমস্কাৰ কবিয়া, হোটেল-অধিকাবী ও ব্ল্যুসত্ৰু ভূতাগণ বিদায় লইল।

৩ৰা জুন, ১৯১২, সোমবাব।—বেলা ৮টাব সময় হোটেলৰ মোটৰ গাড়ীতেই ষ্টেশন বওয়ানা হইলাম। বেশ বোদ্দ উঠিয়াছে। গ্ৰীষ্মকালে দক্ষিণ ফ্ৰান্সেব জলবায়ু বেশ মিঠেন। ফ্ৰেঞ্চ বেপবলিক ঘোষণাৰ সময় সহবেব মধ্যস্থলে স্মৰণার্থ এক প্ৰকাণ্ড প্ৰস্তব-তোবণ প্ৰস্তুত হইয়াছিল। তাহাব উপব বেপবলিকেব নেতাদিগেব প্ৰস্তবময় মূৰ্ত্তি বহিয়াছে। কিছুদিন তাহা দেবতাস্থানীয় হইবা আদৰ পাইত; এখন তাহাব প্ৰতি বড় কাহাবও লক্ষ্য নাই। নিকটেই মিউনিসিপালিটি সাধাবণেব কাপড় কাচিবার জায়গা কবিয়া দিয়াছেন। ধৰিতে গেলে যথার্থ “Republic-Spirit”এৰ পৰিচয়। বেপবলিকানদেবমধ্যে কাপড় কাচানব পয়সা বাহাদেব জোটে না, অথচ কাপড় কাচাও প্ৰয়োজন, তাহাদেব জন্ত সহয়েৰ কৰ্ত্তায়া রাস্তাৰ মাঝে কাপড় কাচিবাব জলেৰ চৌবাচ্চা কৰিয়া দিয়াছেন। বেপবলিক নেতাদেৰ চৰণচ্ছায়াতলে

বসিয়া, পাথবেব উপর আছড়াইয়া, নিজ নিজ কাপড়-কাচার মধ্যে হয় ত ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টের কাপড়ও পবিষ্কাব হইতেছে ! দেখিবাব, শিথিবাব কথা এইরূপ সামান্য সামান্য অনেক জিনিসের মধ্যে থাকে ।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ ষ্টেশনে পৌছান গেল । আমাদের যদিও ফাষ্টক্লাসেব টিকিট ছিল এবং দিনেব বেলা যাইতে বিশেষ কিছু কষ্ট হইবে না, তথাপি সীট্‌ রিজার্ভ কবা ভাল বিবেচনায় তাহা কবা গেল । কিন্তু তাহার দক্ষিণা স্বতন্ত্র । হাবড়ায়—শিয়ালদহে চিঠি লিখিয়া বা টেলিফোঁ করিয়া সীট্‌ বিজাত কবা যায় । এখানে নগদ অতিবিক্ত মূল্য কিছু দিতে হইল । এ সকল ব্যবস্থা কিটলী সাহেব সকলেব পক্ষ হইতেই করিতেছিলেন । আমবা তাঁহাব হাতে টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত । ফরাসী ভাষাব, ফরাসী টাকাব, তত্ত্বভেদ করিতে সময় লাগে । পয়সা দিয়া আজকাল সকল বিত্ৰাই উপার্জন করিতে হয় । পয়সা দিয়া পথের অভিজ্ঞতাও লাভ কবিতে হয় । বিদেশী দেখিলেই পয়সা ঠকাইয়া লইবার চেষ্টা সর্বত্র । এখানে কিছু বেশী ।

আমাদেব গাড়ী এক্সপ্রেস নয়—ইহাব নাম Rapide অর্থাৎ দ্রুতগামী । সেই জন্ত সঙ্গে ডাইনিং সেলুন আছে । এক গ্রাস জলেব চেষ্টায় যাওয়াতে হোটেলরক্ষক বলিল, ‘জল নাই’ ! হোটেলওয়ালারা জল রাখে না ; কেবল মদ রাখে । স্নানের ঘবেব ভিতর কাঁচের কুঁজা-গেলাসে যাত্রীদেব জন্ত জল থাকে । উহা পানে প্রবৃত্তি হয় না । যাহারা মদ খায় না, তাহাদিগকেও এইরূপে বাধ্য হইয়া মদ খাইতে হয় । কারণ মদ বড় সস্তা । দেশে কুঁজা-গেলাস সঙ্গে থাকে, ভাবনা থাকে না । এখানে সে বন্দোবস্ত না থাকায় অন্ত্রবিধা হইল । অথচ কুঁজা-গেলাস, বিছানা-বালিস লইয়া কেহই এ পথ ভ্রমণ করে না ; বিছানা-বালিসও রেলো ভাড়া পাওয়া যায় । এক রাত্রিব ভাড়া প্রায় এক টাকা । কাঁর ব্যবহৃত বিছানা-বালিস ব্যবহাব কবিতেছি, ঠিক নাই ।

জলপিপাসা সহ্য হইল না । আবাব চেষ্টাতে অনেক কষ্টে পেরিয়া ওয়াটার পাইলাম, দাম ৭৫ সঁতিম, অর্থাৎ প্রায় আট আনা । জাহাজে তাহার দাম চারি আনা দিতে ছিলাম ; আন্ত্র ঐ জলের জন্মস্থানে আট আনা লইল ! মনের



দাম ইহা অপেক্ষা সস্তা। তাহা না লইয়া ছুমূল্য, অকর্ষণ্য পানৌয়েব জন্ত কেন আমি এত ব্যস্ত, বিজ্ঞ ফবাদী হোটেলবন্ধী তাহা কিছুতেই বুঝিল না।

মার্সেল্‌স ষ্টেশনটি বেশ সুন্দর গঠনব। কাঁচের ছাদ বলিয়া খুব আলো হয়, প্লাটফর্মও বেশ প্রশস্ত। অবিকাংশ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম অত্যন্ত নীচু—প্রায় মাটির সঙ্গে সমান। আমাদের দেশের মত মাটি হইতে অধিক উঁচু নহে। গাড়ী লাইনে আনা (shunting) করা প্রভৃতি কাজ ইঞ্জিনে না হইয়া ঘোড়া দ্বাবাই হয়। সদর বাস্তাতেও কাল ইহা দেখিয়াছি। ষ্টেশনের ভিতর লাইনেও তাই, ঘোড়া সস্তা, কয়লা মহাঘ। কাজেই এই বন্দোবস্ত।

লোকস্রোত এবং লোকচর্চিত্র এইরূপ বড় বড় ষ্টেশনে প্রগাঢ়রূপে “গবেষণা” করা যায়। শুদ্ধ বিস্তৃত হইয়া চাহিয়া থাকিলেই হয় না। একটু প্রথমে দৃষ্টির সাহায্যে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বোঝা যায়।

ষ্টেশনে বহনোব। সকলেই স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত। কিন্তু অনুসন্ধান-দৃষ্টির সাহায্যে এক এক জনকে যেন এক একটা স্বতন্ত্র জগৎ মনে হয়। এক একজন এক এক স্বতন্ত্র ভাবে অনুপ্রাণিত। কাহাবও সহিত কাহাবও সম্পর্ক আছে, বোধ হয় না। এই প্রকাণ্ড লোকচক্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যেন স্বাধীনভাবে, কাহাবও মুখ না চাহিয়া, নিজ গন্তব্য পথে চলিয়াছে। অথচ ইহা বিষম ভ্রম। কেহ কাহাবও ছাড়া নয়।

নূতন তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া নির্নিমেয় নয়নে চাহিয়া থাকিবাবও দেখিবাব স্পৃহা শুধু আমাদেরই একলাব ছিল তাহা নহে।

আমার পাগড়ী এবং মিস চক্রবর্তীর সাড়ীর দিকে অনেকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অথচ সে দৃষ্টিতে কোনরূপ অভদ্রতা বা ইতবতা নাই। কবিডাব ট্রেন, কামবাব পাশ দিয়া, বাবান্দা আছে। একগাড়ী হইতে অল্প গাড়ীতে যাওয়া যায়। সবগাড়ী হইতে হোটেল গাড়ীতে যাওয়া যায়। কতকটা আমাদের দার্জিলিঙ্‌ মেলেব মত। এক একটা ঘর আলাদা বন্ধ কবিবাব ব্যবস্থাও আছে। তাহাতে অবশ্য চুবি ডাকাতি বন্ধ হয় না। তবে নিশ্চিত হইয়া দরজা বন্ধ কবিয়া থাকিবাব সুবিধা আছে। আজকাল আমাদের দেশেও

এ শ্ৰেণীৰ গাড়ীৰ চলন বাৰ্ডিতেছে । অতএব নূতন কিছু নহে । নূতনেৰ মধ্য গাড়ীৰ ঘৰ গবম কৰিবাব এন্ত আছে । কিন্তু দাকণ শীতে তাহাতেও বড কাজ হয় না । আৰ নূতনেৰ মধ্য দেখিলাম যে, থাৰ্ডক্লাসেৰ গাড়ীগুলিতে পৰ্য্যন্ত অয়েলক্লথেৰ গদি ও পাৰখানা আছে । আনাদেৰ দেশেৰ মত ভেডা-গকৰ তুল্য মালুৰ-বোকাই কৰা ও বেল কন্মচাবীদেৰ দুৰ্ব্বিনীত অত্যাচাৰ কোথাও দেখিলাম না । অতি বিনীতভাবে, ভদ্ৰতাৰ সতিত, কন্মচাবীৰা বাত্ৰা মাজেৰেই সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য বাখিয়া তাহাদেৰ সাহায্য কৰিতেছে ।

কমশঃ দেন ছাডিয়া দিল । যুৰোপীয় বেলে এই প্ৰথম ভ্ৰমণ । লাগিতেছে মন্দ নহে ।

পথের কথা বলিবাব ইচ্ছা যথেষ্টই আছে, কিন্তু সাধে কুলাইতেছে না । সমস্ত দিন পথেৰ দৃশ্য বাহা দেখিলাম, তাহা বলিবাব নহে । তাহা বৰ্ণনা কৰা আমাৰ সাধ্যাতীত ।

পৰ্বত, নদী, গাম, সহৰ, বন, কৃষিক্ষেত্ৰ, উপত্যকা, অধিত্যকা, পৰে পৰে চতুৰ শিল্প কে দেন সাজাইয়া বাখিয়া গিয়াছে । যেখানে যেটি হইলে মানায় সেইটি যেন সেইখানে বাখা । ঘুমাইবাব গাড়ী “Sleeping car” এ ৪ পাউণ্ড বেশী ভাড়া দিয়া সমস্ত বাদি এই সুন্দৰ, বৰ্ণনাতীত, দৃশ্যেৰ মধ্য দিয়া ঘুমাইয়া থাই নাই, ইহা আমাৰ সৌভাগ্য । মার্সেনসে একদিন দুৰ্যোগে ছোট্টেলেৰ বিছানায় কাটাইয়া সময় নষ্ট কৰিয়াছিলাম, তাহাব শোধ হইল । বাত্ৰে এ পথ অতিবাহন কৰিলে এ সৌভাগ্য বটত না ।

মার্সেলসেৰ সমুদ্ৰতীৰ হইতে বেলপথ আৰম্ভ ; সমুদ্ৰেৰ মধ্য হইতে পৰ্বত উঠিয়াছে, তাহাব উপৰ বাৰ্ভী, ঘৰ, গিৰ্জা ও দুৰ্গ । এ সকলেৰ কথা ত পূৰ্বেই বলিয়াছি ।—পৰ্বত ও সমুদ্ৰ-দৃশ্য একাধাবে, উভয়েৰই উপৰ “উজ্জল সৌৰকববাশি” পড়িয়া দৃশ্যকে প্ৰতিফলিত কৰিতে লাগিল । স্থানে স্থানে নদীপাৰ্শ্বে গভীৰ উপত্যকা । তাহাব উপৰ পুল বাঁধিয়া বেল চাליয়াছে ।

অপৰ পাৰ্শ্বেই আকাশস্পৰ্শী গিৰি, আলপ্ৰেৰ ফ্ৰান্সস্থিত বহুতৰ শাখা “বহু বিভিন্ন” কৰিয়া, P. L. M. (Paris-Lyons Mediterranean) বেল

চলিয়াছে। বম্বের পথে ৮১০টা, আর হাজারীবাগের নিকট ৫৭টা টনেল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম; এ পথে যে কত অধিক ও কত বৃহৎ বৃহৎ টনেল দেখিবার তাহাব সংখ্যা নাই। ইহাব স্রূব পূর্বে ইটালী হইতে সুইজারল্যান্ড যাইতে প্রাসিক্‌ সিম্পন্‌ টনেল। ফিরিবাব পথে সময় যদি হয়, তবে দেখা যাইবে। আপাততঃ যাহা দেখিলাম, তাহাষ্ট যথেষ্ট।

যেগুলি দেখিলাম, তাহা সিম্পন্‌ ও সেন্ট গথার্ডএব ক্ষুদ্র সংস্কাৰণ হইলেও অনুকরণ নহে। কাবণ তাহাব বহুপূর্বেই ইহাবা জন্মিয়াছে। ইটালী-বিজ্ঞানোন্মুখ নেপোলিয়ান, তাহাব বহুপূর্ববর্তী বোমান বীবেব অনুকরণে গৰ্বভবে বলিয়াছিলেন, “Alps,—there shall be no Alps.” তাহাকে অনেক সৈন্তক্ষয় কবির। আল্প্‌ পর্বতশ্রেণী পাব হইতে হইয়াছিল। তাহাব পরবর্তী শান্তিপ্রিয় প্রজাবা বিজ্ঞান-কৌশলে নিশিদিন আল্পসেব বক্ষভেদ কবির্যা চলিয়াছে। বিজ্ঞানেব নিকট বার্থর্থ “Alps,—there shall be no Alps” গবিমা খাটে।

দেখিতে দেখিতে বাল্যেব “ভূগোল পাঠে” পবিচিত বোণ নদী দেখা দিল। বোণ এইস্থলে সমুদ্রে পড়িয়াছে।

‘Rapid, turbid, turgid, rushing muddy Rhone,’—প্রথম দেখিয়া বোণ নদী সম্বন্ধে এই ধাবণা হয়; কতবাব কত পুলেব উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নদী পাব হইলাম, সংখ্যা নাই। কখন নদী হইতে রেলওয়ে লাইন অনেক উচে; কখন লাইন নদীকূলেব সমান হইয়া গিয়াছে। বুঝি দামোদর বস্তার প্রকোপেব ত্রায় বোণ বস্তাব প্রকোপে লাইন ভাঙ্গিয়া ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। কোথাও বা লাইনেব উভয় দিকে, কোথাও বা এক দিকে অতলস্পর্শ খদ্‌। কোথাও বা এক দিকে কোথাও দুই দিকে উচ্চ পর্বত—কোথাও বা সমতল ক্ষেত্রেব মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে; যেন সাজান বাগানের মাঝখান দিয়া খেলাঘরের গাড়ী চলিয়াছে। নদীতে ছোট ছোট স্টীমারে মালের ছোট ফ্ল্যাট টানিয়া লইয়া যাইতেছে; জেলে-ডিক্সী গৃহস্থেব নিত্য-প্রয়োজনীয় আহাৰ্য্যেব চেষ্টায় ফিরিতেছে। নদী মধ্যে বন বনে ঢাকা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, ক্ষুদ্রতম নৌকার গতিরোধ কবিতোছে। অল্প সময়ের মধ্যে এইকপে বোণ নদীর নানা মূর্তি দেখিলাম। মাতৃকা মূর্তিতে বোণ দক্ষিণ ফ্রান্সকে শস্তশ্রামলা করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আঙ্গুরের ক্ষেত বহিয়াছে। অলিভ, সাইপ্রেস, পপ্লাব, ফাব প্রভৃতি পরিচিত ও কত অপরিচিত গাছ, Season Flowerএব মত কত পরিচিত ও কত অপরিচিত লাল, নীল, সাদা ফুলে গিবিশিখব পর্কত ও ক্ষেত্র সাজাইয়া রাখিয়াছে। শোভা-বৈচিত্র্যের বর্ণনা কবা দূরে যাউক, শুধু তালিকা লিখিয়া শেষ কবাও অসম্ভব !

কোথাও সমতল ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে। কোথাও পর্বতের পার্শ্ব-দেশ কাটিয়া স্তরের উপর স্তর, তাহাব উপব ছাদেব আকারের অসংখ্য স্তব উপযু্যপরি সাজান, অথচ হেলান, কৃষিক্ষেত্র। তাহাতে আঙ্গুর, ছোলা, গম প্রভৃতি রোপিত রহিয়াছে। বহু বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের অভাব বলিয়া ফ্রান্সেব কৃষক দমিয়া পড়ে নাই। তাহারা পর্বতগাত্রে প্রয়োজন মত সমতলক্ষেত্র প্রস্তুত কবিয়া লইয়াছে। কত বন্ধে এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে ফলফুল ও শাক-সজীব বাগান করিয়াছে।—চাষিদিকে বেড়া বাঁধিয়া পাহাড়ের ধস বন্ধ করিতে হইয়াছে। এ সাজান পাহাড়ের গায়ে বড় বড় অক্ষবে লেখা যেন “গোয়ালিনী মার্ক। গাঢ় ছুঙ্কেব” বহু দিন পরিচিত বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। তফাৎ এই যে বিজ্ঞাপনের ছবিব মত গকগুলি এখানে সজীব হইয়া চরিতেছে।

প্রথমে ভ্রম হইল, জমাট ছুঙ্কেব বিরাট বিজ্ঞাপন এই অজানা দেশের ধূসব আকাশের গায়ে কোন চতুর শিল্পী ভ্রান্তিবিলাস অভিনয়েব আয়োজন উপলক্ষে আঁকিয়া দিয়াছে! পশুগুলি নদীর তীরে এবং গভীর উপত্যকার মধ্যে চরিতেছে। ধাত্তের নিতান্ত অসম্ভাব না থাকিলে, কবিব কল্পনায় “ধনধান্ত পুষ্পে ভরা বসুন্ধরার” কথা বসিতাম। শস্তপুষ্প ফলভরা বলিতেই হইবে। কোথাও সেই জীবপ্রবাহ নিত্য-অপরিচিত সূর্যালোক লোফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। কখন বা বৃষ্টি-শীতে কম্পিত দেহে তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। পথে রোদ্র, মেঘ, বৃষ্টি—সকল অভিনয়ই বিশিষ্ট রূপে দেখা গেল। লম্বা লম্বা সারি সারি আঙ্গুরের ক্ষেতগুলির শোভা বড়ই মনোহর। .কৃষক,

পৃষ্ঠে জলেব পাত্র বাঁধিয়া, নলে কবিয়া গাছগুলি ধীবে, যত্নে, সন্তুর্ণণে ধুতয়া দিতেছে। অক্টোবর মাসে ফলগুলি অগণন আত্মাৰ ধবংস সাধন কবিয়া, কৃষকেব জন্তু অগণন ধনবত্ন প্রসব কবিবে।

অকস্মণ্য অথচ উচ্চশিৰ “পপ্লাম”, নিম্নশিৰ অথচ ফলশালী মলিভ, শোকল্লান সাইপ্রাসেব সাৰি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্ৰকে পবম্পব হইতে পৃথক বাখিয়াছে। শ্ৰেণীবদ্ধ এই সকল কৃষকবাজিৰ সাহায্যে কৃষিক্ষেত্ৰগুলি খেন স্তম্ভজিত উত্তানেব মত দেখাইছে। কোথাও গিৰি-শিৰ নিবিড বনজঙ্গলে পৰিপূৰ্ণ, আবাব কোথাও স্তকোমল তৃণদাবা যেন কাপেটমণ্ডিত। কোথাও বহু উচ্চে, কোথাও বহু নিম্নে সমতল ক্ষেত্ৰ পৰ্বত গাত্ৰে ক্ষুদ্ৰ পল্লিগ্রাম, কচিং বা বৃহত্তৰ নগৰী।

আমাদেব সহৰেব বাডীগুলি যেমন অত্যন্ত গাষে গাষে গাথা, এথানেও সেইকপ। দেশে এত উন্নত প্রান্তৰ থাকিতে নাথায় একস্থলে কেন এত জনতা কবে ইহাব তথ্য এখনও নিবাকবণ হয় নাই—হইবেও না।

আমাদেব দৈন তাবাকা, এবিগম, লাযো, ভেলেনটয়া, ডিজন, লা বোৰি এই সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেশনে দাড়াইল। কিন্তু সৌন্দৰ্য্য সৌষ্ঠবে পথপাশ্বস্থ গৃপব গ্রামগুলিও অপ্রধান নহে। ইতিহাসে, াহিত্যে, শিল্পে দক্ষিণফ্রান্সেব এই ক্ষুদ্ৰ বা বৃহৎ পল্লি ও সহৰগুলি বিশেষ বিখ্যাত।

কৃষকদিগেব ক্ষুদ্ৰ কুটীৰগুলি বড স্তম্ভব। পাথৰেব বা Reinforced Concrete এব দেওবালে লাল কিংবা নাল খোলাব ছাদ। এ সকলেব বিস্তাৰিত বৰ্ণনা একপ প্রবন্ধে অসম্ভব ও নিস্পয়োজন। কাৰণ আমি গাইডবুক্ লিখিতে বসি নাই। লিখিবাব সাধ্যও নাই। সকল স্থানেব সম্পূৰ্ণ বিবৰণ এ ভ্রমণ-কথাৰ উদ্দেশ্যও নয। যাইতে যাইতে যাহা দেখিতেছি এবং দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি, প্ৰিয়জনকে সে আনন্দেব কিছু অংশ দিবাব চেষ্টা কবিতেছি মাত্ৰ।

এক এক স্থানেব অট্টালিকা ও নগৰ বৰ্ণনা কবিতে এক একখানি পুস্তকেব প্রয়োজন হয়। একপ পুস্তকও বিস্তৰ আছে। তাহা পাঠ

করিয়া ও তদনুসারে নগর দর্শন করিবার সময় ও সুবিধা আমার নাই। মানবহস্ত নিৰ্ম্মিত নগর অপেক্ষা এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান দূর হইতে দেখিয়া বড় তৃপ্তি পাইলাম।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে আমি বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ শোভাসম্পদ দেখি নাই। কাশ্মীর প্রদেশের শোভা কতকটা এইরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাশ্মীর গিয়াছিলেন একথা আমি কখনও শুনি নাই। কিন্তু তিনি ফ্রান্সে বহুদিবস কাটাইয়াছিলেন।

মার্সেল্‌স নগরে তাহার চতুর্দশপদী অনেক কবিতার সৃষ্টি হয়। আমার বিশ্বাস, ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে তিনি দণ্ডকারণ্যের যে সুন্দর বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এই দক্ষিণ-ফ্রান্সেব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। নাসিকাচ্ছেদ-ধন্য নাসিকনগরের নিকটে ত এরূপ কিছুই দেখি নাই!—একথা পূর্বেই লিখিয়াছি। যদি ফ্রান্স হইতে প্রতি-গমনের পর মাইকেল “মেঘনাদবধ” লিখিতেন, তবে বলিতাম দক্ষিণ-ফ্রান্সের দৃশ্য দেখিয়া মাইকেলের দণ্ডকারণ্য বর্ণনা বচিত। ইতিহাস অতীত বল, কারণ মেঘনাদবধ মাইকেলের ফ্রান্সযাত্রার পূর্বে রচিত।

সীতা সরমাকে দণ্ডকারণ্যে সঙ্কোচন করিয়া বলিয়াছিলেন—“সে কান্তার কান্তি আমি বর্ণিণ কেমনে?” মহাকবির অতুল সৃষ্টিতে বাহা সুসম্পন্ন হয় নাই, তাহা আমার দ্বারা হইবে কি প্রকারে। কবির অমর ভাষায় আমিও সেই খেদের পুনরুক্তি করিয়া, এই অসাধ্য কার্য হইতে বিরত হইলাম। সমস্তদিন প্রাণভরিয়া এত সৌন্দর্য্য আকর্ষণ পান করিয়া মন যেন শান্ত হইয়া পড়িল।

বড় বড় ষ্টেশন ছাড়া আমাদের ট্রেন কোথাও থামিল না। কোন্‌ গাড়ী, কোথায় যাইবে, তাহা জানিবার জন্ত যাত্রীদিগকে দোড়াদোড়ি করিতে হয় না। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বে একথা জানাইয়া দিবার জন্ত বড় বড় অক্ষরে লেখা (Paris Rapide) এই সাইন-বোর্ড টাঙ্গাইয়া দিল।—আবার গাড়ী ছাড়িবার সময় সেই সাইনবোর্ড সরাইয়া লইল।

দিনের মধ্যে প্রতি ষ্টেশন দিয়া এত অধিক সংখ্যক গাড়ী যায়, যে এইরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে যাত্রীর স্রবধা হইতেই পারে না। এক (প্যারিস নর্ড) ষ্টেশন দিয়া নাকি প্রত্যাহ ২২০০ ট্রেন ভিন্ন ভিন্ন লাইনে যাতায়াত কবে! বাপারটা কি ভাবিতেও সময় লাগে। আজকাল প্যারিস নর্ডের অতুলকরণে আমাদের মামুলী শিয়ালদহ ষ্টেশনেও “North Station” হইয়াছে। ট্রেন পাঁচ মিনিটের বেশী কোথাও থামিল না। এক্সপ্রেস প্যারিস পৌঁছিতে এগার ঘণ্টা লাগে; আমাদের তেরঘণ্টা লাগিল। রবিবার অনেকে আমোদ-আহ্লাদের জন্ত ফণ্টেনব্রোঁ মর্লে প্রভৃতি উপনগরে যাতায়াত করে। সেই সকল গাড়ীর জন্ত আমাদের প্যারিসেব উপকর্ণে পৌঁছিয়াও ষ্টেশনে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইল। বিশেষতঃ সেদিন উত্তর-প্যারিস (Paris Nord-এব ঠিক বাহিরেই বেলদুর্ঘটনা হইয়া কয়েকজন মারা পড়িয়াছে। সেইজন্ত ট্রেন রাতে এখন একটু অধিক সাবধান হইয়া চলে। জাহাজেই বল, রেলেরেই বল, রাস্তাতেই বল, আর ঘরেই বল, যখন দুর্ঘটনা হইবার তখন কাহার সাধ্য রক্ষা করে? “রাখে কৃষ্ণ মাঝে কে, মাঝে কৃষ্ণ রাখে কে”?—এই মন্ত্বেব উপর যদি অটল বিশ্বাস রাখা যায়, তবে চিন্তাব কারণ কি? ভগবানে স্থির নির্ভর করিয়া এ সকল বিষয়ে ভয় রাখিবার প্রয়োজন নাই; তবে সাধ্যমত সাবধানতা ত্যাগ করা উচিত নহে। জানিয়া শুনিয়া বিপদের মুখে যাওয়া বাতুলতা।

যখন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। কুলী (Porter) পাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। অগত্যা—“ক্ষেত্রে কৰ্ম্ম বিধীয়তে” ভাবিয়া নিজেরাই কোন রকমে নাল নামাইয়া লইয়া, মোটরে চড়িয়া হোটেলো আসিলাম। সমস্ত দিন শ্রান্তির পর রীতিমত আহারে রুচি হইল না। সামান্য কিছু খাইয়া শয্যাশ্রয় লইলাম।—দীর্ঘ দিবসের পথশ্রমের পর পাপপুণ্য বিলাসব্যসন, সৌন্দর্য্য-শোভা, সং ও অসং, সাহস ভীকতা এবং জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থল প্যারিসের ক্রোড়ে স্ননিদ্রার অভাব হইল না।—

## প্যারিস ।

প্যারিসপার্শ্ব প্রবাহিত সেন্ নদীর তীর দিয়া রাত্রে ষ্টেশন হইতে হোটেল আসিলাম। প্যালেস অব্ জষ্টিস্, ফরেন্ অফিস, টাউনহল, প্যালেস ডি, কনকর্ড, অপেরা, ক্যাম্পস্ ডি অলিস প্রভৃতি পথে পড়িল। পথে পড়িল Louvre, যাহার নাম আবাল্য পবিচিত ও যাহা শিল্পচাতুর্য্য ও কলাবিষ্ঠা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বিখ্যাত। রাত্রের ঘন অন্ধকারে তাহার দীপোদ্ভাসিত অথচ ছায়াম্বান গাভীরা দেখিতে দেখিতে কত কথাই মনে উদয় হইতে লাগিল। হলান্ডের রাণী উইলহেলমিনা প্যারিস-দর্শনে আসিয়াছেন। তাহার অভ্যর্থনার জন্ত আলোকমালা ও আতস-বাজীর প্রদর্শনীও পথে কতক দেখিতে পাইলাম। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র থাকিলেও বৈদেশিক কোন রাজা বা রাণী আসিলে ফরাসীরা যেরূপ আদর অভ্যর্থনা কবেন তাহাতে মনে হয় যে, তাহার। নিজের রাজারাণী হারাইয়া প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীতে যেন বড় সন্তুষ্ট নয়। সময় ও সুবিধা পাইলেই রাজ-অতিথির পূজা-সম্মান, পূর্ব রাজ-পূজা-প্রিয়তার পরিচয় দেয়। ধুমধাম ফার্সী জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বলিয়াই রাজপূজা-প্রিয়তার এত আধিক্য, মনে হয়। প্রজাতন্ত্র-শাসিত আমেরিকা দেশেও যুরোপের লর্ড ও কাউন্টদিগের যে সমাদর, লর্ড পুত্রকে কন্যাদান করিয়া আমেরিকার ধনকুবেরগণ যেরূপ ধন্ত হয়, তাহা দেখিয়া মনে হয়, যুখে প্রজাতন্ত্র ভাব কার্য্যে ও মনে রাজ-পূজাপ্রিয়তার সহিত দিসম্বাদী নয়। আমাদের ভূতপূর্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড সর্বদা ফ্রান্সে আসিয়া আমোদপ্রমোদময় প্যারিস নগরে রাজোচিত আতিথেয় সম্মানিত হইতেন এবং তাহারই বলে যুরোপিয়ান রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রান্তঃসরণীয়া জননীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ব্রিটিশ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, যুরোপবাপী সমর-আশঙ্কা দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন। মহারাণী



ভিক্টোরিয়া ও মহারাজ সপ্তম এডওয়ার্ড জগতের শান্তি-রক্ষা বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জার্মান-সম্রাটের উন্মাদ সমরপিপাসা শান্তিকল্পে যদি মহারানী ভিক্টোরিয়া বা মহারাজ এডওয়ার্ডের ত্রায় মোহিনী-শক্তি প্রয়োজিত হইতে পারিত, তাহা হইলে সমগ্র যুরোপ আজ কলি বুরুক্ষেত্রেব রক্ত-স্থল হওয়া সম্ভব হইত না ; এবং সে লীলা-তবঙ্গ সুদূব ভারতের শান্তি ও সম্পদ ধ্বংসেও সক্ষম হইত না ।

বর্তমান গ্রিস অব্ ওয়েলস এখন বিদ্যাশিক্ষার্থে ফ্রান্সে বহিষ্কৃত হইয়াছেন ও কয়েক মাস থাকিবেন । মবোকোতে ফরাসী ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে ফ্রান্সেব বড় সুবিধা হইতেছিল না । সে জন্ত ফরাসীরা কিছু ত্রিয়মাণ । প্যারিসের চিব-আমোদ-প্রফুল্ল পথঘাটেও আমোদ-প্রমোদেব বাহুল্যও কিছু কম । হলাওগুথবী উইল্‌হেল্মিনাব শুভ-আগমনে প্যারিসবাসীরা তাঁহার অভ্যর্থনা-অবসবে আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ করিয়া আপনাদিগকে একটু উৎফুল্ল করিয়া লইতেছে মাত্র । প্রতিদিন প্রাতে সংবাদপত্র খুলিয়া দেখা যায়, সুসভ্য যুরোপেব বা আমেরিকাব কোন না কোন প্রবলজাতি, কোথাও না কোথাও, একটা না একটা লড়াই-ঝগড়া লইয়াই আছে ! সৰ্ব্বদাই পবেব দেশে যুদ্ধ বাধাইয়া, নিজেব ক্ষমতাবৃদ্ধিৰ জন্ত সভ্যজাতিমাত্রেই নিশিদিন চেষ্টা কবে ; অথচ তাহাদেব ইহাতে কি সুখশান্তি বাড়িতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । আমাদের এ ব্যবসা বহুদিন গুচিয়াছে, তাই বোধ হয় বুঝিতে পারি না ; কিংবা ভগবৎ-রূপায় আমরা এ বুদ্ধি-শক্তির কিছু-উপরে উঠিয়াছি । নিশিদিন বণবেশে থাকিলে, পরস্পরে—সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিলাম-ডাকের মত জাহাজ ও নৈমিত্ত্য বাড়ানর ডাক বৎসরের পর বৎসর, বাড়িয়া, শান্তিপ্রিয় প্রজার শান্তিসুখের বাধা দিয়া, রণসস্তার বৃদ্ধি করিলে একদিন জগৎপ্রলয়কারী সমরমহানল প্রজ্বলিত হইতেই হইবে ;—একথা যাহারা বরাবর বলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের কথা সফল হইয়াছে,—রক্তশ্রোতে ধরা প্লাবিত হইয়া পবিত্র হইবে, কি বীভৎসতর হইবে, সৰ্ব্বনিয়ন্তাই তাহা জানেন । চিত্রের অপরাধ বুঝিতে যুরোপের বহুদিন লাগিবে ।—

পবদিন প্রভাতে নরসুন্দবগৃহে ক্ষৌৰকৰ্ম সমাধা কবিয়া আসিলাম। জাহা-  
জেব নাপিত অপেক্ষা এব্যক্তি লোক ভাল; অতি যত্ন কবিয়া সুন্দবভাবে  
কামাইয়া দিল। দোকানঘবেব সাজসজ্জা ও দোকানীদিগেব এইরূপ ভদ্রতা  
একবাবে বশ কবিয়া ফেলে। কামাইয়া ফিবিয়া আসিবাব পব হোটেলের  
খানসামা প্রভু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংবাজীতে বলিল “আপনাকে বড় সুন্দব দেখা-  
ইতেছে।”—অর্থাৎ একদিন বেলে আবদ্ধ হইয়া না কামানতে এত অসুন্দর  
দেখাইয়াছিল,—সত্য ফবাসীভাবে তাহাই কপাস্তবে বলা হইল। নতুবা  
ফান্সেব বাজধানীতে পদার্পণ কবিয়াই আমাব লুকান-সৌন্দর্য্য মুকুলিত হইয়া  
উঠিল—উছলিষা উঠিল, তাহা বোধ হয় “গাঁস” (Garçon)এব প্রতিপাত্ত বিষয়  
নহে। নাপিতেব দোকানেব সহিত তাহাব হযত কমিশনেব বন্দোবস্ত থাকে;  
এই সকল হাল্কা কথায় যাহাদেব মাথা গবন হয়, তাহাদেব বিলাতে আসিয়াই  
বহিবাঙ্কতিব উপব এত লক্ষ্য কেন হয়, তাহা বোঝা শক্ত নয়। আমাব  
আধ-পাঞ্জাবী পাগড়ী ও ওভাকোট খোসামোদেব স্ত্রীভাষায় ভিজিয়া শীঘ্র  
কপাস্তবিত হইবে তাহাব সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।

ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিতে বাহিবে একলা বেডান বড় সুরবিধাব নহে। চক্রবর্তী  
মহাশয় যাহাদেব বাড়ী উঠিয়াছিলেন, তাহাবা ১২টাব সময় আমাকে আহাবেব  
নিমন্ত্ৰণ কবিয়াছিলেন। আহাবাদিব পব নগবভ্রমণে বাহিব হওয়াই সাব্যস্ত  
কবিলাম। সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছিল কিন্তু কদী মোজার্ট—যেখানে চক্রবর্তী  
মহাশয় উঠিয়াছেন, অধিক দূব নহে বলিষা পদব্রজেই বাহিব হইলাম।  
বিদেশে একা পথবাট চিনিয়া চলা-ফেবাব অভ্যাসেব সময় আসিষাছে। ভাষা-  
জ্ঞান সাহায্যবাতীত যুবোপীষ সহবে এই প্রথম একলা বাহিব হওয়া। পাগড়ী  
দিকে সকলেরই দৃষ্টি যেন কিছু ঘন ঘন পড়িতেছে।

ফবাসী, কষ, মুসলমান, তুর্কী, ইজিপ্সিয়ান—অনেকে এখানে আসে এবং  
বাধ্য হইয়া ঝটিতি বেশ-পবিবর্তন কবে। ছাঁকা-ভারতীয় পাগড়ী বোধ হয় বড়  
বেশী দেখা যায় না। অনেক পথিক, অপবিচিত লোক দেখিয়া সম্মানের  
সহিত সেলাম কবিল; দেখিয়া একটুখানি খটকা লাগিল। তাব পর বুঝিলাম,

ইহা ফরাসী ভদ্রতাব বীতি। অপবিচিত হইয়াও পথে খাতিবেব কটী হইল না। এটা শুধু পাগড়ীৰ কুপায়। স্থানান্তবে মাথাৰ পাগড়ী পথে গড়াগডি যাইবে কি না, জানি না।

বাড়ীৰ নম্বৰ জানা ছিল,—নম্বৰে ত পৌছিলাম। নীচে দোকান ঘৰ। সাততলা—বাজাব বাড়ীৰ মত বাড়ী। এমন বাড়ীতে একজন গৃহস্থলোক বাস কৰে, সহসা বিশ্বাস হইল না। পল্লী গাম হইতে সহবেব বড় মানুষেব বাড়ী তত্ত্ব-আনা কিএব মত সিকানাটি দোকানদাৰদেব দেখাইতে তাহাবা ঘটকেব ভিতৰ পথ দেখাইয়া দিল। একজন স্ত্রী দ্বাববান (?) আসিয়া লিফ্টে তুলিয়া দিল। লিফ্ট চালকেব বিনাসাহাব্যে নিজেই উঠিতে লাগিল। অত্ৰাশ্ৰ জায়গায় লিফ্টে একজন পৰিচালক থাকে; কিন্তু ইহাতে কেই নাই। ক্রমশঃই উপবে উঠিতে লাগিলাম, একটু ভয়ও হইল। মনে হইল, সমুদ্র তবঙ্গ এড়াইয়া শেষে লিফ্ট-বঙ্গে বুকি প্ৰাণ যায়। যাহা হউক, অবশেষে সকলেৰ উপবেব তালায় আসিয়া লিফ্ট থামিল, আমিও দবজা খুলিয়া নামিয়া পড়িলাম। গৃহকত্ৰী, চক্ৰবৰ্ত্তী এবং কিটলী সাহেব আসিয়া অভ্যর্থনা কৰিয়া বসাইলেন।

ম্যাডাম লি ক্ৰেক্ নামী একজন নিমন্ত্ৰিতা ছিলেন, তাঁহাব সহিত আলাপ পৰিচয় হইল। ইনি টানিয়া টানিয়া অল্প ইংবাজী কহেন; কিন্তু তাডাতাড়ি ইংবাজী বলিলে বুকিতে পাবেন না। তাঁহাব ইংবাজী এবং আমাব ফরাসী লইয়া কষ্টেস্টে কথাবার্তা অনেক হইল।

প্যাবিস্-বমণী বলিলে বিবাস-তবঙ্গে নিৰ্ণাদিন হাবুডুবু একটা বিকৃত কিম্বাকাব জীব বলিয়া যাহাদেব ধাবণা, তাঁহাদেব এই শ্ৰেণীৰ স্ত্ৰীলোকেব সহিত আলাপ হওয়া উচিত। বারোঁ ষ্টেশনে ম্যাডাম জেলোনা ব্লেক বলিয়া আব একজন ভদ্রবমণী অভ্যর্থনা কৰিতে আসিবাছিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহাব ক্ষুদ্ৰবী ভ্ৰাতৃপুত্ৰীকে দেখিয়াও এই কথা মনে হইয়াছিল।

গৃহকৰ্ত্তা পেবী বাৰ্টা কোনও বেলেব ডাইবেষ্টাব। তাঁহাব স্ত্ৰী, জাতিতে ইংবেজ—বহুকাল ফ্ৰান্সে বাস কৰিয়া পুবা ফৰাসী হইয়া গিয়াছেন।—তাঁহাকেও এইৰূপ উচ্চশ্ৰেণীৰ স্ত্ৰীলোক দেখিলাম। ইংলেণ্ডে বা ফ্ৰান্সে আসিলে

কেবল দুই স্ত্রীলোক ঘরে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিদেশীর অধঃপাত ও সৰ্কনাশ তাহাদের একমাত্র কার্য্য, ইহা মনে করা বড় ভুল। ভালমন্দ সৰ্ব্বত্রই আছে। বাহারা মন্দ এবং মন্দ চেষ্টায় আসে, তাহাদের চক্ষে যে মন্দই পড়ে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

আহারাদি ও কথাবার্ত্তাব মধ্যে মুসৌ বাটী বালিলেন, যে যদি প্যারিগেব য়ুনিভার্সিটি সোবো দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তিনি বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন ; কিন্তু কিছু বিলম্ব হইবে। আমি বুধবার লণ্ডনে যাইব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন বিলম্ব হইলে যদি য়ুনিভার্সিটি দেখিয়া যাওয়া যাইতে পারে, সে স্নবিধা ত্যাগ করা উচিত বোধ হইল না। যখন অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ জন্মগ্রহণ কবে নাই, তখন ফ্রান্সের সোবো এবং স্পেনের কর্ডোভা বিহার মর্যাদা বক্ষা করিয়াছিল। আমি যে উদ্দেশ্যে বাহিব হইয়াছি, তাহাতে সম্ভবতঃ এই পীঠস্থানগুলি যথাসম্ভব না দেখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। এক দিন কেন, এক বৎসর থাকিলেও প্যারিসের সকল দৃশ্য উত্তমরূপে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু সে সব দেখা স্নবিধা না হইলেও য়ুনিভার্সিটি না দেখাটা ভাল হইবে না, মনে হইল।

আহাবাস্তে মোটরে কিটলী সাহেবকে লইয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। আজ সোমবার। মিউসিয়াম্ প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ। ইংলণ্ডের মত রবিবারে এসব জায়গা বন্ধ থাকে না। ফরাসীরা বলে যে, ববিবাবে যখন সকলে ছুটি পায়, তখন সকলের দেখিবার স্নবিধার জন্ত ববিবাবে এই সব জায়গা খোলা রাখা উচিত। পরিক্ষার করার, ও কর্ম্মচারীদিগের বিশ্রামের জন্ত রবিবাবের পরিবর্তে সোমবার বন্ধ থাকে। ইংলণ্ডেও ক্রমশঃ এই চলনের প্রাজ্জ্বল্য হইতেছে। বাহিরে বাহিরে যতদূর দেখা যাইতে পাবে, সহর দেখিয়া বেড়াইলাম। কিটলী সাহেব অনেক বাব ফ্রান্সে আসিয়াছেন, ফরাসীর মত ফ্রেঞ্চভাষা কহিতে পারেন। তাঁহার যতদূর জানা আছে, সকল স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন। নিজের অগাধ ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞা এবং ইতিহাস জ্ঞান ও জনশ্রুতির সাহায্যে বাকীটা গড়িয়া লইতে হইল।

মোটর, অম্নিবস্, ট্রাম, মাটর নীচে বেল, ঘোড়ার গাড়ী, ঈমার, ও পদব্রজে অসংখ্যলোক ক্রমাগত চলিয়াছে। এক ব্লক কোর্ট হাউস ষ্টাট লইয়া কলিকাতার গর্ভ-অহঙ্কার। প্যাবিসেব সামান্য গালিঘুজিতেও সেকপ দোকান-বাড়ী বিস্তর আছে। আক ডি টায়াক্স হইতে প্যালেস্‌ডিলা কনকড পর্য্যন্ত যে বাস্তা গিয়াছে, তাহার মত প্রস্তু ও সুদৃশ্য বাস্তা এখনও নাই, শুনিয়াছি। চোমাখার উপর বিস্তার খোলা জাম্‌গাব মধ্যস্থলে “বিজয় তোবণ” বা আক ডি টায়াক্স, প্রকাণ্ড পাথরের ফটক—নেপোলিষনেব বিজয়কীর্তিব ধ্বজা। অনেকগুলি স্থানব প্রস্তবমতিতে তাহা স্থশোভিত। সেখান হইতে অল্পে অল্পে বাস্তা উঠিয়া গিয়াছে। পথে Champs de Elysee “সাঁজ দে ইলিসী” (দস্তবনও ফবাসী উচ্চারণ লিখিলাম, চিবকাল ষ্টাট “স্লাম্প্‌ ডি ইলাইনী” লিখিলাম না)। বাস্তাব দুই দিকে বাগান, তৎপব আহার বাস্তা, আবাব বাগান। বসিবাব চেয়াব-বেঞ্চ আছে। মাঝে মাঝে কনসার্ট হল সেলুন ইত্যাদিও আছে।

১৮৯০ সালেব একজিবিশনেব সময় নিশ্চিত প্রকাণ্ড বসেবকটি বাডা দেখিলাম। সেই সময়েই জগদ্বিখ্যাত আইফিল টাউয়াব (Eiffel Tower) নিশ্চিত হয়, পৃথিবীর মাধ্য ইহা সর্বোচ্চ, বাড়ী প্রায় হাজার টু উচ্চ এক্ষণে ইহা শবহীন টেলিগ্রাফেব প্রধান ট্রেশন হইয়াছে। নিকটেই গ্রেট হইল বা নাগব-দোলাব মত বহৎ চক বহিয়াছে। উপরে উঠিলে সমস্ত প্যাবিস ও তাহার বাহিবেও বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অমাদেব দেশে একজিবিশন, কি সন্মার্ট-আগমনেব সময় যেমন সমস্ত ফাঁস কাগাজব বাড়ী ও ফটক কবিতা টাকাব শ্রদ্ধ কবা হয়, এখানে তাহা নহে। স্থায়ীভাবে প্রয়োজনীয় বাড়ীঘবদ্বাব তৈয়াব হইয়াছে। ইহাতে খবচ ও সময় বেশী লাগে বটে, কিন্তু যাহা হয় তাহা অল্প অল্প প্রয়োজনীয় কাজে লাগিতেছে। একজিবি-শনের সময় আইফিল টাউয়াবেব উপর, প্রক্তি তলায় ও ঘবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ আহার, অভিনয়, আমোদ-প্রমোদেব বন্দোবস্ত ছিল, এখন তাহার সে কাজ শেষ হইয়াছে। এই টাউয়াবে এখন শবহীন টেলিগ্রাফেব

প্রধান ট্রেন হইয়া, এই যুদ্ধের সময় মরক্কোর সহিত তারহীন-বার্তা কাদান-প্রদান করিয়া, জাতির ও গবর্ণমেন্টের কত সাহায্য করিতেছে। ইহাতে উত্তিবাৰ লিফট খারাপ হইয়াছে বলিয়া উঠিতে পারিলাম না।

তাবপৰ ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ বাজপ্ৰাসাদ লুভাব দেখিলাম। ভিতবে প্ৰকাণ্ড বাগান;—বাগানেৰ পাৰিপাট্য নাই বটে, কিন্তু তথায় যে সমস্ত প্ৰস্তৰ-মূৰ্ত্তি বহিয়াছে, তাহাব একএকটি এক এক দিন দেখিলেও শিল্পচাতুৰ্য্যেৰ যথার্থ টেশলকি হয় না। প্যাবিসেব পথে, মাঠে, পুলেব উপৰ একপ শতশত প্ৰস্তৰ-মূৰ্ত্তি যথার্থই যেন ছড়ান বহিয়াছে; তাহাব সংখ্যা কবাই দুকহ—সবিস্তাৰ বৰ্ণনা ত দেবেব কথা। পুৰাতন বাজাদেব সময়, নেপোলিয়নেব সময়, প্ৰজাতন্ত্ৰেব সময়—সকল সময়েই তাস্কব এবং চিত্ৰশিল্পীৰ প্ৰচুব আদৰ হইয়াছে। এখন ধনী আমেৰিকাবাসীবা সেই সমস্ত মূৰ্ত্তি ও চিত্ৰ প্ৰচুব মূল্য দিয়া লইয়া যাউতেছে;—কাৰণ ফবাসীবা আত্মমৰ্য্যাদা ভুলিয়াছে। পতনোন্মুখ গৃহস্থ যেমন পৈতৃক আমন্যেব বহুমূল্য-দ্ৰব্যাদি জলেব দামে, মাত্ৰ আহাৰ্য্যেৰ বিনিময়ে, বিক্ৰয় ক'বয়া বসে—এখন ফবাসীদিগেৰও যেন কতকটা সেই দশা ঘটিয়াছে। যাহা কেন, ইংলণ্ড হইতেও শিল্পচাতুৰ্য্যেৰ গৰিমাব আদৰ্শ-স্বৰূপ অনেক জিনিগহ খন-গৰ্জিত আমেৰিকায চলিয়া যাউতেছে। ফবাসী-বিপ্লবেৰ সময় অদ্ভুত শিল্প-কাৰ্য্যজড়িত টুইলিবিগ্ (Tuileries) প্ৰভৃতি রাজপ্ৰাসাদ অগ্নিদাহে ধ্বংস হইয়া যায়। হোটেল ডি ভিলি প্ৰভৃতি এক একটি প্ৰাসাদ পুনৰ্নিৰ্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু লুভাবেব পাৰ্শ্বে যে Tuileries ছিল, তাহা আৰ পুনৰ্নিৰ্ম্মিত হয় নাই। লুভাব বলিতে একত্ৰশ্ৰেণীবদ্ধ অনেকগুলি অট্টালিকা বুঝায়। এখানে ফ্ৰান্সেব শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰ ও কলা বিজ্ঞাব সমস্ত নমুনা সযত্নে বৰ্জিত; সরকারী আফিস ও সেক্ৰেটাৰিয়েটও এইখানেই; রাজা গিয়াছেন, তাই রাজ-প্ৰাসাদেৰ আৰ গৰিমা নাই। যেখানে রাজা-বাণী বিৰাজ কৰিতেন, সেখানে বিপ্লবতন্ত্রী সেক্ৰেটাৰী মদগৰ্কে রাজ-অভিনয় কৰিতেছেন!

ক্ৰমশঃ নেপোলিয়নেৰ সমাধিস্থল ইন্ডালিডেগ্, ইন্টিটিউট অব্ ফ্ৰান্স, চেম্বাৰ অব্ ডিপুটিগ্ প্ৰভৃতিও এইরূপে \*তাড়াতাড়ি দেখা হইল। বড় বড়

দোকান ও জগতের ফ্যাশনের নেতা প্যারিসের বস্ত্রশিল্পীদিগের কার্যক্ষেত্রও দেখা গেল; আবার হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল-র দোকানের মত গৃহস্থ-গরীবের সস্তায় জিনিস পাইবার “Stores”ও অনেক দেখিলাম। স্থানে স্থানে ঠেলাগাড়ী কবিতা ফুল-ফণা বিক্রয় হইতেছে। সহবেব মধ্যস্থলে (Notre Dame) গির্জা যেকপ দেখিলাম, সেরূপ আর কোথাও কিছু দেখিব কি না জানি না;—ভিক্টর হিউগোব পুস্তকখানি নিকটে থাকিলে আজ রাত্রি জাগিয়া আশ্বস্ত আশ্রয় পড়িতাম।

যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনাব সাধ্য আমাব নাই। আমি অসম্পূর্ণ অপ্রকৃত বর্ণনাচেষ্টায় বুঝা সেই দেশবিখ্যাত, জগদ্বিখ্যাত, পবমার্থ-প্রধান স্থানের অবমাননা করিব না। বাহ্যদৃশ্যে দেখিবাব বিশেষ কিছুই নাই; স্থপতি-কৌশল অবশ্য যথেষ্টই আছে। ফ্রান্সের রাজা-বাণীদেব মূর্তি, ঋষিগণের মূর্তি, ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়া যাহাবা “Martyr” হইয়াছেন, তাহাদেব মূর্তিতে মন্দিরের বহির্ভাগ অলঙ্কৃত। সোন নদীতটে গির্জা-সংলগ্ন উদ্যানটির শোভাও অতিশয় মনোহর; হ্রদও চাহিয়া দেখিতে হয়। দেখিলাম, একজন চিত্রকব তন্ময় হইয়া পূর্বদিকের উচ্চচূড়ায় বসিয়া চিত্র আঁকিতেছে।

কিন্তু ভিতবে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাব তুলনায় বাহিরের দৃশ্য কিছুই নহে। মিন্টনকথিত “Dim religious light” কথার অর্থ এতদিন ঠিক বুঝি নাই,—Notre Dame, “মা আমাব”, কথার অর্থও যুবোপীয় পরিকল্পনাব গুণতত্ত্ব এতদিন সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই—আজ বুঝিলাম; কিন্তু বুঝাইবাব ক্ষমতা নাই। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শুধু যে শিল্পী ছিলেন, তাহা মনে হয় না। তিনি পবমার্থভাবে অনুপ্রাণিত—ভক্তিমান কবি ও দার্শনিক ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মধ্যস্থলের হলটি অতিদীর্ঘ ও অতি উচ্চ;—এই উচ্চতাতাই ইহার মৌল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। চারিদিকের জানালায় অতি সুন্দর বিচিত্রবর্ণের সায়সী (stained glass window); তাহাতে পুরাতন ধর্মকীর্তিসমূহ সুন্দরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া

স্বর্ধারশ্মি স্নানভাবে আসায়, মন্দিরের dim religious light অত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। হলেব দুই দিকে উচ্চ গথিক থামের মধ্য দিয়া double aisle; তাহার পব ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত কয়েকটি চ্যাপেল। মাংটাতে সেট জন চার্চ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মানান-মত ছিল; এবং ছাদ বহু উচ্চ হইলেও সুন্দররূপে আলোকিত। কিন্তু উজ্জল আলোকের অভাবই Notre Dame-এর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বলিয়াই মনে হয়। যীশু খৃষ্ট ও তাঁহার ভক্ত অম্লচববৃন্দের মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থাপিত;—ধূপ দীপ-পুষ্পদানে শত শত ভক্ত জাহ্নু পাতিয়া মুদিত নয়নে পূজা করিতেছে; দেখিয়া নাস্তিকেব হৃদয়েও ভক্তি-ভাবের উদ্বেক হয়। সাধারণ তীর্থস্থানে গোলমাণ, চীৎকাব, পাণ্ডার উৎপীড়ন, ভিখারীব কোলাহলে ধর্ম্মভাব শতক্রোশ দূরে পলায়ন করে; Notre Dame-এ তাহাব কিছু চিহ্নও দেখিলাম না। দানের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা প্রার্থিসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বাজ্ঞ আছে। আর দাবদেশে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নির্ঝাঁক একজন সন্ন্যাসিনী (Nun) বসিয়া আছেন;—ইচ্ছা হয় কিছু দাও, না হয় দিও না।

প্রস্তব-মূর্তিগুলিব মধ্যে কয়েকটি আমাব বড় ভাল লাগিয়াছিল। যীশু খৃষ্টের ক্রশবিদ্ধ দেহ একস্থানে কৃষ্ণবর্ণ পেটিকামধ্যে স্থাপিত, চতুর্দিকে শোকাবুল ভক্তগণ দণ্ডায়মান; পদতলে এক স্কুয়ার ভক্ত শোকে বিবস্ত্র—উন্মাদপ্রায়; শিবোদেশে স্বয়ং “মৃত্যু” আবৃত-বদনে, অবমত-মস্তকে, হাহাকাব করিতেছে—“হায়, কি করিলাম! কাহাকে কালগ্রাসে ফেলিলাম!” জীবন্ত “মৃত্যু”—যম যেন এই কথা হাহা স্ববে বলিতেছে। আব একটি মূর্তি ‘জোয়ান্ অব্ আর্কের’; ফ্রান্সের রক্ষয়িত্রী হতাশনে নিজ প্রাণ দিয়াও দেশেব মান—রাজার মান রাখিতেছেন। কিন্তু যাহা হইতে Notre Dame নাম হইয়াছে, সেই “মা আমার” মূর্তিতে স্থপতি-শিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। যীশুর মাতা, মেরী যীশুর মৃত-মূর্তি কোলে করিয়া হাহাকাব করিতেছেন! প্রস্তরময় সেই বিরাটমূর্তির মধুর-কণ্ঠের ছবি, একবার দেখিলে ভুলিবার নহে। এই



মূর্তিতে মাতৃস্নেহ আছে—শোক আছে—কাতবতা আছে—মধুবতা আছে—  
আব তাহাব সহিত দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাব অপূৰ্ণ-সংমিশ্রণে এক মহান  
দৃশ্যেব সৃষ্টি হইয়াছে। একাধাবে এত ভাবেব বিকাশ শিল্পী কি কবিতা  
করিয়াছেন, তাহা সাধাবণ মানববুদ্ধিৰ অগোচৰ।

প্রথম যে স্থান হইতে এই অপূৰ্ণ দৃশ্য দেখিতেছিলাম, সেখান  
হইতে Sacro Sanct (পবিত্রাদপি পবিত্র) এক বিবাট মূর্তিই  
দেখিয়াছিলাম, অপব দিকে যাওয়াতে চঠাং মন্দিৰ উপৰ আলো পড়িল,  
তাহাতেই এই দিব্যভাব দেখিতে পাইলাম। যেন দৈবরূপায় আনাব  
চক্ষে এই স্নন্দবভাবেব প্রগাঢ় সন্দৰ্ভা প্রতিভাত কবিতাব জগুই আচম্বিতে  
সেই দিক হইতে সেই দিব্য-আলোকচ্ছটা আসিয়া পড়িতে লাগিল।  
আমি মুগ্ধ, শূক, স্তম্ভিত হইয়া সেই মহান দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ধনু  
সেই শিল্পী, যিনি কঠিন পাষাণে কঠিন অস্ত্রাঘাতে কোমলে-কঠিনেব এই  
অপূৰ্ণ-সন্মাবেশ সংঘটন করিতে পাবিয়াছেন। এ যাত্রায় আব কিছু দেখা—  
আব কিছু কাজ—যদি না হয়, এই বিবাট মাতৃমূর্তিৰ একপ প্রকটভাব  
সন্দৰ্শনেই আমাব সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে। ইটালীৰ বহুতব বিখ্যাত চিত্রকব  
এই মাতৃ (Madona) মূর্তি অক্ষয় শিল্পচাতুর্য দেখাইয়া সমবতা লাভ কবিতা-  
ছেন। তাহা দেখা আমাব ভাগ্যে ঘটবে কি না জানি না, না ঘটিলেও  
দুঃখ নাই—Notre Dame দেখিয়া সকল দেখাব সাধ মিটিয়াছে।

৪ঠা জুন, ১৯১১। আজ সকাল হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। তজ্জগু  
ভালরূপে সহব দেখাব কিঞ্চিৎ বাবাত বটিল। যাহা হউক, বেলা ৭টাৰ সময়  
মোটবে বাহিব হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই Pantheon (প্যান্থিয়ন) দেখিতে  
গলাম। গ্রীক মহাপুরুষদিগেব শেষ বিশ্রামস্থানেব নামানুকরণে এই মন্দিবেব  
নামকরণ হইয়াছে। প্রকাণ্ড মন্দিৰ, চূড়াও তল্পযুক্ত। সম্মুখে ভণ্টেয়াবেব  
প্রস্তম্বমূর্তি ও মন্দিবেব দ্বাবে জ্যান জাকোয়েস রুসোব মূর্তি বিবাজমান।  
ঈহাদেব চিন্তা ও চিন্তাপ্রসূত কার্যাবলী ফ্রান্সেব কেন, যুরোপেব অন্তস্তল  
পর্যন্ত কাঁপাইয়া মহাবিপ্লবেব সৃষ্টি কবিতাছিল, সেই মহাপুরুষদিগেব স্মৃতি

কৰ্মক্ষেত্রে তাঁহাদেব প্ৰতিমূৰ্ত্তি দেখিষা শবীৰ বোমাঙ্কিত হইল ; পুণ্যতীৰ্থ-দৰ্শন-ভাবেব আবিৰ্ভাব হইল। মন্দিবেব দ্বাবে ও ভিত্তিগাত্ৰে বহু প্ৰস্তবমূৰ্ত্তি বহিয়াছে। এদিকে আবাব আধুনিক চিত্ৰকবদিগেব অঙ্কিত কতকগুলি অৰ্পকপ চিত্ৰও দেখিলাম। মন্দিৰাভ্যন্তৰ বোমেব St. Peter (সেণ্টপিটৰ)এব অল্পকৰণে নিৰ্ম্মিত বলিয়া প্ৰসিদ্ধি আছে। মধ্য মন্দিবেব চুড়াটি নাকি ২২৩ লক্ষ পাউণ্ড ওজন বলিয়া অনুমিত হহযা থাকে। সেই চুড়াব গম্বুজেব তলে ও ছাদেব খিলানেব চতুৰ্দ্দিকে যে সমস্ত অদ্ভুত চিত্ৰলেখা বহিয়াছে, তাহাব সম্পূৰ্ণ ও বিস্তাৰিত বৰ্ণনা দূবে থাক, শুদ্ধ নামোল্লেখ কবিতে গেলেও পুঁথি বাড়িয়া যায়।

প্যান্থিয়ন মন্দিবেব কেন্দ্ৰস্থলে National Convention ( শ্ৰাশত্ৰাল কন্ভেন্সন ) নামে প্ৰস্তবমূৰ্ত্তিসমূহ সৰ্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শ্বেত প্ৰস্তবেব প্ৰকাণ্ড বেদিব উপৰ ফ্ৰান্সেব গম্ভীৰ মূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠিত। তববাবি কবে বণোন্মুখিনী অথচ স্থিৰা, উত্তেজনাবিহীন, লাসহীনা অপকপ মূৰ্ত্তি। মুখে আশাব, জয়েব, শাস্তিৰ আভা প্ৰকটিত। মহাবিপবেব পৰ প্ৰজাতন্ত্ৰ ঘোষণা সম্বন্ধে অগ্ৰণী ধাস্তন, মিৰাবো, বোবস্পিৰব, মুৰাট প্ৰভৃতি নেতৃগণ চাৰিভিতে উৰ্দ্ধহস্তে জয়ধ্বনি কবিতেছেন, অপৰ স্বাৰ্থে অধ্যবোহণে জেনাবেল অৰ্চেব প্ৰতিমূৰ্ত্তি যেন সৈন্তচালনা কাৰযা প্ৰজাতন্ত্ৰ-স্থাপনেব সাহায্য অভিনয় কবিতেছেন। এই মূৰ্ত্তিগুলিব উভয় পাৰ্শ্বে বাবান্দাব দেওয়ালেব ণায়ে যে সকল প্ৰকাণ্ড ও বহুৱচিহ্নিত স্কন্দৰ চিত্ৰ বহিয়াছে, তাহাব মধ্যে ঋষিবব St. Deime'sএব মৃত্যু, Charlemagneএব অভিষেক, Attila the Hunএব বণযাত্ৰা, Clovisএব বণযাত্ৰা ও পৰিশেষে খৃষ্টদম্ম গ্ৰহণ, জোহান অফ্ আৰ্কেব কাহিনী ও নবম লুইব জীবন-চিত্ৰ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিবেব নীচেব তলা অত্যন্ত অন্ধকাৰ ও ঠাণ্ডা। তথায আলোক ও পথপ্ৰদৰ্শকেব সাহায্য ব্যতিবেকে যাওয়া কঠিন। এইস্থানেই কসো, ভল্‌টেৰাব, জোলা, ভিক্টৰ হুগো, কাবনট, প্ৰভৃতি মহাপুৰুষদিগেব সমাধিস্থান এবং তাঁহাদেব সমাধি-সময়ে যে সকল সম্মানসূচক “স্থায়ী জয়মালা” তাঁহাদেব শেষযাত্ৰাব সহচৰ ও লোকপ্ৰীতিব নিদৰ্শন-স্বৰূপ আসিয়াছিল, তাহাও অতি যত্নে বক্ষিত আছে। একজন

পথপ্রদর্শক প্রকাণ্ড চাৰি লইয়া প্রকাণ্ডতৰ ফটকেৰ পৰা ফটক খুলিতে খুলিতে নীচেৰ তলাৰ দল বাধিয়া যাজ্জিগণকে এই পুখা সমাধি দৰ্শনেৰ জন্তু লইয়া যায় এৰা শুব কবিয়া কবিয়া তাঁহাদেৰ জীৱনেৰ কথা ও গুণাবলী পাণ্ডাশুলভ ভাষা ও ভাবেৰ সাহায্যে ব্যাখ্যা কৰে। মিৰাবো ও মৰাটেৰ সমাধিও এই স্থানেই প্ৰথমে হইয়াছিল। কিন্তু ফৰাসীবিপ্লৱকালে তাঁহাদেৰ অপকন্দ্ৰসমূহ স্মৰণ কবিয়া তাঁহাদেৰ অস্থিবাশি পৰে অসম্মানেৰ সহিত স্থানান্তৰিত কৰা হয়। অতি কঠোৰ নিৰ্বাচনেৰ ফলে প্যান্থিয়নে ক্ৰাফ্ৰেৰ অৱিন্ধৱ-কীৰ্ত্তি মহাপুৰুষদিগেৰ অস্থিই স্থান পায়। বে সে সেখানে প্ৰবেশাধিকাৰ পায় না। মৰণেও জাতিভেদ ঘোচে না। বাজা প্ৰজা, দান ধনী, ধাৰ্ম্মিক অধাৰ্ম্মিকেৰ শেৰ একীকৰণেৰ স্থান বলিয়াই কি ভাবতেৰ মহাশ্মশানেৰ মহাসম্মান! কে জানে?

প্যান্থিয়ন হইতে Pont Alexander, অৰ্থাৎ Exhibitionএৰ সমস্ত কুৰিয়াৰ সম্ৰাট Alexander IIIএৰ সম্মানার্থ নিৰ্ম্মিত বিচিত্ৰ সেতুৰ উপৰ দিয়া Invalides দেখিতে গেলাম। ইহা পৰ্কে হাঁসপাতাল ছিল, নামেৰ উৎপত্তিৰ কাৰণও তাহাই। ষোড়শ লুইৰ ৰাজ্যপাপ্তিৰ পৰা উঠাৰ পশ্চাতে ৰম্য সমাধিস্থান নিৰ্ম্মাণ কবিয়া নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টিৰ শেষ বিশ্রামমন্দিৰ এই স্থানে নিৰ্ম্মিত হয়। নেপোলিয়নেৰ ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে যে সকল ধ্বজা-পতাকা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা যত্বেৰ সহিত এখানে বক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল যুদ্ধে ব্যবহৃত বাশি বাশি কামান ও অস্ত্ৰাস্ত্ৰ অস্ত্ৰশস্ত্ৰাদি বাহিৰে সজ্জিত আছে। যে ফৰাসী ভদ্ৰলোক আমাৰ সঙ্গে ছিলেন, তিনি এ সমস্ত বিষয়েৰ পূৰ্ব্বকথা বিশেষ কিছুই বলিতে পাৰিলেন না; বৰং আমি তাঁহাৰ অপেক্ষা অনেক অধিক কথা অনুমান কৰিয়া বলিতে লাগিলাম দেখিয়া তিনি যেন কিছু বিস্মিত হইতে লাগিলেন। নিজের দেশেৰ গৌৰবেৰ কথা স্মৰণ ৰাখে না—এ বিষয়ে শুধু আমবাৰি অগ্ৰণী বলিয়া মনে কৰিতাম। এখন দেখিতেছি, তাহা নহে। অধঃপতিত বা অধঃপতনোগ্ৰস্ত জাতি মাত্ৰেৰই দশা এই!

নেপোলিয়নের সমাধি-স্থানটি অতি মনোরম এবং ইহা তাঁহার কীর্তিগৌরব স্মরণ করিয়া দিবাব সাহায্যকল্পে সম্পূর্ণ উপযোগী। সেন্ট হেলেনায় প্রথমে রাজবন্দী নেপোলিয়ানকে যেখানে সমাহিত করা হয়, তাহা নিতান্ত সাদাসিধা ধরণেব ছিল। শত্রু প্রতী সম্মানের সে চিহ্নও উঠাইয়া আনিয়া এই মহাসমাধি পাথরের একঘরে বাখা হইয়াছে। যে কামানের গাড়ীতে তাঁহার মৃতদেহ আনা হয়, তাহাও নিকটেই রহিয়াছে। মৃত্যুর পর প্যাস্টার অব্ প্যারিস দিয়া তাঁহার মুখের casts অথবা Death Mask (মৃত্যুমুখদ) তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা রহিয়াছে। যে কিংখাব কাপড়ে তাঁহার মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া আনা হয়, তাহাও রহিয়াছে। এ সকল স্মৃতিচিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রক্ষিত হইয়াছে। সকল কক্ষই সম্মানে, সময়ে সময়ে সজ্জিত।

কিন্তু সর্বোপেক্ষা মনোবম Invalidesএর পশ্চাৎ ভাগের নবনির্মিত সমাধিমন্দির। চারিদিকে স্বর্গ-দুঃগণের বিরাট প্রস্তরমুর্দিসমূহ সমাধিস্থান ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহার পশ্চাতে দেওয়ালের গাত্রে বারান্দার ভিতর প্রস্তরে অঙ্কিত নেপোলিয়নের ভিন্ন ভিন্ন রণকীর্তিকাহিনী ও ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের চিত্র-বিবরণ। তাঁহার প্রসিদ্ধ সৈন্যধ্যক্ষদিগের নামও চতুর্দিকে লিখিত রহিয়াছে। সর্বোপরি ঋণবিন্দুশোভিত সুবর্ণ বর্ণের বন্ধিম মন্দির স্তম্ভরাজির উপর প্রস্তরের অপূর্ণ কারুকাৰ্য্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপতলে দেবালয়কল্প গঠন অপূর্ণ। স্বর্ধ্য-কিরণ (Stained glass windows) হরিদ্রাভ কাচের ভিতর দিয়া আসিয়া পড়িয়া যেন স্বর্গের আলোকে সেই পবিত্র সমাধিমন্দির উদ্ভাসিত করিতেছে। এই ইলেকট্রিক লাইটের যুগে হঠাৎ মনে হয়, যেন দীপালোক তুচ্ছ করিয়া মোলায়েম মিঠেন বৈদ্যুতিক আলোকে শ্রীধাম আলোকিত। হরিদ্রাভ কাচের অপূর্ণ ব্যবস্থায় এই ভুবনমোহন আলোকের সৃষ্টি হইয়াছে; হঠাৎ দৃষ্টিভ্রম অহেতুক নহে। মন্দিরের এক দিকে লেখা আছে, “আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমার প্রিয় ফরাসী জাতির মাঝে সীন নদীর তীরে আমার সন্নাধি হয়।” সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন মৃত্যুকালে এই ইচ্ছা

প্রকাশ কবিয়াছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ বিজয়ীশোগ্য উদারতার সহিত তাঁহার অস্থিগুলি ফবাসীজাতিব হস্তে সমর্পণ করেন এবং ফরাসীজাতিও যোগ্য মন্দিরে সেই অস্থি সমাহিত কবিয়াছেন। এই সমস্ত পুৰাতন স্মৃতি-বিজড়িত কীর্তি-নিদর্শন দেখিতে দেখিতে বহুক্ষণ অতিবাহিত কবিলাম। এদিকে বেলাও বেশ বাড়িয়া উঠিল। অগত্যা Taverne Passel নামক মহা ফ্যাসনেবল Restaurantএ মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। কত ঐশ্বর্য্য, কত সমৃদ্ধি যে এই স্থানে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পান-ভোজনের স্বাস্থ্য তদ্বিবেব জগৎ ফরাসী জাতিব বিশ্বজনীন প্রসিদ্ধি। সুবেশ নবনাবী রাত্রিদিন এই সকল বস্যা ভোজনালয়ে পানভোজনে নিবত। পানভোজন, বেশ-ভূষা, আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত প্যাবিসেব নবনাবীব আব কোন কাজ সাবা জীবনে আছে বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু মনুষ্যত্ব, শিল্প-কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বণকৌশল, উচ্চ দার্শনিক গাব, কিছুতেই ফ্রান্স কোন কালে কোন জাতি হইতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নয়।

সহবেব মাটিব নোচে Railway Metropole দিয়া প্যাবিসেব দুব উপনগবে 'Clemans Bayard' কোম্পানিব মোটব কাবখানা দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড কাবখানা। কত মোটব যে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাব সংখ্যা নাই। একজন ইঞ্জিনিয়াব আমাকে চতুর্দিক দেখাইতে ও বুঝাইতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কতবকম কার্য্যই হইতেছে, দেখিলাম। এই সময় বৃষ্টি বেশ জাঁকিয়া আসিল। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় হইয়া আসিল। অতএব আজিকাব মত ঘুবিয়া বেড়ান শেষ কবিয়া হোটেল ফিবিয়া আসিলাম।

বৃধবাব, ৫ই জুন।—বাতিবে যাইবাব উত্তোগ কবিতৈছি, এমন সময় পেয়বি বাবট্রা ও চক্রবর্তী মহাশয় আসিলেন, এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি কবিয়া সন্ধ্যার সময় আঁহাবেব নিমন্ত্রণ করিলেন। অস্বীকার করিতে পারিলাম না। তাঁহাদেব বন্দোবস্তে সহব হইতে এত দূবে পড়িয়াছি যে, সহব দেখা বিশেষ কষ্ট, ও সময়মাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাঁহাদের নিকটে থাকিতে পাইব, এই জগ্গই এই হোটেল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তজ্জগ্গ

আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । কিন্তু সহরে থাকার যাহা সুবিধা তাহা ত হইতেছেই না, অথচ তাঁহাদের নিকটে থাকার সুবিধাও কিছু দেখিতেছি না । অল্প সময়ের মধ্যে সকল জিনিস বা হয় তা হয় করিয়া যাহাদিগকে সারিয়া লইতে হয়, তাহাদের বাসার স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হয় ।

সমস্ত দিন বেড়াইয়া ক্লাস্ত শরীরে ফিরিয়া আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া আমার গক্ষে বর্তমান অবস্থায় শাস্তিবিশেষ হইলেও প্রত্যাখ্যান অসম্ভব । বিশেষ প্যারিস-গৃহস্থের রীতি-বাবহার-ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের এমন সুবিধা অল্পকাল থাকার মধ্যে পুনরায় খটা শীঘ্র সম্ভব নয় ।

আজও বৃষ্টি পড়িতেছিল । আমার ভ্রমণ-সঙ্গী ফরাসী বন্ধুটির সহিত কিয়ৎ দূর পদব্রজে বাইয়া Metropolitan Under-Ground Railway trainএ চড়িয়া Louvre ষ্টেশনে গেলাম । আমার সঙ্গী মহাশয়কেও ষ্টেশন ঠিক করিতে অনেকটা বেগ পাইতে হইল । আমি একা ত কোন মতেই পারিতাম না ; পকেট হইতে সহরেব ম্যাপ বাহির করিয়া ও পুলিশম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাস্তা ঠিক করিতে হয় । অতএব এক্ষেত্রে একাকী আমার দশা যে কি হইত, তাহা বুঝিতেই পারিলাম । রাস্তা পার হইবার সময় মহাবিলাট । এ দিকে ঘোড়ার গাড়ী, ও দিকে মালের গাড়ী, সে দিকে ষ্টীম ট্রাম, অপব দিকে ঘোড়ার Bus ( বস্ ), Motor Bus ; একটু অগ্রমনস্থ হইলেই চক্ষুস্থির ; “ স্বর্ণলতার ” বণিত নীলকমলের গতিক অনেক বার হইবার জোগাড় হইয়াছিল ; কিন্তু কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়া রাস্তা পার হইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম । পুলিশের বেশ শাসন আছে । প্রতি মোড়ে ২৩ জন পুলিশম্যান আছে । তাহাদের হস্তস্থিত শ্বেত শাসনদণ্ড দেখাইলেই এক দিকের গাড়ীর শ্রোত চকিতের ছায়া বন্ধ হইয়া যায়, অগ্র দিকের গাড়ী ও লোকজন রাস্তা পার হইয়া যাইলে পর এদিকের শ্রোত চলিবার ছকুম পায় । এত ভিড় সম্বন্ধে এরূপ সুবন্দোবস্তের ফলে রাস্তায় দুর্ঘটনা অপেক্ষাকৃত বিরল ।

বৈকালে বৃষ্টিব পব যখন বোদ্রপ্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিসিক্ত, স্নিগ্ধমাণ প্যাবিস সজাগ ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন জনশ্রোত যেন শতগুণ বাড়িল; এবং তাহাব সঙ্গে সঙ্গে নগবীব মনোহাবিণী শোভাও পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া উঠিল। পথে এত লোক সমাগম আমাব চক্ষে এক অভূতপূর্ব ব্যাপাব।

এখানে দেখিলাম, Omnibusএ স্থান পাইবাব জন্ত বাস্তাব মাঝে দাঁড়াইয়া বহু উমিদাবী কবিত্তে হয়। বাস্তাব গ্যাস-পোষ্টেব গায়ে টিকিট টান্ধান আছে। যে আগে আসিয়া য নম্ববেব টিকিট লইতে পাবিবে, সে সেই হিসাবে Omnibusএ উঠিবে পাইবে। জোব কবিয়া আসিয়া উঠিলেই হইবে না, নির্দিষ্ট স্থান গাডো পোঁচিলেই টিকিটেব “পাবম্পর্ষ্য” হিসাবে গাডাতে উঠিবাব অধিবাব। এত ভিড হয় যে, এমন একটা বন্দোবস্ত না কবিলে ভিড সামলান দায় সকলে নত মস্তকে এ শাসন স্বীকাব কবে।

পূর্বে লুভবে বাজপ্রাসাদ ছিল। বাজগোবব শিখাছে, কিন্তু বাজকীর্তি এখনও বর্তমান। গল্পোএব কাহসাববাণ বোব হয় লুভবেবই প্রাঙ্গণেব অন্তরবণে নির্দিষ্ট হইবাছিল। চাবিদিকে চকমিগান প্রকাণ্ড উঠানেব মধ্যস্থলে স্থাপত্যেব পূর্ণশিল্প বিকশিত বাজবাটা। এখন প্রজাতন্ত্র আমলে বাডীটি বাজ-মূলভ “কাষদা-কানুন” ববজিত। ভূতপূর্ব বাজবাটাব উঠান এখন সাধাবণেব গমনাগমন স্থান হতবাছে। প্রশস্ত বাস্তাগুলিতে মোটব-অমনিবস্ পর্যাস্ত নাগায়ত্ৰ কবিয়া প্রজাতন্ত্রেব গোবব বোষণ কবিত্তেছে। গৃহভিত্তিব চতুর্দিকে মনোহব স্থাপত্য শিল্পেব নিদগন নানা কাককাখচিত, অপূর্ব প্রস্তব-মূর্দি। প্রাঙ্গণেও বহু প্রধান পুরুষগণেব প্রস্তবমূর্দি, কাহাবও কাহাবও নাম তনদেশে খোদিত আছে, কাহাবও বা গাহাও নাই। উঠানেব চাবিদিকে মধ্যে মধ্যে স্তম্ভব উৎস ও পুষ্পোতান বহিয়াছে। চতুর্দিকেব দৃশ্য বড়ই সুন্দব।

কিন্তু প্রাসাদান্তান্তবে বাহা দেখিলাম, তাহাব তুলনায় এ সমস্ত কিছুই নাই। তাহা বর্ণনা কবিবাব শক্তি আমাব নাই। তাহা একদিনে, এক

সপ্তাহে, একমাসে, বুঝি বা এক বৎসরেও দেখিবার ও বুঝিবার নয়। আমি তিন চার ঘণ্টা বেড়াইয়া তাহা কি দেখিব? কি বুঝিব? যাহা ইউক, চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। শরীরের চক্ষের ও মনেব শ্রান্তি দূর করিবার জন্ত মাঝে মাঝে বসিতে হইল, প্রকাণ্ড হলের মাঝে মাঝে দর্শনক্রান্ত শিল্পমোদিগণের বিশ্রামেব জন্ত স্নাত্তসেব্য আসন যথাস্থানে প্রচুর পরিমাণে আছে। বসিয়া বসিয়াও দুই দিকেব রম্য চিত্রাবলী পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। আমি সেখানে বসিয়া অতৃপ্ত-নয়নে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড জানালা আছে। চিত্র দর্শনের জন্ত আলোকের সাহায্য ত সে জানালায় যথেষ্টই হয়; আবার “আলেখ্য-দর্শনশ্রান্তি-বিনোদনের” জন্ত জানালার কাছে যাইয়া “চোক বদলাইবার” উপায়-স্বরূপ বিপুল জীবন্ত অশ্রান্ত জনশ্রোত ও বহির্জগতের কোলাহল দেখিবারও যথেষ্ট সুবিধা হয়। আমাব সঙ্গী আমার এই অটুট অধ্যবসায় দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া আহাৰ ও আপিসের কাজের অছিলায় পলায়ন করিলেন এবং বহুপরে আসিয়া পুনর্মিলিত হইলেন। ময়রাব মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের প্রতি যত্ন ও আদর যেরূপ, কলাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আদর্শেব মধ্যে লালিত সাধারণ ফরাসীরও প্রায় তদবস্থা। অপরিচিত সহরের অভিজ্ঞতা আমার এত অধিক যে, সঙ্গী ফিরিয়া না আসিলে পল্লীগ্রামের বুড়া ঝির মত আমার বাড়ী ফিরিবার উপায় ছিল না। তথাপি তাহার বিশেষ কার্য থাকায় বাধ্য হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। একাই ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। “বেতো রোগী” যে এত চলিতে পারে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। কয়টা ঘব মাত্র বেড়াইতে যে কত ক্রোশ ভ্রমণ হইল, তাহা বলিতে পারি না। কি কি দেখিলাম, তাহার একটা মোটামুটি তালিকা পর্যন্ত দিবার স্থান ও সাধ্য নাই। যে মুদ্রিত সচিত্র তালিকা-পুস্তক দর্শকগণের সুবিধার্থে বিক্রয় হয়, তাহার শত শত পৃষ্ঠা কেবল মাত্র চিত্রগুলির নাম ও বিবরণে পূর্ণ। আমি কলিকাতা মিউজিয়মের ঊষ্টী-স্বরূপে এইরূপে একটা দর্শক-সাহায্যের বন্দোবস্তের জন্ত অনেক দিন চেষ্টা করিতেছি। এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারি নাই। ইহা পরিতাপের



বিষয়। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবাব পৰ এ বিষয়ে পুনৰায় চেষ্টা করিয়া ক্রিয় পৰিমাণে কৃতকার্য হইয়াছি।

এখানে স্থানে স্থানে শিক্ষিত প্রহরী দাঁড়াইয়া বহিয়াছে। তাহারা দর্শকবৃন্দকে সাহায্য করিবাব জন্য সর্বদাই সাগ্রহে প্রস্তুত। এত বাধাধরা নিষম সড়ও মধ্যে মধ্যে চুবিব কথা শুনা যায়। মোনা লিসা (Mona Lisa) নামক প্রসিদ্ধ চিত্র চুবি ও তাহাব উদ্ধাব জন্য পুৰস্কারেব কথা এখনও সাধাবণেব মনে জাগরক বহিয়াছে। তাহাব পৰ হইতে পাহাবাব কড়াকড়ি আবণ বাডিয়াছে, কিন্তু স্তুবিধা মত চুবি বন্ধ হইবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা বে চিএব মূল্য, তাহা অপহরণ জন্য শিল্প-তত্ত্ববেবা প্রভূত ব্যয় ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন কবে। বহু শিক্ষার্থী— এমন কি খ্যাতনামা চিত্রকবগণও— Easel এবং Stool গহিয়া, মণিন “Painter’s Coat” পরিয়া সেহখানেই বসিয়া বিখ্যাত চিত্রাবাগেব অনুকরণ করিতেছে। এই সকল প্রতিলিপিট বহুমূল্যে বিকীত হয়। কোথাও কোথাও বা ক্রেতােব প্রয়োজন ও পাণ্ডিত্য ভেদে নকলই আসল বলিবা বিক্রয় হয়। দ্বীপুৰুষ উভয় শ্রেণীেব শিল্পীই তৎপর হইয়া—উদয়গু অথং মিউজিয়াম খোলা হইতে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত, অক্লান্ত মনে এই কাগ্যে ব্যাপৃত আছে। ফ্রান্সে শিল্পশিক্ষার্থীদিগেব শিক্ষাব হুটাই প্রধান অংশ। এই সময় অমূল্য চিত্র, প্রস্তব স্তুতি, পৌৰাণিক দ্রব্যসত্তাবে বাণপ্রাসাদ পরিপূর্ণ, এমন কি ভিত্তিগাত্র, গৃহেব ছাদ খিলান প্রভৃতি স্থানেও যে সকল চিত্র অঙ্কিত বহিয়াছে, তাহাও অপূৰ্য এবং বহুমূল্য। ফ্রান্স, ইটালী, হলান্ড ও অগাণ্য দেশেব প্রধান প্রধান পুৰাতন শিল্পীেব প্রধান প্রধান চিত্র। ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত চিত্র বক্ষিত হইয়াছে। Titian, Rubens, Rembrandt, Vandyke, Corregio, Botticelli — প্রভৃতি ষাহাবা চিত্র ইতিহাসে অগ্রগণ্য — যাহাদেব নামে শিল্পানুবাগী ব্যক্তি মাত্রেবহ শব্দেব বোমাঙ্কিত হয় তাহাদেব প্রধান প্রধান চিত্র সংগৃহীত বহিয়াছে। লুভেবে বাণপ্রাসাদে পুৰাতনচিত্র শিল্পিগণেব চিত্রই অধিক, আধুনিক শিল্পিগণেব চিত্রেব নমুনা এখানে বড় স্থান পায় নাই। সেগুলি

Luxemburg Museum ও অত্যাশ্চর্য স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ইংৰাজ চিত্ৰকৰদিগেৰ মध्ये Constable ব্যতীত আৰু কাহাৰও চিত্ৰ বড় বেণী দেখিতে পাইলাম না। তাহাৰ কাৰণ, বোধ হয়, ইংলণ্ডে চিত্ৰবিজ্ঞানৰ আদৰ্শ ও উৎকৰ্ষ তত প্ৰাচীন নয়, দ্বিতীয় কাৰণ ফৰাসী চিত্ৰ-বিশাব্দদিগেৰ নিকট তাহা তত আদৰ্শবৰ্ণীয় নয়। তৃতীয় কাৰণ, নমুনা সংগ্ৰহ বড় সহজে হয় না। ফ্ৰান্স ও ইটালী হইতে বহু “master-pieces” ‘ডলৰ’-মহামন্ত্ৰে দীক্ষিত আমেৰিকাবাসী ধনকুব্ৰেবগণেৰ কৰ গুল্ম হইয়াছে। ইংলণ্ডে তাঁহাবা এখনও বড় কিছু কবিত্তে পাবেন নাই। ফ্ৰান্সেৰ অনেক অপূৰ্ণ বহু তাঁহাদেৰ হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। একেৰ শিল্পকীৰ্ত্তিতে উদাসীনতা এবং গপবেৰ উহাতে একান্ত আগ্ৰহই ইহাৰ কাৰণ বলা যাইব পাৰে।

দেওয়ালে স্তবে স্তবে পাশাপাশি সহস্ৰ সহস্ৰ চিত্ৰ সন্নিহিত বহিৰাছে। সবগুলি দেখিতে চক্ষু ও মস্তিষ্ক অকম্পণ্য হইয়া পড়ে। ভাল মন্দেৰ বিচাৰ কৰিবাব ক্ষমতা থাকে না। এক এক দিনে এক একটি চিত্ৰ ভাল কৰিয়া দেখিলেও ক্লান্ত মস্তিষ্কে তাহাৰ যথার্থ মন্ত্ৰ অনুধাবন কৰা স্কটন। মোটামুটি দেখিতে গেলেও এক একটি ঘৰে অন্তঃ ৩০ এক এক দিন কাটাওঁলেও যাহা চকু এক বকম বুঝিবাব চেষ্টা কৰা যায়। এইৰূপ ছোট বড় ক ৩ ঘণ্টা যে চিত্ৰে পৰিপূৰ্ণ তাহাৰ সংখ্যা নাই।

এক Grand Galleryতেই বোধ হয় সহস্ৰাদিক চিত্ৰ আছে। পুস্তকে পঠিত যে সমস্ত চিত্ৰেৰ বিবৰণ জানা ছিল, সেগুলি অনুসন্ধান কৰিয়া দেখিয়া লইলাম। আমাদেৰ পুৰাতন বাজীৰ বৈঠকখানায় যীশু খৃষ্টেৰ কণ্টকমুকুট-শোভিত বক্তাক্তশীৰ্ষ একখানি চিত্ৰ দেখিয়া আবালা স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। তাহাৰ মূল চিত্ৰ এই স্থানে দেখিয়া মন্ত্ৰমুগ্ধেৰ হুগ্ৰ হইলাম। আবালা স্মৃতি-বিজড়িত সেই মূল চিত্ৰখানিৰ চাক্ষুষ সন্দৰ্শনে নয়ন মন যে মোহিত হইবে, তাহাতে আৰু বিচিত্ৰ কি ?

শিল্পীৰ নাম “Reni”। আমাৰ নিজেৰ নিকট যীশুৰ যে কমলীয় মূৰ্ত্তিৰ চিত্ৰ আছে, তাহাও কোন প্ৰসিদ্ধ শিল্পীৰ চিত্ৰেৰ নকল। অনেক চেষ্টা

কবিতাও তাহার আসল দেখিতে পাইলাম না। Corregioএব এই ছবি ইটালীতে থাকিবাব সম্ভাবনা। পুৰাতন বোঁকোঁ ও অশান্ত বাজার সদস্যপায়ে যে সমস্ত শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ কবিয়াছিলেন, তাহা ত আছেই; তাহাব উপব নেপোলিয়ন্ দিখিজয়স্থত্রে বোম প্রভৃতি শিল্প-প্রধান স্থান হইতে যে সকল শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ কবিয়াছিলেন, তাহাও সজ্জিত বহিয়াছে। তবে এক স্থানে নাই, চাবিদিকে ছডান আছে। তিনি “Cleopetra’s Needle” আনিয়া Place de Concordএব সম্মুখে প্রোথিত কবিয়া বাখিয়াছিলেন। দিখিজয়-লব্ধ কতক কামান “Invalides”এ সাজাইয়া বাখিয়াছেন এবং কতক বা গালাইয়া Colonnade Vauderic নিম্মাণ কবিয়াছিলেন। এইকপ চাবিদিক হইতে শিল্প-সম্ভাব আহবণ কবিয়া নিজ কলাবিজ্ঞা-প্রিয়তাৰ পৰিচয় দিয়াছেন।

চিত্রশীলাই সৰ্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। তাহাবই নাচে মার্কেল ও বনজিব মূৰ্তি-সংগ্রহ। কবল পুৰাতন নমুনাই এই স্থানে বসিত;—আধুনিক নমুনাব সংগ্রহ Luxemburgএ। Louvreএ নাচিব তলায প্রস্তব মূৰ্তিগুলি সংস্থিত। যে স্থানে Byzantine mosaicএব নমুনা বস্কিত, সে স্থানে যেন গ্রামকে গ্রাম উঠাইয়া আনিয়া সাজাইয়া বাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বোমেব স্নানাগাৰ, পাথৰেব চিত্রবিচিত্র কত চৌবাচ্চাই যে সংগ্রহ কৰা হইয়াছে তাহাব সংখ্যা নাই। উত্তৰ-আফ্রিকাৰ পৌৰাণিক শিল্প-সংগ্রহেব স্বতন্ত্ৰ ঘৰ। “কার্থেজিব” নমুনাও বিস্তৰ বহিয়াছে; গ্রীস, বোম, ইত্যাদিব পৌৰাণিক নমুনাব ত কথাই নাই। “Venus of Milo”—বাহাব নামে সমগ্র শিল্পজগৎ পাগল—সেই অপূৰ্ব, ভগ্ন, শ্ৰীমূৰ্তি সযত্নে বস্কিত হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহাৰ জোড়া নাকি আৰ নাই। অশান্ত শিল্পীৰ “ভিনস্” অনেক আছে বটে; কিন্তু Venus of Miloৰ নমুনা একটী মাত্ৰ সমগ্র পৃথিবীতে পাওয়া গিয়াছে এইকপ প্রসিদ্ধি। তাহাই পৰ্য্যবেসেব Louvreএ পৰম যত্নে বস্কিত। অপূৰ্ব বস্কিম ঠাম মন্যবশিল্প মুনিজন-মনোলোভা। মূৰ্তিব হস্তদ্বয় ভগ্ন, তাহাৰই বা শ্ৰীছাঁদ কত! পাছে নষ্ট বা অপহৃত হয়, তজ্জগৎ ১৮৭০ সালে ফ্রান্স-জৰ্মান যুদ্ধেব সময়।

এই মূর্তিটি মাটির ভিতর পুতিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। আবার ফ্রান্স-বেলজিয়মে জার্মানি যে দুর্দর্শ সমরানল জালিয়াছে, তাহাতে প্যারিস প্রায় হস্তগত হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে; তাহারও জালায় এই অপূর্ব মূর্তি নাকি আবার মাটির ভিতর পুতিয়া লুকাইয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে বর্করোচিৎ ক্রুরতার সহিত জার্মান সৈনিকগণ নিদারুণ ভাবে চারি দিকে শিল্পসম্ভার নষ্ট করিতেছে, তাহাতে এইরূপ সতক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

Egypt, Babylon, Chaldea, Assyria—কোন স্থানেরই পৌরাণিক মূর্তিসংগ্রহের ক্রটি হয় নাই। ভারতের সামান্য কিছু নমুনা আছে মাত্র; তাহার কারণ, পৌরাণিক শিল্প-প্রধান ভাবতের কোন অংশে ফ্রান্সের স্থায়ী আধিপত্য কখন স্থাপিত হয় নাই, কাজেই নমুনা-সংগ্রহেবও সুবিধা হয় নাই।

দেখিতে দেখিতে মনে কত কথাই উদয় হইল; Greece, Rome, Phoenicia, Carthage, Babylon, Syria, Chaldea, Assyria, Egypt প্রভৃতি সকল সাম্রাজ্যের গৌরব অন্তমিত। তাহাদের পৌরাণিক শিল্পকীর্তি Smith-এর Rome ও Greece-এর ইতিহাসে ও F. A. ক্লাসে পরিচিত, অশ্রুজলসিক্ত Taylor-এর ইতিহাসের ভীষণ নীরস কঠোর পৃষ্ঠায় তরুণাবস্থায় আংশিক বিকাশ হইয়াছিল; মধুর কোমলভাবে তাহার নিদর্শন থরে থরে সাজান রহিয়াছে; আর এই চিহ্নমাত্রই এই সকল লুপ্ত সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব ও অতীত পাপভাব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভারত এখনও পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে প্রাণ লইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া রহিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত নিজ প্রাচীন কীর্তি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট ধন্যবাদের বিষয়। লুপ্ত-কীর্তি পুনরুদ্ধারে বোধ হয় ইংরাজ ও ভারতবাসী কেহই নিরুত্তম নয়; ইহা সামান্য শ্রাব্য বিষয় নয়, সামান্য আশার স্থল নয়।

পুরাতন মুদ্রা, মুংপাত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, গৃহসজ্জা ইত্যাদি সব ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

পুৰাতন দেখিয়া শ্রান্ত হইয়া নূতন দেখিতেও ইচ্ছা গেল। নতুবা দেখা সম্পূর্ণ হয় না। Louvre হইতে Palace of Justice, অর্থাৎ বড় আদালত দেখিতে গেলাম। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিস ও আদালত একই বাড়ীতে, প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় হলগুলি অথী প্রত্যর্থা, ব্যবহাবজীব ও সাধাবণেব ব্যবহাবার্থ বাহিয়াছে। খাস আদালতগুলি বং একটু ছোট। সকল আদালতেই একাধিক জজ কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট। দবজা বন্ধ কবিয়া বিচাব এখানে পুৰাতন বাঁতি। তবে অনেক আদালতেই এখন সাধাবণে প্রবেশাধিকাব পাঠিয়াছে। Advocatesগণ আমাদের ব্যাবিষ্টাবদিগেব গাউনেব ধবণেবই গাউন ব্যবহাব কবেন, উপবস্ত্র মাথাব ছোট ছোট কাল গোল টুপী পবেন, তাঁহাদেব পোষাক পবিবস্তন ও বসিবাব পৃথক পৃথক ঘব আছে, আমাদের কনিকাতা হাইকোর্টেব বাব-লাইব্রেরীব মত নহে। বিনয়ী কন্মচারীবা, জিফাসা কবিগেই ভদ্রতাব সহিত কথাব উত্তব দেয ও বুকাইয়া দেয, আমাদের দেশেব পুলিশমান কিংবা চাপবাসীদেব চিবপবিচিত ভদ্রতাব সহিত এ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য কম দেখিলাম।

Palace of Justice হইতে ছাত্রদিগেব বোর্ডিং ও Latin Quarter দেখিয়া Luxemburgএ গেলাম। “প্যাবিস বহজে” চিত্রিত সেই ছন্দান্ত দম্ভ্য “The School Masterএব” প্রেয়সীব অপূর্বে কুংসিত মূর্তি মনে পড়িল। দৈবযোগে ঠিক সেইরূপ কুংসিত এক ডাকিনীকেও পথে দেখিলাম। পুস্তকবর্ণিত চেহাবাব অবিকল প্রতিকৃতি। ‘ইউজেন স্যু’ যেন এইমাত্র ইহাব ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া গিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। ভগবানেব বাজ্যে কিছুই বিচিত্র নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি Luxemburg Palaceএ আধুনিক চিত্রাবলী ও প্রস্তবমূর্তি প্রভৃতি বক্ষিত হইয়াছে। প্রাচানে আধুনিকে প্রভেদ অনেক দেখিলাম; কিন্তু কে বড় কে ছোট তাহার বিচাব করা বড় কঠিন; আর সে বিচারের সময় এখনও আসে নাই। প্রথমেই একটি অতি সুন্দর

স্মীমূর্তি দেখিলাম; দেহ খেত প্রস্তরময়, পরিধেয় বস্ত্রখানি অতি সুন্দর  
রঙ্গের মার্কেল প্রস্তরের; ওড়নাখানি অপব জাতীয় হরিদ্রাভ প্রস্তরে  
নির্মিত, এইরূপ নানাবর্ণের প্রস্তর বস্ত্রের আকারে চেউ খেলাইয়া মূর্তিটিকে  
আবৃত রাখিয়াছে। শিল্পী কিরূপে এই অপূর্ব সংমিশ্রণের অবতারণা  
করিতে পারিয়াছে, কিছুই বন্ধিতে আসিল না। মিউজিয়ামের কতক অংশ  
দেখা হইতে না হইতেই পাঁচটা বাজিয়া গেল, Museumও বন্ধ হইল।  
কাল লগুন বওয়ানা হইতেই তইবে, কানেট এ যাত্রা অনেক দেখা বাকী বহিল।

ক্ষিরিবার সময় পথে ফরাসী ছাত্রদিগের আমোদ-উদ্যাস ও কোলাহল চোখে  
পাড়িল। পাছে তাহাদের আমোদেব বাধাত হয়, (অথবা বোধ হয়, পাছে  
তাহারা অপরের উপর অত্যাচার কবে) এই ভণ্ড তাহাদের সহিত পুলিশ-  
পেহবী চলিয়াছে। বিশেষ কোন হেতু নাই বা উৎসবের সময়ও নহে—  
তথাপি এই উদ্দাম উল্লাসের কাবণ ব্যক্তিতে পারিলাম না। আর সে উল্লাস-  
প্রকাশের ভঙ্গী যে কত বকমেব দেখিলাম, তাহা বর্ণনা কবিত্তে গেলে পুঁথি  
বাড়িয়া যায়। পণিকগণ শশবাস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া নাড়াইয়া তাহাদিগের  
বাপাব দেখিতেছে। এইরূপ তিনচার স্থানে তিনচার দল দেখিলাম।  
বোধ হয়, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকিলে, এখানে ছাত্রেরা এইরূপে আনন্দ  
প্রকাশ করে। স্বাধীন দেশেব কথাই আলাহিদা। ইংলণ্ডেব ছাত্রেরাও  
“অশ্ব ক্রীড়া” (Horse play)তে যথেষ্ট পারদর্শী। এ পর্যন্ত Universityর  
কোনও Rectorই বিকট উদ্গাদ তাণ্ডবের মধ্যে ব্যতীত বক্তৃতা করিতে পারেন  
নাই। Carnegie, Curzon, Roseberry—কেহই পরিভ্রাণ পান  
নাই।

রাজা ও রাজপরিষদবর্গেব অত্যাচাবে প্রজ্জ্বলিত ও “কসো” “ভেন্টেরার”  
প্রভৃতির উত্তেজনাময়ী লেখনীর সাহায্যে উত্তেজিত, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবান্নি যখন  
পূর্ণমাত্রায় জ্বলিতে থাকে, তখন সেই অত্যাচারের অলস্ত প্রতিমূর্তি সদৃশ Bastille  
দুর্গ ভূমিসাৎ হয়। সে স্থানটা প্যারিস হইতে কিছু দূরে। তথাপি একবার  
দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। দুর্গ ভূমিসাৎকালে যে সকল নাগরিক প্রাণ

হাৰাইয়াছিল, তাহাদেব স্বৰণ-চিহ্নস্বৰূপ এক উচ্চ সুন্দৰ স্মৃতিস্তম্ভ সেই স্থানে নিৰ্মিত হইয়াছে ।

আজ কয়দিন বুষ্টিৰ পৰ বোদ্ৰেব দেখা পাইয়া প্যাবিস নাগৰিকগণ দলে দলে নগৰভ্ৰমণে বাহিৰ হইয়াছে । পথে, ঘাটে, গাড়ীতে, বাগানে, সহস্ৰ সহস্ৰ নব-নাৰী, পথে চলা দৃশ্য—“অৰ্মান বসে” স্থান পাওঁ যা তাহাব অপেক্ষাও দৃশ্য । অগত্যা l'axi-cab লইয়া হোটেলৈ আসিতে হইল । অত্ৰকাৰ মত ভ্ৰমণেৰ পালাও এইস্থানে সাজ হইল । হোটেল বিল, চাকৰেব বক্সীস্, কুলীৰ বক্সীস্, গাৰ্ডেব বক্সীস্ দিতে দিতে ভ্ৰমণ চেষ্টা কমণঃ ‘নকংসাহ হইয়া আসিতেছে । যাহা হউক, অতি কষ্টে এ সকলৰ হাত হইল পৰিবাণ পাৰ্চয়া Gar de Nord ষ্টেশনে আসিলাম । ফ্ৰান্সেব বেলঙসে ব্যাপাব অতি বিস্তৃত । এত ষ্টেশনটি, পৃথিবাব মধ্যে সৰ্ব্বাপেক্ষা বড় না হইলেও, ঠিক New York ষ্টেশনেব ন্যে । প্ৰত্যহ এদিক ওদিক হইতে ২০০০ ঘেণ বা গাণাত কৰে । দুঘটনা যে নিত্য ভয়ানক বকম হয় না, বৰং কাল ৮৭ কখন বটে, ইহাই আশ্চৰ্য্যেব বিষয় । Bertrand সাহেব ও চকবৰ্ত্তী মহাশয় ষ্টেশনে আসিয়া তুলিখা দিবা যাওয়াতে আমাব যত্ৰণাব ব একটা উপশম হইল ।

একজন ইংবেজ ও একজন কবাসা ভ্ৰলোক আমাব গাড়ীতে ছিলেন । ইংবেজটি জাপানেব Consul—নামে Smith, বাড়ী Mar .hesterএ, ভাবতবষ সম্বন্ধে কিছুমান না বুঝিয়া জানিয়াও যথাবীতি বিচাৰ ও ডিক্ৰী ডিসমিস্ মনে মনে কৰিয়া থাকিযাছেন । এক্ষণে সে সম্বন্ধে যথার্থ কথা ঠই চাৰিটা শুনিয়া আশ্চৰ্য্য হইয়া গেলেন । বাঙলাতি, সমাজনীতি, ধৰ্ম্মতত্ত্ব, ব্যাবহাৰতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবতেব যে এত কথা থাকিতে পাবে, তাহা তাঁহাব বাৰণা ছিল না । কথাবার্ত্তায় তিনি ক্ৰমশঃ তন্মগ্ন হইয়া গেলেন, নিজেব জাবিকবা ডিগ্ৰী বদ কৰিলেন । আশ্চৰ্য্য ইংবাজ-চৰিত্ৰ । Manchesterএ তাহাব বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্ৰণ কৰিলেন ।

দক্ষিণ ফ্ৰান্সেব যে সব সুন্দৰ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, উত্তৰ ফ্ৰান্সে তাহাব বিশেষ কিছুই নাই । পাহাড় বা জঙ্গল আদৌ নাই । তবে সাজান বাগান,

অথবা কৃষিক্ষেত্র, কিংবা রুদ্ধশোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বিস্তর আছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে বরবাডীগুলি সব পাথরের, কিন্তু উত্তর ফ্রান্সে ইষ্টকনির্মিতই অধিক।

ক্রমশঃ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ Calais নগর দেখা যাইতে লাগিল। বাল্যকালে পঠিত Calais অববাসিগণের স্বার্থগ্যাগ ও অববোধকাব্য ইংরাজবাজহস্তে আত্মসমর্পণের কথা মনে পড়িল। প্যাবিসে শিল্পী শ্রেষ্ঠ Rodinএর সুন্দর Bronze মূর্তি এত ইতিহাস কথা ঘোষণা করিতেছে। শতবর্ষব্যাপী একে এই কালো নগরে বসে ঘটনাট্য ঘটানো হচ্ছে। এখনও ঘটনাট্যে। আবার ঘটনাট্যে। কালো বেহাংগেব তোষণ দ্বাব।

ক্রমশঃ Light House, Cathedral, বন্দর, চাথে পড়িতে লাগিল। নগরে পৌছিবাব বহুক্ষণ পূর্বে হঠাৎই মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যাইতে লাগিল। ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন বন্দর হইতে ইংলণ্ড যাত্রা যান, এবং থোলা সমুদ্র দিবা যাইলে তবঙ্গ ভঙ্গও কিছু অল্প সহ্য করিতে হয়। কিন্তু সময় অধিক লাগে। ক্যালো হঠাৎ ডোবর পথেই সন্দাপক্ষা অল্প সময় লাগে। সেইজন্য বাজকীয় ডাক এই পথেই যায়। (এক, ইংলিশ, সকল জাহাজই এখান হইতে যাত্রাযাত্রা করে।) আমবা যে জাহাজে উঠিলাম, তাহাব নাম Pas de Calais; এটি ফেঞ্চ জাহাজ। দাঁষ্ট সেকণ্ড, সকল কাসেব শোবেই থোলা ডেকেব উপর যায়। “সমুদ্র-পীডায়” যাত্রাবা পীড়িত হন, তাহাদেব জন্ত দুই একটা কাবিন আছে, তাহাব জন্ত এক পাউণ্ড ভাড়া বেণা লাগে।

জাহাজেব উপর বেঞ্চ আছে। আব স্বস্ত্র ভাড়া দিবা গইবাব জন্ত ডেক চেয়ারও আছে। জাহাজ দূর চলিবাব সময় ঢেউ গায়ে লাগে, তাহা নিবাবণেব জন্ত মাঝাবা নিজেদেব বড় বড় ম্যাকিন্টশগুলি যাত্রীদিগকে ভাড়া দিবা বেশ দুপয়সা বোজগাব করে। আব সমুদ্র-পীডায়—বমনেচ্ছা হইলে—প্রয়োজন হইবে বলিয়া বমন-পাত্র (।) হস্তে মাল্লাবা বেডাইতেছে, কাহাবও উহা ব্যবহাবেব আবশ্যক হইলে পৃথক ভাড়া লাগে।

ইংলিশ চ্যানেলে প্রায় কেহই বমনোদ্বেক হইতে পবিত্রাণ পান না, এইরূপ জনশ্রুতি। কাবণ, তবঙ্গক্রীড়া কিছু অধিক থাকায় জাহাজখানি কিঞ্চিৎ



বেশী বকমই দোলে। কিন্তু সমস্ত পথটা ভগবানের রূপায় আমাতে সমুদ্র-পীড়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। হাওয়া পশ্চিমে ছিল, সেইজন্য পূর্ব কনকনে শীত বোধ হইল না। সূর্যালোক মেঘালোকে মিশাইয়া আমাদের চ্যানেল-পাৰ হওয়াটা বেশ সুখকর কবিয়াছিল। তবে ঠাণ্ডার ভয়ে মাথায় পাগড়ী বাধিতে হইল। আর ছেলেবা বন্ধি কবিয়া ফ্রান্সে যে যোজা তৈয়াবী কবিয়া দিয়াছিল, তাহাও পবিত্তে হইল। ইহাতে ঠাণ্ডার বিশেষ কিছু কষ্ট বোধ হইল না। ডোববের নিকটবর্তী হইতে ওষ্ম যেন কিছু বাড়িল। ক্রমে Dover Cliffএব সাদা সাদা খড়মাটির উপকূল স্পষ্ট দেখা বাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ জাহাজ Doverএ আসিয়া লাগিল। এতদিন পরে, “শ্বেতদ্বীপে সত্যসত্যই পদার্পণ করিলাম। জীবনের প্রাবল্যে এ ঘটনা ঘটিলে, বোধ হয়, জীবন-স্রোত অচলিতকৈ প্রবাহিত হইত। এখন বোনি পথে বাহবে, কে জানে।

চতুর্দিকে অসংখ্য নৌক, কিন্তু কেহ বাহাবও উপর লক্ষ্য বা দৃষ্টিপাত পশ্যন্তু কবে না।—ইহাট লিবার্ড চ্যানেল বিশেষ। সকলেই আপন তাম্রান কার্যে ব্যস্ত। মন নানাভাবে উদ্বেগিত থাকায় এই প্রকাণ্ড জনসম্মেলন মাকে নিজেকে নিতান্তই একা মনে হইতে লাগিল। যাহা হউক, জিনিসপত্র গইয়া অবশেষে একগাং First class বাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। সঙ্গে একটা হোল্ডঅল এবং ছোট একটা ব্যাগ। দিনাতা দস্তবন্দ ব্যাগ হাতেই ছিল। সাদা কুণী ভদ্রতা প্রকাশ কবিয়া ছোট ব্যাগটাও চাহিয়া লইল এবং গাড়ীতে উঠিবাব সময় তাহাব সহ ছয়পেনা মজুবী আদায় কবিয়া লইল। ইংবাজ আতিথ্যেব প্রথম নমুনাটা বহু সুবিধানত বোধ হইল না।

কিছুক্ষণ পরে টেন ছাড়িল। Folkstone, Shorn Cliff, Ashford প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলাম, যেন কতকালের পবিচিত স্থানগুলি। পুস্তকাদি পাঠে এগুলিব সহিত বল্লনা ও মন বাগাকাল হইতেই পবিচিত। অতএব “অজানা” দেশ দিয়া যাওয়াব ভাবটা যেন ক্রমশঃ বৃচিয়া গেল। ডোবার হইতে লণ্ডনের উপনগর পর্য্যন্ত পথেব দুই পার্শ্বেব দৃশ্য অতি সুন্দর। রেলের ধাবেই অনেকগুলি রূক্ষক্ষেত্র দেখিলাম; অধিকাংশই যেন এক

একটি সাজান বাগান । গাছেব বেড়া দেওয়া ক্ষেতগুলিতে গৃহপালিত পশু চৰিতেছে, Hop ক্ষেতে লতান গাছগুলি আমাদের পানেব ববোজ্বেব লতাব মত উঠিয়াছে । দেখিতে বড় সুন্দব । আমাব মনে হয়, উত্তব ফ্রান্স ও দক্ষিণ পূর্ব ইংলণ্ড স্বাভাবিক শোভায় কতকটা একই বকমেব । এই হপ্ হইতেই “বীয়ব” প্রস্তুত হয় । ফ্রান্সে যেমন আগুব ক্ষেত যত্ন কবিয়া প্রস্তুত কবে, এখানে “হপ” ক্ষেতগুলিও সেইরূপে প্রস্তুত । হপ পাড়িবাব সময় খুব ধুমধাম হয় । কিছু পূর্বে বসি হইয়া যাওয়াতে গাছগুলি যেন ধুইয়া পৰিষ্কাব কবিয়া রাখাব মত সুন্দব দেখাহতেছিল । Leafy Englandএব কতকটা আভাস পাওয়া গেল । এখানেও ফ্রান্সেব মন ক্ষেতবে মানে মানে বড় বড় ক্ষেবে কাঠ বা টিনেব উপব নানাভাবেব বিজ্ঞাপন—ইহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা ক্ষুদ্র হইয়াছে ।

এত লণ্ডনেব নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, ততঃ পাড়া এং পোঁথা ও ময়লা বাড়িতে লাগিল । লণ্ডনেব Surrey sideএ কেবল “চিম্নী-ষ্ট্যাক,” আব বিজ্ঞাপনেব বাণি, বাস্তাগুলিও অতি সফীর্ন এবং মপবিদ্যাব ।

কমন্স টেমস নদীতীবে উপস্থিত হইলাম, পাবেট বাগুন । গৌহসেতুব মধ্য দিয়া বামদিকে London Power দেহা গেল । এসমস্ত দৃশ্য এত পবিচিত মনে হইতে লাগিল যে, বাহাকেও বড় জিজ্ঞাসা কবিতে হইল না । নদীতীববস্তী বাস্তা লোকে নোকাবণ্য । আমবা উপব দিয়া যাউতোছ, বাস্তা অনেক নীচে ।

অবশেষে চ্যাবিংক্রসে গাড়ী আসিয়া থামিল এবং সন্ধ্যাসতাহ লণ্ডনে নিবাপদে পরাপর্ণ কবিলাম । ট্রেনে কনিষ্ঠ দাতা সুশীল উপস্থিত ছিল, Cromwell Houseএব পক্ষ হইতে Pearson সাহেব এবং আবও কয়েকটি বন্ধু অভ্যর্থনা কবিতে আসিবাছিলেন । তাঁহাদেব সহিত কিছু কথাবাত্তা কহিয়া এক মোটব ট্যাক্সী লইয়া বাসায় চলিলাম । প্রথমেই পুলিশম্যানেব অকাবণ ও সবিনয় অভিবাদন লক্ষ্য কবিয়া বড়ই প্রীত হইলাম । ট্যাক্সী ডাবিয়া, দবজা খুলিয়া বাত্রীকে তুলিয়া দিয়া, কিছু বক্সীস প্রত্যাশা কবে ও পাষ । ইহা লণ্ডনেব পক্ষ হইতেই অভিবাদন মনে কবিয়া লইলাম ।

পথে Hyde Park, Horse Guards, Trafalgar Square প্রভৃতি চিত্রে ও কল্পনায় চিত্রপরিচিত স্থানগুলি চোখে পড়িবামাত্র চিনিত পাবিলাম; একটিও ভুল হইল না। ইহা চিবকাল স্বপ্নবাজ্যেব এক অংশ অধিকাংশ কবিতা মনেব অংশীভূত হইয়াছে; কাজেই ভুল হইবাব সম্ভাবনা কোথায়? তবে নূতন নূতন বাস্তবায়ন, টিউব বেলওয়ে, District Railway, Tram, Bus ইত্যাদি ভুল হইতে লাগিল বটে। আমাব মানস লগুন—প্রধানতঃ Dickens, Thackeray লগুন এবং বিলাতী ছবিব কাণজের লগুন—এখন তাহাব অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

Earl's Court, 18 Fardley Crescent এ ডাক্তার P. C. Ray বাসা লইয়াছেন; সেইখানেই বাস' স্থিতি ছিল। অতএব সেইখানেই আসিয়া উঠিলাম। বাড়ীটি, বাড়ীর ধবণটি, চাকবাগাটি, এমন কি আসবাব বন্দোবস্ত পশ্চাত্ত, সকলই ডাক্তার বাঘেব মত—সেকেন্দ্রে, নিবীহ ও স্পন্দাশ্রু। আমাব মত লোকেব পক্ষে ইহা যথেষ্ট।

স্থানটি নির্জন। নিকটে Earl's Court Theatre এ Shakespear's England অভিনয় চলিতেছে। London University, Northbrook Society সবই এস্থান হইতে নিকটে।

বাগ্নি নটা পর্য্যন্ত দিনেব আলো, অতএব সময় বিভাগ করা বড় মুশ্কেল, বেলা চটা পর্য্যন্ত নিদ্রা ঘাইবাব ব্যবস্থা, “বস্ত্রন দেশে বদাচারঃ” এই মহাবাক্য অনুযায়ী কাজ এবাই ভাল। ভগবৎ স্মরণ কবিতা শব্দাব আশ্রয় গৃহণ কবিলাম। ঐহাকে শতসহস্র ধন্যবাদ দে, তিনি এত বাধাবিঘ্নবিপত্তি কাটাউষা নিবাপদে এখানে উপস্থিত কবিলেন।

লগুন, জুলাই, ৭ই জুন।—জিনিস-পত্র সব আসিয়া পৌছে নাই। কাজেই গৃহস্থালীবা কাজ এখনও অতি সামান্য। আত্মবাদিব বন্দোবস্ত নিজেব সুবিধা ও কচিমত কবিবাব ব্যবস্থা সম্ভব বলিয়া নানা বিত্তীয়ক সম্বন্ধে প্রকল্প-ভাষাব মনোনীতা গৃহস্থালীবা শবণাপন্ন হওয়া স্বীকার কবিত্তে হইয়াছে। ভাষাব কচি এ বিষয়ে সকলেব সহিত একমত নয়। বিলাতেব

ঝকমকানির গল্প-মোহিত তরুণবয়স্ক ভারতবাসীর পছন্দ মত ত আদৌ নহে। বাড়ীওয়ালী প্রাচীনা—পরিচারিকা। ততোধিক, বাড়ীটি ও আসবাবগুলি সবই প্রাচীন, বন্দোবস্তও সব প্রাচীন তন্ত্ৰের, পাড়াটাও যে খুব সৌখীন, তাহা নহে। তবে সুবিখ্যাত বটে, কেন না নানা রকমের নাচ তামাসা-প্রদর্শনী “নিত্য নূতন”-ভাবে প্রতিবৎসর দেখা দেয়। আর্লস কোর্ট (Earls’ Court) ঠিক বাড়ীর সামনে; বেলওয়ে বস, ট্যাক্সী প্রভৃতির যথেষ্ট সুবিধা,—অতি নিকটে থাকাতেও আমাদের রাস্তাটি স্ততি নির্জন। ঘরটি মন্দ নহে; প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র সবই আছে। গাস বিলাতের পক্ষে আসবাবের প্রাচুর্য ও সৌখীনত্ব উচ্চ অঙ্গের না হইলেও ডাক্তার রায়েব মত ঋষি-তপস্বী ও আমার ছায় তংশিষ্যের পক্ষে ইহা যথেষ্ট। আমাব যেরূপ অভ্যাস ও কুচি তাহাতে কলিকাতাব হিসাবে এখানে বং বাবুগিরির বন্দোবস্ত; কিন্তু এখানকার হিসাবে বন্দোবস্ত সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষাও কম। এক প্রাচীনা পরিচারিকাই প্রাচীনা গৃহকর্ত্রীর সহায়, ডাক্তার বায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। আমারও কথা—তথাস্তু। ডাক্তার বায় ও আমি দিতল ও ত্রিতলের অধিকারী। গৃহস্থামিনী একতলা ও “পাতালেব তলায়” বিরাজ করেন। পাড়াটিতে বহু গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস। নিকটে অনেক ছাত্রাবাসও আছে। অনেকগুলি পবিচিত বাঙ্গালী ছাত্র নিকটেই থাকে। তাহাবা সর্বদা তব্ লয়। এই সকল কাবণে, অস্ত্রাস্ত্র অসুবিধা ও অভাব থাকিলেও আমার এইখানে থাকাই সুবিধা বোধ হইল। প্রধান কাবণ—এরূপ বাড়ীতে আহাৰ-বিহার ইচ্ছামত করিতে পারা যায়। ধুতি, চটিজুতা, গাঁড়ু-গামছাইত্যাди বজায় রাখিতে গেলে, নিতান্ত ফ্যাশনেবেল বাটী কিংবা হোটেলে থাকা সম্ভব নয় বলিয়া, আমার এই গৃহস্থালীই মনোমত।

আমাদের দেশের অল্প-বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এইরূপ বাসা খুঁজিয়া লইলে, নানা বিপদ ও প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচায় বিলাত-বাস চালাইতে পারে বলিয়া, এত ভূমিকার প্রয়োজন। যাহা বলিলাম, তাহা আমার পক্ষে নিতান্ত unfashionable বলিয়া, স্থান বিশেষে

সিদ্ধান্ত হইবে জানিয়াও এ কথার অবতারণা করিয়া “খেলো” হইলাম। Temperance Societyর Grubb সাহেব নিজ বাটীতে থাকিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন। University Congressএর Secretary Delegateদের থাকিবার স্থান স্থির করিয়া লিখিয়াছিলেন; Royal Arts Societies’ Club, Colonial Institute, National Liberal Club, এগুলির মধ্যে যেখানে হয়, বাজার হালে অপেক্ষাকৃত অল্প খবচায় থাক। যাইতে পারে। এবং Northbrook Societyতে থাকিবার জায়গা আপাততঃ স্থির করিয়া Pearson সাহেবকে কাল কতৃগক্ষেরা টেশনে পাঠাইয়া ছিলেন। এ সকল নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও এই স্থানে থাকাই স্থির করিলাম। নিকটেই Tube, Under Ground, District Railway, Motor Bus প্রভৃতি পাওয়া যায়। লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে, এই সকলের সাহায্য বিশেষভাবে লইতে হয়। ধনীদিগকেও হহা ব্যবহাব করিতে হয়। Motor Taxi, Hansom, Four Wheeler প্রভৃতিও পাওয়া যায়, তবে নিত্য ব্যবহাব করিলে তাহাতে ব্যয় বিস্তর। দুই একবার ব্যবহাব করিয়া দেখিলাম যে, আমার পক্ষে সে নবাবী বদান্ত হইবে না। হাতএব সকলে গাছা কবে তাহাই করিতে হইবে। রেল সেকেণ্ড ক্লাস নাট বলিলেই হয়। তাহাতে ক্যাশনেবেল চাকর যায়। মাত্র ফার্ট আৰ থার্ড ক্লাস। থার্ড ক্লাসের বন্দোবস্ত সুন্দর, দামও মস্ত। ফার্ট ক্লাসে প্রায় কেহই চাপে না। Smoking Carriage গুলায় না চাপিলে থার্ড ক্লাসে কোন কষ্ট নাই। তবে ভিড়েব সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। গাড়ী বড় জোর যায় বলিয়া, ধরিয়া দাঁড়াইবার জন্ত বিস্তর চামড়ার হাতল ছাদ হইতে ঝুলিতেছে; গাড়ীর মাঝখানে সেইগুলি ধরিয়া ঝুলিয়া কোনমতে যাওয়া চলে। এই strap ধরিয়া ও ঝুলিতে ঝুলিতে বাহারা তাড়াতাড়ি যাতায়াত করিবার খাতিবে ভিড় দেখিয়াও গাড়ীতে ওঠে, তাহাদের নাম Strap-hanger হইয়াছে।

এই সকল যাতায়াত-প্রণালীর তথ্য দুই এক দিনে বোঝা যায় না।

গরুদা পকেটে মাপ বাথরা, আব পথের লোককে ও পুলিশম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিয়া লইতে হয়। পুলিশম্যান অতি ভদ্র। তাহাদেব কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই বিনীতভাবে সব বলিয়া দেয়। খাস বাঙ্গালী পোষাক ও পাগড়ী দেখিয়া এবং অধিক সাহায্য কবে। বাস্তাব ছেলেরা (Street Arabs) ও কোন কোন ছোট লোক যে হা কবিয়া থাকে না কিংবা আপনা আপনি কানায়ুসা কখন কবে না, তাহা নহে। তাহাতে বিন্দুমাত্র আসিয়া যায় না। মোটের উপর পাগড়ার ষণ্ঠে মাত্র আছে; কোন অসুবিধা নাই। এবং কোথাও কোথাও যাতন মাপ আছে। পাগড়ী ছাড়াইবাব জন্ত আমাদের পুরাতন একজন Anglo-Indian বন্ধ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আব সকলেই, এমন কি, আমাব সেই Anglo-Indian বন্ধ স্বা পর্য্যন্ত, সকলেই পাগড়া বদায় বাঁধাব পক্ষে। একথাগুলো এক সময়ে না এক সময়ে বুঝাইতে হইবে, তাই এই খানেই বলিয়া বাঁধিতেছি। বাঁধাব প্রাপ্য বে, ভাবতবাসা বিলাতে আসিয়াও নিজ ব্যক্তিগত-জাতিগত স্বাভাব্য বদায় বাঁধিবে, ৬৮ হংকাজ পুরুদ বা মহিলা কোন অপারিত না কাবয়া, এবং অঙ্গ সন্মান কবেন, সকল বকম সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, একথা দেশেব লোকেব বিশেষরূপে বুঝিবাব সময় আসিয়াছে। দেশে আমবা “কাপুড়ে বাবুব” জ্বালায় অস্থিৰ। “কাপুড়ে বাবু” আবাব “কাপুড়ে সাহেবে” কাপান্তরিত হইলে, ভীষণ পদার্থ হইয়া উঠে। আব ফিবিয়া আসিয়া দেশেব লোকেব সহিত যে নিস্বাদ ও পার্থক্য হয়, তাহাব অধিকাংশ এই পোড়া কাপুড়েব খাতিবে। কাবল, ব্যবহাব বৈষম্য প্রায় কমিয়া আসিয়াছে; দেশে বসিয়া যে “অনাচাব কদাচাব” অভ্যন্ত হয়, অনেক বিলাত ফেবতও তাহাব নিকট হাব মানেন।

আহারাদি বা পোষাক পবিচ্ছদেব বেশেষ্য জন্ত আমাব কখন কোথাও কোন অসুবিধা হইবে, তাহা মনে হয় নাই। এখনও ঘটতেছে না।

কোথাও কোথাও রাস্তাব মাথাব উপর দিয়া, রেল পুল বাধিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার উপব ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম, ঘোড়ার বস, 'Taxi

Cab, l'axi Motor Cab, Hansom, Four Wheeler, Bicycleএ সব ত চলিয়াছেই। বাস্তাব নীচে প্রথম তলায় District Railway ; সিঁড়ি দিয়া লাইনে ও প্যাটকয়ে নামিয়া যাইতে হয়। তাহাব নীচে—মাটিব প্রায় ৭০।৮০ ফুট নীচে গোহাব প্রকাণ্ড নল কবিয়া তাহাব ভিতৰ Tube Electric Railway . হাজাব হাজাব লোক প্রতি ঘণ্টায় যাতায়াত কৰিতেছে। লোকব সিঁড়ি দিয়া নামা উঠা অসম্ভব বলিয়া, পকাণ্ড Lift সৰুদা উঠিতেছে নামিতেছে। Lift যদি কোন গতিকে বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে সৰুনাশ। কখন কখন একপ সৰুনাশ না হয়, ত নয়। তবে একপ বিপদ ঘটিলে, কোন মতে উপবে উঠিবাব জ্ঞান সিঁড়িবও আয়োজন আছে। নিতান্ত আতঙ্কব সময় হাজাব হাজাব লোক ঠেলামোঁচি কাবনা বিপন্ন বিপন্ন দস্তাবনা। কিন্তু ইংলণ্ডেব অসাধাবণ শৃঙ্খলা ও নিয়মপ্রবর্তা ও - একপ 'হেডোমো কাণ্ড' প্রায় ঘটে না।

এ পাডাব বাড়ীগুলি এক বৰ্ণেব বৈশাবা। সামনে একটু থোলা জায়গা বাখিয়া, বাস্তা হহতে একটু দূৰে বাড়ী তৈয়াবা হইয়াছে। সেত থোলা জায়গায় বাড়িবেব সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ঢাকবদেব এব, বাগা এব, কয়লা যব যাইতে হয়। সে সিঁড়ি কেবল ঢাকবদেব জ্ঞান ও জিনিষ পণ দাড়াবা যোগায় তাহাদেব জ্ঞান। সেই থানেত প্রায় গুটপাথেব উপব কয়লা দাবাব গত্ত আছে। গোহাব চাদব দিয়া সে গত্ত ঢাকা থাকে। কয়লাব গাড়া আসিয়া, চাদব খুলিয়া, গত্তে কয়লা ঢালিয়া দেয়। বিনা বাক্যব্যয়ে ওজন, কুলী, গাড়ী ভাড়াব “বচসা বিনা” কয়লা গুহন্তেব ভাণ্ডাবে “স্ববস্থ” হইয়া পৌছিয়া যায়। দোকানদাবকে চিবুট পাঠাইলে, সে সব জিনিষ মাথায় কবিয়া পৌছিয়া দেয়। স্বতন্ত্ৰ মুটে ভাড়া লাগে না। “মাথায় কবিয়া” মানে প্রায় ঘোড়াব গাড়ী, না হয় মোটবগাড়ী কবিয়া, মাল হোমাব বাড়ী পৌছাইয়া দেবে। অতি সামান্য জিনিষ কিনিয়া, বাড়ীব ঠিকানা দিয়া আসিলেই এই বকমে মাল পৌছাইয়া দেয়। নিজে হাতে কবিয়া কিংবা মুটে কবিয়া, জিনিষ আনিবার প্রয়োজন প্রায় হয় না। সঙ্গে দাম না থাকিলে, মাল

দিয়া বাড়ী হইতে টাকাও লইয়া যায়। মাটিব নীচে যে সব ঘৰ, সেই খানে চাকবাকব ও বান্নাববেব ব্যবস্থা। আধুনিক প্রণালীতে যে ঘৰবাড়ী নিৰ্মাণ হইতেছে, তাহাতে মাটিব নীচেব ঘৰ, বড় চলন নয। কাৰণ আধুনিক তন্ত্ৰেৰ চাকবচাকবাণীবা সিঁড়ি উপব-নীচে কৰিতে, বড়ই আপত্তি কৰে। আমাদেব দেশেও এ ধৰা উঠিয়াছে। বাড়ীব সামনেব দাঁকা জায়গা দিয়া, মাটিব নীচেব ঘৰে আলো যায়।

সেমন বাস্তা হইতে কমলা ঢালিষা দেয়, তেমনি বাস্তা হইত মিউনি-  
সিপ্যালিটিব লোক বিনা হাঙ্গামা-চীংকাৰে লোচাব চাদৰ ঢাকা অগ্নি গন্ত হইতে  
ময়লাও উঠাইয়া লয়। গৃহস্তেব দেকদাবী হইবাব সম্ভাবনা সৰ্ব্ববকমেই কম।  
হতাহতে বাস্তায় ময়লা আবৰ্জনা ঢালিয়া, বাস্তা অপবিস্কাৰ ও পথিকেব অস্বাৰ্থা  
ও শাবীৰিক প্লানিবও কোন কাৰণ থাকে না। কোথাও কোথাও বাড়ীব  
সামনে একটু বাগানও আছে। কিংবা Window Garden কবিষা, জানালাব  
ধাবে টব্ বসাইয়া বাগানেব সখ মিটাইতেও দেখা যায়। বড় বড় প্রায়  
সকল বাস্তাব ধাবে বাড়ীৰ নীচে দোকানঘৰ উপবে বসত বাড়ী। এক  
এক বাস্তায় এক এক নিয়মে সকল বাড়ী-বাগানেব বাহিবেব নক্সা ও  
বন্দোবস্ত। জয়পুৰেব একটি বাস্তাব এইরূপ বন্দোবস্তে এত বাহাতবী জাহিব ;  
লগুনেব প্রায় সকল নূতন বাস্তাতেই এই বন্দোবস্ত। তাহাতে বাস্তায়  
সৌষ্ঠব যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। কিন্তু একপ এক নয়াব জালাষ সময়ে সময়ে আগন্তকের  
পক্ষে অস্বাৰ্থা অনেক ; নিজেব বাড়ী, কি বন্ধুব-বাড়ী সহসা ঠিক কৰিতে পাবাব  
একটু গোল হয়। নম্বৰ 'ভুলিয়া গেলে, সমবে সময়ে বিলক্ষণ দ্বান্তি-বিলাসেব  
অভিনয়ও হয়।

গৃহস্থালী একপ্রকাৰ গুছাইয়া লইয়া পত্ৰাদি লিখিলাম ; শুক্ৰবাৰ বিলাত  
হইতে ডাক যায়। ডাক্তাব পি. সি. বাষকে লইয়া 'Cromwell Road,  
Northbrook Society দেখিতে গেলাম। Pearson ও Cheshire  
সাহেবেব সহিত ও National Indian Associationএব Secretary  
Miss Beckএব সহিত দেখা ও অনেক কথাবার্তা হইল। ভাবতবৰ্ষীয়



কষেকজন ছাত্রের সহিতও দেখা হইল। শঙ্কর ও বসন্ত অঞ্চলের ছেলেরা বিশেষ স্বাধীন ও “সাহেব” দেখিলাম। আগন্তুক দেখিয়া, তাহাদের বড় “সমীচ” মনে হয় না—খাতিব-সম্মত ততটা আসে না। কিন্তু বাঙ্গালী ছেলেরা খাতিব সম্মত বখেষ্ট করিল। গবর্ণমেন্টের সংস্কার আছে বলিয়া, Northbrook Society ভাবতবর্ষীয় ছাত্রদিগের বড় প্রিয় নয়, এবং যাহাবা ওখায় যাতায়াত করে সে স্থানে থাকে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া বের কেহ কিছু সন্দেহের চক্ষে দেখে না। সন্দেহ সম্প্রতি তাবৎ বনোভূত হইয়াছে। যাতাতে সকল ভাবতীয় ছাত্রের জ্ঞান সম্বোধন ভাবে করিয়া, স্তবন্দোবৎ ও শৃঙ্খলা থাকে, তাহাব চেষ্টাতে নর্থবক সোসাইটির এত বাড়ীর স্থিতি। আমি King's Indian Visit Memorial সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাও অনেকটা এত ধরণের, তবে বন্দোবস্তের ভাৱে যদি কোন কোন উপস্থিতি হয়, সকলের চেষ্টা করিয়া, তাহাব নিবারণ করা উচিত। ছেলেরা উপর গোয়েন্দাগিরি করিলেও অত্যন্ত বড় ফল হয়। বিষয় সাংস্কৃতিক না কাববা লভিলে, কোন পক্ষেই ক্ষেত্র নাই।

এখানে ছেলেরা জন বন্দোবস্ত বেশ আছে। London University, Albert Hall, Science and Technological College, Kensington Gardens, Kensington Museum প্রভৃতি সমস্তই এ স্থান হইতে তত নিরুৎসাহ।

শোনা গেল, Sir Beaumont Newhall, Shakespeare Revival উপলক্ষে আজ বাবে Merry Wives of Windsor আশ্রয় করিবেন এবং Falstaff সাক্ষিবেন। শোনা হইতেই বর্তমান অভিনয়ের পাণ্ডা শেষ হইবে। বন্ধুদিগের উপবোধে আত্মবোধের পব His Majesty's থিয়েটারে যাওয়া গেল। নীচেব বসে ভয়ানক ভিড় হয়। স্থান পাহারাব জন্ত অনেক স্ত্রী-পুরুষ, পবে পবে কাতাব দিয়া (Que) ফুটপাথে দাঁড়াইয়া থাকে। এত ভিড় যে, শান্তিবক্ষাব জন্ত পুলিস পাহারা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া যাইতে পারিবে না। যে যেমন আসিয়া টিকিট কিনিয়াছে,

সে সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে ভিতবে যাইতে পারিবে। অনেক নারী ভাব  
বেলা হইতে কুটিবিস্কুট সঙ্গে আনিয়া, এইরূপে সমস্ত দিন কাটাওয়া সামান্য  
স্থান দখলেব চেষ্টা কবে। আমাদের জায়গা পূৰ্ব হইতে টেলি-ফোঁ সাহায্যে  
বেশী দাম দিয়া বিজ্ঞাত বন্দোবস্ত ববা হইয়াছিল বলিয়া, কঠেব কোন  
কাৰণ ছিল না। সিঁড়িও সব জানা। ভিডেব নথ্য আদৌ যাইতে  
হইল না।

থিয়েটাৰটি বিশেষ বড় কিংবা ঙাকজমতের নহ। তবে বেশ পৰিষ্কার  
পৰিচ্ছন্ন। Programmeখানিও ছয় পেনি দিয়া কিনিতে হইল অথচ তাহাতে  
কিছুই নাই। অপেবা গেলাস ব্যবহাব কবিত হচ্' হয়, চোঁকিব সামনেই  
অপেবা গেলাস লাগান আছে। ছয় পেনী একটা গণ্ডেব ভিতব ফেলিয়া  
দিলেই অপেবা গেলাস হাতে আইসে। ব্যবহাব শেষ হইলে আবাব বাঁধয়া  
দাও। সৰ্ব্বত্র বন্দোবস্ত ভাল। তবে “ফ্যানো কডি মাথ তেল”।

Sir Beerbhoni Freeb Shakespeare অভিনয় সম্বন্ধে নামডাক  
প্রতিপত্তি খুব আছে, কিন্তু নাম বড়দুৰ-রক্তাকাতা এতদেব তত বেশী  
দেখিলাম না। Benson, Frank Robertson, Bouchier এমন  
কি, ছোট Irvingও ইহাব অপেক্ষা উচ্চ দৰেব অভিনেতা ব'লিয়া জানা যায়।  
Sir Henry Irvingএব অভিনয়েব পৰ ইহাদেব কাহাবও অভিনয়  
তমন “জন্মে না”। খুব উচ্চ দৰেব অভিনেতাবও Merry Wives of  
Windsorএব অভিনয়েব গুণগণায় বড় সুবিধা হয় না। পুস্তকেব  
আগাগোড়া পূৰ্ণমাত্রায় ভাডাম আছে। বৰ্তমান অভিনয়ে তাহাব  
অতিবিক্ত বাড়াবাড়ি দেখা গেল। আব যেখানে নাচ-গানের সুবিধা  
পাইয়াছেন, কর্তৃপক্ষেবা সেইখানে তাহাব প্রচুব আয়োজন কবিয়াছেন।  
আমাদের দেশেব Theatreএ যে এই সব দোষ চুকিয়াছে, তাহা বোধ হয়,  
বিলাতেব অনুকবণে। যে সব নিম্ন শ্রেণীৰ থিয়েটাৰ শীতকালে ভাবতবর্ষে  
যায় আসে, তাহাদেবই দেখিয়া শুনিয়া এইরূপ অবনতি হইয়াছে। অভিনয়  
কাহারও বিশেষ ভাল লাগিল না। বাত্রে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফেবা গেল।

ইংলেণ্ডে আসিয়া প্রথম সেক্সপীষৰ অভিনয় দেখাৰ মজুৰী পোষাইল না। ভাল ভাল থিয়েটাৰে অভিনয়েৰ সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। অসময়ে আসিয়া পড়িযাছি বলিয়, এ সব জিনিস দেখিবাব সুবিধা সম্ভাবনা নাই।

শনিবাৰ, ৮ই জন। দিনবাত্ৰি বিভাগ কৰা এক ঢুকহ ব্যাপাব। বাত্ৰি ৮। পৰ্য্যন্ত দিনেৰ আলো থাকে, এদিকে ভোৰ তিনটা না হহাত ইহঁতেই আলো। কাজেই অন্ধকাৰে ঘমাইবাব আৰ সময় পাওয়া যায় না। তাৰ উপৰ বৃষ্টি। গ্ৰীষ্মকালে Englandএ July June এৰ প্ৰত্যাশায় আসিয়া, এত বৃষ্টি বাদল ভাল লাগে না। আজ পায় সমস্ত দিনটাহ বৰে দবজা বন্ধ কৰিয়াহ কাটাঠিতে হইল। বৈকাল Cornwall Gardensএ Mrs P K Rayএৰ সহিত দেখা কৰিতে যাওহা গা। প্ৰাণ্যকমে তিনি বাড়ী ছিলেন না। তাঁহাব পুএ বাড়ী ছিলেন, কিৰিবাব মত পৰ চাষেৰ দোকানে চা খাহযা বাড়ী আসি লাম। বিলাত প্ৰত্যাসব প্ৰাবছট বড স্থাবধাব হহতেছে না বলিয়া, মনটাব উপৰ “ভিজা বন্ধালব” শাব বাউহাচ চলিয়াচ।

বৰিবাব, ৯ই জন। আজ সকাল বেলাও অৰিণাম বৃষ্টি। বৈকালে বৃষ্টি থামিলে Tube Railway দিয়া Kew Gardens দেখিতে গেলাম। প্ৰকাণ্ড Botanical Gardens Hot house, Palm-house, Chinese Pagoda, প্ৰভৃতি দেখিবাব জিনিস অনেক আছে। যে যে Temperatureএ যে যে গাছ ঠিক থাকে, সেহকপ হিসাবে গাছ সব সাজাইয়া Hot-houseএ বাখিয়াছে। Botanical Studiesএৰ ৬৩ এই বাণান বিখ্যাত। চাৰিদিক দেখিয়া, বডহ আনন্দ ও নতন বিবয়েৰ যথেষ্ট শিক্ষা হইল।

সোমবাৰ, ১০ই জন।—University Congressএৰ Secretary Dr. Alex. Hillএৰ সন্নিহিত দেখা কৰিতে গেলাম। বংগ্ৰেসেৰ সংকান্ত কথাবাত্তায় বুঝিলাম যে, ভাবতবৰ্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বন্দোবস্তেৰ প্ৰত্যাশা কৰা যাইতে পাবে না। এত পৰিশ্ৰম কৰিয়া, সে সব তথ্য সংগ্ৰহ কৰিয়াছি, তাহা কোন বিশেষ কাজে আসিবাব সম্ভাবনা দেখি না। ভাবতেৰ পক্ষে বেশী কথা শুনিবাব বিশেষ আগ্ৰহ দেখিতেছি না। তিল-কাঞ্চনে সান্ধিবাবই ব্যবস্থা। বক্তাদেব

নাম যাঁহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাব মধ্যে আমাব নাম অন্তর্গত কবিতা দিয়াছেন বটে; বক্তৃতা কবিতা দুঃখনিবারণ কবিতা ইচ্ছা হয়, তাহা কবিতা পাওয়া যাইতে পাবে, এইকপ ভাব। তাহাব জন্ত বিশেষ পৰিশ্রমগবেষণাব প্রয়োজন নাই। কিন্তু আসল বিষয়েব কিছুই হইবে না, তাহা Hill সাহেব পাক-প্রকাৰে যেন স্পষ্টই বলিয়া দিলেন। ইহা পূর্বে বুঝিলে, শব্দ, অর্থ ও কাজ নষ্ট কবিতা, সাত সমুদ্রেব নদী পাব হইয়া, আসিবাব প্রয়োজন হইত না। তাবতবর্ষেব বিষয় বিশেষকপে আলোচনাব জন্ত একটা নিদিষ্ট দিন দুবে যাউক, একটি নিদিষ্ট সময় পর্য্যন্ত স্থির কবাইতে পাবিলাম না। Australia, Canada, South Africa পর্য্যন্ত যে সকল অধিকাৰ পাঠিয়াছে ও পাইবে, তাবতবর্ষ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সকল বিষয়েই এইকপ হইয়া আসিয়াছে। নিয়ম সংস্কার সম্বন্ধে একপ তাবতম্য হওয়া বিষয় ভ্রম, তাহা কতৃপক্ষগণকে বুঝাইবাব যথেষ্ট চেষ্টা কবিতেছি। গ্রায়সঙ্গে শিক্ষা প্রণালীৰ শীঘ্র সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত না হইলে তাবতবর্ষেব এং ইংবেজেব ভদ্রত্ব নাই একথা সৰ্বত্র বঝাইবাব চেষ্টা কবিতেছি। বিশেষ বল লাভেব এখাবন' দেখি না। সকল শ্রেণীৰ সমালোচক ইংলিশ কটাক্ষ কবিতা দোষ খালাস। আসল কাজে ত্যাগ স্বীকার, সময় ও অর্থ ব্যয় কাবতে হয় বলিয়া তাহাব দিকে কেই অগ্রসব হয় না।

South Kensington ইহাে Charing Cross ষ্টেশনে পূর্ক বন্দোবস্ত-মত যাউয়া, আমাদেব পুৰাতন বন্ধ এটনি ফাব সাহেবেব সহিত মিলিত হইলাম। তাহাব জন্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবিতা গাৰিতে হইল। দাড়াইয়া দাড়াইয়া সন্মুখেব দুই একটা বাড়াব প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিয়াই এং কাহাকেও জিজ্ঞাসা না কবিতা চিবমুদ্রাঙ্কিত মানস চিত্র সাহায্যে জানিতে বিলম্ব হইল না যে একটি House of Commons আৰ একটি Westminster Abbey। কিন্তু দুব হইতে যত শোভা-সৌন্দর্য্যগাঙ্কীয্য কল্পনা হইত, নিকটে আসিয়া যেন ততটা মিলাইয়া পাইলাম না। তাজমহল দেখিয়াও মনে হয়—“যে এই সেই জগদ্ধিত্যত তাজমহল” মনে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হয়, কিছু নিবাশাব সঞ্চাব প্রথমে হয়। কিন্তু দেখিতে দেখিতে লুকায়িত সব সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া উঠে।—Arnold

তাঁহাব Philosophy of Historyতে Romeএৰ St. Paul প্রথম দশন উপলক্ষে এইরূপ কথা বলিযাছেন।

Fair সাহেব আসিলে, তাঁহাব সহিত Downing Street, White Hall, Privy Council প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে, যে স্থান দিয়া Charles I. কে বধান্ত্বে গইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া India Officeএ গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী। সমাটের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। ভাবত্বে ভূতপূৰ্ব্ব কজ Sale সাহেবেৰ সঙ্গে দেখা করিয়া, নানা কথাবার্তাৰ পৰ Iarr সাহেবেৰ নিকট বিদায় লইলাম। Sale সাহেব এখন India Office-এৰ গাইন-সংকান্ত উপদেষ্টা।

Temperance Societyৰ Frederick Grubb, Wimbledon Parkএ থাকেন। তাঁহাব সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহাব বাড়ী ঘাইবাব সময় বে বহুসংখ্যক গটনা গটনা, গ্ৰাহ' অনেকৰ ঘটিবাব সম্ভাবনা। কয়েক দিন ধৰিয়া Rehearsal দিয়াও অঘণ্টাব গুণ্ডা এখানও দখল হয় নাই, তাঁহাব পৰিচয়-রূপে একটা বৰিঅছি। Wimbledon ও Wimbledon Park নামে স্বতঃস্থান আছে। সে দেখাল না থাকাত্তে Wimbledon Park এডাইয়া Wimbledonএ ঘাইয়া উপস্থিত। বেগুয়েৰ নিয়ম অনুসাবে তৎক্ষণাত্বে খেব দেও বিনা খবচায় Wimbledon Parkএ ফিৰিতে পাৰিতাম। তাঁহা না জানা থাকাব দক্ষ বিস্তৰ খবচ কৰিয়া, গাড়ীভাড়া কৰিয়া Wimbledon Parkএ ফিৰিয়া আসিতে হইল। Lord Morley এইখানে থাকেন। স্থানটি পৰিস্ৰাব পৰিচ্ছন্ন—(Garden Suburbs), এখানেৰ বাড়ী বাগান অতি পৰিস্ৰাব। বড় বড় খেলাধুলাৰ জন্তু সময়ে সৰু হইতে লোক গিয়া ভিড কৰে। গ্রাব্ সাহেবেৰ বাড়ীতে চা খাওয়া হইল ও নানা কথাবার্তা হইল। গ্রাব্ সাহেব ও তাঁহাব স্ত্রী বড় অমায়িক; তাঁহাবা বিশেষ যত্ন কৰিলেন, বাড়ীতে থাকিবাব জন্তু ও Temperance সম্বন্ধে নানা-স্থানে বক্তৃতা কৰিবাব জন্তুও বিশেষ অনুবোধ কৰিলেন। Temperance Federationএৰ প্রধান Meeting হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকাল অকাবণ বাড়ী ছাড়িয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই; মনেব উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে। বিলাত আসিবাব সম্বন্ধে অনেকে অনেক আশঙ্কি কবিয়াছিলেন; সেই সকলের ফল-স্বরূপ নানা বাধা-বিঘ্ন ঘটিতেছে,। তবে মনেব আকাঙ্ক্ষা কবিয়া আসি নাই, এই জন্ত নিঃফল হইবাব আশঙ্কা ও তর্কিমিত্ত মনঃক্ষোভেব কোন কাবণ নাই। “কম্মণ্যেবাধিকাবশ্তে মাফলেধু কদাচন।”

মঙ্গলবার, ১১ই জুন।—ঢাক্তাব বাঘ বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। শুদ্ধ প্রায় সমস্ত দিনই বাড়িতে থাকি। আগ বিকালে তিনি অপেক্ষাকৃত শ্রুত আছেন দেখিয়া, Cromwell Houseএ Gould সাহেবেব বক্তৃতা শ্রুতিতে যাউলাম। বক্তৃতা বিষয় -“শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি।” “কথাছিলেন বাগানানং নীতিশুদ্ধিহ শিক্ষায়ে।” গত বৎসব Fox Pitt নামে একব্যক্তি ৩৮৩৮৮৮ এই সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর ধর্মগ্রাহী বক্তৃতা কবিয়াছিলেন। Gouldএব বক্তৃতাও বেশ। সেখান হইতে Mr. Frederick Grubbএব সহিত তাঁহাদের Temperance meetingএ গোগাম, Lord Rawllan সে সভা সভাপতি। অতএব সভাব ভাণ্ড খুব। সভান্তলে লোকজন উপস্থিত অনেক। স্টল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় আমায় কিছু বলিতে অন্তর্বোধ কবায় - “যথাসাধ্য কিছু বলিলাম। ভাবতববে সুবা-বাক্সেব জয়

লাব; প্রাচীন পুৰাণ-ইতিহাসে দেখা যায়, কোন কোন অসভ্য দ্রাবিড় সংসর্গে মত্তপান প্রথা প্রাচীন ভাবে প্রচলিত ছিল। একথা লইয়া বিপক্ষ পক্ষ যতই বাহাদুরী ককন, বর্তমান সন্ধানের জন্ত যাহাবা অন্ততঃ আংশিক দায়ী, তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য না পাইলে, এ বাক্সেব কবল হইতে বক্ষা পাইবাব কোন উপায় নাই। ভাবতবর্ষেব বাজপুষ্করদেব এখন এ বিষয়ে সাধাবণেব সহিত অধিকতর সহানুভূতি লোকেব লক্ষিত হইতেছে। এ সময় বিলাতেব বিশেষ সাহায্য পাইলে আমাদের শীঘ্র আরও অধিক লাভ ও সুবিধা হইতে পাবে এবং ইংবাজ

জাতির দোষ ক্ষালনেরও উপায় হইতে পারে, একথা সভাস্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কথায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং যথেষ্ট সহানুভূতির আশা দিলেন।

মিটিং শেষ হইলে বিস্তব সাহেব-মেম আসিয়া, বক্ত প্রকাশ করিলেন। উড়ে বেহারার মুখে ভাঙ্গা-বাঙ্গালা শুনিলে বাঙ্গালী বাবু, প্রথম যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেন, অপরিচিত বাঙ্গালীর মুখে ভাঙ্গা-ইংরাজী শুনিলে, মহাপ্রাণ ইংরাজদের এখনও সেইরূপ আনন্দ হয়। ভারতবাসী ইংরাজদের মধ্যেই ‘বাবু ইংবাজী’র লাঞ্ছনা যত শোনা যায়, ইংলণ্ডে তত নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেকেই আলাপ করিবার জন্ত, তাঁহাদের বাড়ীতে থাইবার জন্ত এবং পুনর্বার স্থল বিশেষে বক্তৃতা করিবার জন্ত বারবার অনুরোধ করিলেন। সে আদর-আপ্যায়নের কথা বলিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। Shake-hand—Congratulationএর ধূমে কিছু বিপন্ন, কিছু অপ্রস্তুত এবং কিছু গবিত হইয়া উঠিলাম। সভাভঙ্গের পর সভাস্থ সাহেব-মেমেদের কথা আর শেষ হয় না—কত বন্ধুত্ব, কত স্নেহ প্রকাশ যে, চতুর্দিক হইতে হইতে লাগিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমার সাধ্য নয়, বুঝি বা উচিতও নয়। কত বড় বড় বক্তার বক্তৃতা তাঁহারা দিন রাত শোনে। আজকাল বাঙ্গালীর সম্বন্ধে, ভারতের ইংরাজ-মহলে কাগজে—বক্তৃতায়—আদালতে—ক্রমাগত নিন্দা, গালাগালি, শোনা যায়; তাহাদেব মধ্যে একজনের সামান্য ভুইটা কথা শুনিয়া আনন্দ-প্রকাশ ইংলণ্ডের ইংরাজের পক্ষে নিজগুণ-প্রকাশ ও ভদ্রতা মাত্র। সাহেবদের অপেক্ষা মেমেদের বক্ত, আত্মীয়তা ও আনন্দ অনেক অধিক দেখিলাম। বাজা রামমোহন রায়ের বিলাত আসা অবধি আবহমান-কাল-প্রচলিত কথা যে, ইংরাজ-বমণী যোগ্য ভারতবাসীমাত্রকেই বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখেন। অপদার্থ কয়েকজন ভারতসন্তান নিজেদের অপব্যবহারে সে সম্মান খোয়াইয়াছে এবং সমস্ত জাতির সমূহ ক্ষতি করিয়াছে, তাহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমার সাহেবী এখনও দ্রুত হয় নাই। তাহাদের ভদ্রতাব সম্পূর্ণ প্রতিদান করিবাব সাধ্য আমার হইল না। অনেকে স্ব স্ব কার্ড দিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সভাস্থলে বহুতা শুনিতে যাইবাব সময় নিজের কার্ড পকেটে লইয়া গাইবার খেয়াল আমার হয় নাই। কাজেই “কাঃ বদল” হইল না। বহুতা শুনিতে গিয়া, বহুতা কবিত্তে হইবে এবং এত বন্ধু সমাগম-সোভাগ্য হইবে, মনে হইলে কাঃ সঙ্গে বাখিতাম। এত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুতা কবিত্তাব জন্ত সাদব আহ্বানে মনে অবশ্য উৎসাহ ও উত্তেজনা খুব হইল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, এইরূপে কাজ বাড়াইলে এখানকার কাজ শেষ হইবে না। ভাবতব ইংবাজে ও ইংলণ্ডের ইংবাজে প্রভেদ দেখিয়া নূতন জ্ঞান লাভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ আশাবও সঞ্চাব হইল।

বুধবাব, ১২ই জুন।—ডাক্তাব বায়েব স্পষ্ট দ্রব। তাহাব সেবা, পথ্য ইত্যাদির বন্দোবস্ত কবিত্তা Templeএ গেলাম। উদ্দেশ্য—King's Counsel, Mr. Davidএব সহিত সাক্ষাৎ কবা। Harcourt Buildings Temple E. C. তাহাব ঠিকানা। ঠিকানা খুঁজিয়া লইবাব অভ্যাস হইয়াছে। বিশেষ কষ্ট হইল না। Sale সাহেব হহাব কুটুম্ব এবং তিনিই পবিচয় কবিত্তা দিয়াছেন।

ব্যাবিষ্টারদের লেখা পড়া ও আফিসেব আচ্ছা এই খানেই। আমাদের দেশেব গ্রায় প্রকাণ্ড Bar Library ও Club এখানে নাই। আদালতে ব্যাবিষ্টাবদের জন্ত বন্দোবস্ত নংসামাত্র। কোন মতে Wig ও Gown বাখিবাব একটা জাবগা মাত্র আছে। মক্কেলদের সঙ্গে দেখা-শুনা ও কাজকর্ম কবিত্তাব জন্ত সকল ব্যাবিষ্টাবকে নিজ নিজ Chamber কিংবা আপিস ঘর বাখিত্তে হয়। অল্প উপার্জনশীল ব্যাবিষ্টাবেবা অনেকে একত্র হইয়া ঘর ভাড়া লয় এবং একজন কেরাণীব সাহায্যেই সকলে কাজ চালাইয়া লয়। এই সব বাড়ী, আপিস, Chamber যেন পুরু-পরিচিতের গ্রায় মনে হইতে লাগিল। নিকটে Lincoln's Inn, তাহাবই কাছে Dickensএর অমব



লেখনী সাহায্যে অমর “Old Curiosity Shop”এব বাড়ীটি এখনও বর্তমান বলিয়া প্রকাশ। নৃষ্টিব জ্ঞাত আপাততঃ তাহা সন্ধান করিয়া দেখা হইল না। David সাহেব যতদূর সম্ভব যত্ন করিলেন; জলপানের নিমন্ত্ৰণ করিয়া, নিকটস্থ হোটেলে লইয়া গিয়া আহার করাইলেন। বড় বড় উকীল কোম্বিলেবা আদালত হইতে এইখানে জলযোগ করিতে আইসেন। আমাদের দেশের মত বাব লাইসেন্সী জলযোগের অবকাশ সময়ে প্রকাণ্ড হোটেলে পরিণত হয় না। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হইল।

তাবপব Kingsway, Strand, Great Queen’s Street সন্ধান করিয়া, Freemasons’ Hallএ যাওয়া, বড় দাদাব পুৰাতন বন্ধু Thomas Jones সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। লণ্ডনের বাস্তাবাট এখন পবিসব ও পবিত্রাব। এমন দিন ছিল, যখন লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ বাজপথও আমাদের বড়বাজারের অপকৃষ্ট গণ্ডির সমকক্ষ ছিল, কমে উন্নতি সাধিত হইতেছে। Strand Road হইতে Kingsway নামক যে নূতন বাস্তা সম্পত্তি খোলা হইয়াছে, তাহা লণ্ডনের সর্দাপেক্ষা প্রশস্ত বাস্তাব অল্পতম। কিছু নূতন বাস্তাব ক্রিস্টোত্তর এখনও পূর্ণমাত্রায় ঘটে নাই। পুৰাতন গলিঘুঁজিব যে সম্মান, নূতন বড় বাস্তাব সে সম্মান হইতে বিলম্ব হয়।

জোন্স সাহেব বিশেষ আদর যত্ন করিলেন, পুৰাতন কথা অনেক হইল। Freemasonদিগের প্রায় সকল কাজই এ সময় বন্ধ, তথাপি কোন না কোন সভা হইলেও হইতে পারে, তাহার জ্ঞাত প্রস্তুত হইবার আয়োজন গক্ষে জোন্স সাহেবের নিকট অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইলাম। এবং উপস্থিত সভাগণের সহিতও তিনি পরিচয় করাইয়া দিলেন। জগতের সর্বত্রই Freemasonদিগের পবম্পব আদর, সম্মান ও সাহায্য এ সম্প্রদায়ের সভাগণের মধ্যে সৌহার্দ-ভাবের বিশেষ সঞ্চাব করিয়াছে, হুঃখের বিষয়, বিশেষ কোন সভাসমিতি এ সময়ে লণ্ডনে হয় না। Freemason Hall প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রকাণ্ড ব্যবস্থা—প্রকাণ্ড উদ্যোগের

চিহ্ন মাত্র দেখিয়া সব সাধ মিটাইতে হইল। দশকদিগেব স্বাক্ষবেব জন্ত যে পুস্তক সেখানে আছে তাহাতে স্বাক্ষব কৰিলাম।

গেথান হইতে Victoria Street, West-minister Palace Hotel এ East Indian Association এৰ নিমন্ত্রণে বহুতা গুনিতে গেলাম। আমাদেব দেশেব হাইকোর্টেব ভূতপূৰ্ব এৰজন জজ এ সভাব সভাপতি। ভাৰতেব ভূতপূৰ্ব একজন Civil Servant, “Defects of the systems of Laws of England, India, and America” এহ বিষয়েব বহুতা উপলক্ষে বাঙ্গালী ও ভাৰতবাসীদিগকে ন ভূত ন ভবিষ্যতি’ গালাগালি দিলেন। সভাব অতীত নবম অন্তসাবে সভাপতিব বিনা অনুমতিতে উপস্থিত অত্র লোকেব বলিবাব কোন অধিকাৰ ছিল না। অনুমতি প্রার্থনা বৰ্বিতে প্রৱাণ্ড হও না, কাজেই আমাব উত্তৰ দিবাব অবকাশ হইল না। মনে তটন, এ সকল স্থানে উত্তৰ না দেওয়াই ভাল। সভাপতি ও বক্তাব নাম চুছ। কবিবাহ প্রকাশ কৰিগাম না। বিঃ একথা প্রকাশ হওয়া মন্দ নয য়, ভাৰতেব নিমক খাসিয়া, যাহাদেব অস্ত্রময়, তাহাবা যখন ফাঁশি ভূতপূৰ্ব কথা” এককপে স্তবিষাব শপথাবাব ববেন, তখন বিলাতেব যথার্থ মহাপ্রবেষাব ও তাহাদিগকে বেস্ত যথা ববেন। বক্তাব ও সভাপতিব মন্তব্য শব্দে অনেক ঠংবাজ আমাব মত যুগ ও ত্বংসহকাৰেই সভা ত্যাগ কৰিগেন। তাহাদেবও মত হইল যে, এ সকল স্থানে নীচ যদি উচ্চ ভাষে, গাহা হইনে সুবৃদ্ধিৰ হাসিয়া উড়ানই শ্রেয়ঃ।

বৃষ্টি বর্মিল না, St James Park, Queen Anne’s Mansion এ Sir, R. N. Mukerjী ব সন্মানে গেলাম। তিনি সহবেব বাহিৰে গিয়াছেন, এথা হইল না। আমি পথঘাট জানিয়া চিনিয়া কি বৰিয়া বিনা সাহায্যে এত বেড়াইতেছি, নিজে আশ্চর্য্য হই, পবেও হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পদে পদে “আহাশুখ বনিতৈছি।” গাজ হাত-পায়েব নথ কাটিতে পাঁচ শিলিং দিয়াছি! দেশে পাঁচ পয়সা দিতে কষ্ট হয়। হায়বে বিলাত! এখানে স্থানভেদে পাড়াভেদে জিনিসেব দাম তফাৎ হয়। এক পাড়ায় এক দোকানে

জিনিসের যে দাম, ঠিক সেই জিনিস সোখীন পাড়ায় সোখীন দোকানে সোখীন দোকানদারের হাতে চতুর্গুণ কেন, দশগুণ দাম দিয়া কিনিতে সোখীন বাবু শুধু কাতর হয় না, নিজেকে ধত্র জ্ঞান করে। ভারতবাসীরা শীঘ্র এই জ্বালে ধরা পড়ে বলিয়া কথাটাব অবতারণা করিতেছি। Marble Archএব উত্তরে দক্ষিণে দোকানের দামের এইরূপ তাবতম্বা হয়।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই জুন।—ভোর ৭টার সময় বাহিব হইয়াছিলাম, রাত্রি ৮টার সময় বাড়ী আসিলাম। ১৩ঘণ্টা বাহিবে বাহিরে এক কাপড়ে গুরিয়া বেড়ান. বোধ হয়, দেশে কখন সম্ভব হইত না। দিনেব বেলা নিদ্রা দূরে থাক, একবার ইঞ্জ-চেয়াবে পিঠ দিয়া বিশ্রাম করাও কয় দিনেব মধ্যে ঘটতেছে না। অথচ ইহাব জন্ত আমার কোন অসুখ বা কষ্ট নাই। অভ্যাস ও স্থানগুণে সবই সম্ভব; তবে এরূপ অত্যাচাবে কতদিন শবীব ভাল থাকিতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। বেলগুয়ে এবং অম্নিবসে এখান-ওখান গাভায়াত হইতেছে বটে, কিন্তু এক বেলগুয়ে গাটকর্ম্ম হইতে অল্প বেলগুয়ে গাটকর্ম্ম এবং এক জায়গা হইতে অল্প জায়গায় বাইতে যে, তাটাতাটি দোড়াদোড়ি করিতে হয়, তাহাতে প্রত্যহ বোধ হয়, ৩৫ মাইল দোড়ান হয় এবং বেলগুয়ে অম্নিবসে কোন কোন দিন গাভায়াতে একশত মাইল অক্লেশে হইতেছে। তাহা বিনা ক্লেশে কলিকাতায় কখন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; শেষতঃ বাস্তায় মোড় পাব হইবার সময় যে বিপদ এড়াইয়া পার হইতে হয়, তাহা মনে করিলে আর বাস্তায় বাহিব হইতে ইচ্ছা হয় না। পুলিশমানের সাহায্য ব্যতীত বড় বড় মোড় পার হইবার সম্ভাবনা নাই। হাত-তোলাব ইঙ্গিতে গাড়ী ও মোটরের স্রোত না থামিলে, অনেক স্থানে ওপার যাওয়া একেবারে অসম্ভব। বাস্তায় তবু পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায়; বড় বড় আপিস বাড়ীর ভিতর বিপদ আরও অধিক। বড় বড় লোকের নাম কবিয়া বাড়ীর ভিতর যাও; কিন্তু কেউ কাহাকেও চেনে না। সময়ে সময়ে একজনকে খুঁজিতে বাড়ীতে ঢুকিয়া গাটকাটার হাতে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হয়। এক এক বাড়ীতে ৪০০।৫০০ পর্যন্ত ধর

আছে। লোক তাহাব দশগুণ। Lift কবিয়া উঠিতে নামিতে হয়।  
স্ববিধাব মধ্যে এইটুকু। কিন্তু লোক খুঁজিয়া লইতে বড়ই কষ্ট হয়।

সকালবেলা বাহিৰ হইয়া দেখি, লোক সব দৌড়িতেছে। মনে কবিগাম,  
কিছু পাল পার্কেণ বুঝি। কিংবা কোথাও বা আগুন লাগিয়াছে। স্বর্ণলতাব  
নীলকমলব অবস্থা লগনে ইংবাজ-আগন্তকেবও হয়, আমবা ত কোন ছাব।  
নিত্য এইরূপ। চাকব চাকবাণী, দোকানদাব, কেবাণী সকলেই বাস্তায় বেলে  
দামে কিংবা অমনিবসে ঠাডানাডি দিনবাতই এইরূপ যায়। “গদাই নন্দবী  
চাল”, লগনেব বাস্তায় মোটে দেখা যায় না। আমাব মণ্ড মন্দগামী লোক  
দেখিলে লোকে বিপন্ন বা পীড়িত নমে সাহায্য দানেব চেষ্টাও কবে। দেখা-  
দেখি বাধ্য হইয়া, আমাকেও দোড়াদোড়ি ‘কছলং’ পুনবায কবিতে হইল।  
কেহ কাহাবও দিকে চায় না—দাঁড়াষ না; আপনাব মনেই হন্ হন্ কবিয়া  
পথ চলে। অথচ কাহাকেও ভদ্রভাবে কোন কথা যদি জিজ্ঞাসা কব, ছোট-  
বড়-লোক সমান ভদ্রতাব সহিত কথাব উত্তব দেয ও যথাসাধ্য সাহায্য কবে।  
ভদ্র পল্লীব ত কথাই নাই—ইতব পল্লীতেও এই। গামি লগনেব ছোট-লোক-  
পাড়া এখনও দেখি নাই। অপবেব সাহায্য ছাড়া সে সব জায়গায়  
যাওয়া যায় না। Convent Garden, Strand, Fleet Street  
Ludgate Circus, Pall Mall, St. James Street, Leaden  
Hall Street, Victoria Street প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানেব অবস্থা ও  
বন্দোবস্ত এই। তুই একজন ছাড়া এমন পুলিসম্যান নাই যে, জায়গাব নাডী-  
নক্ষত্র না বলিতে পাবে।

আজ প্রথমতঃ Victoria Streetএ Westminster Palace Hotelএ  
Temperance Breakfastএব নিমন্ত্ৰণে গেলাম। গতবৎসব লগনেব Lord  
Mayor যিনি ছিলেন—Sir Veily Strong—বাহাব বিষয়ে Stead তাঁহাব  
Review of Reviewsতে এক সুন্দব Character Sketch লিখিয়াছিলেন,  
তিনি Chairman। লোকট নিজাব অধ্যবসায়ে ও গুণে এত উপবে  
উঠিয়াছেন। তিনি সদানন্দ ও সদালাপী। আলাপ হইল। Secretary

Roe ও অন্যান্য বিস্তব ভদ্র লোকেৰ সহিত আলাপ হইল। সকলেই মাদকতা-নিবারণ সম্বন্ধে বন্ধপবিকব। তাঁহাদেৰ সহিত আলাপে অনেক কথা পৰিস্কাৰ-ভাবে বোঝা গেল। বিস্তব লোক দেশবিদেশ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কথাবার্ত্তা কওয়াৰ—বক্তৃতা কবাৰ অভ্যাস ও শক্তি অতি কম লোকেৰ। ১২/১৪টা বক্তৃতা শুনিলাম। Sir Veizy Strongএৰ এবং Helsop নামক একজন লোকেৰ বক্তৃতা ছাড়া শুনিবাব যোগা বক্তৃতা বড় ছিল না। ইংবাজেৰ খাস-মূল্যকে অসংখ্য খাস-ইংবাজবক্তাৰ মধ্যে বসিয়া, ইহা আপণোষেৰ কথা। খাওয়া দাওয়া উপলক্ষ ছাড়া ইহাদেৰ কথাবার্ত্তা কাজকম্ব বড় কম হয়। Breakfast উপলক্ষ কবিয়া, Lunch, Dinner প্রভৃতি উপলক্ষ কবিয়াও অনেক সভাসমিতি হয়। নানা কাজে ব্যস্ত যে সকল বড় লোক দেখা কবাব জন্তু অল্প সময় নিদ্দেশ কবিতে পাবেন না, তাঁহাবা আহাব উপলক্ষ কবিয়া, অনেক কাজকৰ্ম্মেৰ কথা কহিয়া লন। Temperance সভাব সভাগণেৰ সহিত পৰিচয় প্ৰায় এটুকুপেই কবিতে হয়।

সভাৰ কাজ শেষ হইল, St. James Park নামক সুন্দৰ বাগানেৰ ভিতৰ দিয়া St. James Streetএ বাইলাম। যেমন গাছপালাৰ বাহাব, তেমনি ঝিলপুল-বাগ্গা, প্রস্তব-মূৰ্ত্তিৰ বাহাব। সাজান বাগান ত সাজান বাগান। চক্ষু ভুড়াইয়া যায়। মহবেৰ ছোট-বড় সকল লোকই এই সব বাগানেৰ সাহায্যে বাচিয়া থাকে। লগুনেৰ বাড়ী ঘৰ দ্বাব যেকপ আবদ্ধ, এটুকুপ উন্মুক্ত প্রকাণ্ড স্থান প্রচুব পাবমাণে না থাকিলে, নগৰবাসিগণেৰ স্বাসবোধ হইত। কত লোক বেড়াইতেছে—বসিতেছে—গল্প কাবতেছে—আনন্দ কবিতেছে, সংখ্যা নাই। লগুনেৰ স্থানে স্থানে এই সব বাগান আছে, তাই লগুনেৰ লোক বাচিয়া আছে। বাগান হইতে বাহিব হইয়া দেখি St. James Palace-এৰ সামনে পুলিসেৰ ভিড়, লোকেৰ ভিড়, ব্যাণ্ড, ঘোড়-সওয়ার ইত্যাদিৰ ভিড়। শুনিলাম—আজ রাজাব সোভি। পূৰ্বে সংবাদ পাইলে, কাৰ্ড পাঠাইয়া লেভিতে আসিতাম। King's Beef-Eaters

Footmen সব দলে দলে দাঁড়াইয়া বহিয়াছে। অদ্ভুত পোষাক! ভিড়ের সঙ্গে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, রাজা দেখিবার সুবিধা হইল না। রাজাকে দেশে বহুবার দেখিয়াছি, এখানেও দেখিবার সুবিধার সম্ভাবনা আছে। এবং কাজও বিস্তর বহিয়াছে। তাই বাস্তার ভিড় না বাড়াইয়া St. James Streetএ খুঁজিয়া Royal Societies' Clubএ গেলাম। তাঁহারা অল্পগ্রহ করিয়া Honorary Member করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের বাড়ীতে বাস করিবারও নিমন্ত্রণ কবিয়াছেন। অতএব ভদ্রতাব খাতিবে একবার ঘাইয়া দেখা-শুনা কবিয়া আসা উচিত বোধ হইল। কম্মচারিগণ এবং উপস্থিত সভাগণ সৌজন্তসহকারে বাড়ীখবদ্বার সব যত্ন কবিয়া দেখাইলেন; খাবার দাবার বন্দোবস্ত দেখাইলেন; চাকর-বাকর, Steward প্রভৃতিবও রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া, আমাব আদর-আপ্যায়নেব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সকল বন্দোবস্তই সুন্দর। অত্র অত্র Clubএও এইকপ নিমন্ত্রণ কবিতোছে; Northbrock Club, National Liberal Club, Royal Colonial Institute প্রভৃতি স্থানে এইকপ নিমন্ত্রণ হইতেছে।

স্বাবার লেভির ভিড় ঠেলিয়া, Pall Mall বাস্তায় Reform Club, Traveller's Club এট দুইটা প্রধান Club দেখিয়া, Ludgate Circusএ Cook and Sonএব বড় আপিসে গিয়া, সুবোপেব বিভিন্ন স্থানে ঘাইবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া বাহিব হইতেছি, এমন সময় স্থাব চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়েব পোছেব সহিত দেখা হইল। তিনি যথেষ্ট যত্ন করিয়া, নিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশ কবিয়া দিলেন। সেপান হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে Mansion House, Royal Exchange, Bank of Bengal, St. Paul's Cathedral প্রভৃতি স্থান দেখিতে দেখিতে Aldgate Stationএ উঠিয়া Westminster Stationএ আসিলাম। যে সব বাড়ীর নাম করিলাম, চিরদিন তাহার নাম শুনিতেছি, এবং তাহাদের সম্বন্ধে কত ব্যাপারই বরাবর মনে করিয়া আসিতেছি। নিকটে আসিয়া যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে হয়। বাহিরের জাঁকজমক কোন বাড়ীরই তত নয়; কিন্তু ভিতরের

পারিষাট সাজগোজ খুব আছে। Westminster Abbey, House of Commons, House of Lordsএর বাড়ী দেখিয়াও এই কথা মনে হয়।

যখন Westminster Hallএ পৌছিলাম, তখন সময় আছে বলিয়া এদিক ওদিক Embankmentএ বেড়াইলাম ও Westminster Hallএর চতুর্দিকে বেড়াইয়া Cromwellএর Statue প্রভৃতি দেখিয়া St. Stephen's doorএ যাইলাম। সকল দরজা ও ফটকে পুলিশ পাহারা। 'সফ্‌বাগেট' ভয়ে Police পাহারাব বন্দোবস্ত কডাকড়। ফটকেব পুলিশেব বাহাদুরী এই যে, পার্লামেন্টেব সকল মেম্বৰকে তাহাৰা চেনে এবং মেম্বৰেব। বিনা বাধাৰ তাঁহাদেব নিৰ্দিষ্ট ফটক দিয়া বাইতে পাবেন কিন্তু সে সকল দরজা দিয়া আৰ কেহ বাইতে পাবে না। অত্ৰ সকলকে St. Stephen দরজা দিয়া বীতিমত অনুমতি পএ দেখাইয়া ভিতৰে বাইতে হয়।

Westminster হলেব ভিতৰে ডুইধাবে Pitt, Fox, Chatham, Burke, Mansfield প্রভৃতি ইতিহাসপ্ৰসিদ্ধ দেশমাত্ৰ জগন্মাত্ৰ লোকেব প্ৰস্তবমূৰ্ত্তি বহিয়াছে। Westminster Hallএৰ যেখানে দাঁড়াইয়া Charles I. মৃত্যুদণ্ডাত্তা গ্ৰহণ কৰিয়াছিল, সেখানে স্থাননির্দেশ জন্ত একটি পিত্তলফলক প্ৰোথিত আছে। যেখানে Gladstoneএৰ মৃতদেহ সমাধিস্থানে লইয়া বাইবাব সময় সম্মানপ্ৰদৰ্শন জন্ত ক্ষণকাল বঞ্চিত হইয়াছিল, সেখানেও সেইকপ ফলক প্ৰোথিত বহিয়াছে। আবাব মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত Charles I.এব প্ৰস্তবমূৰ্ত্তিও Charles II এব পাৰ্শ্বেই বহিয়াছে। অদ্ভুত জাতি। মস্তকচ্ছেদও হইল এবং স্বৰ্ণচিহ্নস্বৰূপ পৰবৰ্ত্তী লোকেবা সেই স্থানে প্ৰস্তবমূৰ্ত্তিও নিৰ্ম্মাণ কৰিল। গৃহভিত্তিতে - ভিত্তিপাৰ্শ্বে—ছাদে কত সুন্দৰ কাককাৰ্য্য বহিয়াছে, তাহাব সংখ্যা নাই। একদিন ওয়াবেন হেষ্টিংসেব বিৰুদ্ধে আলাময়ী বৰ্ত্ত্তাস্রোতে বৰ্ক-সেবিডান এইখানে গ্ৰায়েব ধ্বজা প্ৰোথিত কৰিয়াছিল।

পাৰ্লামেন্টেব মেম্বৰদেৰ সহিত দেখা শুনা কৰিবাব জন্ত অপেক্ষা কৰিবাব একটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে। সেইখানে বসিয়া বসিয়া জনশ্ৰোতবৈচিত্ৰ্য

দেখিতে দেখিতে মনে কত কথাব, কত ভাবেব উদয় হইতে লাগিল তাহা বর্ণনা চক্ষব। পার্লামেন্ট মেম্বরের সঙ্গে দেখা কবিবাব উমেদাব অসংখ্য। পাছে আগামী বাবে আবাব ভোট না দেয়, এই ভয়ে মেম্বারবা বাহিবে আসিয়া, তাহাদেব সঙ্গে দেখা, কথাবাত্তা ও কাজ কবিত্তেছেন, নানা সৌজন্ত দেখাইতেছেন। এ কমিটি—ও কমিটিতে মেম্বারদিগেব নিত্য গান্ধিবিধি—হইতেছে। অনুগ্রহ কবিয়া কেহ তাঁহাদিগ্ৰ চিনাই। দিতেছেন। জনস্রোতেব এক মিনিট বিবাম নাই। ঐ Sir Rufus Isaacs, ওই অমুক, ওই আব একজন স্বনামধন্য মেম্বৰ গহিতেছে। দেখিতে দেখিতে Crubb সাহেব ও বন্ধুবব Reverend Anderson আসিয়া পৌছিগেন। Temperance সভাব বিশেষ সাহায্যকাবা Sir Herbert Robertsকে বাতিমত সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া একটা কমিটি ঘবে লইয়া গিয়া বসাইলেন, বিশেষ যত্ন ও আদব প্রকাশ কবিলেন। যে ঘবে পার্লামেন্টেব ভিন্ন ভিন্ন কমিটিব কাজ হ, তাহাবই একটা ঘব আমাদেব জন্ত যোগাড় কবিয়া বাখিয়াছিলেন। Temperance সম্বন্ধে Secretary of Stateএব নিকট Deputation গহিবে, তাহাব সম্বন্ধ বিস্তৰ কথাবাত্তা হইয়া, Deputation যাওয়া স্থিৰ হইল। Universities Congressএব পর, লাই মাসেব শেষে Deputation যাহবে।

তাব পব Sir Herbert Roberts, Parliament Memberদেব জলযোগ কবিবাব ঘবে লইয়া গিয়া চা খাওয়াইলেন। এই ঘবেব কথা কতই শুনিয়াছি। সেখানে যাইয়া বসিতে ও থাইতে শবাব বোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। পুণ্যমন্দিবেব অভ্যন্তবে ভক্ত প্রথম যাইলে যে ভাব হয় House of Commonsএ—বিশেষতঃ সাধাবণেব অনধিগম্য এই জলযোগেব জাযগায, —আসিয়া তাহাই হইল। Sir Herbert Roberts শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, আমবা এই সকল বিষয়ে এত ভক্ত। আমি পৌছিবাৰ ২৪ ঘণ্টাব মধ্যেই Shakespeare অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, এবং আমবা Shakespeareএব এত ভক্ত শুনিয়াও আশ্চর্য্য হইলেন। আমিও অবকাশ পাইয়া কবিবব হেমচন্দ্র



বন্দোপাধ্যায়ের “ভাবতেব কালিদাস, জগতেব তুমি” শোনাইয়া দিলাম—  
 অবশ্য অনুবাদ সমেত। কথাবাত্তায় Sir Herbert আপ্যায়িত হইলেন এবং  
 আপ্যায়িত কবিলেন। শনিবার Lady Robertsএর সহিত আহাব  
 কবিবাব জন্ত বিশেষ অনুবোধ কবিলেন, পালামেন্টের অগ্ন্যগ্ন অনেক  
 মেম্বৰদিগের সহিত স্মালাপ কবাইয়াও দিলেন। জলযোগ কবিবাব ঘৰ  
 ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাহাব পার্শ্বেই টেমস নদীৰ উপৰ মেম্বৰদিগের পদচাবণাব  
 জন্ত যে পেশস্ত বাবান্দা আছে, তাহাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অনেকক্ষণ সে  
 বাবান্দায় দাড়াইলাম, বেড়াইলাম। কত কথা ভাবিলাম তাহা বলিবাব নয়  
 সম্বন্ধে নদীৰক্ষে ছাট বড নৌকা জাহাজেব বহব দেখিয়া হংবাজ সামাজ্যেব  
 ইতিহাস যেন চক্ষেব সামান্য স্পৰ্শ পোৱ। শুধু ইতিহাস প্রসিদ্ধ নহে,  
 এই জায়গাগুলিক ইতিহাসেব বাৰখানা বলিলেও অতুল্য হইয়া না।  
 সভাস্থলে যে বিচাব বক্তৃতা ও মামাসা হইবে, তাহা এইখানেই বেড়াইতে  
 বেড়াইতে কিসা জলযোগ অবসাবই প্তিব হয়। House of Commonsএব  
 Library সব ঘূৰিয়া দেখা গেল। কোন মেম্বৰ সঙ্গে না থাকিলে, সহস  
 অনুমতি পএ সঙ্গে থাকিলেও, সেব স্থানে কাহাবও একাকী গমনাধিকাৰ  
 নাই। বিশেষ আলাপবিচয় না থাকিলে, মেম্বৰেবাও বাহাকে তাহাকে  
 এসব ডাবগায় লইয়া যান না।

পরে Stranger's Galleryত Sir Herbert Robertsএব অনুমতি-  
 পত্ৰ দেখাইয়া গেল। শনিবারইদিনেব পক্ষে, Curzon Wyllieএব থনেব  
 পৰ হইতে পালামেন্টে গায় বিবনে বড কডাকড বন্দোবস্ত হইবাছে। কোন  
 পার্লামেন্ট মেম্বৰেব অনুমতি, বিয়া India-অদিসেব অনুমতি জোগাড় কৰিবা,  
 এবং খাতাব নাম ধাম স্বহস্তে লিখিবা তবে গাইতে হয়। যেখানে নাম লিখিতে  
 হয়, সেখানকাৰ কেবাণী সাহেব ইংবাজীতে Anderson সাহেবকে জিজ্ঞাসা  
 কবিলেন যে, আমি নাম সই কবিতে জানি কি না। যখন Sir Francis  
 Maclean প্রথম Chief Justice হইবা আসেন, এটর্নী প্রধান গণেশচন্দ্র চক্ৰ  
 বাবুৰ সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা কৰিয়াছিলেন, গণেশ বাবু ইংবাজীতে কথা কহিতে

পাবেন, কি না। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার P. C. Rayকে জিজ্ঞাসা কৰিয়াছিলেন, ভাবতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে হিন্দুস্থানীতে পড়াইতে হয়, কি না। সাধারণ ইংরাজ, ভাবতবাসীদিগের সম্বন্ধে অধিকাংশই এইকণ খবর রাখেন। পার্লামেন্ট মহাসভার দপ্তরে কর্মচারীদিগের নিকট এ পরিচয় পাইয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না।

ভিতরে বাইরা, স্তম্ভিত বা আশ্চর্য হইবার কিছু দেখিলাম না। নীচে দূর থাকে বড় বড় বেঞ্চ—সবজ চামড়ামোড়। মেসবেবা শুইয়া, বসিয়া, টপী মাথায় দিয়া, বাব-যা ইচ্ছা কবিতোছেন; আসিতেছেন—বসিতেছেন—হাসিতেছেন—চতুর্দিকে সকলে হো হো কবিতোছে—বন হাট। অত্যাধিক কথা কহিলেই সভাপতি “Order” “Order” বলিয়া থামাইয়া দেন; নতুবা হাসি, ঠাট্টা, “Hear” “Hear” শব্দে St. Stephen সর্বদা পরিপূর্ণ। ৪৫ জন বক্তার বক্তৃতা শুনিলাম। বিশেষ শোণিত্য কিছু শুনিলাম না। Loche প্রভৃতি নামজাদা লোকের বক্তৃতা শুনিলাম। এলাব ধবল, এবং বলাব বিখ্যাত সবট সাদা-নাটা ধবল। Home Rule Bill সম্বন্ধে ‘Whole House into Committee’ কিন্তু উপস্থিত মেসব-সংখ্যা খুব কম দেখিলাম। বয় Speaker, Chauএ ছিলেন না, কমিটিতে তিনি থাকেন না। Mr. Whitney এ সভায় (Chairman, মোটেব উপর বড় স্রবধা বোধ হইল না। তার একদিন যাইতে হতবে।

বাড়ী আসিতে বাত্রি চটা হইল। ডাক্তার বায়, ‘সি. আই. ই.’ উপাধি ও Durham Universityর D. Sc., Honorary Degree পাতিয়াছেন, সংবাদ আসিয়াছে। বিশেষ সন্তোষের বিষয়। ডাক্তার পি. সি. বাষের ত্রায় বিজ্ঞান-অনুবৃত্ত দেশতীর্থী ছাত্রহিতৈষী নির্বোধী ধার্মিক লোকের ক্রমোন্নতি সকলেবই আনন্দের বিষয়; এতদিন তাঁহার এ সকল সম্মান হয় নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। ইহার সম্মান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও দেশের সমাজের সম্মান। বিশ্ববিদ্যালয় মহাসভা অধিবেশন উপলক্ষে এ সম্মান প্রদর্শন অতি উপযুক্ত হইয়াছে।

শুক্রবার, ১৪ই জুন।—জেন্স সাহেব লিখিয়াছেন যে, 'Handel Festival ২২শে জুন, শনিবার Crystal Palaceএ হইবে। ৫০০০ লোক একত্র গান গায়বে। এবকম কাণ্ড প্রায় দেখা যায় না এবং দেখিবাব যোগ্য।' কিন্তু যাই কি কবিশ্য, বুঝিতে পারি না। সেই দিনই Aberdeen Universityএ নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ এত হইতেছে যে, বক্ষা কবা ভাব। Sheffield, Glasgow, Edinburgh হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। আবার কত আসিবে তাহা বলা যায় না। ইউনিভার্সিটি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কবা যায় না, আর তিন বৎসর অন্তর ৭ Handel Festival হয়, তাহাও দেখিবাব জিনিস, তাহা ত্যাগ কবা বড়ই কষ্টের বিষয়। সময় কুলাইবা সকল দিকে সামঞ্জস্য বক্ষা কবিবাব কোন সুযোগই দেখিতেছি না। বাড়ীতে এত লোকজন আসেন যে, পড়াস্তানা হবে থাক, চিঠি পত্র লেখার সময় পয্যন্ত পাওয়া যায় না। আর কবল গুণিয়া বেড়াইলেও ত কাণ চলে না।

জলঝড় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেশ বোজ উঠিয়াছে। বেড়াইবার সুবিধা থব। আজ সন্ধ্যার সময় Albert Hallএ Home Ruleএর বিরুদ্ধে প্রকাশ টিও হইবে। Bonar Law প্রতি প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা কবিবেন। তাহাতেও নিমন্ত্রণ আছে। শবাবের ও মনের দ্বিগুণ উৎসাহ ও সময় দ্বিগুণ হইলেও সকা বাজ স্তচাককপে সমাধা হওয়া অসম্ভব।

৭টাের সময় আহাবাদি কবিয়া সাউথ কেন্সিংটন বাগানের সামনে এলবার্ট চলে যাইলাম। সঙ্গত বাইবার সুবিধার পথ District কিংবা Underground Railway। আজ Undergroundএ নতুন ব্যবস্থা এক দেখিলাম, Moving Stairway, অর্থাৎ চলন্তী সিঁড়ি। Liftএর উপর দাঁড়াইলে দড়ি সাহায্যে, সমস্ত Lift যেন লড়্ লড়্ কবিয়া সোজা উঠিয়া যায়—Moving Stairway সেরূপ নয়। সামনে ঠিক যেন সাধারণ ধবণের সিঁড়ি। নীচের ধাপে পা দিলেই সিঁড়ি, ঠিক সিঁড়ি উঠার ধবণে এবং ভাবে, আপনি উঠিয়া যায়—তোমাকে আর আলাদা ধাপ ধাপ কষ্ট কবিয়া উঠিতে হয় না। সে সিঁড়ি দিন বাত আপনা আপনি উঠিয়া যাইতেছে। যেখানে

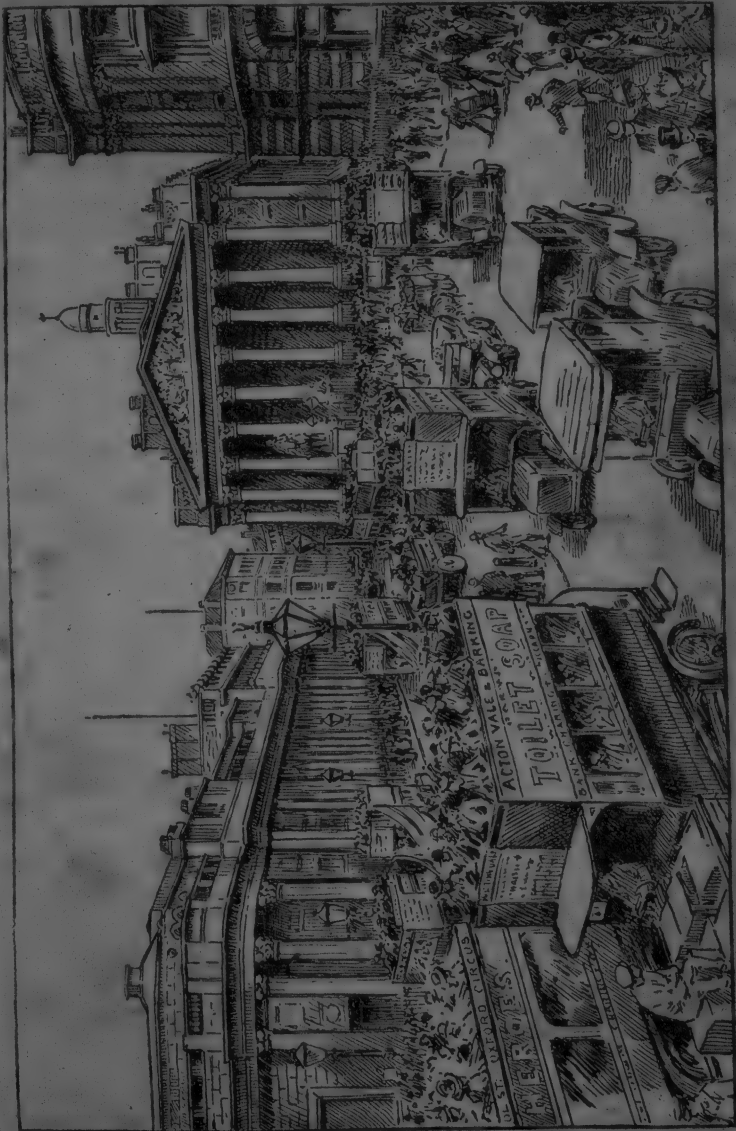
তোমার পৌছবার কথা, সেইখানে পৌছিবামাত্র সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।  
এটি খুব সাবধান হইয়া করিতে হয়; নতুবা মহামুস্কল; একেবারে ঘাইয়া  
দেওয়ালে ধাক্কা লাগিবে এবং তদপেক্ষা অধিক বিপদ হইলেও হইতে পারে।  
এই চল্লেখী সিঁড়ি ক্রমাগত উঠিতেছে, নামিতেছে। বিজ্ঞান ও কলকজার  
সাহায্যে মানুষের নিত্য কার্যের কত সুবিধাই হইতেছে, তাহার পূর্ণপ্রমাণ  
এইসব দেশে পাওয়া যায়। বিলাস সৃষ্টিও তদনুপাতে হইতেছে।

সাউথ কেন্সিংটন বাগান, হাইড্‌পার্ক বাগানের পাশাপাশি। লণ্ডনের  
“থোলা হাওয়ায়” (Open-air) প্রধান প্রধান সভা এই Hyde Parkএ  
হয় এবং প্রসিদ্ধ Serpentine পুষ্করিণী—যেখানে শীতকালে বরফ জমিলে  
সাধারণের মহানন্দে স্কেটিং হয় এবং অত্যাশ্চর্য সময়ে সাধারণের স্নান করে—  
তাহাও এই Hyde Parkএর ভিতর। সাউথ কেন্সিংটন বাগানের  
ভিত্তির মহাবাগি ভিক্টোরিয়াব স্বামী, প্রিন্স কনসট আলবার্টের মূর্তি এবং  
স্মৃতিচিহ্ন আছে। ইহারই নামে আমাদের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড, আলবার্ট  
নামে পরিচিত ছিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলস্ অবস্থায়, যখন ভারতবর্ষে  
১৮৭৫ সালে গমন করেন, তখনও তাহার নাম প্রিন্স আলবার্ট ছিল এবং  
তাহার কলিকাতাগমনের স্মৃতি-বন্দ্যাব জন্ত কলিকাতায় ‘আলবার্ট হল’  
স্থাপিত হয়। এখানকার তুলনায় সে ‘হল’ নিতান্ত হাওয়াস্পদ বস্তু।  
মহারাজী ভিক্টোরিয়াব স্বামীর রাজপদবী না থাকিলেও তিনি বিশেষ লোকপ্রিয়  
ছিলেন। তাহার অকাল-মৃত্যুর পর মহারাজী হিন্দু-বিধবাব আচরণে জীবন  
অতিপাত করিয়াছিলেন। প্রিন্স আলবার্টের স্মৃতি রক্ষার জন্ত সাধারণ  
চাঁদায় এই প্রকাণ্ড বাড়ী তৈর্য্য হয়। গোলাকার গম্বুজের এমন সুন্দর  
গঠন যে, এতবড় বাড়ীতে সকল স্থান হইতে বহুতা ও গানবাজনা  
সহজে লোকে শুনিতে পায়। লোকজন বসিবার বন্দোবস্ত সাততালায়।  
দশ হাজার লোক একত্র বসিতে পারে ও সকলেই বহুতা অথবা সঙ্গীতের  
আসর হইতে সামান্য শব্দ পর্য্যন্তও শুনিতে পায়। স্থপতি কোশলে  
প্রকাণ্ড বাড়ীর এইকপ সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, আমাদের সেনেট হলের কথা

মনে পড়িল। কনভোকেশনের বক্তৃতা প্রথম সাবির লোক ছাড়া কেহ সেখানে গুনিতে পায় না।

এখানে থিয়েটার হয় না। বড় বড় মিটিং ও বড়বড় কনসার্ট হয়। মধুর অথচ গম্ভীর স্ববেব প্রকাণ্ড এক অর্গান আছে। আজ আয়ারল্যান্ডের হোম রুল (Home Rule) প্রাপ্তিব বিকল্পে (Conservative) কনসারভেটিভদিগের এক বিব্যাট মিটিংএব আয়োজন। পাছে গোলমাল হব বলিয়া টিকিট হইয়াছিল। অতবড় বাড়ী প্রায় ভবিয়া গিয়াছিল। এই হোমকলেব কথা বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আয়ারল্যান্ডের লোক নিজেব স্থানীয় বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টেব অধীন না থাকিবা, নিজেব নিজেব আইন বন্দোবস্ত কবিতে পারে, তাহাবই জ্ঞা এই আইন হইবাব কথা। মহামতি গ্যাডস্টোন বহু চেষ্টা কবিয়া এ বিষয়ে অকৃতকার্য হইলেন। তাহাব বহু পূর্ব হইতেও এই বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। বর্তমান লিবারেল মর্নিংটন আর্চবিশ মেথবদেব তাড়নায, অথবা নিজেদেব বিনেচনা-প্রণোদিত হইয়া, পুনবাস এই আইন-পাশেব চেষ্টা কবিতেন; বোধ হয়, এবাব কৃতকার্য হইবেন। কিন্তু কনসারভেটিভদলেব ইচ্ছাতে বিশেষ আপত্তি। বিশেষতঃ (Ulster) আলস্টার নামক আয়ারল্যান্ডেব এক বিভাগেব লোক বড়ই আপত্তি কবিতেন; এমন কি, যদি আইন পাশ হয়, তাহা হইলে, তাহাবা বিদ্রোহ কবিবেন আইন মানিবেন না, এমন ভয়ও দেখাইতেছেন। মিটিংএ অকুতোভবে তাহাবা প্রকাণ্ড বক্তৃতাব এই সকল কথা বলিতেছেন এবং আজও বলিলেন। লোকে লোকাবণ্য। আব গণ্যমান্য গায়ক-গায়িকা “স্বদেশা” সঙ্গীতে প্রোতুবর্গকে মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। মিটিং আরম্ভ হইবাব পূর্বে “Rule Britannia” প্রকৃতি উত্তেজক জাতীয় সঙ্গীত গায়িতে লাগিল এবং সকলেই তাহাতে যোগ দিতে লাগিল। আমাদের ধমনীতেও যেন শোণিত দ্রুতবেগে বহিতে লাগিল এবং সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। আমাদের দেশে আমি এরূপ ব্যাপার দেখি নাই। এরূপ সঙ্গীতশ্রোত গুনি নাই। এত উৎসাহ উত্তেজনা ধাবণা হয় না।

ইংরাজের দেশে ইংরাজ অকুতোভয়, যা-ইচ্ছা কবিতে পারে, যা ইচ্ছা বলিতে



“ব্যক্তি অক ইংলণ্ড” ও “টুক একচেজ” লগুন।

পাবে ; আমাদের তাহা সাজে না। সম্ভব নয়—উচিতও নয়। এ কথা মনে না  
বাখিয়া আমাদের অকাবণ অনেক অসুবিধা হইতেছে।

কনসাৰভেটব দলের বৰ্ত্তমান নেতা বনাব ল (Bonar Law), (Lord Lansdowne) লড ল্যান্সডাউন প্রভৃতি গণ্যমান্ত লোক আসেন নাই, ওয়ান্টাব লং সভাপতি এবং প্রসিদ্ধ নেতা শ্রাব এড্‌ওয়ার্ড কাবসন্ এ সভাপ্রধান বক্তা ছিলেন।

তুরী-ভেবী বাজাইয়া, আমাদের কংগ্রেসের নিয়মমত দল পাখিয়া, সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া, সভাস্থলে চান্না হইল এবং ইংলণ্ডের প্রকাণ্ড নিশান “Union Jack”, তহি সমাবেশ সহকাৰে সভাপ্রধান মধ্যস্থলে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইংলণ্ড, আয়লণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়ালসেব হাইন ও বন্দোবস্তের একতাব স্থায়ী চিহ্ন এই “Union Jack”। হজা যাতাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, আয়লণ্ড যাতাতে পৃথক্ না হইতে পাবে, তাহাব চেষ্ঠাব চিহ্ন স্বরূপ এই “Union Jack”এব এখান এত ময়াদা, প্রস্তাবিত পবিবৰ্ত্তন সম্বন্ধে অনেক উত্তেজনা পূৰ্ণ গীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অংগ বাজমঙ্গল কামনায় “God Save the King” গীতও হইল। আমাদের



পালামণ্ট গৃহ।

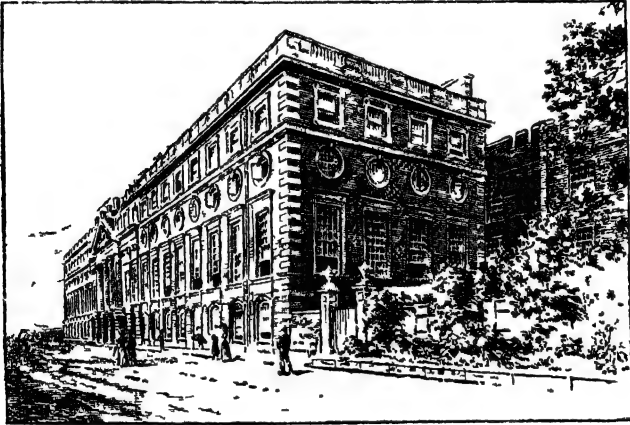
দেশেও আজকাল তাহা হয়। আয়লণ্ডেব ছায় আমবাও অনেক বিষয়ে পার্থক্যেব প্রার্থী। সভাস্থলে বক্তৃতা বড় উচ্চ দাবাব হইল না, বক্তৃতা সব আমাব ভাল লাগিল না। সাধাবণ বক্তাদেব অপেক্ষা বং পাদবীদেব বক্তৃতা উচ্চ অঙ্গেব হইয়াছিল, বক্তাগণেব প্রশংসা-চিহ্ন স্বরূপ প্রচুব জয়ধ্বনিতো সেই বহু অট্টালিকা যেন কাপিতে লাগিল।

বহুক্ষণ ধৰিয়া মিটিং ও বক্তৃতা কৰাব

নিম্নলিখিত আমাদের নামে বহুদিন আছে ; কিন্তু আমাদেরকে পৰাজয় করিয়া মিটিং

॥ টা হইতে বাত ১০ টাব পবও যখন চলিল, তখন বণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন কবিতে হইল। আমায় অল্পগ্রহ কবিয়া, Arenaতে অর্থাৎ সভার মধ্যস্থলে বেশ ভাল জায়গাবই টিকিট দিয়াছিল, সেই জন্ত পলায়নটা অনেকেব চক্ষে পড়িল। কিন্তু অনেকেই তখন পলাইতেছিল। বাত্রে ঠাণ্ডা ছিল, অতএব আব অধিকক্ষণ থাকিতে ভবসা হইল না।

বক্তাদিগেব মধ্যে Right Hon'ble Walter Long, M. P.—  
Chairman, Rev. Henry Montgomery, D. D., J. B. Powell,



হ্যাম্পটন কাট, প্রাসাদ

K. C.ব বক্তৃত্তা মন্দ হয় নাই। Rev. W. L. Watkinson, D. D.,  
(Ex-President of the Wesleyan Methodist Conference)  
পাদবীব মত কাহাবও বক্তৃত্তা হইল না—বসাবতাবণা ও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ-  
সূচক বক্তৃত্তা কবিয়া বিশেষ বাহাহুবা কবিলেন ও প্রভূত জয়ধ্বনি পাটিলেন।  
সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাব জয়ধ্বনি কবিতে লাগিলেন। আমি তাহাতে  
যোগ দিতে পাবিলাম না। তবে, তাঁহাদেব জাতীয় সঙ্গীত-গানেব সময়  
যখন শ্রোতৃবর্গ সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল, আমিও তাহা কবিলাম। আমাদেব



কোন কোন সভায় দেখিয়া পবিত্র হইয়াছিলাম যে, “বন্দোবস্তবং” গানের সময় যখন সকলে দাঁড়াইয়া উঠেন, হীন-প্রকৃতি কোন কোন ইংবাজ তাহা কবে না। মতেব দৈধবশতঃ সভায় কোন জাতিব জাতীয় সঙ্গীতব প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন ভদ্রতা বিবোধী। ভাল ইংবেজমাত্রেই আমাদেব ত্রায়। সে সময় দাঁড়াইয়া উঠেন। আমি সভায়লে ভূতপূৰ্ব ছোট লাট শ্রাব এণ্ড ফ্রেজবকে “বন্দোবস্তবং” উচ্চারণ কবিয়া বক্তৃতা শেষ কবিত্তে শুনিয়াছি।

শনিবার, ১৫ই জুন।—আজন্ড সমস্তদিন বাড়ীতে কাটাইলাম। বৈকালে চা খাইয়া সাউথ কেন্সিংটন ত্রাচাবা। চিষ্ট মিউজিয়ম (South Kensington, Natural History Museum) দেখিতে গেলাম। বেডানও হইল—দুই ঘণ্টা মিউজিয়ম দেখা হইল। প্রকাণ্ড বাগান, সুবন্দ্য তেতাল বাড়ী। ভিতবে হক্সলী (Huxley), ডাৰউইন (Darwin) প্রভৃতি জগন্নাথ বৈজ্ঞানিকদিগেব স্মৃদব প্রতিমর্তি বহিয়াছে। জীবজন্তুব মৃতদেহ, অস্থি ও মূর্ত্তি নানাভাবে সাজান আছে, গাছপালা, পাথব, কাষ্ঠ, ধাতু, সব এক এক বিশাল দরব সাজান আছে। বিহাশিক্ষার্থী অনেকে আসিয়া এখানে সময় বাপন কবে। আবণ্ড ত্রদ তিনটা মিউজিয়ম, বড় বড় কলেজ, য়ানভাবসিটি সব এই জায়গায়। বিস্তব লোক নিত্য দেখিতে আসে। তাহাদেব সুবিধাব স্মৃদব বন্দোবস্ত আছে। ভলবোগেব জন্ত হোটেল—মায মুখ থুইবাব ঘব পূৰ্ণায় প্রস্তুত। সমস্ত দিন পরিগ্রম কবিয়া কাহাকেও এই সকল বিষয়ে অভাবেব অনুবোধে দোড়িয়া বাড়ী যাইতে হয় না। স্বচ্ছন্দে সমস্ত দিন দেখা-শুনা কব—পড়া-শুনা কব। বসিবাব ও বিশ্রাম কবিবাব জায়গা আছে। ছাত্রদেব পড়িবাব ও কাজ কবিবাব আলাদা আলাদা ঘব আছে। জিনিসপত্র সাজাইবাব বন্দোবস্তেব তুলনায় আমাদেব কলিকাতা মিউজিয়মেব বন্দোবস্ত কিছুই নয়। আমি কলিকাতাব মিউজিয়ম ট্রাষ্টী; ব্রান্স কিংবা ইংলেণ্ডেব যে কোন মিউজিয়মে যাইতেছি, সেইখানেই লজ্জিত হইতে হইয়াছে। এমনভাবে এখানে সাজান যে, যে ব্যক্তি লেখা-পড়ার বড় চর্চা করে না, সেও থানিক বেড়াইলে অনেক শিথিতে পারে।

বাড়ী আসিয়া মুখহাত ধুইয়া কুইন্স-গেট গার্ডেন্সে (Queen's Gate Gardens) Sir Herbert Roberts (শ্রাব হাববার্ট ববার্টেব) বাড়ী আহাবেব নিমন্ত্রণে গেলাম। সভাভবা হইয়া “সন্ধ্যাব কাপড” পৰিষা গিয়াছিলাম। বড় লোকেব বাড়ী। তাঁহাব শান্তুড়ী বিবি কেন (Mrs. Caine) উপস্থিত ছিলেন। Lady Roberts এবং Miss Roberts বিশেষ আদব বন্ধ করিলেন। খানাটা যত দূৰ সম্ভব হিঁড়য়ানী একমেব, পৰিষ্কাব-পৰিচ্ছন্ন কৰিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

কথাবার্তী—আদব-অভ্যর্থনাও সেইরূপ। পুনৰাঘ ঘাইবাব জগ্না জেদ কবিলেন। তাহাদেব ছেলেটিব জ্বব, হাম, অসুখ তথাপি তাঁহাবা আমাব জগ্না এত কষ্ট স্বীকাব কবিলেন, এজগ্না বিশেষ রুতঙ্গতা প্রকাশ কবিলাম।



ববিবাব, ১৬ই জুন, ১৯১০।

লগুন আজ নিশ্চয়। ববিবাবে পথে

এখন তাড়ান, প্রাসাদ।

লোকেব চলা-ফেবাও কম। আমোদ প্রমোদ, আহাবেব স্থান প্রায় সব বন্ধ। দোকান-পাটও প্রায় বন্ধ। অনেকেব বাড়ীব বান্না বান্না ববিবাবে হয় না। পাস্তা খাইতে হয়; লগুনে ইহা ব্রতনিয়মেব বশবত্তী হইয়া নয়, বাধ্য হইয়া কবিতে হয়। আমবা কথায় কথায় দেশে চাকব বামুনেব উপব জুলুম কৰিয়া বীবত্ত প্রকাশ কবি; কিংবা মা-মাসী, খুড়ী জেঠাই, সে যজ্ঞণা স্থানবিশেষে ভোগ করেন। ইংলণ্ডে এ সকল বিষয়ে চাকব-চাকবাণী ও কুলী-মজুরই মনিব। ক্রমশঃ তাহাদেব দোবান্না বাড়িতেছে। কে চাকব —কে মনিব, তাহা সহসা বুঝিবাব যো নাই। শ্রমজীব-বন্ধাব আইন ক্রমশঃ মনিবেব বিরুদ্ধেই বলবান্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রাস্তান্তসারে দেখিলে, ব্যবস্থাটা একেবারে মন্দ নয়।

প্রায় সকল বাড়ীর এই নিয়ম যে চাকব-চাকবাণীরা আজ ছুটি পায়,

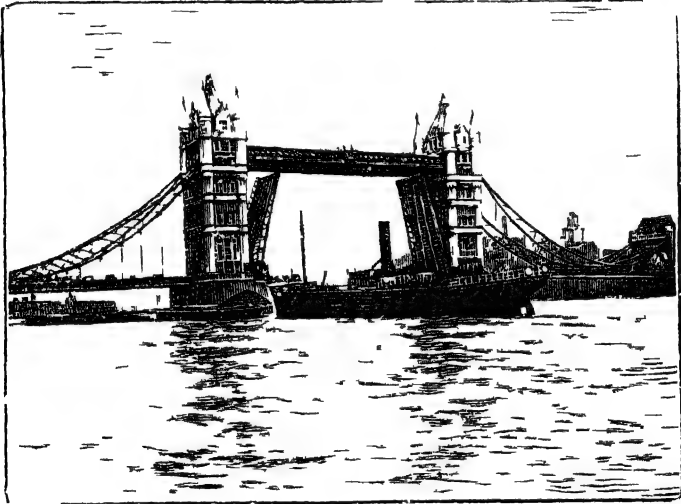
গির্জাঘর, বাড়ী ঘর, বিশ্রাম করিতে গায়। বথায় কথায় ধন্যঘট হ'ল  
বলিয়া, চাকর চাকবালী'র অনেক অত্যাচার সহিতে হয়। বাজেই বাপ  
হইয়া, ববিবাব অধিকাংশ জায়গায় “পাপ্ত” খাইবাব দিন। আমা'র



হ'ল ক'র (৫১ চ) ন।

খাওয়া-দাওয়া'র বিশেষ তাগাম নাই, গাঠি বক্ষা। পচা কিংবা বাসা  
মাছমাংস খাওয়া আমা'র কন্ম নয়। কটী, ফল, ডিম, চা আমা'র পক্ষে  
যথেষ্ট—তাহাতেই চলিয়া যায়।

সমস্ত দিনই প্রায় বাড়ী রহিলাম। ভিন্ন ভিন্ন লোকেৰ নামে যে সব পৰিচয় পত্ৰ পাইয়াছি, তাহা কতক কতক পাঠাইলাম; ক্ৰমশঃ দেখা শুনা কৰাৰ সময় অতীত হইতেছে। বৈকালে বেলে কবিশা, বিচমণ্ড (Richmond) নামক প্ৰসিদ্ধ আমোদপ্ৰমোদ প্ৰধান উপনগৰে বেড়াইতে গেলাম। খোলা অমনিবাস গাভীৰ ছাওঁৰ উপৰ হইতে নগৰ উপনগৰ-শোভা দেখিতে দেখিতে যাইব মনে কৰিয়াছিলাম। গ্ৰাণ্ডষ্টোন, না এই বকম কোন মহাপুৰুষেৰ অন্ততম উক্তি এই যে, অমনিবাসেৰ ছাদে বসিয়া, লণ্ডন সহৰ যেনম স্তম্ভৰ দেখা



—৭ নং চিত্ৰ—৭ বিট

যায়, এমন অত্ৰ কোন উপায়ে নয়। কিন্তু খোলা ছাদেৰ উপৰ বসিবাব উমেদাব এত লোক, যে তাহাতে জায়গা পাইলাম না। ছুটিব দিন এসব জায়গায় বিস্তৰ লোক যায়। পূৰ্বে বিচমণ্ডেৰ স্থায় সব জায়গা বদমায়েসদেৰ আড্ডা ছিল। এখন শাসন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতাৰ উত্তৰে, গঙ্গাৰ ধাৰে বাগানবাড়ী অঞ্চল সব যে বকম, বিচমণ্ড অনেকটা তাহাই। টেমস্ নদীৰ ধাৰে বাড়ী-বাগান বিস্তৰ আছে। বিচমণ্ড পাৰ্ক বলিয়া সাধাৰণেৰ বেড়াইবাৰ স্তম্ভৰ বাগান

আছে। তাহাব মধ্যে মধ্যে একটু ছোট পাহাড়ীৰ মত আছে। পাহাড়ীৰ গায়ে পৰ্ব্বতৰ অন্তৰ্ভবে পথ আঁকিয়া বাকিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট প্রমোদ কুটীৰ—খেলিবাব জায়গা—বসিবাব জায়গা। গাছ ঘনও যথেষ্ট আছে। সৰ্ব্বোচ্চ স্থান হইতে দেখা যায় নদী পূৰ্ব্বগামী, নদীৰ দৃশ্য অতি চমৎকাৰ, তাহা ভুলিবাব নয়। যেন আগাগোড়া সাজান বাগান। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা, ছোট ছোট ষ্টীমাব, মোটৰবোট প্রভৃতিতে নদী পৰিপূৰ্ণ। সামান্য ভাড়াষ বেড়াইতে পাৰ। মধ্যে মধ্যে সুন্দৰ ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতেও



ইটন কলেজৰ উদ্যান পাৰ্শ্ব চিত্র।

বেড়াইতে যাও। বিস্তৰ হোটেল আছে। ইচ্ছামত পান আহাব কৰ। সকলেই নিজ নিজ অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুসাবে আমোদ-আহ্লাদ কৰিতেছে। এ সব জনতায় বৈৰূপ হইয়া থাকে, এখানেও তাই। সকল লোকেৰ আমোদই যে সম্পূৰ্ণ নির্দোষ, তাহা নহে। নদী এখানে খুব সৰু হইয়া গিয়াছে, একটা বড় খালেৰ মত। দুই দিকেই তীব্রভূমি গাছপালা বাগানে ভৰা। গ্রীষ্ম-

কালেই এ দেশের লোক গাছপালার পাতা সবুজ দেখিতে পায়। ২০১০ মাস শীত ভুগিয়া, এখন একটু বাহিরেব আমোদ-আহ্লাদ করিতে পায়; তাই এত আমোদ, তাই Leafy Juneএব ইংলণ্ডে এত আদর-গোবব।

বাড়ীতে দেখা শুনা করিতে এত লোকজন আসে যে, কাজেব সময় পাওয়া যায় না। দ্বিপ্রহবে কিংবা আহােরের পব সামান্য বিশ্রাম কবিবাব অবসব এই দশদিনেব মধ্যে পাইলাম না; কিন্তু তাহাতে অমুখ কবে না। বাড়ী আসিয়া সন্ধ্যার সময় একটু লেখাপড়া কবিলাম। প্রায় রাত্রি আটটা বাজিল—এখনও পূর্ণ দিবালোক। আলো না জালিয়া লিখিতেছি। আলো জ্বালিতে এখনও এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। কাজেই “বাক্সী বেলাতে” আহাবাদি কবিতে হয়। “এক স্ত্রীষ্যে ছইবাব খাইব না” বলিলে, সময়ে সময়ে এখানে ষোল ঘণ্টা আহাব হইবে না।

আজ Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Grey's Inn, Chancery Lane, Lincoln's Inn Fields ইত্যাদি আটন-আদালত-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ স্থান সব দেখিয়া আসিলাম। Grey's Innই সর্বপেক্ষা ছোট, Lincoln's Innই সর্বাপেক্ষা বড় জায়গা দেখিলাম। তাহাব লাইব্রেরী, Dining Hall, Bencher's-Room ইত্যাদি স্থান অধ্যক্ষগণ যত্ন করিয়া দেখাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বাববানের দক্ষিণা। উপযুক্ত দক্ষিণা ব্যতীত বিলাতেব কোথাও পা বাড়াইবার যো নাই। ভদ্রলোকের বাড়ীতে দেখা-শোনা করিতে গিয়াও বেমালাম বক্সীস-প্রণালীর প্রয়োজন হয়, নতুবা ভদ্রতা ও সামাজিকতা রক্ষা হয় না। লাইব্রেরীতে বিস্তর লোক পড়াওনা করিতেছে। Dining Hallএ বড় বড় Bencherদের ছবি আছে। দেওয়ালের গায়ে Law-givers of the World বলিয়া প্রকাণ্ড ছবি আঁকা। ছবির বাহাজুবী জাঁকজমক বড় দেখিলাম না। “মহু”কে কুলীবেশে, মহম্মদকে ফকীরবেশে সাজাইয়া, বিশেষ কি ফল হইয়াছে জানি না এবং মুসলমানেরা তাহাতে বিরক্ত হন না কেন, জানি না। হজরৎ মহম্মদের, অঙ্কিত বা প্রতিষ্ঠিত, মূর্তি ত মহম্মদের ধর্মবিরোধী বলিয়াই প্রচার। এখানে

তাহাব ব্যত্যয় দেখিয়া ব্যথা লাগিল। স্থানগুলি সব নিস্তব্ধ, বিজ্ঞাপ চচ্চাব সমূহ উপযুক্ত। পুৰাতন বাটী—পুৰাতন উঠান, পুৰাতন গাছ-পালা—বাস্তা—সব গেন প্রাচীনতাব আববণে আচ্ছাদিত। পুঁথি-পড়া-বিজ্ঞাব সাহায্যে মনে মনে য়েকপ চিত্র কবিয়া বাখিয়াছিলাম—বাস্তব চক্ষে অনেকটা সেইকপই দেখিলাম, দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও গৌৰব অনুভবও হইতে লাগিল।

ইহাব পৰ Sommerset House প্রভৃতি বড় বড় পুৰাতন ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ বাটীও দেখিয়া আসিলাম, প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড উঠান, বিস্তব প্রস্তব মন্দি, পূৰ্বে ৰাজপ্ৰাসাদ ছিল, এখন উইল ও সাধাবন দলিল বক্ষাব সবকাবী দপ্তব ভাবেই ইহাব ব্যবহাৰ হইতেছে। ভ্ৰমণকাবীৰ “সাহায্য পুস্তকেব” মত, স্বতন্ত্ৰ বিস্তৃত বিবৰণ লেখা নিম্প্রয়োজন এব- অসম্ভব।

Cramageএব দোকানে প্ৰয়োজনীয় জিনিস কিনিতে গেলাম। একপ বড় বড় অথচ সস্তা দামেব জিনিসেব দোকান বিস্তব আছে। যথা,—Selfridge, Harrod, Whiteley ইত্যাদি। কলিকাতাব Whiteaway Laidlaw বা ইহাদেব অন্তৰ্গণেই কাববাৰ পাঁদিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যে জিনিস চাও, তাই পাওয়া যায়। ভাল জিনিস, দাম সস্তা; একাধাৰে সকল সমাবেশ, সব সুবধা। সুস্নাত সহকাৰিগণ পবিদদাবেব প্ৰয়োজনমত এক



সেণ্টপল গিফ্ত ।

আনা মূল্যেব জিনিস পছন্দ কবাটাবাব জন্ত যেমন যত্ন কবিবে, হাজাব টাকাব জিনিস কিনিলেও তাই। যতক্ষণ ন-পছন্দ হয়, মনেব মত পছন্দ কবিবাব জন্ত, বিস্তব বকমেব জিনিস দেখাইয়া এবং তাহা বেচিয়া তবে ছাড়িবে। আমাদেব দেশেৰ লোকে দোকানদাবী পৰ্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। সব ফেলা-ছড়া, বেবন্দোবস্ত কাজ। আবার

সাহেবী চক্ষে যে সব বাবুবা কাজ আরম্ভ কৰিয়াছে, তাহাবা না সাহেব,

না বাঙ্গালী। কাহাকেও গ্রাহ্য কবে না, অথচ ব্যবসাদার। এখানকার দোকানদার ও তাহাদের সহকাবিগণের মুখে সামান্য খবদদারকেও “Sir” “মহাশয়” ছাড়া কথা নাই। বড় দোকানে যাইতে প্রথমতঃ তাহাদের ইচ্ছাঃ বোধ হয়, তাহাদের অন্ততঃ ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, বড় দোকানেব দাম বাস্তবিক অনেক ছোট দোকানেব চেয়ে কম। কাঁবণ যাহাব বড় আকাবে ব্যবসায় কাঁববার ববে, তাহাবা এক একটি জিনিস একচেটিয়া কবিয়া ফেলে, সস্তায় খবদ কবে, সস্তায় বিকয় কবে। বকন বকম বিস্ময় জিনিস বড় দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে পছন্দের সূচনা হয়।

গাম জুড়িয়া দোকান একতালি হইতে উপবেব তালায় যাইবার জন্ত Lift সজ্জা প্রস্তুত। তাব পব সওদা কবিতে কবিতে পবিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে মুখহাত বুটবার জায়গা। মায় সাবান তোয়ালে প্রস্তুত। তাহাব দাম দিতে হয় না। তাব পব চা, কেক, কটি, মদ

যাহা খায়, তাহাব জন্ত দোকান, নাপিতের দোকান, জুতা বুকেষেব দোকান, সব সেই এক দোকানেব মধ্যে সন্মদা প্রস্তুত। সামান্য খবচেই এ সকল সবববাহ হয়। দোকানেব ভিতবই শাকঘব, তাবঘব, টেলিফো ঘব আছে। দোকানেব মার্কাদেওয়া চিঠিব কাগজ, খাম অঙ্কস্র ব্যবহাব কবিয়া পত্র লিখিতে পাব। সেই মার্ক। সাহায্যেই



বাস্ক জা ই ল্যাণ্ড।

দোকানেব বিজ্ঞাপন, তোমাব ডাক খবচায়, দেশ বিদেশে যাইবে; ইহাতে দোকানদাবেব উপকাব। চিঠি ডাকে দিতে চাও দাও, লোকেব হাতে পাঠাইতে চাও ত সামান্য খবচায় লোক (Errand boy) দোকানেব মধ্যেই প্রস্তুত। এ সকল বিভাগে লাভেব চেষ্টা আদৌ নাই, ববং পড়্‌তি দামেই



এ সব বিভাগে জিনিস বিক্রয় হয়। কাবণ সামান্য খবচাষ পৰিগ্ৰহম অপনোদন কৰিয়া, খবিদদাব আবাব নওদা কবিত্তে আবন্ত কৰিবে। জল খাইবাব, মুখ ধুইবাব খাতিবে খবিদদাব কেনা-বেচা বন্ধ কৰিয়া, দুব পন্নীতে আবাস স্থানে পলাইয়া না যায়, তাহাব উপায়েব জন্ত এই ব্যবস্থা। কেনা-বেচা কৰিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, জলযোগ কৰিয়া, পোষাক বৃক্ষ কৰিয়া, বাউী না গিয়াও থিয়েটাৰ, গিৰ্জা, স্বগ, নবক, যেখানে ইচ্ছা দাও। কেনা জিনিস বাড়ীতে দোকানদাব নিজে পৌছাইয়া দিবে। আমাদেব ঘটলও তাই। যখন দেখি, দোকানেব ভিতৰই মুখ-ধোয়া, চা খাওয়া, সব বন্দোবস্ত আছে, তখন আব সময় ও শান্তিব উপব লক্ষ্য না কৰিয়া, কেনা-বেচা আবন্ত হইল। তাব পব তাহাবা গাড়ী কৰিয়া জিনিস পৌছিয়া দিবে ও দাম লইয়া ঘাইবে। নিজেব কোন ঝোক নাই। কেবল টাকাটি দাও। ইংৰাজ ব্যবসা কবিত্তে বপার্থ শিথিবাছে। একটা ছোট বাণ কিনিতে ছোট দোকানে গিয়া সেখানে অকৃতকাৰ্য্য হইলাম। কিন্তু এখানে প্রয়োজনীয় কোন জিনিসেব অভাব হইল না। যাহাবা সামান্য পুঁজী অথচ নিজেবা স্বাকী লইয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পাবে না, একপ মধ্যবিত্ত অনেক লোকেব টাকা নইয়া, বড় বড় বোথ কাবাবাব বিস্তব হইতেছে। লোকেব পবম্পৰ বিশ্বাস ইহাব মূল—কাৰ্য্যকাৰিতা তাব পব আসে। আমাদেব স্বদেশী আন্দোলনে বিয় হইবাব প্রধান কাবণ এই বিশ্বাসেব অভাব।

ডাক আসিবাব দুইদিন পবে না হইলে কুৎ এও সন্সেৰ অনুগ্রাহে পত্ৰ পাওয়া যায় না। ইহা এক বিলাট হইয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিবাবণেব সাধনা কবিত্তে শিথিয়াছি। রাত্রে আনন্দমোহন বসু মহাশয়েব ভাণ্ডে ও অত্যাগ ছাত্রগণ আসিয়াছিলেন—কথাবার্ত্তা অনেক হইল।

মঙ্গলবার, ১০ই জুন।—National Liberal Club এখানকাব প্রধান Liberal Club। এলেকজাণ্ডাৰ উইলসন সাহেব সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনেব নিমন্ত্ৰণ কৰিয়াছিলেন। Charing Cross Station হইয়া সেখানে গেলাম।

প্রকাণ্ড বাড়ী, সুন্দর বন্দোবস্ত, চমৎকার লাইব্রেরী, বিস্তর ছবি, প্রস্তর মূর্তি



গোলাব স্কোয়াৰ।

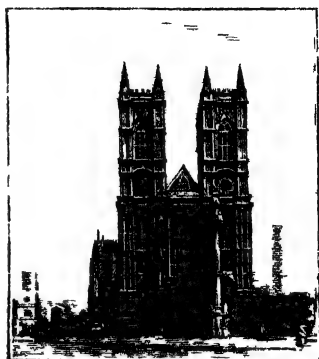
ঘৰে ঘৰে সুশোভিত। আবাসিক ও  
প্রয়োজনীয় সমুদয় প্রকরণযুক্ত পড়িবাৰ,  
বসিবাৰ, শুইবাৰ, তামাক খাইবাৰ,  
খেলাবুলা কৰিবাৰ এবং আতাবেক  
বিস্তৰ ঘৰ। সুদৰিদ্ৰ হাণ্ডা ক্ৰবেক  
দৰিদ্ৰওৰ সেকোটাবীৰ এ সব ক্ৰম  
দেখিষা শিখিবাৰ অনেক জিনিস  
আছে। মেঘবেবা হুচা কৰিলে বাস  
কৰিতে পাবেন। ‘অনবাৰী’ মেঘবকপে  
আমাৰও এইখানে থাকিবাৰ কথা

হইল। কিন্তু বাধাধৰাৰ ও গোলমালেৰ মধ্যে থাকা সুবিধা হয় না বলিয়া  
একান্ত বৰষেৰ নিভুওনিলাষৰ আশ্রয় লহাত হইয়াছে। উহাৰ সন সাহেব বিস্তৰ  
২২ আয়ত্ততা কৰিলেন, আমাদেব দেশ ও তাহাদেব দেশ সম্বন্ধে ও সমাজ-  
নীতি, বাজনাতি, ধৰ্ম্মনাতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বিস্তৰ কথাবার্তা হইল।  
আমাদেব ও আমাদেব দেশেৰ উপৰ তাহাব পেগাট ভক্তি ও অনুবাগ।  
ভাৰতৰ সহিত সওদাগৰী কৰিয়া তাহাব বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। দুব  
হুচাও বতৰমাক ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা কৰিতে শিখিয়াছেন, কাৰণ, ভাৰত  
বৰষেৰ সহিত ব্যবসায়ে তিনি ঠকেন নাই। এই সকল ইংৰাজেব গুণেই  
তাহাদেব মঙ্গল হইতেছে। তাহাব স্ত্রীৰ সহিত দেখা শুনা এবং আলাপ  
কৰিবাৰ জন্তু ও আহাবেব নিমন্ত্ৰণ কৰিলেন। ক্ৰবেক বাড়ী ঘৰ দ্বাক  
চাৰিদিগ দেখিষা বড় আনন্দ হইল। অনেক পৰিচিত লোকেৰ সহিত দেখা  
হইল।

সেখান হইতে India Office এ Sir Richmond Ritchieৰ সহিত  
পূৰ্ববন্দোবস্তমত দেখা-শুনা কৰিতে গেলাম। ভাৰত, ইংলণ্ড, ছাত্ৰসমাজ,  
শিক্ষকসম্প্ৰদায় ও যুনিভাৰ্চিটি সম্বন্ধে বিস্তৰ কথাবার্তা হইল। ইহাদেব

সহিত দেখা কবিবাব পাঁচ মিনিট সময়ও পাওয়া গেল। কিন্তু আমাকে এক ঘণ্টার উপর বাধিলেন এবং পুনরায় দেখা কবিবাব জন্ত বলিলেন।

কথা অনেক হয় বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাণেব কথা ও আসন্ন কাজ কিছুই হইতে পায না। পদে পদে যেন বহুদূরে বাধিয়া সব কথাবাতা। সবই বাজে কথা। বাজাধিবাজেব ভাবত ভ্রমণেব স্থায়ী স্থতি-চিহ্নস্বরূপ বিলাতে ভাবতীয় ছাত্রাবাস সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কাবয়া সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে বিচি সাহেব বড় উৎসাহ দিলেন না। কাবণ



প্ৰথম মিনিষ্টার ছায়া।

এখন গবর্ণমেন্টেব এ সম্বন্ধে টাকা পবচে মত নয। অতএব নিবাশ হইয়া আসিলাম, শুদ্ধ এক 'ক্রমওয়েল হাউস' সাজাইয়া বসিয়া থাকিলেই ইংলণ্ডবাসী ভাবতীয় ছাত্রদিগেব মঙ্গল হইবে না। আমাব প্রস্তাবিত বাটী স্থাপিত হইলে ভাবতবাসী ও ইংবাজেব মেলামেশাব সুবিধা অনেক বাড়িত, আমাব বিশেষ প্রস্তাব এই, যে সকল ইংবাজ সিভিল সার্ভিস কিম্বা অন্য সার্ভিস লইয়া ভাবতবাসে বাইবাব জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন তাহাবা অন্তত, কিছুদিন এই ছাত্রাবাসে ভাবতবাসীসহ সহিত একত্র বাস কবিবেন। তাহাতে উভয়েব লাভ এবং উভয়ে উভয়কে সম্মান কবিতে শিখিবেন। আজকাল গৃহস্থ বাড়ীতে ভাবতবাসি ছাত্রাবাস প্রায় এক বকম বন্ধই হইয়াছে। কাজেই ভাল ইংবাজদিগেব সহিত মেলামেশাব সুবিধা ভাবতবাসী ছাত্র পায় না। ছাত্রাবাসে যদি মিলনেব একপ সুবিধা হয় ও ভবিষ্যৎ কাৰ্য্যক্ষেত্রেব জন্ত উভয় শ্রেণীৰ ছাত্র যদি একত্র প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে পবম্পবে জানা-শুনা, বোকাপড়া ও মেশামিশি ভাল হয়। গবর্ণমেন্টেৰ সাহায্য ও উৎসাহেৰ এ বিষয়ে অভাব; অতএব বাহিবেব

লোকেব সাহায্যেব অভাবও নিশ্চয় হইবে। “কাজ হওয়া” বাতাকে বলে, বিলাতে আসিয়া তাহাব কোন পক্ষেই কিছু হইল না। ডাক্তাব প. কে. বায় ভাবগীষ ছাত্রদিগেব সহকাৰী অধ্যক্ষৰূপে কিছু দিন এখানে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহাবও এ বিষয়ে আমাব সহিত এক মত।

বাৰ্ডী আসিয়া মুখহাত ধুইয়া পুনৰায় বাহিৰ হইলাম। লগুনেব প্রধান হোটেল Hotel Cecil . সেখানে Calcutta Dinnerএ কলিকাতাব ভূতপূৰ্ব এটর্নী Farr সাহেব নিমন্ত্ৰণ কৰিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যে সব সাহেব কাজকৰ্ম্ম উপলক্ষে কখন না কখন ছিলেন, তাহাব। তাহাদেব বন্ধবান্ধব লইয়া প্রতি বৎসব লগুনে এক ভোজেব আয়োজন কৰেন। অনেক পুৰাতন লোকেব সহিত দেখা-শুনা, কথাবাত্তা হয়। লগুন প্রকাণ্ড সহৰ, সমগ্ৰ বিলাত আবও বড়। সৰুদা দেখা শুনা খববাখবৰ সম্ভব নয়। অতএব, এহঁ বকম আয়োজন না কৰিলে দেখা হয় না। প্রথাটা ভাল এবং আমাব পক্ষে আপাততঃ বিশেষ উপকাৰজনক হইল। কত পুৰাতন লোকেব যে দেখা পাইলাম, তাহাব সংখ্যা নাট। ঠিক যেন কলিকাতাতেই (Calcutta Clubএ গিয়াছি, মনে হইল। তৰে বাঙ্গালীৰ মধ্যে আমি এক।। বাঙ্গালী কেন—সমস্ত ভাবতবাসীৰ মধ্যে আমিই এক। উপস্থিত। এসব দলেব মধ্যে বাঙ্গালী কি ভাবতবাসীৰ আদৰ বৰাবৰই বড় কম। যদিও ভাবতবাসী অনেক প্রধান প্রধান লোক বিলাতে বহিয়াছেন, তাহাদেব এ সব জায়গায় বড় নিমন্ত্ৰণ হয় না। আমাব উপৰ বিশেষ অনুগ্রহ পূৰ্বক নিমন্ত্ৰণ হইয়াছে। কিন্তু পুৰাতন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিশেষেব পুৰাতন ভাবত বিদ্বেষ পৰিচয় পাইয়া। একত্রে ভোজেব সুখ যেন কমিয়া গেল; দুই তিনজন মহাপ্ৰভুৰ সহিত আমাব বিশেষ বচসা হইল। তাহাবাও অতিথি, অতএব তাহাদেব কথা ধৰিবাব মধ্যে নয়। বিশেষতঃ তকে পৰাস্ত হইয়া, তাহাব। ভাল ইংবাজদিগেব নিকট যথেষ্ট অপ্ৰস্তুত হইলেন। একপ নগণ্য জঘন্য লোকদিগকে বীতিমত শিক্ষা দেওয়া উচিত; উপস্থিত সকলেই যথেষ্ট সম্মান ও আদৰেব সহিত অভ্যর্থনা কৰিলেন।

Hotel Cecilএর আহাব ও অজ্ঞাত ব্যবস্থাৰ বিষয় বিশেষ পৰিচয়

দিতে হইবে না। Ritz, Carlton ও Hotel Cecil লণ্ডনের প্রধান এবং 'ফ্যাশনেবল্ হোটেল'। একবার এসব স্থানে আহাৰ করা হইয়াছে, এগল্ল কবিত্তে পাইলে, সাধাবণ মধ্যবিত্ত ইংৰাজ নিজেকে ধন্য মনে কৰে। সকল জিনিসই 'ৰাজ্যৰ হালে' ব্যবস্থা। ৰাজাধিৰাজেব অতিথিগণকেও অনেক সময় ৰাজবাটীতে ভোজ না দিয়া, এই সব জায়গায় বড় বড় ভোজ দেওয়া হয়।

আহাৰেৰ পৰ Flash-light এ Photograph উঠিল। ৰাঙী আসিতে বাত্ৰি ১২টা বাজিল। দিনেৰ অপেক্ষা বাত্ৰিতে লণ্ডনে গোকজন, গাড়ী-বোড়াৰ ভিড় বড় বেশী হয়। কোন মতে পথ পাওয়া যায় না। পুৰাতন ছোট-লাই Sir Stewart Bailey, পুৰাতন জজ Sir Earnest Trevelyan, Sir John Stanley, পুৰাতন সওদাগৰ Sir Montagu Turner ; Sir George Sutherland, Sir Allen Arthur, Sir William Duing, Thomas Jones, Sparkes, Robinson, Longmuir, Morgan, Stapleton, Fink, Sir John Lambert, Bradshaw, প্ৰভৃতি কত পৰিচিত লোকেৰ সঙ্গে যে দেখা হইল, তাৰ ঠিক নাই। একসঙ্গে এত কলিকাতাৰ পৰিচিত লোকেৰ সঙ্গে এখানে দেখা হইবে, মনে হয় নাই, সকলেই বিশেষ যত্ন প্ৰকাশ কৰিলেন। অনেক অপরিচিত লোকে আসিয়াও আলাপ কবিত্তে লাগিলেন। “হংসো মध्ये বকো যথা” বলিয়া আদৰ আপ্যায়ন বেশী হইল।

অশ্ৰাচাব কিছু বেশী চলিয়াছে। দেহ কতদিন বহিবে, জানি না। বিলাতে বাত্ৰিতে পথেৰ বিপদেৰ একটু পৰিচয় পাইলাম। সোজা বাস্তায় বেল ধৰিব বলিয়া, হোটেলৰ গিড়কীৰ দৰজা দিয়া বাহিৰ হইয়া, থানিক গলিপথে আসিয়া, বড় বাস্তায় পড়িব, মনে কৰিয়াছিলাম। ফুল-বেচিবাৰ অছিলায় একজন বদমায়েস পয়সা ভিক্ষা কৰিয়া বিৰক্ত কৰিতে লাগিল। যণ্ডামার্ক দেখিয়া ভিক্ষা দিতে অস্বীকাৰ কৰাতে লোকটা উগ্ৰমূৰ্ত্তি হইয়া, রীতিমত Sturdy Beggar ( ভিখাৰী ডাকাতের ) ৰূপ ধারণ কৰিয়া, আক্ৰমণ কৰিবার উত্তোণ।

করিতেছে, এমন সময় আব একজন ভদ্রলোক আসিয়া পড়াতে বণে ভঙ্গ দিল। অজানা পথে লগুনে বাত্রিকালে এই জন্ত একলা চলিতে সকলে নিষেধ করে। একদিকে যেমন পুলিশেব কড়াকড়, অত্ৰদিকে যেখানে পুলিশেব দৃষ্টি নাই, সেখানে বদমায়েসেব তেমনই প্রাচুৰ্ভাব।

বুধবাৰ, ১২শে জুন।—শবীবেব ভাব ও গ্লানি জন্ত ঘান ত বন্ধ বাখিয়াছি, বাহিবে খাওয়া-দাওয়া প্রায় চলিয়াছে বলিয়া, বাড়ীৰ খাওয়া দাওয়া খব কম বাখিয়াছি। গৃহকৰ্ত্তা মাঝে মাঝে বলেন যে, এত অল্প আঁহাবে বিলাতেব পৰিশ্রম চলিবে না। দেশেও এইকথা দিবাৰাত্ৰি শুনিতাম। অবৈতনিক-চাকৰী সমস্ত দিন চলিয়াছে। যদিও অমনিবস্, মোটবস, টিউব আঁগ্ৰাব গাউণ্ড এবং সময়ে সময়ে হ্যান্সম্, কিংস্বা ট্যাক্সি ক্যাব্, অথবা ট্যাক্সি-মোটব ছাড়া যাতায়াত কৰি না, তথাপি এক ষ্টেশন হইতে গন্তব্যস্থানে যাইতে যাইতে যথেষ্ট পথ অতিবাহিত হয়। এইকপ সমস্তদিনে দশটি বাই কুড়াইয়া একটি প্রকাণ্ড বেগ হয়!—ষ্টেশনেব ভিতবই গাড়ীতে পৌছিবাব জন্ত যে হাটতে হয়, তাহাও নিতান্ত কম মন। এখানে এত হাঁটা হইতেছে; দেশে তাহা কখনও হয় নাই।

প্রথমেই London University Buildingএ Dr. Hillএৰ কাছে গিয়া, কলিকাতাব য়ুনিভাৰ্চিটিব ছাব ও ক্যালেন্ডাৰ যাঁহা আনিয়াছি, তাঁহা দিলাম। কংগ্রেসেব জন্ত পৰিশ্রম কৰিয়া, এত সংগ্ৰহ ও লেখা যাঁহা হইয়াছে, তাঁহা তাঁহাদেব ছাপাইবাব বন্দোবস্ত নাই বলিয়া, কাজে লাগিল না! ডাক্তাৰ হিল, ডাক্তাৰ বায়কে বলিলেন যে, কংগ্ৰেস উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন য়ুনিভাৰ্চিটি হইতে সম্মানসূচক ডিগ্রী অতি অল্পলোকেই দেওয়া স্থিৰ হইয়াছে। অতএব, ডৰ্হাম য়ুনিভাৰ্চিটি তাঁহাকে যে ডিগ্রী দিতেছে, তাঁহা বিশেষ সম্মানেব চিহ্ন।—এ কথা নিশ্চয়। অতি অল্পসংখ্যক লোক যে সম্মান পায়, তাঁহাব মূল্য অধিক। ডাক্তাৰ বায় একপ বিশেষ-সম্মানে সম্মানিত হওয়াতে দেশেৰ মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে—সমস্ত বাঙ্গালা দেশেৰ সম্মান কৰা হইয়াছে। তাঁহাকে সম্মানসূচক যে ডিগ্রী প্রদত্ত হইবে, সে সভায় উপস্থিত

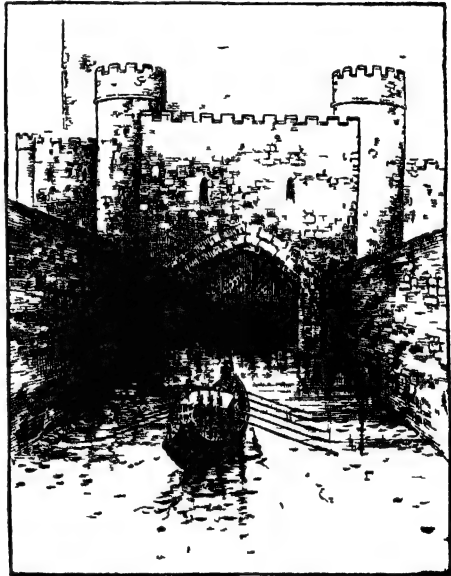
হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবাব এবং সম্মানেব অংশীদার হইবাব বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষদিগেব যে বন্দোবস্ত, তাহাতে আমাব ডর্হামে যাওয়া ঘটে না। স্বদেশী একজন বিশেষ বন্ধু বিশেষ-সম্মান পাইবেন, সেখানে আমাব উপস্থিত থাকা বিশেষ সুখেব বিষয়। আমি অগ্র কাজ ছাড়িয়া ডর্হামে যাউতে প্রস্তুত এ কথা ছিল সাহেবেকে জানাইয়া-ছিলাম; এবং কার্যা-প্রণালীেব কিছু পৰিবৰ্ত্তনেব উমেদাবীেব জগু ডাক্তাবে বায়েব সহিত ডাক্তাবে ছিলেব নিকট গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদেব বন্দোবস্তে তাহা কুলাইল না বলিয়াই হউক কিংবা অন্ততঃ একজন বাঙ্গালী ডবলিনে যাওয়া উচিত বিবেচনা কৰিয়াই হউক, ডাক্তাবে ছিলেব ইচ্ছা যে আমি ডহাম না যাউয়া, এবাৰ্ডিন ও সেন্ট্ এণ্ড্রুজ হইয়া ডবলিনে যাউ। এ বিষয়ে তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি কৰিলেন কাজেই আমায় তাহাতেই মত কবিতে হইল।

অমনিবসে চডিয়া হাইড পাক, সেন্টজেমস, বিজেন্ট ষ্ট্রীট, বণ্ড ষ্ট্রীট হইয়া, হ্যানোভাবে স্বোয়াবে ‘ওবিয়েণ্ট্যাল ক্লাবে’ পুৰাতন জজ স্তাবে আব্বনষ্ট টেবেলিয়নেব সহিত দেখা কবিতে গেলাম। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন দলেব নোকেব আড্ডা বা বৈঠকখানা বাহা বল, “ক্লাব” নামে খ্যাত। ইণ্ডিয়া ক্লাবেব সেক্রেটারী হইয়া যা ভুগিতে হইয়াছে, এসব দেশে তা হয় না। এক একটা ক্লাব যেন বাজবাড়ী। সকল আবাম, সুবিধা ও ঐশ্বৰ্য্যেব স্থান। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে যথেষ্ট পাপ-প্রাবল্যও এই সব ক্লাবেব সাহায্যে হয়। অধিকাংশ লোকে সাধাবণতঃ ছোট ছোট বাড়ীতে কিংবা বাসায় থাকে। বন্ধুবান্ধবেব সহিত দেখা-সুনা, খাওয়ান-দাওয়ান, নিজেদেব মধ্যাহ্ন-ভোজন, জলযোগ, সময়ে সময়ে শয়ন, পাঠ, কাজ, সবই ক্লাবে হয়। টেবেলিয়ন সাহেবেব সহিত পুৰাতন কথা অনেক হইল। বাবা, ছোট কাকা, সুবেশ, সকলকেই তিনি জানেন। কাজেই কথা ফুৰায় না। আব আমবা, তাঁহাকে জজ ও ব্যাবিষ্টাবেকপে, অনেক দিন দেখিয়াছি। তিনি এখন অক্সফোর্ডেব আইন-অধ্যাপক। যে সব কথা হইল, সব লিখিতে হইলে স্থান কুলায় না—তাহাতে ফলও

নাই, হয ত উচিতও নয়। কিন্তু ববাববই সৰ্ব্বত্ৰ দেখিতেছি, আসল কথা—কাজেব কথায় কাহাকেও পাইবাব ঘো নাই। বাজে কথাতেই সব পূৰ্ণ। দেবেলিয়ন সাহেব ব্যাবিষ্টাবী পডাব একজন অধ্যাপক—অন্না-মোডেব ও আইন-অধ্যাপক। জজিয়তিব পেন্সন লইয়া বৃদ্ধবষসে যুবকেব ত্ৰায় কাজ কন্য় কবিতোছেন। এটনি স্পার্কস সাহেবেব সহিতও দেখা হইল।

তাৰপৰ Lincoln's Inn, Old Squareএ প্ৰাচীন অধ্যাপক ও প্ৰসিদ্ধ আইনগ্ৰন্থ-প্ৰণেতা অজাবস (Blake Odgers বাহাব 'Libel'

অৰ্থাৎ 'মানহানি' সম্বন্ধে) বিখ্যাত পুস্তক আছে,) এবং Sir Frederick Pollock (পলক্, বাহাব চুক্তি আইন 'Contract' ইত্যাদি সম্বন্ধে প্ৰসিদ্ধ গ্ৰন্থ আছে) প্ৰভৃতিব সহিত বন্দোবস্ত মত দেখা বৰিতে গেলাম। যত্ন যথেষ্ট কবিলেন, কিন্তু আসল কথায় কেহই বাজী নয়। সামান্য সামান্য ঘব লইয়া, একজন কেবাণী লইয়া, তাঁহাদেব আপিস; অথচ



ট্ৰিচাব গাট, লগুন চাউখাব।

নিশ্ববিখ্যাত প্ৰতিপত্তি। আড়ম্বৰ-ঐশ্বৰ্য্যেই যে খ্যাতিপ্ৰতিপত্তি হয়, তাহা নয়, একথা এই সকল মহাপুৰুষকে দেখিলে বুঝা যায়। ভাবতবৰ্ষীষ ছাত্ৰদেব পক্ষে যে সকল সুবিধাব প্ৰস্তাব ও চেষ্টা কবিতোছি, তাহা সফল হইতেছে না; ইহা আমাদেব সনাতন দুৰ্ভাগ্য। এখন আমাদেব সময় ও পড়তা মন্দ পড়িয়াছে; আৰ হইবেও এইৰূপ। তা বলিয়া এই সকল মহাপুৰুষকে



দর্শন না কবিতা গেলে, বিলাত-আসা রথা হইবে বলিয়া এত কষ্ট স্বীকার কবিতেনি। পলক সাহেব ভারতবর্ষে Tagore Law Lecturer হইয়া গিয়াছিলেন। ভারত তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অপবিচিত স্থান নয়। নানা গভীর তত্ত্বের তক আলোচনার মধ্যে ভাড়াভাড়া আমায় টানিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহার ধর্মের দেওয়ালের গুলগুলিতে পাখী বাসা করিয়াছে, তাহা সবদে দেখাইলেন। পক্ষিমাতার অন্তর্পস্থিতিতে কত যত্নের সহিত তিনি ও তাঁহার কেবাণী, শাবকের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহাও বলিলেন এবং অল্পতম শাবকের অকাল-মৃত্যুতে যথেষ্ট শোকপ্রকাশ কবিলেন। ব্যবহারজীবের উপযুক্ত কাঠিন্দের সহিত পক্ষিমাতার কঠোর জন্মকে দ্বিধা দিলেন। অদ্ভুত মিশ্রণ !!!

তাবপব 'বয়াল সোসাইটিজ্ কাবো' মুখহাত ধুইয়া, বিশ্রাম করিয়া 'বিফর্ম' ক্লাবে' আগের আলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ কবিতেনি গেলাম। সাহেব শবীর বাথিয়াছেন ভাল, বড় চাকবী, বড় পদ, বড় বাস্তব— ইহার পবিচয় হাতে হাতে। অধুনা-প্রসিদ্ধ ময়মনসিংহ ক্লাব-কেসেব ই'ন একজন জজ ছিলেন। এসব কথা সাদা-মাটা ধবণের হইল। অল্প সব কথাও তাই। পুনবায় দেখা কবিতেনি অনুবোধ কবিলেন। কিন্তু আমাব সময়াভাব।

সন্ধ্যাব আত্মবাদিব পব Hampstead Heath এ Pearson সাহেবের পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ জন্ত তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। দাঘপথ, বাব বাব বেল বদল কবিতেনি ইন। Liftএব সাহায্যে প্রায় ২০০ ফুট নীচে বেলপথে যাইতে হয়, কাবণ জায়গাটা লণ্ডন অপেক্ষা অনেক উচ্চ—খুব খোলা পরিষ্কার জায়গা। লণ্ডনের স্বাস্থ্যকর উপনগর-নিবাসেব মধ্যে ইহা একোত্তম বলিয়া খ্যাত; অল্পসংখ্যক লোকেরই নিমন্ত্রণ,—কফী, আইসকীম ইত্যাদির আয়োজন। একজন বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালী, মিষ্টার রায় বাঙ্গালা সাহিত্যসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রচাঁকুরেব প্রশংসাবাদ যথেষ্ট করিলেন। ববীন্দ্রবাবুও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত বিলাতী বড় বড় লোকেব সাক্ষাৎকারের জন্ত এবং তাঁহার কোন কোন রচনার ইংরাজী অনুবাদ সাহায্যে, যুরোপের লোকের সহিত

বাঙ্গালা সাহিত্যেৰ পৰিচয় জ্ঞাত্ৰ এটকপ সত্ৰাৰ আযোজন হইতেছে। ববিবাবুব বন্ধ বোডেনষ্টাইন ও কবি ইবেটস সাত্ৰেব এটকপ অনেক ছটি বড সত্ৰা ও বৈঠকেব তায়োজন কবিতেনে। ববিবাবুব, পুত্ৰ ৩ পুত্ৰবধু লইয়া বিলাত আসিয়াছেন। শবাব ভাল নয় বলিয়া বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমেৰিকা গাৰ্ভাবৰ অভিপ্ৰায় আছে। বিলাতবাসী যাহাতে বাঙ্গালী সাহিত্য অনুবাগা হয় এবং বাঙ্গালীৰ সাহিত্যেৰ ভিত্তব দিম বাঙ্গালীৰ ও ভাবতবাসীৰ হৃদয়েৰ ও আশাব যথার্থ পৰিচয় পায়, তাহাৰ জ্ঞাত্ৰ ববিবাবুব আগ্ৰবিক চেষ্টা। তিনি স্থানে স্থানে বিনাতবাসী বন্ধদিগেব বৈঠকখানায় ৭ সব আলোচনা কৰিতেছেন এবং তাহাৰ কবিতা ও সঙ্গীতৰ অনুবাদ হইতেছে। বিলাতবাসী তাহা শুনিবা প্ৰীত হইতেছে। তিনি হ্যাম্পষ্টেড হিঁদে আছেন। ববিবাবুব সত্ৰাস্থলে স্ববচিত্ৰ একট বান্ধালা গান গাহিয়া, যবলকে মুগ্ধ কৰিগেন।

বোডেনষ্টাইন নামক বিখ্যাত চিত্ৰকৰ ও কাব, কলিকাতাৰ গয়া ববিবাবুব অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি ববিবাবুব কবিতা বলাতী মহনে বোবাটবাব ৩ সন্মানিত কবিবাব জ্ঞাত্ৰ বিশেষ চেষ্টা ও উত্থোগ কবিতেনে। কালে স উভে গে বিলাতে ববিবাবুব কবিতা বিশেষ সুপ্ৰচাবেব সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয়। বিলাতে ভাবতীয় নাটক অভিনয়েৰ অনুষ্ঠানেও লোকেব উৎসাহ দেখা যাইতেছে। বিলাত-প্ৰবাসিনী বাঙ্গালী বমণদিগেব উত্থোগে গুণ ও কেশ্বজ্ঞে ইংবাজী ভাবায় শকুন্তলাৰ অভিনয় হইতেছে। ইংবাজ তাহাতে মোহিত হইতেছে। ইংলণ্ডৰ ভাবত-সাহিত্যেৰ চচ্চা ও আদৰ গুৰ্কে বিলাতে যত হইত, ম্যায়মুলাবেব মৃত্যুৰ পৰ তাহা কমিয়া গিয়াছে। ববিবাবুব প্ৰতিভায় যদি বিলাতে একপ আদৰ আবাব হয়, দেশেব তাহাতে বিশেষ মঙ্গল।

বৃহস্পতিবাব, ২০শে জুন।—সকালে স্নানাহাৰ কৰিয়া ট্যাক্সিক্যাবে কৰিয়া 'ইণ্ডিয়া আপিসে' গেলাম। কিছু বিলম্ব হওয়াতে বেলে না গিয়া ট্যাক্সিক্যাব লইতে হইল। Mr. Montagu, এখন Under Secretary of State

of India ; তাঁহার সহিত দেখা কবিবাব বন্দোবস্ত ছিল। দেখা কবিবাব সময় নির্দিষ্ট ; দুই এক মিনিট আগু-পাছু হইলে বড় অগ্রায়। তাড়াতাড়িতে একটা শিলিংএব পৰিবর্তে গাড়োয়ানকে একটা হাফ্-সভাবেন, দিয়া বসিলাম। দুটাই দেখিতে প্রায় এক বকম। তবে একটা সোণাব, আর একটা কপাব। সময়ে সময় এমনি লোকসান ঘটতেছে, যাহা-বাহা যেমন ঘটতেছে তেমনি লিখিয়া যাউতেছি, ভবিষ্যৎবাণীদিগেব উপকাৰে জন্ত। সময়েব মূল্য বুঝিয়া যথা সময়ে সকল কাজ কবিলে, বেলেব বদলে টাণ্ডী লইতে হয় না, এবং শিলিংএব বদলে সভাবেন দিতে হয় না।

Mr. Montagu'র পৰ চাবাব তিনটাব সময় India Officeএই আমাদের য়ুনিভার্সিটি'র ভূতপূৰ্ব ভাইস চ্যান্সেলার—Sir Thomas Raleigh'র সহিত দেখা হইবাব কথা ছিল। চাবাব দিবিয়া আসিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, তাঁহার সহিতও এই সময় দেখা হইলেই ভাল হয়। তিনিও তত্ত্বগত কবিয়া তৎক্ষণাত্ দেখা কবিলেন। দুইজনেব সঙ্গে দেখা কবায় প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। নানা বিষয়ে বিস্তৰ কথা হইল। ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে যতকথা হইবাব প্রয়োজন, সব হইয়া গেল, শিক্ষা-বিভাগ ও য়ুনিভার্সিটি সম্বন্ধেই অধিক। কিন্তু কাজেব আসল কথা পাড়িয়া যেই চাপাচাপি হয় অমনি কথা চাপা দিয়া, অত্র কথা আনিয়া ফেলা, সনাতন নিয়ম। কয়দিন ভূতগত পৰিশ্রম কবিয়া, নানা লোকেব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া বুঝিলাম যে আমাদের দেশেব নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্রান্ত আসল কথা কিছুই হইবে না। কেবল বাজে কথা, Inter-change of views, Clearing of ground ইত্যাদি লম্বা চোড়া কথাতেই এ সকল Interview শেষ হয়। কোন বিষয়ে কি কি কথা হইল, তাহা প্রকাশ কবিবাব আমার অধিকাৰ নাই; সেই জন্ত সে সকল বিষয়েব অবতারণা কবিলাম না।

Frederick Grubb সাহেব বিশেষ করিয়া আমার ছবি চাহিয়া

পাঠাইয়াছিলেন। ছবি সঙ্গে নাই। তাই ছবিওয়ালাব কাবখানায় গিয়া তোলাইতে হইল। ‘Abkari’ পত্রে ছবি পত্রস্থ হইবে বলিয়া Grubb সাহেবেব অনুবোধ।

বাড়ী আসিয়া, কাল Aberdeen যাইবাব জন্ত প্রস্তুত হইতে ও দেশেব ডাক লিখিতে সময় অনেক গেল। কাল দশটাব গাড়ীতেই যাওয়া, কাজেই সময় পাওয়া যাইবে না। অনেক জায়গা হহতে কিছু কিছু বলিবাব নিমন্ত্ৰণও আসিয়াছে। চিঠি লিখিতে, উত্তর দিতে ও দেখা করিতে ১৫ দিন সময় গেল। এইবাব কাজেব পালা।

শুকবার, ২১শে জুন।—এত পথ আসিয়াছি; তাহা তত দীর্ঘ মনে হয় নাই। আজ কিন্তু কেন জানি না, আশ্চর্য্যে—বুঝি বা কভরটা নাস্তিতেও—আবাব ছয় ৭৭ মাইল দূরবর্তী স্কটল্যাণ্ডেব সেট গাভপ্রধান এবাৰ্ডিন সহবে যাঠিতে মন সবিতেছে না। বাববার মনে হইতেছে যে, কর্তৃপক্ষগণকে লিখিয়া দিই, এবাৰ্ডিন যাওয়া হইল না। তাহাব পৰিবৰ্ত্তে, জোনস সাহেবেব সহিত শনিবাব কুঠ্যাল প্যালাসে হ্যাণ্ডেল ফেষ্টিভ্যাল দেখিতে যাওয়া, ৪০০০ লোকেব, সমস্ববে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণে পৰিতৃপ্ত হই।

কিন্তু ডাক্তাব বায়েব সহিত ডাহাম যাওয়া যখন হইলহ না, ও এবাৰ্ডিনেব নিমন্ত্ৰণ যখন গ্রহণ কবাই হইয়াছে, সেখানে না যাঠিবা পৰিত্রাণ নাই। আমি ডাহামে ডাক্তাব বায়েব সম্মান জন্ত সভায় উপস্থিত হইবাব ইচ্ছা বাবংবাব প্রকাশ কবাতেও কংগ্রেস সেক্রেটারী আমাকে এবাৰ্ডিন যাইবাব বাবংবাব পীড়াপীড়ি কবিতেছেন; অগত্যা বওয়ানা হইলাম। ভগবান যাহা কবেন ও কবান, তাহা মঙ্গলোবই জন্ত। টুণে আসিতে আসিতে এক উচ্চপদস্থ সাহেবকে এই মন্ত্ৰ-গ্রহণ কবাইতে পাবিয়া বড়ই আনন্দ লাভ কবিলাম, এবং এবাৰ্ডিনে পৌছিবাব পাঁচ মিনিট পবেই আমাব পক্ষেও এই মহা-মন্ত্ৰেব সার্থকতাৰ প্রমাণ হইল। কিন্তু সেকথা পবে বলিব।

দুই পথে এবাৰ্ডিন আসা যায়। ইংলণ্ডেব পূৰ্ব্বদিক হইয়া, ইয়র্ক হল প্রভৃতি প্রধান স্থান দেখিয়া, ‘মিডল্যাণ্ড বেলওয়ে’ পথে, অথবা ‘রাগবি,

ম্যাঞ্চেষ্টাৰ প্ৰভৃতিৰ মধ্য দিয়া ‘গ্ৰেট নৰদাৰ্ণ্ বেলওয়ে’-যোগে, এই দুই পথেই  
আসা যায়। আমাৰ ইচ্ছা ছিল, পূৰ্বেৰ পথে আসিয়া পশ্চিমৰ পথে ফিৰিব।  
কিন্তু ঘটনাচক্ৰে তাহা হ’লো উঠিল না। পশ্চিমৰ পথে আসিয়া দেখিলাম যে,  
পূৰ্বেৰ পথে আসিলেও বিশেষ কিছু দেখিতে পাইতাম না। ট্ৰেণ অতি দ্রুত  
চলে। প্ৰধান প্ৰধান স্থানেৰ গিৰ্জাবাডী, বাস্তা-বাট দৃৰ হঠতে একই বকম  
দেখায়। ষ্টেশনও সকল স্থানেই এককপ। তবে কোনটো ছোট, কোনটো বড়,  
এই মাত্ৰ প্ৰভেদ। অতএব পূৰ্বেৰ পথে না আসাতে বিশেষ ক্ষতি কিছু  
হইবাহে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত, কেম্ব্ৰিজ প্ৰভৃতি স্থান দেখিতে  
গেলে, পূৰ্বেৰ পথে কতকটা পুনৰায় গাইতেই হইবে। ডোভৰ হঠতে  
লণ্ডন আসিবাব সময় ট্ৰেণে ফাষ্ট-ক্লাসে আসিমাছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, খুব  
বড়মানুষ কিংবা মহা অভিমানী লোক ছাড়া, কেইকো ফাষ্ট ক্লাসে অকাৰণ পৰসা  
দেয় না। সকল ট্ৰেণেই ফাষ্ট ক্লাস প্ৰায় একথাৰেই খানি। সকল ভদ্ৰলোকেই  
খাড ক্লাসে চড়ে। প্ৰবাদ এটো যে, মহামতি ম্যাডগ্ৰেভন বলিভেন—যে ফোৰ্থ-  
ক্লাস নাই বলিয়া, তিনি খাড ক্লাসে চড়ে। মধ্যৰাত্ৰি তংবাজ ভদ্ৰলোক ও ভদ্ৰ  
মহিলা খাড-ক্লাসে চ’ডিতে কিছুমান দ্বিধা কৰেন না, এবং তাহাতে তাহাদেব  
মানহানিও হয় না। কিন্তু খাড-ক্লাস গাড়ীৰ বন্দোবস্ত ও ভাড়া প্ৰায় আমাদেব  
দেশেৰ সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ীৰই মত; কেবল ভিড বেশী। তবে কালী মূৰ্ত্তি  
দেখিয়াই হউক, বা অগ্ৰ কাৰণেই হউক, বড় কেই আমাদেব গাড়ীতে  
আসিল না।

সাধাৰণতঃ পথেৰ দৃশ্য ইংলণ্ডৰ অগ্ৰাণ স্থানেৰই অনুরূপ। সুন্দৰ সাজান  
বাগানেৰ মত কৃষি ক্ষেত্ৰ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট পাহাড়, উঁচু নীচু জমী,  
সব যেন সবুজ কাৰ্পেট মোড়া। বেড়া দেওয়া খোলা জমিতে গৰু, ঘোড়া,  
ভেড়া চৰিতেছে—একটু জায়গা কোথাও ফাঁক নাই। একটা না একটা  
চাষবাস, কল-কাৰখানা, বাড়ী—যেখানে যেমন সাজে, তেমনি সাজাইয়া  
রাখিরাছে। স্কটল্যাণ্ডেৰ কাছাকাছি স্থানেৰ দৃশ্য কতকটা দক্ষিণ-ফ্ৰান্সেৰ মত।  
তাবপৰ, ইংলণ্ড ছাড়িয়া যত স্কটল্যাণ্ডেৰ দিকে আসিতে লাগিলাম, তত দৃশ্য

আবও মনোবম হইতে লাগিল। ক্লাইডেব মত জগদ্বিখ্যাত নদী, উৎপত্তি-  
স্থানেব নিকট অতি ক্ষীণকায়্য দেখিলাম, গ্যাসগো পৌছিয়া নদীব মহিমা বৃদ্ধি  
পাইয়াছে। শত্ৰুদমন ক্ষম মতা পবাকান্ত বদ্ধজাহাজ পড়তি গ্যাসগোব নীচে  
ফাইড নদীব ধাবেই তৈয়াব হইয়া থাকে।

সমস্ত দিন মেব কবিতা অঙ্ককাব হইয়াছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইতেছিল।  
সে জন্ত বেষ শীত ছিল। তবে অসহ্য নহে। পার্থ, ষ্টার্লিং কান্টাইল প্রভৃতি  
সহবে গাডী দাড়াইয়া ছিল। পূৰ্বেই বলিয়াছি, ষ্টেশন হইতে সকল সহব  
একট বকম দেখায়। সকল বড় বড় বাড়ী, কানথান—বাস্তাব তেমনই ভিড।  
এক জায়গাব কথা বলিবেই, অপব জায়গাব এসকল বব্যসম্বন্ধে পূর্ণ বর্ণনা  
হইয়া যায়। তবে বিশেষ কবিতা দেখিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাবগায় ভিন্ন ভিন্ন জিনিস  
দেখিবাব যথেষ্ট আছে।

পাহাডেব নীচে ও গায়ে ‘ফব’ ও ‘হোথব’এব শোভা স্কটল্যাণ্ডে অতি  
সুন্দব—একথা চবকান শুনিযাই আসিতেছি; আজ চাক্ষুষ দেখিয়া তৃপ্ত  
হইলাম—বাস্তবিকই বড় সুন্দব। তবে ‘হোথব’এব বেগুন ফল ফলি আশ্চর্য,  
সে চেষ্টব মাসে—সেই বেগুনি বংএব ফল টলে নাকি আবও বাহাব হয়।  
এবাডিন হইতে আবও উত্তব পশ্চিমে যাইতে পারবল, ‘Stern & Wild  
Caledonia’ব পার্বত্য সৌন্দর্য্যেব আবও কতকটা অভাষ পাওয়া যায়।—  
শীতকালে এসব স্থানে আসা কষ্টকব।

বাত্রি ১০৭ টাব সময় ট্রেন এবাডিনে পৌছিল। ‘ওল্ড এবাডিনে’ প্রাচীন  
প্রিন্সিপ্যাল ও ভাইস চ্যান্সেলর জর্জ ব্যাড্যাম স্মিথ সাহেবেব সুন্দব বাটীতে  
আসিলাম। বাস্তা, বাড়ী, বাগান—সমস্ত জায়গাটিই মনোবম—তপোবনতুল্য  
সুন্দব ও নিৰ্জন; মুগ্ধ হইতে হয়। মনে হয়, পুনবায় বৃনিভাসিটিব ছাব হইয়া  
লেখাপড়া কবি। প্রায় বাত্রি এগাবটা বাজিয়াছে, কিন্তু এখনও এমনি আলো  
বহিয়াছে, যেন এইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। ইংনও হইতে স্কটল্যাণ্ড আবও বহু  
উত্তবে—সেইজন্ত সূর্যালোক এখানে গ্রীষ্মকালে আবও অধিকক্ষণ থাকে।  
গৃহদাবে স্মিথ সাহেব অভ্যর্থনা কবিলেন। তাঁহাব পিতা ভাবতবর্ষেব

বিখ্যাত “ফ্রেণ্ড্-অব্-ইণ্ডিয়া” সংবাদপত্রের সম্পাদক—ব্রজ্জ স্থিথ—ভারতবর্ষের অনেক উপকারী কার্যে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন; এখনও জীবিত আছেন—বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। প্রিন্সিপ্যাল স্থিথের ভ্রাতা স্ত্র' ডনলপ্ স্থিথ্ এক্ষণে ‘ইণ্ডিয়া’ আপিসের একজন প্রধান কর্মচারী; ভারতবর্ষে বড়লাট কর্জনের ‘প্রাইভেট সেক্রেটারি’ ছিলেন। স্থিথ্ সাহেব ও তাঁহার জী, রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমার জন্ত জাগিয়া বসিয়াছিলেন! আদর-অভ্যর্থনা অত্যন্তই করিলেন। আমার ঘব-ছয়ার ও বন্দোবস্ত সবই পৃথক্ ও পরিপাটি।



এবার্ডিন্—ঘনিষন ষ্ট্রীট।

ইংলণ্ডে কোন কোন স্থানে যে সকল কষ্ট-অসুবিধা দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহার কিছুই নাই। যেখানে যখন যেটি প্রয়োজন, সবই আছে। গরম জল, তোয়ালে, সাবান—আসবাবের অভাব নাই। বিছানার ভিতর গরম জলের বোতলে গরম জল, ‘ফায়ার প্লেসে’ আগুন;—এখানে রাতে গ্রীষ্মকালেও এ সকল প্রয়োজন। রাতে যদি ক্ষুধা বোধ হয়, তাহার জন্ত দুধ-রুটি-বিস্কুট পর্য্যন্ত শয্যাপার্শ্বে প্রস্তুত। সাদাসিদার ভিতর বিলাসের যথেষ্ট আয়োজন। ভদ্রলোকের বসত-বাড়ীর ও বাসা-বাড়ীর বন্দোবস্তই স্বতন্ত্র।

বাড়ীতে আসিয়া বসিতে না। বসিতেই প্রিন্সিপাল স্থিথ বিনীতভাবে বলিলেন, “আমরা যুনিভার্সিটি হইতে আপনাকে ‘ডক্টর অব্ ল’ (L. L. D.) উপাধি সম্মান-স্বরূপ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি ; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সুখী হইব।” আমি এই প্রাচীন জগন্নাথ যুনিভার্সিটির নিকট হইতে এই উচ্চ-সম্মান কখনও প্রত্যাশা করি নাই। গ্রেট-ব্রিটেনের যুনিভার্সিটিতে আমাব এই প্রথম আগমন। আমি একজন অপবিচিত নগণ্য ব্যক্তি ;—আমাকে এই আশাশ্রীত সম্মানে ভূষিত করিবাব প্রস্তাবে বাস্তবিকই আমি অভিভূত হইলাম। যেকপ বিনয়ের সহিত এই প্রস্তাব করিলেন তাহাতে অবাক হইলাম।—ভদ্ৰতার নিম্নম্ন অঙ্গণ করিয়া কষ্টে বাক্যকৃতি হইলাম। যথাসাধ্য ধন্যবাদ দিলাম, পূর্ব্ব ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ক্ষমতা আমাব কোণায় ?

ডাক্তার পি. সি. বায় জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ। তাহাকে এ সম্মানে ভূষিত করিয়া ডাহাম যুনিভার্সিটি নিজেই সম্মানিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে তাহাকে অনেকে জানেন, তাহাব এ সম্মান সম্ভব ও যোগ্য। কিন্তু ডাহাম অপেক্ষা বহু প্রাচীন ও গৰ্ব্বান্বিত বিখ্যাতশালয়, আমা হেন অকিঞ্চনকে এই উপাধিতে ভূষিত করিবা যে মহান সম্মান অপাঠে অর্জন করিবাব প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য, বিশেষতঃ তাহাব সহায় বা পৃষ্ঠপোষকের নিতান্তই অভাব, তাহাব পক্ষে ইহা অভাবনীয় সম্মান। ভগবানকে পূর্ণপ্রাণে ধন্যবাদ দিয়া শয্যাব আশ্রয় লইলাম। এ সংবাদ এখন প্রকাশ করিতে নিষেধ বলিয়া বাড়ীতেও তাব দিতে পারিলাম না।

শনিবার, ২২শে জুন, ১৯১২।—বাত্র ৩ টাব সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল ; সাতটা পর্য্যাপ্ত অতিকষ্টে শয্যায় কাটাইলাম।—স্বর্ঘ্যোদয়ের পৰ্ব তিন ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকা বাঙ্গালী হিন্দুব পক্ষে অসাধ্য।

কাল বাত্রে বড় ঠাণ্ডা গিয়াছে, বৃষ্টিও হইয়াছিল। কাজেই, মানের স্নানব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও মানের বড় ইচ্ছা হইল না। অগত্যা মুখহাত ধুইয়া একেবারে সাজসজ্জা করিয়া, ঘরের বাহিরে আসিলাম। আটটাব সময় প্রাতর্ভোজন হইল। তাহাব পূর্ব্বকই ঘবে চা-বিস্কুট দিয়া আসিয়াছে।



আমাব কোন্ কোন্ দ্রব্য আহাবে আপত্তি, তাহা বলিয়া দেওয়াতে আয়োজনও সেইকপ। দুই তিনটি ছোট মেয়ে, গচ্চিণী ও বলাব সহিত আহাবে বসিলাম,—পবিজ, হোবাং মাছ, স্বচ কেক, স্বস্ব ইত্যাদি প্রচুর আয়োজন। নানাকথাবাণ্য সময়টি বেশ কাটিল। এই ভগবদভক্ত পবিবাব তাঁহাদের প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় আমায় উপস্থিত থাকিও আমন্ত্রণ করিলেন। পবন হিন্দুও পূর্ণপাণ সে উপাসনায় যোগ দিতে পাবেন,—আমিও দিলাম।

মিসেস ম্যাকিনন্ কলিকাতা হইতে সিংহ সাহেবের পত্র পাইয়া, তাঁহাব বাড়িতে আমায় সন্ধ্যাব ও থাকিবাব বন্দোবস্ত করিয়া চিঠি ও টেলিগ্রাম দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাপ্যপাণ স্মিথের আগন্তুকতায় সে নিমন্ত্রণ আমায় প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। অংগ্র তাহাব সহিত দেখা করিতে যাইতে হইবে। মিসেস স্মিথ স্বয়ং হস্তগত করিয়া যাইবাব বন্দোবস্ত করিলেন। মোটব শাডী আনাটম দিলেন, তাহাব ভাড়া পয়সান্ত আমায় দিতে দিলেন না, ংল বাত্রে ষ্টেশন হইতে আসিবাব ভাড়াও দিতে দেন নাই। আমবা বড় আশ্চর্যান করি যে, তাহাদের মত অতিথিপ্রিয় জাতি জগতে নাই, কিন্তু হংগাণ্ড—স্টল্যাণ্ড অত্র শিক্ষা দিতেছে।

সহব দেখিতে দেখিতে সহবেব বাহিবে ‘অগসন্ডিডে’ মিঃ ল্যাব্যান্ ম্যাকিননেব বাড়ী গেলাম। কাল বাত্রে ভাল করিয়া সহব দেখা হয় নাই, সহবট বড় সুন্দর।—বেশ পবিদ্যাব পবিচ্ছন্ন, সমুদেব ধাবেই অবস্থিত; উহাব পাদদেশে নিয়া ‘ডী’ নদী প্রবাহিত। সহবেব প্রয়োজনমত নদীব গতি নাকি দুই তিনবাব দিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতি কঠিন কাজ। কাবণ, আমাদের দেশেব মত চাবিদিকে পলি মাটি, কিংবা বালি মাটি নাই। শব্দ ‘গ্রানাইট’ পাথবেব সহব, তাহা কাটিয়া নদী-ফিবান সহজ ব্যাপাব নহে; কিন্তু অদ্বত শক্তিবলে নদীব গতি ফিবান হইয়াছে। চাবিদিকে ছোট ছোট পাহাড় অনেক আছে। বাস্তা সব বেশ চওড়া ংং বড়। পুবাঁতন সহবে ংব সঙ্কলান হইতেছে না বলিয়া নূতন সহব বাড়িতেছে। বিখ্যাত কবি

বাৰ্ণস, প্ৰসিদ্ধ যোদ্ধা ওয়ালেস্ ও গডনেৰ প্ৰস্তবমুহুৰ্ত্তি দেখিলাম। গিজ্জা, থিসেটাৰ, টাউন হল, দোকান, স্কুল, কলেজ সবটো বীতিমত। প্ৰায় সকল বাড়ীই গ্ৰানাইট পাথৰেৰে তৈয়াৰী; ইটেৰে চলন মোটেই নাই। সহৰেৰে মাৰেইট গ্ৰানাইট পাথৰেৰে এক খাদ আছে। ১৫০ বৎসৰ দৰিষা সেখান হইতে পাথৰ তোলা হইতেছে, অথচ এখনও ভাণ্ডাৰ অপয়াপ্ত। এই গ্ৰানাইট খাদ ৩২০ ফুট গভীৰ হইয়াছে; আৰু কত বৎসৰে এ পাথৰ দুবাটীৰে বলা যায় না। Compressed air সাহায্যে পাথৰ কাটা হয়; দেখিতে অতি আশ্চৰ্য্য। কৰাণ কৰিয়া এ পাথৰ কাটিতে হইলে, এক এক টুকৰা পাথৰ কাটিতে কত দিন লাগিত, বলা যায় না। কিন্তু ‘জমান হাওয়া’ৰ বল লাগাইতেছে, আৰু পাথৰ বাস্তবিক মাথমেৰে মত কাটিয়া যাইতেছে বলিলেও হয়। এই সব দেখিতে দেখিতে মাৰ্কিনন সাহেবেৰ বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

মাৰ্কিনন সাহেব বাড়ী ছিনেন না। তাঁহাৰ স্ত্ৰী যথেষ্ট অনুগ্ৰহ কৰিয়া আদৰ-যত্ন কৰিলেন, খাওয়াইবাৰ জন্তু বিশেষ জেদ কৰিলেন। সহৰেৰ বাহিৰে থোলা জাৰগান দিয়া বাড়ী বাগান; ভাহুচ চ্যানসেলাৰ স্মিথেৰ আতিথ্য একবাৰ গ্ৰহণ কৰিয়া, তাহা প্ৰত্যাখান কৰা যায় না;—সেই জন্তু এখানে আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিতে পাৰিলাম না। অগ্ৰাণ ‘ডেলিগেট’ অপৰাপৰ ভদ্ৰলোকেৰ বাড়ী আতিথ্য লইয়াছেন। আমাৰ পক্ষে ভাইস-চ্যানসেলাৰেৰ আতিথ্য লাভ অতি সম্মান ও গোবৰেৰ কথা। ভাৰতবৰ্ষেৰ শিক্ষা-বিভাগেৰ কম্বাচাবী সিৰাজ সাহেব ‘থাগুদ্রবোৰ দুস্মৃত্যতা’ সম্বন্ধে অনুসন্ধানকাৰ্য্যে নিযুক্ত আছেন।—মিসেস মাৰ্কিননেৰ নিকট বিদায় লইয়া সিৰাজ সাহেবেৰ মাতাৰ সহিত দেখা কৰিতে গেলাম। সেখানেও আদৰ যত্নে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সিৰাজ সাহেবেৰ পিতামাতা যতদূৰ সম্ভব খাতিৰ কৰিলেন, আতিথ্য গ্ৰহণেৰ জন্তু পীড়াপিড়ী কৰিলেন। একনমিক্সেৰ লেক্চৰৰ অধ্যাপক টৰ্ণাৰ, এবং কনিষ্ঠ মিঃ মাৰ্কিনন্ ‘মলিসিটাবে’ৰ সহিত পৰে দেখা হইল। তাঁহাদেৰও যত্নআত্মীয়তা যথেষ্ট। ইংলণ্ড অপেক্ষা স্কটল্যাণ্ডে যেন আত্মীয়তা ও আন্তৰিকতা কিছু অধিক দেখিতেছি।

‘পামাব হোটেলে’ ডেলিগেট্‌দিগেব মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল; কিছু সময় ছিল বলিয়া পথে ক্ষৌৰকাব-গৃহ সন্ধান কবিয়া কামাইয়া গইলাম। এ সকল তুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধে ঔদাসীন্দ্ৰ এ সব জায়গাৰ চলে না বলিয়া তাহাব উল্লেখ কবিতৈছি। নিত্য ক্ষৌৰকম্ব ছাড়া এ সব জায়গাৰ চলে না। না হয় একবাবে ক্ষৌৰ কৰ্ম্ম বন্ধ বাখাই শ্ৰেয়। হোটেলে উপস্থিত ডেলিগেট্‌ এৱং এৱাৰ্ডিন যুনিভাৰ্চিটিব অধ্যাপক ও মেনেটেব সম্ভ্রান্ত সকলেব সহিত আলাপ পৰিচয় হইল। আহাৰাদিৰ পৰ বহুতা হইল। ভাবতবৰ্ষেৰ পক্ষ হইয়া আমাকে কিছু বলিতে হইল।

তাহাব পৰ মোটবে কবিয়া ডেলিগেট্‌দিগকে লইয়া সহৰ ভ্রমণ, কলেজ গিৰ্জা ইত্যাদি দেখাইবাব পালা। বৈকালে ভাইস-চ্যান্সেলাব মহাশয়, আমাদেব সহিত আলাপ-পৰিচয় কবিবাব জন্ত, সহবেব গণ্যমান্ত লোকদিগকে চা খাইবাব নিমন্ত্রণ কবিলেন। এই উপলক্ষে বিস্তৰ নূতন লোকেৰ সহিত আলাপ হইল। “হোটেলে আমাব বহুতাৰ কথা অভাগাদিগেব মধ্যে খুব চলিতেছে;” একটা বাডীৰ গৃহিণী চুপি চুপি বলিলেন - কাৰ্জ্জত, যেখানে সে কথাৰ জটলা সেখান হইতে, সবিয়া যাউতে হইল। স্মৃথ গৃহিণী সকল বিষয়ে মাতা কিস্বা ভগিনীৰ মত চাবিদিক দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া উপদেশ দিয়া চাণাইয়া গইতেছেন।

সমস্ত দিনেব শ্রান্তিৰ পৰ বাত্ৰেব খাবাব খাইবাব স্পৃহা নাই বলিয়া ছুটি লইয়া শয়ন-ঘৰে আসিলাম; গৃহিণী কিন্তু নাছোড়বান্দা,—ঘৰেই চৰ্খা চোম্ব-লেহ-পেয় পুনৰায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। দশট্রে এমনি ভাবটা দাঁড়াইল, যেন, আহাৰে আপত্তি নাই; কিন্তু কষ্ট কবিয়া বাত্ৰিৰ কাপড় পৰিয়া নামিয়া যাইয়া গৃহস্থেব সঙ্গে ভদ্ৰতা কবিতৈ ও কথাবার্তা কহিতৈ যেন যত আপত্তি! একুপ ঘটনা কোন মতেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। সকাল-সকাল শুইয়া পড়িলাম। অত্যধিক পৰিশ্রমেব জন্ত পড়াশুনা চলিতেছে না। গৃহস্থানী পাঠেব জন্ত নানাবিধ পুস্তক শযাপাৰ্শ্বে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রাত্ৰে পুনৰায় যদি ক্ষুধা-বোধ হয়, তাহার জন্ত এক বাক্স বিস্কুট রাখা হইয়াছে! এত অধিক আদর-যত্নে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

বাত্রে অনেকবাব নিদ্রা ভাঙ্গিল। দীর্ঘ বাত্ৰি না হউক, বেলা আটটা পর্য্যন্ত বিছানায় থাকিতে হইলে, একপই হয়। বাত্রে নাকি সমুদ্রে অত্যন্ত কোয়াসা হইয়াছিল। কোয়াসায় জাহাজ মাঝে যাইবাব ভয়ে সমুদ্রতীবে ফগ্গর্ণ দ্বাৰা বিপদেব সংবাদ ঘোষণা কৰা হয়। কাল বেড়াইতে যাইবাব সময়, সেই ভীষণ ‘ফগ্গর্ণ’ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। শুনিলাম, তাহাব শব্দ আবও ভীষণ; বাত্রে নাকি সেই আওয়াজ হইয়াছিল। কিন্তু আমি আনিত পাই নাই। অতএব সুনিদ্রা হয় নাই বলা চলে না।

ববিবাব, ২৩শে জুন।—স্টল্যাণ্ডে ববিবাব অতি শান্ত নিঃশব্দ দিন। চাকৰ-দাসীকে একটু বিশ্রামেব অবসৰ দিবাব জন্ত অদ্য আতাবাদি বিলম্বে হওয়াই নিয়ম, কিন্তু আমাব সুবিধাব জন্ত সকাল-সকাল হইবাব আয়োজন হইতেছিল জানিয়া, গৃহস্থামিনীকে আমি বিনয় ও দৃঢ়তাৰ সহিত বলিলাম যে, আমাব সুবিধাব জন্ত বাড়ীৰ নিয়ম লঙ্ঘন হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। অগত্যা নিয়মমত ৯টাব সময়ট প্ৰাতঃভোজন হইল।

স্নানেব অতি সুন্দৰ বন্দোবস্ত থাকা সহেও, আজও ঠাণ্ডা ও শব্দেৰ ভাব বলিয়া, স্নান কৰিতে ইচ্ছা ও ভবসা হইল না। প্ৰিন্সিপাল স্মিথ তাহাব কাজ লইয়া অন্তস্ত ব্যস্ত আছেন; তাহাকে গিৰ্জায় ‘প্ৰীচ্’ কৰিতে হইবে, সেইজন্ত ব্যস্ত আছেন—আমাদেব সঙ্গে বেলীক্ষণ থাকিতে পাবিলেন না। আমি তাহাব কাজেব ব্যাঘাত না কৰিয়া গৃহিণী ও মেয়েদেব কাছেই বহিলাম। কথায় কথায় হিন্দুধৰ্ম্ম ও হিন্দু-সমাজেব কথা উঠিল; দেখিতে দেখিতে গিৰ্জায় যাইবাব সময় হইল, প্ৰিন্সিপাল পূৰ্বেই গিয়াছিলেন, আমি তাহাব জীব সহিত গেলাম। তাহাদেব সাত বৎসবেব মেয়েটি বাগানেব কটকপৰ্য্যন্ত কি যত্নেব সহিত পৌছাইয়া দিয়া চাৰি বক্ৰ কৰিয়া গেল, দেখিয়া আশ্চৰ্য্য হইয়া গেলাম;—মাৰ সঙ্গে যাইব বলিয়া হাঙ্গামা কিছুমাত্ৰ নাই। যেন কলেব পুতুলেৰ মত নিঃশব্দে পিতামাতাব আদেশ ও ইচ্ছা পালন কৰিতে শিখিয়াছে। অপৰ কণ্ঠাটি—ক্যাথালিন—আবও চমৎকাৰ; বয়স ১০।১১ বৎসর হইবে—সৰ্বদাই হাস্তমুখ—কাহাব কি প্ৰয়োজন, সে যেন সৰ্বদাই

দেখিতেছে; ইঙ্গিত পর্য্যন্ত কবিতা হয় না—নিজে বুঝিয়া মাঝ গৃহস্থালীর সব কাজের সাহায্য কবিতােছে। আমাকে যত্ন কবিবাব জন্ত তাহাবা সদাই ব্যস্ত, বিব্রত অথচ উল্লসিত। ছোট খুকিটির বয়স ৩ বৎসব। খুব চুপ্ট অথচ খুব ভালমানুষ, মা এবং ‘গবর্ণেস’ যাহা বলিতেছেন, তাহাই শুনিতােছে। ইহাব মধ্যেই সে অনগণ ফেঞ্চ বলিতে পাৰে। জ্যানেট, ক্যাথেলিন, মাগাবেট—তিন জনেই সুন্দর ফেঞ্চ বলিতে পাৰে, কাৰণ তাহাদেব ফেঞ্চ গবর্ণেস আছেন। তিনটি ছেলে—একজন মিডিল মার্ভিসেব জন্ত, একজন সৈনিক বিভাগেব জন্ত, আৰ একজন স্কুলে পড়িতােছে। বড় মেয়েব বয়স ১৭ বৎসব সে ইহাব নগবে স্কুলে পড়ে, শীঘ্র বাটা আসিবে। এই ভগবদ্রুত, শান্তিপ্রিয় পরিবাবটির মৰে ‘আসিয়া’, কয়দিনেব শান্তিৰ ভাব যেন অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছি। গ্রহিণীৰ সন্ততি নানা কথা কাহিনী কহিতেন ‘কিং’স কলেজ্ চ্যাপেলে পৌছিলাম।

ডোলগেটদিগেব অভ্যর্থনাৰ জন্ত বিস্তর লোকেব সমাগম,—এত ভিড় অথচ কোনও গোদামাল নাই। কম্‌চাবাবা যাহাকে যেখানে বসিবাৰ জায়গা দেখাইয়া দিতােছে, সে সেইখানে বাসিতােছে। যাহাবা যাযগা পাইল না, তাহাবা নিঃশব্দে পশ্চাতে লাডাইয়া বহিল। ইহা ‘কলেজ্ চ্যাপেল’, অতএব এখানে কলেজেব শিক্ষক ও ছাত্রদেব প্রধান অধিকাৰ; তাহাবা জায়গা পাইলে তবে অল্প লোক বসিতে পাৰে; আমাদেব জন্ত স্বতন্ত্র আসন নিদিষ্ট হইয়াছিল। সকলে বসিবাৰ পৰ, গাউন পরিয়া সাৰি দিয়া পূৰ্বোহিত ও অধ্যাপকগণ আবাবধনা-স্থানে উপস্থিত হইলেন। দৃশ্য বড় সুন্দর—বড় গম্ভীর—বড় মনোমগ্ন। সেই পূৰ্বাতন, প্রাচীন ‘স্মৃতি দিয়ে য়েব’, আধ-অন্ধকাৰ, ভগবৎ-পূজাব স্থানে শত শত নবনাবী-বশে গম্ভীর অর্গান-সহযোগে ভগবৎপ্রীতি-সঙ্গীত আকাশপথে যখন উঠিতে লাগিল, মুগ্ধ, প্রীত ও উল্লসিত হইয়া, খুষ্টান-হিন্দুৰ প্রভেদ ভুলিয়া গেলাম—এক প্রাণে সেই মহাপূজায় যোগ দিতে কিছুমাত্র বাধা-বিঘ্ন মনে হইল না। এমন সব সঙ্গীত ও উপদেশ আজিকাব জন্ত প্রিন্সিপ্যাল স্থিথ নির্দেশ

কবিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দু মুসলমান-খৃষ্টান সকলেই পূর্ণপ্রাণে যোগ দিতে পাবেন। কয়েকটি সুন্দর সঙ্গীত ও ধর্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ্য পর্ব, প্রিন্সিপ্যাল স্মিথেব বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাটি যেমন উপদেশপূর্ণ, তেমনি তেজস্বী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া ছিল। আমাদের অভ্যর্থনায় বাস্তব থাকাসরেও তাড়াগাড়ি সেকুপ ‘সম্মান’ প্রস্তুত কবিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাহাব ক্ষমতাব বিশেষ পরিচায়ক। যুনিভার্সিটি-কংগ্রেসেব উদ্দেশ্য ও কাব্য সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কথাগুলি অতি বিগতভাবে বুঝাইয়া তিনি বক্তৃতা কবিলেন।

আবাসনা সমাপনান্তে বার্তাতে আসিবাব সময় মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিডসনের সহিত নানা কথা হইল। তাঁহাব, তাহাব জ্ঞাব ও অজ্ঞাত লোকেব সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপেব জ্ঞাত স্মৃতিসাহেব তাঁহাদিগকে জলযোগেব নিমন্ত্ৰণ কবিয়াছিলেন। ডাঃ নাথল, তাঁহাব স্ত্রী, ডাঃ পাস্টেব, এং° এডিন্‌বরা ও এবার্ডিনেব কয়েকটি প্রধান ছাত্র এবং অধ্যাপককেও নিমন্ত্ৰণ কবিয়া-  
ছিলেন। এই সমস্ত ছোট ছোট পারিবারিক সমিতিতে সকলেব সহিত আলাপপরিচয় কথাবাতায় যুনিভার্সিটি ও দেশসংক্রান্ত কথা জানিবাব বেশ সুযোগ ঘটে, — বড় বড় সভাসমিতিতে মুখেব কথাই বেধা।

সোমবার, ২৪শে জুন।—প্রভাতেই এবার্ডিন গ্যাং কবিবাব উদ্যোগ শেষ কবিয়া বৈঠকখানায় নামিলাম।

ক্যাথানিন্ ও জ্যানেট আমাব যাইবাব কথা শুনিয়া বিশেষ ত্রুটিত। পাছে ভাব বেদনার চালনা যাই, সেই ভয়ে তাহাবা সকাল সকাল প্রস্তুত হইয়া, দেখা কবিবাব জ্ঞাত নামিয়া আসিয়াছে,—আমাব জ্ঞাত তুল ও ভ্রুবোঁ তুল সংগ্রহ কাবয়াছে। এই মেয়ে দুটি আমাব বড়ই স্নেহেব বন্ধনে বাধিয়াছে। কাল কথাব ছলে আমাব “বড়মাব” পুৰাতন গল্প বলিতে-  
ছিলাম। তাহাবা বড় আগ্রহ, বড় আনন্দ, বড় উৎসাহেব সহিত কথা শুনিয়াছিল।

“বহুমা” আমাব কনিষ্ঠা কন্যা। ছেলেবেলায় সে (ডাক্তার) সুবেশকে ‘গাড়ী-কাকা’ বলিত। আমি এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা কৰিলাম যে,

সে নকাকাকে “গাড়ী-কাকা” বলে কেন?—তাহাতে সে যেন আশ্চর্য হইয়া, বলিল, “কেন?—উনি বোজ গাড়ী কবিষা আসেন, তাই ও উনি ‘গাড়ীকাকা’। আমি ত সজ্জিত। আব একদিন মোটেবে বেড়াইয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছি যে, “আমি এতটা মনে কবিত্তে পাবি, মোটেব গাড়ী তাব চেয়ে বেশা চলিত্তে পাবে, কি না?”—আমি একথাব উত্তর দিত্তে পাবি নাহ। মগব একাদিন স্কনিলাম, বড়মা তাহাব সমবয়স এক বন্ধকে কোঠিত্তে দে, ‘সন্ধ্যাব পব এই যে সমস্ত তাবা দেখা যায়, এ সব কি জান —এসব ভগবানেব গাড়ীব গানো। আমাদেব গাড়ীতে যেমন সন্ধ্যাব সময় চট্ট বাত আলা হয়—তম ন সন্ধ্যাব সময় ভগবানেব গাড়ীতে ওতুওতি বাত আলা হয়।” মেধেব ডাক্তে ভগবানেব গাড়ীব চাকান ডাব বাকি, বিদ্যে চমকিত্তে বসিত্ত ভগবানেব গাড়ীব বাকি আলাব দেগাসেনাট ভিজয়া থাছে। সচিব লেবাটা জেস্ সেন দেগিয়া তাহা “দাঙ্গা কবানো” বাকি। সন্ধ্যা কবিত্তে দ্বিধা কব নাই, ওখান তাহাব সন্ধ্যা বস পবচা হা নাহ, কেবল ইংবাটা জেস্ সেন দেগেব সন্ধ্যাব ছবি দেগা সন্ধ্যা কবিত্তে।” এহসব নানি গল সনিয়া তাহাব মনে মনে বড়মাব সঙ্গে থা বন্ধ কবিয়া থালাছি। ব্যাপাংলিন তাহাব চে, তাহাব নিজাব পুস্তক হহে, পুস্তক বাঁচনা উপহাব দিল। বত্ৰা ও গতিগা তাহাদেব নিজাব ছবি দিনে, ছেলেদেব ছবি ও বাঁচাব ছবি পবে পাঠাইবেন। চাব ব-বাকবদেব বেশা বজাস দিয়া পক্ষা নষ্ট না কবি, —সে উপদেশ গৃহিণা দিলেন। মাল পত্ৰ বেলে পোছিয়া দিবাব নিজে বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন। তাহাতে তাহাব বিধেপ বা চিত্তচাকল্য বোনকপে না হয়, তাহাব জন্ত নিজ প্রিয়জনেব জায় তাহাবা সকলেই বাস্ত। তাহাদিগকে মুখে ধন্যবাদ দিয়া শেষ ববা অসম্ভব। প্রিন্সিপাল, মোটেবে কবিয়া নাপিত-বাড়ী লইয়া গিয়া, স্বয়ং বসিয়া থাকিয়া, তাড়া দিয়া, আমাব ক্ষৌরকম্ম কবাটয়া আনিলেন। দজ্জাবাৰ্ডা নিজে সঙ্গে কবিয়া, ‘গাউন’ মাপ দিয়া আসিলেন।

তাহাব পৰ, এবাৰ্ভিন 'টাইন্-ছাউসে' (আমৰা মতাকে 'টাইন্-ছল' বুলি) তথায়—বিবাট অভ্যর্থনা সভায় যাওয়া গেল। সেখানে লর্ড প্রোভোষ্ট, কম্প্ৰবলী, টাইন্ ক্লাক প্রভৃতি সহবেব গণ্যমান্য লোক শাস্যগতগণকে সম্মুখিত অভ্যর্থনা কৰিয়া, “সহবেব পুত্ৰকে” আমাদেব হাতেব সহি লহালেন। প্রাচীন পদ্ধতিৰ ‘বচিএ গাউন, এব চেন এ মোডেল—এখনও এই সমস্ত উপলক্ষে তাহাদিগকে পৰিতে থকা ‘কমিটি ম’, ‘কাউন্সিল ম’, ‘ডায়নিং হল’ প্রভৃতি বিশেষ বস্তু কৰিয়া দেখানো। উপস্থিত লর্ড প্রোভোষ্ট, বাজাবাণী ও অন্যান্য প্রাদেশিক বড় লোকৰ বিস্তৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি বাহাৰ। সবশেষে, সহবেব চতুর্দিকাব দৰ্শ দেখিবাব লগ “হম্মা চুডায়” উঠিলে। ৬৩ নং টি উই হহতে সহবেব শোভা বড়ই সুন্দৰ দেখাইল। দুব ছটি ছোট পাহাড়, নিকটে ‘ডাউ’ ও ‘ডা’ নদী; পাশ্বে মহাকাশ বস্তু উড়ব সাগৰ, ওদিকে আৰাব শিপাল কলেজ, কিং’স কলেজ, কোংডাম, বাডাব ইত্যাদি সব স্পষ্ট দৃষ্টি দেখা গেল। একপ সন্নিধাং সহবেব বন্দনা পাঠ্য পাট না। সম্মুখলোক আঙ দেখা দিয়া ছ স্তম্ভতত্ত্ব এক সকলবহ বস্তু আনন্দে থকা, আব সেইজন্ত আঙ চতুর্দিকেব দৰ্শ ও সুন্দৰ দেখাইলত গাগিল।

সেখান হহতে ‘মাবিচা’ ব মাসা কলেজে গেলান। এই কলেজটি এবং কিং’স কলেজ লইয়া এবাৰ্ভিন বনভাসিটি, প্রিন্সিপ্যাল স্মিথ্ এণ্ডভয় কলেজেব বড়া এবং বুনিসিটিব ভাইস-চ্যান্সেলৰ। কলেজ বাড়ী গানাইট পাথবেব। আমাদেব দেশেব ধৰণে প্রকাণ্ড উঠানও আছে। পাক্স সকল সাধাৰণ ব্যবহাৰ্য গঠে এইকপ বড় বড় উঠান থাকিত। এখন জমিব দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সেইজন্ত উঠান দেখিতে পাওয়া যায় না—কাজেই এখন নূতন ধৰণেব বাড়ী তৈয়াৰী কৰিতে হইতেছে। কলেজেব জন্ত আবও জায়গা প্রয়োজন, কিন্তু চাৰিদিকেই ছোট ছোট বসত-বাড়ী। সেইজন্ত কলেজ-বিস্তৃতিব কাজ আমাদেব দেশেব মতই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ আমাদেব দেশেব মত বিদ্যেবী নিম্নকেব মুখে “অত কথা” এখানে হয় না।



নূতন একটা বাড়ী দুবে হইতেছে ; সেখানে ‘টেকনিক্যাল’ বিভাগ ও অগ্ন্যাত্ত কাক্স হইবে। আমবা একে একে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক বসন্তুলি দেখিয়া কোর্ট্‌রুমে আসিলাম।

কোর্ট-কমেব সংলগ্ন-গৃহে অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ এবং সেনেটের সদস্যবৃন্দ আমাদিগকে অভ্যর্থনা কবিলেন। গাউন পবিয়া সেইখান হইতে ‘কোর্ট্‌ কমে’ আমাদেব য়ুনিভার্সিটি কন্ভোকেশনেব মত শোভা যাত্রা কবিয়া যাইতে হইল। ভগবৎ প্রার্থনা ও উপাসনা কবিয়া কন্ভোকেশনেব কার্য্য আবস্ত ও শেষ হইল। সহবেব গণ্যমাত্ৰ স্ত্রী-পুরুষ অনেকেব নিমন্ত্ৰণ হইয়াছিল। সিৰাজ সাহেবেব বুদ্ধ পিতামাতাকে, আচার্য্য শ্মিণ্ বিশেষভাবে নিমন্ত্ৰণ কবিয়াছিলেন, কাৰণ এই প্রবীণ দম্পতি ও তাহাদেব পুত্ৰ, আমাব বন্ধু। তাহাবা এই উপাধি-দান-সভায় আসিতে পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এদেশেব ব্যাপাব এই যে, তাহাদেব মত লোকও এ সব স্থানে সহজে আসিতে পাষ না। ভাবতবৰ্ষেব একজন ইংবাজ এটর্নী ভাবতবৰ্ষে বলিয়া ছিলেন যে, ‘তোমবা ইংলাণ্ড যাইবা এমন সব স্থানে আদব পাইবে, যেখানে আমাদিগকে চাকবদেব দবজা দিয়া ঢকিতে হয়।’

ল্যাটিন্ ভাষায় ডিগ্রী দেওয়া হইল। ভাইস-চ্যান্সেলব তাঁহাব টুপি আমাব মাথাব উপব আলগোছে ধবিয়া ডিগ্রী প্রদানাপাশ্যাগী ‘ফর্মিউলা’ উচ্চাবণ কবিলেন এবং একজন কৰ্ম্মচাবী পশ্চাৎ হইতে ছড পবাইয়া দিলেন। য়ুনিভার্সিটি হইতে সিকেব ছড্ দান কবে, গাউন নিজে কবাইয়া লইতে হয়। ডিগ্রী দিবাৰ সময় সকলেই—আনন্দ-হৃচক কবতালিধ্বনি ধন ধন কবিতে লাগিলেন। ভাইন্-চ্যান্সেলব, সেনেটের সদস্যগণ এবং উপস্থিত বিস্তব ভদ্ৰলোক ও মহিলা কন্ভোকেশনেব পব আনন্দসহকাৰে আমাব কবমৰ্দন কল্পিতে লাগিলেন। ‘আজ সকলেব আশীৰ্ব্বাদই গ্রহণীয়। আজ আমি—“ডাক্তাব সৰ্ব্বাধিকাৰী।”

ভাইন্ চ্যান্সেলাবেব অমুমতি লইয়া বাড়ীতে তাৰে শুভ সংবাদ দিলাম। লৰ্ড প্রোভোষ্ট মেট্র্যাণ্ড্ ও তাঁহাব স্ত্রী, আমাকে কাৰ্লটন্ হোটেলে জলযোগ

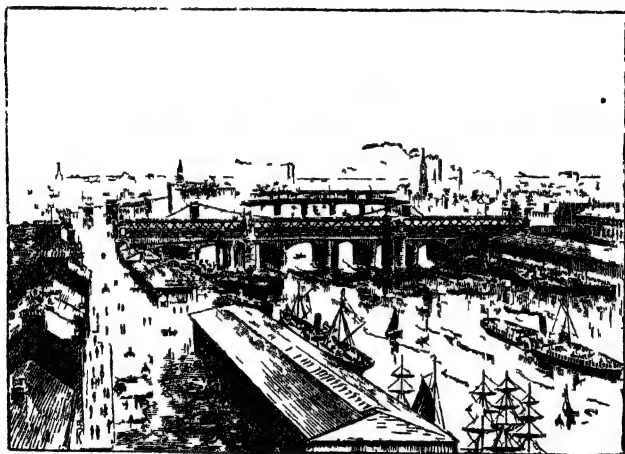
কবাইয়া, শ্বিথ দম্পতিৰ সহিত ষ্টেশ্বন পৰ্য্যন্ত আসিয়া, আম্ৰাব সামান্ত মালপত্ৰ নিজ হাতে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, আতিথ্যেৰ চূড়ান্ত কবিলেন। অবশেষে, বিদায়েৰ সময় আসিল—দুঃখভাবাক্ৰান্ত হৃদয়ে বিদায় লইলাম।

এ কয়দিন শ্বিথ পৰিবাবেৰ আন্তৰিক যত্নে বড় সুখেই ছিলাম; সেইজন্ত এবাৰ্ডিন ছাড়িতে মনে যথার্থই বড় দুঃখ হইল—নূতন কবিতা যেন পুনৰায় বাড়ী-ছাড়া হইলাম। আন্তৰিক দয়া ও যত্ন, এটৰূপেই মানুহকে বশ কৰে।

---

## গ্লাসগো ।

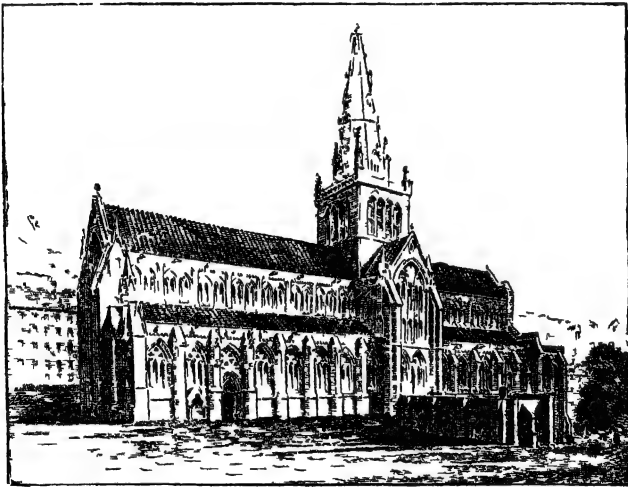
এবার্ডিন হইতে গ্লাসগো আসিবার পথে ডাক্তাব স্কট, ডাক্তাব ইয়ং, বেভাঃ পাওয়েল ও সঙ্গীক ডাক্তাব চাৰ্লটন ট্ৰেনে সহযাত্রী ছিলেন। দিনেব বেলায় পথেব দৃশ্য ও মৌন্দৰ্য্য দেখিবার খুবই সুবিধা, সঙ্গীবাও সময়ে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ষ্টো হাভেন, এব্রোথ, ডণ্ডি, টেপার্ট, নিউফোর্ট, টে-ব্রিজ, ফোৰ্থ-ব্রিজ, ইঞ্চবেথ, লীথ, লেনলিথগো, কার্কলডি, মণ্টোজ প্রভৃতি স্থানেব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। টে ব্রিজ ও ফোৰ্থ-ব্রিজ পৃথিবীৰ



গ্লাসগোব সম্মুখে কাইড নদী ।

দুই প্রধান প্রসিদ্ধ সেতু—যন্ন কবিয়া, চেষ্টা কবিয়া, দেখিবার বস্তু। ফাৰ্থ-অব-ফোৰ্থে বিস্তৰ টৰ্পিডোবোট ও ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজ থাকে। মণ্টোজেব নিকটবৰ্ত্তী স্থানেব কাহিনী লইয়াই শ্রাব ওয়াল্টাৰ স্কটেব Legends of Montroseএব অবতারণা। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অবশেষে গ্লাসগো পৌছিলাম। সুবাপান নিবাবণী সভায় যে সকল সভ্যগণ গ্লাসগো আসিবার জন্ত এত জেদ কবিয়াছিলেন, তাঁহাদেব মধ্যে একজন প্রধান সভ্য, খ্রীষ্টক টিকল্ সাহেব, অভ্যর্থনা কৰিবার জন্ত ষ্টেশনে উপস্থিত

ছিলেন। তিনি অত্যন্ত খাতিব যত্ন কবিলেন এবং আমাব নানা কার্য্যেব মধ্যেও তাঁহাদেব ঐকান্তিক অনুবোধ বক্ষা কবিতে আসিয়াছি বলিয়া, ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহাব সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে ‘গ্রাণ্ড হোটেলে’ আসিয়া উঠিলাম, হোটেল বাস আব ভদ্রলোকেব বাডীতে আতিথ্য-গ্রহণে বহুপ্রভেদ। ডাক্তাব বায়কে পবে বলিয়াছি যে এইবাব “মুদীখানাব সিধা ববাদ” হইল। কিছু আহাবান্তে ঘণ্টা-দুই টিকল সাহেবেব সহিত নগব-ভ্রমণ কবিয়া



গ্রাসগোব গিজ্জা ।

আসিয়া, শ্রান্ত দেহে শুইয়া পড়িলাম। যুনিভার্সিটিব কাজে আসিয়া আজ L. L. D. উপাধি লাভ হইল। যাহাবা অনুগ্রহ কবিয়া প্রতিনিধি নিয়োগ কবিয়াছিলেন, এবং যাহাবা অনুগ্রহ কবিয়া আমাষ এই সম্মানে আপ্যায়িত কবিলেন, তাঁহাদিগেব উদ্দেশে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। প্রিয়জনও এ গৌরবে তুষ্ট হইবে ও শ্লাঘা জ্ঞান কবিবে মনে হইয়াও যথেষ্ট আনন্দ।

২৫শে জুন, বুধবাব।—“Patter” “Patter” “Patter”—টনি সাহেবেব ক্রমাগত বৃষ্টি স্বচক সেই স্তম্ভব আবৃত্তি মনে পড়িল। আবাব মেঘ; বৃষ্টি ও

জরুরকার করিয়া আসিল। শরীরও যেন হিম হইয়া যাইতেছে; দেশভ্রমণের আনন্দ হইবে কিরূপে? ঠাণ্ডার ভয়ে স্নান ত বহুদিন হয় নাই; আজ এমন দিনে ইচ্ছাও হইল না। কোনরূপে আহাৰাদি সারিয়া, য়ুনিভার্সিটিতে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল; মোটর ট্যাক্সির সাহায্যে যাইতে হইল।

উচ্চ পাছাড়ের মত জমির উপর য়ুনিভার্সিটির সুন্দর বাড়ী; চারিদিকে বাগান, নীচে কেলভিন্ নদী। এই নদী ও নগরের সমনামীয় লর্ড কেলভিন্,



কোর্থ ব্রিজ।

বিজ্ঞান-জগতে নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কেলভিন্, লেসলি, হকার, ওয়াট, এডাম স্মিথ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত সকলেই গ্লাসগোর ছাত্র, কিংবা অধ্যাপক।

অতি সমারোহে গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটির Biennial Commemoration ও Graduation Ceremony ( দ্বিতীয় শত বার্ষিক উৎসব ও ডিগ্রী প্রদান কার্য ) সম্পন্ন হইল।

ভাইস-চ্যান্সেলার ম্যাকএলেষ্টার ও অজ্ঞাত বহু মাননীয় লোকের সহিত

সংযোজিত হওয়ায় গবিমার সমারোহ প্রসার হইল । “ডাক্তার সর্বাধিকারী” বও পবিচয় হইল; অন্তকাব সভায় এবাডিনেব এল. এল. ডি. “হুড” ব্যবহাব কবিয়া বিশেষ গরিমা বোধ হইতে লাগিল,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব হুডেব সহিত প্রথম পবিচয়টা কেমন কেমন বোধ হইয়াছিল । নূতন উকীল হইয়া, প্রথম পাগড়ী পবিষা আদালতে যাইবাব সময়ও এইরূপ কেমন কেমন বোধ হইয়াছিল । সকল নূতন অবতাবণাতেই এইরূপ ভাবেব উদয় হয় ।

যুনিভার্সিটিৰ কাৰ্য্য সমাপনান্তে, টিকল সাহেবেব সহিত প্রথমে “আৰ্ট গ্যালাৰি” দেখিতে গেলাম । বিস্তব নূতন ও পুৰাতন ছবি, প্রস্তবমূৰ্ত্তি এবং অত্যাশ্চৰ্য্য দেখিবাব জিনিস আছে । ভাবতবৰ্ষেব হস্তিদন্তেব সামগ্ৰী ও অত্যাশ্চৰ্য্য শিল্প-সম্ভাব কিছু কিছু আছে । সমস্ত তন্ন তন্ন কবিয়া দেখিবাব সময় হইল না । বিলাতেব দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ, এমন কি আবও নিম্নতৰ শ্ৰেণীৰ, সকল সহবেই মিউজিয়াম, লাইব্ৰেৰী ও আৰ্ট গ্যালাৰিৰ য়েকপ বিস্তাব ও বাহুল্য, বশে, মাস্তাজ, কলিকাতাতেও তাহা নাই । আৰ্ট গ্যালাৰি হইতে প্রধান গিৰ্জা ক্যাথিড্ৰাল দেখিতে গেলাম । মাটিৰ নীচে খিলানকবা দালান ঘৰ দেখিয়া, পূবী ও ভূবনেশ্ববেব মন্দিৰ মনে পডিল । নিকটে, পাহাডেব উপৰ, জন্ নক্‌স প্রভৃতি প্রধান পুৰুষেব স্মৃতি চিহ্ন আছে । ধম্মেব জগ্ৰু প্রাণ দিয়াছেন, এমন অনেক মহাত্মাব সমাধি ও স্মৰণ-চিহ্ন দেখিলাম । জেল, পাগলা গাবদ, অন্ধাশ্রম, হাঁসপাতাল, পোষ্ট আপিস প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে মিউনিসিপ্যাল আপিস দেখিতে গেলাম । কাউন্সিলার ডোবমণ্ড বিশেষ আপ্যায়িত কৰিলেন এবং ষড়্ৰ কবিয়া সব দেখাইলেন । তাহাব পৰ, এক বিবাট সুৰাপান নিবাবণী সভাৰ গেলাম । বহু গণ্যমান্ত লোক সেখানে, আমাকে (অৰ্থাৎ কলিকাতা টেম্পাৰেন্স ফেডাৰেশনেব সভাপতিকে ) অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত কৰিবাব জগ্ৰু সমবেত হইয়াছিলেন । টিকল সাহেব এ সভাব সভাপতিৰূপে অভ্যর্থনা হৃচক বক্তৃতা কৰিলেন, আমাকেও উত্তৰে বক্তৃতা কৰিতে হইল । ভারতবৰ্ষেৰ ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ কৰিলেন । কেবল বেভাঃ ক্ৰেগ্

নামে এডিনবর্গের একজন পাদ্রীর, আমাদের ধর্ম ও সামাজিক কোন বিষয়ে প্রাধান্য-দাবির কথা ভাল লাগিল না।

রাত্রে পুনরায় যুনিভার্সিটির ভোজে যাইতে হইল; বিস্তর লোকের সমাগম, বক্তৃতা, গানবাজনা ইত্যাদির চূড়ান্ত হইল। মদ খাইবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি অনেকে করিলেন; প্রায় পঞ্চাশ বৎসব মদ ও চুরুট না খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, একথা পার্শ্ববর্তী বন্ধুগণ ধারণাই কবিতে পারিলেন না!—স্বচম্যানেরা মদ ও চুরুটের কিছু অধিক ভক্ত। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে কোন বকমে বুঝাইয়া পবিত্রাণ পাইলাম। প্রকাণ্ড কাচ পাত্রে মদ টেবিল হইতে অল্প টেবিলে, অতিথি হইতে অল্প অতিথি, ঘুরিয়া বেড়ায়; সেই এক পাত্র হইতে সকলেই এক এক চুমুক টানিয়া আপ্যায়িত হইতেছে ও কবিতেছে।

---

## এডিনবাৰ্গ ।

বৃহস্পতিবাৰ, ২৬শে জুন ।—বেলে গ্লাসগো হইতে এডিনবাৰ্গ, দুই তিন ঘণ্টাৰ অধিক লাগে না । সকালেব ট্ৰেণেই এডিনবাৰ্গ পৌছিলাম ; ষ্টেশনেব গায়েই আমাদেব হোটেল । পুনশ্চ “মুদীখানাব সিধা ববাদ” ; অল্প বিশ্রামান্তে নগৰ পৰিদৰ্শনে বাহিৰ হওয়া গেল ।



এডিনবাৰ্গ ৰ'সল্ ।

প্ৰিন্সেস্ ষ্ট্ৰীটই এখানকাৰ এখন প্ৰধান বাস্তা । তাহাব ধাবে, পাহাড়্ৰেব উপৰ, ইতিহাস এবং সাহিত্য-প্ৰসিদ্ধ এডিনবাৰ্গ কাসল্ । পুৰাকালেব ধৰণেব দুৰ্গ—অনেক আক্ৰমণ-উপদ্ৰব-আমোদ সহ কৰিয়াছে ; অনেক পাপেব অভিনয় দেখিয়াছে—অনেক হুংখ সুখেব মध्ये সময় গিয়াছে ; দেখিতে তত সুন্দৰ না হইলেও দুৰ্গটি যে কাৰ্য্যেৰ জন্ত নিৰ্ম্মিত, সে কাৰ্য্য কবিবাব



যথেষ্ট উপযোগী। বাস্তব ধাবে সুন্দর বাগান। চতুর্দিকে বহু প্রস্তবমূর্তি বিবাজিত, ইহাব মধ্যে শ্রাব ওয়াল্টাব স্কটের মনুমেন্ট অতি প্রসিদ্ধ ও অতি সুন্দর—উচ্চ মনুমেন্টের মধ্যে খেত প্রস্তব-মূর্তি, স্কটের প্রিয় কুকুব তাঁহাব পার্শ্বে শয়ান বহিয়াছে। বার্গ্‌সএব মনুমেন্ট, নেলসন্ মনুমেন্ট, জর্জ ওয়াসিংটন্ ষ্ট্যাচু, ওয়েলিংটন ষ্ট্যাচু ইত্যাদি অনেক স্মৃতিস্তম্ভ—অনেক কীর্তিঅপকীর্তিৰ স্তম্ভ দেখিলাম। বিলাতে সমস্ত প্রধান প্রধান সহবেই প্রায় সকল বড় লোকেরই একাধিক মূর্তি আছে। মৃত ব্যক্তির স্মৃতিৰ সম্মান কিকপে কবিতে হয়, তাহা ইহাবাই জানে। তাই ইহাদের মধ্যে মহত্বের এত আদব এবং সকল কাজেই মহত্বের এত পবিচয়। জাতি জীবন্ত না হইলে মূর্তের প্রতি সম্মান শিখে না।

এডিনবার্গ সহরটি ছবিৰ মত,—Picturesque, Romantic, যে কোন বিশেষণে অভিহিত কবিতে পাৰা যায়। এডিনবার্গকে য়ুরোপের বর্তমান এথেন্স বণে। বাড়ীঘরের একটু পাবিপাটা আছে। পুৰাতন ও নূতন সহর ভিন্ন প্রকাবের। কিন্তু পুৰাতন সহরেও একটা যেন বিশেষত্ব আছে। এডিনবার্গ কাসল্ হইতে হোলিকড প্রাসাদ পর্য্যন্ত এক মাইল দীর্ঘ “হাই ষ্ট্রীট”—ইহাই পুৰাতন সহর। তাহাব পব সহর ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে। চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কলিকাতাব স্থায় ইহাবও ছড়াইবাব বেগা জাবগা নাই।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে য়ুনিভার্সিটিতে উপস্থিত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি বাড়ী নূতন সহরে, কিন্তু বাড়ীটি পুৰাতন। নূতন বাড়ী একটা হইয়াছে; তাহাব নাম ম্যাক্-ইউয়ান্ হল। “হলটি” প্রকাণ্ড; মিউজিয়মটিও তদনুকপ। মেডিকেল স্কুল নূতন বাড়ীতে। আর্টস্, সায়েন্স, ল, মেডিসিন্, ইঞ্জিনিয়ারিং—সকল বিভাগেরই সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

এখানে ভাবতবর্ষীয় ছাত্র বিস্তর আছে; কিন্তু তাহাদের নানা বিষয়ে অসুবিধা। কলোনিয়েল ছাত্রেরা তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। ইংরাজ ছাত্রেরাও সেইকপ আবস্ত কবিয়াছে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাহাবা স্থান পায় না। উত্তম বাসায়ও স্থান পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে।

পুরাতন য়ুনিভার্সিটি বাড়ীতে ভাইস চ্যান্সেলার বিখ্যাত এনাটমিষ্ট—শ্রার ওয়ালেস্ টার্ণার আমাদেব অভ্যর্থনা করিলেন। বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চারিদিক দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সকল কথাতেই তাঁহার বড় বড় বক্তৃত। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার বক্তৃতায় আমবা শ্রান্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপকদিগের সহিত আলাপপবিচয় কবিয়া, জ্ঞাতব্য সব জানিয়া লইতে লাগিলাম। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হোটেলে ফিবিয়া আসিলাম। এখানে য়ুনিভার্সিটির পক্ষ হইতে এক ভোজ ও সভা হইল। ভোজ না হইলে যেন ইহাবা এক পা চলিতে পাবে না। বেলা ৪টা পধ্যস্ত ভোজের কার্য চলিল।

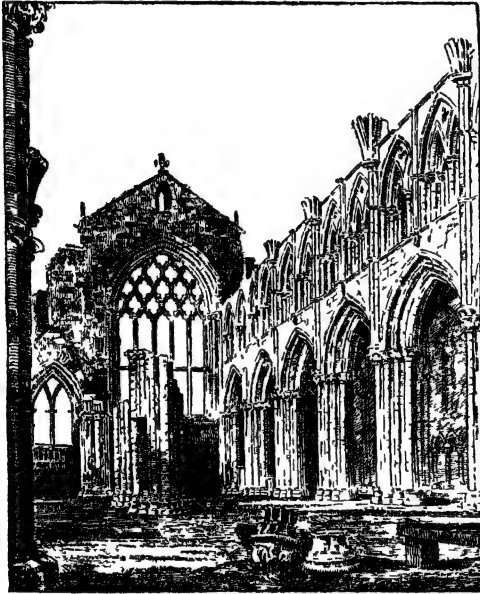


হোলিকড প্রাসাদ।

তাহার পর, য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়নে—ছাত্রদিগের বিশেষ সভাতে, বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। প্রকাণ্ড সভা; অধ্যাপক, ছাত্র, এবং ভদ্রমহিলা ও পুরুষে সভাস্থল পরিপূর্ণ। ভারতের পক্ষে বক্তৃতার ভার আমার উপর পড়িল। সত্য হটক, আর আদর করিয়াই হটক, প্রশংসার ক্রটি কিছু হইল না। সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। এডিনবার্গ য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়ন ছাত্রজীবনের একটা দেখিবার বস্তু।

ছাত্রদিগের সুবিধার জন্ত সকল বন্দোবস্তই এখানে আছে ; কিন্তু ভারতবর্ষের ছাত্রেরা ইহার পূর্ণ উপকার পায় না ।—ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ।

সভা-সমাপনান্তে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম । পরিশ্রমে শরীর অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে । তথাপি ভাবতবর্ষীয় ছাত্রেরা ছাড়িল না । তাহারা কয়েকজন ঘাসগো পর্য্যন্ত—আগ-বাড়াইয়া গিয়া, আতিথ্য-স্বীকার



হোলিকড গির্জা ।

করাইয়া আসিয়াছিল যে, তাহাদের পৃথক্ সভায় যাইতেই হইবে । অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া আহারাদি পর্য্যন্ত না করিয়া, শুইয়া পড়িয়াছিলাম ; এমন সময়ে তাহারা গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত । বহু অহুন্নয় ও ক্লান্ত-শরীরের অভূহাত দেখাইলেও তাহারা ছাড়িল না । অগত্যা যাইতেই হইল । পার্শী, মুসলমান, বেহারী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী,—প্রায় ২০০ ভারতবাসী ছাত্র আছে । সর্ভাঙ্গুলে উপস্থিত পরিচিত বিস্তর ছাত্রের সহিত দেখা হইল । গান-বাজনা-

বক্তৃতা—কোন অঙ্গেরই ত্রুটি হইল না। তাহার পর তর্ক (Discussion) আরম্ভ করিল। ছাত্রদের মধ্যে সকলেই যে বিনয়ী ও ভদ্র—তাহা নয়। রূখা তর্কবাজও অনেক। তাহাদের জন্তই ভারতীয় ছাত্রদিগের সাধারণতঃ অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কোন রকমে আজিকার পালা সাঙ্গ করিয়া, হোটেল ফিরিয়া আসিয়া, শুইয়া পড়িলাম।

২৭শে জুন, শুক্রবার।—সকালেই সেন্ট এণ্ড্রুজ রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে অত্যাশ্রয় ডেলিগেটও কয়েকজন ছিলেন; তাঁহাদের সহিত নানা কথাবার্তা কহিতে কহিতে ভ্রমণটা বেশ সুখেরই হইল। এইরূপ আলাপে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানাশুনা ও আলোচনা হইল; রেলপথে ভ্রমণের মুখে যথার্থ কংগ্রেসেব যত কাজ হইতেছে, সভাসমিতি-বক্তৃতাতে তাহার কিছুই হয় নাই। আবার সেই ফোর্থব্রিজ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে সেন্ট এণ্ড্রুজে প্রায় ১২টার সময় পৌছান গেল। ডেলিগেটদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত ষ্টেশনে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কলেজের লাইব্রেরিয়ান মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সহর দেখাইয়া লইয়া গেলেন।—গির্জা, লাইব্রেরি ইত্যাদি দেখিয়া টাউন-হলে গেলাম। সেখানে এক সুন্দর প্রাচীন দৃশ্যের অবতারণা দেখিলাম। ভাইস্ চ্যান্সেলর স্যার ডোনাল্ডকে সহরের বক্তৃপক্ষগণ Freedom of the City উপহাস দিলেন। ইহা একরূপ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ-পদবীতে উন্নীত হওয়া গোছ! এই অনুষ্ঠানের পর কলেজে অভ্যর্থনা-ভোজে উপস্থিত হইতে হইল। এদেশের লোক ভোজটা বোঝে খুব। সকল কাষেই আগে একটা ভোজ! কলেজের বাড়ী, মিউজিয়ম্, লাইব্রেরী অতি চমৎকার। লেখা-পড়া শিখিবার পক্ষে এই সকল নির্জন স্থানই প্রশস্ত; শাস্ত্রচিন্তে জ্ঞানান্বেষণ করিবার সুবিধা যথেষ্ট ঘটে। বাঙ্গালী ছাত্র এবার্ডিন, সেন্ট এণ্ড্রুজের মত জায়গায় যায় না। লণ্ডন, এডিনবার্গের মত কোলাহল ও প্রলোভনময় বড় বড় সহরে\* কষ্টসহ্য, অর্থব্যয় ও সময় সময় অধঃপতনের পথ পরিষ্কার কবে। তাহা না করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন এই সকল স্থানে থাকিয়া অল্পব্যয়ে লেখা-পড়া করিতে পারে; কেন যে তাহা করে না, ঠিক বোঝা যায় না।

লাইব্রেরীর বন্দোবস্ত বড়ই সুন্দর ; এরূপ সুন্দর বন্দোবস্তের লাইব্রেরী প্রায় দেখা যায় না। মিউজিয়মের সাজসজ্জা দেখিয়াও চমৎকৃত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা মিউজিয়মের এনানডেল সাহেব, আমাদের মিউজিয়ম সাজাইবার বিষয়ে জ্ঞানলাভের জ্ঞাত, এখানের মিউজিয়ম দেখিতে আসিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ভোজ্য ত শেষ হইল। ভোজের পব বক্তৃতা। ভারতের পক্ষে বক্তৃতাভার ভার পুনরায় আমাব উপবেই পড়িল। ভগবানের কৃপায় মুখ ও মান রক্ষা হইয়া যাইতেছে, ইহাই যথেষ্ট। উপস্থিত সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, আপ্যায়িত করিলেন।

অবশেষে, বিদায় লইয়া এডিনবার্গে ফিরিয়া আসিলাম। শরীরেব উপর এক অত্যাচার চলিতেছে যে, শরীর বৃদ্ধি আর বয় না। প্রত্যহ এত বেড়ান আর ত চলে না। বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক। সেইজন্ত, এবং এডিনবার্গ দেখাশুনা বিশেষ কিছুই হয় নাই বলিয়া, এখানে আর এক দিন থাকিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

শনিবার, ২৮শে জুন।—“স্কটস্ম্যান” পত্রে প্রকাশ যে, সেন্ট এণ্ড্রুস্‌ যুনিভার্সিটিও আমাকে অনরারি এল. এল. ডি. ডিগ্রী দিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার আভাস কালই কতক পাইয়াছিলাম। পুনরায় ১৭ই জুলাই সেন্ট এণ্ড্রুস্‌ যাইবার জন্ত তাঁহার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; ১৬ই জুলাই ‘কেন’-পত্নী গোথলে মহাশয় ও আমার সম্মানার্থে এক পাৰ্টি দিবেন; ১৮ই জুলাই লণ্ডনে সেক্রেটারি অব স্ট্রেক্টের নিকট ‘টেম্পোরেল ডেপুটেশন’ যাইবে;—এই তিন ক্ষেত্রেই আমার উপস্থিত থাকিতেই হইবে।

সকালেই কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল ল্যাঘের সহিত দেখা করিতে গেলাম। পুরাতন কথাবার্তা বিস্তর হইল। তিনি যথেষ্ট যত্ন ও আত্মীয়তা করিলেন। তাহার পর আমাদের ভূতপূর্ব ছোট্টাট স্তর এণ্ড্রুজ ক্রেজারের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনিও বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিলেন এবং যত্ন করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করাইলেন। তাঁহার

সহিত নানা কথার আলোচনা হইল। যিনি একদিন সমগ্র বাঙ্গালার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, তিনি আজ সাধারণ নাগরিকের ছায়, সাদাসিধা ধরণে বাস করিতেছেন এবং পূর্বপরিচিত ভারতবাসীর প্রতি অল্পেইপূর্ণ সজ্জনতা দেখাইতেছেন,—ইহা এক চমৎকার দৃশ্য। শিক্ষার বিষয়ও বটে। তবে স্থানকাল ভেদে বৃদ্ধি সবই সম্ভব। লেডি ফ্রেজার রোগা হইয়া গিয়াছেন; ঝি-ব সাহায্যে গৃহস্থেব মেয়েব মত সংসাবেব কাজ কর্ণ করিতেছেন। ছেলেটি বাড়ী আসিয়া জল খাইয়া আবার স্কুলে গেল; এ সবও দেখিবার শিথিবাব বিষয়। আহাবান্তে মুখ পুঁছিবাব জন্ত কর্তা নিজহস্তে তোয়ালে আনিয়া দিয়া, আতিথ্যবস্ত্র সৌজন্তেব চূড়ান্ত করিলেন। ফ্রেজার সাহেব আমাব উপাধি-প্রাপ্তিতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এয়ার্ডিনেব প্রিন্সিপাল স্থিথ ইহাব বিশেষ পবিচিত, তিনি নাকি আমার সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করিয়া ফ্রেজার সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন; সাহেব একথা বিশেষ আনন্দ ও প্রীতিব সহিতই বলিলেন।—

ঠাহাব নিকট বিদায় লইয়া বুনিভার্গিট বুনিয়ন প্রভৃতি ছাত্রজীবন-সম্বন্ধীয় ব্যাপাবগুলি দেখিরা আসিলাম। ল্যাঘ সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া, নিজে সঙ্গে থাকিয়া, সমস্ত দেখাইবা বুঝাইয়া, অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সাবিয়া দিলেন। এডিনবার্গ ক্যান্টনমেন্ট, হাইষ্ট্রীট, হোলি কড্, মিডলোথিয়ান ষ্ট্রীট—এ সকল স্থানই, ইতিহাস ও সাহিত্য সাহায্যে, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীব মনেব সহিত গ্রথিত; স্তাব ওয়াল্টাব স্কটের অমব গ্রন্থাবলী ও অসংখ্য সাহিত্যিকগণ অন্তবেব স্তবে স্তবে ইহা গাঁথিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন ভীষণ ছর্গেব মধ্যে কোথায় কুইন মেবীব ঘব—কোথায় তৎপুত্রের জন্মস্থান—কোথায় স্কটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন হইত—এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে নানা অমির্কচনীৰ ভাবেব উদয় হইল। এডিনবার্গ কাসল্ ও হোলি কড প্যালেস উভয়েরই গঠন ক্ষুদ্রায়তন ও পারিপাট্যশূন্য। কিন্তু তৎকালীন কার্যোপযোগী। স্নে সময়ের হিন্দু-মুসলমান রাজাদের রাজপ্রাসাদ প্রভৃতিব তুলনায় এইগুলি নিতান্ত নগণ্য; কিন্তু ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় এই সকল স্থানেব কীর্তি

জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। স্বর্টের অমর লেখনী এই সমস্ত স্থান সম্বন্ধে কতই যোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। Arthur's Seat (আর্থারস্ সিট) পাহাড়টি স্বর্টের অতিশয় প্রিয় স্থান ছিল। রাজবাটী এই পাহাড়েরই ঠিক নীচে। দৃশ্যগুলি যেন এখনও চক্ষের সম্মুখে নাচিতেছে।

২২শে জুন, শনিবার।—সকাল হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখানে বৃষ্টির মত বকমারির জিনিস আর কিছু নাই; যেন একটা অবসাদ আনিয়া ফেলে। আজই লগুনে ফিরিতে হইবে। অগত্যা গাড়ী করিয়া কোন প্রকারে ক্যালিডোনিয়ন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে এডিনবরার বিস্তর ভারতীয় ছাত্র দেখা করিতে ও বিদায় লইতে আসিয়াছিল। সেন্ট এঞ্জুয়ু যুনিভার্সিটি—উপাধি দিতেছে শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত। ফিরিবার সময় নতন পথে ইয়র্ক, নিউ কাসল্ অন্ টাইন প্রভৃতি স্থান দেখিয়া যাইব, মনে কবিয়াছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হইয়া উঠিল না। অগত্যা পুরাতন পথেই পুরাতন দৃশ্য নতন কবিয়া দেখিতে দেখিতে ফিরিলাম। ক্যান্ডিডিয়ান যুনিভার্সিটির প্রফেসর ম্যাকে সঙ্গে ছিলেন। কানাডার শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্তা হইল। মধ্যে বৃষ্টি ধরিয়া যাওয়াতে পথের দৃশ্য ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। রাত্রি ৭টার সময় লগুনে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্বর্টল্যান্ডের অমন সুন্দর শান্তিময় স্নিগ্ধ দৃশ্যাবলীর মধ্য হইতে নগবীর এই অবিরাম কোলাহলময় জনস্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া, কতকটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। এই জঙ্গলই বোধ হয়, মধুপুরের কোন বিশেষ “সৌন্দর্য্য” না থাকিলেও—মধুপুর আমার এত প্রিয়!

যে কয়দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, সে কয়দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কোথায় কি করিয়া যে দিন কাটিয়াছে, তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রত্যাহই বেলা ১০টার মধ্যে কোনরূপে আহার সারিয়া, লগুন যুনিভার্সিটি বাড়ীতে তাড়াতাড়ি যাইতে হইত। বেলা ১টা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বৈঠক বসিত। মধ্যে একঘণ্টা জলযোগের জন্ত বিশ্রামের পর

পুনরায় ঐটা পর্য্যন্ত বৈঠক চলিত। বৈকালে বা সন্ধ্যায়ও বিশ্রাম নাই। এখানে আজ ডিনার, ওখানে কাল অভ্যর্থনা, সেখানে ইভনিং পার্টি কোন কোন দিন একরূপ পার্টি, দুই তিনটাও থাকিত! অতএব সর্বত্র সব দিন যাওয়া দেহে কুলাইলেও সময়ে কুলাইবে কেন? সময়, অর্থ, শরীর, মস্তিষ্ক—এই কয়দিনে অতিব্যয়িত হইতেছে। আর কখনও একরূপ অতিব্যয় হয় নাই এবং হইবে কি না, জানি না। আমাদের দেশের কংগ্রেস প্রভৃতির যে দশা, এখানেও ঠিক তাহাই! কয়দিন কেবল বাক্যাড়ম্বর ও ছজ্জ—এই হইল।

প্রথম দিন ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী বিখ্যাত লেখক ও বক্তা, লর্ড রোজবেরি সভাপতি হইলেন। দ্বিতীয় দিনে লর্ড কার্জন এবং মিষ্টার ব্যালফোর সভাপতি, তৃতীয় দিন লর্ড ষ্ট্রাথকোনা সভাপতি হইলেন। সেই দিন বিকালে শ্রার থিয়োডোর মরিশন সমস্ত ভাবত-ডেলিগেটদিগকে লইয়া এক অতিরিক্ত বৈঠক করেন।

এ সভাতেও নূতন কিছুই হইল না। পুরাতনেরই চর্চিত চর্চণ! কিছু হইবে না। কিছু হইবার নয়! এই পালাবই পুনরাবৃত্তি। চতুর্থ দিবস বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ লর্ড র্যালি সভাপতি ছিলেন। এই চারিদিন অধিবেশনের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনার সময় বা ক্ষমতা আমার নাই। প্রয়োজনও নাই।

দ্বিতীয় দিন আমার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রণালীর উপর আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা লুগার্ড সাহেব ( যিনি হংকংয়ের গবর্নরপদে বৃত্ত হইয়াছেন ) অনেক বিষয়ে আক্রমণ করিলেন। সভাপতি-মহাশয় মিষ্টার ব্যালফোরও তাঁহার স্বপক্ষেই বলিলেন। অগত্যা উত্তরে আমাকে দেশের—ধর্ম্মের ও সমাজের মর্যাদা-রক্ষার যথাযথ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

আমাকে ভারতীয় যুনিভার্সিটি সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পাঠ করিতে পূর্ব্বক অনুরোধ করা হয়। আমিও সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সভাস্থলে দেখিলাম যে, লুগার্ড-কে সেই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং আমার উপরে তাহার কথার উত্তর দিবার ভার পড়িল। অতএব যে সকল কথা



বলিব মনে কবিয়াছিলাম, সে সকল কথা বলিবাব অবকাশ পাইলাম না। ববং দ্বন্দ্ব বিবাদেব কথা আসিয়া পড়িল : একুপ অবস্থায় যতদূৰ সন্তব ভাবতেব পক্ষসমর্থন না কবিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইত ; উত্তৰ প্রদান অবসাবে এই জন্ত মহাপ্রভু লুগার্ডেব অদ্বুত যুক্তি ও আপত্তি খণ্ডন জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা কবিতে হইল। লুগার্ডেব জ্ঞায় গবৰ্ণবপদে বৃত ও মিষ্টাব ব্যালফোবেব জ্ঞায় উচ্চ শ্রেণীৰ কন্সচাবীদিগেব মধ্যে কেহ কেহ আমাব বক্তৃতায় চটিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু অৰ্কটান বক্তাব বিৰুদ্ধবাদ কবাতো সাধাবণেব জ্ঞায় সকলেই বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমাব স্বদেশেব সম্মান-বক্ষা চেষ্টাব সাফল্যে তাঁহাবা বড়ই আনন্দ প্রকাশ কবিলেন। সভান্ত্রেব পৰ অনেক অপৰিচিত সাহেববিবি কাড দিয়া আলাপ কবিলেন এবং দেখাশুনা ও আহাবাদিৰ জন্ত নিমন্ত্ৰণ কবিলেন। লুগার্ড সমস্যায় আমাব উত্তবেব উল্লেখ কবিয়া আদৰ-আপ্যায়নেব কথাও কম বলিলেন না। ধীৰভাবে সময়মত স্পষ্ট কথা দূত অথচ যথায়থভাবে না বলিলে, একুপ স্থলে দেশেব মৰ্যাদা-বক্ষা অসম্ভব এবং অকাৰণ আক্ৰমণেব হস্ত হইতে উদ্ধাৰেবও উপায় নাই। কংগ্রেসেব শেষ দিন আমাকে বিদেশী প্রতিনিধিগণেব পক্ষ হইয়া ধন্তবাদ দিয়া কিছু বলিতে হয়। কংগ্রেসে দুইবাব কথা কহিবাব অধিকাব বড় অধিক লোকে পায নাই। আদৌ কোন বক্তৃতা কবিবাব অবসব পান নাই বলিয়া অনেকে বিবক্ত হইয়াছেন। আমাব এ সম্মানলাভে বন্ধুগণ বড়ই সন্তুষ্ট।

বিজ্ঞাব বাজস্থয়-যজ্ঞবং এই মহা কংগ্রেসে দেশবিদেশেব বিখ্যাত পণ্ডিত-মণ্ডলীৰ সমাবেশ হইয়াছিল। বিখ্যাত বক্তাদিগেব সহিত পৰিচিত হইয়া ও তাঁহাদেব বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। এক তন্ত্ৰে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদেব সহিত বক্তৃতা কবিয়া এবং প্রয়োজনমত তাঁহাদেব সহিত বাদানুবাদ ও গুরুতব বিষয়েব সমালোচনা কবিয়া ধন্ত হইলাম। বাধ্য হইয়া, প্রধান বাজনীতিজ্ঞ মিষ্টাব ব্যালফোবেব বিৰুদ্ধবাদী হইতে হইয়াছিল, ইহাতে আমি হুঃখিত ; কিন্তু প্লাবণও মনে করিলাম।

আমুযঙ্গিক আমোদ-আহ্লাদের পালার বিস্তারিত বর্ণনা কবা সম্ভব নহে । প্রথম দিন, ইংলণ্ডের প্রধান হোটেল ‘স্মাভয়’তে রাজরাজেশ্বরের পক্ষে ভোজ্য হয়; প্রিন্স্‌ আর্থার অব কনট উপস্থিত ছিলেন । লড বোজবেরি, রাইট অনরেবল লুইস হাবকোট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তাবাও বক্তৃতা করেন । দেশপ্রসিদ্ধ জগৎ-খ্যাত লোকে লোকারণ্য; অথচ বাছাই লোকেব থানা । বাজ-খানসামাদের সোণা-রুপা-মোড়া পোষাক ও আহাৰ্য্য-পানোয়েব বিচিত্রতা দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল । লর্ড কার্জন এবং বিখ্যাত কেমিষ্ট শ্রাব হেন্‌বি রস্কোর মধ্যস্থলে আমাব আসন হইয়াছিল । উভয়েই কত আশ্চর্য্যতাব কথা কহিলেন, বলিতে পারি না । বিশেষতঃ লর্ড কার্জন—তিনি যেন ভাবতেব বড়লাট সে লর্ড কার্জনই নন ! যেন কত কালেব আশ্চর্য্য, এইভাবে কথাবার্তা কহিতে ণাগিলেন । সমস্ত সময়টা আমাব সহিত পবম উৎসাহ ও উল্লাসে কথাবার্তা কটাষ্টলেন । বুধবাবের Manchester Guardian সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—  
“People wondered what the long and animated conversation could be about, between Lord Curzon, the Partitioner of Bengal and the Hon’ble Dr. Sarvadhikary.”

দ্বিতীয় দিন লণ্ডন যুনিভার্সিটিব ভাইস চ্যান্সেলরবেব বাড়ী, বাছাই করা জন কয়েক প্রতিনিধি ( যাহাকে ‘Select few’ বলে ) লইয়া ভোজ । ভাবত-বর্ষীয়দিগের মধ্যে কেবল আমাব নিমন্ত্রণ ছিল । অতএব খাতিরটা যেন কিছু বেশী বেশী মনে হইল । ম্যান্সন্‌ হাউসে লর্ড মেয়র জাকাল রকম পাটি দিলেন । এত সোণার বাসনের ছড়াছড়ি কখন দেখি নাই । লর্ড মেয়র, লেডি মেয়বেস্‌, অল্ডারম্যান—সকলেরই সোণাব মোটা মোটা চেন-পরা । সোণার আশাসোটা চাকরদের হাতে, চারিদিকে স্বর্ণবৃষ্টি ! মহাধুম । এখানেও “বাক্সালী বক্তৃতার” তারিফ অনেক গুনিতে হইল । লুগার্ডমনে অনেকেই বিশেষ আনন্দিত এবং তাহা লইয়া আলোচনা অনেক হইল ।

“অনারেবল্‌ কোম্পানী অফ্‌ ফ্রীস্মন্‌গারস্‌” মহা আড়ম্বর ও সমারোহ-সহকারে এক বিয়াট ভোজ দিলেন । আরল্‌ অফ্‌ পোর্টল্যান্ড সভাপতি ।

এখানেও সভাপতির কণ্ঠে প্রকাণ্ড মোটা সোণার চেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার গামলা করিয়া গোলাপজলে হাতমুখ ধুইতে দিল। আহাৰ্য্য দ্রব্যের আড়ম্বর ও বাহুল্যের বর্ণনা করা যায় না। ছাব্বিস কি আটাস রকমের থানা ; মধ্যে মধ্যে প্রসিদ্ধ নৰ্ত্তকীদের নাচ গান ! ১৮২৪ সালের শেরি মদ পাণার্থ দেওয়া ইত্যাদি বড়মানুষের চূড়ান্ত দেখাইল। আমাদের দেশের আমীর ওমরা বড়মানুষেরা কিম্বা পুৰাতন নবাব বাদসাহেরাই শুধু চোরদায়ে ধরা পড়েন নাই। পরিশেষে সকল অতিথিকে সুন্দর একবাগ্ন চকোলেট এবং একটা সোণালী কাজ-কবা থলি—স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ উপহার দেওয়া হইল। আমাদের দেশে ভুরি ভোজনের পর ছাঁদা বাঁধার কথা মনে পড়িল।

এ সকল বড় বড় ব্যাপার ছাড়া—খুচরা আমোদ-প্রমোদ কতস্থানে কত যে হইল, তাহার আব গোনাগাঁথা নাই। এই কংগ্রেস উপলক্ষে বথার্থ কায কিন্তু কিছুই হইতে দেখিলাম না। আমোদ-প্রমোদেরই চূড়ান্ত হইল। এই সুযোগে অনেক লোকের সহিত পবিচয়, বনিষ্ঠতা এবং বোধ হয়, কাহাবও কাহাবও সহিত বন্ধুত্বও স্থাপন হইল। ইহাই পরম লাভ।

যাহা হউক, কংগ্রেসের পালা শেষ হইল। আমিও নিষ্কৃতি পাইলাম ! কিন্তু এখনও অনেক স্থলের নিমন্ত্ৰণ রক্ষা করা বাকী আছে। অতএব, কিছু বিশ্রাম করিয়াই পুনরায় দেশভ্রমণে বাহিব হইয়া পড়িলাম।



## অক্সফোর্ড ।

অক্সফোর্ড, ৬ই জুলাই।—আজ অক্সফোর্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছি । পাশ্চাত্য শিক্ষা-জগতের এই পুণ্যতীর্থে আসিবাব বহুদিনের একান্ত ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হইল । বেল হইতে অক্সফোর্ডের দ্বাবিংশতি মহাবিদ্যালয়ের উচ্চচূড়া দেখিয়া, মনে কত ভাবেরই যে উদয় হইল, আমি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম । ভ্রমণ-সহচরগণের অকারণ প্রগল্ভ বাক্য তখন ভাল লাগিতেছিল না । মনে হইতেছিল যে, একা নিঃশব্দে আনন্দে ভাবশ্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিই ; কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহা ঘটয়া উঠিল না ।

ডাক্তার পি. সি. রায়ের সহিত অক্সফোর্ড সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা হইল ।

এবার্ডিনের সম্মানচিহ্ন, এল. এল. ডিব হুড্টা, হারাইয়া কয়দিন স্থানে স্থানে অনুসন্ধানের জন্ত পত্র লিখিয়া সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম ; কিন্তু আমাবই ‘হোল্ড অল’র ভিতর অজ্ঞাতবাসান্তে যখন তিনি প্রকট হইলেন, তখন বেদব্যাসের “বৈমাত্র্যেয় সহোদব”, ডাক্তার রায়ের হস্তে নূতন “বিরাত পর্কের” সূচনা হইল । “বাড়ীর ভিতরের” সর্কাস্ট্রীণ গৃহস্থালী-তন্ত্রের অহিফেন-তন্ত্রা যে আমাকে কতদূর অকর্ষণ্য করিয়াছে এবং স্বাতন্ত্র্যপরিচালিত প্রফুল্লচন্দ্র যে স্বয়ং কতদূর স্বাধীন ও কস্মঠ, তৎসম্বন্ধে অনেক বাদবক্তৃতা তাঁহার মুখে শুনিতে হইল ।

কথাটা সত্য । প্রফুল্ল ভায়াব গর্ক যে, তাহার এসব বাবুগিরির অভ্যাস হইয়া নিজস্ব নষ্ট হইবার অবকাণ পায় নাই । সে গর্ক থর্ক হইবার সুবিধাও দেখিতেছি না । ডাক্তার রায়ের সঙ্গদোষে আমারও এককালে সে অবসর হইতে গিয়াও হইতে পায় নাই । এখন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সু-অবসর বলিয়া মনে হয় না । যাহা হইয়াছে, তাহাতে আমি পরম তুষ্ট এবং সুখী—অনেক জিনিস নূতনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি । “বাড়ীর ভিতরের ” “গুণের ” কথা, পীতাম্ব চন্দ্র-সাহায্যে প্রফুল্লচন্দ্র সমালোচনা না করেন, বিলাতে আসিয়া অবধি

প্রায় এমন দিন যায় নাই। তাহাতে প্রবাস-বাসের সাহায্য হয়, কিংবা রামগিরির যেক্ষেত্র অবস্থা পূর্ণ ভাবে প্রকট করিয়া তোলে, তাহা বোঝা কঠিন বলিয়া এ কথা লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দীর্ঘ ও ক্লেশকর প্রবাসে পরিবারবর্গের কথার আলোচনা, সহনয় বন্ধুগণে শুনিয়া নূতন ধরণের আনন্দলাভ হয়।

পথের দৃশ্য দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সকালের গাড়ীতেই আসিলাম। লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ড আসিতে দেড় ঘণ্টামাত্র সময় লাগে। পথের স্বাভাবিক দৃশ্য, স্থানে স্থানে অতি চমৎকার; সুজলা সুফলা শস্তশ্রামলা পৃথ্বী; সুদূর পরিত্যক্ত ভারত-জননীর আংশিক প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে দৃশ্য বাস্তবিকই অতি মনোহর। টেমস্ নদী ক্ষীণকায় লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, শস্তশ্রামল ক্ষেত্র, অনুচ্চ শৈল ও হরিষ্ণব কলস্রাজীর মধ্য দিয়া বড়ই মানোহারিণী রূপ ধারণ করিয়াছে। পথে হর্নলিক্‌স্ মল্টেড্‌ মিকের কারখানা ও বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের আখ্যানমঞ্জরীতে প্রথম পরিচিত রেডিং নগবেব আবাল্য বিস্তৃত হণ্টলি পামারের বিস্কুটের কারখানা দূর হইতে দেখিলাম। পথের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং ডাক্তার রায়ের সহিত পথের আলোচনা করিতে করিতে ১১ টার সময় অক্সফোর্ড পৌছিলাম; “অপি লভ্যতমঞ্চানং ন বুবুধে বুধোপম।”

আমার বাসা ওয়ালথ্যাম কলেজের ওয়ার্ডেন, অর্থাৎ অধ্যক্ষের বাটীতে হইয়াছে। তাহার স্ত্রী নাই, কত্কা মিসেস্ পিটার্সন্ বাটীর গৃহিণী। এবার্ডিনে প্রিন্সিপাল স্মিথের বাটীতে বেক্সপ পূর্ণপ্রাণ সম্মেহ সবস্ত্র আতিথ্য পাইয়াছিলাম, এখানেও তাহাই। ইংরাজের বাড়ীতে আসিয়া না থাকিলে, তাহাদের প্রাপ্তে যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। সকলে যেন আমার আরাম ও সুবিধার জন্ত নিশিদিন ব্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপ স্থানে প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যক্ষের বাটীতে বাসা পাইয়া, নিজেকে গৌরবাবিত মনে করিলাম; ডেলিগেটগণের মধ্যেও সকলের পক্ষে এ সম্মান লাভ ঘটনা। ডাক্তার রায় ট্রিনিটি কলেজে বাসা পাইলেন।

মিসেস্ পিটাব্‌সন্‌ নিজে সঙ্গে কবিতা ক্যালিডোনিয়ন থিয়েটার, বোডলিন লাইব্রেরী, ক্রাইষ্ট কলেজ, ওবীয়েল্‌ কলেজ, য়ুনিভার্সিটি কলেজ প্রভৃতি দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। পবে, জলযোগান্তে ওয়ালথ্যাম কলেজেব অতি সুন্দর বাগানে বসিয়া নানা কথাবাত্তা হইল। তাঁহাব মেয়ে দুটিও উপস্থিত ছিল। অতিথিব সহিত ব্যবহাবে মেয়েদেব কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা নাই। বৃদ্ধ অধ্যক্ষ কথ ; তিনি আতিথ্যকাৰ্য্যে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে বড় সমর্থ নহেন ; কাষেই কত্ৰা ও দৌহিত্রীদিগেব প্রতি এই সকল ভাব।

অক্সফোর্ড ও তাহাব উপনগর সমস্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। বাইশটি কলেজে প্রায় সাড়ে তিন হাজাব ছাত্র পড়ে। এখন ছুটির সময় বলিয়া ছাত্রগণ এখানে নাই। সকল কলেজেব অধ্যক্ষগণও নাই। এ সময় কলেজেব বাড়ী ও লাইব্রেরী দেখা ছাড়া অগত্যা অপব কিছু দ্রষ্টব্যও নাই। এখানে অধিকাংশ ছাত্রই যে কঠোব Residential Systemএ বাস কবে তাহা নয় ; অনেকেই বাসায় বাস কবে। তবে বাসায়ও যথেষ্ট তদাবক হয়।

ম্যাঞ্চেষ্টাৰ কলেজেব প্রিন্সিপাল কার্পেন্টাবেব সহিত দেখা কবিত্তে গেলাম। প্রিন্সিপাল কাপেন্টাৰ ঋষিতুল্য ব্যক্তি, Unitarian Christian ; ভাবতেব একেখব-বাদ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ বাখেন। তাঁহাব সহিত অতি শ্রীতিকব অনেক কথাবাত্তা হইল। তাঁহাব অগাধ পাণ্ডিত্য ও হৃদয়েব উদাবতায় মুগ্ধ হইলাম। ট্রিনিটি কলেজে পি. সি. বায়েব বাসায় দেখা কবিত্তা ও কলেজ দেখিত্তা, নিউ কলেজ, য়ুনিভার্সিটি একজামিনেশন হল, য়ুনিভার্সিটি চার্চ, কুইন্‌স কলেজ দেখিত্তা, ম্যাগডেলেন্‌ (মডলিন বলিতে হয়) কলেজে গেলাম। গ্রাফেসব কুক্‌সন্‌ নিমন্ত্ৰণ কবিত্তাছিলেন। ম্যাগডেলেন কলেজ অতি পুৰাতন ও প্রকাণ্ড। Cloister like walksএ বেড়াইতে বেড়াইতে মনে কত অপূৰ্ব ভাবেব সঞ্চাব হইতে লাগিল, বলিতে পারি না! যেন পূৰ্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল ; যেন চিবপৰিচিত অঞ্চল অপূৰ্বদৃষ্ট স্থানে আসিত্তাছি মনে হইতে লাগিল।

সকল কলেজেয়ই প্রকাণ্ড বাড়ী—প্রকাণ্ড উঠান ; সুন্দর লাইব্রেরী,

ল্যাব্বেটাৰি, ক্লাশৰুম, বেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টাৰ ইত্যাদি প্ৰায় একই ধৰণেৰে। বাগানগুলি অতিশয় সুন্দৰ; দেখিবাব জিনিস বটে; কখন ভুলা যায় কি না সন্দেহ। পুৰাতন বাড়ীগুলি সৰ্ব্বাংশে সুবিধাব নয়; সেই জন্তু এখন অনেক জায়গায় নতুন বাড়ী হইতেছে।

কুক্সন্ সাহেব অতি পণ্ডিত ও প্ৰিয়ভাষী। আমাৰ সহিত আলাপ কৰিবাব জন্তু কয়েকজন পণ্ডিত অধ্যাপককে নিমন্ত্ৰণ কৰিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেৰ ও ভাৰতেৰ শিক্ষাসম্বন্ধে নানা কথাৰ বাত্ৰি দশটা বাজিল। তাঁহাদেৰ নিয়মানুসাবে আমাকে ওজন কৰা ও কলেজেৰ পুস্তকে নামসহি কৰান হইল। ওজন দেখা গেল—১১ ষ্টোন ৪ পাউণ্ড অৰ্থাৎ প্ৰায় একমণ ৩২ সেৰ; শৰীৰ বেচাবী ভ্ৰমণ-ক্লেৰে ওজনে দুইসেৰ বাড়িয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে; পুস্তকে বাঙ্গালা, দেবনাগৰী ও ইংৰাজীতে সহি কৰিলাম।

অগ্ৰকাৰ প্ৰাতঃভোজন লগুনে, মধ্যাহ্ন ভোজন ওয়ালখ্যাম কলেজে, চা-থাওয়া প্ৰিন্সিপাল কাৰ্পেণ্টাৰেব বাড়ীতে এবং বাত্ৰিৰ থাওয়া ম্যাগ্‌ডেলেন কলেজে, চলিতেছে ভাল। তবে কতদিন একপ চলিবে, বলিতে পাৰি না। “অপবস্থা ভবিষ্যতি।”

বৰিবাব, ৭ঠ জুলাই।—প্ৰায় দেখা যায়, বিলাতেৰ অগ্ৰাণ্ণ জায়গায় স্নানেৰ ঘৰ স্বতন্ত্ৰ; কিন্তু অক্সফোর্ডে তাহাৰ বিপৰীত। শয়ন-কক্ষেই কঞ্চল পাতিয়া, প্ৰকাণ্ড বাথে স্নান সাৰিয়া লইতে হইল। স্নানেৰ মৰ্যাদা ইংৰাজ সম্প্ৰতি শিখিয়াছে; এখনও বীতিমত স্নানাগাৰ সৰ্ব্বত্ৰ প্ৰচাৰ হয় নাই। অক্সফোর্ড কেম্ব্ৰিজৰ কলেজ-বাড়ীৰ মত পুৰাতন, অনন্যতন্ত্ৰ-পৰিচালিত স্থানেসে মৰ্যাদাব এখনও পূৰ্ণ অধিকাৰ সাব্যস্ত হয় নাই।

মিসেস পিটার্সন্ আজ আমাৰ জন্তু যত্ন কৰিয়া, ভাত, ছেচকী ও চিংড়ী মাছ বাল্ দিয়া বসুই কৰিয়াছিলেন; আমিও তৃপ্তিপূৰ্ব্বক খাইয়া পৰিতুষ্ট হইলাম। মিসেস পিটার্সনেৰ কলিকাতায় শিক্ষিত বন্ধন-কলা নৈপুণ্য-প্ৰকট কৰিবাব অবকাশ পাইয়া পৰম প্ৰীতিলাভ কৰিলেন। তাঁহাৰ স্বামী কলিকাতায় সঙ্গাৰ।

কাল অধ্যাপক হেগার্সনের সহিত অধিক কথাবার্তা হয় নাই বলিয়া আজ বাগানে তাঁহার সহিত অনেক রূপ বেড়াইলাম ও কথাবার্তা কহিলাম। ইহার সকলেই ভদ্রতার চূড়ান্ত করেন বটে, কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদেব উপকাবেব কোন কথা পাড়িলেই কথা চাপা দেন। ইহা সর্বত্রই দেখিতেছি। ট্রিনিটি কলেজে ডাক্তার রায় ও নেগল নামক কেমিস্ট্রি অধ্যাপককে লইয়া যীশু কলেজ, বেলিয়াল কলেজ, সেন্ট জন্স কলেজ প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। সর্বত্রই বাড়ী, বাগান, উঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতিব মোটামুটি ধরণ প্রায় একই বকমের। একথানা গাইড বৃকে অক্সফোর্ড কলেজ সম্বন্ধে লিখিয়াছে, “He who knows one, knows all”—সে কথা যথার্থ। বেলিয়াল কলেজ,—স্মার্ট টমাস ব্যালে, লর্ড কাক্সন, আমাদের অধ্যাপক জে. এন. দাফ ওপ্ত প্রভৃতিব কলেজ; প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জোয়েট এখানকাব অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানকাব হল অতি সুন্দর। জোয়েট, কেরাড, ম্যাগি, লক প্রভৃতি প্রধানপুস্তকগণেব ছবি বহিয়াছে। ল্যাবরেটরিগুলিতে আমাদের দেশেব ল্যাবরেটরি অপেক্ষা বড় অধিক কিছু দেখিলাম না। ল্যাবরেটরিব খুটী-নাটীব তারতম্য উপলক্ষ করিয়া কেমিস্ট্রি ব মহাপ্রভাব Scientific Vanityতে পৰিপূর্ণ হইয়া, সময়ে সময়ে অতি অর্কাটীনেব মত কথাবার্তা কহেন ও কাজ করেন। ছোট ছোট অসুবিধাপূর্ণ ল্যাবরেটরিতেও বড় বড় তথ্যেব আবিষ্কার ও আলোচনা হয়।

ট্রিনিটি কলেজ হলে, ব্রাইস, ফ্রিমান, বলিনসন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেব ছবি দেখিলাম। যীশু কলেজে ইতিহাসবেত্তা গ্রীণেব ঘর দেখিলাম। সেন্ট জন্স কলেজের বাগানটি অতি সুন্দর; দেখিবার যোগ্য বটে। লাটিমার, ল্যাড প্রভৃতি ‘মার্টাব’-দিগকে যেখানে পোড়াইয়া মাঝিয়াছিল, সেখানে এক সুন্দর মনুমেন্ট এই অমানুষী কীর্তির স্মৃতিমর্যাদা রক্ষা করিতেছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজন যীশু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রার জন্ রীস্-এর বাটীতে হইল। কলেজের স্বর্ণ-রৌপ্যের বিস্তর বাসন আছে, তাহা তিনি দেখাইলেন;—সাড়ে তিন শত বৎসরের সব বাসন রহিয়াছে। আহা রেব পব এসমোনিয়ন্



মিউজিয়ম দেখিতে গেলাম। ছবি, প্রস্তর-মূর্তি প্রভৃতি অজস্র এবং অপূৰ্ণ। সৰ্বত্র এইরূপ বিস্তর মিউজিয়ম থাকাতে, এদেশে লোকশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়।

রুষ্টির উদ্যোগ দেখিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম; বিশ্রাম বড় হইল না। কারণ, বীশস কলেজে ডাক্তার হেজেল সাতটাব সময় বিশেষ করিয়া নিমন্ত্ৰণ করিয়াছিলেন। এখানে কেমিষ্ট—চ্যাপমান, স্ত্রীর জন বীস, ডাক্তার হোলইস প্রভৃতিব সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তাব পৰ রাত্রি ১০টার সময় বাড়ী পলাইয়া আসিলাম। ইংরেজ—কাজে, গল্পে, আহাবে, ভ্রমণে, বৃদ্ধ বয়সেও পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু আমাদিগকে পলাইয়া প্রাণ বক্ষা কবিতে হয়।

---

## বৰ্মিংহাম ।

বৰ্মিংহাম, ৮ই জুলাই, সোমবাৰ।— ওয়াৰ্ডেন হেণ্ডাৰ্সন, মিসেস পিটার্সন  
এবং তাঁহাৰ কন্যাদিগেৰে নিকট বিদায় দিয়া বৰ্মিংহাম যাত্ৰা কৰিলাম।  
এখনও গৃহস্থেৰে দয়া কৰা নহ'ল। যে “বি” টুইটি ঘৰেৰে কাজ কৰিবা কয় দিন  
আতিথ্যেৰে চূড়ান্ত দেখাইল তাহাদেৰে বিনয়শীলতা ও কমনীয়তা অক্সফোৰ্ডেৰেই  
উপযুক্ত। গৃহকৰ্ত্তী নিজে সমস্ত গোছগাছ কৰিবা জিনিসপত্ৰ বাধাইবা  
দিলেন। বেলা ১১টাব সময় টোণে উঠিলাম। সকাল হঠতেই আকাশ  
মেঘচ্ছন্ন ছিল, পথে বৃষ্টি আৰম্ভ হইল। বৃষ্টিৰ হাত কিছুতেই এড়াইবাব  
না।—বাস্তাৰ টুইটিকেৰে দুগুণ বড় সুন্দৰ, গাছপালা, মাঠ,  
নাহাড, নদী ইত্যাদি স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য্য পশ্চিম-ইংলেণ্ডে অতি চমৎকাৰ—  
এমন নাকি আৰ কোথাও নাই।

বৰ্মিংহাম সহৰটি বেশ বড়। লণ্ডনেৰে মত না হউক, মফঃস্বলেৰে সহৰেৰে  
মধ্যে বৰ্মিংহাম খুব বড় সহৰ। কলকাতাখনা চিমনি, কুলীমজুৰে সহৰ  
পৰিপূৰ্ণ। বাড়ী ঘৰ ঘাৰ-বাস্তা, প্ৰস্তৰমূৰ্তি, পুলিস-পাহাৰা, ট্ৰাম প্ৰভৃতি  
সবজিনিসই সকল সহৰেই প্ৰায় একই বৰমেৰে—বাংলা দেশেও যেমন, এখানেও  
প্ৰায় তাহাই; কোনটা কোন সহৰ, হঠাৎ বোঝা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত  
সহৰ অপেক্ষা বৰ্মিংহাম কিছু বেশী অপৰিস্কাৰ, — বোধ হয়, কলকাতাখনাৰ  
আধিক্যেই এইৰূপ হইয়াছে।

আমাদেৰে বাসা সহৰ হইতে প্ৰায় তিন মাইল দূৰে, একাটি সুন্দৰ নিৰ্জন  
উদ্যানবহুল উপনগৰে। এ বাড়ীটি কলেজেৰে মেয়েদেৰে থাকিবাব বোৰ্ডিং।  
এখন ছুটীৰ সময়; অধিকাংশ ছাত্ৰী বাড়ী গিয়াছে বলিয়া, ডেলিগেটেদেৰে

এইখানেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখানকার অধ্যক্ষ বিখ্যাত আইনগ্রন্থ-প্রণেতা স্যার এডওয়ার্ড ফ্রাই'র কত্থা মিস্ ফ্রাই, বিখ্যাত গ্রন্থকার সিজুইইকের কত্থা মিস্ সিজুইইক এবং ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনাবেল্ অব্ এডুকেশন মহোদয়ের ভগ্নী মিস্ অবের্জ্ এখানকাব শিক্ষয়িত্রী। বড় বড় লোকের কত্থা ও ভগিনীগণ এখানকার অধ্যক্ষ ও শিক্ষয়িত্রী; দেখিবার জিনিস। টেনিসনের 'প্রিন্সেসে' অনধিকাবচর্চাকারী পুরুষগণ-কর্তৃক, পুরুষ-বিদ্রোহী মহিলাগণের বিদ্যালয়ে অনধিকারপ্রবেশ কথা ও তাহাব দণ্ড বর্ণিত হইয়াছে; আমাদের এখানে বাসা পাওয়া কতকটা সেই বকমের। অতিথি-বৎসলা রমণীগণকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে, বিদেশীর মুখে একথা শুনিয়া তাহাবা কিছু আশ্চর্য্য, কিন্তু বড় আনন্দিত হইলেন।

মিস্ সিজুইইক সঙ্গে কবিতা, বোর্ণভিল গ্রামে 'ক্যাডবরির কোকো' কারখানা ইত্যাদি দেখাইয়া আনিলেন; অতি বৃহৎ অদ্ভুত কারখানা! তিন হাজার স্ত্রীলোক ও দুই হাজার পুরুষ কাজ করিতেছে; নিঃশব্দে সুন্দরভাবে কাজ চলিতেছে। সর্বত্র একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শাস্তি বিরাজমান।

স্ত্রীপুরুষ—সকল কারিকরই অল্পবিস্তর লেখা-পড়া জানে। অধ্যক্ষদিগেব বন্দোবস্তে এখানেও তাহারা লেখাপড়া, ব্যায়ামচর্চা, খেলা প্রভৃতি সবই কবে; যেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্যালয়েব ছাত্র-ছাত্রী খেলাচ্ছলে এই প্রকাণ্ড কারখানা চালাইতেছে! ব্যবসায় লালচ ও হয় বিস্তর। ইহাদের লেখাপড়া, খেলা, স্বাস্থ্য-তদাবক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত আছে, অনেক বিদ্যালয়ে ও বাড়ীতে সেরূপ নাহি। সকল কারখানা যদি এভাবে চলিত, তাহা হইলে কোন দেশে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে অশাস্তি ও অভাব থাকিত না; নিত্য ধর্ম্মঘটের অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত হইত না।

কারখানাটি প্রকাণ্ড। কোথাও কোকো, কোথাও চকলেট, কোথাও বিস্কুট, কোথাও লজ্জেলস তৈয়ারী হইতেছে—প্যাক হইতেছে। প্যাক

করিবার বাস্কে, উহাতে বসাইবার ছবি, কাগজ প্রভৃতি সমস্ত জিনিসই এই কারখানাতেই তৈয়ার হইতেছে । বাস্কে বন্ধ হইয়া একেবারে রেলের করিয়া চালান দিবার জন্য, কারখানার ভিতর পর্য্যন্ত রেল-লাইন পাতা আছে । কারবার করা ইহাকেই বলে ;—অথচ অতি সামান্য জিনিসের কারখানা !

দর্শকদিগের অভ্যর্থনারও চূড়ান্ত আয়োজন ।—টাটকা চকলেট কোকো প্রভৃতি যত্ন করিয়া খাওয়াইল । শেষে, বিদায়কালে কিছু চকলেট ভোজন-দক্ষিণারূপে, অথবা পাথেয়ের পরিবর্তে দিল ! একজন স্ত্রীলোক-অধ্যক্ষ যত্ন করিয়া, সমস্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া গাড়ী পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া গেলেন—দর্শকদিগের পুস্তকে নাম সহি করাইয়া লইয়া ধন্য জ্ঞান করিলেন ;—অথচ বাস্তবিক ধন্য ও প্রীত হইলাম আমি ।

বাসায় আসিয়া দেখি, অত্রান্ত সব ডেলিগেট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । খাওয়ার টেবিলে যাইবার সময় অধ্যক্ষ মহোদয় আমায় আহার-স্থানে নিজের সহচর নির্দেশ করিয়া ও দক্ষিণে বসাইয়া, বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন । কোন বাড়ীর গৃহিণী, বা বিজ্ঞানালের মহিলা-অধ্যক্ষ, আহার-স্থানে গমন সময়ে যাহার হাতে হাত দিয়া প্রবেশ করেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ খাতির-যত্ন করা হয় ; একথা বোধ হয়, স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না । অতএব, এক্ষেত্রে আমার সম্মানটা খুবই হইল ।

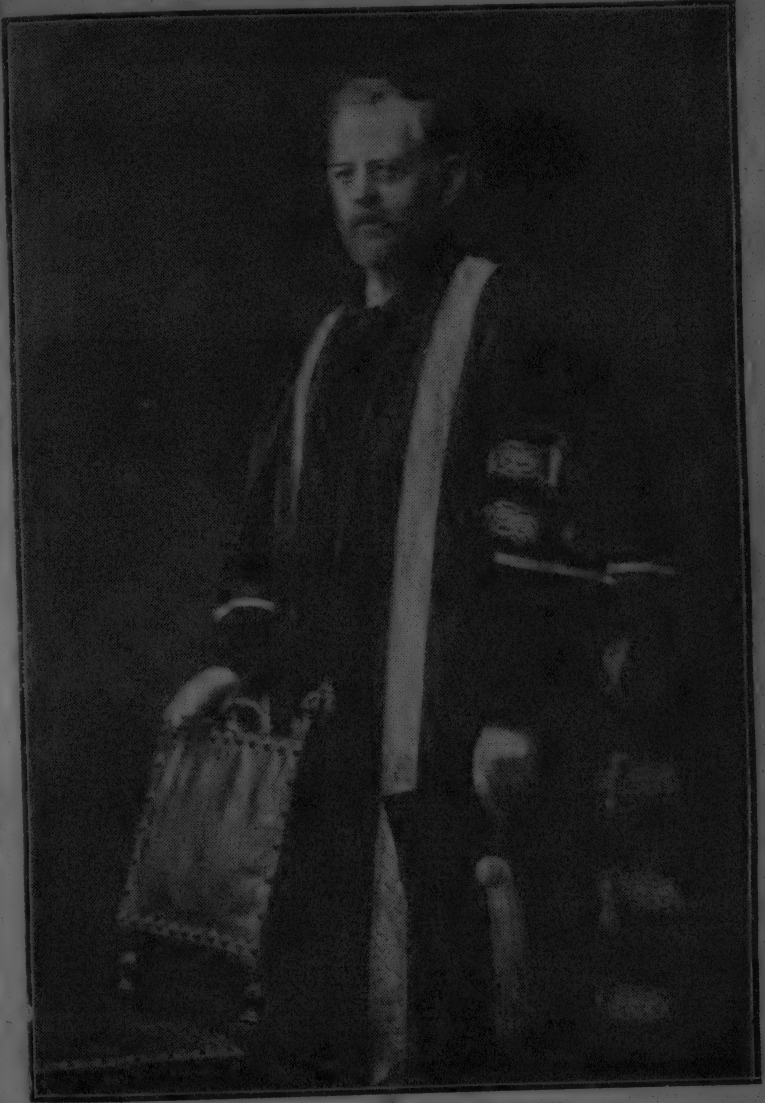
আহারের পর ‘পার্টি’ উপলক্ষে অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । যথানিয়মে সহরের ও বাহিরের লোক লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাজনা, কথা-বার্তা হইল । শয়নকক্ষে সব বন্দোবস্তই ভাল ; কিন্তু ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জানালায় উপরটা খুলিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত আছে ; সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা বন্ধ করিতে পারিলাম না । হিম—ঠাণ্ডার ভয়ে কঁধলমুড়ি দিয়া রাত্রি কাটিল । এই দারুণ শীতে জানালা খুলিয়া শয়ন কত আরামের তাহা আর বর্ণনা করিয়া কাজ নাই ! তার উপর সমস্ত রাত্রি নব প্রবর্তিত “আকাশ-জাহাজ” গৌ গৌ শব্দে বিচরণ করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইল ।

মঙ্গলবার, ২ই জুলাই—কুমারী ক্রাই অনুরোধ করিলেন যে, যদি বৃষ্টল্

যাই, তাহা হইলে তাঁহাব পিতা, বিচারপতি ও আইন-গ্রন্থলেখক ফ্রাঙ্ক সাহেবেব বাড়ীতে যাইয়া আতিথ্য-গ্রহণ কবিতাই হইবে;—আমি আতিথ্যস্বীকাৰ কবিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইবেন।

উচ্চ পাহাড়ের মত জায়গায় বসিংহাম য়ুনিভার্সিটি গৃহ। জোসেফ চেষাবলেনেব যত্নে প্রকাণ্ড বাড়ী, লেববেটাৰি, হল, লাইব্রেরী, ওয়াক্সপ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। এখনও সমস্ত বাড়ী তৈয়াৰ হইয়া উঠে নাই। শ্রাব অলিভাব লজ এখানকাৰ অধ্যক্ষ। তাঁহাব ও তাঁহাব স্ত্রীৰ সহিত আলাপ হইল। ইংলণ্ড যাঁহাদেব নামে ও কার্যো পবিত্র ও ধন্য, শ্রাব অলিভাব লজ তাঁহাদেব মধ্যে অগ্রতম; প্রাচীন, ঋষিভূলা ব্যক্তি, যেমন বিজ্ঞানবিৎ তেমনি পশুপ্ৰিয়—বিজ্ঞানেব সাহায্যে ধৰ্ম্মেব প্রাধান্ত ও মাহাত্ম্য স্থাপনেব চেষ্টা কবিতৈছেন। ইহাব বিজ্ঞানে যেমন শ্রেষ্ঠ স্থান, ধন্যতত্ত্বও তাই। পবলোক ও আত্মাব গতি সম্বন্ধ ইনি বিশেষ তত্ত্বজিজ্ঞাস্ত। তাঁহাব সহিত বহুতৰ তৎকথা হইল। লেডি লজ তাহাদেব বাটীতে কয়েকদিন থাকিবার জন্ত বিশেষ অন্তৰোধ কবিলেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব।

য়ুনিভার্সিটি দেখি। সভব দেখিতে দেখিতে, ইম্পিৰিয়াল হোটেলে যাওয়া হইল। সেখানে ভোজ ও বক্তৃতা যথাবীতি হইল। ভোজ বক্তৃতা না হইলে ইহাদেব কোন কাৰ্য্যই সমাধা হয় না। তাহাব পৰ গিৰ্জা দেখিতে গেলাম। এখানে, বাবণ্-জোনসেব চিত্ৰেব সম্মুখবণে, সুন্দৰ Stained glass-window আছে। এবাব ভ্রমণ উপলক্ষে অনেক গিৰ্জা দেখা ঘটিল, কিন্তু একপ সুন্দৰ Stained glass-window বড় কোথাও দেখি নাই। সহরের আবও দুই একটি দৰ্শনীয় স্থান দেখি। বিকালে বসিংহাম ত্যাগ করিলাম।



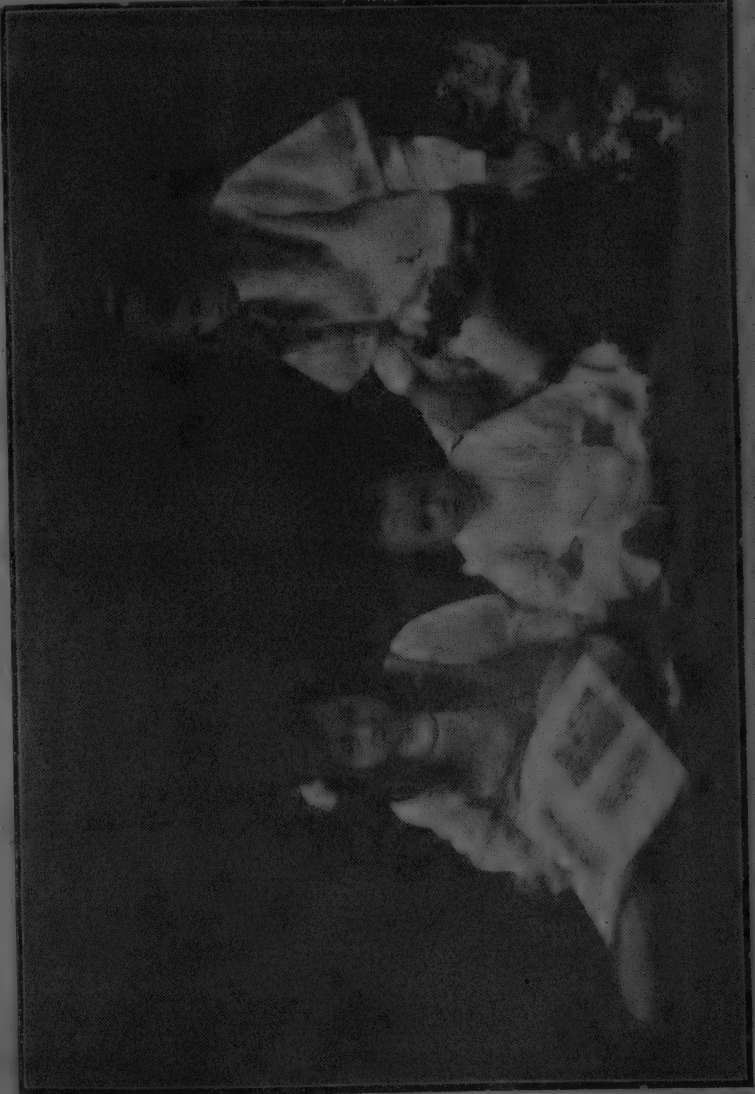
এবার্ভিনের প্রিন্সিপাল জর্জ য়্যাডাম্‌ স্মিথ।

## ম্যাঞ্চেস্টার ।

অগ্ৰাভ ডেলিগেটদিগেব সহিত শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা কহিতে কহিতে, ম্যাঞ্চেষ্টাৰে বওষানা হইলাম । পথে প্ৰধান নগৰেব মধ্যে ক্ৰু ও ষ্টাফোৰ্ড । ষ্টাফোৰ্ডশায়ৰে চীনাৰ বাসনেৰ কাববাব অধিক । অধিকাংশস্থলই কলকাবখানা, চিমনি, ধোয়া এবং বহুলোকেব একত্ৰ বসতি জন্ত ময়লায় পৰিপূৰ্ণ । তবে মধ্যে মধ্যে সুন্দৰ স্বাভাবিক দৃশ্যও আছে ।

অভ্যর্থনা কবিবাব জন্ত য়ুনিভাৰ্চিটি হইতে প্ৰতিনিধি ট্ৰেনে উপস্থিত ছিলেন ; বাঙ্গালী ছাত্ৰও অনেক গিয়াছিলেন । ছাত্ৰগণ বিশেষ আগ্ৰহ ও যত্ন প্ৰকাশ কৰাতে, য়ুনিভাৰ্চিটিব কৰ্তৃপক্ষগণেব আমীবি বন্দোবস্ত উপেক্ষা কৰিয়া, বাঙ্গালী ছাত্ৰদিগেব সহিত বাস কৰা স্থিৰ কৰিলাম ; শ্ৰীমান হুৰীকেশ মুগোপাধ্যায় প্ৰমুখ ছাত্ৰেবা বিশেষ যত্ন কৰিয়া সেবাশুশ্ৰূষাব বন্দোবস্ত কৰিলেন , বাডীৰ মত যত্ন কৰিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ বিশ্রাম কৰিয়া বাহিৰ হইয়া পড়িলাম , শবীৰ তত ভাল ছিল না বলিয়া শীঘ্ৰেই বাসায় ফিৰিতে হইল ।

১৩ই জুলাই, শনিবাব ।—বন্নিংহাম হইতে বধবাব বওষানা হইবাব পৰ—আব লিখিবাব সময় হয় নাই । শনিবাব হইতে সোমবাব অক্সফোৰ্ড, সোমবাৰ-মঙ্গলবাব বান্টিংহাম, মঙ্গলবাব বুধবাব ম্যাঞ্চেষ্টাৰ, বুধস্পতিবাব লিভাৰপুল, শুক্ৰবাব লীড্‌স, এই এক এক স্থানে এক এক দিনে কত দেখিতে হইয়াছে, কত শুনিতে হইয়াছে, কত বেড়াইতে হইয়াছে, কত বলিতে হইয়াছে, কত ভাবিতে হইয়াছে, কত পৰিশ্ৰম কৰিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে মাথা স্থিৰ থাকে না । আজ প্ৰাতৰ্ভোজনেব পৰ একটু সময় পাইয়া



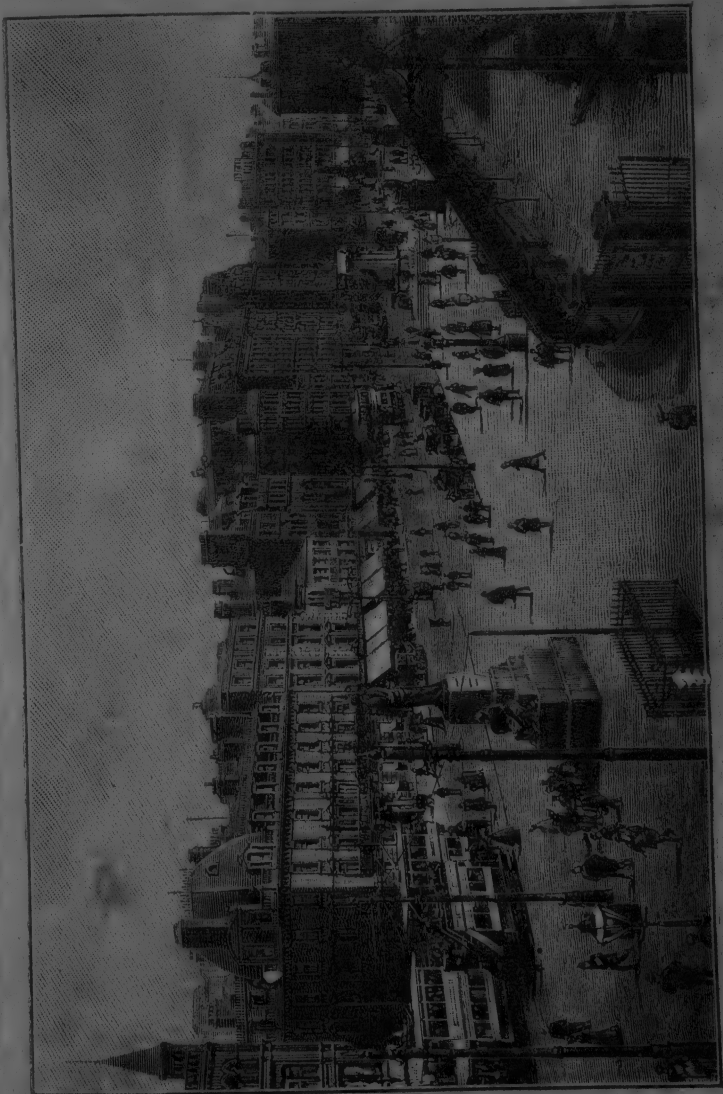


মোটামুটি এই কয়দিনের কথা লিখিতেছি;—বিস্তারিত লেখা অসম্ভব ও নিম্নয়োজন।

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সাড়ে দশটার সময় আবাব কেম্ব্রিজে যাইবাব জন্ত উত্তোগ কবিতে হইবে।

এদিকের সহবগুণি সবই প্রায় এক ধৰণের। সকল সহবেব প্রধান বাস্তাগুলিও প্রায় একই বকমেব। কল-কাবখানা, চিমনি, ধূঁয়া, পুণ, মাল, লোকেব ভিড়—ইহাই চতুদ্দিকে। ইংবাজীতে এ প্রদেশটাক ব্ল্যাক্‌টি অৰ্থাৎ “কাল’দেশ” বলে। চতুদ্দিক কাল। পাথবেব সুন্দব সুন্দব সাদা বাড়ীগুলি এক বংসবেব মধ্যেই কাল হইয়া গিয়াছে। ম্যাক্‌ষ্টেবে একটা বাড়ী সাফ কৰিতেছে, দেখিলাম—হবকাণা মূর্দ। কতকটা কাল কতকটা সাদা। দেখিলেই বোঝা যায় যে, ধূঁয়াব জন্ত এই সকল বাড়ী অল্পদিনেব মধ্যেই এইকপ কালমূৰ্ত্তি ধারণ কবে, অগচ এই ধূঁয়াই ইহাদেব লক্ষ্মী। ইহাবই জন্ত, শুধু ভাবতবষেব নহ—পৃথিবীৰ শিল্প ও বাণিজ্য ই বাঘেব কবায়ত্ত, এবং ইহা বক্ষাব জন্তই হাদেব বিস্তার সাহাজেব এত বণতবা ও সৈন্তসম্ভাব। স্থানে স্থানে সুন্দব সুন্দব পাহাড়, বন, নদী, উপত্যকা-অধিকাকব সন্নিবেশ আছে, কিন্তু সাধাবণত। এ অঞ্চলে ধূঁয়া, কয়লা, চিমনি ও মালেব প্রাচুৰ্য্য অধিক।

বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষাও ওদন্তকপ। বাম্বিংহাম, ম্যাক্‌ষ্টেব ও লিভাৰপুল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালব। শিল্পবিদ্যা ও বাণিজ্যেব প্রসাবকল্পে বিদ্যাশিক্ষা এই সকল বৃনভাসিটিতে অধিক। অত্যান্ত বিদ্যাব আলোচনা যে আদৌ নাই, তাহা নহে; বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যাতেই ইহাবা অধিক মন দিতেছে। আমাদেব দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অত্যান্ত স্থানে ইহাব চেষ্ঠা আবন্ত হইয়াছে মাত্র; এই চেষ্ঠায় প্রসাব আবন্তক। সেইজন্ত, আমাদিগেরও এ সকল সম্বন্ধে বিশেষ কবিয়া দেখা-শুনায় প্রয়োজন হইয়াছে, <sup>১</sup> <sup>২</sup> <sup>৩</sup> <sup>৪</sup> <sup>৫</sup> <sup>৬</sup> <sup>৭</sup> <sup>৮</sup> <sup>৯</sup> <sup>১০</sup> <sup>১১</sup> <sup>১২</sup> <sup>১৩</sup> <sup>১৪</sup> <sup>১৫</sup> <sup>১৬</sup> <sup>১৭</sup> <sup>১৮</sup> <sup>১৯</sup> <sup>২০</sup> <sup>২১</sup> <sup>২২</sup> <sup>২৩</sup> <sup>২৪</sup> <sup>২৫</sup> <sup>২৬</sup> <sup>২৭</sup> <sup>২৮</sup> <sup>২৯</sup> <sup>৩০</sup> <sup>৩১</sup> <sup>৩২</sup> <sup>৩৩</sup> <sup>৩৪</sup> <sup>৩৫</sup> <sup>৩৬</sup> <sup>৩৭</sup> <sup>৩৮</sup> <sup>৩৯</sup> <sup>৪০</sup> <sup>৪১</sup> <sup>৪২</sup> <sup>৪৩</sup> <sup>৪৪</sup> <sup>৪৫</sup> <sup>৪৬</sup> <sup>৪৭</sup> <sup>৪৮</sup> <sup>৪৯</sup> <sup>৫০</sup> <sup>৫১</sup> <sup>৫২</sup> <sup>৫৩</sup> <sup>৫৪</sup> <sup>৫৫</sup> <sup>৫৬</sup> <sup>৫৭</sup> <sup>৫৮</sup> <sup>৫৯</sup> <sup>৬০</sup> <sup>৬১</sup> <sup>৬২</sup> <sup>৬৩</sup> <sup>৬৪</sup> <sup>৬৫</sup> <sup>৬৬</sup> <sup>৬৭</sup> <sup>৬৮</sup> <sup>৬৯</sup> <sup>৭০</sup> <sup>৭১</sup> <sup>৭২</sup> <sup>৭৩</sup> <sup>৭৪</sup> <sup>৭৫</sup> <sup>৭৬</sup> <sup>৭৭</sup> <sup>৭৮</sup> <sup>৭৯</sup> <sup>৮০</sup> <sup>৮১</sup> <sup>৮২</sup> <sup>৮৩</sup> <sup>৮৪</sup> <sup>৮৫</sup> <sup>৮৬</sup> <sup>৮৭</sup> <sup>৮৮</sup> <sup>৮৯</sup> <sup>৯০</sup> <sup>৯১</sup> <sup>৯২</sup> <sup>৯৩</sup> <sup>৯৪</sup> <sup>৯৫</sup> <sup>৯৬</sup> <sup>৯৭</sup> <sup>৯৮</sup> <sup>৯৯</sup> <sup>১০০</sup> <sup>১০১</sup> <sup>১০২</sup> <sup>১০৩</sup> <sup>১০৪</sup> <sup>১০৫</sup> <sup>১০৬</sup> <sup>১০৭</sup> <sup>১০৮</sup> <sup>১০৯</sup> <sup>১১০</sup> <sup>১১১</sup> <sup>১১২</sup> <sup>১১৩</sup> <sup>১১৪</sup> <sup>১১৫</sup> <sup>১১৬</sup> <sup>১১৭</sup> <sup>১১৮</sup> <sup>১১৯</sup> <sup>১২০</sup> <sup>১২১</sup> <sup>১২২</sup> <sup>১২৩</sup> <sup>১২৪</sup> <sup>১২৫</sup> <sup>১২৬</sup> <sup>১২৭</sup> <sup>১২৮</sup> <sup>১২৯</sup> <sup>১৩০</sup> <sup>১৩১</sup> <sup>১৩২</sup> <sup>১৩৩</sup> <sup>১৩৪</sup> <sup>১৩৫</sup> <sup>১৩৬</sup> <sup>১৩৭</sup> <sup>১৩৮</sup> <sup>১৩৯</sup> <sup>১৪০</sup> <sup>১৪১</sup> <sup>১৪২</sup> <sup>১৪৩</sup> <sup>১৪৪</sup> <sup>১৪৫</sup> <sup>১৪৬</sup> <sup>১৪৭</sup> <sup>১৪৮</sup> <sup>১৪৯</sup> <sup>১৫০</sup> <sup>১৫১</sup> <sup>১৫২</sup> <sup>১৫৩</sup> <sup>১৫৪</sup> <sup>১৫৫</sup> <sup>১৫৬</sup> <sup>১৫৭</sup> <sup>১৫৮</sup> <sup>১৫৯</sup> <sup>১৬০</sup> <sup>১৬১</sup> <sup>১৬২</sup> <sup>১৬৩</sup> <sup>১৬৪</sup> <sup>১৬৫</sup> <sup>১৬৬</sup> <sup>১৬৭</sup> <sup>১৬৮</sup> <sup>১৬৯</sup> <sup>১৭০</sup> <sup>১৭১</sup> <sup>১৭২</sup> <sup>১৭৩</sup> <sup>১৭৪</sup> <sup>১৭৫</sup> <sup>১৭৬</sup> <sup>১৭৭</sup> <sup>১৭৮</sup> <sup>১৭৯</sup> <sup>১৮০</sup> <sup>১৮১</sup> <sup>১৮২</sup> <sup>১৮৩</sup> <sup>১৮৪</sup> <sup>১৮৫</sup> <sup>১৮৬</sup> <sup>১৮৭</sup> <sup>১৮৮</sup> <sup>১৮৯</sup> <sup>১৯০</sup> <sup>১৯১</sup> <sup>১৯২</sup> <sup>১৯৩</sup> <sup>১৯৪</sup> <sup>১৯৫</sup> <sup>১৯৬</sup> <sup>১৯৭</sup> <sup>১৯৮</sup> <sup>১৯৯</sup> <sup>২০০</sup> <sup>২০১</sup> <sup>২০২</sup> <sup>২০৩</sup> <sup>২০৪</sup> <sup>২০৫</sup> <sup>২০৬</sup> <sup>২০৭</sup> <sup>২০৮</sup> <sup>২০৯</sup> <sup>২১০</sup> <sup>২১১</sup> <sup>২১২</sup> <sup>২১৩</sup> <sup>২১৪</sup> <sup>২১৫</sup> <sup>২১৬</sup> <sup>২১৭</sup> <sup>২১৮</sup> <sup>২১৯</sup> <sup>২২০</sup> <sup>২২১</sup> <sup>২২২</sup> <sup>২২৩</sup> <sup>২২৪</sup> <sup>২২৫</sup> <sup>২২৬</sup> <sup>২২৭</sup> <sup>২২৮</sup> <sup>২২৯</sup> <sup>২৩০</sup> <sup>২৩১</sup> <sup>২৩২</sup> <sup>২৩৩</sup> <sup>২৩৪</sup> <sup>২৩৫</sup> <sup>২৩৬</sup> <sup>২৩৭</sup> <sup>২৩৮</sup> <sup>২৩৯</sup> <sup>২৪০</sup> <sup>২৪১</sup> <sup>২৪২</sup> <sup>২৪৩</sup> <sup>২৪৪</sup> <sup>২৪৫</sup> <sup>২৪৬</sup> <sup>২৪৭</sup> <sup>২৪৮</sup> <sup>২৪৯</sup> <sup>২৫০</sup> <sup>২৫১</sup> <sup>২৫২</sup> <sup>২৫৩</sup> <sup>২৫৪</sup> <sup>২৫৫</sup> <sup>২৫৬</sup> <sup>২৫৭</sup> <sup>২৫৮</sup> <sup>২৫৯</sup> <sup>২৬০</sup> <sup>২৬১</sup> <sup>২৬২</sup> <sup>২৬৩</sup> <sup>২৬৪</sup> <sup>২৬৫</sup> <sup>২৬৬</sup> <sup>২৬৭</sup> <sup>২৬৮</sup> <sup>২৬৯</sup> <sup>২৭০</sup> <sup>২৭১</sup> <sup>২৭২</sup> <sup>২৭৩</sup> <sup>২৭৪</sup> <sup>২৭৫</sup> <sup>২৭৬</sup> <sup>২৭৭</sup> <sup>২৭৮</sup> <sup>২৭৯</sup> <sup>২৮০</sup> <sup>২৮১</sup> <sup>২৮২</sup> <sup>২৮৩</sup> <sup>২৮৪</sup> <sup>২৮৫</sup> <sup>২৮৬</sup> <sup>২৮৭</sup> <sup>২৮৮</sup> <sup>২৮৯</sup> <sup>২৯০</sup> <sup>২৯১</sup> <sup>২৯২</sup> <sup>২৯৩</sup> <sup>২৯৪</sup> <sup>২৯৫</sup> <sup>২৯৬</sup> <sup>২৯৭</sup> <sup>২৯৮</sup> <sup>২৯৯</sup> <sup>৩০০</sup> <sup>৩০১</sup> <sup>৩০২</sup> <sup>৩০৩</sup> <sup>৩০৪</sup> <sup>৩০৫</sup> <sup>৩০৬</sup> <sup>৩০৭</sup> <sup>৩০৮</sup> <sup>৩০৯</sup> <sup>৩১০</sup> <sup>৩১১</sup> <sup>৩১২</sup> <sup>৩১৩</sup> <sup>৩১৪</sup> <sup>৩১৫</sup> <sup>৩১৬</sup> <sup>৩১৭</sup> <sup>৩১৮</sup> <sup>৩১৯</sup> <sup>৩২০</sup> <sup>৩২১</sup> <sup>৩২২</sup> <sup>৩২৩</sup> <sup>৩২৪</sup> <sup>৩২৫</sup> <sup>৩২৬</sup> <sup>৩২৭</sup> <sup>৩২৮</sup> <sup>৩২৯</sup> <sup>৩৩০</sup> <sup>৩৩১</sup> <sup>৩৩২</sup> <sup>৩৩৩</sup> <sup>৩৩৪</sup> <sup>৩৩৫</sup> <sup>৩৩৬</sup> <sup>৩৩৭</sup> <sup>৩৩৮</sup> <sup>৩৩৯</sup> <sup>৩৪০</sup> <sup>৩৪১</sup> <sup>৩৪২</sup> <sup>৩৪৩</sup> <sup>৩৪৪</sup> <sup>৩৪৫</sup> <sup>৩৪৬</sup> <sup>৩৪৭</sup> <sup>৩৪৮</sup> <sup>৩৪৯</sup> <sup>৩৫০</sup> <sup>৩৫১</sup> <sup>৩৫২</sup> <sup>৩৫৩</sup> <sup>৩৫৪</sup> <sup>৩৫৫</sup> <sup>৩৫৬</sup> <sup>৩৫৭</sup> <sup>৩৫৮</sup> <sup>৩৫৯</sup> <sup>৩৬০</sup> <sup>৩৬১</sup> <sup>৩৬২</sup> <sup>৩৬৩</sup> <sup>৩৬৪</sup> <sup>৩৬৫</sup> <sup>৩৬৬</sup> <sup>৩৬৭</sup> <sup>৩৬৮</sup> <sup>৩৬৯</sup> <sup>৩৭০</sup> <sup>৩৭১</sup> <sup>৩৭২</sup> <sup>৩৭৩</sup> <sup>৩৭৪</sup> <sup>৩৭৫</sup> <sup>৩৭৬</sup> <sup>৩৭৭</sup> <sup>৩৭৮</sup> <sup>৩৭৯</sup> <sup>৩৮০</sup> <sup>৩৮১</sup> <sup>৩৮২</sup> <sup>৩৮৩</sup> <sup>৩৮৪</sup> <sup>৩৮৫</sup> <sup>৩৮৬</sup> <sup>৩৮৭</sup> <sup>৩৮৮</sup> <sup>৩৮৯</sup> <sup>৩৯০</sup> <sup>৩৯১</sup> <sup>৩৯২</sup> <sup>৩৯৩</sup> <sup>৩৯৪</sup> <sup>৩৯৫</sup> <sup>৩৯৬</sup> <sup>৩৯৭</sup> <sup>৩৯৮</sup> <sup>৩৯৯</sup> <sup>৪০০</sup> <sup>৪০১</sup> <sup>৪০২</sup> <sup>৪০৩</sup> <sup>৪০৪</sup> <sup>৪০৫</sup> <sup>৪০৬</sup> <sup>৪০৭</sup> <sup>৪০৮</sup> <sup>৪০৯</sup> <sup>৪১০</sup> <sup>৪১১</sup> <sup>৪১২</sup> <sup>৪১৩</sup> <sup>৪১৪</sup> <sup>৪১৫</sup> <sup>৪১৬</sup> <sup>৪১৭</sup> <sup>৪১৮</sup> <sup>৪১৯</sup> <sup>৪২০</sup> <sup>৪২১</sup> <sup>৪২২</sup> <sup>৪২৩</sup> <sup>৪২৪</sup> <sup>৪২৫</sup> <sup>৪২৬</sup> <sup>৪২৭</sup> <sup>৪২৮</sup> <sup>৪২৯</sup> <sup>৪৩০</sup> <sup>৪৩১</sup> <sup>৪৩২</sup> <sup>৪৩৩</sup> <sup>৪৩৪</sup> <sup>৪৩৫</sup> <sup>৪৩৬</sup> <sup>৪৩৭</sup> <sup>৪৩৮</sup> <sup>৪৩৯</sup> <sup>৪৪০</sup> <sup>৪৪১</sup> <sup>৪৪২</sup> <sup>৪৪৩</sup> <sup>৪৪৪</sup> <sup>৪৪৫</sup> <sup>৪৪৬</sup> <sup>৪৪৭</sup> <sup>৪৪৮</sup> <sup>৪৪৯</sup> <sup>৪৫০</sup> <sup>৪৫১</sup> <sup>৪৫২</sup> <sup>৪৫৩</sup> <sup>৪৫৪</sup> <sup>৪৫৫</sup> <sup>৪৫৬</sup> <sup>৪৫৭</sup> <sup>৪৫৮</sup> <sup>৪৫৯</sup> <sup>৪৬০</sup> <sup>৪৬১</sup> <sup>৪৬২</sup> <sup>৪৬৩</sup> <sup>৪৬৪</sup> <sup>৪৬৫</sup> <sup>৪৬৬</sup> <sup>৪৬৭</sup> <sup>৪৬৮</sup> <sup>৪৬৯</sup> <sup>৪৭০</sup> <sup>৪৭১</sup> <sup>৪৭২</sup> <sup>৪৭৩</sup> <sup>৪৭৪</sup> <sup>৪৭৫</sup> <sup>৪৭৬</sup> <sup>৪৭৭</sup> <sup>৪৭৮</sup> <sup>৪৭৯</sup> <sup>৪৮০</sup> <sup>৪৮১</sup> <sup>৪৮২</sup> <sup>৪৮৩</sup> <sup>৪৮৪</sup> <sup>৪৮৫</sup> <sup>৪৮৬</sup> <sup>৪৮৭</sup> <sup>৪৮৮</sup> <sup>৪৮৯</sup> <sup>৪৯০</sup> <sup>৪৯১</sup> <sup>৪৯২</sup> <sup>৪৯৩</sup> <sup>৪৯৪</sup> <sup>৪৯৫</sup> <sup>৪৯৬</sup> <sup>৪৯৭</sup> <sup>৪৯৮</sup> <sup>৪৯৯</sup> <sup>৫০০</sup> <sup>৫০১</sup> <sup>৫০২</sup> <sup>৫০৩</sup> <sup>৫০৪</sup> <sup>৫০৫</sup> <sup>৫০৬</sup> <sup>৫০৭</sup> <sup>৫০৮</sup> <sup>৫০৯</sup> <sup>৫১০</sup> <sup>৫১১</sup> <sup>৫১২</sup> <sup>৫১৩</sup> <sup>৫১৪</sup> <sup>৫১৫</sup> <sup>৫১৬</sup> <sup>৫১৭</sup> <sup>৫১৮</sup> <sup>৫১৯</sup> <sup>৫২০</sup> <sup>৫২১</sup> <sup>৫২২</sup> <sup>৫২৩</sup> <sup>৫২৪</sup> <sup>৫২৫</sup> <sup>৫২৬</sup> <sup>৫২৭</sup> <sup>৫২৮</sup> <sup>৫২৯</sup> <sup>৫৩০</sup> <sup>৫৩১</sup> <sup>৫৩২</sup> <sup>৫৩৩</sup> <sup>৫৩৪</sup> <sup>৫৩৫</sup> <sup>৫৩৬</sup> <sup>৫৩৭</sup> <sup>৫৩৮</sup> <sup>৫৩৯</sup> <sup>৫৪০</sup> <sup>৫৪১</sup> <sup>৫৪২</sup> <sup>৫৪৩</sup> <sup>৫৪৪</sup> <sup>৫৪৫</sup> <sup>৫৪৬</sup> <sup>৫৪৭</sup> <sup>৫৪৮</sup> <sup>৫৪৯</sup> <sup>৫৫০</sup> <sup>৫৫১</sup> <sup>৫৫২</sup> <sup>৫৫৩</sup> <sup>৫৫৪</sup> <sup>৫৫৫</sup> <sup>৫৫৬</sup> <sup>৫৫৭</sup> <sup>৫৫৮</sup> <sup>৫৫৯</sup> <sup>৫৬০</sup> <sup>৫৬১</sup> <sup>৫৬২</sup> <sup>৫৬৩</sup> <sup>৫৬৪</sup> <sup>৫৬৫</sup> <sup>৫৬৬</sup> <sup>৫৬৭</sup> <sup>৫৬৮</sup> <sup>৫৬৯</sup> <sup>৫৭০</sup> <sup>৫৭১</sup> <sup>৫৭২</sup> <sup>৫৭৩</sup> <sup>৫৭৪</sup> <sup>৫৭৫</sup> <sup>৫৭৬</sup> <sup>৫৭৭</sup> <sup>৫৭৮</sup> <sup>৫৭৯</sup> <sup>৫৮০</sup> <sup>৫৮১</sup> <sup>৫৮২</sup> <sup>৫৮৩</sup> <sup>৫৮৪</sup> <sup>৫৮৫</sup> <sup>৫৮৬</sup> <sup>৫৮৭</sup> <sup>৫৮৮</sup> <sup>৫৮৯</sup> <sup>৫৯০</sup> <sup>৫৯১</sup> <sup>৫৯২</sup> <sup>৫৯৩</sup> <sup>৫৯৪</sup> <sup>৫৯৫</sup> <sup>৫৯৬</sup> <sup>৫৯৭</sup> <sup>৫৯৮</sup> <sup>৫৯৯</sup> <sup>৬০০</sup> <sup>৬০১</sup> <sup>৬০২</sup> <sup>৬০৩</sup> <sup>৬০৪</sup> <sup>৬০৫</sup> <sup>৬০৬</sup> <sup>৬০৭</sup> <sup>৬০৮</sup> <sup>৬০৯</sup> <sup>৬১০</sup> <sup>৬১১</sup> <sup>৬১২</sup> <sup>৬১৩</sup> <sup>৬১৪</sup> <sup>৬১৫</sup> <sup>৬১৬</sup> <sup>৬১৭</sup> <sup>৬১৮</sup> <sup>৬১৯</sup> <sup>৬২০</sup> <sup>৬২১</sup> <sup>৬২২</sup> <sup>৬২৩</sup> <sup>৬২৪</sup> <sup>৬২৫</sup> <sup>৬২৬</sup> <sup>৬২৭</sup> <sup>৬২৮</sup> <sup>৬২৯</sup> <sup>৬৩০</sup> <sup>৬৩১</sup> <sup>৬৩২</sup> <sup>৬৩৩</sup> <sup>৬৩৪</sup> <sup>৬৩৫</sup> <sup>৬৩৬</sup> <sup>৬৩৭</sup> <sup>৬৩৮</sup> <sup>৬৩৯</sup> <sup>৬৪০</sup> <sup>৬৪১</sup> <sup>৬৪২</sup> <sup>৬৪৩</sup> <sup>৬৪৪</sup> <sup>৬৪৫</sup> <sup>৬৪৬</sup> <sup>৬৪৭</sup> <sup>৬৪৮</sup> <sup>৬৪৯</sup> <sup>৬৫০</sup> <sup>৬৫১</sup> <sup>৬৫২</sup> <sup>৬৫৩</sup> <sup>৬৫৪</sup> <sup>৬৫৫</sup> <sup>৬৫৬</sup> <sup>৬৫৭</sup> <sup>৬৫৮</sup> <sup>৬৫৯</sup> <sup>৬৬০</sup> <sup>৬৬১</sup> <sup>৬৬২</sup> <sup>৬৬৩</sup> <sup>৬৬৪</sup> <sup>৬৬৫</sup> <sup>৬৬৬</sup> <sup>৬৬৭</sup> <sup>৬৬৮</sup> <sup>৬৬৯</sup> <sup>৬৭০</sup> <sup>৬৭১</sup> <sup>৬৭২</sup> <sup>৬৭৩</sup> <sup>৬৭৪</sup> <sup>৬৭৫</sup> <sup>৬৭৬</sup> <sup>৬৭৭</sup> <sup>৬৭৮</sup> <sup>৬৭৯</sup> <sup>৬৮০</sup> <sup>৬৮১</sup> <sup>৬৮২</sup> <sup>৬৮৩</sup> <sup>৬৮৪</sup> <sup>৬৮৫</sup> <sup>৬৮৬</sup> <sup>৬৮৭</sup> <sup>৬৮৮</sup> <sup>৬৮৯</sup> <sup>৬৯০</sup> <sup>৬৯১</sup> <sup>৬৯২</sup> <sup>৬৯৩</sup> <sup>৬৯৪</sup> <sup>৬৯৫</sup> <sup>৬৯৬</sup> <sup>৬৯৭</sup> <sup>৬৯৮</sup> <sup>৬৯৯</sup> <sup>৭০০</sup> <sup>৭০১</sup> <sup>৭০২</sup> <sup>৭০৩</sup> <sup>৭০৪</sup> <sup>৭০৫</sup> <sup>৭০৬</sup> <sup>৭০৭</sup> <sup>৭০৮</sup> <sup>৭০৯</sup> <sup>৭১০</sup> <sup>৭১১</sup> <sup>৭১২</sup> <sup>৭১৩</sup> <sup>৭১৪</sup> <sup>৭১৫</sup> <sup>৭১৬</sup> <sup>৭১৭</sup> <sup>৭১৮</sup> <sup>৭১৯</sup> <sup>৭২০</sup> <sup>৭২১</sup> <sup>৭২২</sup> <sup>৭২৩</sup> <sup>৭২৪</sup> <sup>৭২৫</sup> <sup>৭২৬</sup> <sup>৭২৭</sup> <sup>৭২৮</sup> <sup>৭২৯</sup> <sup>৭৩০</sup> <sup>৭৩১</sup> <sup>৭৩২</sup> <sup>৭৩৩</sup> <sup>৭৩৪</sup> <sup>৭৩৫</sup> <sup>৭৩৬</sup> <sup>৭৩৭</sup> <sup>৭৩৮</sup> <sup>৭৩৯</sup> <sup>৭৪০</sup> <sup>৭৪১</sup> <sup>৭৪২</sup> <sup>৭৪৩</sup> <sup>৭৪৪</sup> <sup>৭৪৫</sup> <sup>৭৪৬</sup> <sup>৭৪৭</sup> <sup>৭৪৮</sup> <sup>৭৪৯</sup> <sup>৭৫০</sup> <sup>৭৫১</sup> <sup>৭৫২</sup> <sup>৭৫৩</sup> <sup>৭৫৪</sup> <sup>৭৫৫</sup> <sup>৭৫৬</sup> <sup>৭৫৭</sup> <sup>৭৫৮</sup> <sup>৭৫৯</sup> <sup>৭৬০</sup> <sup>৭৬১</sup> <sup>৭৬২</sup> <sup>৭৬৩</sup> <sup>৭৬৪</sup> <sup>৭৬৫</sup> <sup>৭৬৬</sup> <sup>৭৬৭</sup> <sup>৭৬৮</sup> <sup>৭৬৯</sup> <sup>৭৭০</sup> <sup>৭৭১</sup> <sup>৭৭২</sup> <sup>৭৭৩</sup> <sup>৭৭৪</sup> <sup>৭৭৫</sup> <sup>৭৭৬</sup> <sup>৭৭৭</sup> <sup>৭৭৮</sup> <sup>৭৭৯</sup> <sup>৭৮০</sup> <sup>৭৮১</sup> <sup>৭৮২</sup> <sup>৭৮৩</sup> <sup>৭৮৪</sup> <sup>৭৮৫</sup> <sup>৭৮৬</sup> <sup>৭৮৭</sup> <sup>৭৮৮</sup> <sup>৭৮৯</sup> <sup>৭৯০</sup> <sup>৭৯১</sup> <sup>৭৯২</sup> <sup>৭৯৩</sup> <sup>৭৯৪</sup> <sup>৭৯৫</sup> <sup>৭৯৬</sup> <sup>৭৯৭</sup> <sup>৭৯৮</sup> <sup>৭৯৯</sup> <sup>৮০০</sup> <sup>৮০১</sup> <sup>৮০২</sup> <sup>৮০৩</sup> <sup>৮০৪</sup> <sup>৮০৫</sup> <sup>৮০৬</sup> <sup>৮০৭</sup> <sup>৮০৮</sup> <sup>৮০৯</sup> <sup>৮১০</sup> <sup>৮১১</sup> <sup>৮১২</sup> <sup>৮১৩</sup> <sup>৮১৪</sup> <sup>৮১৫</sup> <sup>৮১৬</sup> <sup>৮১৭</sup> <sup>৮১৮</sup> <sup>৮১৯</sup> <sup>৮২০</sup> <sup>৮২১</sup> <sup>৮২২</sup> <sup>৮২৩</sup> <sup>৮২৪</sup> <sup>৮২৫</sup> <sup>৮২৬</sup> <sup>৮২৭</sup> <sup>৮২৮</sup> <sup>৮২৯</sup> <sup>৮৩০</sup> <sup>৮৩১</sup> <sup>৮৩২</sup> <sup>৮৩৩</sup> <sup>৮৩৪</sup> <sup>৮৩৫</sup> <sup>৮৩৬</sup> <sup>৮৩৭</sup> <sup>৮৩৮</sup> <sup>৮৩৯</sup> <sup>৮৪০</sup> <sup>৮৪১</sup> <sup>৮৪২</sup> <sup>৮৪৩</sup> <sup>৮৪৪</sup> <sup>৮৪৫</sup> <sup>৮৪৬</sup> <sup>৮৪৭</sup> <sup>৮৪৮</sup> <sup>৮৪৯</sup> <sup>৮৫০</sup> <sup>৮৫১</sup> <sup>৮৫২</sup> <sup>৮৫৩</sup> <sup>৮৫৪</sup> <sup>৮৫৫</sup> <sup>৮৫৬</sup> <sup>৮৫৭</sup> <sup>৮৫৮</sup> <sup>৮৫৯</sup> <sup>৮৬০</sup> <sup>৮৬১</sup> <sup>৮৬২</sup> <sup>৮৬৩</sup> <sup>৮৬৪</sup> <sup>৮৬৫</sup> <sup>৮৬৬</sup> <sup>৮৬৭</sup> <sup>৮৬৮</sup> <sup>৮৬৯</sup> <sup>৮৭০</sup> <sup>৮৭১</sup> <sup>৮৭২</sup> <sup>৮৭৩</sup> <sup>৮৭৪</sup> <sup>৮৭৫</sup> <sup>৮৭৬</sup> <sup>৮৭৭</sup> <sup>৮৭৮</sup> <sup>৮৭৯</sup> <sup>৮৮০</sup> <sup>৮৮১</sup> <sup>৮৮২</sup> <sup>৮৮৩</sup> <sup>৮৮৪</sup> <sup>৮৮৫</sup> <sup>৮৮৬</sup> <sup>৮৮৭</sup> <sup>৮৮৮</sup> <sup>৮৮৯</sup> <sup>৮৯০</sup> <sup>৮৯১</sup> <sup>৮৯২</sup> <sup>৮৯৩</sup> <sup>৮৯৪</sup> <sup>৮৯৫</sup> <sup>৮৯৬</sup> <sup>৮৯৭</sup> <sup>৮৯৮</sup> <sup>৮৯৯</sup> <sup>৯০০</sup> <sup>৯০১</sup> <sup>৯০২</sup> <sup>৯০৩</sup> <sup>৯০৪</sup> <sup>৯০৫</sup> <sup>৯০৬</sup> <sup>৯০৭</sup> <sup>৯০৮</sup> <sup>৯০৯</sup> <sup>৯১০</sup> <sup>৯১১</sup> <sup>৯১২</sup> <sup>৯১৩</sup> <sup>৯১৪</sup> <sup>৯১৫</sup> <sup>৯১৬</sup> <sup>৯১৭</sup> <sup>৯১৮</sup> <sup>৯১৯</sup> <sup>৯২০</sup> <sup>৯২১</sup> <sup>৯২২</sup> <sup>৯২৩</sup> <sup>৯২৪</sup> <sup>৯২৫</sup> <sup>৯২৬</sup> <sup>৯২৭</sup> <sup>৯২৮</sup> <sup>৯২৯</sup> <sup>৯৩০</sup> <sup>৯৩১</sup> <sup>৯৩২</sup> <sup>৯৩৩</sup> <sup>৯৩৪</sup> <sup>৯৩৫</sup> <sup>৯৩৬</sup> <sup>৯৩৭</sup> <sup>৯৩৮</sup> <sup>৯৩৯</sup> <sup>৯৪০</sup> <sup>৯৪১</sup> <sup>৯৪২</sup> <sup>৯৪৩</sup> <sup>৯৪৪</sup> <sup>৯৪৫</sup> <sup>৯৪৬</sup> <sup>৯৪৭</sup> <sup>৯৪৮</sup> <sup>৯৪৯</sup> <sup>৯৫০</sup> <sup>৯৫১</sup> <sup>৯৫২</sup> <sup>৯৫৩</sup> <sup>৯৫৪</sup> <sup>৯৫৫</sup> <sup>৯৫৬</sup> <sup>৯৫৭</sup> <sup>৯৫৮</sup> <sup>৯৫৯</sup> <sup>৯৬০</sup> <sup>৯৬১</sup> <sup>৯৬২</sup> <sup>৯৬৩</sup> <sup>৯৬৪</sup> <sup>৯৬৫</sup> <sup>৯৬৬</sup> <sup>৯৬৭</sup> <sup>৯৬৮</sup> <sup>৯৬৯</sup> <sup>৯৭০</sup> <sup>৯৭১</sup>



সর্বত্রই যুনিভার্সিটিব এ সকল বিষয়েব স্কন্দব বন্দোবস্ত। কোন কষ্ট বা অসুবিধা নাই।

এক একদিন এক এক স্থানে বাস।—চলিতেছে মন্দ নহে। প্রাতে গৃহস্থ-বাড়ীতে আহার, মধ্যাহ্নে সাধাবণ ভোজ। বাত্ৰিতেও তাহাই; অনেক স্থানে আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছে; সর্বত্রই বাঙ্গালীর বক্তৃতা-কৌশলসম্বন্ধে সমালোচনা ও মতপ্রকাশ একই আকাবেব। “বাঙ্গালী অদ্ভুত জীব; ইংবাজেব মত, এবং সমবে সমবে ইংবাজেব অপেক্ষাও ভাল হংবাজ” বলে, ” এই কথাব সর্বদা আলোচনা হয়; বিশেষ আশ্চর্য্যেব কথা মনে কাবয়া, সকলেই দানন্দ প্রকাশ কবেন, • ধন্যবাদ দেন, আশ্চর্য্য ও বক্তৃতা প্রকাশ কবিয়া, নিমন্ত্ৰণ আমন্ত্ৰণ কবিয়া তাহাদেব বাড়ী সাইবাব জনা পৌড়াপীড়ি কবেন। সকল স্থলে ও সকল সময়ে সে নিমন্ত্ৰণ ওহেদ সন্তুষ্ট নহে। বাস্মিংহাম যুনিভার্সিটিব ভাইস-চ্যান্সেলারেব পত্রা লেট্টা ৬৬, তাঁহাব বাড়ীতে বাইয়া থাকি নাই বলিয়া, অভিমান কবিয়াছেন এবং পুনৰাব সাইবাব জন্ত বিশেষ অনুবোধ কবিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারেব স্কট ব্রাদ এডামও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। লীড্‌সেব ভাইকাব-পত্নী অত্যন্ত আগ্ৰহেব সহিত তাহাদেব বাড়ীতে দুই একদিন কাটাইতে বলিয়াছেন, ইান স্বর্গীয় মনীষ্য উইলিয়ম্‌সেব কণ্ঠা। ইহাদেব সকলেব নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ ও বক্ষা সম্ভব হইল না; কাবণ দেহ ত একটা, সর্বত্র বিবাজমান হয় কিবণে? একপ আন্তরিক আদর-অভ্যর্থনায় মোহিত হইতে হয়। ভাবতেব ইংবাজ ও ইংলেণ্ডেব ইংবাজেব প্রভেদ দেখিয়া আশ্চর্য্য ও দুঃখিত, অথচ আশান্বিত এবং সুখী হইতে হয়।

মঙ্গলবাব প্রাতে বাস্মিংহাম যুনিভার্সিটি দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী। লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, ক্লাস রুম, ওয়ার্ক রুম, সমস্তই যথোপযুক্ত। ঋষিতুল্য অধ্যাপক, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান উভয় বিষয়ে সমান অধিকারী। উভয়েব তুল্য স্থাননির্দেশে জীবন অতিবাহিত কবিয়া, বিজ্ঞানবিৎ ও তত্ত্ববিৎ উভয়েই ধন্যবাদার্থী হইতেছেন। ভাবতে এ সকল ঋষিব পদার্পণে ভারতবাসী ধন্য হইবে, একথা জানাইলাম। তিনিও ভারতের প্রাচীন ধর্ম, বিজ্ঞা, শিল্প

প্ৰভৃতিৰ যথেষ্ট গুণগান কৰিয়া বলিলেন যে, তাঁহাৰ কখনও ভাবতদৰ্শন ঘটিলে ধ্ৰুৱ হইবেন । এই সমস্ত মহাপ্ৰাণ ব্যক্তিৰ সহিত আলাপ ও পৰিচয় নিজেৰে ধ্ৰুৱ মনে কৰিলাম । যুনিভাৰ্চিটিৰ নানাবিভাগেৰে কাৰ্য্যপ্ৰাণী দেখিয়া বেডাইতে লাগিলাম । ফিজিক্স-এব প্ৰফেচৰ মহাশয় এক নূতন তথ্য আবিষ্কাৰেৰে চেষ্টা কৰিতোছন, তাহাৰ সাহায্যে অন্ধ, আলোৰ শব্দ (sound of light) শুনিতো পাইয়া চলিতো পাৰিবে । ঈহাৰ পৰিশ্ৰম সফল হইলে, বাস্তবিকই এক অভূতপূৰ্ব ব্যাপাৰ হইবে । তাৰপৰে, কয়লাৰ খনিতো Gas explosion হইলে, মাতৃষেৰ প্ৰাণবক্ষা কৰিবাব নতন যে যন্ত্ৰাদিৰ উদ্ভাৱন হইতোছে, তাহাৰ বিস্তাৰিত প্ৰমাণপ্ৰয়োগ দেখিলাম । অক্সিজেন-এব ব্যাগ পিঠ লইয়া, মুখস পৰা rescue party, explosion-এব পৰে কিকপে উদ্ধাৰ-কাৰ্য্য কৰে, তাহাৰ জীবন্ত চিত্ৰ সব দেখান হইল । যখন আমবা বাৰ্মিংহামে কোতুলনিনিবৃতিচ্ছালে এই সব দৃশ্য দৰ্শনে নিযুক্ত, প্ৰায় সেই সময়েই ইয়ৰ্কেৰে নিকট একটি খনিতো গ্ৰীকপ (gas explosion) হইয়া প্ৰায় নব্বই জন লোক মাৰা যাইতেছিল । এ সংবাদ ম্যাঞ্চেষ্টাৰে আসিয়া পাইলাম । এই সকল যন্ত্ৰেৰে পৰাতন সংস্কাৰণ কয়লাৰ খাদে প্ৰচলিত আছে, নূন যন্ত্ৰ সব জায়গায় এখনও প্ৰবেশ লাভ কৰে নাই ; কবিলে, বোধ হয়, এ ছফটনায় এত লোক মাৰা যাইত না । মাৰা গিয়াছে, শুধু কুলী মজুৰ নহে ; বক্ষা-কাৰ্য্যে নিযুক্ত তিনজন প্ৰধান ইনস্পেক্টৰও এই বিষম ছফটনায় প্ৰাণ দিয়াছেন । তাহাদেৰ মध्ये একজন, আমাদেৰ ভাবতপৰিচিত শ্ৰৱ টমাস হলগেৰেৰ বিশেষ বন্ধু ছিলেন, শ্ৰৱ টমাস হলগেৰে সেই জন্তু ম্যাঞ্চেষ্টাৰে আমাদেৰে অভাৰ্থনাঞ্জেৰে আগিতে পাবেন নাই,— বন্ধুৰ পৰিবাববৰ্গেৰে সাগুনাৰ জন্তু ইয়ৰ্কে গিয়াছেন ।

লণ্ডনে, যুনিভাৰ্চিটি কংগ্ৰেছে, শ্ৰৱ টমাসেৰ সহিত দেখা হইয়াছিল । তাঁহাকে আমি, কংগ্ৰেছেৰে ‘বুৰো কমিটি’ৰ জন্তু ভাবতেৰে প্ৰতিনিধি-নিৰ্বাচনে সাহায্য কৰিয়া, কোন কোন ভাৰতীয় সাহেবেৰে কিছু বিবাগভাজন হইয়াছিলাম ।

ম্যাঞ্চেষ্টাৰেৰে যে বাড়ীতে বাসা হইয়াছিল, সে বাড়ীৰ মেয়েৰা চোগা

চাপকান পাগড়ী, ও তদনুসংগীত শীলতায়, শ্রীত হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় গল্প কবিতা বেড়াইতে লাগিলেন যে, ভাবতবর্ষেব একজন বাজপুত্র আসিয়াছেন। তাঁহাৰা সমস্ত বক্ষিত বিচিত্র “প্ৰাইবেট” খাতায় আমাব হাতেব লেখা লিখাইয়া লইলেন; আমি মিণ্টন হইতে এক একছন কবিতা লিখিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্চৰ্য্য কৰিলাম। আমাদেব য়ুক বন্দ অনেক সময়ে এইকপ অবস্থায় পড়িয়া, সহজে বাজপুত্র পদে উন্নীত মাথা হাবাইয়া ফেলে এবং নিজেবা বিপদে পড়ে ও পবকে ফেলে।

ম্যাঞ্চেষ্টাৰে বৃধবাব সকালেই য়ুনিভাৰ্চিটি দেখা ও ফীণ্ডেন স্থান দেখা হইল। ডাঃ বদাবফোর্ড বেডিয়ম সম্বন্ধে আশ্চৰ্য্য ‘এক্সপেৰিমেণ্ট’ দেখাইলেন। তাহাব পব, টাউনহলে লড মেমবেব জলযোগ; লড মেমব ও লেডি মেমবসেব নিকট আদৰ-অভ্যর্থনাৰ ক্ৰটী হইল না। প্ৰসিদ্ধ কেমিষ্ট ডাঃ লেভেনসনেব সহিত আলাপ হইল। তিনি এবং মিষ্টাৰ ও মিসেস বিচাড, তাঁহাদেব বাৰ্ডী যাইবাব জন্ত অনেক পীড়াপীড়ি কৰিলেন, কিন্তু ছাত্ৰগণেব আগ্ৰহ উপেক্ষা কৰিয়া তাহা বক্ষা কৰিতে পাবিলাম না। লেভেনসন্ অন্তত. মোটেবে কৰিয়া সহব দেখাইয়া বেড়ান, বাৰ্ডী পৌছান, এ সকল কাৰ্য্য কৰিবাব অধিকাৰ পাইয়া যেন কৃতার্থ হইলেন। অথচ ইহাবাট বিশ্ববিখ্যাত দিগ্‌গজ পণ্ডিত। পণ্ডিতেব বিনয় ও নম্ৰতায় মুগ্ধ হইতে হয়। সৰ্ব্বত্রই লড মেমব ও য়ুনিভাৰ্চিটিৰ ভাইস-চ্যান্সেলাবগণ সমান খাতিব ও সমান যত্ন কৰিয়াছেন।

‘স্কুল অফ্ টেক্‌নলজি’তে, কেমিষ্ট্ৰী, ডাইং, উইভিং, কেলিকো-প্ৰিণ্টিং ইত্যাদি ডিপাৰ্টমেণ্টেব জটিল কাৰ্য্যপ্ৰণালী দেখিয়া আশ্চৰ্য্য হইতে হয়। বাঙ্গালীৰ ছেলে কোবাবা এট সকল জায়গায় যাহা শিখিয়া যাইতেছে, তাহাও কাজে লাগাইতে না পাবিয়া, কেবাগীৰিতে তাহাদেব জীবন পৰ্য্যবসিত কৰিতেছে। ইহাব একটা উপায় না হইলে, বিদেশে শিল্পশিক্ষাব জন্ত ছেলেদেব পাঠানই লাঞ্ছনা—বিড়ম্বনা।

## লিভারপুল ।

বৃহস্পতিবাব সকালেই লিভারপুলে পৌঁছলাম। ভাইস চ্যান্সেলার শ্রম আলফ্রেড ডালেব বাড়ী বাসা। রাজাব হালে বাস, রাজাব হালে আহাব, আর কুলীর মত ঘুবিয়া বেড়ান—এই চলিতেছে। মহাবাজ বালানন্দ স্বামী যথার্থই বলেন যে—“বাজাব মত বুদ্ধি, আব চাবাব মত শবীব না হইলে কার্যক্ষেত্রে কাহাবও বক্ষা নাই!”—আমাদেব ঠিক বিপবীত। বাজার মত দেহ, কুলীব মত বুদ্ধি। যখন ভাইস চ্যান্সেলবের বাড়ী পৌঁছলাম, তিনি তখন যুনিভা-সিটিতে, এবং তাঁহাব গৃহিণী বিদেশে। অগত্যা বৈঠকখানায় বসিয়া, বাড়ীতে চিঠিপত্র লিখিয়া সময়ক্ষেপ করিলাম। পবে যুনিভা-সিটিতে গেলাম। ইঞ্জি-



শ্রম ডোনাল্ড রস ।

নিয়মারিং, ইলেক্ট্রিকেল, ফিসিকেল সব ডিপার্টমেন্ট দেখা হইল। লিভারপুল বাণিজ্যপ্রধান স্থান; কাজেই শিল্পবাণিজ্যেব আদরই এখানে অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়েও তাহারই ছায়া। লিভারপুলের ‘স্কুল অফ ট্রপিকেল মেডিসিন’ দেখিবাব জিনিস। ভাবতবর্ষেব ম্যালেরিয়া ও মশকতত্ত্বের বিচার করিয়া যিনি ধন্ত হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত ডাক্তার শ্রম ডোনাল্ড রস এখানকার অধ্যক্ষ; তিনি যত্ন করিয়া সব দেখাইলেন;—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বেরী-বেরী, স্মিপিং সিক্‌নেস ইত্যাদি সম্বন্ধে ও সর্পাঘাত-চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তার অল্পসন্ধান চলিতেছে।



স্বামী বালাচন্দ্র ব্রহ্মচারী ও গ্রন্থকার ।

দুই প্ৰহবে ভাইস্ চ্যান্সেলাৰেৰ বাড়ীৰ মধ্যাহ্ন ভোজন ও সন্ধ্যাব সময় এলেডফি হোটেলে সকল ডেলিগেটেৰ একত্ৰ ভোজন যথাবীতি হইল। ভাইস্ চ্যান্সেলাৰ নিজে মোটেবে কবিষা হোটেলে লইয়া গেলেন ও লইয়া আসিলেন। স্ত্ৰীৰ অভাবে, নিজে যথাসাধ্য আদৰ-ষহেৰ ত্ৰুটী কবিলেন না ; নিজেৰ শয়নকক্ষ পৰ্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। বাস্তবিক অতিথিসেবা কাহাকে বলে, ইহাবাই জানেন, আমবা কেবল ভাণ কবি বই , নয়। ইহাদেব আস্তখিকতায় মুগ্ধ কবিয়া দেখ।

বিকালে এথার্টন কোম্পানিৰ বড সাহেবকে লইয়া লিভাৰ ব্ৰাদাৰ্চ-দিগেৰ ‘সন্লাইট সোপ’-এৰ কাৰখানা, লিভাৰপুল ডক্‌স্ ইত্যাদি দেখিয়া আসিলাম। আমেৰিকাযাত্ৰী প্ৰকাণ্ড ‘লাইনা’ৰ কয়েকখানি মাৰ্চি নদীতে দেখিলাম। টিটানিক-বিলাটেৰ পৰ, জাহাজ আৰ অত বড কবা হইবে না স্থিৰ হইয়াছে। কিন্তু মোবাপেনন্ প্ৰভৃতি প্ৰকাণ্ড যে সব জাহাজ দেখিলাম তাহাতে চক্ষুস্তিৰ হইল। মাৰ্চি নদীটি বৰং আমাদেব দেশেৰ নদীৰ মত কতকটা বিস্তৃত। অত্ৰ অত্ৰ যে সব নদী দেখিয়াছি, সেগুলি ত “খাল” বলিলেই হয়। ফিৰিয়া আসিয়া বাত্ৰে আহাবেৰ পৰ ভাইস চ্যান্সেলাৰ ডালেৰ সহিত সাহিত্য ও বাজনীতি সম্বন্ধে ও প্ৰধান প্ৰধান লেখক ও বাজনীতিজ্ঞগণসম্বন্ধে বিস্তৰ আলোচনা হইল। অনেক নূতন তথ্যও পাইলাম। যুৰিয়া বেড়াইয়া কষ্টস্বীকাৰ, অৰ্থব্যয় ও শৰীৰ নষ্ট এত যে হইতেছে, তাহা এই সকল দেশবিগ্ৰত পৰমপণ্ডিতগণেৰ সহিত এইকপ নিভৃত কথাবার্তায় যথেষ্ট পোষাইয়া যাইতেছে ; এবং ইহাতেই কংগ্ৰেসেৰ যথার্থ কাৰ্য হইতেছে। আমাৰও দেশভ্ৰমণ সাৰ্গিক হইতেছে।



## লীড্‌স্‌ ।

শুক্রবার প্রাতে লীড্‌স্‌ যাত্রা করিলাম । ষ্টেশন হইতেই আতিথ্যসংকারের আরম্ভ, এবং পৰ্বদিন ষ্টেশনে তাহার সমাপ্তি ; কোন বিষয়ই কিছুনাত্র আমাদিগকে দেখিতে হইল না ।

ভাইস চ্যান্সেলার শ্রাড্‌লার শিক্ষা বিষয়ে এক প্রধান পুরুষ ; সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা বিষয়ে কমিশনের মেম্বর ছিলেন, এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন, ক্যানেন্ডার য়ুনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হইবার কথাও হইয়াছিল ।

বরোদার গাইকওয়াড তাঁহাকে ভারতবর্ষে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; আমার বিশেষ অনুরোধে শ্রার থিয়োডোব মরিসন্, ইহার ভারতবর্ষে যাইবার কথা সেদিন ইণ্ডিয়া ডেলিগেটদের কনফারেন্সে উল্লেখ করিয়াছিলেন ।

শ্রাড্‌লার সাহেব কলেজ-লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন । তাহার পর ডাইং, উইভিং কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্‌স্‌, ট্যানিং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং—মায় এক্সপোজেন টেষ্টিং ডিপার্টমেন্ট পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখাশুনা হইল ।

বেলা ১১ টার সময় ভোজ, বক্তৃতা ইত্যাদি সব যথারীতি হইল । টেবিলে আমার এক দিকে বিশপ অব রোপণ, অপর দিকে ভিকার অফ লীড্‌স্‌—শ্রীভগবানের রূপায় এইরূপ মহাসম্মান সর্বত্রই পাইতেছি । হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টান-ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল ; বুদ্ধ-চৈতন্য হইতে আবিস্ত করিয়া, রামমোহন রায় প্রভৃতির কথা হইল । বুঝাইয়া বলিলে, মহা-গোড়া খৃষ্টানও হিন্দুধর্মের তরু-কথা মন দিয়া শোনেন, ও যথাযোগ্য সম্মান করিতে বাধ্য হন ।

ইহার পর গ্রামার স্কুল দেখিতে যাওয়া গেল। ইংগাজ বালকের প্রাথমিকশিক্ষা এই সমস্ত স্কুলেই হয়; সেইজন্ত ইহাদের মানও এত বেশী। সেখান হইতে মেয়েদের স্কুল, টেনিং কলেজ ইত্যাদি দেখিতে যাওয়া গেল। সর্বত্রই সূচ্যাক ব্যবস্থাবন্দোবস্ত; দেশে অনুকরণ করিব কি করিয়া, ভাবিয়া পাই না। টেনিং কলেজ-সংক্রান্ত ১২০ বিঘা জমি ধীরে ধীরে যে বড় বড় বাড়ী আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ এখানকার ছাত্রছাত্রীরা কেবল এলিমেন্টারি স্কুলের শিক্ষক হইবেন। ৩০০ ছাত্রছাত্রী পড়াইতে নানা বিষয়সংক্রান্ত ৮০ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আছে। এই সকল ব্যাপাবেব অনুকরণে আমাদের গ্রাম দর্বিদ্র দেশে বিদ্যালয় গঠন করা সুদূরপর্য্যন্ত।

বাড়ী ফিরিবাব পথে মহা ঝড়জল দুর্গোগ উপস্থিত হইল; ঘন ঘন বজ্রাঘাতও হইতে লাগিল। ইংলণ্ডেব পক্ষে ইহা অতিনব দৃশ্য! আমি লিডনহলে অধ্যক্ষ, ডাক্তার ক্যাম্বিংবেব অতিথি। আজ আহাবে নিতান্ত অরুচি; বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন। অগত্যা তাহাব নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া, ডিনাব টেবিল হইতে অবসর লইয়া, পূর্ব খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইলাম।

তাহার পর, পুনরায় রুনিভার্সিটি বাটীতে অভ্যর্থনা সভায় যাইতে হইল। মহা সমারোহ ব্যাপাব। প্রো-চ্যান্সেলর লপ্টেনেব সহিত লণ্ডন লর্ড মেয়রের বিসেপসন গাউন্টে আলাপ হইয়াছিল; তিনিই আজ সভাপতি। ভাইস চ্যান্সেলার স্যাড্‌লার অপূর্ব বিদ্যা ও বাগ্মিতা বিস্তার করিয়া “Present Tendencies in Education” সম্বন্ধে এক সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ভাইস চ্যান্সেলার স্যাড্‌লার ও প্রো-চ্যান্সেলার লপটন্, উভয়েই আমায় কিছু বলিবাব জন্ত অনুরোধ করিলেন। বলিবাব সময় মাত্র দশ মিনিট ধার্য্য ছিল; আমি সেই দশ মিনিট বলিয়াই বসিতে যাইতেছি, এমন সময় করতালি ও জয়ধ্বনি করিয়া, আরও বলিবাব জন্ত সভাস্থ সকলেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রায়

এক ঘণ্টা বকিলাম; আমায় কিছু বলিতে হইবে, এমন কথা ছিল না; সেইজন্য প্রস্তুতও ছিলাম না। কাজেই জিম্বায় দৃষ্ট সম্বন্ধী চাঁপয়া বসিলেন। এইকপ “অপ্রস্তুত” অবস্থাতে আমার বলিবাবও সুবিধা হয়। চেয়াবম্যান মহাশয় মুক্তকণ্ঠে সন্তোষ প্রকাশ কবিলেন। সভাভঙ্গে অনেকেই নিকটে আসিয়া সজোবে কবমর্দন ও আলাপ কবিলেন; এবং আতিথ্যাগ্রহণেব জন্ত পীড়াপীড়ি কবিতে লাগিলেন। মঙ্গলকামনা অবনতমস্তকে গ্রহণ কবিয়া—পবিত্রান্ত দেহে, প্রাচীন অন্তঃকবণে, পূর্ণপ্রাণে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, বাসায ফিবিয়া, গুইয়া পড়িলাম।

---

## কেম্ব্ৰিজ ।

সকালেই লাড্‌স হইতে বিদায় লইলাম ; কিন্তু কৰুণক্ষীয়েৰ অতিথিসংকাৰ, আৰু কৰাশ না । তাহাৰা ষ্টেশ্যন পৰ্য্যন্ত সঙ্গে আঁসিয়া জিনিসপত্ৰ নিজেৰা হাতে কৰিয়া তুলিয়া দিয়া, ভদ্ৰতাৰ চডান্ত দেখাইলেন । ট্ৰেণে সহযাত্ৰী ডেলিগেট দিগেৰ সহিত কথাবাৰ্ত্তা কহিতে কহিতে সময়টা বেশ কাটিয়া গেল । আজ “ইষকসায়্যাব পোষ্ট” নামক বিখ্যাত সংবাদপত্ৰে কল্যা লিড্‌সেৰ সভায় কাৰ্য্যবিবৰণ ও তৎসঙ্গে আমাৰ বক্তৃতাৰ সাৰাংশ প্ৰকাশিত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যও দাখিল হইয়াছে । “ইষকসায়্যাব পোষ্ট” যত লিপুক আৰু না লিপুক, ত্ৰেণে বন্দবৰ্গ তাহাকে শতগুণ বাড়াইয়া, আমায় ব্যতিব্যস্ত কৰিলেন । টবোণ্ডেৰ প্ৰেসিডেণ্ট ফকনাৰ, মেলবোৰ্ণেৰ ডাঃ ব্যাবেট, ম্যাক-গিলেৰ ডাঃ পোটাৰ, ট্ৰাসকুইহানাৰ প্ৰফেসৰ ম্যাকে সকলেই একবাক্যে “লাঙ্গুল হুগাকৰণেৰ” চোঁটা কবাত্তে কিছু বিস্মিত হইলাম । হয় ত ইহাৰা মনে কৰেন, আমাদেৰ দেশেৰ লোক এতই অকস্মাৎ যে, তাহাদেৰ মধ্যে যে কেহ ছুইটা ইংৰাজী কথা বলিতে পাবিলেই তাহাকে যথেষ্ট বাহবা দেওয়া উচিত ।

কেম্ব্ৰিজৰ ট্ৰিনিটি কলেজেৰ মাষ্টাৰ, অৰ্থাৎ অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্ৰবৰ ডাক্তাৰ বাটলাৰ বলিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই পাঁচ সাতবাব বিলাতে আঁসিয়া বুনিভাসিটিতে শিক্ষা লাভ কৰিয়া ইংৰাজী বলিতে শিখিয়াছ ।” চতুৰ্দ্ধিকে এইকপ স্বতিবাদে যদি মাথা ও মেজাজ একটু বিগড়াইয়া যায়, তাহা হইলে মাথা ও মেজাজেৰ বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু বিগড়াইতে দিলে চলিবে না । কোনৰূপে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে । অপ্ৰত্যাশিত আত্মপ্ৰশংসা শুনিয়া বিচলিত

হইয়া এবং তাহাব পুনৰুক্তি কবিতা আত্মগোবব ও শ্লাঘাব বুদ্ধি অভিপ্ৰায়ে একথাব অবতারণা কবিতৈছি, দয়া কবিতা সহৃদয় পাঠক মনে কবিবেন না। এক শ্ৰেণীৰ সমালোচক এই পুনৰুক্তি উল্লেখ ও অবলম্বন কবিতা আমাকে অহঙ্কাৰ ও আত্মজ্ঞপিতা দোষে দুষ্ট কবিতৈ পাবেন একথা আমি বুঝি। একথা বুঝিয়াও এত কথা বলিতৈছি তাহাব কাৰণ এই যে দেশেব লোকেব জ্ঞানা উচিত যে বাঙ্গালীৰ সামান্য গুণ দৰ্শনেও মহা প্ৰাণ খাটাই ইংৰাজ মোহিত হয়; ধীৰ স্থিৰ সংযত ভাবে ভাবতৈৰ মঙ্গলার্থ কোন কথা বলিলে ইংলেণ্ডেব ইংৰাজ ধীৰ স্থিৰ সংযত ভাবে শোনে। আমাব বিশেষ মন্তব্য এই যে ইংৰাজেব সঙ্গে সম্পাক বাধিতৈ হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীৰ ইংৰাজীতে ব্যুৎপত্তি বিশেষ প্ৰয়োজন। জাপানেব দোহাই দিয়া বা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদেব এ অস্ত্ৰ তাগ কবিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেব যত্নেব সত্ত্বে উন্নাত কব, কিন্তু ইংৰাজীতে পশ্চাৎপদ হইও না।

বিকালে কেম্ব্ৰিজ পোছিগাম। ষ্টেশনে ডাঃ বটলাব অপেক্ষা কবিতৈছিলৈন; ইনি টিনিটৰ “মাষ্টাৰ”—অতি সন্মান ও সমৃদ্ধিব পদ। আমবা দেশেব “মাষ্টাৰকে” যে নিয় পদবাতৈ আনিয়াছি ইহা তাহাব বহুতৰ উচ্চে। গোববে টিনিটি কলেজ, কেম্ব্ৰিজেব সকল কলেজেব শাৰ্শ্বস্থানীয়। ভাবতৈব শিক্ষা সচিব শ্ৰাব হাকোট বটলাব, এই ডাক্তাৰ বটলাবেব ভ্ৰাতুপুত্ৰ। তাহাব পূজ্যপাদ খুদাতাতৈব মন্দিৰে আমি আজ সন্মানিত ও পূজ্য অতিথি। আমাব জন্ত “এক নম্বৰেব” ঘৰ নিৰ্দিষ্ট হইয়াছে। জজ সাহেববা কেম্ব্ৰিজ সার্কিটে আসিয়া নগৰেব সনাতন নিয়ম অনুসাবে এই ঘৰে বাস কবেন। এ ঘৰে বাসা পাওয়া বড় সন্মানেব কথা। ঘৰেব সাজসজ্জা দেখিয়া চমক লাগিয়া যায়,—শয্যা, ছবি, আসবাব প্ৰভৃতি সমস্ত গৃহসজ্জাই অতি উচ্চ অঙ্গেব। এই ঘৰেব উপবেই “বাজাব ঘৰ”। বাজবাজেশ্বৰ এই ঘৰে শীঘ্ৰ আসিয়া বাস্তবাস কবিবেন বলিয়া, ঘৰ-সাজানব বন্দোবস্ত হইতেছে। মহাবাণী জিষ্ঠোয়িয়া, কেম্ব্ৰিজ আসিলে এই ঘৰে বাস কৰিতেন। কেম্ব্ৰিজ এই

গৃহে সম্মানিত অতিথি হওয়া অপেক্ষা গোরব ও সম্মানের আর কি আশা করা বাইতে পারে? ট্রিনিটির “মাষ্টার” মহাশয় কালা আদমিকে এতটা সম্মান করিয়া—নিজে বাইয়া গাড়ী করিয়া ষ্টেশন হইতে লইয়া আসাতে—বিদেশীয় ডেলিগেটগণ কতকটা আশ্চর্য্য হইলেন। আমি ও ডাক্তার রায় এইরূপ সম্মান পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সামান্য বিশ্রাম করিয়া কলেজ দেখিতে গেলাম;—বটলাব সাহেব নিজেই লইয়া গেলেন। ক্ষীণকায় “ক্যাম” নদীৰ উপর সুন্দর সুন্দর বাড়ী-বাগান; সেতু দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। অক্সফোর্ডে বাইসটি কলেজ আছে; অপবিসর রাস্তার উপরে সকল কলেজ একত্র অবস্থিত; কিন্তু এখানে সেরূপ নহে। নদীর উপর কলেজের পিছনের দিকের বাগানগুলিকে “কলেজ ব্যাক” বলে। এগুলি বড়ই সুন্দর! এখন ছুটিব সময়—একটা কেমন নিস্তরঙ্গ শ্রদ্ধা শান্তির ভাব চতুর্দিকে বিবাজ করিতেছে।

এই ক্যাম নদীতেই মিলটনের বন্ধু ডুবিয়া মাঝা গিয়াছিলেন; তাহাতেই লিসিডাসেব অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মিলটন ক্রাইষ্ট্ কলেজের ছাত্র ছিলেন; তাঁহার নিজের হাতের লিখিত লিসিডাসেব পাণ্ডুলিপি ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত;—দেখিয়া, পড়িয়া, ধন্ত হইলাম। এখানে বায়বন, মিলটন, টেনিসন, ডার্বইন, নিউটন, কোলট্রাক্ ইত্যাদি মহামতিগণের হস্তাক্ষর বিস্তর রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের ছবি ও প্রস্তরমূর্ত্তি চতুর্দিকে সজ্জিত; লাইব্রেরীর সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। চারিদিকেই যেন একটা মহিমান্বয় গোরব বিরাজমান।

প্রেমব্রোক কলেজ, সেন্টজন্স কলেজ, ট্রিনিটি হল প্রভৃতি কয়েকটা কলেজের বাড়ী ও “Back” বাহির হইতে দেখা গেল। সময় ছিল না; অতএব সব তন্নতন্ন করিয়া দেখা সম্ভব হইল না।

রাত্রিতে আহ্বারের সময় বন্ধের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রয় এডওয়ার্ড ক্যাণ্ডি ও অধ্যাপক শর্লি ও তাঁহাদের স্ত্রীদের সহিত আলাপ হইল। মিসেস শর্লি এবার্ডিনের প্রিন্সিপাল জর্জ্জ্ র্যাডাম স্মিথের ভগিনী; তাঁহার সহিত স্মিথ

পরিবারের অনেক কথা হইল। মিসেস্ শর্লি ও মিসেস্ বটলার উভয়েই সুশিক্ষিতা; তাঁহাদের সহিত আলাপে বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

১৪ই জুলাই, ববিবাব।—আজ সকালেই কোথাও ঘাইতে হইবে না; এই আনন্দে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত বিছানায় শুইয়া থাকিতেই প্রাতঃভোজনের সময় আসিয়া পড়িল। কাজেই স্নান কবিতো অবসব পাইলাম না! জলযোগের পব সहर ও বাকী কলেজগুলি দেখিতে গেলাম। একটা বাঙ্গালী যুবকের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। এই মহাপ্রভুই বাঙ্গলায় নাম জিজ্ঞাসা কবিতো কাল ষ্টেনে ডাক্তাব রায়েব উপব কষ্ট হইয়াছিল, শুনিলাম। কোন্ জানোয়াবেব ল্যাঞ্জে কখন পা পড়ে, এই ভয়ে আমি সাবধানে কথা কহি। এই সব কুলাঙ্গারের জন্তই সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে।

প্রথমে কিংস কলেজ ও তৎসংক্রান্ত চ্যাপেল দেখিতে গেলাম। ট্রিনিটি কলেজের পবেই কিংস কলেজ প্রধান; বাড়ী-বাগান প্রভৃতি সবই প্রকাণ্ড ও সুন্দব। আমাদের দেশে এই সকল কলেজের বাড়ীব অনুকবণে বাড়ী বাগান কানিয়া লেখাপড়া শেখান অসম্ভব। কিংস কলেজটি অতি সুন্দব। গথিক ষ্টাইলেব খিলান-শোভিত, একপ সুন্দব চ্যাপেল বুকি আব নাই। এলাহাবাদের ভূতপূর্ব্ব ডিবেক্টব অফ পবলিক ইনষ্ট্রাক্শন্, মিঃ লিউইসেব সহিত দেখা হইল। তাঁহাব সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে কিংস কলেজ, য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরী, পিটপ্রেস, সেনেট হাউস, ক্যাথাবাইন কলেজ ইত্যাদি দেখিয়া সেণ্টপিটব্স কলেজ দেখিতে গেলাম। এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজ; ইহাব চ্যাপেল, হল ও কন্বিনেশন কম (এখানে Common Room বলে না) ছোট হইলেও সুন্দব। কয়েকটি stained glass-window আছে, যেন কয়েকখানি সুন্দব স্বতন্ত্র চিত্র; অনেকে বলেন যে, এত সুন্দব ছবি চোখেব উপব থাকিলে নাকি প্রার্থনা ও ভজনার ব্যাঘাত হয়! অদ্বুত ধাবণা। হিন্দু ইহা সহজে বুঝিবে না।

তারপর পেষ্ট্রাক কলেজে গেলাম; কলেজ দেখিয়া, লিউইস সাহেবেব বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। পথে ববি বাবুর ছেলের সঙ্গে

দেখা হইল ; ইহার কেব্রিজ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন । লিউইস সাহেবের পরিপাটী বাড়ী-বাগান দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম । ইনি এখনও ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হইয়া গণিত-চর্চা করেন । ইহার পুত্র সিভিল সার্ভিস পাস করিয়া, নূতন বাঙ্গালা শিখিতেছেন ; আলাপ হইল । লিউইস সাহেব বিশেষ যত্ন করিয়া জলযোগ করাইলেন ; তাহার পর তাঁহার পুত্র ট্রিনিটি কলেজের দরজা পর্যন্ত আমাকে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন । ভারতবর্ষে পৌছিয়াও ইহার এইরূপ মনোভাব থাকিলে সুখের বিষয় হইবে ।

মধ্যাহ্নে নিউনহাম কলেজ দেখিতে যাইলাম । এখানে কলেজের অধ্যক্ষ জষ্টিশ ষ্টীফেনের ভগিনী—মিশ ষ্টীফেন । নিউনহাম ও গার্টেন কলেজ কেবল স্ত্রীলোকদের জন্য ; পুরুষ অধিকারবর্জিত । মিশ ষ্টীফেন যত্ন করিয়া লাইব্রেরী, হল, বাগান সব দেখাইলেন । মেয়েরা বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া পড়াশুনা করিতেছে । অনেকগুলি বাড়ীতে ছাত্রীদিগের থাকিবার স্থান । লাইব্রেরীতে পিভলের “ কালী ” ও “ নাড়ুগোপাল ” মূর্তি রহিয়াছে । এগুলিকে ‘ Funny little creatures ’ বলিয়া বর্ণনা করাতে মিস ষ্টীফেনকে বলিতে বাধ্য হইলাম যে, ভবিষ্যতে কোন হিন্দুর সম্মুখে অজ্ঞানতাবশতঃ যেন এইরূপ ভ্রম প্রকাশ না করেন । জ্ঞানবুদ্ধিমত তাঁহাকে এই মূর্তিগুলির তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলাম । তিনিও অন্ততপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । ভদ্র ইংরাজ—কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই প্রকৃতি একরূপ ! অজ্ঞানতাবশতঃ প্রথমে একটা কথা বলে বটে ; কিন্তু বুঝাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ নিজেব ভ্রম স্বীকার করিয়া ক্ষমা চায় !

কেব্রিজের নীচেই স্বল্পতোয়া ক্যাব নদী প্রবাহিত । নৌকারোহণে কলেজ “ ব্যাক্স ” দেখিয়া কিছুক্ষণ বেড়ান গেল । বহুকাল পরে দাঁড় টানিয়া আনন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম বোধও হইল । বাল্যকালে এসকলের খুবই চর্চা ছিল ; ইহার জন্ত প্রাইজও পাইয়াছি । কিন্তু এখন কি আর চলে ? কেব্রিজের কলেজ ব্যাকগুলির মত সুন্দর বাগান অতি’ অল্পই



দেখিয়াছি। নৌকা হইতে উহাদেব শোভা আরও মনোহর। বেড়াইয়া শরীর ও মন বড়ই তৃপ্ত হইল।

সন্ধ্যার সময় নৈশভোজন কলেজ হলে হইল। প্রকাণ্ড হলের চতুর্দিকে মনস্বিগণের প্রতিমূর্তি বিরাজিত; তথায় অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণকে একত্র আহাব করিতে হয়। “হাই টেবিলটি” অত্যাশ্চর্য টেবিল অপেক্ষা কিছু উচ্চস্থানে বস্কিত। অধ্যক্ষমহাশয় ও অধ্যাপকগণ সেই স্থানে বসেন— ছাত্রেরা নীচে বসে। আজ অধ্যক্ষের দক্ষিণে আমার স্থাননির্দেশ করিয়া, সেই মহা পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আমায় বিশেষ সম্মানিত কৰা হইল। ফিজিক্সের অধ্যাপক স্ত্রর জোসেফ টমশন, কেমিস্ট্রির অধ্যাপক টেমব, মিঃ লিউইস প্রভৃতি এহু পণ্ডিতব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আহাবেব পৰ নানা কথাবার্তা হইল। ডাঃ বটলাব ৬০ বৎসবের সকল খবৰ বলিতে পারেন; এমন বড় লোক নাই, বাহাব সম্বন্ধে তিনি দুই চাবিটা গল্প বলিতে না পাবেন। তিনি চল্লিশবৎসব হ্যারোস্কুলেব হেডমাষ্টার ছিলেন। তৎপূৰ্বে তাঁহার পিতা ২৫ বৎসব হেডমাষ্টার ছিলেন। এবং ইহার পুত্র এখন সেখানে একজন শিক্ষক। কনিষ্ঠ পুত্রটি সেই স্কুলে পড়িতেছে।—অদ্বুত বংশ বলিতে হইবে!

লণ্ডন, ১৫ই জুলাই, সোমবার।—আজ লণ্ডনে ফিরিতে হইবে। তাই সকাল সকাল আহাৰাদি সারিয়া বটলার সাহেব ও তাঁহার গৃহিণীর নিকট বিদায় লইলাম। ডাক্তার রায় সঙ্গে ছিলেন; কায়েই সুখদুঃখের আলোচনাটা জমিল ভাল। লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলাম। শরীর অতিশয় ক্লান্ত; গরমও বেশ পড়িয়াছে।

বার্মিংহামের প্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞানবিৎ, শ্রব অলিতার লজ্জ, ‘Man and Woman’ নামে আত্মা ও বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থ উপহার পাঠাইয়াছেন। ঋষির আলীকর্দ ও স্নেহোপঢ়োকন বলিয়া আশঙ্ক পুস্তকাগারে ইহা চিরকাল শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হইলে যে, খৃষ্টানতাবঅনুপ্রাণিত হইলেও ইহার ভাবগুলি

হিন্দুর সম্পূর্ণ গ্রাহ। আমার মনে হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ভারতের ধর্ম ও বিজ্ঞানচর্চা উভয়েরই সাহায্য সম্ভাবনা।

কংগ্রেস-পালা শেষ হইয়া যজ্ঞধাব ও পরিশ্রমের অবসান হইবে মনে হইয়াছিল; কিন্তু গত তিন দিন যে কি ভাবে কাটিল, কোথা দিয়া গেল, ভাবিয়া পাই না! মহামতি গাডস্টোন পূর্ণতেজের উপর যখন কাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার Midlothian Campaign (মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেইন) কর্ম-বাহুল্য স্থলে পরিচয় দিবার বিষয় ছিল। অতি মহতের সহিত অতি ক্ষুদ্রের তুলনায় সময়ে সময়ে গৌরব না হউক, উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ হয়। আমার পদ, অবস্থা, শরীর ও ক্ষমতার আপেক্ষিক তুলনায়, এই কয় দিনের কার্য Midlothian Campaignএর বাহাদুরীর অপেক্ষা কম নয়। কংগ্রেসের চারি দিন যে ভূতগত পরিশ্রম হইয়াছে, তাহাব আংশিক বর্ণনা মাত্র হইয়াছে। গত শনিবারেব পূর্ব শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া, কল্যা সোমবার পর্য্যন্ত আট দিনে অক্সফোর্ড, বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, লীড্‌স্ ও কেব্রিজ এই কয় জায়গায় যাওয়া, সহব-লাইব্রেরী-মিউজিয়ম যুনিভার্সিটি, স্কুল, আর্ট ও পিকচার গ্যালারী দেখা, ভদ্র লোকের সহিত পরিচয় ও তদানুসঙ্গিক ভদ্রতা ও পরিশ্রম করা, বেড়ান, কলেজ দেখা, খানা, ভোজ, বক্তৃতা, কথাবার্তা পূর্ণমাত্রায় হইয়াছে! বেলা ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত, প্রত্যহ দৌড়া-দৌড়ি; তাহাতেও কুলায় না।

তার অপেক্ষাও বাহাদুরি মঙ্গল, বুধ, এবং আজ বৃহস্পতিবারের কাজ। শরীর এত পরিশ্রান্ত যে, ভ্রমণবৃত্তান্ত দূরে যাউক, বাড়ীতে চিঠি লিখিবার সাধ্য পর্য্যন্ত কুলাইতেছে না।

মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই, প্রাতঃকাল।—‘ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি’তে রয়েল সোসাইটির সার্বদ্বিশততম উৎসব উপলক্ষে প্রকাণ্ড Service অর্থাৎ ভগবদারাধনা হইল। রাজাদের অভিষেক, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পুরুষ-দিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং প্রধান প্রধান জাতীয় ধর্ম-কার্য এই বহুপ্রাচীন, পুণ্যকীর্তি, নয়নাভিরাম ধর্ম-মন্দিরে অঙ্কুষ্ঠিত হয়। বাহিরে মন্দিরের শিল্প-

চাতুৰ্য্যও যেমন মনোহৰ, ভিতৰেও তেমনি; প্ৰাচীন কাককাৰ্য্যে মন্দিৰেৰ ভিতৰ-বাহিৰ শোভিত। প্ৰকাণ্ড চ্যাপেল, প্ৰকাণ্ড ডবল অবগ্যান;’ একটা অবগ্যান সাম্নে বাজিতেছে, একটা ভিতৰ হইতে অদৃশ্যভাবে বাজিয়া যেন উত্তৰ দিতেছে। যেন মঙ্গল-শব্দ-নিমাদেৰ মঙ্গল প্ৰত্যুত্তৰ আকাশ পথে আসিতেছে। সুশিক্ষিত choir, অৰ্থাৎ যাজক-গায়কমণ্ডলী, উপযুক্ত নেতাৰ নেতৃত্বে অপূৰ্ব সঙ্গীতসম্ভাবে উপাসনাৰ গান্ধীয়া ও সৌন্দৰ্য্য বাড়াইয়া তুলিল। আবাল্যপৰিচিত ধৰ্ম্মসঙ্গীত, “The spacious firmament on high”। স্তবলয়ে বহুকণ্ঠে গীত হইয়া, বড়ই মনোহৰ শুনাইতেছে। ১৮৭৫ সালে হেয়াৰ স্কুলেৰ থাৰ্ডক্লাসে এই লোকবিমোহন মহিমা-স্তোত্ৰেৰ সহিত শিশু-স্বত্ৰে পৰিচিত, সেই অবধি ইহা যেন প্ৰাণে জাগিতেছিল। আজ এই মহামন্দিৰে বিজ্ঞানাচাৰ্য্যগণেৰ মহাসভ্যে এই মহাগীতি ও কবিকথা সুগায়ক কণ্ঠে যেন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাইয়া, সজীব, মূৰ্ত্ত হইয়া মহাজীবন সঞ্চাৰকল্পে অদ্ভুত শক্তিৰ সৃষ্টি কৰিল।

চৰ্চ্চ অব্ ইংলেণ্ডেৰ শোভাযাত্ৰা, পোষাক, আসামোঁটা, ধৰ্ম্ম-উপাসনাৰ অঙ্গ। প্ৰচুব আয়োজন—বোম্যান ক্যাথলিকদিগেৰ মত পূৰ্বা ন। হউক—অনেকটা হিন্দুধৰণেৰ। উপাসনা-ভাগটা চিবপৰিচিত্তেৰ গ্ৰায় মনে হইতে লাগিল।

Dean of West Minister ধৰ্ম্ম ও বিজ্ঞানেৰ সামঞ্জস্য সম্বন্ধে সুন্দৰ বক্তৃতা কৰিলেন। শ্ৰব অলিভাৰ লজকে সভামধ্যে দেখিলাম। ধৰ্ম্ম ও বিজ্ঞানেৰ সামঞ্জস্য-চেষ্টা যেন মূৰ্ত্তিমান হইয়া, সাব অলিভাৰ লজেৰ শবীৰ ধাৰণ কৰিয়া সভাস্থলে উপস্থিত। নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ-প্ৰধান হাৰ্ভি হুদঘস্ট্ৰেৰ ক্ৰিয়া লক্ষ্য কৰিয়া, ভগবৎ-বিশ্বাসে অভিভূত হইয়া, সহসা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিল—“Oh God, thou art and must be.” এইৰূপ কিম্বদন্তী। হিন্দু-ধৰ্ম্মেৰ মূলে বিজ্ঞানেৰ মূলতত্ত্ব দেখিয়া, অনেক ইংবাজীনবীশেৰ হিন্দুয়ানীতে ভক্তিসৃষ্টিৰ কথা শুন। যায়। Fourth state of matterএৰ আবিষ্কৰ্ত্তা ক্ৰুক্‌সেৰ ধৰ্ম্মপ্ৰাণ ভাব ও বিজ্ঞান-গান্ধীয়া, বোধ হয়, কাহাকেও মনে কৰিয়া দিতে হইবে না।

বক্তৃতাটি যেমন সমরোপযোগী—তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইল। ভাইস চেন্সেলার য্যাডাম স্মিথ, ভাইস চেন্সেলার ম্যাকালিষ্টার, মিঃ ব্যালফুর প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোককে সভাস্থলে দেখিলাম।

উপাসনা অন্তে এবির ভিতর বেড়াইয়া, মহামতিগণের শেষশয্যা ও গোরব-নিদর্শন দেখিয়া ধৃত হইলাম। এক দিকে পীল, ম্যাডগ্‌স্টোন, ডিস্ট্রেলী বহু রাজনৈতিকগণ—একদিকে উল্ফ প্রভৃতি বীর পুরুষগণ,—একদিকে সেক্স-পীয়ার, মূর্তিমাত্র ষ্টট, ড্রাইডেন, বায়রণ প্রভৃতি কবি-সমাধি কুঞ্জ (Poets' Corner) অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। যশোমন্দিরে মহামতির সমাবেশ একত্র এত অধিক প্রায় দেখা যায় না। ফ্রান্সের ‘প্যাঙ্কিয়নে’ দুই-চার-দশ জনের গোরবমণ্ডিত সমাধিস্থল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আজ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে দুই চারশত সমাধি দেখিয়া, চিবপরিচিতপ্রায় মহাজনগণের বিশ্রাম-শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মনের ভাবের বর্ণনা-চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

এই মহাজনগণের পার্শ্বে, অনেক অপকর্ষ্ম-গরিষ্ঠ পাপিষ্ঠের সমাধি রহিয়াছে। ফ্রান্সের নজীব অমুকরণে, ইহাদিগের দেহাবশেষ টেম্‌সের জলে মগ্ন করিয়া, তাহাদেব পাপ-স্মৃতি বিধোত করিলে, তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল। ইতিহাস-স্রগ্য, নরাদম, অনেকে শুদ্ধ সাময়িক কৃতিত্ববলে এই যশোমন্দিরে স্থান পাইয়াছে। ইতিহাস তাহাদিগের অপকীর্ত্তির যখন মূল্য-নির্ধারণ করিয়াছে, তখন পরবর্ত্তিগণ তাহাদিগের অস্থি স্থানচ্যুত করিয়া, অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত মনে করেন নাই।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি বেড়াইয়া ক্লাস্তদেহে ‘ইণ্ডিয়া অফিসে’ স্মর জেম্‌স্‌ ডনলপ্‌ স্মিথের সহিত দেখা করিয়া আসিলাম। ইনি ভাইস্‌ চেন্সেলার য্যাডাম স্মিথের ভ্রাতা ; কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ; এখন ইণ্ডিয়া অফিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী।

আসিতে আসিতে দেখিলাম, একটা দোকানে আগুন লাগিয়াছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। ‘নীলকমল’ গ্রামবাজারের পুলের কাছের ভিড় দেখিয়া, যেমন ভাবাচাকা খাইয়াছিল, অগ্নিকার আগুন লাগার ভিড়ে আমার ততোধিক।

মাহুঘের মাথার উপর দিয়া বরাবর হাঁটিয়া গেলে যাওয়া কঠিন হইত না, এমনি অনড়, জমাট, নিরেট ভিড়; এবং তেমনি করিয়া অনেক দূৰ গেলেও যাওয়া যায়। আগুনটি ছোট, কিন্তু জনতা ভীষণ। দেখিতে দেখিতে দমকলের দল আসিয়া পড়িল। নানা রঙের গাড়ী, নানা ঢঙ্গেব যন্ত্র, নানাবেশের Fireman, Fire Ladder, Pump, Hose—দেখিতেই আশ্চর্য। লোকজন যেমন সায়েস্তা—বন্দোবস্তও তেমনি আশ্চর্য। সেই ভীষণ জনতা ভেদ করিয়া, আশ্চর্য্য কোশলে অবিরাম দ্রুতগতিতে Fire Brigade আসিয়া পড়িল। রাস্তার ভিড়ে লোকেরও অসাধারণ সায়াস্তা—জলের মত জনতা পরিস্কার হইয়া গেল। দূৰবিশ্রুত সেই কঠোর ঘণ্টা-নিদাদ যাহার কর্ণগোচর হইতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ ফায়ার বিগ্রেডের জন্ত মস্তমুগ্ধের জায় পথ পরিস্কার করিয়া দিতেছে। চক্ষেব নিমেষে অগ্নি নির্বাপিত হইল। ঘুষ দিতে হইল না—ঘুষা খাইতে হইল না—খোসামোদ করিতে হইল না—বাহার যে কার্য্য, সে কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়া, নিঃশব্দে, অমিতবলে, করিয়া আবার নিঃশব্দে চলিয়া গেল; সহরে কার্য্যশ্রোত দেখিতে দেখিতে পূৰ্ব্বমত অক্ষুণ্ণভাবে চলিল। বিলাতেব বাড়ী-ঘর-দ্বারে কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য বশতঃ সহরে অগ্নিদাহের সতত আশঙ্কা। অগ্নি-নির্বাপনের একরূপ সুবন্দোবস্ত না হইলে, বিপদ আরও ভয়ানক হইত। অগ্নিদাহে লগুনের সর্ব্বনাশ অনেকবার হইয়াছে; মহারাণী আলেকজান্ডার শয্যা-গৃহ পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পায় নাই।

বাড়ী আসিয়া, বিশ্রাম করিয়া সেন্ট এণ্ড্রু ঘাইবার জন্ত গোছগাছ করিয়া লইলাম। পরে ক্রমওয়েল রোডে ‘নর্থব্রুক সোসাইটি’তে মিসেস্ কেনের পার্টিতে গেলাম। মিঃ কেন্ সুরাপান নিবারণ চেষ্টা সম্বন্ধে ভাবতের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাও সেই কার্য্যে মনঃপ্রাণ দিয়াছেন। তাঁহার দুই জামাতা—শ্রর হার্বার্ট রবার্টস্ ও মিঃ লুইস—পার্লামেন্টের মেম্বর; দুই জনেই এই কাজে পূর্ণপ্রাণে লিপ্ত আছেন।

মিসেস্ কেন,—মিষ্টার গোথ্লে ও আমার সম্মানার্থ এই পার্টি দিয়াছেন।

টেম্পারেঞ্ কাৰ্য্যে ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের সম্বন্ধ বলিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বিলাতে কিছু কিছু কাজের চেষ্টা করা গিয়াছে বলিয়া, আমাদের এই অভ্যর্থনা। বিস্তর সাহেব-বিবি, ভারতবাসী ও দুই চার জন ভারতবাসিনীও উপস্থিত ছিলেন। গানবাজনা, খাওয়া-দাওয়ারও প্রচুর বন্দোবস্ত ছিল। তারপর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা। আমাকেও বক্তৃতা করিতে হইল। বক্তৃতার পর সাহেববিবিদের বক্তৃতার গুণ-পরিচয়, আশীর্বাদ, Congratulation, ভদ্ৰতা-অনুমোদিত “মাকিক দস্তুর” হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নবপরিচিতিগণের নিমন্ত্রণের খটাও পড়িয়া গেল। গোথ্লে সাহেব বড়লাটের কাউন্সেলের প্রধান মেম্বর ও প্রসিদ্ধ বক্তা; তাহার বাহবা ত জুটিবারই কথা। কিন্তু আমার ভাগ্যেও বাহবার কন্মতি হইল না। কত সাহেব-মেম আসিয়া আলাপ-পরিচয় করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তখন সেদিকে আমার মন নাই। শত শত ক্রোশ দূরে সেন্ট এণ্ড্রুজ নগরে রাতারাতি ঘাইতে হইবে, আবার কাল রাতারাতি ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাহাই ভাবিয়া ব্যাকুল বহিয়াছি এবং ভদ্ৰতার নিয়ম অতিক্রম না করিয়া ট্রেন ধরিবার জন্য পলাইব কেমন করিয়া, তাহাই ভাবিতেছি। পাজীতে দেখিলাম, আজ অশ্লেষা—কাল মঘা; অর্থাৎ, অশ্লেষায় গমন—মঘায় প্রত্যাগমন। ‘রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?’ বলিয়া ত রওয়ানা হইলাম।

দিনের বেলায় সকলেই থার্ডক্লাসে চড়ে। কিন্তু রাত্রিকালে বিনা নিদ্রায় ও ঠাণ্ডা লাগিয়া অন্তঃ হইবে, এই ভয়ে ফাষ্টক্লাসে ও ‘সুপিংকারে’ ঘাইতে বাধ্য হইলাম। অতএব, ৪৫ টাকার জায়গায় যাতায়াতে প্রায় ১২০ টাকা খরচ। লোকসাধারণ থার্ডক্লাসে কেন চড়ে বসিতে কষ্ট হয় না।

স্বয়ং যাইয়া মহাসম্মান গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা সেন্টএণ্ড্রুজ কর্তাদিগের বিশেষ অনুরোধ; এবং বৃহস্পতিবার সেক্রেটারী অব ষ্টেটের ডেপুটেশনে উপস্থিত হইতে হইবে। অতএব রাত্রিতে যাওয়া, রাত্রিতে আসা ভিন্ন উপায় নাই।

গাড়ীর গার্ড কালা-আদমির ফাষ্ট ক্লাসে যাওয়ার স্পর্ধা দেখিয়া, একটু চালাকীর যোগাড় করিয়াছিল। বলিল—“একথানা বেঞ্চ একজন ‘রিজার্ভ’ করিয়াছে, অপর বেঞ্চে আমি যাইলে সে আপত্তি করিতে পারে।” আমি বলিলাম, “তাহাব, আমার সম্বন্ধে, আপত্তি করিবার যে অধিকার, আমারও সেই অধিকার এবং সে আপত্তি আমি করিতেছি।” এই কথা বলিয়া জাঁকিয়া বসিয়া যাওয়াতে গার্ড অপ্রস্তুত হইয়া, কমা প্রার্থনা করিল। পরে পবিচয় পাইলাম যে আপত্তিকারী কোন ভাবত প্রত্যাগত মহামনা ইংরেজ গার্ডকে দুই শিপিং দিয়া আমার ভড়কাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; অকৃতকার্য হইয়া অগত্যা স্থানান্তরে “পথ দেখিলেন।” আব কেহ সে গাড়ীতে আসা দূরে থাকুক, আমি একা বরাবর যাইলাম। বাবুব আফালন দেখিয়া গার্ডসাহেব বরাবর “হুজুর” “মহাশয়” “শ্রব” করিতে করিতে সমস্ত পথ চলিল। পরের প্রলোভনায় অভদ্রতার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া সারা পথ প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে চলিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত চেষ্টাব ফলে দীর্ঘ পথে সমস্ত রাত্র কোন কষ্টই হইল না। বলিয়া রাখা ভাল যে, গাড়ীর গার্ড, Corridor সাহায্যে, সমস্ত রাস্তা আবোহিগণকে যথার্থ “গার্ড” কবিত্তে করিতে যায় এবং ভোর বেলা তুলিয়া দেয় ও চা খাওয়ায়।

বৃধব্দব, ১৭ই জুলাই, সেন্টএণ্ড্রুজ।—পুনরায় এডিনবরার পুণ্যতীর্থেব মধ্য দিয়া যাইতে হইল। পথে গাড়ী বদল করিয়া, যখন সেন্টএণ্ড্রুজ পৌঁছিলাম, তখন ষ্টেশনে ভাইসচ্যান্সেলারের গাড়ী ও লোক অপেক্ষা করিতেছিল। সমুদ্রতীরে তাঁহার বাড়ী; বড় সুন্দর জায়গা, সুন্দর দৃশ্য; কিন্তু সৌন্দর্য্য-ভোগের সময় ত ছিল না। তাড়াতাড়ি খাইয়া লইলাম; মুখহাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া উপাধি বিতরণ-সভাস্থলে যাইলাম। পূর্ববারের পরিচিত বিস্তর লোকের সহিত দেখা হইল। এবং উপাধিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মঙ্গল ইচ্ছা লাভ করিলাম। নূতন লোকও অনেকে পরিচিত হইল। সকলের নাম মনে রাখা অসম্ভব হইতেছে। একজন লণ্ডনের লর্ড মেয়র শ্রর জন ক্রাস্‌বি—ব্যবসায়ী ডাক্তার। ডাক্তার লর্ড মেয়র এই

প্রথম হইয়াছেন। বয়স ৮৩ বৎসর—এখনও যুবকের মত অদম্য তেজ ও উৎসাহ। ইনি ও আর কয়েকজন প্রাচীন অধ্যাপক আমার সহিত উপাধি পাইলেন। ভাইস চেন্সেলার স্তর জেমস ডোনাল্ডসনও প্রাচীন। ৮২ বৎসর বয়সে অল্পত তেজ ও উৎসাহ দেখাইতেছেন।

প্রকাণ্ড সভাস্থল—ছাত্র, অধ্যাপক ও সাহেববিবিতে পরিপূর্ণ। আমার উপাধি-প্রাপ্তিতে আনন্দপ্রকাশ করিবার জন্ত গ্যাণ্ডেরিয়া, বঙ্গার প্রভৃতি ১০।১২ জন ভারতীয় ছাত্র এডিনবরা হইতে কষ্ট ও খবচ করিয়া সেন্ট-এণ্ড্রু গিয়াছিলেন; তাঁহাদের টিকিট ছিল না বলিয়া চুকিতে পান নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি যাইয়া কোন অধ্যাপককে বলিলামাত্র সন্মুখে ও সসম্মানে তাঁহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইল। তাঁহারাও যথেষ্ট প্রীত হইলেন। প্রবাসী স্বদেশবাসীগণ, অপরিচিত এবং অজ্ঞাতনামা একজন দেশবাসীর উপাধি-প্রাপ্তিতে এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, ইহা পরম শ্লাঘা ও সন্তোষের বিষয়।

তারপর সেন্টএণ্ড্রুজের ছাত্রদের পালা। যেমন উপাধি বিতরণ-গৃহে প্রবেশ করিলাম, তাহারা বিকট চীৎকার, অটুহাস্য, হৈ হৈ শব্দ, করতালি ইত্যাদি আহ্লাদধ্বনিতে ঘর ফাটাইতে লাগিল! স্কটল্যাণ্ডেব ছাত্রসম্প্রদায় এইরূপ ভীষণ ভাবেই আনন্দ প্রকাশ কবে।—পাছে আতঙ্কে আমার দাঁতকপাটি লাগে বলিয়া—তাহাদের আনন্দের বিকাশ কিছু নিম্ন মাত্রায় ছিল বলিয়া—বন্ধুগণ আমায় অভয় দিতেছিলেন। এইরূপ তাণ্ডব ভয়ে ভাইস চেন্সেলার র্যাডাম স্মিথ এবার্ডিন-উপাধি-বিতরণ-সভায় ছাত্রদিগকে যাইতে দেন নাই। কেন না কিছু পূর্বেই অপর এক উপাধি-বিতরণে প্রায় ৩০০ টাকার চোঁকি তাহারা ভাসিয়াছিল। চোঁকি ভাসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া, কুকুর বিড়াল ডাক ডাকিয়া এবং ভীষণ তামাসা করিয়া ইহারা এই সকল সভায় আনন্দ প্রকাশ করে;—তাহার জন্ত আমাদের দেশের মত ইহাদিগকে পুলিশে বা জেলে যাইতে হয় না।

অধ্যাপক স্কট ল্যাং আমার গুণগান, ঘটকালী করিয়া, বক্তৃতা করিলেন। অবশ্য তার ভিতর দুই চারটা ভুলও ছিল। তারপর মাথায় টুপী ঠেকাইয়া



( Capping ) এবং লাল রেশমের ছড গলায় খুলাইয়া দিয়া দ্বিতীয়বার LL. D. অথবা D. C. L. উপাধি দান হইল।

তারপর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণের এবং কর্তৃপক্ষের ভোজ-বহুতা। অতঃপর ছাত্রবর্গের সম্মিলন চা-পাটি ইত্যাদি দস্তরমত সব কাজ হইল; তথাপি নিস্তার নাই। এডিনবরার ছাত্রমণ্ডলী ইহার মধ্যে ‘প্রিন্সেস হোটেলে’, সমুদ্রের ধারে তৃতীয় এক ভোজের আয়োজন করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। ছবি তুলিল—আর যতদূর আদর-আপ্যায়ন করিবার করিয়া বিদায় দিল। পুনরায় ‘সুপিংকারে’ আশ্রয় লইয়া সমস্ত রাত্রি ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল হিসাবে দৌড়িতে লাগিলাম। উষা-আলোকে এবং সন্ধ্যা-প্রদোষে একদিনে দুইবার, এডিনবরার মধ্য দিয়া গেলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে একেবারে দেহ অসাড় করিয়া দিল। কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল—তাহা বড় টের পাইলাম না। ‘সুপিংকার’ না লইলে, এই ১২ ঘণ্টা যাইয়া ১২ ঘণ্টা আসা এবং উপযু্যপবি তিন দিন পরিশ্রম করা সম্ভব হইত না। যাহার কৃপায় সকল বিপদে উদ্ধার হইতেছি ও হইবাব অক্ষুণ্ণ ভরসা রাখি, অশ্লেষা মম্বার ফলাফল হইতে তিনি রক্ষা করিলেন এবং তিনিই বৃটিশ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সম্মানে দ্বিতীয়বার সম্মানিত করিলেন। ভবিষ্যৎও তাঁহারই পদ্যহস্তে।

বৃহস্পতিবার, ১৮ই জুলাই, লণ্ডন।—সকালে প্রস্তুত হইয়া প্যালেস চেম্বারে টেম্পারেঞ্চ কমিটি-ঘরে গেলাম। শ্রর হাববার্ট রবার্টস্, মিষ্টার গোথ্লে, শ্রর উইলিয়ম ওয়েডারবর্ন, রেভারেণ্ড মিষ্টার এণ্ডারসন্, গুড্‌উইন এবং প্যারেথ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। কমিটি-মিটিঙের পর ইণ্ডিয়া অফিসে, সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া, লর্ড ক্রুর নিকট যাওয়া গেল। লর্ড কিনেনয়ার্ড, পার্লামেন্টের মেম্বর জোনস্ মিষ্টার চার্লস রবার্টস সেক্রেটারী অব কলেজের ভূতপূর্ব অণ্ডার সেক্রেটারী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার ভার ছিল—মিষ্টার গোথ্লে, রেভারেণ্ড মিষ্টার এণ্ডারসন্ এবং আমার উপর। লর্ড ক্রু তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন—“India is fittingly represented by two of her best known and most eloquent of public men, Messrs. Gokhale and



মিষ্টার রবার্টস্ এম. পি. এবং গ্রন্থকার।

Sarvadhicary. I am deeply impressed by what has been urged by Mr. Sarvadhicary and shall with sympathy communicate the same to the Government of India for communication and action, as far as possible."

শ্রীর উইলিয়াম ওয়েডাবর্ণ ও পার্লামেন্টের মেম্বর জোনস সাহেব আলাপ করিলেন এবং নানাক্রমে আপ্যায়িত কবিলেন।

সাময়িক সাহিত্য-সেবামন্দিরের দ্বারবানদিগের সহিত যথেষ্ট সদ্ভাবের অভাবে এ সকল বক্তৃতা বিপোর্ট হইতেছে না এবং যত লোকে যত মিষ্ট কথা বলিতেছে, তাহাব একটা তালিকাও থাকিতেছে না; ইহা বেধায় আপ্শোষের কথা!

ইণ্ডিয়া অফিস হইতে বরাবর স্পেশাল ট্রেনে (আবার ফাষ্ট ক্লাসে) প্যাডিংটন ষ্টেশন হইতে রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জের উইণ্ডসর ক্যাসেল প্রাসাদে গেলাম—বাগান-পার্টির নিমন্ত্রণ ছিল। যদিও আমি অল্প দিন বিলাতে আসিয়াছি এবং বহুদিন পূর্ব হইতে এ সকল পার্টির নিমন্ত্রণ হওয়া দস্তুর, তথাপি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়া এ নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। টেম্‌স্‌ নদীর ধারে পাহাড়ের উপর, উইণ্ডসর ক্যাসেল অতি সুন্দর স্থান—রাজারানীর প্রিয় বাসস্থান। বাগান-পার্টি লোকে লোকারণ্য—লাট, বা এটপত্নী একটা দেখিয়া আমরা ভারতবর্ষে জড়সড় হই; সেইরূপ শত শত লাট, লাটপত্নী চারি-পাশে ঘুরিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মমোহন অধ্যায় সজীব ভাবে যেন দেখিলাম; ভারতে উপটোকনপ্রাপ্ত বিচিত্র তাঁবু অতিথিগণের অভ্যর্থনার জন্য পড়িয়াছে; ভাবতীয় সাজ সজ্জায় তাঁবু সুশোভিত; ভারতের সেনাপতিগণ এখানে বাজার আদালী; ভারতবাসিগণকে প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করা হইল। সভাজন-পরিবেষ্টিত রাজারানী সকলের সহিত সদালাপে আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখানে রাজসকাশে নিমন্ত্রণ, আমাদের দেশের রাজপ্রতিনিধির নিমন্ত্রণের মত সহজ নয়। এইরূপ নিমন্ত্রণ এখানে বিশেষ গৌরবের বিষয়—বিলাতের লোককে অনেক যোগাড় করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়।

প্রথমে বৃষ্টি হইয়া, একটু গোলযোগ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। তারপর মেঘ কাটিয়া গিয়া, বেশ রোদ্দ হইল। বাগান পার্টি উপলক্ষ করিয়া একখানা এরোপ্লেন আকাশে উড়িয়া অনেক তামাসা দেখাইল। বৃহৎ হাওয়াব জাহাজ মাথা নোয়াইয়া রাজ-অভিবাদন করিল; বড়মুন্দের দেখাইতেছিল। গণ্যমান্ত অনেক লোকের সহিত দেখা হইল; নূতন পরিচয়ও অনেক হইল। রাজবাটা—রাজ-উঠান—কতক ঘুরিয়া দেখা হইল; সব দেখা সাধ্য নয়। নূতন ধরণের বাড়ী। বাটা-বাগান, বৈঠক, সাজগোজ দেখিয়া চমক লাগিয়া গেল। গঠন-প্রণালী অতি চমৎকাব। চিত্রে উইণ্ডসর প্যালেস, আর প্রকৃত উইণ্ডসর প্যালেসে, বিস্তর পার্থক্য।

মিষ্টার আমীর আলি, স্ত্রীর ফ্রান্সীস ম্যাকলীন ( আমাদের ভূতপূর্ব চীফ জুটিস ) ও কংগ্রেস ও যুনিভারসিটিব বিস্তব প্রতিনিধি ও অধ্যাপকদের অনেকের সহিত দেখা হইল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনার জ্ঞতাই যেন এই আয়োজন।

সকলেই বিশেষ স্নেহ-যত্ন অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্রবর্তী সাহেব বলিলেন তাঁহার কেব্রিজের বন্ধু লুইস সাহেব—তিনি পূর্বে এলাহাবাদ-যুনিভারসিটির বেজিষ্ট্রাব ছিলেন—বিশেষ অনুগ্রহ স্চক মত প্রকাশ কবিয়াছেন।’ স্ত্রীর হার্বার্ট রবার্টস্ বলিলেন, তাঁহার খুড়ী, ( না পিসী ) মঙ্গলবারের বক্তৃতা বড় তারিফ করিয়াছেন।’ এইরূপ অনেক কথা হইল। ডাক্তার রায় সাহেব বলিলেন, “তুমি বিলাতের লোককে যাহ্ করিয়াছ ( Fascinated ), অতএব দেশে যাইয়া আমি তোমার যথোপযুক্ত নিন্দা করিব।” আগামী সপ্তাহে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইবেন এবং আমার নিন্দাবাদ কার্যে ব্রতী হইবেন, বলিয়া বায়না দিলেন—উত্তম কথা; ইহা বিশেষ নূতন কিছু হইবে না।

শুক্রেবার, ১৯শে জুলাই, লণ্ডন।—অন্ত সকাল হইতেই মেঘাচ্ছন্ন। সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছে। শীতও হইয়াছে। জল হাওয়ার জ্ঞতও বটে, আলস্তের জ্ঞতও বটে, এবং ভারতীয় ডাক লিখিবার খাতিরে সকালে কোথাও গেলাম না।

কিন্তু সকাল হইতে বাড়ীতে লোকে লোকাবণ্য। চিঠিপত্র ভাল কবিতা লিখিবাব সময় পাইলাম না, হয় কাজের গতিকে বাহিবে থাকিতে হয়, না হয় বাড়ীতে কত লোক আসিয়া কত কথা কয়, তাহাব ইয়ত্তা নাই। অতএব আবাম বিশ্রামেব সময় পাইতেছি না। ডবল ‘এল. এল. ডি,’ হইয়া মহা বিপদ হইয়াছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত মনে কবিতা নানা লোকে পৰামৰ্শ কবিত্তে আসে অনেকেব বিশ্বাস যে পৃথিবীতে হেন বস্তু নাই যে, এল. এল. ডিৰ অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতব্য। বিলাতী লোক এ সম্বন্ধে বিশেষ অবুর। যাহাকে যেমন পাবি, “জ্ঞান, উপদেশ এবং পৰামৰ্শ দানে বাধিত কবিত্তে” বিস্তৰ সময় যাইতেছে।—অনেকে শুধু অভ্যর্থনা-আশীৰ্বাদ কবিত্তে আসেন। তাঁহাদিগেব সঙ্গে কথা বাতায় তত পৰিশ্রম হয় না। বিশ্রাম, বইপড়া, এমন কি, কাগজ পড়া চিঠি-লেখাব অবকাশ নাই। কাগজে কাগজে নিন্দাপ্ততি অনেক বাহিৰ হইতেছে, তাহাও দেখিবাব সময় না হওয়াতে মগজমস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকাব সুবিধা হইতেছে, নতুবা অস্বাভাবিক অসম্ভব নয়।

শুক্ৰবাৰ, ১৯শে জুলাই, ১৯১২, ৭শুন।—শুক্ৰবাৰ ভাৰতীয় মেল চিঠি লিখিয়া পিকাৰ্ডেলিৰ নিকট ট্রোকিডাবো হোটেলে গোথ্লে সাহেবেব অভ্যর্থনা সভায় গেলাম। ভাৰতবাসাদিগেব মিলিত হইবাব স্থান ক্ৰমওয়েল বোডে ক্ৰমওয়েল হাউস বহিয়াছে, সেখানে এ সভা না হইয়া, একটা হোটেলে হইল কেন, ভাল বুঝিতে পাবিলাম না। মিসেস কেন আমাকে ও গোথ্লে সাহেবেকে যে পাৰ্টি দিয়াছিলেন, তাহা ক্ৰমওয়েল হাউসে হইয়াছিল, বিস্তৰ লোকও হইয়াছিল। শ্ৰাব বাজেজ্জ মুখোপাধ্যায়, এস, পি, সিংহ প্রভৃতিব সঙ্গে দেখা হইল। জাহাজে যে মিসেস বাওএব সহিত আলাপ হইয়াছিল তাঁহাবও সহিত দেখা হইল। মিসেস ছবে তাঁহাব বাড়ী যাইবাব নিমন্ত্ৰণ কবিলেন। আবও অনেক সাহেব মেম কত নিমন্ত্ৰণ কবিলেন। যদি নিমন্ত্ৰণ খাইতে অত খবচ না হইত, আব অনুখ ও সময় নষ্ট না হইত, শুদ্ধ নিমন্ত্ৰণ খাইয়াই বিলাতবাস কিছু কাল হইতে পাবিত। শ্ৰাব মঞ্চাবজি ভবনাগরি, মিঃ গোথ্লেব সম্বন্ধে দীৰ্ঘ বক্তৃতা কবিলেন।

শনিবার, ২০শে জুলাই, ১৯১২ ।—‘হেগ ইন্টার ত্রাশানাল কন্ফারেন্স অব মরাল এডুকেশনে’ যাইবাব দিন স্থির বহিয়াছে ; ততদিন পর্য্যন্ত বাধা পড়িয়া থাকিতেই হইবে। তারপব হেগ কন্ফারেন্স শেষ হইলে, যুরোপেব দেশ কয়টা বেড়াইয়া বৃত্তিসী হইয়া, ইজিপ্ত হইয়া, বাড়ী যাইবাব ইচ্ছা আছে। সকালের ডাকে, কেম্ব্রিজ হইতে পত্র পাইলাম বে, ২৭শে জুলাই হইতে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ‘য়ুনিভার্সিটি এক্সটেনশান্ লেক্চার্স’ হইবে এবং তথায় নিমন্ত্রণ—‘ডেলিগেট’ হিসাবে।

ইংলেণ্ডেব প্রধান যুনিভার্সিটিতে, কিছুদিন লেখা-পড়াব চর্চাব সঙ্গে, আধুনিক প্রণালী-পর্য্যবেক্ষণেব সুবিধা হইলেও হইতে পাবে, মনে হইল। কলেজ প্রভৃতি বন্ধ বলিয়া লেখাপড়াব চর্চা দুবে যাক, লেখাপড়া কি প্রণালীতে হয়, তাহা দেখিতে পাই নাই। সবই উপব উপব দেখা হইতেছে। ঘর-বাড়ী-বাগান দেখা হইয়াছে। কেম্ব্রিজ যুনিভার্সিটি Vacation term অর্থাৎ ছুটীব পড়া বলিয়া একটা নূতন সৃষ্টি করিয়াছে এবং যুনিভার্সিটির বাহিরের লোকের শিক্ষাব সাহায্যেব জন্ত University Extension Lecture আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতে বড় বড় অধ্যাপক নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আমাদের দেশে আমবা সামান্যভাবে এই কাজ অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিতেছি। ইহার প্রণালী বৃত্তিবার এমন সুবিধা আব হইবে না। পুনরায় বিখ্যাত-চেষ্টার উপলক্ষ করিয়া, পি. সি. রায় সাহেব অনেক উপহাস করিলেন।

যে এয়ার্ডিন যুনিভার্সিটি উপাধি দিয়া ধন্ত করিয়াছেন, তাহার হলের দ্বারের উপর Motto লেখা আছে :—

“They say : What say they, Let them say” “তারা বলে ; কি বলে ? আচ্ছা যা বলে বলুক”—সে কথা বায়-মহাশয়কে স্ববণ করাইয়া দিলাম। জীবনের মূলমন্ত্র ইহা করিতে পারিলে, পথে কাটাখোচা বড় কিছু করিতে পারে না। যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সম্মানহৃচক উপাধিদানে আমায় গৌরবান্বিত করিলেন, ইহা তাঁহাদের মূলমন্ত্র তাহা জানিতাম না।

বেলা ১টার সময় ফ্রেডরিক গ্রব্ সাহেব আসিয়া তাঁহার উইঙ্ঘল্ডনস্টিচ

বাড়ীতে লইয়া গেলেন। একটা শনিবার, রবিবার তাঁহার বাড়ীতে কাটাইবার জন্ত আমার বহুকাল হইতে নিমন্ত্রণ ও পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন; নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। এ সপ্তাহে অবকাশ থাকাতে, তাহা হইল। গ্রন্থ সাহেব ‘টেম্পারেন্স এসোসিয়েশনে’র সেক্রেটারী—বিনীত ভদ্র লোক। আমার কি করিয়া আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য দিবেন, তাহার জন্ত তিনি ও তাঁহার স্ত্রী দুইদিন যে যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাহা বলিতে পারি না;—নিজ হস্তে জুতা পর্যান্ত আনিয়া দিয়াছিলেন! ইংরাজ আতিথ্য জানে না—একথা যে বলে সে মূর্থ। তবে, ভদ্র ইংরাজকে তাঁহার গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে না দেখিলে, তাঁহাকে ঠিক চেনা যায় না। এবং ভদ্র ইংরাজ সহজে কাহাকেও নিজ গৃহ-গণ্ডির ভিতর ঢুকিতে দেন না। যে একবার সে গণ্ডির ভিতর স্থান পাইল, পরিবার মধ্যে তাহার অবাধ গতি। সময়ে সময়ে সে অধিকারের অপব্যবহার করিয়া অপদার্থ কোন কোন ভারতবাসী স্বদেশের মুখে কালিমা লেপন করিয়াছে বলিয়া আজ বিলাতে ভাবতবাসীর এত অনাদর।

উইম্বলডন লণ্ডনের উপনগর; নিকটেই লর্ড মর্লি বাস করেন। বিস্তর লোক প্রত্যহ সহরে যাতায়াত করে; সহরকে সহর—পল্লিগ্রামকে পল্লিগ্রাম—উইম্বলডন, ইলিং, হ্যাম্পস্টেড হিড, বেসে ওয়াটার ইত্যাদি নানা উপনগরেই লণ্ডনের স্বাস্থ্য রাখিতেছে। গ্রন্থ-পরিবার তাঁহাদের বাটীতে থাকিবার জন্ত বরাবর আমার জেদ করিতেছেন। এইবার কাজশেষ হইয়া গেছে; তাঁহার আবার পীড়াপীড়ি করিলেন যে, দিন কয়েক আমাদের বাড়ীতে থাকুন। কিন্তু কেব্রি জ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, অতএব তাহা হইবে না, বলিলাম।

গ্রন্থের একমাত্র পুত্র গত বৎসর মারা গিয়াছে। গ্রন্থ-পত্নী এখনও শোকাकुলা; তথাপি আমার আরাম সুবিধার জন্ত যতদূর কষ্ট করিবার করিতে লাগিলেন।

আহারের পর, দীর্ঘ বেলা কাটাইবার জন্ত, ‘রয়েল একাডেমি’র এ বৎসরের ছবি দেখিতে গেলাম। প্রতি বৎসর যত নূতন ছবি, প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে ভালগুলি বাছিয়া বৎসর বৎসর এক একজিবিশন্ হয়।

অতি চমৎকার সমাবেশ ; চিরদিন স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবার উপযুক্ত অনেক ছবি দেখিলাম । তবে, পুরাতন চিত্রকরদিগের নমুনার মত উচ্চ-শ্রেণীর শিল্প আর সহজে জন্মিবে, অনুমান হয় না । কয়েকখানি খুব উচ্চ অঙ্গের ছবি দেখিলাম ।

পথে এক হোটেলে আহাৰ করিয়া ‘রয়াল থিয়েটারে’, ‘মাইলষ্টোন’ নামক নূতন নাটকের অভিনয় দেখিতে গেলাম । অনেকে এই থিয়েটার দেখিবার জন্ত স্পারিস করিয়াছিলেন । ইহাই নাকি এখন ইংলণ্ডের প্রধান থিয়েটার ; আর এই নাটকের প্রতিপত্তি খুবই চলিয়াছে । লোকের ভিড়ও তেমনি । আমরা ভাল স্থান পাইলাম । সঙ্গে সঙ্গে বই কিনিয়া পড়িয়া লইলাম । ঘটনা—১৮৬৫ সালে ১ম দৃশ্য—১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় দৃশ্য—১৯১২ সালে তৃতীয় দৃশ্য—অতএব, অলঙ্কারশাস্ত্রমতে এবং Rules of unities হিসাবে, ইহা Bad Drama । চমৎকারিত্ব ও বিশেষত্ব দেখিলাম না । তবে ঘটনা-বিব্রাস মন্দ নয় । যাহারা প্রথম-বয়সে পিতৃমাতৃদ্রোহী হইয়া স্বাধীন মত স্থাপন করিতে পিয়াছিলেন, শেষ-জীবনে তাঁহারাই সংকোৰ্ণচেতা হইয়া পড়েন,—তাঁহাদের সম্ভাবনাও পিতৃমাতৃদ্রোহী হইয়া নিজের মত স্বাধীনভাবে চালাইতে যায়, এবং পিতামাতাকে সমান কষ্ট দেয়;—ইহাই এই নাটকের প্রতিপাদ্য । ইংরাজ এতদিনে ইহা বুঝিতেছে শিথিতেছে—ইংরাজভক্ত ভারতবাসীও কালে পুনরায় ইহা বুঝিবে—আশা আছে ।

রাত্রি বারটার সময় উইম্বলডনে ফিরিয়া গেলাম । শয়নের পূৰ্বে গ্রন্থ-সাহেবের সহিত ভারতের সামাজিক অবস্থার কথা অনেক হইল । ভারতের রমণী দাসী নয় ; পাত্র-বিশেষে, গৃহ-বিশেষে, তাঁহারা দেবতাস্থানীয়া ইহা বুঝাইয়া দিলাম ; কথাটা তাঁহার ভাল লাগিল না । রমণী-নিৰ্ধ্যাতন আমাদের প্রধান কার্য, ইহাই সাধারণ ইংরাজের বিশ্বাস । আমাদের অপেক্ষা হীনতর জাতিভেদ ও রমণী-নিৰ্ধ্যাতন ইংরাজ-সমাজের শিষ্য শিষ্য—স্তরে স্তরে রহিয়াছে কি না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়াতে গ্রন্থ-সাহেবের চমক ভাঙ্গিল । বিরক্ত হইলেও কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে পারিলেন না ।



ববিবার, ২১শে জুলাই, ১৯২১।—উম্বইল্ডন্ হইতে কিছু দূৰে, বাল্লাহাম নামক স্থানে ‘কোয়েকব’-সম্প্রদায়েৰ এক গিৰ্জা আছে। সেই খানে গিৰ্জায় বহুতা কবিবাব জন্তু, গ্ৰন্থ সাহেব আমায় জেদ কবিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে এই নিমন্ত্ৰণ, ট্ৰেণ এবং টাম কবিয়া, নগৰ উপনগৰ দেখিতে দেখিতে, সেখানে যাওয়া গেল। কুড়ি মিনিট বহুতা কবিবাব কথা ছিল—বলিতে বলিতে এক ঘণ্টা হইয়া গেল। ভাবতেব ধৰ্ম্ম, সামাজিক অবস্থা শিক্ষা—ও সঙ্গে সঙ্গে বাজ-নৈতিক—অনেক কথাৰ অবতারণা হইল। সভান্তে যে ভাষাৰ বক্তাকে সভাব মুখপাত্ৰগণ ধন্যবাদ দিলেন, তাহা কালিকলমে লিখিতেও লজ্জা বোধ হয়; অতএব, তাহা লিপিবদ্ধ কবিতে পাবিলাম না। ইংৰাজেৰ যে যে বিষয়ে দোষ দেখান সম্ভব, তাহা দেখাইয়া দিতে ক্ৰটি কবি নাই; সভাব বিশেষ আনন্দেৰ কাৰণ তাহাই। মনে হইয়াছিল, যে, শ্ৰোতৃবৃন্দ ইহাণ্ডে অসন্তুষ্ট হইবেন। তাহা হওয়া দূৰে থাক, তাঁহাদেৰ প্রশংসা, ধন্যবাদ, ও পুনৰাগমন-নিমন্ত্ৰণেৰ জেদ, দেখিয়া আশ্চৰ্য্য হইতে হইল। ভাবতবৰ্ষ ও ভাবতবাসী সম্বন্ধে সাধাৰণ ইংৰাজেৰ এত বিশাল অজ্ঞতা ও অন্ধকুসংস্কাৰ যে, তাহা নিবারণেৰ জন্তু ভাবতহিতৈষী ইংৰাজ ও ভাবতবাসী মাত্ৰেৰ নিয়ত বিশেষ চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন। আব মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞ, সম্মানভাজন ও সচ্চবিত্ৰ, স্বধৰ্ম্মনিবত প্ৰবীণ ভাবত-বাসীৰ বিলাতে যাইয়া, বিলাতবাসীদিগকে দেখা ও দেখা দেওয়া বড় দৰকাৰ। ভাবতেৰ কথা বাহাৰা ভাল জানে ও বোঝে, এমন ইংৰাজ অনেকেই ভাবত-বিদ্বেষী;—এই জন্তু এই অবটন ঘটিতেছে।

অমনি-বসেৰ ছাদে চড়িয়া সহৰ দেখিতে দেখিতে ‘ক্লাপহাম কমন্’ প্ৰভৃতিৰ মাৰুখান দিয়া ব্লাক ‘ফ্ৰায়াৰ ব্ৰিজ’ হইয়া, ‘সেন্টপলস্ ক্যাথিড্ৰালে’ গেলাম। পথে, মেকলে যে বাড়ীতে বাস কবিতেন, স্পৰ্জন্ যে গিৰ্জায় ধৰ্ম্মোপদেশ দিতেন, ‘ক্যাসল এলিফেণ্ট পবলিক হাউস’, প্ৰভৃতি অনেক বিখ্যাত স্থান দেখিয়া গেলাম। ব্লাক ফ্ৰায়াবেৰ পুলেৰ উপৰ হইতে লণ্ডনেৰ সুন্দৰ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেন্টপলস্ ক্যাথিড্ৰাল এখান হইতে যেমন সুন্দৰ দেখায়, নিকটে তেমন দেখায় না, কাৰণ, তাহাৰ নিকটে ঘেঁষিয়া অনেক বড় বড়

বাড়ী হইয়া পড়িয়াছে এবং রাস্তা এমন সরু যে এই মহামন্দির-সৌন্দর্য্য যেন চাপা পড়িয়াছে। কালির ধোঁয়ায় প্রস্তুত ত সব কালীমূর্তি হইয়া গিয়াছে।

মন্দির-চূড়া, নদী-গর্ভ হইতে প্রায় ৪০০ ফুট উচ্চ; গির্জার গম্বুজ রোমের সেন্টপিটার্সের অনুরূপে গঠিত। বিখ্যাত শিল্পী রেণ ইহার নিৰ্ম্মাণ-কর্তা এবং এই মহামন্দিবে তাঁহার সমাধির উপর লিখিত আছে—  
“Si Monumentum Queris, Circumspice”, অর্থাৎ ‘এই মন্দির-নিৰ্ম্মাতার কীর্ত্তিস্তম্ভ অনুসন্ধান করিতেছ? চারিদিকে চাহিয়া দেখ।’ যে মন্দির গঠন করিয়াছেন, রেণের তাহাই অমরকীর্ত্তিস্তম্ভ।

আমরা যখন পৌছিলাম, তখনও উপাসনা কার্য্য শেষ হয় নাই। সুন্দর সংগীত-সংযোগে যেন পূর্ণ হিন্দুভাবেই ভগবানের পূজা চলিতেছিল। সেই বিপুল, মহান্ মন্দিরের ভিতর বিশ্বনাথের মহাপূজায় প্রাণমন মিলিয়া গেল; ধূপ-ধূনা, দীপ, ঘণ্টা ও মেরি, এবং ‘এপসলদে’র প্রস্তরমূর্তি, বোম্যান-ক্যাথলিকদিগের নিকট হইতে ‘চচ্চ অব ইংল্যান্ড’ ক্রমশঃ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু পূজা বিধির উপরই বা তবে এত আক্রোশ কেন?

মন্দিরের ভিতরেব কারুকার্য্য ও স্থাপত্যকার্য্য—উভয়ই সুন্দর। মহাকায়, অথচ সৌষ্টবশালী, সেই প্রকাণ্ড গির্জার ভিতর স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে হয়। শশ ও কীর্ত্তি-পথের পথিক অনেক বীৰপুরুষ ও প্রধান প্রধান মনীষিগণের প্রস্তরমূর্তিও ভিতরে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু ভগবৎ-মন্দিরের ভিতর ওয়েলিংটনের অশ্বারোহী রণমূর্তির গ্রায় মূর্তি ভাল লাগিল না।

‘সেন্টপল্‌স্ চার্চ-ইয়ার্ডে’র ভিতর দিয়া এব সাহেবকে হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় বিরক্ত করিতে করিতে চলিলাম। বক্তৃতার দোড়ে ‘কুক এণ্ড সন্স’র ব্যাঙ্ক বই রাস্তায় পড়িয়া গিয়া হাত বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। জনৈক পথিক উঠাইয়া বাঁচাইয়া দিল।

তার পর চীপ সাইড, প্যাটারনষ্টার রো, রয়াল এক্‌শেঞ্জ, মানসন্ হাউস, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড, গিল্ডহল, বার বিল চার্চ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে ‘বেনেট’ স্বড়ীওয়ালার ঘড়ী দেখিলাম। ঘণ্টা বাজিবার সময় তিন বীরমূর্তি হাতুড়ি দিয়া

ঘণ্টায় বা দেয়। তাহা দেখিতে সময়ে সময়ে এত লোক জমে যে, পুলিশ দিয়া ভিড় ঠেলিতে হয়। তবে আজ ববিবাব। লণ্ডন নগর যেন নিদ্রাচ্ছন্ন। কাজেই আমবা দেখিলাম ভাল।

এব-পবিবাবেব সহিত মধ্যাহ্নভোজন কবিয়া বিদায় হইলাম। শ্রাব জেম্‌স্ ডন্‌লপেব সহিত দেখা কবিবাব কথা ছিল; অনেক চেষ্টা কবিয়াও বাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম না। ইংলণ্ডে যত বড় লোক হউক, ঠিক ঠিকানা জানা না থাকিলে, বড় গোল; কেহ কাহাকেও চেনে না। তাব পব শ্রীযুক্ত পি. কে. বায়েব স্ত্রীব সহিত দেখা কবিতে গেলাম। ববিবাব তাঁহাব বাড়ীতে অনেক লোক জোটে, শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ পাউয়েল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তিব সহিত দেখা হইল।

ববি বাবুব কবিতা ইংবাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশেব জ্ঞাত বোডেন্‌ষ্টীন, জঁট্‌স্ প্রভৃতি সহদয় ইংবাজ বন্ধুগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ কবিতেছেন। কোন কোন বৈঠকে তাহা পাঠ হইতেছে। দুই-এক জায়গায় আমাব আত্মানও হইয়াছিল। ইংবাজী অনুবাদ সাহায্যে, ববি বাবুব ত্রায় প্রতিভাশালী লোকেব কবিতা যুৰোপবাসীব নিকট সমাদৃত হইলে দেশেব প্রভূত মঙ্গলেব সম্ভাবনা।

সন্ধ্যাব পব আমাদেব বাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী ছেলে জুটিল। গল্প-কথায় অনেক বাত্ৰি হইল।

সোমবার, ২০শে জুলাই।—ভাবতীয় ডাকেব চিঠি আজ কতক আসিয়াছে, কাল কতক আসিয়াছে, এবং সন্ধ্যাব পব কতক আসিল।

চিঠিব কতক কতক অংশ প্রফুল্ল বায়কে পড়িয়া শুনাইয়া চমক জন্মাইয়া দিলাম। আমাদেব মেয়েদেব সম্বন্ধে তাঁহাব অজ্ঞতা ও অন্ধতা যথেষ্ট; কেন না তিনি অভুক্তভোগী। চিঠি শুনিয়া যেন কতক অজ্ঞান কাটিয়া গেল মনে হইল। বন্ধুবান্ধব ডবল 'এল. এল. ডি.'ব সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। অনেক চিঠিপত্র ও খববেয় কাগজেব সাবাংশ পাইলাম। তাহাদেব স্মৃথেই আমাব স্মৃথ। চাটুয্যে মহাশয়েব আন্তরিক আশীর্বাদেব অবধি নাই। ছেলেপুলে ও পবিবাববর্গেয় উৎফুল্ল উৎসাহে

হৃদয়ের বল বাড়িল ; তাহাদেব সন্তুষ্ট হইবার কথা, হইবেই ত । চাঁদনীর দর্জী পর্য্যন্ত স্মৃতি হইয়া পত্র লিখিয়াছে । মানুষের ইহাতেই নিজেকে ধৃত্ত জ্ঞান করা উচিত । সকলেরই মেহাভিভাষণ ও আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য । ভগবান সকলকে মঙ্গলে এবং সুখে রাখুন,—এই প্রার্থনা । বহুদূবে পড়িয়া আছি । তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত আর ভরসা নাই ।

শ্রুত হেনরি রস্কো, বিখ্যাত কেমিস্ট ; পি. সি. বায় দ্বারা আমায় দেখা করিবাব জন্ত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন । একত্র গেলাম । রস্কোব সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল । ভারতীয় ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্ত অনেক করিয়া বলিলাম । তাঁহার জামাতা ম্যালেট এখন এ বিষয়েব অধ্যক্ষ হইয়াছেন । প্রাচীন স্থবির ঋষিতুল্য মহাজনের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম । ডাক্তার জগদীশ বসু ও রায় সাহেবের গ্রায় বিজ্ঞানবিৎ রয়াল সোসাইটির মেম্বর হন না, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় ; পি. সি. রায়কে সরাইয়া দিয়া একথা বার বার বিশদভাবে বলিলাম । তিনিও সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইবেন । তবে বাধা অনেক । বৈজ্ঞানিকগণেব মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ যতটা, অন্ত সম্প্রদায়ে ততটা বড় দেখা যায় না । একজনের সঙ্গে কথা কহিলেই দশ জনেব “হাঁড়ীর খবর” পাওয়া যায় ।

ভারপব, ‘ইলিয়ট ফ্রাই’ নামক বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদিগের নিমন্ত্রণ অনুসারে নূতন ‘গাউন ও হুড’ পরিয়া ছবি তোলাইলাম । তাহারা যুনিভার্সিটি “গার্পের” জন্ত এই ছবি তুলিতে চায়, বলিয়া লিখিয়াছিল এবং বারংবার জেদ করিয়াছিল । ‘ডার ষ্ট্রীট ষ্টুডিও’ নামক ছবিওয়ালার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ; কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার সময় পাইলাম না । কারণ আজ সমস্ত দিন চুৰ্যোগ ও বৃষ্টি ।

‘থ্রাসগ্যাল লিবারেল ক্লাবে’ এম্. পি. সিংহ-মহাশয় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । তাহা রক্ষা করিয়া, দেশে ফিরিবাব জাহাজের বন্দোবস্ত করিতে ‘কুক এণ্ড সন্স’র বাড়ী গেলাম । এখনও সুবিধামত বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না । পুনরায় যাইতে হইবে । রায়-সাহেব বাড়ী যাইবেন, এই মেলে । মন বড়

উতলা হইয়া উঠিয়াছে। কেশ্ব-জ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ না কবিলে, বোধ হয়, এই মেলেই চলিয়া যাইতাম।

ভ্রমণ-কথা লিখিতে বাত্ৰি ১২৥ বাজিয়া গেল। যৎসামান্য যাহা লিখি তাহাই লিখিবাব সময় পাই না। ছেলেমেয়েদেব ইহাতেও মন উঠে না। খুকী বলিয়াছিল—“যেখানে যথুনি যা দেখবে, তাই আমাদের লিখবে।” তা’ ত হ’য়ে উঠছে না। এই দেবাক্ষব তাহাবা পড়িতে পাবে না—বুঝিতে পাবে না। আবাব বেশী কবিয়া লিখিবাব যবমাইস কবে। বোধ হয়, অপাঠ্য কাগজ নাড়াচাড়া কবিয়াও সঙ্গসুখলাভ কল্পনা কবিয়াও তাহাদেব আনন্দ। মায়াব নিয়মই এই, আশ্চর্য্যও তাই।

দিনে এত পবিশ্রম কবি, তথাপি বাত্ৰিতে শীঘ্র নিদ্রা আসে না। শয্যাগ্রহণ কবিলেই, নানা চিন্তা আসিয়া মন অধিকাব কবে। নিদ্রাব বন্ধাবত হয়, শান্তি দূৰ হয় না; শব্দবাব শাস্ত ভাব কোন মতেই দূৰ হইতেছে না।

মঙ্গলবাব, ২৩শে জুলাই, ১৯১২।—‘ইটন’ কলেজেব হেড মাষ্টাব মধ্যাহ্ন ভোজনেব নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলেন। বিলাতেব স্কুলেব মধ্যে ‘ইটন’ ও ‘হ্যাবো’ প্রধান। কথিত আছে যে, ইংলণ্ডেব বীবগণ ইটনেব ক্রীড়া-প্রাস্তবেই বণপাণ্ডিত্যে প্রস্তুত হয় এবং সেই ক্রীড়া-প্রাস্তরেই ইংলণ্ডেব যাবতীয় যুদ্ধেব জয়পবাজয় স্থিৰ হয়। অর্থাৎ প্রধান স্কুলে বিশিষ্ট বংশেব বালকেবা যে শিক্ষায় গঠিত হয়, সেই শিক্ষানুসাবেই তাহাদেব ভাবী জীবনেব ফলাফল স্থিৰ হয়। সময়েব অন্নতাব জন্ত এই মহা-নিমন্ত্রণ বক্ষা কবিতে পাবিব না। ‘হ্যাবো’ স্কুলেব নিমন্ত্রণ বক্ষা কবিব, লিখিয়া দিলাম। সকাল হইতে “লোকযাত্রী” এত অধিক আসিতে লাগিল যে, যথাসময়ে পত্রাদিৰ উত্তব দিবাব সময় পাইলাম না। পঞ্জাবেব ভূতপূৰ্ব সিবিলিয়ান কোল্ডষ্ট্রীম সাহেবেব সঙ্গে কংগ্রেসেৰ পাৰ্টিতে দেখা হইয়াছিল; তিনি আসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিলেন। মিউটনীৰ গল্প, মিউটনীৰ সময়ে পিতৃদেবেব ইংরাজ সাহায্যেৰ গল্প প্রভৃতি অনেক হইল; ভাবত ‘সার্ভে’ বিভাগে তাঁহাব পুত্র কাজ কবেন। পুত্রেব সহিত ও পাত্রী হল্যাণ্ডেব সহিত আলাপ করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

বিলাতে আসিলাম, অথচ ব্রিটিশ মিউজিয়াম (British Museum) এ পর্য্যন্ত দেখা হইল না—বড় লজ্জার কথা বলিয়া দেখিতে গেলাম। প্রস্তর-মূর্তি, শিল্পদ্রব্য ও পুস্তকসম্ভার এরূপ নাকি কোথাও নাই! ইংবাজী ভাষায় সচিত্র সমস্ত গ্রন্থ এখানে আছে। বড় বড় লোকের হস্তাক্ষর কত শত শত বহিয়াছে, পুৰাণ পুঁথি নানা ভাষায় কত সহস্র সহস্র রহিয়াছে, মুদ্রিত পুস্তক কত লক্ষ লক্ষ রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্যারিসে ও অত্রাণ্ড স্থানে পুরাতন প্রস্তরমূর্তি অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত কোথাও নাই। শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী যে উচ্চ ধরণের হইয়াছে, তাহা দেখিবার। কলিকাতা মিউজিয়াম হইতে সম্প্রতি কতকগুলি জিনিস এখানে আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল। মিউজিয়ামেব ট্রষ্টী-স্বরূপে তাহাতে বাধা দিয়া, আমি কৃতকার্য হইয়াছিলাম। সেকথা এখানে দাঁড়াইয়া মনে করিয়া আজ কষ্ট বোধ হইল।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামেব পড়িবার ঘর অতি অদ্বিতীয় জিনিস; শুদ্ধ সেইটাই দেখিলেই জন্ম সার্থক হয়। সবস্বতী-উপাসনার এমন প্রকৃষ্ট মন্দির আব কোথাও আছে কি না জানি না। বহু ব্যক্তি অবনত মস্তকে ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে বসিয়া পড়িতেছে—কাজ করিতেছে। নিঃশব্দে পরিচাবকগণ ইঙ্গিতমাত্র পুস্তক আনিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ হইতে একরকম থেলা-ঘরের রেলের মত বন্দোবস্তের সাহায্যে ইঙ্গিতমাত্র বই আসিয়া উপস্থিত হয়। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বাদামী-আকারের টেবিলের চারিধারে পরিচাবকগণ সর্বদা প্রস্তুত। প্রকাণ্ড আকারের ক্যাটালগ খোলা রহিয়াছে। যে পুস্তক চাও, তাহার রসীদ করিয়া দিলেই সেই ভীষণ ক্যাটালগ খুলিয়া, নম্বর মার্কা হইয়া, বেলে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রসীদ চলিয়া গেল; আর নিম্নেষেব মধ্যে পুস্তক আসিয়া পড়িল। ধন্য বন্দোবস্ত!

স্ত্রার রাজেন্দ্র ও লেডী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী চা খাঁইবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে লেডী জেক্সিস আমিয়া কয়েক দিন ছিলেন, আজই চলিয়া গিয়াছেন; দেখা হইল না। পূর্বে সংবাদ পাইলে যাইতাম। মুখোপাধ্যায়েরাও ওয়েলসে লেডী জেক্সিসের বাড়ী শীঘ্র যাইবেন। আমারও লেডী জেক্সিসের বাড়ী

ওয়েলসে নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু তত দূরের নিমন্ত্রণ অল্প সময় মধ্যে রক্ষা আমার সাধ্য নয়। আমার নানা স্থানের বাওয়া-আসা, পরিচয় ও নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা-সংবাদ শুনিয়া, মুখোপাধ্যায়-পরিবার সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—পূর্বে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইলে, আরও কোন কোন স্থানে পরিচয় করিয়া দিতেন। আমি বলিলাম, যে সব পরিচয় হইয়াছে, তাহার জ্বালাতেও অস্থির; এখন প্রাণ লইয়া দেশে পৌঁছিতে পারিলেই হয়। এ সব কি আমার পোষায়!

লেডী বোথাম্পের পার্টিতে আমি যাইতে পারি নাই, কারণ সেটা নির্ভাজ আমোদের পার্টি। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—“এ সব জারগায় না যাইয়া ভাল কর নাই।” এইরূপ লর্ড বিউট (Lord Bute) এর পার্টিতে যাই নাই বলিয়াও অনুযোগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন—“কেবল অধ্যাপক-পণ্ডিত লইয়া বেড়াইলে কি হইবে! লাট ও লাটপত্নীদের কাছেও বাওয়া চাই। সময়াভাবে তাহা হইয়া উঠিতেছে না, বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি। লর্ড বোথাম্পের পার্টিতে একজন বড় সাহেব মুখোপাধ্যায় সাহেবকে বলিয়াছিলেন, “Your countryman with that unpronounceable name made a wonderful speech.” মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় এ কথা শুনাইয়া, বিশেষ তুষ্ট হইলেন; আমিও বিশেষ গ্লাবা জ্ঞান করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম—“রসুইয়া কিম্বা উড়েমালী দুইটা বাকা-সিধা বাঙ্গালা কথা বলিলে, আমরা যেক্রপ বাহল্য-বিস্তার করিয়া তাহার তারিফ করি, সাহেব-মেমেরা আমাদের মত লোকের বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া যদি সেইরূপ বাহল্য করেন, তাহা হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত বিজ্ঞ লোকের বোঝা উচিত যে, তাঁহার। ভদ্রতা-প্রণোদিত হইয়া মিষ্ট কথা বলিতেছেন মাত্র। ফলে, একরূপ সূখ্যাতিতে সূখী না হইয়া, হুঃখিত হওয়া উচিত; কারণ, আমার দেশে শত শত লোক আছে, যাহারা আমার অপেক্ষা শতগুণ ভাল ইংরাজী বলে। তাহাদের বক্তৃতা না শুনিয়া, ইংরাজ বাঙ্গালীর বক্তৃতাশক্তির মূল্য নিরূপণ করিলে, বক্তৃতা-বাজারে আমাদের দর নিতান্ত খেলো হইয়া পড়িবে!”

মুখোপাধ্যায়-পরিবার ৮ই সেপ্টেম্বর ত্রিংশতী হইতে ‘ইজিপ্ত’ জাহাজে দেশে যাইবেন ; আমিও সেই দিন যাইব, স্থির করিলাম। ইহার মধ্যে, কেশ্বিজ-ব্রত সারিয়া ও লণ্ডনের যাহা দেখিবার বাকী আছে দেখিয়া, আগষ্টের শেষে যুরোপ যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

ভারতীয় ছাত্রাবাস সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার জ্ঞাত দালাল ‘বার্লি’কে লইয়া ইসলিংটনে এক বাড়ী দেখিতে গেলাম। বিস্তর দূর—দেখিয়া, ঘুরিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। পাতালে স্নড়ঙ্গ দিয়া কত ক্রোশ যে প্রত্যহ ভ্রমণ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সন্ধ্যার সময় বিস্তর লোকজন আসিল। বাড়ীতে যাইয়া, কয়েক দিন কাটাইবার জ্ঞাত অনেকেই তনুরোধ করিতেছে। তিন সপ্তাহ স্থানে স্থানে ঘুরিয়া দেখিব। আজ প্রফুল্ল রায় যাইবার জ্ঞাত বাধা ছাঁদা কাজে ব্যস্ত ; তাঁহার গমন উত্তোগ দেখিয়া, আমার মন কেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ! লোকজনের কাছে বসিতে পারিলাম না, ঘবে চলিয়া আসিলাম ; কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসে না। কাগজ পড়া ও ভ্রমণ-কথা-লেখা লইয়া নিঃশব্দে ১২টা রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইলাম ; প্রফুল্ল কাল ভোরেরেই যাইবে, কাজেই সকাল সকাল উঠিতে হইবে। যদিও তাহার সঙ্গে একত্র আসি নাই, বহুদিন একত্র বাস ও ভ্রমণ করিয়া কেমন মায়া বাড়িয়া গিয়াছে। সে দেশে চলিয়া যাইবে, আমি রহিলাম, ইহাতে যথেষ্ট কষ্ট। ইচ্ছা করিলে যাইতে পারিতাম না, তাহা নয় ; কেবল ভূতের ব্যাগার বহিয়াই চলিয়া যাওয়া ভাল নয়। বিলাতের নানা স্থান দেখা-শুনা ও যুরোপ দেখাশুনার আর অবসর হওয়া অসম্ভব। অতএব, আর তিন সপ্তাহ বিলাতে কাটাইয়া, ২০শে আগষ্ট হেগ (‘মবাল এডুকেশন্ কংগ্রেস্’) হইয়া, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ইটালী হইয়া, নাগাইৎ ৮ই সেপ্টেম্বর দেশে বাত্রা করিব। সকলেই বলিতেছে, এ সময় ইজিপ্তে যাওয়া ভাল নয়, অতএব সে কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। আপাততঃ এই ত মতলব ; তারপর দাঁড়াইবে কি, ভগবান জানেন।

বুধবার, ২৪শে জুলাই, ১৯১২।—পি. সি. রায় যাইবেন বাড়ী—আমার



হইল না সমস্তবাত্রি নিদ্রা। ঘেন আমাকেই সকাল সকাল উঠিয়া উঠোগ কবিতে হইবে; এই ভাবে সমস্ত বাত্রি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম হইল। একে ত বাত্রি তিনটাব পৰ হইতেই আলো হইয়া ঘুম হওয়া দায় হয়; তাবপৰ মনেব এই অবস্থায় নিদ্রা আসলেই হইল না। দেশ-দেখা ও যে যে কাজ মনে কবিয়া আসিয়াছি, তাহাব কিছুই হইল না। অতএব, এই শ্রাবণ-ভাদ্র মাস মাথায় কবিয়া যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত মনে হইল না।

সকাল সকাল উঠোগ কবিয়া চলিয়া গেল। আমিও বাকিংহাম প্যালেস বাজবাটাব নিকট ৮৬ (ভূতপূৰ্ণ শ্রাব এণ্টনী) ম্যাকডনেল্ডেব সঙ্গে দেখা কবিতে গেলাম। ইনি একদিন বাঙ্গালাব ও উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলে ছোট লাট ছিলেন; এখন লড উপাধি পাইয়াছেন। তিনি ভাবতেব বন্ধু। ভাড়াটে বাড়ীব তেতালায় ঘব লইয়া আছেন। শ্রাব এণ্টনীৰ সহিত নানা বিষয়ে কথা হইল। তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, সাহেবদেব সঙ্গে একত্র থানা-খাওয়া প্রভৃতি সামাজিক আচাব-ব্যবহাব না কবিতে পাবিলে সাহেব-বাঙ্গালীৰ যথার্থ মিল হইবে না—যদি এমন হয়, তাহা হইলে সে মিল আবশ্যক বা সম্ভব কখনও হইবে না, কাবণ অতি অল্প লোকেই একপে মিলিতে বাজী বা সক্ষম হইবে। কথাটা তাঁহাব ভাল লাগিল না। অনেকবই লাগে না।

লড ম্যাকডনেল্ডেব নিকট বিদায় লইয়া নানা বেল ঘূৰিয়া হাবো স্কুল দেখিতে গেলাম। ইংলণ্ডেব প্রধানতম স্কুলেব মধ্যে ইহা প্রধান। পাহাড়েব গায় সুন্দৰ গাছপালা, তপোবন-সদৃশ স্থান দেখিয়া আবাব পড়াশুনা কবিতে ইচ্ছা গেল। হেডমাষ্টাব লায়নেল্ ফোর্ড অতি সুপণ্ডিত ও সজ্জন লোক; যত্ন কবিয়া সব দেখাইলেন। চ্যাপেল্, লাইব্রেরী, স্পীচকম্ প্রভৃতি সব দেখিয়া আশ্চৰ্য্য হইতে হয়। ক্লাস্ ঘবগুলি কতক পুৰাতন, কতক নূতন। একবাড়ীতে সব ক্লাস নয়, সব বিষয় এখানে এক জায়গায় পড়ান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে, প্রায় সহবময় ছড়াইয়া, স্কুল। বড় বড় যুনিভার্সিটি ঘূৰিয়া দেখিলাম—প্রকাণ্ড এক উঠানেব চাবি পাশে বড় বড়

বাড়ী ; তাহাতেই সব বন্দোবস্ত । এখানে তা নয় । বলে, এক ক্লাস হইতে আর এক ক্লাস যাইতে যাইতে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল হয় । আসল কথা, যখন যেমন যেমন প্রয়োজন বাড়িয়াছে, তেমনি স্থানে স্থানে ছোট ছোট বাড়ী করিয়া লইয়াছে । পাহাড়ের গায় অতবড় বাড়ী হওয়া দুষ্কর । এক একজন মাষ্টার এক এক বাড়ী লইয়া আছেন । ছেলেদের মাষ্টারের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকিতে হয় । হেড মাষ্টারের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে ৬০ জন ছেলে থাকে । তাহার সব একত্র আহার কবে । হেড মাষ্টার, তাহাদিগকে লইয়া, আমার সহিত জলযোগ করিয়া বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন । তারপর, হিন্দুয়ানীর কথা—বিজ্ঞানশিক্ষার কথা—নানা কথা হইল । কথাবার্তায় নিতান্ত প্রীত হইলেন, একথা বারংবার বলিতে লাগিলেন । বুঝাইয়া বলিলে অনেকেই বুঝে ;—এদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অদ্ভুত এমন সব ধারণা আছে যে, বলা যায় না ।

আজ পুনরায় বেশ গবম পড়িয়াছে । বাড়ী আসিয়া, শ্রান্তি দূর করিয়া আহাবাদি করিলাম । বাড়ীর সম্মুখে আর্লস্‌কোটে ‘সেক্সপীয়রের আমলের ইংলণ্ড’ বহুকাল ধরিয়া প্রদর্শিত হইতেছে । কিন্তু একদিনও দেখা হয় নাই । লণ্ডন ত্যাগ করিবার সময় আসিতেছে বলিয়া দেখিতে গেলাম । অনেক বড় বড় প্রদর্শনী এইখানে হয় । প্রকাণ্ড জায়গা ঘিরিয়া নানা রকমের তামাসার আয়োজন । ‘সেক্সপীয়রের লণ্ডন’ কথাটার মানে বড় বুঝিতে পারিলাম না । ‘সুইচব্যাকের’ ধরণের ‘এল্‌পাইন্‌ রেলওয়ে,’ সংবদ্ধ ‘এব্রাপ্পেন্‌’ বামনের নাচ, ভাঁড়ের নাচ, দোকান-পসরা—এই সবই অধিক । সেক্সপীয়রের সময়ে বাড়ী-ঘর-দ্বার কি বকম ছিল, তাই কতক কতক তৈয়ার করিয়া, তাহার ভিতর দোকানপাট বসিয়াছে । আর সেক্সপীয়রের সময়ের মত কাপড় চোপড় পরিয়া, কতকগুলো লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । সর্বত্র আলাদা আলাদা পয়সা দাও । নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-তামাসার জন্ত প্রত্যহ বিস্তর লোক ভ্রমণে হয় । ইংরাজ আমোদ না হইলে থাকিতে পারে না । আমোদ, খেলা—এগুলোও যেন ইহাদের

কাজের সামিল হইয়া পড়িয়াছে! বোধ হয়, সেই জন্তই এত কাজও করিতে পারে।

শ্রার কে. জি. গুপ্ত, মিঃ চুবে প্রভৃতি আহারের নিমন্ত্রণ করিতেছেন; কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইতেছে—ইটন স্কুল দেখিতে যাইতে পারিব না বলিয়া কাল লিখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা পুনরায় বিশেষ জেদ করিয়া লিখিয়াছেন। কোন্ দিকে কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা করিবার অবকাশ পাইলাম না। মেমেদের নিমন্ত্রণের উত্তর পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। এত পত্র জমিয়া গিয়াছে যে, একটা আলাদা বাঁক দরকাব হইবে!

বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই, ১৯১২।—আবার গবম পড়িয়াছে—“স্বর্ঘ্য করোজ্জল ধবনী” দেখিয়া প্রাণ পুলকিত। পথে ঘাটে লোক ধরে না। রৌদ্রের কাঙ্গাল দেশে রৌদ্র দেখিলে বিণেষ আনন্দের কথা। নীতপ্রধান দেশেই গায়ত্রীর উৎপত্তি, তাহার সন্দেহ নাই।

আহারান্তে প্রিভিকাইন্সলে মোকদমা দেখিতে গেলাম। ছোট ঘর, সামান্য সাজসজ্জা। জজেরা গাউন-উইগ পরেন না। আমাদের দেশে ‘বোর্ড অব রেভিনিউ’ প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ভাবে মামলা হয়, এখানেও তাই। তবে ব্যারিষ্টরদের গাউন-উইগ পরিতে হয়। নূতন লড ক্যানসলার লর্ড হ্যাল্ডেন সভাপতি। বিজ্ঞ জজ বিখ্যাত লর্ড ম্যাকনটন ও আব তিনজন জজ বসিয়াছেন। ক্যানেনডা-সংক্রান্ত মামলার দরখাস্ত হইতেছিল। ভারতবর্ষীয় মোকদমা-সংক্রান্ত দরখাস্ত পবে হইবে শুনিলাম। জজ আমির আলি বসেন নাই; কারণ, আজ ক্যানেনডা প্রভৃতি উপনিবেশ-প্রদেশ সংক্রান্ত মামলার দিন।

লর্ড হ্যাল্ডেন পূর্বে ছিলেন—মিঃ হ্যাল্ডেন, ব্যারিষ্টর,—প্রিভিকাইন্সলে ব্যারিষ্টারী করিতেন; তারপর পার্লামেন্ট-মেশরী-বলে রাজমন্ত্রী হইলেন—যুদ্ধসংক্রান্ত প্রধান মন্ত্রী একজন ব্যারিষ্টার হইলেন! এখন তিনি Lord Chancellor; যোগ্য পদই বটে! ব্যারিষ্টারেরা মুখ না খুলিতে খুলিতে, মোকদমা বুঝিয়া লইয়া, বিচার করিতেছেন। লর্ড ম্যাকনটনও অতি যোগ্য

জজ। প্রিভিকাউন্সিলে বিচার সম্বন্ধে কথা প্রধান ব্যারিষ্টার স্যার রবার্ট ফিন্লে ও ডিগ্গিথারের সঙ্গে অনেক হইল। সেখানে তিন জন জজ ভারতবর্ষের প্রধান তিন জন জজের রায় রদ করিতে পাবেন, ইহা সম্ভব নয়; অন্ততঃ পাঁচ জন বসাই উচিত। আমি এই ভাবের কথা প্রকাশ করিলাম যে তিন জন আসল বিলাতি জজ ও দুইজন ভারতবর্ষীয় আইনজ্ঞ জজ না হইলে, ভারতবর্ষের মামলা সম্বন্ধে সুবিধা সম্ভব নহে;—এ কথা তাঁহাবাও স্বীকার করিলেন। এইরূপ কিছু একটা ব্যবস্থা না হইলে, শীঘ্র ভারতবর্ষের জজ স্প্রীম কোর্টের প্রয়োজন হইবে।

নিকটেই ইণ্ডিয়া আপিস (India office)। সেখানে বাইরা স্যার জেমস ডনলপ্ স্মিথ ও সেল সাহেবেব সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম। অনেক কথাবার্তা হইল।

তার পব, য়্যাশ্বি গার্ডেন স্যার উইলিয়ম্ য়্যান্সনের বাড়ী গেলাম। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া দুই তিনবাব পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড—‘অল্ সোল্স্ কলেজ’ের Master; বিখ্যাত আইনগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অথচ মাটির মানুষ। বাড়ী হইতে তাঁহার ক্লাব—Brook’s Club—এ লইয়া গেলেন। সেখানেই উত্তমরূপ জলযোগ হইল। সকলেই প্রায় বাসায় থাকেন; আর বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া ক্লাবে খাওয়া দাওয়া করেন। ভারতবর্ষ ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।

কেশ্বিজ-লেকচার সম্বন্ধে যাহা শুনিতেছি, তাহাতে আমার তিন সপ্তাহ সেখানে কাটান যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। লণ্ডনের অনেকের সহিত দেখা করা এবং অনেক জায়গা দেখাব কাজ বাকী রহিয়াছে। সে সব সারিয়া পরে কেশ্বিজের যাইব, লিখিয়া দিলাম।

বাড়ীতে লোকজন আসিতে আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্যন্ত লোক রহিল। বহুকষ্টে ভারতের ডাকলেখাব কাজ শেষ করিলাম। কাল সকালেই ইটন (Eton) যাইতে হইবে—তাঁহা বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়া দ্বিতীয়বার পত্র লিখিয়াছেন। প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

ইটন, উইগ্‌সর, শুক্রবার, ২৬শে জুলাই, ১৯১২।—সকালে ভারতীয় ডাকের বাকী কাজ সারিলাম। যুনিভার্সিটি কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষীয়েরা বলিয়াছিলেন যে, আমার বক্তৃতা তাড়াতাড়ি বলার দরুণ তাঁহাদের রিপোর্টার রিপোর্ট করিতে পারেন নাই; যাহা হয় একটা দাঁড় করাইয়া প্রফ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাব পঙ্খোদ্ধাব করিতে অনেক কাঠখড় খরচ হইবে। বিস্তর লোক আসিয়াছিলেন। কাহারও সঙ্গে রাত্তায় কথা কহিতে কহিতে, এবং কাহাকেও বা নাপিতের দোকানে বসাইয়া, কথা কহিয়া, অভ্যাগতগণকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপেই এখানকার কাজকর্ম হয়, অভ্যর্থনা, সম্মান করা পর্য্যন্ত হয়—তাহাতে কেহ কিছু মনে কবে না। এখানে বড়লোক কেন, সাধারণ লোকেব সহিত দেখাশুনা করিতে গেলেও—এই রকম একটা যাহা হয় ব্যবস্থা করিয়া কাজ সারিয়া লইতে হয়। থাইবার সময় দুইজন একত্র হইয়া খানিক কথাবার্তা না কহিলে বেশী কথা হয় না; কাজেই আহায়ের অর্দ্ধ ঘণ্টায় এত কাজ বাড়িয়াছে। অন্তঃসময় লোক জন কেবল দৌড়াইতেছে, যেন মান-প্রাণ লইয়া টানাটানি। কাজ কর্ম লইয়া হউক, আর আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই হউক, কেবল দৌড়।

আর্লস্‌কোর্ট হইতে হাট্টষ্ট্রট—তথা হইতে প্যাডিংটন—তথা হইতে উইগ্‌সর—তথা হইতে ইটন উপস্থিত হইলাম। আবার এই পথে ফিরিতে হইল, বেলা ষ্টো। তাব পর, ছবে সাহেব ব্যারিষ্টাবেব বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আর্লস্‌কোর্ট হইতে লীষ্টার স্কোয়ার—তথা হইতে বেলসাইজ পার্ক—তথা হইতে পার্ক হিলরোড। প্রত্যহ বোধ হয়, কলিকাতা হইতে বর্ধমান, দুইবার যাতায়াত করিলে যত সময় যায়, তত পথ এখানে সাধারণ কাজে ভ্রমণ করিতে হয়। লণ্ডনের কাজকর্ম, ও সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিতে হইলে এইরূপ হয়। খরচও বিস্তর। স্থান-মাহাত্ম্য নিশ্চয় আছে। মতুবা, শরীর, “মহাশয়” হইলেও, দেশে এত সহিতেন না—এখানেই বা কতদিন সহিবেন জানি না! পলায়নের পথও দেখেতেছি না—কাজ অনেক বাকী! আজ আবার দেখা-শুনা করিবার ঝুড়িঝুড়ি পত্র আসিয়া পড়িল।

উইণ্ডসর-পথের নূতন বর্ণনা করিবার বিশেষ কিছু নাই। সেদিন রাজ-বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; তবে সে দিন স্পেসিয়াল ট্রেনে; ফাষ্ট ক্লাসে; বিস্তর স্বেশ নরনাথী সহযাত্রী ছিল—কথাবার্তার সময় কাটিয়াছিল। আজ পথের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যে সকল হরিৎ-শ্রামল ক্ষেত্র ইংলণ্ডে আসিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ক্রমশঃ সোনালী বং ধরিয়া রূপান্তর হইতেছে; গাছেব পাতাব রং সবুজ ও ধন হইয়া আসিতেছে। Leafy Juneএব পবিবর্ত্তে Autumn fallএব ছায়া ক্রমশঃ পড়িতেছে। পবিবর্ত্তনই জগতেব নিয়ম। নতুবা জগৎ কেন?

বেলপথ হইতে \* \* and Sonএব Nursery, সাজান বাগান, দেখিলাম; নানা ফুলেব গালিচাব মত, বড় সুন্দব। বিজ্ঞাপন হিসাবেই বাস্তার ধারে এমন সুন্দব কাবখানা করিয়া বাখিয়াছে। সেই জন্ত নাম দিলাম না। অল্প অল্প বাগান, ক্ষেত্র, ছোট ছোট পাহাড়ও সুন্দব। টেমস্ নদীব বাঁকের কাছে উইণ্ডসবেব রাজবাড়ী; পাহাড়েব উপব বড় চমৎকাব দেখায়। নদী, পাহাড়, বন, বাগান, রাজবাড়ীব একত্র সমাবেশ, চিত্রেব উৎকর্ষ অপকর্ষ—যা বল, সব একাধাবে।—শ্রেষ্ঠ চিত্রকবেব তুলিকাব যোগ্য বস্তু বটে।

ষ্টেশনে হঠাৎ অক্সফোর্ডেব ম্যাডলিন কলেজেব প্রোফেসব, কুকসনের সহিত দেখা হইল। মুখের সঙ্গে নামেব সংযোগ করাটা অনেক সময়েই গোলমাল হয়। ইংলণ্ডে শত শত কেন, সহস্র সহস্র নাম ও মুখ একত্র মনে করিয়া বাখার ভাব মনেব উপব পড়াতে আবও গোলমাল হইতেছে।

কুকসন সাহেব রাজবাড়ী ও ইটন কলেজ সংক্রান্ত অনেক পরিচয় দিলেন। ইটন প্রকৃত কলেজ নয়, বড় স্কুল। কিন্তু বাজা ষষ্ঠ হেনবীর নিজ স্থাপিত স্কুল বলিয়া ইহার নাম কলেজ। ৬০।৭০ জন বালক বিনাবেতনে ও বিনাখরচায় এখানে পড়ে। তাহার কলেজ-বাড়ীতে স্থান পায়। হ্যামিল্টন নামে একজন ছাত্রের সাহায্যে ছেলেদের ঘর দেখিলাম। ছোট কুঠুবী, প্রাচীন বন্দোবস্ত; বিছানা-মাত্র একটা আলমারীর মত যায়গায় দিনের বেলা থাকে; Bed by night and chest of drawers by day। বড় ছেলেদের “খিদমৎ”

ছোট ছেলেদের খাটিতে হয়; তাহাদের (fag) বলে। বড়রা যে ফরমাইস করিবে, ছোটদের তাহা পালন করিতে হইবে।

ক্লাসের পড়া বড় অধিক হয় না। Tutorial systemএর পড়াই বেশী, আর তার চেয়েও বেশী খেলাধুলা। On the playfields of Eton England's battles are won। বুয়ার-যুদ্ধে ১১০ জন ইটন-বালক অকাতরে প্রাণ দিয়াছে; তাহাদের নাম প্রধান হলে মার্কেলে খোদিত রহিয়াছে। লর্ড রবার্টস্, লর্ড ডফারিং প্রভৃতি সব ইটন-বালক। প্রধান “বালক”দিগেব ও মাষ্টারদের ছবি রহিয়াছে। প্রায় হাজার বালককে মাষ্টারদের বাড়ীতে থাকিতে হয়। সর্বদা স্কুলের পোষাক পরিয়া থাকিতে হয়; তাহাতে সকলেই চিনিতে পারে; সামান্য অপরাধেরও গুরুতর শাস্তি হইয়া নিয়ম রক্ষা হয়।

Hon'ble Dr. Lyttleton, স্বর্গীয় Colonial Secretary of Stateএব লাভা, Etonএর Head Master। Etonএর হেড মাষ্টার খুব বড় লোকেট হন। Prime Ministerএর মাত্রেয় অপেক্ষা ইহার মাণ্ড কম নয়, বেতনও প্রায় সমান। ইহাকে অধ্যক্ষতাকাজেই সব সময় দিতে হয়। অধ্যক্ষেরা কোথাও পড়ানর কাজে বেশী সময় দেন না। ভাল ভাল মাষ্টার বিস্তর আছেন। জলযোগের সময় অধ্যক্ষের সহিত কথাবার্তা হইল। স্কুল বন্ধ; তথাপি পরীক্ষার কাজের জন্ত ইনি বড় ব্যস্ত। তাঁহার দুই কন্যা আমায় বাগানবাড়ী, লাইব্রেরী, চ্যাপেল, হল, cloister সব দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন। সেই পুরাতন বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতি অংশে যেন ইংলণ্ডের গৌরব-মহিমার ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, মনে হইল। স্কুল ঠিক না হইলে—বিশ্ববিদ্যালয় বল, আর যাই বল, সব বুখা। নূতন বাড়ী ঘর প্রয়োজন মত অনেক হইয়াছে! কিন্তু পুরাতন উঠান-দালানের মত চোখে ও মনে কিছুই লাগিল না। চ্যাপেল কেশিজের King's Collegeএর চ্যাপেলের ধরণের।

টেমস্ নদীর ধারেই খেলিবার মাঠ; সেখানকার পুরাতন বৃক্ষগুলি দেখিবার জিনিস বটে। অনেক পুরাতন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ, নাম এই সকল বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার

সহিত সংশ্লিষ্ট । এই সকল স্থানে শবীব, মন ও তেজেব উন্নতি হইবাবই কথা । তাই ইটনেব ক্রীডাক্ষেত্রেই ইংলেণ্ডেব বণজয় ক্ষেত্ৰ ।

পুৰাতন ও নূতন, দুইটি লাইব্ৰেৰী আছে । নূতন লাইব্ৰেৰীতে Gray's Elegy কবীব স্বহস্তে কাটকুট কৰা আদিম পাণ্ডুলিপি আছে । মন্ত্ৰমুগ্ধ হইয়া অনুচ্চস্বৰে পড়িতে লাগিলাম । হেড মাষ্টাৰেব কণ্ঠা উচ্চ স্বৰে পড়িতে অনুবোধ কৰিলেন—অপ্ৰস্তুত হইলাম ; বিশেষ অনুবোধ বক্ষা না কৰা অভদ্ৰতা হইবে বলিয়া, পড়িলাম । তিনি মন্ত্ৰমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলেন—মিষ্ট কথাও অনেক বলিলেন । পুৰাতন বাণীমন্দিৰেব বাণীৰ ভক্ত-সাধকেব অপূৰ্ণগাথা, অসিদ্ধকণ্ঠে ঐকটু হইলেও, শ্ৰোত্ৰীৰ গুণে, বোধ হয় মধুৰতাময় হইয়া থাকিবে । অল্প বয়সে ইংৰাজ ঘৰেব মেয়েবা কত উন্নত ও কত ভাল হয়, ইহাদিগকে ঘনিষ্ঠভাবে না দেখিলে বোঝা যায় না । এই প্ৰকাণ্ড স্কুলেব নিজ্জন গৃহে এই তৰুণী অবাধে, হাসিতে হাসিতে, গল্প কবিত্তে কবিত্তে, নিতান্ত পৰিচিতাব ত্ৰায় আলাপ-বহুত্ব কবিত্তে কবিত্তে, পথ দেখাইয়া দুই তিন ঘণ্টা কাটাইলেন । দ্বিধা বাধা সঙ্কোচেব নাম মাত্ৰ নাই । মা-ভগিনী-বহুত্ব যেকণ অবাধে কথাবাত্তা বলেন সেইকণে, অল্প সময়েব মধ্যে ইহাৰা অপৰিচিতকে আপনাব কৰিয়া লন । আমিও এতদিনে ইহাদেব অন্তস্তল দেখিলাম । যেখানে মন্দ সেখানে মন্দ,—ভদ্ৰঘৰে ইতৰ ঘৰে তাহাব কোনকণ বৈলক্ষণ্য নাই । যাহাৰা মন্দ, মন্দ-চেষ্টায় বেডায়—মন্দ তাহাদেব চক্ষে স্বতঃই আসিয়া উদয় হয় । মিস লিটেলটন কুণসী, গুণবতী, তৰুণী, অথচ তাহাব কিছুমাত্ৰ ধাবণা নাই যে, তিনি এই তিনেব এক ; ব্যবহাবেও তাহাব বণমাত্ৰ পৰিচয় নাই । তনে, সাধাবণ বাঙ্গালী ছাত্ৰেবা, কিংবা ভ্ৰমণকাৰীবা, বিলাতে আসিয়া সচবাচৰ এ শ্ৰেণীৰ লোকেব মধ্যে প্ৰবেশ-অধিকাব পায় না, কাজেই বিসদৃশ ধাবণা লইয়া দেশে ফিৰিয়া যায় । আমাব সে'ভাগা কিংবা হুৰ্ভাগ্য, ইতৰ শ্ৰেণীৰ লোকেব সহিত পৰিচয় হওয়া দূৰে থাকুক, নজবে পৰ্যাস্ত পড়িল না ; কংগ্ৰেছেব কাজে আসিয়া যে শ্ৰেণীৰ লোকেৰ সহিত ইচ্ছায়-



অনিচ্ছায় মিশিতে হইতেছে, ইহাদেব ও তাহাদেব মধ্যে ব্যবধান অনেক ও অভেদ! সেইজন্য সেদিন টেম্পারেচ সত্য বলিয়াছিলাম যে, আমায় বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে—ইংলণ্ডে স্ত্রী-পুরুষেব মধ্যে পানদোষ অধিক আমি এখনও দেখি নাই। কিন্তু একপ একদেশদর্শী কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কাৰণ পানদোষ ও অগ্ৰাণ্য দোষ ইতব শ্রেণীৰ মধ্যে ভয়াবহরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

জলযোগেৰ পরও খানিক কলেজ দেখাওনা হইল। কিন্তু আমাব, সেই বুড়া ঝিৰ মত, “ট্রেন-মিস” হইবাব ভয়। বেড়াইতে বেড়াইতে টেমসেৰ উপৰ উইণ্ডসব বাজবাড়ীৰ শোভা, এবং টেমসেৰ পুলেৰ উপৰ হইতে নদীৰ শোভা, দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনে আসিলাম। তখনও এক ঘণ্টাব অধিক সময় ছিল।

বাড়ী আসিয়া বিশ্রাম করিয়া  
বেলসাইজ পার্ক, পার্ক ছিল  
বোডে- হিন্দুস্থানী ব্যাবিষ্টাব B.



শ্রীযুক্ত বনোন্নাথ ঠাকুর।

Dubay (দোবেব) বাড়ী আহাবেব নিমন্ত্ৰণে গেলাম। শ্রীযুক্ত বনোন্নাথ ঠাকুর ও তাঁহাব পুত্রও তথায় নিমন্ত্ৰিত হইয়া ছিলেন। একত্ৰ ডার্কিশায়াব—বক্সটনে, বাতেব চিকিৎসাব জন্ত, mineral water পান কৰিতে যাইবাব কথা হইল। আহাবেব পৰ মিস্ স্মিথ, অমৃত-বাজাব পত্ৰিকাৰ London correspondent, ইত্যাদি আসিয়া জুটিলেন। গল্পগুজব অনেক হইল। সব চেয়ে জাঁকাল অতিথি মিসেস্ ডেসপার্ড। প্রাচীনা, তেজস্বিনী—অতি উচ্চদেবৰ রমণী; Suffragette—হাস্যনায় কয়েক বার জেলে গিয়াছেন; এবং আবার যাইবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। লিখিতে বলিতে সমান মজবুৎ।

আহাবাদি সম্পূর্ণ হিন্দুধৰণেব—মাছ-মাংস আদৌ নাই। বহুকাল পৰে  
দেখাধৰণেব আহাবে তৃপ্ত হইলাম।

শনিবাৰ, ২৭শে জুলাই, ১৯১২।—আজ সাউথ কেনসিংটনেব মিউজিয়ম  
কয়টি দেখিতে গিয়াছিলাম। সমস্ত তন্ন তন্ন কৰিয়া দেখিবাব সময় সহজে  
হ'লাষ না। 'ইম্পিৰিয়া হনষ্টিউট', 'গ্যালবার্ট' এবং 'ভিক্টোৰিয়া' মিউ-  
জিয়ম ও বৰ্ত্তমান সন্নাট বাহাৰেব ভাবতবধ হইত প্ৰাপ্ত উপহাৰবাজিব  
সংগ্ৰহ—এইগুলি একটু ভাল কৰিয়া দেখিবাব সময় পাইলাম। কলিকাতা  
মিনিভাৰ্চিটি ও বেঙ্গল কাউন্সিলেব পদত অভিনন্দনপত্ৰ ভাল কৰিয়া  
সাধাৰণে দেখিত পায়, এইৰূপভাবে সাজান বহিখাছে। আমাব সৌভাগ্য-  
বশতঃ এই উভয় অভিনন্দনপত্ৰেই স্বাক্ষৰ কৰিতে অধিকাৰ পাইয়া-  
ছিলাম। বিলাতে পদাৰ্পণ কৰিতেই, একজন ইংবাজ বন্ধ বেলঙয়ে ষ্টেশনেই  
বলিয়াছিলেন যে, আমাব স্বাক্ষৰ, ইংলেণ্ডেব কোন প্ৰধান স্থানে, সমন্মানে  
বক্ষিত বহিখাছে। এই অভিনন্দনপত্ৰেব স্বাক্ষৰ দেখিয়াই, বোধ হয়, তিনি  
এই কথা বলিয়াছিলেন। একপ্ৰকাৰ স্থানে সমন্মানে বক্ষিত নিজ স্বাক্ষৰ  
দেখিয়া, বন্ধগণ আনন্দিত হইযাছেন, ইহাতে গৰ্ব্ব কিছু যে না হয়,  
তাহা নহে। মিউজিয়ম দেখিয়া, ক্ৰমওয়েল হাউসে আসিলাম। এখানকাৰ  
অধ্যক্ষ আৰনল্ড সাহেবেব সহিত ভাৰতীয় ছাত্ৰদিগেব অবস্থা সম্বন্ধে অনেক  
কথাবাৰ্ত্তী হইল। সে সকল কথা সবিস্তাবে লিখিবাব প্ৰয়োজন ও সুবিধা  
নাই। অল্পবয়সে, অল্প বিচাৰ পুঁজি লইয়া, এখানে আসিয়া ভাৰতীয়  
ছাত্ৰদিগেব অতি অল্পসংখ্যকেব লাভ ও উন্নতিব সম্ভাবনা, বহুসংখ্যকেবই  
ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। এ সম্বন্ধে ভাৰতহিতৈষী মাত্ৰেবই ভাবিবার  
এবং সংশোধনেব উপায়-চেষ্টা কৰাব যথেষ্ট প্ৰয়োজন বহিখাছে। যে  
প্ৰণালীতে ক্ৰমওয়েল হাউসেব কাজ চলিতেছে, তাহাতে কাহাবও মতে  
উপকাৰ না হইয়া অপকাৰ হইতেছে। কেহ কেহ অল্পকপ মনে  
কবেন। এই সকল সমস্তাব মীমাংসার জন্তই আমি বাজরাজেখৰেব  
ভাৰতগমনেব কীৰ্ত্তিস্তম্ভস্বৰূপ বিলাতে একটি বিশিষ্ট ভাৰতছাত্ৰাবাসেৰ

প্রস্তাব কবিতা ছিল। তাহা কার্যে পবিণত হইবার সম্ভাবনা আপাততঃ  
অল্প।

ববিবাব, ২৮শে জুলাই।—আজ ‘ওয়েষ্ট মিনিষ্টার চ্যাপেল’ গির্জায় উপাসনা  
দেখিতে গেলাম। পবিচাবকেবা বিদেশী দেখিয়া অতি যত্নেব সহিত আমায়  
প্রধান স্থানে লইয়া গেলেন। ডাক্তার ক্যাথল ক্লিফোর্ড সচবাচব এই  
গির্জায় প্রচাবকায্য কবেন; একজন খ্যাতনামা প্রচাবক। আজ তিনি  
অল্পপস্থিত ছিনেন। তাহাব প্রতিনিধি একটু সুন্দব ‘সাম্মন’ বা ধম্মোপদেশ  
দিলেন। ইহাব উপদেশেব মধ্যে একটু সুন্দব উক্তি পাঈয়া বড়ই হৃপ্ত  
হুইলাম। তাহা এই যে—যাহা মিষ্ট লাগে ও যাহাতে সুখশান্তি হয়, আমবা  
ভগবানকে কেবল তাহাবই জন্ত ধন্যবাদ দিহ। যাহা সুখপ্রদ নহে,  
ববং অশান্তিকব, তাহাব জন্ত আদে। ধন্যবাদ দিই ন। ইহা কিং  
অন্তায়, কাবণ আমবা যাহাকে অসুখ, অশান্তি, অসম্মান বা বিপদ  
মনে কবি, তাহাতে অবশ্যই কোন ঙ্গ মঙ্গল অন্তর্নিহিত আছে।  
ভগবানেব বাজ্যে “অমঙ্গল” বলিয়া কোন বস্তু নাই—জীবনে ইহাব  
যাথার্থ্য উপলব্ধি ও কায্যে পবিণত কবিতো পাবিলে, বহু অশান্তি ও  
মনোবেদনা দূবীভূত হয়। বড়ই সুন্দব কথা। শ্রীমদভাগবতব কথা মনে  
পড়িল :—

যেযামহমন্তুগ্লামি, হবিষ্যে তদ্ধনং শুনৈঃ।

যাহাবা কার্য-অনুবোধে কিংবা বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে বিলাতে আসেন,  
তাঁহাদেব এ সকল স্থানে না আসিয়া খোঁজ কবিতা পাপমুত্তিব ঘাড়ে পড়িবাব  
প্রয়োজন কি. তাহা ত বুকিতে পাবি না। ‘যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি  
তাদৃশী।’ যে যাহা খোঁজ করে, সে তাহা পায়; এই উপলক্ষে মহাভাবতে  
বর্ণিত একটি সুন্দব ঘটনাব কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিবকে অনুবোধ  
করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পাঁচটি অসং লোক আনিয়া দিন। যুধিষ্ঠিব  
সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান কবিতা, একটিও অসং ব্যক্তি পাঈলেন না। কাবণ,  
তিনি সকলকেই নিজেব মত সং দেখিলেন। কিন্তু হৃষ্যোধনকে পাঁচটি

সাধু ব্যক্তি আনিতে অনুবোধ কবিলে, তিনি জগতে একটিও সাধু পাইলেন না; নিজেব মত সকলকে দেখিলেন।

আর্থল্ড্ সাহেবেব সহিত সে দিন যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার কতকটা এই প্রসঙ্গেব। সৌভাগ্যেব বিষয় বাঙ্গালী ছাত্রেরা এ সকল বিষয়ে অধিকাংশই নিদোষ, কিন্তু ভাবতীয় অত্যাচার কোন কোন প্রদেশেব ছাত্রদিগেব জন্ত সকলকেই ভুগিতে হইতেছে।

‘ফ্রোবেল সোসাইটি’ব মিস্ অম্ম ও মিস্ ম্যাকলিনেব সহিত দেখা কবিত্তে গেলাম। ভাবতবর্ষে কিণ্ডাবগার্টেন্‌প্রণালীতে শিশু জীবন গঠন ও শিশুশিক্ষা প্রচাবকল্পে কি কি কাজ হইতে পাবে, তাহাব বিচাব করিবার জন্ত ইহাদেব সহিত দেখাশুনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু ব মত একজন ‘কিণ্ডার-গার্টেন্’ শিক্ষাপ্রণালীতে অভিজ্ঞ ও উৎসাহী লোককে এখানে পাঠাইয়া, দেশী-বিলাতী উভয় প্রণালী ব সামঞ্জস্য কবিত্তে পাবিলে, প্রভূত উপকাব হইবে, যাহা হইতেছে, তাহা নিতান্ত হাশাস্পদ।

সেখান হইতে ‘থ্রাশতাল্ ইন্সিওব্যান্স্’ আফিসেব মিঃ ওয়াইসেব সহিত দেখা কবিত্তে গেলাম। একপ স্থলে “দেখা কবাব” অর্থ—একত্রে কোন হোটেলে জলযোগ এবং সেই সময়েব মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া লওয়া। বিলাতী সমাজে নিম্নস্তবে নৈতিক ভাবেব মর্যাদা বক্ষাব জন্ত এবং পান ও অণবাপব দোষ দূব কবিয়া, সমাজেব উন্নতি বিধানেব নানাকপ চেষ্টা হইতেছে। ভাবতবর্ষেও এইকপ চেষ্টাব সময় আসিয়াছে। বিলাতে এ শ্রেণী ব উন্নতিকাবিগণেব মধ্যে ওয়াইস্ সাহেব একজন অগ্রণী। সেই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল।

ইংবাজ-জীবনে একটা বিশেষত্ব দেখিত্তেছি যে, আমোদ-আহ্লাদ লইয়া কোন কোন শ্রেণী ব নবনাবী দিবাবাত্র ব্যস্ত, এবং তাহাব জন্ত অর্থব্যয়েরও বিবাম নাই। ইহাতে বিলাতী ধনীদিগেব তত ক্ষতি হইবাব সম্ভাবনা অল্প। অনুকরণপ্রিয় মধ্যশ্রেণী ব লোকই মাঝা যায়। তাহাদেব দেখিয়া ভাবতবর্ষীয় যে সমস্ত ছাত্র এইরূপ আমোদপ্রিয় হইয়া উঠে, তাহাদেরই

সমূহ বিপদ। ভাবতবর্ষ অপেক্ষা এখানে এ সমস্ত প্রলোভন অনেক বেশী।

মঙ্গলবার, ৩০শে জুলাই।—ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটিৰ অধিবেশনে নিমন্ত্রণ ছিল। সভাস্থলে শ্রাব উইলিয়ম ওয়েডবৰ্ণ, গোথাল প্রভৃতি বংগ্রেসেৰ শুভানুযায়ী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ‘বংগ্রেস’ ও তাহাব মুখপত্ৰ ‘ইণ্ডিয়া’ নামক কাগজ সম্বন্ধে ইহাদেব সহিত অনেক কথা হইল। বংগ্রেস-কমিটি ও “ইণ্ডিয়া” যে ভাবে চলিতেছে, তাহা ঠিক নহে ও তাহাতে কোন কাৰ্য্য হইবে না, একথা বলাতে কেহ ক্ষুণ্ণ, কেহ বা ত্রুদ্ধও হইলেন। আমবা বীতিমত অর্থব্যয় ও পৰিশ্রম কবিতে না পাবিলে, সকল চেষ্টাই বিফল, ইহা অতি সত্য।—উপনিবেশবাসিগণ ইংলণ্ডেৰ জনসাধাবণেৰ নতামত নিযুক্তি কবিবাব জন্ত কত অর্থব্যয় ও চেষ্টা কবে, তাহা তাহাদিগেৰ লগুনস্থিত বৃহৎ আফিসগুলি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। কম্বুকুশল এবং একাগ্ৰ অনেক লোকে স্ব স্ব দেশেৰ মঙ্গলেৰ উপায়-নিদ্ধাবণ ও প্রযোজনায় বন্দোবস্ত কবিবাব জন্ত কায়মনোবাক্যে দিনবাত পৰিশ্রম কবিতেছে। আমাদেব এক ভাঙ্গা কংগ্রেস-কমিটি মাত্ৰ ভবসা। কায়েই ফল কত বেগী আশা কবা বাইতে পাবে।

সভাভঙ্গে ইণ্ডিয়া আফিসেৰ শিক্ষাবিভাগেৰ নূতন কম্বচাবী মিঃ ম্যাণ্টেৰেব সহিত দেখা কবিতে গেলাম। ইনি শ্রাব হেন্ৰী বস্কোব জামাতা। আৰ্ণল্ড সাহেবেব সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, এম্বলেও সেই শ্ৰেণীৰ কথাই অনেক হইল। আমাব কয়েকটি কথাৰ তিনি সম্পূৰ্ণ সমর্থন কবিলেন এবং পাৰ্লামেন্টে আজ ভাবতীয় বজেটেব আলোচনা-স্থলে ‘অণ্ডাব সেক্রেটাৰী’ মণ্টেগু সাহেবও অনেকটা সেই ধৰণেৰ কথাই বলিলেন। কথা ত সমস্তই ঠিক বটে; কৰ্তৃপক্ষীয়েবা স্বীকাৰও কবেন; কিন্তু অর্থব্যয় কবিবাব সময় ও কাৰ্য্যকালে ইহাব বিপৰীত ঘটে।

‘হাউস অব কমন্স’ ভাৰতীয় ‘বজেট’-বিত্ততা দেখিতে ও গুনিতে গেলাম। শ্রাব হাৰ্বাট ব্ৰবাৰ্টন প্রভৃতি পৰিচিত মেম্বাৰগণ পাৰ্লামেন্টেৰ

সভাগৃহ, ‘লবি’ ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান সব দেখাইয়া আপ্যায়িত কবিলেন। এসকল স্থানে আমাব মত বাহিবেব লোকেব আসা কঠিন, তবে পার্লামেন্টেব মেষবদেব সঙ্গে আসা বাইতে পাবে। মিঃ বিবেল্, উইল্‌সন্ চার্চিল, লয়েড জৰ্জ্, ও অন্যান্য বড় বড় মেষবদেব সঙ্গে আলাপ হইল। উচ্চপদস্থ বৈদেশিক-দিগেব জন্ত নিৰ্দিষ্ট বসিবাব স্থানে Distinguished Visitors’ galleryতে মহাবাজা ঝালোয়াবেব সহিত একত্রে বসিযা, ‘বিতণ্ডা’ শোনা গেল। পূৰ্বে পার্লামেন্ট গৃহ প্রায় পৰিপূৰ্ণ ছিল, কিন্তু ভাৰতীয় বজেট-প্ৰসঙ্গ আবশ্য হইতেই অনেকে ‘সবিযা পড়িলেন’। প্রায় শূন্যবেষ্ণ হইয়াই তৰ্ক হইল। চিৰকাল নাকি এইকপট হয়। এখানে একটা প্ৰবাদ আছে যে, “The Indian debate is the dinner-bell of the house”—অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষেব কথা উঠিলেই পাৰ্লামেন্টেব মেষবদিগেব আহাবেব কথা মনে পড়ে। অতএব, প্রায় সকলেই চলিয়া যান।—আমাদেব প্ৰতি সহানুভূতিব ইহা প্ৰকৃষ্ট পৰিচয়। ‘অণ্ডাব্ সেক্রেটাৰী’ মণ্টেগুসাহেব মোটেব উপব বিশেষ সহানুভূতিব পৰিচয় দিয়া দীঘ এবং হৃদয়গ্ৰাহী বক্তৃতা কবিলেন। তাঁহাবই কুপায় ‘strangers’ galleryতে না বসিয়া Distinguished Visitors’ galleryতে স্থান পাইয়াছিলাম। ইহা মহা সম্মান।

তৎপবে অন্যান্য কয়েকজনেব বক্তৃতায় প্রায় বাত্ৰি নয়টা বাজিল। তখনও বক্তৃতা চলিতে লাগিল। আমি আব থাকিতে পাবিলাম না। নিত্যই প্রায় বাত্ৰি ১২টা পৰ্য্যন্ত পাৰ্লামেন্ট চলে। কখন কখন সমস্ত বাত্ৰিই বক্তৃতা হয়, কি কবিযা যে ইহাবা এত পৰিশ্ৰম কবে, বুঝিতে পাৰি না!

বুধবাৰ, ৩১শে জুলাই।—শ্ৰী কেম্ব্ৰিজ গুপ্তব বাটী নিমন্ত্ৰণ ছিল। সেখানে যাইবাব পূৰ্বে সকাল সকাল বাহিব হইয়া অম্নিবাসে সাউথ কেন্সিংটন গাৰ্ডেন্‌স্ বেড়াইতে গেলাম। এই বাগানেব পাশেই সাউথ কেন্সিংটন বাজবাটী। মহাবাণী ভিক্টোৰিয়াব জন্ম এই স্থানে হয় এবং তাঁহাব শৈশব ও কুমাৰীকাল এখানেই কাটে। তাঁহাব স্মৃতিকল্পে রাজীব কুমাৰী-অবস্থাৰ এক প্ৰস্তরমূৰ্ত্তি জুবিলিব সময়, স্থানীয় সাধাবণ লোকে



মহারাজা বালোয়ার ।

চাঁদা তুলিয়া, এই বাগানে এসাইয়াছে। বাগানের ভিতর একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। তাহাতে সুন্দর কয়েকটি হাঁস খেলা কবিতা বেড়াইতেছে। আবার ছোট ছোট ছেলেবা খেলাব নৌকাগুলিতে (yacht) পাল তুলিয়া ভাসাইয়া দিতেছে। সেগুলি মন্দ বাতাসে বেশ তব্ধ কবিতা ভাসিয়া যাইতেছে। চাবিদিকে সুন্দর গাছপালায় সজ্জিত, মোটের উপর বাগানটি বড়ই সুন্দর লাগিল। পবিত্রান্ত হঠাৎ একখানি চেয়ার অধিকার কবিতা বসিয়াছি, অমনই একজন দাববান আসিয়া, এক পেনি (৪ পয়সা) ভাড়া আদায় কবিতা একখানি টিকিট দিল। দেশের বাহাহুবি আছে বটে। পয়সা ছাড়া কথা নাই। পয়সা দিলেই সকল ব্যবস্থা সহজেই হয়। সন্ধ্যার পর স্ত্রীর কে. জি. গুপ্তর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাবাজা ঝালোয়ার ও মিষ্টার বোমাল অতিথি ছিলেন। আহাবাদি সম্পূর্ণ দেশীভাবেই সমাধা হইল। ভোজনান্তে নানা কথাবার্তায় মজলিস বেশ ভরিয়া উঠিল।

ববি বাব 'বক্সটনে' আমার জন্ম স্থান ঠিক কবিতাছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ সেখানে থাকিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব, অন্ততঃ একমাস থাকা চাই। এই কথা শুনিয়া সে কল্পনা ত্যাগ কবিতা হইল।

মহাবাজা ঝালোয়ার অতি অমাবিক দোক, সকলের সহিত সমানভাবে মেশেন। তিনি বিছোৎসাহী। তাঁহার সহিত আলাপে বড়ই প্রীতি লাভ কবিতাম; মোটেবে কবিতা তিনি আমার বাড়ী পৌছাইয়া দিলেন এবং আহাবের জন্ম নিমন্ত্ৰণ কবিলেন।

'টেম্পারেন্স এসোসিয়েশনে'র গ্রাব সাহেবের অনুবোধ বালহামে যে বক্তৃতা কবিতাছিলাম, তাহাতে নাকি সকলে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ কবিতাছেন। স্থানীয় নেতাবা পুনবায় কিছু বলিবাব জন্ম অনুবোধ কবিতাছেন। সেই পত্রখানি গ্রাব সাহেব আমার পাঠাইয়া দিয়াছেন। বন্ধুর্গের এইরূপ সহৃদয় অনুবোধ এত আসিতেছে যে, সমস্ত বৎসর বক্তৃতা করিলেও সকলের অনুবোধ রক্ষা কবা কঠিন! কিন্তু এত আগ্রহ ও অযাচিত



সন্মান প্রত্যাখ্যান কবাও যায় নৱ। অণত্যা আব একদিন ব্যালহামে ঘাইয়া  
কিছু বগিতে স্বীকাৰ কৰিলাম।

বৃহস্পতিবাব, ১লা আগষ্ট, ১৯১২।—লড বোণ্যাণ্ডসীৰ সহিত তাঁহাব নিমন্ত্ৰণ  
অন্তৰ্ভাবে দেখা কৰিতে গেলাম। বক্ষণশীলদলেব (Conservative)  
মধ্যে ইনি ভাবতবৰ্ষ সম্বন্ধে একজন authority, ইনি একবাৰ  
ভাবতবৰ্ষ বেড়াইয়া আসিযাছেন। প্রায় দুই বণ্টা নানা কথা জিজ্ঞাসা  
কৰিলেন। আমিও সকল বিষয়েব, জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী, স্পষ্ট উত্তৰ দিলাম।  
আমাব মতে একপ ক্ষেত্রে স্পষ্ট কথা বলাই উচিত, ববাবৰ কবিতৈছিও  
তাহাই। তাহাব জন্ত, শ্মনিতৈ পাই, কোন কোন শ্ৰেণীব মহাপ্ৰভব  
মধ্যে অসন্তোষেব কাৰণ হইযাছে। আমি নিকপায়। লড বোণ্যাণ্ডসী  
নূতন ভাবতবৰ্ষীয় Public Service Commissionএব মেম্বৰ হইযাছেন,  
সেই জন্তই বোধ হয়, এত বিস্তাৰিতভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা কৰিলেন।  
অনেক কথাতৈ আমাব পোষকতা কৰিলেন তাঁহাব ত্ৰায় সজনয় ও  
কাৰ্য্যপটু লোকেব সাহায্যে ভাবতৈব মঙ্গল সম্ভব।

আমাদেব হাইকোটৈব ভূতপূৰ্ব বেজিষ্ট্ৰাব ফিঙ্ক (Fink) সাহেবেব  
সহিত দেখা কৰিতে গেলাম। হাইকোটৈব ও ব্যবসায়ৈব স্মৃথুঃখেব পুৰাতন  
কথা অনেক হইল। দুইটি বুনিভাব্‌সিটি হইতে এল্ এল্ ডি উপাধি  
প্রাপ্তিতৈ ও বহু মহাজন-সম্ভলাভে ফিঙ্ক সাহেব আন্তৰিক সন্তোষ প্রকাশ  
কৰিলেন।

ফিঙ্ক সাহেবেব নিকট বিদায় লইয়া, লৰ্ড হালডেনেব আমন্ত্ৰণ-মত তাঁহাব  
সহিত দেখা কৰিতে গেলাম। ইনি সামান্ত ব্যাবিষ্টাব হইতে সমব সচিব  
(War Member) হইয়াছিলৈন; এখন ইংলেণ্ডেব লৰ্ড চ্যান্সেলাৰ।  
শীঘ্ৰ এত উন্নতি প্রায় দেখা যায় না। ইহাব যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, বাজনোতি  
ও আইন জ্ঞান অসাধাবণ, বহুতাশক্তিও অসীম। ইনি অতি অমান্বিক ও  
সাদাসিধা; আলাপে বাস্তবিকই প্ৰীতিলাভ কৰিলাম। আমিও মুক্তপ্ৰাণে  
আমাব বক্তব্য বলিলাম। তাহাতে তিনি অতি সন্তুষ্ট হইলেন। প্ৰিভী

কাউন্সিলে যাহাতে আমাদের ভাইস চ্যান্সলাব শ্রাব আশুতোষ মুখো-  
পাধ্যায়ের ত্রায়, একজন ভাবতবাসী উকিল জজ স্থান পান, তাহাব জ্ঞাত  
অনেক বলিলাম। নিজ হাতে আমাব নাম লিখিয়া, তাঁহাব প্রণীত এক  
পুস্তক ( যুনিভার্সিটি এণ্ড গ্রাশতাল লাইফ ) উপহাব দিলেন। অবশেষে,  
বাস্তাব দবজা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া, ওভারকোট পবাইয়া দিয়া, ইংবাজী  
আতিথ্যেব চূড়ান্ত দেখাইয়া দিলেন। এখানে ছোট বড় ভদ্র সকলেবই এইরূপ  
শিষ্টাচার।

বাড়ী ফিবিয়া বিশ্রামেব উত্তোগ কবিতোছি, এমন সময় এটর্নী ডালগ্রেডে  
সাহেব আসিরা। সংবাদ দিলেন যে, আজ ভাবতাইত্বী, বংগেসেব জন্মদাতা,  
হিউম সাহেবেব মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ভাবত-  
হিতৈব জ্ঞাত ইনি আজীবন অকাতবে পবিশ্রম কবিয়াছেন। গোথল্লে  
সাহেব বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শনিবাবে তাহাব দাহ ক্রিয়া হইবে এবং  
মঙ্গলবাবে তাহাব স্মরণার্থ ক্যান্টন হলে শোকসভা হইবে;—এই দুই  
ক্ষেত্রেই আমাকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ কবিয়াছেন। হিউম সাহেব  
অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাব মৃত্যু প্রিয়জন বিয়োগ শোকেব ত্রায়  
বিদেশে আমাকে শোকাভব কবিল।

আমাব বিশ্বাস যে, ইংবাজমাত্রেই ইচ্ছা কবিলে কোন-না-কোন বকমে,  
ভাবতবর্ষেব উপকাব কবিতো পাবেন, কাবণ তাঁহাবা আমাদেব শাসন  
কর্তাদেবও শাসনকর্তা। সেই জ্ঞাত ইংলণ্ডেব যত অধিকসংখ্যক লেখক,  
বক্তা ও সাধাবণ লোককে ভাবত-সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলা যায়, ততই লাভ।  
কিন্তু এ কাজ আমাব ক্ষুদ্র শক্তিতে কতদূব সম্ভব। আমাব সাধ্যানুসাবে,  
এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূব সম্ভব, তাহাব ক্রটি কবিতোছি না। বহুশত  
ব্যক্তি, বহুবৎসব পবিশ্রম কবিলে, কতকটা ফললাভেব সম্ভাবনা।

২বা আগষ্ট, শুক্রবাব।—এটর্নী ডালগ্রেডে সাহেবেব সহিত ল-কোর্টস ও  
ইনকবপোবেটেড ল-সোসাইটি দেখিতে গেলাম। এখন আদালত বন্ধ,  
কাষেই বাড়িটি দেখাই সাব হইল। বাড়ীব বাহিক-সৌন্দর্য্য বড় বিশেষ

কিছু দেখিলাম না। বাড়ীর মধ্যস্থলে, নীচের তালায়, সাধারণের জন্ত একটি বৃহৎ সুন্দর ওয়েটিং হল আছে। আমাদের দেশের কোন আদালতেই এত বড় হল নাই। কিন্তু এখানে এজলাসের ঘরগুলি ছোট; সাজসজ্জাও আমাদের দেশের অপেক্ষা ভাল নহে; উপস্থিত ১২ জন জজ আছেন, আবও দুইজন নাকি শীঘ্রই বাড়িবে। বাবান্দা (corridor) গুলি অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। ডিকেন্সের পুৰাতন আদালত-বর্ণনায় বীভৎস রসেব অবতারণার কারণ কতকটা বোঝা যায়। উকিল কৌন্সলীদের ঘরগুলিও অন্ধকার ও ছোট। এই আদালত-বাড়ীতে প্রায় ৭০০ ঘর আছে। ইনকরপোবেটেড ল-সোসাইটির প্রায় তিন হাজার মেম্বর। যে ব্যবসায়ের মেম্বরসংখ্যা এত অধিক, সে ব্যবসায়ের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অনেকেবই বিশেষ কিছুই হয় না। তবে, ইহাদের মধ্যেই ফাউলাব, লয়েড জর্জ প্রভৃতির স্থায় লোকও আছেন।

৩রা আগষ্ট, শনিবার।—আজ হিউম সাহেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জন্ত ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার ব্রীজেব উপর দিয়া, টেমস্ পার হইয়া, নেক্রোপলিস বা “মৃতের নগর” নামক ষ্টেশনে গেলাম। এই সেতুটির উপর হইতে টেমস্কে অর্দ্ধচন্দ্রাকার দ্বেখায়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুব উপর হইতে হাউস্-অব কমন্সেব দৃশ্য গঙ্গাতীরবর্তী অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাগসীধামেব শোভার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

নেক্রোপলিস হইতে ওয়োকিং ষ্টেশনে যাইবার জন্ত আমাদের স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত ছিল। স্থার উইলিয়ম ওয়েডাববার্ণ, মিঃ গোথ্লে, মিঃ এন্স. পি. সিংহ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্যব্যক্তি মহায়া হিউমের সৎকার-কার্যে যোগদান করিতে যাইতেছেন। ওয়োকিংএ দাহ ও সমাধি উভয় প্রক্রিয়ারই বন্দোবস্ত আছে। হিউম সাহেবের শবদেহ প্রাতঃকালেই দাহ করা হইয়াছিল। এক্ষণে গির্জায় যথাবিহিত উপাসনাদির পর, কাষ্ঠাধারে সময়ে চিতাভস্ম রক্ষিত ও ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। অতি শান্ত শুদ্ধভাবে মহামনা ভারত-হিতৈষীর শেষকৃত্য সমাধা হইল। সঙ্গেসঙ্গেই বিলাতী প্রণালী-সঙ্গত

পান-ভোজন সেই মহাশাশানের একাংশেই সম্পন্ন হইল। দাহান্তেই ত্রীষ্টয় ভূরিভোজন! আমাদের চক্ষে বিসদৃশ। বোধ হয় শীতের দেশে ইহা না হইলে চলে না।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৪টা বাজিল। আজ, অবসর ছিল বলিয়া, ষ্টামাবে—গ্রীণউইচ পর্য্যন্ত বেড়াইতে গেলাম। ঠাণ্ডা বেশ ছিল, সেই জন্ত নদীর উপর শীতবোধ হইতে লাগিল। টেমস্ নদীকে অসংখ্য সেতুতে একরূপ আচ্ছন্ন করিয়া বাখিয়াছে। জাহাজ ও নৌকার ভিড়ে জল প্রায় দেখিতে পাইবাব যো নাই। কষ্টম্ হাউস, টাউয়ের ব্রীজ, টাউয়ের অব্ লণ্ডন, মন্সমেন্ট, টেমস্ টনেল প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে গ্রীণউইচে পৌছিলাম। নিকটেই একটি সুন্দর রাজপ্রাসাদ। এটি এখন নাবিকদিগেব জন্ত হাসপাতাল ও মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে। ইহার পশ্চাতেই গ্রীণউইচ অবজারভেটরী। এই স্থান হইতে নির্দ্ধারিত সময় অনুসাবেই ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সময়-নিরূপণ হয়। ছোট পাহাড়ের উপর অবজারভেটরী স্থাপিত। এইখানে টেমস্ বেশ প্রশস্ত; কিন্তু জল অতি অপরিষ্কার। মনে হইল যে, ডিকেনস্-বর্ণিত ‘হোয়াক্’ সব এইরূপ স্থানেই কোথাও ছিল। স্থানে স্থানে কয়েকটি ভাল বাড়ীও আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আমাদের চাটখোলার গুদামেব ধরণের। মোটের উপর আজিকার নৌকা-ভ্রমণটা মন্দ লাগিল না।

এই আগষ্ট, সোমবার।—Bank-Holiday—আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ। এদেশে ব্যাঙ্ক-হলিডেটা যে কি বস্তু, তাহা আমাদের ধারণা নাই। আমাদের দেশ—ছুটিব দেশ; কোন উপলক্ষ পাইলেই ছুটি ভোগকরাটা আমাদের চিরকালের অধিকার। এখানে তাহা হয় না। বৎসরের মধ্যে অল্প-দিনই এমন ছুটি হয়, যাহাতে ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। সেইজন্ত, মাঝে মাঝে এইরূপ ছুটি উপস্থিত হইলে, ইতর ভদ্র সকলেই উন্মত্ত হইয়া পূর্ণপ্রাণে ছুটিটা ভোগ করে—আহার-বিহারের, আমোদ-আহ্লাদের জন্ত অত্যধিক অর্থব্যয় করে; সমস্ত দিন নানাস্থানে জটলা করিয়া বেড়ায়। নিম্নশ্রেণীর

মধ্যে মদখাওয়াটা এইদিন খুব বাড়ে। পরদিনের আহারেব সংস্থান আছে কি না, একবারও তাহা ভাবে না। ইহারই নাম ব্যাক-বন্ধ-ছুটি!

বাপারটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত বাহির হইয়া, প্রথমতঃ ব্রিটিশ মিউজিয়ম্, পবে টাউয়র-অব লণ্ডনে গেলাম। সেদিন ষ্টীমাবে বেড়াইতে গিয়া টাউয়র-ব্রিজ ও টাউয়র অব লণ্ডন বাহিব হইতে দেখিয়াছিলাম; আজ ভিতবে যাওয়া গেল। কেপ্লাট ছোটবকমেব বটে; কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। উইলিয়ম-দি-কঙ্কবব্, ইংলণ্ড জয় কবিয়া, এই কেলা নিৰ্ম্মাণ কবেন! বহুদিন রাজ্যব বাসস্থান ছিল। তাহাব পব, দুৰ্গকপে, এবং আরও পবে কারাগার ও কোষাগাবরূপে ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডেব অনেক ঐতিহাসিক-কলঙ্কেব অভিনয় এইখানেই হইয়াছে;—অষ্টম হেনবীব দুই জী Anne Bolyn, ও Queen Katharine Howardকে এইখানে হত্যা কবা হয়; Sir Thomas Raleigh এইখানেই কাবাবদ্ধ হয়েন; Richard III-কর্তৃক Edward V ও তাহাব ভ্রাতা Duke of Yorkএব হত্যা এইস্থানে ঘটে। “Bloody Tower”, “Traitors’ Gate” ইত্যাদি নাম অনেক স্মারকীয় কীর্তিব ঘোষণা কবিতেকে। একণে ইংলণ্ডেব বাজমুকুট, রাজদণ্ড ও অস্ত্রাত্ত রাজকীয় সোনাকপা ও জহবতেব আস্বোব এইখানে বঞ্চিত হইয়াছে; সে সকল সংগ্রহ দেখিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাপ্ত Cunilan Diamond-শোভিত মুকুট এখানে রহিয়াছে। দিল্লীতে রাজশিবে যে মুকুট শোভা পাইয়াছিল, তাহাও দেখিলাম; কিন্তু জগদ্বিখ্যাত কোহিনূব দেখিলাম না। শুনিলাম, উহা মহাবাগী ভিক্টোবিয়াব নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, সেইজন্ত বর্তমান সম্রাজ্ঞী তাহা নিজের নিকট বাখিয়াছেন; টাউয়াবে কেবল তাহাব নকল আছে।

অস্ত্রাগারে নানাজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ষাদি দেখিলাম। ভারতবর্ষ হইতে আনীত প্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রও অনেকগুলি আছে। বিখ্যাত যোদ্ধা ও রাজত্ব-গণের বিচিত্র লৌহবর্ষ ও অস্ত্র থবে থরে সুন্দরভাবে সাজান বহিয়াছে। কামান, বন্দুক, পিস্তল, তরবারী, ঢাল,—কত রকমের কত যে দেখিলাম,

তাহা বলিতে পারি না। যে খড়্গো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে ঘাতকহন্তে হইতে হইতে হইয়াছে, তাহাও যত্নের সহিত বক্ষিত; এবং বধ্যভূমিগুলিও বেলিং দিয়া বিবিয়া রাখা হইয়াছে। অদ্ভুত জাতি, অদ্ভুত ইতিহাস, অদ্ভুত ব্যবস্থা।

ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় টাওয়ারে লোকেব অসম্ভব ভিড়। আমাদের গভর্নমেন্ট হাউসে লেভিয়ার ব্যবস্থার মত, দর্শকদিগকে লাইনবন্দি করিয়া টাওয়ারেব অস্বাগাৰ, ধনাগাৰ প্রভৃতি দেখিবাব ব্যবস্থা কৰিতে হইয়াছে।

টাওয়ার হইতে Shepherd's Bush, White City British-Exhibition প্রভৃতি দেখিতে গেলাম। সেখানেও জনতা কড় কম নহে। যেখানে যাই, সেইখানেই এই প্রকাৰ। আজ, বোধ হয়, কেহই বাড়ীতে নাই; সকলেই কোথাও-না-কোথাও বাহিৰ হইয়া পড়িয়াছে। একজিবিসনটি প্রকাণ্ড ব্যাপাৰ। কত যে দোকান, হোটেল ও আমোদেব বন্দোবস্ত, তাহার সংখ্যা নাই। যুৰোপ, এশিয়া—এমন কি ভাবতবৰ্ষেব কোনও কোনও নগৰেব অগ্ন্যকৰণে চিত্রপটে ভিন্ন ভিন্ন নগৰ বসাইয়াছে, তবে চিত্রগুলি ভুলে পৰিপূৰ্ণ। একজন পঞ্জাবী ময়ৰা পচা ঘিয়ে কচুৰী ভাজিয়া বিস্তৰ পয়সা বোজগাৰ কৰিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ঠেসনে ফিবিলাম। গাড়ীতে স্থান পাওয়া দুঃসাধ্য। সমস্ত দিনেব পৰিশ্রমে শান্ত হইয়া, ব্যাঙ্ক-বন্ধ-ছুটিব দিনকে নমস্কাৰ করিবা বাড়ী পৌছিলাম।

৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবাৰ।—Lincoln's Inn Fieldsএ এটর্নী আর্থার হটবেব সহিত দেখা কৰিতে গেলাম। কলিকাতাব মত, এখানে সব এটর্নী এক পাড়ায় থাকেন না; এবং সকলে পবম্পবেব সহিত পৰিচিতও নহেন। ছই একজন কেবাণী লইয়া অধিকাংশ উকীল অন্ধকাৰ ঘরে আপিস কবেন। ডিকেসেব বৰ্ণনা, ইগাদেব অধিকাংশেব আপিস এবং আদালত সম্বন্ধে খাটে;—এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে; না জানি পূৰ্বে কি অবস্থা হৈছিল। পথে যাইবাব সময়, ডিকেসেব অমব-গ্ৰহ বৰ্ণিত “Old Curiosity Shop” দেখিলাম। কিম্বদন্তী যে এই দোকান লক্ষ্য

মধ্যে মদ্যই ডিকেন্স সেই হৃদয়স্পর্শী গল্প রচনা করিয়াছিলেন। দোকানো উপবও বড় বড় অক্ষবে এই কথা লেখা আছে এবং অনেকে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। যে কিম্বদন্তী বহুদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়াও সুখ। বৃন্দাবনের গাছের গায়ে কাল দাগ দেখাইয়া—ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মাথম খাইয়া হাতপোছার দাগ বলিয়া প্রণামী আদায় করেন; এবং অব্যবহায় নীতাদেবীর চাকীবেলুন দেখাইয়া পাণ্ডা-ঠাকুর অনেক বোজগাও করেন।

হণ্টব সাহেবেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেন্ট জেনস্ পার্ক, ক্যান্টন হলে হিউম সাহেবেব স্মৃতি সভায় উপস্থিত হইলাম। মিষ্টার এস. পি. সিংহ স্মার কে. জি. গুপ্ত, মিষ্টার নেভিন্সন, মিষ্টার ব্যারক্লব, স্রব্ হেনরী কটন, মিঃ গোথেলে প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিতে সভাগৃহ পরিপূর্ণ। মিষ্টার গোথেলে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথম প্রস্তাব সমর্থনের ভাব আমাব উপব পড়িল। মহামতি হিউমেব মৃত্যুতে সকলেরই হৃদয় শোকভাবে আচ্ছন্ন। বক্তৃতা অবকাশ ছিল না, প্রয়োজনও হইল না।

সভাস্তে গ্রব সাহেবেব অনুবোধে, তাঁহার সহিত হ্যামটন-কোর্ট-প্যালেস রাজবাড়ী দেখিতে গেলাম। ট্রেনে ও ড্রামে অনেক দূর যাইতে হয়। পথের দুইধায়ে পুৰাতন সহব, ফলেব ও শাকসবজীর বাগ বৃসীপার্ক (Bushy Park) ও টেমস্ নদীৰ উপব হাউস্ বোটগুর্লি দেবিতে বড়ই সুন্দর। আমাদের দেশে যেরূপ বড় বড় বজরায় ধনীরা জল-বিহাব করেন, হাউস-বোটগুর্লি তাহা অপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দররূপে গঠিত। কোন কোনটীর উপব ছোট ছোট বাগান পর্য্যন্ত আছে। বড়লোকেরা কখন কখন আমোদ করিয়া ইহাব উপব বাস কবেন; কিন্তু নদীর ধায়ে বদ্ধভাবে এরূপ নোকায় বাস স্বাস্থ্যজনক বোধ হয় না; কাশ্মীরেও হাউস-বোটের যথেষ্ট প্রচলন; কিন্তু সেখানেও এই অভিযোগ।

হ্যামটন-কোর্ট-প্যালেস লর্ড উল্‌সে নির্মাণ করেন। তাঁহার প্রভু, অষ্ট

হেনবী, তাঁহাকে পদচ্যুত ও অপমানিত কৰিবাব পৰ, ইহা তাঁহাব নিকট হইতে কাড়িয়া লন। এক্ষণে বহু সৈনিক-কৰ্মচাৰিৰ বিধবা পত্নী ও অনাথ পুত্ৰ-কন্যা এখানে বাজাপ্ৰায় প্ৰাপ্ত হইয়াছে। বাৰ্ভীটিব মৌষ্ঠ্য তত বেশী বোধ হইল না। কিন্তু বাগানখানি একপ সাজান যে, এমন কখন দেখি নাই। তাজহলেব সন্মুখেব জলাশয়েব মত, প্ৰায় এক পোয়া লম্বা একটি সুন্দৰ জলাশয় আছে। ফুলেব কেয়াবি একপ চমৎকাৰ কোথাও কখন দেখি নাই। সাজাইবাব বাহাডবী আছে। সাজাইবাব জন্তু কত যত্ন আয়াস পাইতে হইয়াছে, তাহাব সীমা নাই, অথচ সে যত্ন-আয়াস কেহ বুঝিতে না পাবে, এই চেষ্টা। “অযত্নে সাজানব বিশেষ চেষ্টা” বলিলে, ইহাব কতক বৰ্ণনা হয়। মনে কবিতে হইবে যে, ফুলেব কেয়াবিগুলি যেন অযত্নে, নিজেব ইচ্ছামত, বোপেব ছায় জন্মিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে; উহাবই মধ্যে অপূৰ্ব কাৰিগৰী আছে। ১৬০ বৎসৰেব একটি আঙ্গুৰগাছ কাচেব ধৰেব ভিতৰ বহিয়াহে। গাছটিব গোড়া মোটা, গুঁড়িব মত হইয়া গিয়াছে, এখনও অজস্ৰ আঙ্গুৰ ফলিতেছে। ফল বাজ ভোগে লাগে, কখন কখন নাকি, অধিক মূল্যে বিকয়ও হয়। জনশ্রুতি—এই গাছেব শিকড় বাজবাৰ্ভীৰ নৰ্দমায় সংলগ্ন।—তাই কি ফলেব এত সুতাব? লৰ্ড উল্‌সেব বেড়াইবাব, লতাকুঞ্জেব মত, একটা দীঘ পথ আছে। পদচ্যুতিব পৰ, সেইখানেই বোধ হয় চিন্তা কবিতে কবিতে বলিয়াছিলেন যে, “বাজাব সেবায় যেকপ কায়মনোবাক্যে আত্ম নিয়োগ কৰিলাম, তাহাব কিয়দংশও যদি ভগবানেব সেবায় অৰ্পণ কৰিতাম, তাহা হইলে প্ৰাচীন বয়সে আমায় এ দাক্ষিণ অশান্তিতে পুড়িতে হইত না।” উল্‌সেব মুখ-নিঃসৃত এই মহাবাক্য সেক্সপীয়ৰ অমৰ কবিতা বাখিয়াছেন। সকলেবই নিশিদিন এই কথা বারবার মনে কৰা উচিত। দীৰ্ঘপথ ফিৰিয়া আসিতে বাত্ৰি হইল।

বুধবাৰ, ৭ই আগষ্ট।—আমীৰ আলি সাহেবেব সহিত জলযোগেব নিমন্ত্ৰণ-বক্ষা কবিতে সেন্ট জেম্‌স্‌ ষ্ট্ৰীটে ডেভনশায়াব ক্লাবে গেলাম। আহাব ও



নানা কথাবার্তার পর, তাঁহার সহিত ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্যালেস হোটেলে মোসলেম লীগের বাৎসরিক সভায় যাইতে হইল। আমায় কিছু বলিবার জ্ঞাত্তি তিনি অনুরোধ করিলেন। পার্লামেন্টেব মেম্বর শ্রম উইলিয়ম বুল প্রথমে বক্তৃতা করিলেন। তারপর আমি হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাবের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। তৎপরে এডিনবার্গ রিভিউ সম্পাদক হ্যারল্ড কক্স সাহেব বক্তৃতা করিলেন। সভাভঙ্গেব পৰ, শ্রাব উইলিয়ম বুল আমার বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যতা কবিলেন; সঙ্গে করিয়া পার্লামেন্টের ভিতরে, মেম্বরদিগেব বাতায়াতের পথ দিয়া পার্লামেন্ট-ঘবে লইয়া গেলেন। এখানে মেম্বরব্যতীত অপরেব বাইবার অধিকাব নাই। হাউস অব-লর্ডস্ (House of Lords) আমার এতদিন দেখা হয় নাই, তাহাও তিনি দেখাইয়া লইয়া আসিলেন। হাউস-অব-কমন্সেব ধবণেই সাজসজ্জা; তবে, লালকাপড় মোড়া বসিবার আসন, এবং লর্ড চ্যান্সেলার Wool-Sack (উল স্রাক) যথার্থই পশমের বস্তাবাঁধা নহে। শ্রাস্তদেহে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৮ই আগষ্ট, ১৯১২—কলিকাতাব বিখ্যাত ব্যারিষ্টার গার্থ সাহেবের নিমন্ত্রণরক্ষার জ্ঞাত্তি সকালেই ব্রাইটন্ রওয়ানা হইলাম—ওয়েষ্ট-ব্রম্পটন ষ্টেশন হইতে ক্ল্যাপহ্যাম-জংসন হইয়া আসিলাম। Chelsea (চেল্‌সী) পথে পড়িল। কার্লাইল, (Carlyle), একেলফির্কিন ছাড়িয়া, এই স্থানেই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া চেল্‌সিয়াকে অমর করিয়া গিয়াছেন এবং সেইজ্ঞাত্তি তিনি (Sage of Chelsea) ‘চেলসিয়াব ঋষি’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। জায়গা দেখিতে অতি অপরিষ্কার। “তপোবনের” চিহ্নও নাই।

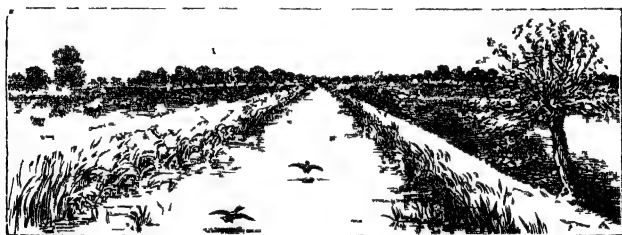
রেলগাড়া হইতে লণ্ডনের ‘জষ্ট এণ্ডে’র জঘন্য পল্লীগুলি চোখে পড়িল। এক্রপ দরিদ্র ও হৃদ্রশাগ্রস্ত পল্লী লণ্ডনের মধ্যে থাকাত সত্যতার পক্ষে কলঙ্ক। লণ্ডনে ধন ও দারিদ্র্য—পাপ ও পুণ্য একাধারে বস আছে, এত বোধ হয়, কোথাও নাই।—সেই জ্ঞাত্তি ইহাকে মহাতীর্থ বলিতে হয়! যথা বারানসী !!

ছুটির আমোদ-আহ্লাদ এখনও ফুরায় নাই। কাষেই রেলে বিষম ভিড়। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যদেবের একটু ক্রুপা হয় বলিয়া, দেশভুক্ত লোক

চারিদিকে বেড়াইয়া আনন্দ কবে ; সাধ্যপক্ষে কেহই বাতীতে বসিয়া থাকে না।

ব্রাইটনে যাইবাব পথেব দৃশ্য বড় সুন্দর। ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে হবিত্বর্ণের ক্ষেত্রগুলি বড়ই শোভা। এখন শস্ত প্রায় সব পাকিয়াছে ; কতক কাটাও হইয়াছে—হইতেছে। কোথাও কৃষকেবা গাড়ী বোঝাই করিতেছে। এই পথেই প্রসিদ্ধ (Downs & Cliffs) উপত্যকা আধত্যক্য শোভা পূর্ণভাবে বিধাজমান।

এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে ব্রাইটনে পৌছিলাম। সহবটি খুবই বড়—ইংলণ্ডের দক্ষিণতম অংশ বর্ণিয়া এখানক্য জলবায়ুও চমৎকার। সেইজন্ত,



গাৰ্ণস সাহেব চিত্র।

অনেকেই এখানে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত আইসেন।—গার্ণ সাহেব ষ্টেশনেই ছিলেন ; যত্ন করিয়া জিনিসপত্র নিজেই নামাইয়া লইলেন। তাঁহাব সহিত গল্প করিতে করিতে তাঁহাব বাসায় গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, এখানে দীর্ঘজীবী লোক যত দেখিয়াছেন এত তিনি কোথাও দেখেন নাই। জায়গাট সর্ব্ববকমে অতি সুন্দর বলিয়া, তিনি এইস্থানে বাস স্থির করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে ভাবতবর্ষে যাইবেন মাত্র, অধিকাংশ সময় এখানেই কাটাইবেন। তাঁহার মত একজন ব্যাবিষ্ঠাব, একেবাবে ভাবতবর্ষে যাওয়া ত্যাগ করিলে, আমাদের ‘বাবে’ব পক্ষে বিস্তর ক্ষতি। Original side (অবিজ্ঞাতাল সাইড) ত একপ্রকার উষ্ণিয়া যাইবাবই উপক্রম হইয়াছে। ভাল ভাল

ইংরেজ ব্যারিষ্টার কয়জনের যাতায়াত বতদিন থাকে, তত দিন সহসা কিছু হওয়া সম্ভবপর নহে।

মতুপান নিবারিণী সভার গুড্‌উইন্ সাহেবও ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন। গার্থ সাহেব তাঁহাকে আমলই দিলেন না, পাছে তাঁহাব বাড়ী যাই।

জলবোগের পর্ব, গার্থসাহেব তাঁহাব ভগিনী-ভাগিনেয়দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া দিলেন। গার্থ সাহেবেব ভগিনী-পতি গর্ডন সাহেব পূর্বে কুচবেহাবেব মহাবাজাব ম্যানেজাব ছিলেন। ছোট ভায়ীটি প্রায় আমার “বহুমা”ব মত; আমায় বড় স্নেহবদ্ধ কবিল—হাত ধবিয়া লইয়া বেড়ান, খাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি নিজের খেলনা প্রভৃতি দেখান, নানামতে আপ্যায়িত করিল। বাড়ী ছাড়িয়া এতদূবে আসিয়া আবাব যেন বাড়ী পাইলাম; তাহাকে ‘বহুমা’র সব গল্প বলিলাম—শুনিয়া, সে বড় খুসী হইল। ছেলেদের আগ্রহে, সকলে মিলিয়া (Cinematograph Theatre) সিনেম্যাটোগ্রাফ থিয়েটার দেখিতে যাইতে হইল। পথে, সমুদ্রের চেহারাও কিছু কিছু দেখা গেল; কিন্তু, জলঝড় ছিল বলিয়া, ঠাণ্ডায় সমুদ্রের দিকে বেশী যাওয়া গেল না।

শুক্রবাব, ৯ই আগষ্ট।—অগুট ব্রাইটন ত্যাগ করিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু গার্থ সাহেব থাকিবার জন্ত অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলেন—অগত্যা যাওয়া হইল না। কাল এখানে আসিয়া নর্থ বৃষ্টল্ হইতে লেডি ফ্রাইর পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি, বৃষ্টলে যাইয়া দুই-এক দিন থাকিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। কিছুদিন বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

আজ বৈকালে লওনে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। ভদ্রলোকের বাড়ীতে বেশীদিন চাপিয়া বসিয়া থাকা উভয়পক্ষেই অসুবিধা মনে করিয়াই এরূপ স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু গার্থ সাহেব কোন মতেই সে কথা শুনিলেন না।—তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা, আমি দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট থাকিয়া, বিশ্রামলাভ করি। বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। সাহেব এ কয়দিন

মনি চোখে-চোখে রাখিলেন, এবং অতিথিসংকাবেব চূড়ান্ত কবিলেন, যে শুউউইন, পাবেথ প্রভৃতি অত্যাগ বন্ধুদিগেব সহিত দেখা পর্য্যন্ত কবিতে ঝাইতে পাবিলাম না। তাঁহাবা নিতান্ত হুখিত হইবেন, সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ, আসিাব দিন শুউউইন সাহেব ষ্টেসনে পর্য্যন্ত দেখা কবিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাব সহিত একত্রে থাকিবা বন্দোবস্তও কবিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্তেব সংবাদ পাউয়াই, গার্থ সাহেব এল মিনিটেব জন্তও চক্ষেব আডাল কবিলেন না। গার্থ সাহেব ভাবতবর্ষে আমাদেব সহিত যথেষ্ট আশ্রয়তা ও ভদ্রতা কবেন, এখানে তাঁহাব আতিথ্য প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত-বিমুগ্ধ হইতে হইল। আমাদেব মনে মনে, শুধু মনে কেন, মুখেও—গৰ্জ খুব যে, হিন্দুব মত আতিথেয় জাতি নাই। অবশ্য, কলিকাতাব বাবু-হিন্দুব কথা বলিতেছি না—হিন্দু সাধারণ অতিথি সেবা নিবত বটে, কিন্তু ভদ্র ইংবেজ যখন আতিথ্যব্রত গ্রহণ কবে, তখন তাহা অপূৰ্ব্বভাবে পালন কবে। সকলেব পক্ষে সকল সময়ে, এ আতিথ্যলাভ ঘটে না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ো যখন পায়, তখন সে চূড়ান্তরূপেই পায়। আমাব বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে এৰ্ডিনে স্মিথ সাহেবেব বাড়ীতে, এবং অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, সেন্টএণ্ড্রুজ লীড্‌স প্রভৃতি সৰ্ব্বত্রই এই ভাবেবই অতিথিপ্রিয়তা দেখিয়াছি। গার্থ সাহেব আমাকে ষ্টেসন হইতে লইয়া যাওয়া, আব ষ্টেসনে পৌছাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত—পাঁচদিন যথার্থ অনন্তকন্ম হইয়া, অক্লান্ত দেহমনে আমাব “সেবা” কবিয়াছেন। জিনিসপত্র বহনপর্য্যন্ত নিজছাতে কবিয়াছেন—যাহা কিছু প্রয়োজনীয় এবং অনেক জিনিস, যাহা কোনমতে প্রয়োজনীয় নহে, তাহাও—আনন্দেব সহিত কবিয়াছেন। ইংবেজ চাকব-চাকবাণী স্থানীয় ও সামাজিক নিয়ম-অনুসাবে যে সব ছুটি পাইতে পাবে, তাহাও, আমাব সেবাৰ খাতিবে, বন্ধ কবিয়াছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি, আইন-ব্যবসায়ী পবিচিত লোকজন সঙ্কে কথাবার্তা, পরস্পরেব পাৰিবাৰিক গুহকথা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে কয়দিন চলিয়াছে। আপনাব যবেব লোকেব মত ব্যবহাৰ কবিয়া, সকল

বিষয়েই এমন খোলাখুলি কথাবার্তা ইংবাজের সহিত এত বেশী হয় না।

প্রথম সংস্করণেব ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহে গার্খ সাহেবের অত্যন্ত সখ। তিনি বিস্তর অর্থব্যয় ও শ্রম স্বীকার কবিয়া অনেক ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ কবিয়াছেন এবং সেগুলিকে পৰিপাটীকপে বাধাইয়া সবদ্রে বাখিষাছেন—এই সংগ্রহ লইয়াই উন্নত হইয়া আছেন বলিলেও হয়। কেবল ভগিনী ভায়া ব্রাতুপুত্রী প্রভৃতির জন্মই তাঁহার ভাবনা ও অর্থোপার্জন। নিজে অবিবাহিত ; স্ত্রতবাং নিজেব অভাব খুবই কম।

ইহার পিতা, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূৰ্ব প্রধান বিচারপতি গার্খ সাহেব এক সময়ে ধনী ছিলেন ; দৈবচক্ষিপাকে অর্থনষ্ট হওয়াতে, ভাবতবর্ষে চাকরী স্বীকার কবিতো বাধ্য হন—দশ-বাবটি ছেলে মেয়ে মানুষ করিতে বড়ই কষ্ট পাওয়াছিল। গার্খসাহেব, পিতাব সেই ভাব গ্রহণ কবিয়া, নিজে অবিবাহিত থাকিয়া, পিতৃধন্য পালন কবিতোছেন। অদ্বৈত জীবন ! একপ লোক প্রায় দেখা যায় না।

সমুদ্রতীরে, স্বাস্থ্যলাভ ও আবামেব জন্ম, যত সহব আছে ব্রাইটন তাহাদের “রাণী” বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমুদ্রতীরবর্তী সাত মাইল পথ আগাগোড়া পাথর দিয়া বাঁধান। পাশাপাশি তিন-চাবিটা বড় বাস্তা। দাম-অমনিবস প্রভৃতির বন্দোবস্ত প্রচুর। স্নান কবিবাব ও কাপড় ছাড়িবাব জন্ম, চাকাওয়ালা কাঠেব ঘব যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়। পয়সা না দিয়া বসিবাব জন্ম সমুদ্রেব ধারে বেঞ্চ-চেয়ার বিস্তর পাতা আছে ; ইজি চেয়ারও যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়। বহুলোকে স্নান কবিতোছে—স্নাতাব দিতোছে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েবা, খালি পায়ের, বালীতে খেলা কবিতোছে, দৌড়াদৌড়ি কবিতোছে ; বালিব কেল্লা-ঘব তৈয়াব কবিতোছে—ভাঙ্গিতোছে। চাবিদিকেই সজীবতা যেন স্তম্ভিমতী। মাঝে মাঝে সুন্দর বাগান ও বড় বড় হোটেল আছে ; প্রবল সমুদ্রবায়ুতে কষ্ট বোধ হইলে আশ্রয় লইবার জন্ম মাঝে মাঝে কাঠেব ঘর আছে। ‘ওয়েষ্টর্ন পিয়র,’ ও ‘প্যালেস্ পিয়র’ নামে দুইটি ‘পিয়র’

আছে—সমুদ্রের ভিতর, অনেক দূর পর্য্যন্ত পোলেব মত বাধিয়া এই ‘পিয়ব’-গুলি নিশ্চিত হইয়াছে। তাহাব উপর বাচ-ঘেবা বসিবাব—বেড়াইবাব জায়গা, হোটেল, থিয়েটর, ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড, দোকান, নানাবকম খেলাব ব্যবস্থা মাছ-ধবিবাব, স্নান কাঁবাব স্থান সবই বীতিমত আছে। সমুদ্রগর্ভে এত আমোদ-প্রমোদেব ব্যবস্থা। ধন্ত জাতি। দুই আনা পয়সা দিলেই এই দুই পিয়াবেই বেড়াইতে পাওয়া যায়। যজ্ঞা বোণ আবামেব জন্ত (Worthing) ওয়ার্দিং নামক স্থানে—সমাদেব মাঝখানেই—এই এবম ধরণে এক ইঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রাইটন হইতে এহ দোঁখতে পাওয়া যায়। কাচেব ঘবে বসিয়া সাবাদিন নিম্মল সমুদ্র বায়ুসেবনই চিকিৎসাৰ প্রধান অংশ। সাগবতীবে ছোট ‘ইলেক্ট্রিক ডামওয়া’ আছে—গ্রাহাতে বেশ আবামে বেডান ও বায়ুসেবন চলে, কিন্বা অন্নবিসংযোগ নিকটবর্তী ছোট ছোট গ্রামেও বেড়াইতে যাওয়া যায়। ঐকপে সমস্তদিনই একটা-না-একটা ব্যাপাবে নিজেকে ব্যাপ্ত বাখা যায়। নিঃূতে কাজকর্ম বা পড়া-শুনা কবিবাব জন্ত ব্রাইটনেব মত যাযগায় পাওয়া কঠিন।

সমুদ্রতটে নৃত্যগীত, সভা-সমিতি বক্তৃতা প্রভৃতিব অভাব নাই। সোশিয়ালিষ্ট (Socialist) দলভক্ত বক্তাগণ এমন ভাবেব বক্তৃতা কবিতছে যে, আমাদেব দেশে হইলে তৎক্ষণাত্ জেল। এখানে কিং তাহাদেব প্রতি কাহাবও ক্ষেপ নাই।

ববিবাব দিন (Church Parade) অথাৎ, গির্জায় যাঁবাব আগে ও পবে, সুসজ্জিতা স্ত্রীলোকদিগেব শোভা যাত্রাব পদ্ধতি আছে। লণ্ডন ও প্যাৰিসেব নূতন নূতন ফ্যাশানেব গাউন-পোষাক দেখিবাব ও দেখাইবাব এই এক প্রকৃষ্ট উপায়। তত্পলক্ষে পবস্পবেব উপব হিংসা উদ্বেকেবও অভাব নাই। গহনাব চলন বড বেশী দেখিলাম না। “থাকডা চোকডা”তেই ইহাদেব শেষ।

কিছুক্ষণ সমুদ্রতীবে ভ্রমণেব পব সহবেব ভিতবে গেলাম। টাউন্ হল, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম্ প্রভৃতি দেখা হইল। সকল জায়গাতেই এইসকল

প্রতিষ্ঠান বীতিমত আছে। আমাদের দেশে বড় বড় সহবেও, এসকলের বিশেষ অভাব! বাজা চতুর্থ জর্জ ব্রাইটনে সর্বদা আসিতেন। তাঁহার বৈটকথানা-বাড়ীটি চীন দেশের ধরণে পূর্বে যেমন সাজান ছিল, ঠিক তেমন আছে। বড় বড় সেকলে ধরণের পুৰাতন পাঁচটা বেলওয়ারী বাড় আছে; এত বড় ঝাড় আমি কোথাও দেখি নাই।

ব্রাইটন হইতে দুই ক্রোশ দূবে, সমুদ্রের ধাবে, (Rolling Dean) রোলিংডিন নামে একগ্রাম আছে; তাহা দেখিতে গেলাম। যাইবাব সময় অমনিবস ও আসিবাব সময় থোলা গাড়ী কবিয়া আসিলাম। সমুদ্রের ধাব দিয়া যাওয়া আসাটা বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিকর বোধ হইল। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। Golf Link, Ladies' Cottage, প্রভৃতি আছে। এখানে সমুদ্রের খুব 'ভাঙন' ধবিয়াছে, বাস্তা-ধব-বাড়ী বড় অধিকদিন রক্ষা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সেই জগুই বোধ হয়, বড় যত্নও নাই। তবে, গ্রামটি পুৰাতন ধরণের বলিয়া, অনেকে দেখিতে আইসে। রক্ষণশীল দলের একজন প্রধান নেতা, শ্রুৎ এডওয়ার্ড কার্সনের এই স্থানে বাড়ী আছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর Burne-Jones ও বিখ্যাত লেখক বড়িয়ার্ড কিপ্লিং কিছুদিন এখানে বাস কবিয়াছিলেন; তাঁহাদেরও বাড়ী আছে। নিকটেই পুৰাতন একটি ছোট গিৰ্জা; Burne-Jones নিজহস্তে এই গিৰ্জার তিনটি সুন্দর কাঁচের জানালায় বিচিত্র ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন; বড়ই সুন্দর। ইহা দেখিতে অনেকে আইসে। বার্মিংহাম্ গিৰ্জাতেও বর্ণ-জোন্সের স্বহস্ত-অঙ্কিত তিনটি কাঁচের জানালায় যে চিত্র দেখিয়াছি সেগুলি এমন সুন্দর নহে। এই ক্ষুদ্রগিৰ্জার প্রাঙ্গণে বর্ণ-জোন্সের এবং বিখ্যাত গ্রন্থকাব উইলিয়ম্ ব্ল্যাকের সমাধি আছে। সমাধির উপর, কেবল কয়েকটি সুন্দর শ্যামললতা বহিয়াছে—মর্শ্বের কীর্তিস্তম্ভ প্রভৃতি কিছুই নাই। কোন মোগল বাজকুমারী এইরূপ সমাধিই ইচ্ছা কবিয়াছিলেন। বোধ হয় কিছু গৃঢ় অর্থ আছে।

শনিবার দিনটা জল বর্ষায় কোথাও বাহির হইতে পারা যায় নাই।

ববিবাব—১১ই—আগষ্ট—বেলে কবিয়া ডাইক-নামক গ্রাম দেখিতে যাওয়া গেল। গ্রাম খুব উঁচু জমির উপর, নীচের পাহাড়গুলি এবং ছোট ছোট বাড়ী-গিৰ্জা, নদী-কৃষিক্ষেত্র বড়ই সুন্দর দেখায়—তাহাব পবেই দূবে, সমুদ্র। সমস্ত দৃশ্যটি উপর হইতে যেন একখানি সুন্দর ছবিব মত মনে হয়। এখানেও আমোদ আল্লাদ, আহাব-বিহাবেব সমস্ত বন্দোবস্ত বহিয়াছে। বহুলোক এখানে ছুটি বা ববিবাব কাটাইতে আসে। সমগ্র সসেন্স প্রদেশেব মধ্যে এমন সুন্দর স্থান না কি আব নাই—উচ্চপাহাড়েব উপর হইতে চাৰিদিকে সসেন্সেব বহুদূৰ পর্য্যন্ত দেখা যায়। নীচে—এক দিকে, ছোট গ্রামগুলি ছবিব মত সাজান বহিয়াছে, —অপর দিকে সাগৰবৰ্ণবীৰ নৃত্য দেখা যাইতেছে। ওদিকে আবাব দূবে মালাব মত—ব্রাইটন, হোভ, ওয়ার্দিং প্রভৃতি নগৰগুলি অৰ্দ্ধচন্দ্রাকাৰে বিবাজমান, —বড়ই মনোহৰ দৃশ্য। বহুক্ষণ বসিয়া এই মনোবম দৃশ্য উপভোগ কবিয়া তৃপ্ত হইলাম।

সোমবাব—১২ই আগষ্ট।—আজ ব্রাইটন হইতে বিদায় লইলাম। গাৰ্থ সাহেব কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না, আবও কিছুদিন থাকিয়া যাইবার জন্ত অত্যন্ত অনুবোধ কৰিতে গাগিলেন, কিন্তু তাহা আব সম্ভব নহে। তিনি নিতান্ত হুঃখিত মনে বিদায় দিলেন, নিজে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া, গাড়ীতে বসাইয়া, মালপত্র উঠাইয়া দিয়া, তবে ছাড়িলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে আমাবও বিশেষ কষ্ট হইল।

বুধবাব—১৪ই আগষ্ট।—ভাবতীয় ছাত্ৰেবা কি ভাবে বিদেশে বাস কৰে, তাহাব অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবা বুঝিবাব জন্ত, ছাত্ৰদিগেব সহিত কয়েক দিন ২১নং ক্রমওয়েল বোর্ডাস্থিত নর্থব্রক সোসাইটীৰ গৃহে বাস কৰা স্থিৰ কৰিলাম। আজ সকালে মহাবাজা ঝালোয়াব, সন্ধ্যাব সময় আহাব কবিবাব জন্ত নিমন্ত্ৰণ কৰিয়াছিলেন। শবীৰ ভাল নাই বলিয়া মাপ চাহিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি পুনৰায় বিশেষ অনুবোধ কবিয়া টেলিফোঁ কৰিবা বলিলেন যে, একবাব যাইতেই হইবে—কাৰণ, তিনি শীঘ্ৰ স্থানান্তৰে চলিয়া যাইবেন। অগত্যা সন্ধ্যাব সময়, আকাশ একটু পৰিষ্কাৰ হওয়াতে, নিমন্ত্ৰণ রক্ষাব জন্ত বাহিৰ



হইলাম। তাঁহার বাসস্থান (Hans Mansions) ‘হ্যান্স্ মানশন্স্’—নিকটেই ; যাতায়াতে বিশেষ কষ্ট হইল না। দেশী-বিলাতী মিলাইয়া আহাবেব আয়োজন—নূতন ধৰণেব—একবকম মন্দ হয় নাই। মহাবাজা নিজে বিত্তাচৰ্ছাব বিশেষ অন্তৰাঙ্গী এবং দেশহিতকব কার্যে ব্রতী ব্যক্তিমাত্রকেই বিশেষ যত্ন কবেন ও উৎসাহ দেন। নানাবিষয়ে কথাবাত্তাব বডই আনন্দ লাভ কৰিলাম। তাঁহাব বাজ্য—ঝালোয়াব—দেখিতে যাইবাব জন্ত আমাকে বিশেষ অন্তৰোধ কৰিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিলেন। বাজা-মহাবাজাব মধ্যে একপ্ৰ অমায়িক প্রকৃতিব লোক বেশী দেখা যায় না। বাজি দশটাব সময় বাসায ফিবিয়া আসিলাম।

শুক্লাব—১৬ই আগষ্ট।—গুণে এতদিন আসিযাছি, কিন্তু কাৰ্য্যগতিকে শ্রাশ্রাণাল গ্যালবী এবং শ্রাশ্রাণাল পোর্টেট্‌গ্যালবী দেখা হয় নাই বলিয়া, আজ, চ্যাৰিং ক্রস ষ্টেশন হইয়া, সেখানে গেলাম। আজ চই জায়গাতেই ছয় পেনী কবিয়া দশনী দিয়া প্রবেশ কৰিতে হইল, সেইজন্ত ভিডেব কষ্ট এড পাইতে হইল না। সপ্তাহে পাঁচ দিন সাবাবণকে বিনা দশনীতে যাটতে দেওয়া হয়; সেই জন্ত সে কদিন খুব ভিডও হয়। যাচাবা ভিড সহিতে চাহে না, তাহাবা, যে ছদিন দশনী দিতে হয়, তাহাবই মধ্যে যে কোনও দিন যায়। নানাদেশীয় লোক দেখিলাম। একজন কষ চিত্রকব, টৰ্ণৰেব একখানি সুন্দৰ নিসৰ্গ চিত্ৰেব প্রতিলিপি কৰিতেছিল। এইকপ বিখ্যাত চিত্ৰেব প্রতিলিপিও বহুমূল্যে বিক্রয় হয়। কষ চিত্রকব, আমাব পাগড়ী দেখিয়াই ইউক বা অপব কিছু মনে কবিয়াই ইউক, টুপি খুলিয়া অভিবাদন কৰিল ও আলাপ কৰিল। ইংবেজেব অত্যাচাব ইত্যাদিব কথা আবন্ত কৰিল। ব্যাপাব কিছু বৃত্তিতে পাবিলাম না,—লোকটা পুলিসেব গুপ্তচব, কিম্বা কষ এনাকিষ্ট দলভুক্ত কেহ হইবে। আধুমাৰ ছবি আঁকিয়া দিবে ইত্যাদি প্রলোভনেব কথা অনেক বলিল। একপ্ৰ লোকেব সহিত, ভাল কবিয়া না জানিয়া-শুনিয়া, বিশেষ আলাপ কবা উচিত নহে—মনে কবিয়া আঁমি অপব কথাব অবতাবণা কৰিলাম। পবেও, ভিন্ন ভিন্ন দুই জায়গায় লোকটাব সহিত দেখা হইল। কেমন মনে

হইল, সে যেন আমার সঙ্গে লইয়াছে ! তাহার সহিত অধিক কথাবার্তা না কহিয়া, নিজমনে ছবি দেখিতে লাগিলাম। ইটালিয়ন, ফ্রেঞ্চ, ড্চ, ইংলিশ্ প্রভৃতি সমস্ত প্রসিদ্ধ চিত্রকরের উৎকৃষ্ট ছবি এই ছই গ্যালরীতে সংগৃহীত হইয়াছে। মাইকেল এঞ্জিলো, মুরিলো রেস্ত্রাণ্ড, স্ত্রার জন্ম্মা রেনল্ড্‌স্, টর্ণর, গেন্সবারো, হোগার্থ, মিলে, বর্ণ-জোনস্, ল্যাণ্ডসীর, রমিলে, ওয়াট্‌স্ প্রভৃতি বিখ্যাত-শিল্পীগণের প্রধান প্রধান চিত্র এই ছই গ্যালরীতে বিস্তর রহিয়াছে। টর্ণর যে সকল ছবি শেষ করিয়া যান নাই, কেবল বেগুলির আভাসমাত্র কবিতা গিয়াছেন, তাহাও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সাজান আছে। টেট গ্যালরী, ওয়ালস কলেকসন প্রভৃতি সব না দেখিলে, এই অদ্ভুতকর্ম্মা শিল্পীর অপূর্ব কারুকার্যের সম্যক উপলব্ধি হয় না। পাঁচঘণ্টাকাল সতৃষ্ণনয়নে চিত্র দেখিয়াও দর্শনপিপাসা নিবৃত্তি হইল না। শরীর যখন নিতান্তই অপারক হইয়া পড়িল, তখন ক্লান্তদেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

শনিবার—১৬ই আগষ্ট।—ভিক্টোরিয়া স্টেশন হইয়া কুঠ্যাল প্যালেসের নিকট, টমাস জোন্স সাহেবের বাড়ীতে তাঁহার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। তিনি পীড়িত বলিয়া, আমায় বাইবার জন্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৭৮ বৎসরের অবিবাহিতা ভগিনী ও ৫০ বৎসরের কুমারী কন্যা যথেষ্ট আদরযত্ন করিলেন। বহুমার কথা শুনিয়া সকলেই তাহার বন্ধু হইয়া পড়িলেন, এবং তাহাকে বিলাতে আনিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কেন যে তাহাব এদেশে আসা অসম্ভব, সে কথা আমি কিছুতেই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। মধ্যাহ্ন ভোজন ও চা-পান সেইখানেই সমাধা হইল। ৮২ বৎসর বয়স্ক জোন্স সাহেব এখনও কাটাইতেছেন মন্দ নহে। পুরাতন ছুংথের সুখের কথা অনেক হইল; অবশেষে, অতি ছুংখিত ভাবে আমায় বিদায় দিলেন। তাঁহার কন্যা ও ভগিনী স্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

নিকটেই কুঠ্যাল প্যালেস, কাঁচের প্রকাণ্ড বাড়ী—দর্শনীয় বস্তু। ১৮৫১ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের উদ্যোগে হাইডপার্ক

একজিবিসন হয়—সেই সময়ে কাঁচের এই প্রকাণ্ড বাড়ীটি প্যাস্টটন-নামক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন কথায়-কথায় রেলওয়ে স্টেশন, কল-কারখানার বাড়ী, লোহা আর কাচে নির্মিত হইতেছে;—কামেই, এখন আর কাঁচের বাড়ীর তত আদব নাই। কিন্তু বহু বৎসব পূর্বে—যখন এই প্রকাণ্ড কাঁচের বাড়ী একজিবিসনের জন্ত প্রস্তুত হয়—তখন ইহা এক অভূত-পূর্ব বিশ্বয়কর ব্যাপার বলিয়াই মনে হইয়াছিল। একজিবিসনের পর, এই বাড়ী, ভিত্তিসমেত উঠাইয়া, লণ্ডনের বাহিবে—বর্তমানস্থানে প্রতিষ্ঠিত কবা হয়। বড় বড় নাচ-গান, খেলা, বন্ধুতা, একজিবিসন প্রভৃতি এই স্থানেই হয়। সেদিন এখানে হ্যাণ্ডেল-নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বচয়িতার সম্মানে “হ্যাণ্ডেল-উৎসব” হইয়াছিল; চাবি হাজাব লোক সমস্ববে, হ্যাণ্ডেলের সঙ্গীতে তাঁহাব স্মৃতির মর্যাদা বঙ্গা কবিয়াছিল। তিন বৎসব অন্তর এই মহান্ সঙ্গীত-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্ট্যাল প্যালেসেব মধ্যেই Alhambra Court;—এখানে ভিন্ন ভিন্ন “কেথিড্রালে”ব নমুনা, “নর্থ টাউয়ব গাডেনে”ব প্রসিদ্ধ প্রতিমূর্তিগুলিব ‘প্লাস্টার’-নির্মিত নকল প্রভৃতি দেখিবার বহুদ্রব্য সাজিত আছে। ইহারই মধ্যেই আবার কন্সার্ট, ব্যাণ্ড্, থিয়েট্র, সিনেমাটাগ্রাফ্, কৃত্রিম হুদে প্রমোদ-তবণী, শৈল-রেলওয়ে, এবোপ্লেন্, প্রভৃতি অসংখ্য আমোদ ও শিক্ষাব জিনিস রহিয়াছে;—ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী এই স্থানেই হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ক্যানেন্ডার প্রদর্শিত দ্রব্যজাত সর্বাপেক্ষা চমৎকাব হইয়াছিল বলিয়া, এখনও রাখিয়া দিয়াছে। ওটাওয়ার পার্লামেন্ট গৃহেব নমুনায় যে বাড়ীটি কবিয়া রাখিয়াছে, তাহা কবিতের নাকি ৭০ হাজাব পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। “All Red Track”-নামক একটি খেলা ঘবের বেগওয়ে তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছে; তাহার ধারে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নগরগুলিব নমুনা করিয়া রাখিয়াছে।—যেন একনিশ্বাসে সমস্ত ইংরাজ সাম্রাজ্যটাই বেড়াইয়া আসা যায়। এই সকল আমোদের জায়গায়ও একবার বেড়াইয়া আসিলে, বহু জ্ঞাতব্য সমাচার সংগ্রহ করা যায়।

রবিবার—১৭ই আগষ্ট।—মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর টেট্‌গ্যালরী (Tate Gallery) দেখিতে গেলাম। এখানে সুন্দর ছবিব সমাবেশ; এতদিন ইহা দেখা হয় নাই বলিয়া হৃৎক ইহাতে লাগিল। এই অপূর্ণ-সংগ্রহ না দেখিয়া বিলাত হইতে যাইলে মনে বিষম খেদ থাকিয়া যাইত। কেবলমাত্র এই চিত্রাগারটি ভাল কবিয়া দেখিবার জ্ঞাত, আব একবার বিলাতে আসিলে—বোধ হয়—কিছু বাহুল্য হইবে না। ইংলণ্ডের প্রধান চিত্রকব টর্ণবেব প্রসিদ্ধ অনেক ছবি ও তাঁহাব—অসম্পূর্ণ—চমৎকার—Studyগুলি এই স্থানে আছে। সম্পূর্ণ ছবিগুলি অপেক্ষা, অসম্পূর্ণগুলি যেন আবও চমৎকার মনে হইল। অসম্পূর্ণ ছবিগুলিতে একটা বিচিত্র গোবব ও মাদুর্য্য বর্তমান। ইহার কারণ বোধ হয় যে অসম্পূর্ণ ছবিগুলি তাঁহাব পবিগত বয়সেব কীর্তি এবং এগুলি তাঁহার অন্তদাতা প্রভূব আদেশানুসাবে এবং তাঁহাবই রুচি-অনুযায়ী অঙ্কিত নহে—এগুলি টর্ণবেব নিজের উদ্ভাবনা-শক্তিপ্রসূত। এই চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হইলে যে কি মহান বস্তু হইত, তাহা মনে কবিলেও বিশ্বযাপন হইতে হয়। টেট্‌ নিজে একজন চিনি-ব্যবসায়ী ছিলেন। খেয়ালের বশে অনেক ঔপ্যব্যয় করিয়া—সুন্দর সুন্দর চিত্র সংগ্রহ কবিয়া, জাতীয় সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্তই ইহাবই নাম ‘টেট্‌গ্যালরী’। সার্জেন্ট্‌ মিলে, লেটন, ল্যাণ্ড্‌ সীয়ার, রেনল্ড্‌স্‌, ওয়াট্‌স্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীদেরও অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র কয়েকখানি এখানে আছে। বিলাত যাত্রাব দিন সুবেশ লেটনেব প্রসিদ্ধ চিত্র “The Sea giving up its Dead”-নামক ছবিব কথা বলিয়াছিল; আজ তাহার আসল ছবিখানি এখানে দেখিলাম—চিত্রকলাব সম্পূর্ণ সাফল্য দেখিয়া প্রাণ তৃপ্ত হইল। নকল দেখিয়া যাহাদেব সাবা-জীবনটা কাটে, কখন চকিতের ছায়াও, একটা-আধটা আসল দেখিলে তাহাবা উন্নতপ্রায় হয়। আলেখ্য-দর্শন এখনকাব মত অনিচ্ছায় শেষ করিলাম।

বিলাতের বড় বড় বন জঙ্গল ত দেখা হইল না! সেই জন্ত অমনিবসে করিয়া, সহর হইতে ৯ মাইল দূরবর্তী “এপিং ফরেস্ট” দেখিতে গেলাম। লগুন সহরের ভিতরে ও বাহিরে—নিকটেই—বেড়াইবার খোলা জায়গা এতগুলি

আছে যে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমাদের দেশে এই সকলের কত অভাব! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, বনের বেশী ভিতরে যাওয়া ঘাটিল না। বনের ভিতর দিয়া রাস্তাগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে। অনেকে সান্ধ্যভ্রমণ করিতেছে। সৰ্ব্বত্রই সৰ্ব্বদা এত লোক বেড়াইতেছে, বিশ্রাম করিতেছে, আমোদ কবিতোছে যে মনে হয়,—তবে এদের কাজ-কৰ্ম্ম করে কে? অথচ এত কাজকৰ্ম্ম সকলেই কবে যে, আমাদের তাহা করা সাধ্য ও ধারণার অতীত। এত খেলাধুলা-বেড়ান লইয়া তাহারা নিজেদিগকে কাজের-জন্ত প্রস্তুত করে বলিয়াই বোধ হয়, কাজও এত কবিতো পারে।

মদের দোকানের প্রাধান্য আজ খুবই দেখিলাম। এসবদিক্ এতদিন দেখিবার সময় হয় নাই। এ অঞ্চলে দুই পা অন্তর মদের দোকান। বড় বড় আলো জলিতেছে। বিবাহ হইলেও, সব দোকানেই খরিদদারের বিষম ভিড়। তবে, রাস্তায় মাতালের বাড়াবাড়ি কিছু দেখিলাম না।

সোমবার—২৯এ আগষ্ট—আজ “ওয়ালেস্‌কলেক্‌শন্‌” দেখিতে গিয়াছিলাম। এই সংগ্রহে ছবি, চীনা মাটির ও পোর্সেলেনের প্রতিমূর্তি, মিনাব, সোণা-রূপা-পিতল-লোহাৰ কাজ, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির সুন্দর সমাবেশ—অতি নিপুণ সংগ্রহ-কারের কীর্তি। শুনা যায় যে, সত্তরলক্ষ টাকা খরচ করিয়া, মাকু’ইস্‌ অফ্‌ হেরেফোর্ড এই সকল সংগ্রহ করেন। একজন স্থানীয় রক্ষক, উপযাচক হইয়া, অনেক বিষয়ের সংবাদ দিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কাণপুরে ইহার জন্ম হয়। শিল্পমন্দিরবৎ দোবারিক হইয়া, এ ব্যক্তি উচ্চশিল্প সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখে দেখিলাম।

ওয়ালেস্‌-সংগ্রহ দেখিয়া, মাডাম টুশোর মোম-মূর্তিশালা দেখিতে গেলাম। ইহা না দেখিয়া যাওয়া বিশেষ লজ্জার কথা। এখানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মোমের পূর্ণকায় প্রতিমূর্তি যথোপযুক্ত পোষাক পরাইয়া, সাজান আছে। অবশ্য ভারতবর্ষীয় কাহারও মূর্তি নাই। পাশ্চাত্য দম্ভ্য, নরহস্তা, জালিয়াৎ, প্রভৃতির মূর্তিও এখানে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু যে রামমোহন রায় বিলাতের মাটিতে দেহ রাখিয়া, বিলাতকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন,

তাঁহাব পর্য্যন্ত একটা প্রতীমূর্ত্তি ইহারা রাখে নাই! মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। আজিকার মত দর্শনেব পালা শেষ করিয়া, ক্লাস্তদেহে বাসায় ফিরিলাম।

মঙ্গলবার—২০এ আগষ্ট।—আজ সকাল বেলাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ছিল; বিকালে আবার বৃষ্টি ঝড়-ঠাণ্ডা সমানে চলিতে লাগিল। এ অবস্থায় এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করা-অপেক্ষা, যুরোপে চলিয়া যাওয়াই মোটের উপর ভাল বোধ হইল। তাহাতে শরীব ও মন একটু ভাল থাকিতেও পারে, এবং অবশ্য-দৃষ্টব্য নগরগুলি মোটামুটিভাবে দেখা যাইতে পারে। তবে, এতাদিন লগুন-বাস করিয়াও, এক লগুনেরই যখন সমস্ত দৃষ্টব্য দেখা হইল না, তখন দুই-এক দিন করিয়া রোমপ্রভৃতির খ্যাত বড় বড় প্রাচীন সহবেব কি বা দেখা হইবে। ইতস্ততঃ না করিয়া, কুক এণ্ড সন্সের বাড়ী যাইয়া, জাহাজ ও রেলওয়ের সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া আসিলাম।

বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট যথেষ্টই হইয়াছিল। অসম্পূর্ণ কার্য ফেলিয়া লগুন ছাড়িতেও কষ্ট বড় কম হইতেছে না।

বুধবার—২১এ আগষ্ট।—বাইবার দিনের উদ্বিগ্নভাব কাল সমস্ত দিনটাকে অগ্রসূক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ প্রাতঃসূর্য্য উজ্জলরশ্মিরূপে সূর্যসন্তোষণ করিলেন। জ্বাকুসুম-সঙ্কশ কাণ্ডপেয়েকে প্রণাম করিয়া শয্যাভ্যাগ করিলাম। সর্ব্বশক্তিমানের হস্তে চিরদিনই আত্মসমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি—আজ নূতন নহে। বাইবার উত্তোগে সমস্তদিন কাটিল। সেই জন্ত কোথাও দেখা করিতে যাইতে পারিলাম না। ভারতীয় ছাত্রগণ, যাহার বৈরূপ সাধা, উত্তোগে সাহায্য করিল। ইহাদের লইয়া তিনমাস মন্দ কাটে নাই; ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে যথার্থই কষ্ট হইল।—মাণ্ডুস স্নেহ ও মায়ায় এমনই বশ হইয়া পড়ে!

যে সকল কাজ সম্পূর্ণ করিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার অনেক বাকী রহিয়া গেল। অসম্পূর্ণ কাজের গুরুভার অধিকতর প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল। ভগবান্ দিন দেন ত, আবার আসিয়া কায শেষ করিতে

চেষ্টা করিব। চিবদিনেব স্বপ্নদৃষ্ট—অধুনা সফলীভূত—বিলাত-বাস অগ্ন শেখ  
কবিতা, যুবোপযাত্রাব জন্ত প্রস্তুত হইলাম।

বুধবাব—২১এ আগষ্ট, ১৯১২।—সকলেব সহিত দেখাশুনা ও কথাবার্তায়  
সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। ক্রমওয়েল-বোডেব বাটীতে কয়দিন থাকিয়া  
ছাত্রদিগেব সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। তাহাবা নানাকণ্ঠে থাকে; অভাব-  
অভিযোগেবও অগ্ন নাই। বুঝাইয়া-সুঝাইয়া, অনেক মুসলিম আসানেব  
উত্তোগ হইয়াছে। কয়দিন আমাব সাহচর্যে তাহাদেব প্রবাস-বাস-ক্লেশ  
কতকটা লাঘব হইয়াছিল। আমাব প্রতিগমন উত্তোগে ছাত্রদল ও  
কর্তৃপক্ষগণ নিবানন্দ। অল্পদিনে ইহাদেব স্নেহেব পসবা উপার্জন কবা  
পবম সৌভাগ্য মনে কবি। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিতে যথেষ্ট কষ্ট বোধ  
হইতেছে।

মিঃ আর্গল্ড, মিঃ ক্যাম্পিংগন, মিস্ বেঙ্ক, মিসেস্ উইলিয়মস্ প্রভৃতি বন্ধুগণ  
বিশেষ চুঃখ প্রকাশ কবিত্তে লাগিলেন এবং সকলেই পূর্ণসহৃদয়তাব সহিত  
পুনবাগমনেব কামনা বাবংবাব প্রকাশ কবিত্তে লাগিলেন।

বৈকালে ‘মব্যাল এডুকেশন লিগ’এব পক্ষ হইতে মিঃ ফক্স পিট্ সাক্ষাৎ  
কবিত্তে আসিলেন। তাহাদেব সম্প্রদায় আমাব হেগ (La’ Hague) গমনেব  
জন্ত বিশেষ যত্ন, উত্তোগ ও বন্দোবস্ত কবিয়াছেন, সেই বন্দোবস্তেব কথা  
সবিশেষ জানাইবাব জন্তই তাহাব আগমন। তাহাব সহিত কথাবার্তায় সময়  
নষ্ট হইতেছে মনে কবিয়া, ছেলেদেব বিবক্তি বোধ হইতে লাগিল—তাহাবা  
এভাব চাপিয়া বাখিতে পাৰিতোছিল না। কথাব ভাবে ফক্স পিট্ সাহেবকে  
তাঁহা স্পষ্ট জানাইতেছিল; কাজেই আমিও তাঁব সঙ্গে অধিকক্ষণ ভাণ কবিয়া  
কথাবাত্তা কহিতে পাৰিলাম না; ছেলেদেব স্নেহাচ্ছন্ন মোহভাবেব ছায়া  
আমায় ঘন আববণে আবৃত কবিয়াছিল। নিতান্ত বাজেব কথা কহিয়া,  
তাঁহাকে অবস্থা জ্ঞাপন কবিয়া বিদায় দিলাম।

নিতান্ত অন্তবক্ষ বন্ধুগণ ষ্টেসনে আসিবাব বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু, দেখি  
যে বাড়ীব সকলেই বলিয়া দিয়াছে যে তাহাবাও একত্রে তাহাব কবিয়া

ষ্টেসনে যাইবে। আমি ত একেই কোথাও যাইবাব সময় কিছুই আহার কবিতে পাবি না, তাহাব উপব এতগুলি প্রবাসী, চিন্তাক্রিষ্ট নানাবিঘ্নসমাবিষ্ট স্বদেশবাসী যুবকের ঙ্খতাবপ্রপীড়িত মুখশ্রী, আহাব সময়েব স্বাভাবিক আনন্দ-কল্লোলেশব ব্যাঘাত জন্মাইতেছে দেখিয়া আবও কাতব হইলাম। আহাব মোটেই হইল না। তাহাদেবও কাহাবও ভাল কবিয়া আহাব হইল না; সকলেই তাহা লক্ষ্য কবিল এবং তাহা লইয়া আলোচনা কবিতে লাগিল। এতদিনেব পব দেশাভিমুখে ফিবিবাব সময় যে আনন্দ, উৎসাহ হওয়া স্বাভাবিক, তাহা মনে স্থান পাইল না—স্থান পাইলেও সেই সকল প্রবাসীৰ সন্মুখে তাহাব পূর্ণপকাশ যেন আমাব একটা বিশেষ অত্মায়কর্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহা জন্মিবাব ও প্রকাশ পাইবাব বিশেষ অবকাশও হইল না, কাবণ তাডিতপ্রবাহপূর্ণ বায়ুস্তবেব ত্রায় সকলেব মনেব অবস্থা তখন একভাবে প্রণেদিত। দেবতাও আজ বিকৃপ—ঠাণ্ডা, বৃষ্টি, মেঘ, অন্ধকাব। সকলেব চিত্তেব অবসাদ আবও ঘনীভূত কবিয়া দিল। নাববে মোটব-ট্যাক্সিৰ সাহায্যে স্ৰূব লিলাবপুল ষ্টেসনে আসিলাম। সন্নিগণও কেহ মোটেবে, কেহ বাসে সঙ্গে আসিলেন।

সুশীলপ্রসাদ, ডাক্তাব দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্ৰ, ডাক্তাব গুরুসদয় মিত্ৰ, ডাক্তাব প্রফুল্লচন্দ্ৰ মিত্ৰ, অমুকুল চন্দ সিংহ, বিমলচন্দ্ৰ দে, প্রফুল্লচন্দ্ৰ ঘোষ, জবীকেশ মুখোপাধ্যায়-প্রভৃতি অনেকে ষ্টেসনে আসিলেন। বিদায়কালে এত লোকেব জনতা দেখিয়া ষ্টেসনেব লোকেবা পাগডীবাৰা পৃকষকে বাজাবাজ'ডা মনে কবিয়া লোক সবাইয়া, গাডী ছাডাব সমব পয্যন্ত আবামেব জন্ত সন্মানসূচক স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত কবিয়া দিল। ফাষ্ট ক্লাস গাডী একলাব জন্ত বিজাভ কবিয়া টিকিট আনাইয়া দিল, এবং সেলাম কবা ও টুপিখোলাব ধুমে সমবেত বন্ধগণেব নিকট হইতে বিস্তব বক্সীস আদায়ও কবিল। আমাব আজ যাওয়া বন্ধ কবিবাব জন্ত তাহাবা নানামতে অনেক চেষ্টা কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না।—কোনও প্রকাৰে বাহিব হইয়া পডিলাম।

বক্স পিট-সাহেব যথাসময়ে আসিয়া জুটিলেন। জনসন, গুল্ড, স্পিবব



প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র ডেলিগেটও সেই ট্রেনে চলিয়াছেন। ভাবতবাসীর জনতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন।

লণ্ডন হইতে সমুদ্রকূলে পৌঁছিতে, গাড়ীতে মোট দুই ঘণ্টা সময় লাগে; সমুদ্রধারে হারউইচে (Harwich) আসিয়া জাহাজে উঠিতে হয়। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নূতন ভ্রমণে ব্রতী হইলাম। ছাব্ব বন্ধুগণকে ছাড়িয়া আসাব জন্য মনের অবসাদ কিছুতেই গেল না, অন্যান্য ডেলিগেটদিগকে



হল্যাণ্ডের গার্মেন্টস।

সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ যোগ দিতে পারিলাম না। আসিবার সময়, ক্যালে হইতে ডোভার ইংলিশ-চ্যানেল পার হইতে দিনেব বেলায় এক ঘণ্টাও বেশী সময় লাগে নাই। কিন্তু হেগে যাইবার সময় হারউইচ হইতে ‘হুক অফ্ হল্যাণ্ড’—এইটুকু সমুদ্র পার হইতে জাহাজে সমস্ত বাত্রি কাটিল। জাহাজে উঠিবার সময়ও বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বেশ ছিল, কিন্তু ক্যাবিনে বিশেষ কষ্ট বা নিদ্রাব ব্যাঘাত হইল না।

বৃহস্পতিবাব, ২২এ আগষ্ট।—প্রত্যয়ে ৪৮ টায় নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম যে, সমুদ্রের পবপাবে পৌঁছিয়া নদীতে ৪০ মাইল উজান বহিয়া, হুক অফ্ হুলাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সকালেও বৃষ্টিব বিবাম নাই। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা যেন সঙ্গের সাথী। কোন বকমে জাহাজ হইতে নামিয়া বেলে উঠিলাম।

এস্থান হুলাণ্ডের রাজ্যী উটনহেন্মিনার রাজ্য-অন্তর্ভুক্ত; হেগ তাহাব অন্যতন রাজধানী। আমার প্যাবিসে থাকার সময় বাগী উইল্‌হল্মিনা প্যাবিসে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত লোকপিয়, প্যাবিসবাসীবা তাহাব যথেষ্ট সম্মান-সম্বন্ধনা করিয়াছিল—তাহাব সম্মান-বাহ্নে প্যাবিস আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল।

এখানে—আচাব, বাবহাব, ভাষা, আইন—সবই স্বতন্ত্র। ইংবাজের রাজত্ব হাউয়া, এইবাব যথার্থ “বিশেষ” আসিলাম।

যুবোপেব অধিকাংশ সহবেব—বাডী-ধব-দাব-বাস্তা-ঘাট—সবই প্রায় একবকমেব দেখিতেছি, কোন দেশে বা কোন নগরে উপস্থিত, তাহা হঠাৎ বলা আগন্তুকের পক্ষে সহজ নহে। অন্যান্যস্থান অপেক্ষা হুলাণ্ডের কিছু পারিপাটা ও তাবতম্য আছে। অন্যান্যদেশে অপেক্ষা এদেশ সাধারণতঃ, পরিষ্কার ও বাডী ধব-দাবেবও একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে। “সত্য” শ্রীভুক্ত ডচ্‌গণের পোষাকপরিচ্ছদ ধবণধাবণ সাধাবণ ভদ্র ইংবাজেরই ন্যায়, কিন্তু “ছোট”লোক—“চাষাদেব” পোষাক সেকালের ডচ্‌দিগের মত। আমি তাহাদেব নূতনধবণেব পোষাক দেখিয়া বিস্মিত এবং তাহাবাও আমার পাগডী দেখিয়া চাহিয়া থাকে। দেখিতেছি যুবোপে পাগডীব জয় সর্বত্র। অনেকে পাগডী দেখিয়া অকাবণ সেলাম কবে।

‘হোটেল ডি ভিউ ডিলেন’ নামক হোটেলে আসিয়া উঠিলাম। প্রত্যাহ ১০।১২ টাকায় কষ্টেস্‌ক্টেস্‌ এসব হোটেলে চলে। এখানে পরিচাবকেবা সকলেই ইংবাজী কথা বোঝে, এই সুবিধা। ধব-দ্রাব বেশ পরিষ্কার; স্নানাদিৰ সুবিধাও আছে। যে সকল স্থানে ঘাইতে হইবে, সেগুলিও এই হোটেলের খুব নিকট। লিডস্-এব ভাইস-চ্যান্সেলাব শ্রাডল্যাব ও আমেরিকার ১২ জন

ডেলিগেট, এই স্থানে আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদেবও অন্যান্য ডেলিগেটদিগকে সহিত দেখাশুনা কথাবার্তায় সুবিধা হইবে।

বিশ্রামান্তে কংগ্রেস-আপিসে দেখাশুনা কবিয়া আসিলাম; সহবও কতক-কতক দেখা হইল—বাজবাড়ী, বাজ-অশ্বশালা, আদালত, বাজাব, দোকান ইত্যাদি স্থানগুলি দর্শনীয়। বাড়ীগুলি বিশেষ জাঁকজমকেব না হইলেও সৌষ্ঠবযুক্ত, একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হইল। বাস্তা-ঘাট পৰিষ্কাব। বাস্তাব ধাবে ও মাঝে গাছেব সাবি দেখিতে বডই সুন্দব। ট্রাম, মোটব. ব্যস ইত্যাদিব অল্পত্বেমেন ছড়াছড়ি, এখানেও তাহাই। ইংলণ্ডেব বাজদূত (Ambassador)এব উপব পাবচয় নাব ছিল, তাঁহাব সহিত দেখা কবিতে গেলাম—কিন্তু তিনি হংলণ্ডে গিয়াছেন, দেখা হইল না।

তথা হইতে আট গ্যালবিত্বে ছবি দেখিতে গেলাম। এক সময়ে ডচেব চিত্ৰবিদ্যায় বিশেষ পাবদর্শিতা লাভ কবিয়াছিল। বেমব্রাণ্ড, ভ্যানডাইক, পটাব-প্ৰভৃতি প্ৰসিদ্ধ শিল্পিগণ সকলেই ডচ। বেমব্রাণ্ড ও পটাবেব আসল কয়েকখানা ভাল ভাল ছবি বহিয়াছে। প্ৰাণীচিত্ৰ পাবদর্শিতায় পটাব অদ্বিতীয়—তাঁহাব অঙ্কিত একটু গৃবেব চিত্ৰ দেখিয়া আশ্চৰ্য্য হইতে হয়—জীবন্ত বলীবর্দ্ধ যেন সম্মুখে দণ্ডাযমান।

আজ বাত্রে বাজপক্ষ হইতে ডেলিগেটদিগকে সাক্ষাসম্মিলনে আহ্বান কবা হইবে। যুবোপেব কোন ব্যাপাবই পাৰ্টি, খানা প্ৰভৃতি না হইলে সম্পূর্ণ হয় না। অগ্ৰকাব সাক্ষাসমিতি হেগ সহব হইতে কিছুদূবে সেভনিং (Shavening) নামক সমুদ্রগীববন্তী উপনগবে অনুষ্ঠিত হইবে। হেগেব কায্য সাবিয়াহ দেশভ্ৰমণে বাহিব হইয়া কলোন, হাইডলবার্গ, বাসল, বন্, লুসাৰ্ণ হইয়া, সিম্পল্ণ টেনেলেব মধ্য দিয়া আল্পস্ পাছাড় পাব হইবাব ইচ্ছা আছে। তাঁহাব পব মিলান, ভেনিস্, ফ্লোৰেন্স, বোম, নেপ্লস্ ও ইটালীব অল্প নগবগুলি দেখিবাব বন্দোবস্ত কবিয়াছি। সুবিধা হয় ত, ভিস্তুভিয়স্ আগ্লেয় গিৰিও দেখিয়া যাইব। ওবা সেণ্টেম্বব বোমে শুব বাজেব্দ্র মুখোপাধ্যায়েব সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা। সমস্ত বদি দেখা হইয়া না উঠে অগত্যা কতক

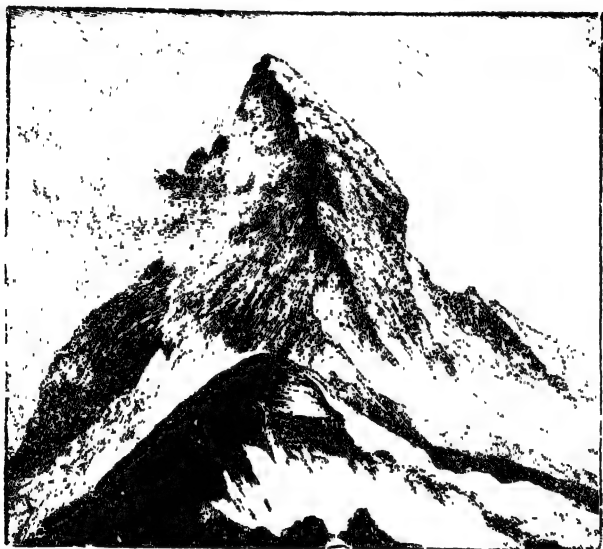
বাদ দিতেই হইবে। এত কষ্ট কবিয়া আসিয়া কোন দ্রষ্টব্য স্থান বাদ দিতেও ইচ্ছা কবে না। তিন মাস বিলাতবাসে যে স্বাস্থ্যলাভ হইয়াছে, এই ১৫ দিনেব কষ্টে ও পৰিশ্রমে তাহা নষ্ট হইবে—এ ভাবনা হইতেছে।

এখানকাব কতৃপক্ষীষেবা তিনদিনেব স্থলে ছয় দিন থাকিবাব জন্য পীড়াপীড়ি কবিতোছেন। বড় বড় নগবে দুই এক দিনেব অধিক থাকিতে পাৰিব না, আৰ এখানে পাঁচ ছয়দিন অনর্থক কাটান হইতেই পাবে না। এখানে যদি বেশী বিলম্ব হইয়া যায়, অগত্যা অন্যান্য সহব দেখা হইবে না।

বাণে ফক্স পীট প্রভৃতিব সহিত আমি সমুদ্রধাবে সেত্ৰিং উপনগৰে, 'ক্রাস্ হাউস'-নামক হোটলে সাক্ষা-সম্মতিতে গেলাম। কংগ্রেসেব সভাপতি ও মিউনিসিপালিটিব মেয়ৰ-প্রভৃতি সকলে বিশেষ আগ্ৰহ ও যত্নেব সহিত অভ্যর্থনা কবিলেন। প্রকাণ্ড হল, সুন্দৰ বন্দোবস্ত, লোক-সমাগমও অত্যধিক।

এত বিভিন্ন-জাতীয় যুবোপীয়া নবনাৰীৰ একত্ৰ সমাবেশ ইতিপূৰ্বে কোথাও দেখি নাই। জয়ন্ত, ডচ, ত্ৰেঞ্চ, ইংৰাজ, কমিষান, ফ্ৰেংকিষন, সুইস প্রভৃতি সমস্ত যুবোপীয়া জাতিব প্রতিনিধি এবং দুইচাৰিজন ইজিপ্চিয়ানও উপস্থিত ছিল। ভাৰতবাসীৰ মধ্যে আমি একমুখ। পাগডাব মৰ্যাদা, যতদূৰ সম্ভব, বৰ্জিত হইল। অপৰিচিত কতলোক উপষাচক হইয়া, আলাপ আত্মীয়তা কবিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পাৰি না। পূৰ্বে বিন্দুমাত্ৰ আলাপ পৰিচয় না থাকিলেও, বা কেহ আলাপ না কবাহয়া দিলেও হঁহ বা অকুতোভয়ে অকপট-চিত্তে আলাপ কবিলেন। ইংৰাজদেব সহিত ইহাদেব ইহাই বিশেষ প্রভেদ দেখিলাম। আধাআধ ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংৰাজী যাহাবা জানেন, তাঁহাদেব সঙ্গেই কথাবার্তা অধিক হইল। অপৰ সকলেব সঙ্গে আমাব কষ্টেস্টে আদায়কৰা, ভাঙ্গা ফ্ৰেঞ্চ দুইচাৰি বুলিতেই ভদ্রতা শেষ কাবতে হইল। ধনকুবেব কাণেগাব সেক্রেটৰী মিঃ ফক্সনবেব সহিত আলাপ হইল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যাহাতে ইহাদেব দ্বাৰা কিছু উপকৃত হয়, তাহাব চেষ্টা কৰিলাম।—হইবাব সম্ভাবনা কম। পানভোজন, বক্তৃতাদি বীতিমত হইল। ক্লাস্তদেহে বাত্ৰি ১১টার সময় হোটলে ফিৰিয়া আসিলাম।

শুক্রবার, ২৩এ আগষ্ট।—আজ কংগ্রেসের অধিবেশন। একটু সকালেই বাহির হইলাম। নূতন-নূতন রাস্তা-বাট দেখিতে দেখিতে যাওয়া গেল। সহরে গাছপালা বিস্তব। সমুদ্রের উৎপাত হইতে হল্যাণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্ত বহুসংখ্যক বাঁধ ও খাল সহরের মধ্যে রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই স্থান নাকি অতি মনোরম; কিন্তু বর্ষায় যেন প্রাণান্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।



মেটন হর্ব শৈলশৃঙ্গ—আলপু পর্বত।

স্থানীয় ‘জ্যোলজিক্যাল গার্ডেনে’র ভিতর প্রকাণ্ড এক বাটীতে কংগ্রেসের সমাবেশ। স্থানমাহাত্ম্যটা কিছু বিচিত্র মনে হইল। জ্যোলজিক্যাল গার্ডেনএ পণ্ডিত-সভার অধিবেশন কেন? সভাপতি ভাণ শ্রাণ্ডিক ও অন্ত্রাণ্ড অধ্যক্ষেরা বিশেষ যত্ন করিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নিজেদের নিকটে আসন দিলেন। প্রায় ১৫০০ পনের শত মেম্বর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছেন। সমস্ত পৃথিবীর নানাজাতীয় প্রতিনিধির অতি বিচিত্র ও বিরাট সমাগম। ফ্রেঞ্চ, ডচ জার্মণ,

ইংবাজী—সকল ভাষাতেই বক্তৃতা হইতে লাগিল। ইংবাজী ছাড়া আমাব কিছুই ত বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কাজেই “জয়মিত্রেব” মত, অপবেব সাহায্যে অধিকাংশ বক্তৃতাৰ সাবসংগ্ৰহ কাবতে হইল। অবশেষে, আমাকে বক্তৃতা কবিবাব জন্ত তলব কৰা হইল। অত্যাচ্ছ কংগ্ৰেসেব মত এখানেও চাৰি মিনিটেব অধিক কেহ বলিতে পাবিবে না, এইকপ নিয়ম ছিল। কাবণ, সভাস্থলে বক্তৃতাংখ্যক প্রসিদ্ধ বক্তা উপস্থিত। চাৰি মিনিটে, যথাসম্ভব নিজ বক্তব্য প্রকাশ কৰিয়া বসিবাব উপক্ৰম কৰিবাঃছি, এমন সময় সভাব চাৰিবিদিক্ হইতে “আবও বল”, “আবও বল”, চীৎকাব তাবসবে হহতে লাগিল। পৰবৰ্ত্তী বক্তাগণ, সভাপতিকে “লিখিত দৰখাস্ত” পেশ কৰিলেন যে, তাহাদেব জন্ত নিৰ্দ্ধাৰিত চাৰি মিনিট, আমাকে দেওয়া হটক। সভাপতিও সে দৰখাস্ত মধুব কৰিয়া আমাকে আবও বলিতে অনুবাধ কৰিলেন। প্রবল বক্তাব ত্ৰায় নেশাব ঝোঁকে বক্তৃতাৰ স্রোত ছুটিল। বক্তৃতা ও বক্তৃতাৰ বিষয় সংবাদপত্ৰে প্রকাশিত হইযাছে, অতএব তাহাব আলাচনা কৰিয়া বৰ্ত্তমান প্রবন্ধেব কলবব বাড়াইব না। বক্তৃতা শেষে যে জয়ধ্বনি ও কবতালি হইল, তাহা ভুলিবাব নহে। বক্তৃতা শেষ হইবাব পৰ জয়ধ্বনি ও কবতালি শেষ হইতেও প্রায় দুই মিনিট লাগিল। অদ্ভুতশন জীবেব মুখে ইংবাজী কথা নহন শুনিয়া জগতেব সভাজাতিব প্রতিনিধি গণেব ইহা কৌতুহলপূৰ্ণ আনন্দ প্রকাশ মাত্র। আমাব নিজপ্রাপ্য ইহাতে নিতান্ত কম। পুনঃপুনঃ নমস্কাব কৰিয়াও, আনন্দধ্বনি নিবাবণ কৰিতে পাবিলাম না—অতিশয় বাক্সা বোধ হইতে লাগিল। প্যাটফৰ্মেব সকল লোকেই আগ্ৰহেব সহিত “সেকহাও” ও “কন্‌গ্ৰ্যাচুলেসন” কৰিতে লাগিলেন;—  
 “Perfect speech” “beautiful speech” “well done” “bravo”—এই সকল শব্দে সভা পূৰ্ণ হইতে লাগিল। জীবনে গৰ্ভিত হইবার অবকাশ বড় অধিক হয় নাই। সমবেত যুবোপ ও আমেৰিকাৰ বিদ্বৎ-প্রতিনিধিগণেব নিকট এই আদৰ, সম্মান ও অভ্যর্থনা পাইয়া যে গৰ্বসঞ্চাব হইল, ভগবান তাহাব জন্ত মার্জনা কৰিবেন। মাহুযে কখন তাহা মার্জনা

করে না। আর কখনও এ গোরব, এ সম্মান পাইবার অধিকার হইবে কি না সন্দেহ। সভাভঙ্গ হইলে আলাপ-করাব—নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া গেল। জলযোগের জন্ত কত পুরুষ ও মহিলাই যে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তাহার সংখ্যা করা দুকহ। তাহা সব গ্রহণ করা অসম্ভব; কোনও রকমে পরিব্রাণ পাইলাম।

বৈকালে পুনরায় কংগ্রেসের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতেছি, এমন সময় দ্বিতীয়সভার সভাপতি ফেলিক্স এড্‌লাব পুনরায় বক্তৃতা করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন—সভাপতির আদেশ লঙ্ঘন করা যায় না; অগত্যা কিছু বলিতে হইল। আবার সেইরূপ জয়ধ্বনি ও কবতালিবাঁ পুনর্বারিনয়! বক্তৃতা করিবার জন্ত সভায় বহুতর উপযুক্ত লোক উপস্থিত ও প্রস্তুত। তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে দ্বিতীয়বার তলব করাতে নিজেবই লজ্জা করিতে লাগিল। কালা-বাঙ্গালীরা ভাঙ্গাভাঙ্গা দুইচারিটা “মাথামুণ্ড” “আবলতাবল” বুলি শুনিয়া। আমাদের উড়িয়া বেহাবাব বাঙ্গালা বলার প্রশংসার মত, বিলাতেও প্রশংসা হইত; এখানেও তাহাবই অধিকমাত্রায় পুনর্বারিনয় মাত্র।

দ্বিতীয় বক্তৃতার পব বন্ধুব সংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পরও তাহাদের হাত হইতে পরিব্রাণ পাওয়া দুষ্কর হইল। “শরীষ খারাপ” “অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে” ইত্যাদি কথায় কল্পপিট কোনক্রমে আমাকে উদ্ধার করিয়া হোটেলে আনিলেন।

২৪এ আগষ্ট, শনিবার।—আজই বটার্ড্যামে যাইব মনে করিয়া, একেবারে জিনিসপত্র গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া কংগ্রেসে গেলাম। ক্রমাগত বৃষ্টিতে আর ভাল লাগিতেছে না; শরীষ ও মন অবসন্ন হইবার উপক্রম। কংগ্রেসে যাইবামাত্র তিনটি নিত্য পীড়াপীড়িবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেই হইল; তাহা কোনমতেই এড়াইতে পারা গেল না। অগত্যা আজ বটার্ড্যামে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। কংগ্রেসের কার্য উপলক্ষ করিয়া, দুইদল গোঁড়া খুঁহানে অত্যন্ত কলহ-বিবাদ হইতে লাগিল; পরস্পরের প্রতি উত্তরপক্ষই তীব্রভাবে প্রয়োগ করিল—প্রায় হাতাহাতি হইবার উপক্রম!—পুলিস ডাকিবার প্রয়োজন হইল। সভাপতি

মহাশয় বাবংবাব শান্তিবক্ষাব সঙ্কেত ঘণ্টা দিয়াও গোলমাল থামাইতে পাবিলেন না। কেন যে জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে এতেন সভাব সমাবেশ-ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা যেন এখন কতকটা বুঝিতে পাবা গেল। কয়েকজন এমনই ব্যবহাব কবিত্তে লাগিলেন যে, জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনই তাঁহাদেব যথার্থ স্থায়ী বাসস্থান বলিয়া মনে হইল। সভাপতিব বিশেষ অন্তবোধকমে এবিষয়েব মীমাংসা কবিবাব ভার আমাব উপব পড়িল। তিনি নিয়ন্ত্ৰে বলিলেন, “বিদেশাব কবায় এসব আহম্মকদিগেব বদি চক্ষু-লজ্জা আসিয়া পড়ে, অতএব আপনি এ গোলযোগ থানাইবাব চেষ্টা ককন।” একপ কংগ্রেসে, এত সুরোগ্য বক্তা থাকিত্তেও বিভিন্নজাতীয় বিদ্বন্মণ্ডলীব সম্মুখে, আমাব মত লোকেব এ সম্মান সহজ গোববেব কথা নহে। ভগবানেব রূপায়, আমায় উপলক্ষ কবিয়া আপাততঃ সভাব শান্তি বক্ষা হইল, নবম-গবম কবিয়া বক্তৃতাব যাঁদ পাতায়, বিষম গোলযোগ থামিল। তাঁহাদিগকে বলিলাম “নীতি-শিক্ষাব সাহায্যপ্রণালী জানিবাব জন্ত সমবেত যুৰোপীয় ও আমেৰিকান বিদ্বন্মণ্ডলীব নিকটে, আমি বহুদূৰ হইতে আসিয়াছি। একধম্মাবলম্বী, ভিন্ন সম্প্রদায়েব লোকেব মতভেদ লইয়া, এই হাতাহাতি-মাবামবিব সংবাদ আমায় যদি দেশে লইয়া যাহতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদেব ও আমাদেব উভয়েব যুগা, দুঃখ ও লজ্জাব কথা। যে দেশ হইতে আমি এই শিক্ষাব আশায় আসিয়াছি, সেখানকাব প্রচলিতধম্ম ও শাখা-ধম্মেব তালিকা ছাপাব অক্ষবে অনেক পৃষ্ঠা পূৰ্ণ কবে, অথচ পবম্পব বিদ্বেষভাব প্রায় ভুলিয়া, তাহাব একবাজাব ছত্রতলে নিজ-নিজ ধম্মেব উন্নতিব চেষ্টা কবিত্তেছে, জানিয়া তাঁহাদেব লজ্জিত হওয়া উচিত।” এ-কথায় শ্বেত-সভাগণেব বাস্তবিক লজ্জা বোধ হইল, এবং সভাব কাৰ্য্য সূশ্ৰূষাে চলিতে লাগিল।

অসংখ্য নিমন্ত্ৰণেব মধ্যে একস্থানে জলযোগ কবিয়া দ্বিতীয়স্থলে চা-পান এবং তৃতীয় স্থলে বাত্রিভোজন কবিত্তে গেলাম। সৰ্ব্বত্রই বিস্তবলোকেব সহিত দেখা, আলাপ, আত্মীয়তা এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিমন্ত্ৰণেব পীড়াপীড়ি হইল। সমাদবেব শেষ নাই;—এখন কেবল ‘মবণং গোমতীতীবে’ বাকি।



ক্লাস্তদেহকে একটু সুস্থ করিবার জন্ত সেভিং-সহরের সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলাম। সুন্দর সহর। সমুদ্রের ধারে বড় বড় বাড়ী, হোটেল, “পীয়ার” স্নানাগার ইত্যাদি। গ্রীষ্মকালে ইহা অতি মনোহর স্থান। কিন্তু অবিরত বৃষ্টিব জন্ত এখন অতি শ্রীহীনভাব ধারণ করিয়াছে।

পৃথিবীর শান্তি-সংস্থাপন জন্ত, ‘পিস্-কংগ্রেসের’ অবতারণা হইয়াছে; তাহার জন্ত প্রসিদ্ধ ধনকুবের কার্ণেগী যে প্রাসাদ নিম্মাণ করিয়া দিতেছেন, তাহা দেখিলাম। সুন্দর বাড়ী বাগান দেখিয়া, আনন্দ কবিত্তে-কবিত্তে, বলিলাম যুদ্ধ উপস্থিত হইলে—এ শান্তি সভার অস্তিত্ব কেথায় থাকিবে, কে জানে। একজন ইংরাজ আমার কথা শুনিয়া, বলিল যে, ‘যুদ্ধের সময় ইহা হাঁসপাতাল-রূপে ব্যবহৃত হইতে পাবে।’ এক জন্মণ্ বলিল, ‘তাহা না হইয়া, পাগলা-গারদরূপে ব্যবহৃত হইলেই ভাল হইবে।’ জন্মণ্দিগেব “শান্তি বিচারালয়” সম্বন্ধে মনের ভাব—এই ছোট কথায় বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত উপবনটি অতি চমৎকার; উপনগরের সমস্ত বাড়ীগুলিই সুন্দর। একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য চারিদিকেই লক্ষিত হয়। বৃষ্টি না হইলে বড়ই আনন্দ হইত। আত কষ্টে ও অসুবিধায়, জলবৃষ্টি মাথায় করিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্ত এই সুন্দর সহরের কতক অংশ দেখিয়া হোটেলের ফিরিলাম।

২৩শে আগষ্ট, রবিবার।—ববিবার খুষ্টান-সহরে কাজকর্ম বন্ধ থাকে। আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ দেখি না! ববিবারের অজুহাতে কংগ্রেসের কাজ আজ হইল না; তাহার পরিবর্তে পার্টিং ধুম! অভাগতগণেব সম্বর্দ্ধনাব জন্ত এই সকল আমোদ-প্রমোদের আয়োজন। হেগ হইতে জাহাজে করিয়া লাইডেন নগরে যাওয়া গেল। লাইডেন—বহুপ্রাচীন, বিখ্যাত সহর! এখানকার য়ুনিভার্সিটিও বহুকালের। চিকিৎসা ও অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্ত ইংরা-জেরাও—তাহাদের নিজের য়ুনিভার্সিটি উত্তমরূপে স্থাপিত হইবার পূর্বে—এখানে পড়িতে আসিতেন। সহরের রাস্তার মধ্যস্থলেই বড়-বড় খাল; বড়-বড় জাহাজ-নৌকা তাহাতে অবোধে চলিতেছে। হল্যাণ্ডের নগরগুলি,

সবই প্রায়, ভিনিস নগরের মত খালে পৰিপূৰ্ণ। “God made the sea, Man made the canal ; God made the country, Man made the town” কথা ঠিক ইহাব রূপান্তর নহে। হল্যান্ডের লোকের এই স্পদ্ধা। বিপুল পৰিশ্রমে, সমুদ্রের গ্রাস হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া, সুজলা-সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। সহরের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ হইতে যাতায়াতের সুবিধার জন্ত, খালের উপর বহুতর পোল আছে। আমাদের জাহাজখানি



হল্যান্ডের একটি দৃশ্য।

নিকটে যাইবামাত্র, পোলগুলি ঘুরিয়া, সবিয়া বা খাড়া উঠিয়া, পথ দিতে লাগিল—আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধির চরম নিদর্শন।

দেশময় চাৰিদিকে wind-millএব ছড়াছড়ি। প্রসিদ্ধ চিত্রকর Rembrandt, যে wind-millএব চিত্র-অঙ্কিত করিয়া ধৃত হইয়াছিলেন, তাহাও পথে দেখা গেল। শুদ্ধ এই wind-mill—বেমব্র্যাণ্ডের পুণ্য-নামের সহিত স্মৃতি বিজড়িত—দেখিতে বহু তীর্থযাত্রী লাইডেনে প্রতি

বৎসব আসিয়া থাকেন। বড় বড় দুইটি দেবখাত হ্রদও পথে পড়িল। আমোদ বা কার্য উপলক্ষে কত নোকা-ষ্ট্রিমার, বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া, চলিতেছে তাহাব সংখ্যা নাই। ভীবে প্রাচীনতন্ত্রেব নবনাবী, প্রাচীনতন্ত্রেব অপূৰ্ণ জাতীয়-চিত্রবিচিত্র-পোষাক ও কাষ্ঠেব জুতা পাবিয়া আনন্দ কবিয়া বেড়াইতেছে, অথবা কাজকর্ম কবিতোছে। পুৰাতন ছবিতে দেখা ডচম্যান সহবে বড় দেখিতে পাই নাই, পল্লীগ্ৰামে খালেব ধাবে বিস্তব দেখিলাম। বৈকালে লাইডেন প্রদক্ষিণ কবা হইল। কলেজ, য়ুনিভার্সিটি, বট্যানিকাল গার্ডেন, পিলগ্রিম-ফাদাবদিগেব গিৰ্জা, ইত্যাদি সব দেখা হইল। আদিম পিলগ্রিম ফাদাব-এব জননী যে উজানে শেষ কতিপয় দিবস বাস কাৰ্য্যাছিলেন, তাহাও দেখা হইল। গিৰ্জাটি অতি প্রাচীন ও সুন্দব। এমন সুন্দব আলো অধিকাংশ গিৰ্জায় দেখা যায় না, কিন্তু বাহ্যসৌন্দৰ্য্য বিশেষ কিছুই নাই।

সহবটি পুৰাতন। কাজেই বাস্তা ঘাট-বাড়ী, সবই যেন পুৰাতন-ধবণেব—ধীব, গম্ভীৰ চাক্চিকাহীন ভাবেব—আধুনিক ভাব আদৌ নাই। চাৰিদিক দেখিয়া মনে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব আসিল। হোটেলে ফিবিয়া আসিয়াই আবাব কংগ্রেস সভাপতিব বাড়ী আহাবেব নিমন্ত্রণে যাইতে হইল; গৃহিণী আদব-অভ্যর্থনাৰ চূড়ান্ত কাৰ্য্যলেন। আমাদেব নিমন্ত্রিতগণকে আমবা ইহাব শতাংশেব একাংশও দেখাইতে পাৰি না। নানাকথায অনেক বাড়ি হইল। হল্যাণ্ডেব জীলোকোবা ইংলণ্ডেব জীলোকদিগেব অপেক্ষাও যেন অতিথি-সৎকাৰপ্রিয়, বলিয়া মনে হয়।

সোমবার, ২৬শে আগষ্ট।—কংগ্রেসেব কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। যত্নতা কবিবাব তলবেব ভয়ে, আমি বাহিবে এদিক্ ওদিক্ কবিয়া কাটাইবাব চেষ্টা কবিতোছিলাম। কিন্তু ভাবত-বিষয়ক কথা শুনিবাব জগ্ৰত সকণেই উদ্গ্ৰীব। কোন-কোন শাখা-সভায় কিছু কিছু বলিতেই হইল। হোটেলে পলাইয়া আসিয়াও নিস্তাব নাই,—সেখানে জাভা দীপেব একটি যুবক উপস্থিত। ধর্ম্ম মুসলমান, নাম সংস্কৃত, কথা কহিবাব ভাষাও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সংস্কৃত। ভাবতবাসী একজন হিন্দু সহবে উপস্থিত; শুনিয়া

তিনি দেখা করিতে আসিলেন। প্রাচীন ভাৰত, বৰ্ত্তমান জাভা, সংস্কৃত-সাহিত্য, হিন্দুধৰ্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। য়ুৰক লাইডেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কৰিতেছেন।

জাভা-দ্বীপ বৰুদিন ডচ্ গভৰ্ণমেণ্টেৰ অধীন—হল্যাণ্ডে Indies বলিতে জাভা দ্বীপই বুঝায়। জাভা-দ্বীপ সম্পৰ্কে হল্যাণ্ডেৰ অনেকে সংস্কৃতশাস্ত্র ও ভাৰতীয় সভ্যতাৰ কতক সংবাদ বাখেন।

ৰাত্ৰে কমিটিৰ তৰফ হইতে প্ৰকাণ্ড ভোজ দেওয়া হইল। বিলাতী এত বড় ‘ব্যাঙ্কোটে’ আমি কখনও উপস্থিত হই নাই। প্ৰায় তিনশত লোক। বাজবাজেখব জৰ্জ লণ্ডনে য়ুনিভাৰ্চিটি-প্ৰতিনিধিগণকে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতে এত লোক ছিল না, কাৰণ তাহাতে বাছা-বাছা লোকেৰ নিমন্ত্ৰণ ছিল। প্ৰধান টেবিলেই আমাৰ আসন নিৰ্দিষ্ট ছিল। সকলেই নানাকপে আপ্যায়িত কৰিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে বক্তৃতা কৰিবাবও তলব হইল। স্তুতিবাদে বড়ই লজ্জাবোধ কৰিতে লাগিল। ফলপিট বলিলেন “তোমাকে আনিয়া ইংলণ্ডেৰ মুখ বক্ষা হইল।” আমাৰ “বক্তৃতা-শক্তি”কে কেহ কেহ বলিলেন, “rare-gift”; কেহ বা বলিলেন, “you have varied the tone of the Congress।” কাহাবও মতে “superb” “beautiful”—“but for you, the Congress would have failed” ইত্যাদি। “shakehands”এৰ দৌবাআ হাতে ষীতিমত ব্যথা হইয়া গিয়াছে। আৰ ‘কনগ্ৰাচুলেসন্’ শুনিতে-শুনিতে কান ঝালাপালা। কথাগুলিতে আশ্চৰ্য্যবিত্তাব ছায়া থাকিলেও প্ৰিয়জনকে বলিতে দোষ নাই। এবং বিদেশে ভাৰতবাসীৰ খাতিৰেৰ সংবাদ দেশেৰ সকল লোকেৰ পক্ষে কষ্টকৰ নাও হইতে পাবে।

হেগেৰ ভোজবাত্ৰেৰ বক্তৃতায় একটু বিশিষ্টতা ছিল। খানাব টেবিলে আমাৰ দুইপাৰ্শ্বে যে দুই মহিলাৰ আসন নিৰ্দিষ্ট ছিল, পূৰ্বদিন বৈকালিক ভোজে তাঁহাদেৰ সহিত পৰিচয় হইয়াছিল। একজন কংগ্ৰেসেৰ সভাপতি ভ্যান শ্ৰাণ্ডিকেৰ সহধৰ্ম্মিণী; অপৰাও বিশেষ সম্ভ্ৰান্ত মহিলা। ভাৰত-বমগীৰ

হুববস্থা ও পুরুষহস্তে নির্ধাতনেব সম্বন্ধে অসম্ভব উপকথা ইহারা অনেক শুনিয়াছেন। আমার মুখে চিত্রের অপর পৃষ্ঠার কিছু সংবাদ পাইয়া তাঁহারা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলামহলে ভারত-রমণীব নির্ধাতন সম্বন্ধে এখনও এই সকল উপকথাব প্রচাব দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। নানা কথাস্র তাঁহাদেব এ ভ্রম অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। আবও তথ্য বিশেষরূপে শুনিবাব জন্ত ভ্যান শ্রাণ্ডিকেব সহধর্ম্মিণী তাঁহাব বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। আজও ভোজবাসবে সেই কথাব পুনকথাপন হইল। ভ্রম আবও অনেক কাটিল বোধ হইল। ইংলণ্ডে সফ্রেজিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্তা মহিষমর্দ্দিনী দলের অত্যাচাব-অনাচাব সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে আমি বিবদ্ধমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ভ্যান শ্রাণ্ডিক-সহধর্ম্মিণী ও তাহাব সখী সফ্রেজিষ্ট দলভুক্তা না হইলেও, তাহাদেব মতেব পক্ষপাতিনী। কথাটা তাঁহাদেব ভাল লাগিল না এবং ভাবত-বমণীব গৌববমণ্ডিত উচ্চ স্থান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে যে সকল কথা বলিতেছিলাম, তাহাও কতকটা উপকথা বলিয়া তাঁহাদেব বোধ হইতে লাগিল মনে হয়।

আমাদেব ভোজন-অবসবে এই সব গল্প-সল্প চলিতেছে, ওদিকে বক্তৃতাস্রোতও খুব চলিতেছিল। একজন বক্তা বক্তৃতায় মাঝে সফ্রেজিষ্টদেব প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে সকল বিষয়ে নারী-নর তুল্যাধিকারী। তাঁহাব বক্তৃতাব উদ্দেশ্য ও মন্ম ছিল ভাল! নীতিশিক্ষার সাহায্যে বমণী অগ্রসব না হইলে এবং গৃহে নীতিশিক্ষাব আদর্শ ও চর্চা না হইলে, শুধু পুস্তক, বিদ্যালয়, শিক্ষক বা কংগ্রেসের সাহায্যে নীতিশিক্ষাব সমীচীন প্রচার হইবে না, ইহাই তাঁহাব প্রতিপাদ্য। এ কথাস্র সকলকেই সম্মতি দিতে হয়। কিন্তু বক্তা সফ্রেজিষ্টদেব কথাব অবতারণা করিয়া যে ভাবে পুরুষ ও রমণীর তুল্যা অধিকারের দাবী করিলেন, তাহাতে আপত্তির অনেক কথা ছিল; অথচ তাঁহাব বক্তৃতাব এই অংশটাই অত্যন্ত উল্লাসের সহিত গৃহীত হইল। তাহার পরেই আমার বক্তৃতার পালা। পূর্বোক্ত বক্তার বক্তৃতায় ও ভ্যান

শ্রাণ্ডিক-সহধর্ম্মিণীব কথাবার্তায় আমি একটু “মরিয়া” হইয়াছিলাম । অনভিপ্রেত হইলেও সে ভাবটা আমার বক্তৃতায় ফুটিয়া পড়িল । শুধু ফুটিয়া পড়িল নহে, একটু বিপদে ফেলিবার জোগাড়ও করিয়াছিল ।

ধন্যবাদ প্রদান ও অত্যাশ্রয় মানুষলী কথাব পব আমি বলিলাম যে, “সর্ব্বাঙ্গীণ নীতি-শিক্ষাকল্পে জ্বীলোকের পূর্ণপ্রাণ সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে কার্য্য বিফল হইবে, সে কথা সত্য । কিন্তু সেক্ষপ শিক্ষাব যথার্থ সাহায্য কবিত্তে হইলে বমণীকেও বিশেষভাবে প্রস্বত হইতে হইবে । শুধু বমণী কেন পুরুষকেও প্রস্বত হইতে হইবে । য়েবোপের সাধারণ নব-নাবী যেভাবে আজ বিলাস মস্ত্রে দীক্ষিত, সে শিক্ষায় নীতি-শিক্ষাব সাহায্য হইবে না । বাজনৈতিক কার্য্যে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত সভাবেশধাবী পুরুষ য়েক্ষপ মনে এক কথা, মুখে এক কথাব দাস, তাহাতেও নীতি-শিক্ষাকার্য্যেব সাহায্য হইবে না । ‘যুনিভাবশ্রাল বেসেন্স কংগ্রেস’ ( Universal Races Congress ) কবিয়া ও ‘মব্যাল এজুকেশন কংগ্রেস’ কবিয়া মহাসতোব প্রচাব াহাবাট কাবতেছে, তাহাবাই পবম্পাব হিংসা, দ্বেষ কবে এবং পবশ্রী কাতব ; কি কবিয়া পবেব বাজ্য বা বাণিজ্য অধিকাব কবিবে তাহাব চেষ্টা কবিত্তেছে ১৭° ৩১° । ৬শ্র গোপনে নানা অকার্য্য কবিত্তে কুঞ্জিত নহে ; অকারণ সৈন্ত-সমাবেশেব আড়ম্ববে দেশকে ঋণভাবে দলিত কবিত্তে সদাই অগ্রসর ; তাহাদেব জ্রায় হীনচেতা বাজনৈতিকদিগেব দ্বাবা নীতিশিক্ষাব কি সম্প্রসাষণ হইবে ? সকলেব সমাধিকাব াহাবা বক্তৃতায় প্রচাব কবিলেন, কার্য্যে তাহাদেব অধীনস্থ লোকদিগেব প্রতি অযথা ব্যবহাব কবিয়া অত্যাশ্রয় অনুষ্ঠান কবিলে যদি নীতি-শিক্ষাব সম্প্রসাণ হয়, তাহা হইলে হইতে পাবে । কিন্তু কথায় কাজে সামঞ্জস্য যদি নীতি-শিক্ষা প্রসাবেব বিশেষ প্রয়োজনীয় সহায় হয়, তাহা হইলে অত্র পছা অবলম্বন কবিত্তে হইবে । পুরুষদিগের সম্বন্ধে যে কথা, জ্বীলোক সম্বন্ধেও তাহাই । যে শিক্ষায় য়েবোপের সাধারণ রমণী অনুপ্রাণিত, তাহাতে নীতি-শিক্ষাব সাহায্য হইবে না । যে ভাবে বিলাস, স্বার্থপরতা এবং আনুযজিক পাপের প্রমার হইতেছে, সমাজের

স্তরে স্তরে তাহা বিধিতে আবদ্ধ হইয়াছে। শীঘ্র যদি এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান না হওয়া যায়, তাহা হইলে নীতি-শিক্ষার সাহায্য দূরে থাক, কেহ সমাজবক্ষা ও আত্মবক্ষা করিতেও পারিবে না। যে সমাজে বমণী জননীৰ দায়িত্ব লইতে অস্বীকৃত, নিজ বিলাসবিন্দমেই ব্যস্ত, পুত্র কন্যাব লালনপালন ভাব, স্বামীৰ সেবাব ভাব বেতনভোগীৰ হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত, সে শ্রেণীৰ বমণীৰ নিকট নীতি-শিক্ষাব সাহায্য-প্রত্যাশা বৃথা। অতএব নীতি শিক্ষাব সম্যক সাহায্যেব জ্ঞাত যুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েবই বিশেষ শিক্ষাব, উদ্যোগেব এবং প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন। নীতি-শিক্ষাকার্য্যে সাহায্য-আহ্বান অবসৰে একজন বক্তা জীলোকেব পক্ষ হইয়া দাবী করিযাছেন যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষেব অধিকাৰ সৰ্ববিষয়ে তুল্য এবং সমাজে তাহাদেব স্থান সমান। এ কথা আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকাৰ কৰি।”

এই কথা বলাতে মহিলামণ্ডলী আমাব প্রতি স্নেহাবে চাহিলেন, তাহাতে যেন সহস্র বিদ্যাবশিখা জ্বলিয়া উঠিল। এই ডালামণী শিখা ভান গ্ৰাণ্ডিক-সহধাম্মণী ও তাঁহাব সখীৰ চক্ষেই বিশেষ প্রদীপ্ত হইল। প্রতিক্ষণে মনে হইল “স্বাস্থ্য পানেব” জ্ঞাত যে ণত শত মদিৰাপূৰ্ণ গ্লাস অভাগতগণেব হস্তে বহিয়াছে, তাহা বুঝি আমাব মাথায় আসিযা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এদগ মুহূর্ত আমাব জীবনে অতি অল্পই আসিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে।

আশুবিপদেব ভয় থাক না থাক, মনে মনে হাসি পাইল। পবক্ষণেই আমি নিম্নহবে গম্ভীৰস্ববে বলিলাম, “স্ত্রীলোকেব অধিকাৰ ও স্থান পুরুষেব সমান নয়, পুরুষেব বহু উচে।” এই কথায় হাওয়া স্ফিৰিয়া গেল—বমণী-চক্ষেব বিদ্যাব কপাস্তব ধাবণ কৰিল, “নৃমুণ্ডমালিনী সখীৰ” ক্রুব দৃষ্টি কোমলতায় আচ্ছন্ন হইল। সহস্র সুবা-কম্পিত হস্তেব জযতালিতে সভা মুখবিত হইয়া উঠিল।

সুৰ ফিৰিয়াছে, ঔষধ ধৰিয়াছে দেখিয়া আমি আৰও বলিলাম, “আমি যে দেশেব অধিবাসী, সেখানকাৰ বমণীৰ অবস্থা এ তাহাদেব প্রতি পুরুষেব ব্যবহাব সন্ধে আপনাৰা অনেক অপকণ কুৎসা শুনিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিকই

সেখানে রমণীর অধিকার অনেকাংশে পুরুষের বহু উর্দ্ধে। অসংখ্য ভক্ত যুক্ত-করে নিশি-দিন নারীমূর্তিতে ভগবানের ধ্যানধারণা, পূজা করে; নারীর পূজা যেখানে, দেবতা সেখানে প্রীত, একথা বিশ্বাস করে। গৃহস্থালীর গণ্ডির মধ্যে নারীর যে অধিকার ও ক্ষমতা, তাহা আপনাদের ধারণার অতীত। প্রয়োজন হইলে রমণী রাজ্যশাসন করে, যুদ্ধ কবে, বিষয়-আশয় চালায়। সর্বত্র রমণী ক্রীড়াপুত্তলিকা নয়,—সহধর্ম্মিণী। নারীর এই আদর্শে ভারত অল্পপ্রাণিত। অপব্যবহার কোথাও নাই, সে কথা বলিতে পারি না; সামাজিক অধঃপতন হয় নাই, সে কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আদর্শ উচ্চ; রমণী আমাদের সহধর্ম্মিণী,—অধিকার অনেকাংশে সমান নহে,—বহু উচ্চতর। আমরা আবাল্য রমণীকে “হৃদয়-ভাঙ্গার” কাষে উৎসাহ দিয়া কাঁধে করিয়া বেড়াই না; তাই তাহারা আজও দোকানের কাঁচ-ভাঙ্গা, বাড়ী-ভাঙ্গা কাজে অগ্রসর হয় নাই। অনিবার্য্য কারণে কখন কখন “ঘরভাঙ্গার” দোষে ভারত-রমণীকে দোষী করা যায় বটে; কিন্তু স্বতন্ত্র গৃহস্থালী-প্রাণ সভ্য-যুবোপে “ঘরভাঙ্গার” সম্ভব বা প্রয়োজন হইতে পারে না, কাষেই সে কথা অবাস্তব এবং সে কথা আপনারা বুঝিবেন না। কিন্তু নীতি-শিক্ষাকাণ্ডের ষথার্থ সহায় করিতে হইলে রমণীপক্ষ হইতে সত্রেজিষ্টদিগের গ্রায় রমণীর তুল্যাধিকার দাবী করিলে চলিবে না। আমি তাঁহাদিগকে উচ্চাধিকার দিতে চাই,—তাহা দিতে হইবে। সুবেশা, সুকেশা, সুহাসিনী, বিলাসিনী, ক্রীড়া-পুত্তলিকার পরিবর্তে, সহধর্ম্মিণীর আদর্শ সমাজচক্ষে উপস্থিত না করিতে পারিলে নীতি-শিক্ষার সাহায্যও হইবে না যুবোপীয় সমাজের ভদ্রস্থও নাই।”

যাঁহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রীত হইলেন—ভ্যান শ্রাণ্ডিক-সহধর্ম্মিণী ও তৎসখী সুখী হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সম্মেহ-করমর্দনের সহিত প্রভূত অভিনন্দন করিলেন।

আরও অনেক বক্তৃতা বাকি ছিল। পরদিন প্রত্যুষেই বাইতে হইবে। সভাপতি ও তাঁহার আত্মীয়ের নিকট সকাল-সকাল বিদায় লইতে হইল। শ্রীমতী ভ্যান শ্রাণ্ডিক পরদিন প্রত্যুষে স্নেহ-নিদর্শনস্বরূপ লোভনীয়



পুষ্পোপহাব পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। “বড়”ব জুতা উইণ্ডমিল-মার্ক। কপাখ চামচ ও নিজের ছবি পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং এখনও মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া থাকেন।

মাব খাইতে গিয়া এত আদবেব অবতাবণা প্রায় যুটে না, তাই হেগেৎ শেষ বক্তৃতাটাব কথা একটু বিস্তাবে বলিলাম।

---

## ফ্রাঙ্কফোর্ট—জন্মাণী ।

২৭শে আগষ্ট, মঙ্গলবার।— বহুতা ও অভিনন্দনের উৎসীড়নে হেগ হইতে এক বকম পলাইয়া আসিতে হইয়াছে। এখন ফ্রাঙ্কফোর্টের বেলগ্রে-হোটেলে বসিয়া চাব পয়সা একখানি কবিতা চিঠির কাগজ কিনিয়া “দ্রমণ-কথা” লিখিতেছি। জন্মাণীর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে এই প্রথম ঘনিষ্ঠ পবিচয়। পবিচয়ে দেশের প্রতি ও জাতির প্রতি সম্মান ও প্রকাব উদেক সহায়তাব অধিক কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে হোটেলে যখন ভোজন, বিশ্রাম কবিয়াছি, সেইখানেই কার্ল কলম-কাগজের অজস্র শ্রাদ্ধ কবিয়াছি। কোথাও তাহার পয়সা লাগে নাই। হোটেলেব ছবিওয়ালা কাগজে বাডীতে চিঠি লিখিয়া ও দ্রমণ কথা লিখিয়া জায়গাটা বন্দা যেন কিছু অধিক জীবন্তভাবে হয় মনে কবিয়া এ ব্যবস্থা বদানব কবিয়া আসিয়াছি। সেইজন্য পোর্টমেন্ট খাওয়া কাগজ বাহির না কবিয়া হোটেলেব কাগজ তাব কবাত্রে সঙ্গে সঙ্গে চাব-পয়সাব হিসাবে কাগজেব বিলও হাসিল। জন্মাণ আতিথ্যেব এই পথম পবিচয়।

লুসার্মায়াইবার গাড়ী ঠিক মধ্যরাত্রে ছাড়ে। ওতক্ষণ ভবসা কবিয়া নিদ্রা যাইবার যো নাই। অথচ চুপ কবিয়া বসিয়া থাকাও বাধ না। আহাবেব পব সহবে খানিক ঘুবিয়া দেখিলাম, অথচ অজানা সহবে অপবিচিত লোক সমভিব্যাহাবে বাএ ষ্টেশন হইতে বহুদব যাওয়াও সুযুক্তি মনে হইল না। কাজেই সময়টা এই ‘অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী’ লেখাব কাজে লাগাইতেছি। ইংলণ্ডে একবকম “দেশে” ছিলাম বলিলেও হয়, বিশেষ কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু যবোপ ভ্রমণ আবস্ত হইয়া অবধি যথার্থ “বিদেশ”—ভ্রমণ আবস্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নানা বিভ্রাটেবও হুচনা হইয়াছে। ভাষাব অনভিজ্ঞতা তাহার প্রধান কাবণ। হেগ সহবে যে কয়দিন ছিলাম সে কয়দিন ফল্স-পিট প্রভৃতি বন্ধ ও ডচ-জানা ইংবাজদিগেব এবং

ইংবাজী-জানা ডচ-বন্ধুগণের অনুগ্রহে বিশেষ কষ্ট পাঠিতে হয় নাই। কিন্তু আজ সকালে একাকী হেগ সহব ছাড়িয়া অবধি যে যন্ত্রণাব উপক্রম হইয়াছে, তাহাব আব অবধি নাই। ডচ-ম্যানেবা প্রায় সকলেই যেকপ ইংবাজী লিখে ও বলে, জন্মাণ মহাপ্রভুবা তাহ' কবেন না। বাজ্জনৈতিক বিদ্যা বিষয় নৈতিকই বল, আব সমবনৈতিকই বল, এই সকল কাবণে কেহ কেহ ইংবাজী-চচ্চা কবে। ডচদিগেব মত সাধাবণ লোকে ইংবাজী চচ্চা জন্মাণিতে কবে না। আমাব সহায় ইংবাজী, বড় জোব ভাঙ্গা-ভাঙ্গা দবাসী ও জন্মাণ দুইচারি কথা মান; তাহাতে কাজ চলে না। সকাল হইতে এক বকম “নাস্তানাবুদ” হইতছি। হাসি কান্না দৈ-ই পাঠিতেছে। তবে ইসাবা ইঞ্জিতে কা' একবকম চলিয়া যাইতেছে, এই মান। টমাস এক-এণ্ড-সনেব ছয় শস্যাব লিখিত বাক্যাবলীব সহায়গাম মান প্রাণ কষ্টে শ্রেষ্ঠে সমস্তদিন বজায় হইয়াছে। জন্মাণেব মধ্যে বাহাবা ইংবাজী জানে, তাহাবা অনেকে অজ্ঞতাে ভাণ কবে; ইহাব স্পষ্ট পবিচয় স্থানে স্থানে পাইলাম। ইংবাজ, দবাসী বিদ্যা ৬৮ দিগেব মত ইহাবা অতিথিব সাহায্যেব জন্ত উন্মূখ নয়; ববং যন্ত্রণা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ কবে।

গমস্ত দিন বেলে থাকিয়া হেগ হন্তে ফ্রান্সফোর্টে আবধণ্টা হইল পৌছিয়াছি। ফ্রান্সফোর্ট ইতিহাসবিখ্যাত প্রাচীন বহৎ সহব। কিন্তু বার্ত্রিব অন্ধকাবে ও ভাবাজ্ঞানেব অভাবে সহবেব মধ্যে একাকী বজদূবে বেড়াইতে যাওয়া উচিত মনে কবিলাম না; বিশেষতঃ রুষ্টি ও ঠাণ্ডাব এখনও নিবাম নাহ, তাহাব উপব গতবাত্রে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। গাছপালা পড়িয়া টেলিগ্রাফ ও ড্রামেব তাব ঢিড়িয়া গিয়াছে। যদিও দিনেববেলা কতকটা দুর্যোগ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু ঠাণ্ডা অত্যন্ত বহিয়াছে। সে জন্তও সহব দেখিতে যাইবাব বাসনা ত্যাগ কবিয়া, ষ্টেসনেব নিকটেই এদিক-ওদিক একটু বেড়াইলাম। য়ুরোপেব অত্যাগ্র সহবেব মত ফ্রান্সফোর্টও প্রায় একই ধবণেব। বড় বড় বাড়ী চওড়া বাস্তা, ইলেকট্রীক আলো, গাড়ী, লোকজন, থিয়েটার, গোলমাল,—সবই এক বকমেব। উইস-বাডনে স্বাস্থ্য লাভ-মানসে কয়েকদিন

থাকিয়া বিখ্যাত খনিজ-জল “সেবন” কবির, মনে কবিয়াছিলাম। কিন্তু অন্ততঃ তিন সপ্তাহ না থাকিলে যাওয়া-না-যাওয়া সমান। তাহা বৰ্ত্তমান ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়া, অকাৰণ নগণ্য স্থান দেখাব অনুবোধে অপৰিচিত জয়গায় এক বাত্ৰিও না কাটাইয়া, ববাবৰ লসার্ণ চলিয়া যাওয়াই ভাল বোধ হইল।

ইংলেণ্ডেই জিনিসপত্ৰ দুখ লা মনে কবিতাম। য়বোপে আসিয়া দেখিতেছি ইংলেণ্ড এ বিষয়ে অনেক ভাল। দুইটা ডিম্বৰ অমলেট ও এক টুকৰা কুটি বাব আনা দিয়া লইতে হইয়াছে। ছোট এক বাটা কফীৰ মল্য তিন শানা। মুটে মহাপ্ৰভু বেলগাড়ী হইতে পোটমেন্টটি নামাইও বাব আনা হইলেন। একুপ “গ্ৰাহী” দেশ এ পয়স্ব দেখি নাই। বিদেশীৰ নিকট “দোহি” “দেহি” ছাড়া সম্বন্ধনাব জাব শব্দই নাই। জৰ্মান জিনিস আমাদেব দেশে পৌছিয়া বাজ্জৈনতিক কাৰণে সপ্তা হয়। কিন্তু তাহাদেব দেশে, অন্ততঃ বিদেশীৰ নিকট, তাহাব বিপৰীত দেখিলাম।

কা’ল সমস্তবাত্ৰি ঝড় জলে নিলাব বিশেষ কোন বাধাও হয় নাই। আজ হেগ্ পৰিত্যাগ কবিতে হহবে বলিয়া খুব ভোবেইধুম ভাঙ্গিয়াছিল। য়ক্স-পট বেচাবাকেও আমাব দায়ে সকাল সকাল শয্যাভ্যাগ কবিতে হইয়াছিল। কয়েকদিন তাহাব উপব বথেষ্ট অত্যাচাব কবিয়াছি। মিসেস শান শ্ৰাণ্ডিক কা’ল বাত্ৰে থানাব পব বিশেষ অনুবোধ কবিয়াছিলেন যে, আজ গাডেন-পাৰ্টিব ও কা’ল বটাড্যাম মিউনিসিপালিটিব পাৰ্টিব দুইটা দিন থাকিয়া যাই। কিন্তু তাহাব ও অত্যাচাব বন্ধগণেব অতি বহু, আগ্ৰহ সহেও থাকা কিছতেই হইল না। সেই জন্ত বন্ধগণেব নিকট কা’লই বাত্ৰে তাড়াতাড়ি বিদায় লইতে হইয়াছিল, কাৰণ বক্তৃতা-শ্রোত ও শ্রবাস্রোত য়েকপভাবে বহিতেছিল, তাহাতে বোধ হয় বাত্ৰি একটাব কম শ্রাদ্ধ মিটে নাই। আমি থানাব টেবিলে ততক্ষণ থাকা যুক্তিযুক্ত মনে কবিলাম না; কাৰণ আমাকে সকাল-সকাল উঠিতে হইবে। কাজেই বাত্ৰি ১১টাৰ মধ্যেই চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। আমি দুই দিন থাকিতে না পারায়, শ্ৰাণ্ডিক,

মিসেস দুঃখিত হইয়া সকালে স্তম্ভ একখানি পত্র লিখিয়া আশাঝাদ কবিস্থাছেন ও বিদায়-উপঢৌকনস্বরূপ সুন্দর ফুল উপহার্য ঠাটয়াছেন। বেলগাডীতে দুইটা বিটি ভাঙ্গা ফ্রেঞ্চ ও জন্মাণ বণায় ন্যায় বাইবাব ট্রেণেব সন্ধান বলিয়া দেওয়াব পাৰিতোষিকস্বরূপ এক জাণ মাহলাকে সমস্ত দিনেব পুস্ট সেই ফুল উপহাৰ দেওয়াতে তাহাব হান ও ধন্তবাদ জাব থামে না। দেশে সেখানে যে ফুল উপহাৰ পাই, সবল্লৈ থকাব জন্ত সংগ্রহ কবিস্থা হইয়া পৌছায়া দিতে হয়। উপহাৰ প্রাপ্ত য লব নোডা ফুলেব মালা লইয়া গিয়া দিলে “বহু মা” বড থুসী হয়, কত যন্তু কবিস্থা গ্ৰহণ কবে ও বাখে এবং এদ্বি কবিস্থা ৭৩দিন সম্ভব বাঁচাইয়া বাখে, মাণ মৃত্তা মববাতও তত আগ্ৰহ প্রকাশ কবে কি না সন্দেহ। স্নেহ ও যত্নেব সহিত প্রদত্ত মিসেস ভ্যান গ্রাণ্ডেকেব এই ফুল উপহাৰ হাতে লইয়া সমস্ত দিন বহুমাৰ্কে বডই মনে পড়িতে লাগিল। তাহাকে দিবাব সুযোগ নাই বলিয়া পথে অপৰিচিতা উপকাৰিণী বন্ধীকে উপহাৰ দিয়া ফুলেব সন্ধ্যাবহাৰ কবিলাম।

আমি যে গাডীতে উঠিলাম, তাহাব পাশেব গাডীতেই Prince of Holland উঠিলেন। ইনি ডা বাজীব স্বামী। সাধাৰণ লোকেব মত ইহাব ধৰণধাৰণ। তবে Utrecht নগৰে platformএ যখন নামলেন, তখন তাহাব অভ্যর্থনাৰ জন্ত কিছু সৈন্তসমাবেশ ছিল, দেখিলাম। Utrecht, Amsterdam প্রভৃতি Hollandএব সকল সহবই প্রায় হেগেব মত এক ধরণেব। এই দুই জাবগাতেই বেলা আছে, বড় বড গিৰ্জা এবং কলকাবথানাও বীতিমত আছে। বাত্রে জল হইয়া গিয়াছে, আব উইণ্ড মিলগুণ অমনি বায়ুবেগে মাঠ হইতে জল তুলিয়া বাধ-পাবে ফেলিতেছে। হলাণ্ডেব চাৰিদিৰ ছডাইয়া এই উইণ্ড-মিল আছে। কৃষিক্ষেত্রেব জন্ত যতটুকু জল দৰকাৰ, খালে সেই আন্দাজ জল বাখিয়া বাকি জল অমনি সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি (pump) কবিস্থা দেশ নিবাপদ বাখিতেছে। প্রায় সমগ্র দেশটাই সমুদ্রেব ‘লেভেলেব’ নিম্নে হইয়াও বাঁধ দিয়া আব উইণ্ড-মিল পম্প সাহায্যে জল নিকাস কবিস্থা দিয়া Holland “ধনধাত্তব” ; আমাদেব দেশে এমন উপায়

দ্বাৰা ‘বেগুয়া-হানাব’ মত জায়গা বক্ষা কেন হয় না, জানি না।  
হল্যাণ্ডবাসী বাব মাস সমুদেৰ কবল হইতে দেশ বক্ষা কৰিতেছে, আৰু  
আমবা নদীৰ সাময়িক বত্থাব হস্ত হইতে দেশ বক্ষা কৰিতে পাৰি না।  
সকলই স্মৃতিৰ ফল।

এমিৰিক ষ্টেসন হইতেই জাৰ্মানীৰ এলাকা আৰম্ভ হইল। দেশেৰ আকাৰ,  
প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, পথ, ঘাট, বাডী, লোকজন, সমস্তই যেন চকিতেৰে গ্ৰায় পৰি-  
বৰ্দ্ধিত হইয়া গেল। সবই কেমন মোটা, “জবডজব”, ভাবী, বোধ হইতে  
পাৰিল। হল্যাণ্ডেৰ সস্কভাব, শিল্পী ভাব, মোলায়ম ভাব অন্তৰ্হিত হইয়া জাৰ্মানীৰ  
স্বলভাবেৰ পৰিচয় সজে সজেই পাওয়া যাইতে লাগিল। কেমন এণ্টা নিবেট,  
জমাট, অটুট, ভাবী ভাবেৰ পৰিচয়। সমগ্ৰ বিশ্বকে অবিখ্যাস ও সমগ্ৰ  
বিশ্বগ্ৰাসেৰ নিঃশব্দ আয়োজনেৰ ভাব প্ৰতি পদেপদে পাওয়া যাইতে লাগিল।  
দেশেৰ সীমান্তে পৌছিবাব পূৰ্বেই ‘ওয়াচ টাওয়াব’ দেখা যাইতে লাগিল।  
দেশ ছাইয়া ‘ওয়াচ-টাওয়াব’। হিম্বিক ষ্টেসনে পৌছিবামাএ সমস্ত মাল  
ওদাবক কৰা হইল।

হল্যাণ্ডে প্ৰবেশ সময়ে কাষ্টমস কন্সচাৰ্ভাৰণ আমাৰ দাঁক পোলে নাই।  
ইমিৰিকে কিন্তু অব্যাহতিৰ লক্ষণ দেখিলাম না। বায় প্ৰভৃতি থুলিতে আৰম্ভ  
কৰিয়াছিল। কিন্তু পাগডী দেখিযাই হউক কিম্বা অপৰ কিছু বুঝিয়াই হউক,  
একজন প্ৰধান কন্সচাৰ্ভাৰী আসিয়া তাহা নিবাবণ কৰিলেন। সজে মদ চুকট  
ইত্যাদি মাছলআদায়যোগ্য জিনিস কিছু আছে কিনা দেখিবাব জন্ত এই  
তদাবক হয়। শত্ৰুৰ গতিবিধিৰ উপৰ লক্ষ্য বাখিবাব জন্ত জাৰ্মানাব দেশময়  
এইকপ উচ্চ ‘টাওয়াবেব’ উপৰ সৈনিক সমাবেশেৰ নিয়ম আছে। ফ্ৰান্সেৰ  
ভয় এখনও যায় নাই। প্ৰতি পাহাড়েৰ উপৰেই কেনা। বিশ্ব-গ্ৰাসেৰ চেষ্টা  
সৰ্কট প্ৰকট। সকল কেপ্লাতেই শুধু কেপ্লাৰ কাজ হয় না। ৬৮লোকেৰ  
কাবাগাবস্বৰূপ এই সকল কেপ্লাৰ এখন অধিক ব্যবহাৰ। দুৰ্গেৰ নক্সা অথবা  
অস্ত্ৰাগাবেৰ সংবাদ যদি গোপনে কেহ সংগ্ৰহ কৰিয়া শত্ৰুপক্ষকে বিক্ৰয় কৰে,  
তাহা হইলে তাহাৰ গুৰুতৰ শাস্তি হয় এবং এই সকল কেপ্লায় তাহাদিগকে

কয়েদ কৰা হয়। ইংবাজ-ভ্রমণকাৰীৰা মাঝে মাঝে এইৰূপ বিভ্রাটে পড়েন; উভয়পক্ষেৰ মুখে খুব সদ্ভাবৰ চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে বিশেষ তিক্তভাব যখন আইসে, তখন মনেৰ ভাব মুখে প্ৰকাশ পায়। যুদ্ধেৰ প্ৰকাশ্য ও মৌখিক সম্ভাবনা না থাকিলেও সৰ্বদা যুদ্ধেৰ জন্তু সাজসজ্জা কবিতো প্ৰতি বৎসৰ কত কোটি টাকা যে খৰচ হইতেছে, তাহাব সংখ্যা নাই। নিশ্চয় যুদ্ধেৰ আয়োজন সমগ্ৰ জাতি অকাণ্ডেৰে বৎসবেৰ পৰ বৎসব কবিষা যাইতেছে, —কাহাব সঙ্গে কৰে লড়াই হইবে স্থিৰ নাই। তবে কাহাবও না কাহাবও সঙ্গে যবে হয় যুদ্ধ হওয়া স্থিৰ, সেই “স্বদিনেব” আশায় জাম্মাণ নিশি-দিন প্ৰস্তুত হইতেছে। মৌখিক আত্মীয়তা সত্ত্বেও যত বাগ হিহাদেব ইংবাজেৰ উপৰ। ইংবাজ সে কথা জানে, অথচ সকলে বিশ্বাস কৰে না।

Drenesberg, Bohen, (Cologne, Dusseldorf, Coblen, Memm, Memm, Wisden প্ৰভৃতি প্ৰসিদ্ধ স্থান বেলগাৰ্ডী হইতে যতদূৰ দেখা যায়, দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কলোন নগৰেৰ নিকট বিখ্যাত বাটন নদী দেখা গেল। প্ৰবল খবৰশ্ৰোতা বাইন জাম্মাণীৰ লক্ষী। কলোন গিৰ্জা (Cologne Cathedral) বিশ্ব-বিখ্যাত। ৪০০ ফুট উচ্চ প্ৰকাণ্ড স্তম্ভৰ গিৰ্জাটি ঠিক বেণগুয়েৰ ধাৰে। বেশ ভাল কাঁৰিয়া দেখা গেল। ‘সেন্ট আবনেল চাৰ্চ’ নামে আৰু একটি বিখ্যাত গিৰ্জাও কলোন নগৰে আছে। জনগণ ১১০০০ খৃষ্টাব্দ কুমাৰী হত্যা কৰিয়াছিল। তাহাদেৰ অস্থিতে এই গিৰ্জাৰ দেওয়াল বিভূষিত। নবকপাল, নবঅস্থি পূজা আমাদেৰ দেশে আছে বলিয়া আমবা যুগ্য হেৰ কেন হইয়াছি জানি না। উহা এখানেও বৰ্ত্তমান এবং মালটাতেও উহা দেখিয়া আসিয়াছি। যে তিনজন পূৰ্বদেৱী মহাপুৰুষ (wise men of the East) যান্ত্ৰুষ্টিৰ দৈবজন্ম পূৰ্ব হইতে জানিতে পাৰিয়াছিলেন, তাহাদেৰ অস্থিও কলোনেৰ ‘Three King’s Church’ সমাহিত বহিয়াছে। কলৌ ষ্টেশন হইতে ট্ৰেন বাইনেৰ পুল পাৰ হইয়া নদীৰ তীব দিয়া বৰাবৰ উইসবাডেন পৰ্য্যন্ত গিয়াছে। বাইন নদীৰ উভয় তীৰেই বেলবাস্তা। নদীৰ উপৰ দিয়াও উইসবাডেন যাওয়া যায়।

আমাব টিকিটে যে দিক দিয়া ইচ্ছা যাওয়া যাইত, কিন্তু জৰ্মানীতে অধিক সময় ক্ষেপণ কৰা অভিপ্ৰায় নয় বলিয়া বেলপথেই শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ চলিয়া আসিলাম।

বাইন নদীৰ উভয় পাৰ্শ্বেব দৃশ্য সুন্দৰ। দুইদিকেই অমুচ্চ পাহাড় ; পাহাডেৰ গায়ে সমতল ভূমি কাটিয়া আঙ্গুবেব ক্ষেত। তাহাব উপৰ ছোট বড়, নতন পুৰাতন ভগ, বাটী, গিৰ্জা, বাগান প্রভৃতি বহিয়াছে। সেই সকল (hithless towers in forests and dales বনা কাৰ্বেত গিৰা কাৰবব বাইবণেব লেখনী হাব মানিয়াছে। কোথাও নদী থবশ্ৰোতা, কোথাও আবাব ধাববেগে চলিতেছে, কোথাও তাবভূমি জলেব স্ৰুতিও প্ৰায় মিশিয়া গিয়াছে, কাথাও আবাব নদীতীবে অৰি উচ্চ গিৰিগুচ্ছ উচ্চ মন্তক উত্তোলন কৰিয়। দ্ৰাঘমান, পৰ্ব্বতমালা কোথাও দূবে কোথাও নিকটে, কোথাও নদীৰ উপবেই গ। বনান্তবাল কিম্বা উজানান্তবালেব মধ্য দিয়া সেই বজতন্ত্ৰ মূৰ্ত্তি আবও সুন্দৰ দেখাইতেছে। নগৰ, উপনগৰ, গ্ৰাম, ক্ষেত, পাঙ্গব, ভগ, যেখানে যা সাজে, তেমন সাজাইব যন জৰ্মান জাতি “বাইন লহবীৰ” সৌন্দৰ্য্য অক্ষুধ বা ধৰাছে। “বৰ্মান লহবীৰ” মত জৰ্মানও বাইন হেথা The Silver Rhine—সঙ্গীত জগতৰ মোহিত কাৰিয়াছে। কবি, চিত্ৰবৰ, প্যাটক একলে নিলিয়া গুণগুণাব ধৰিয়া বাহন-দাঁহমা বনা কৰিয়াও শেৰ কৰিতে পাবেন নাই। নদীতে নৌবা ষ্টিমাব বন্তব যাগাযা কৰিতেছে। কোথাও মৰাণাজ নহে। বোম্বেৰ বোণ নদীৰ উপত্যকাও কতক এই ধৰণেব। বিশ্ব বাইনেব নিকট বোণকে হাব মানিতে হইবে।

সমস্ত দিন অতৃপ্ত নয়নে বাইনেব এই অপূৰ্ণ ৰূপ দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। সে ৰূপ ভুলিবাব নহে। উইসবাডেন বাইন নদীৰ ঠিক উপবেই। দিনকয়েক থাকিতে পাবিলে শবাব ভাল হইত বটে, কিন্তু কাৰ্যাগতিকে তাহা হইয়া উঠিল না।

বাক্সি সাড়ে দশটা। লুসার্ন যাইবাব গাড়ীৰ সময় প্ৰায় হইয়া আসিতেছে। সামান্য কিছু খাইব মনে কৰিয়া, চা এবং একটু মাছ আনিতে বলিলাম। হোটেলওয়ালা প্ৰকাণ্ড এক সোলমাছ (sole) মাছ আনিয়া উপস্থিত কৰিল ;



বলিল, তাহাদের ছোট মাছ নাই এবং এক-জনের উপযোগী প্রয়োজনমত ছোট টুকরা বেচিবার নিয়মও নাই। অতএব মোশি মাছটা কিনিয়া যাহা ইচ্ছা থাকে, যাহা ইচ্ছা ফেলিয়া দাও। এই ধরণের কথা; কাষেই সবটাই দাম দিয়া একটু খাইয়া উঠিতে হইল। জার্মান সাধারণের পক্ষে বোধ হয় জল-যোগ্যে এইরূপ একটা বৃহদাকার মৎস্যের ব্যবস্থা হওয়া নিত্যক্রিয়ার মধ্যে। পান ভোজন-ব্যবহারে কেমন একটা ইতিবৃত্ত জনসাধারণের মধ্যে জার্মানির সকল জায়গায় লক্ষিত হয়। “আদবদায়ক” জন্ত বেন কেহ ব্যস্ত নয়—সৌখীন চাল সাধারণ চলন নয়। সাধারণ ভদ্রব্যবহারের যে সকল নিয়ম সর্বত্র বহুদিন গৃহীত, জার্মানিতে তাহা অসম্ভব আগন্তকের চক্ষে সহসাই পড়ে।

লুসার্ন বৃধবাব, ২৮শে আগষ্ট।—ভোব বাত্রে Bal অথবা Basel নামে Switzerlandএর সীমান্তবর্তী নগরে পৌছিলাম। রাত্রে জার্মানির Black Forest নামক বিখ্যাত অরণ্য Sleeping Carএর জানালা হইতে যতদূর সম্ভব, দেখিয়াছিলাম। ব্যাসল হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফ্রান্স জার্মানি হল্যাণ্ড সকল দেশের স্বাভাবিক দৃশ্যকেই পরাজয় করিল। Baselএ সুইস্ গবর্ণ-মেন্টের পক্ষ হইতে যথা-বিহিত মাল-তদাবক হইল। এই মাল-তদাবক সময় সময় বড়ই বিরক্তিকর। এখানেও পাগ্‌ডী বক্স আমি অব্যাহতি পাইলাম। ব্যাসল হইতে লুসার্ন আসিবার জন্ত স্বতন্ত্র গাড়ীতে উঠিতে হইল।

আল্পস্ পর্বতমালা এখানে খুব উচ্চ নহে; কিন্তু যুরোপের অপর পর্বতগুলি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। হিমালয়েব তুলনায় আল্পস্ একপ্রকার নগণ্য হইলেও যুরোপে তিনি গিরিরাজ। চিবতুয়ারমণ্ডিত “Matterhorn” “Jangfrau” প্রভৃতি ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্ত প্রতি বৎসর অনেকে অকাতবে প্রাণ দেয়। “Alps, There shall be no Alps”, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাহার এই দস্তপূর্ণ বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। হ্যানিবলও যখন আল্পস্ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তখন টনেল হয় নাই, এবং হাওয়ার জাহাজ ও পার্কত

বেলগুয়ে সাহায্যে আলপস পাব হওয়া যাইত না । এখন প্রতিপদে Tunnel, Funicular Railway, ও এবোপেনেব দৌবায়্যে আল্পসকে মর্যাদাহীন করিয়া তুলিয়াছে, কলিৰ অগস্ত্য চিবাদনেব তবে গিবিবাজেব হেট মাথা করিয়াছে । কিন্তু প্রকৃতিবাণীব এই চিবসুন্দৰ লীলাভূমিব অনবত্ত মধুবিমা নষ্ট কবিত্তে পাবে নাই । নদী, হ্রদ, বন, উপবন, তুঙ্গশঙ্গ, উপত্যকা প্রভৃতি পবস্পবে স্তবে স্তবে কি বিচিত্র শোভা ধৰিয়া যুগযুগান্তৰ হইতে দণ্ডায়মান বহিয়াছে, তাহা চক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব । স্মৃষ্টিৰ অঙ্কিত এই পৰ্কতমালাৰ কাককাষেব চিত্র দেখিলে মনে হয়, বুঝি চিএকব তাহাব সৌন্দৰ্য্য বাড়াইয়া আঁকিয়াছেন । কিন্তু বাস্তব সৃষ্টি দেখিলা মনে হয়, চিত্রকর সে অপূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্যেব শতাংশেব একাংশও দেখাহতে পাবেন নাই । পাহাড়ের গায়ে, হ্রদের তটে, ছোট ছোট সুন্দৰ খববাড়ী শোভা পাইতেছে । জার্মানীৰ সে “heaviness, coarseness, loudness” বাতাবাতি অঙ্কহিত হইয়াছে । হল্যাণ্ডেব সুস্ব সাবলোব উপব আবও যেন নিখুঁতভাবে নূতন সৌন্দৰ্য্যেব সৃষ্টি হইয়াছে । বাড়ী, ঘৰ, গিচ্ছাগুলি যেন চারিদিকে সুন্দৰ “সবুজেব” কেয়াবিব মধ্যে সম্বন্ধে বসান । বিবটি হবিৎ প্রান্তব, অল্ভেদী শঙ্গ, অভেদ্য বন এবং মনোবন উপবনব মধ্যে মধ্যে সুন্দৰ গৃহগুলিব সমাবেশে কি অপূৰ্ণ দৃশ্যেব অবতারণা হয়—তাহাই দেখাইবাব জন্মই যেন আনুপেব সৃষ্টি । দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু পবিশ্রান্ত হইয়া পড়িল । মন অপূৰ্ণ সৌন্দৰ্য্য ভাবে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিল ।

বেলা নয়টাৰ সময় লুসার্ন পৌছিয়া কুকেব সাহায্যে হোটেলে আসিলাম । কাল সমস্ত দিন-বাত্র বেলে ঘুবিয়া দেহ যতদূৰ পবিশ্রান্ত হওয়াব সম্ভব, তাহা হইয়াছিল । অল্প বিশ্রাম কবিয়াই বাহিব হইয়া পড়িলাম । সাড়ে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ( লুসার্ন ) Lucerneএব অপূৰ্ণ Lake of the four Cantonsএব উপব ( ফ্লুলেন ) Flulen পর্য্যন্ত ঠীমাবে কবিয়া বেড়াইয়া আসিলাম । আবার সেই সৌন্দৰ্য্যবাশিব মধ্যে গা ভাসাইয়া আশ্রহাবা হইয়া শ্রান্তি ভুলিয়া গেলাম । দেখিতেও আব পাবি না, কিন্তু না দেখিয়াও

থাকিতে পারি না, এইরূপ ভাব। বিখ্যাত ( উইলিয়াম টেল ) William Tellএর কীর্তিস্থান এই হ্রদেব ধাবেই। Tell Platte নামক স্থানে তাঁহার স্মৃতি-সম্মানার্থ স্থাপিত গির্জা দেখিলাম। প্রাচীন কাহিনী কত মনে পড়িল। এখনকাল ইতিহাস নাকি প্রমাণ করিতেছে যে উইলিয়াম টেলের গল্প সবই জাল। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক "

জাহাজে বেড়াইবার সময় প্রকাণ্ড একখানি এবোপ্লেন দেখিলাম। বার্মিংহামে এবং উইগসবে সম্রাটের গার্ডেনপার্টিতে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা ছোট। এত নিকটে ও এত বড় এবোপ্লেন পূর্বে দেখি নাই। এটি হ্রদেব চাৰিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রত্যেক বাত্মীৰ ভাড়া ১০০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৬০ টাকা শুলিগত। ১০।১২ জন লোক একবাবে উঠিতে পাবে। একবাব আমাদেব প্রায় ২ খাব উপব দিয়া গেল। হ্রদেব উপবেই প্রকাণ্ড পোলেব খিলানেব মত ঘব, ইহাব 'আল্‌তাবল'।

আতাবেব সময় হাটেলে Robert Edmundson, Special Correspondent of 'John Bull' এব সহিত আলাপ হইল। অনেকক্ষণ প'ব ইংবাজী কথা কহিয়া বাচিলাম। ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।

লুসার্ন সহব পবিস্কাব পবিচ্ছন্ন। বাড়া ঘব ছাব সাধাবণ ভাবেবই। বিশেষ দেখিবার কিছুই নাই। উইলিয়াম টেলেব বাবকী সংক্রান্ত কিম্বদন্তীযুক্ত অনেক স্থান আছে। প্রাকৃতিকদৃশ্য সকলকে হাব মানাইয়াছে। উচ্চ পাহাড়েব অনেক উপব দবে তুষাবধবল আনপসেব অত্যাচ্চ শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। দাক্ষিণি় হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বা ধবলগিবি যত দূবে, এগুলি তাহা অগেঙ্কা অনেক নিকটে। অনেকেই আবোতণ কবে, এবং সময়ে সময়ে প্রাণও দেয়।

Alpine stick হাতে কবিয়া দলে দলে পাহাড়- "বাত্মী", guide সঙ্গে লইয়া, পিঠ বোচকায় জিনিসপত্র বাধিয়া পাহাড়ে উঠিতে যাউতেছে। ইহাই ইহাদেব "তীর্থ-ভ্রমণ"।

সুইস হ্রদ ও মাখম অতি চমৎকাব। হ্রদ আমাব সহ্য হয় না ;

ভবু ইচ্ছা করিয়া দুধ খাইতে হইল। নিকটেই চ্যাম নামক গ্রামে বিখ্যাত সুইস মিল্কেব কাবখানা। কিছু সময় থাকিলে দেখিতে যাইতাম।

সংরুটি কেবল ভ্রমণকাৰী ও যাত্রীতেই পৰিপূৰ্ণ বলিয়া প্রতি লোকপিছু প্রাত্যহিক ১৮/০ হিসাবে মিউনিসিপ্যাল মাণ্ডল দিতে হয়। হোটেল-ওয়ালাবাই তাহা আদায় কৰিয়া দেয়। হোটেলের এক অদ্ভুত নিয়ম দেখিলাম; যে ব্যক্তি মত্ত পান কৰিবে না, তাহাকে আহাৰ্য্য দ্রব্যের মূল্য অধিক দিতে হইবে। মদেই হোটেলওয়ালাবা পরসা কৰিয়া লয় এবং মাতাল “বাবু” পাইলে অল্প নানাবকমে টাকা আদায়েব সুবিধা। হোটেলের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে, চাৰি ভাষায়, বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে যে— “যাহাৰা মদ খাইবে না, তাহাদিগকে খাবাবেব দাম বেশী দিতে হইবে।” এমন নিৰ্ভাজ বেহাষা বিজ্ঞাপন কখন দেখি নাই; মত্তপান-নিবারণী সভা এ বিষয়ে কেন উদাসীন, জানি না। বিদেশীৰ বাজ্য বলিয়া কথা না থাকিতে পাবে, কিন্তু চেষ্টা কৰিয়া দেখা উচিত।



## মিলান—ইটালী ।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে আগষ্ট ।—প্রাতঃসূর্য্য-বিভাসিত লুসার্ন ও তাহার হ্রদের শোভা দেখিতে দেখিতে পোলের উপর দিয়া হ্রদ পার হইয়া পদব্রজেই ষ্টেসনে গেলাম । এই প্রাতঃভ্রমণ বড়ই মৃদু ও মনোরম বোধ হইল । হোটেল ষ্টেসনের খুব নিকটেই । ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য । যুবোপ-ভ্রমণকারী সকলেই লুসার্নে বেড়াইতে আব পাহাড় ও হ্রদের শোভা দেখিতে সর্বদাই আসে । টিকিট কিনিতে ও মাল ওজন করাইতে বিলম্ব হইল । কারণ এখানে তাড়াতাড়ি ছড়াছড়ি করিয়া টিকিট কেনা বা মাল ওজন করার পদ্ধতি নাই ; যে যেমন সময়ে আসিবে তদনুসারে পরে পবে সমস্ত কাজ হইবে । আমাদের দেশে ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে কি হৈ হৈ কাণ্ডই না হয় । ট্রেনে ইংরাজীজানা কেহই ছিল না । কাজেই কথাবার্তা বড় হইল না । আর কথা কহিবার অবকাশ বড় পাইলাম না । পথের দৃশ্য সমস্ত মনটাকেই আকর্ষণ করিয়া রাখিল । সে দৃশ্যাবলী ভুলিবার নহে, বর্ণনা করিবারও নহে । কেবল অতৃপ্ত-নয়নে দেখিবার এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবার । ক্ষুদ্র মানবের মানসপট কতই বা বৃহৎ, যে তাহা এই মহান দৃশ্যের সমগ্র চিত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে ?

ট্রেন কিছুদূর লুসার্ন সহরের ভিতর দিয়াই গিয়াছে । তাহার পর ফ্লুলেন ( Flulen ) পর্য্যন্ত হ্রদের ধারে ধারে গিয়াছে । কাল যে পর্য্যন্ত জাহাজে গিয়াছিলাম সেই পর্য্যন্ত রেল হ্রদের তীর দিয়াই, আবার কোথাও বা কিছু দূর দিয়াও গিয়াছে ; পাহাড়গুলির মধ্যে যেখানে যেমন স্রবিধা পাইয়াছে, সেইমত রেলপথ করা হইয়াছে । ছোট বড় অসংখ্য টেনেলের ভিতর দিয়া যাইতে হইল । কোথাও এক পাশে অতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, অপর পার্শ্বে অতলম্পর্শ “খাদ” । কোথাও জলের সীমানা হইতে ২০০ ফুট উচ্চ স্থান দিয়া রেল যাইতেছে, কোথাও বা ঠিক জলের ধারে-ধারেই ; কোথাও নিবিড় বন, কোথাও বা সাজান বাগানের মত উপবন, নগর, গ্রাম । কাল হ্রদের উপর হইতে

সেগুলিকে খেলাঘরের বাড়ী মনে হইয়াছিল, আজ সেগুলির নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেগুলি বাঁতিমত ৪ তাল ২ তাল বাড়ী, দুব হহতে কাল অত ছোট দেখাইতেছিল।

অনেকস্থলে পর্বত এত উচ্চ যে, তাহাব চূড়া দেখাই যায় না। আবার “খাদ” গুলিও যথার্থই অতলস্পর্শ। নোচেব দিকে চাহিলে বাস্তবিকই মাথা ঘুবিয়া যাব। দার্জিলিং, হিমালয়ান বেদওয়েতে কোথাও কোথাও এইরূপ দেখিমাছি। তবে ইহাব তুলনায় তাহা বৎসামাত্র। তাহাও বেদওয়েব এত কাঁকিবা, বাহাওবী নাই। এত দীঘপথ এত বোশলে, ব'লহয়া পাওয়া সামান্য কথা নহে। সমস্ত আপস পর্বতটাই বৎসপথ এইরূপে আত্মকম কবিযাছে। হিমালয়ের বক্ষ ভেদ কবিয়া বেনে তিব্বত পৌছিতে পাবিলে এই ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধিব সহিত তুলনা চাও। এবোধেনে এত পর্বত পাব হহতে গিয়া ভ্রমাসহস্রা অনেকে প্রাণ দিয়াছে।

ছোট ছোট টনেলেব সংখ্যা নাই, কোন কোন “ছোট” টনেল ভাৰতবর্ষব বৃহত্তম টনেল অপেক্ষা বৃহত্তর। সেণ্ট গথার্ড টনেল সৰ্ব্বাপেক্ষা দীঘ। পাব হহতে ২০ মিনিট লাগল। এত সমব গাড়া মিনিটে একমাইল বেগে চলিতেছিল, অর্থাৎ টনেলেব দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল। ইহা অপেক্ষা আবও দীঘ একটা টনেল সম্প্রতি হইয়াছে। তাহাব নাম Simplon Tunnel, তাহা এ পথেব কিছু পশ্চিমে। এই সেণ্ট গথার্ড পাহাডেব নিকট শীতকালে এত বরফ পড়ে যে, পথিকগণ প্রায়ই বরফচাপা পড়িয়া প্রাণ হাবায়। তাহাদিগকে বরফ খুঁড়িয়া বাটাইবাব জন্ত একদল ঋষি পাহাডেব উপব মঠ বাঁধিয়া বাস কবেন। St. Barnard Dogs নামে বড় বড় কুকুব সেই শুভকার্যেব সহায়তা কবিত। এখন Tunnel (টনেল) হইয়া, বেগ হইয়া সে সকল ব্যবস্থাব বড় প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই মহৎকার্যেব কীর্তি চিহ্নদিন প্রসিদ্ধ আছে এবং থাকিবে।

লুসার্ন হ্রদ কখনও বামে কখনও দক্ষিণে বাঁধিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহাব পর সেণ্ট গথার্ড পাব হইয়া ইটালীব রাজ্যে পড়িলাম। সেই আল্পস

পৰ্বত শ্রেণী তখনও চলিতেছে। ম্যাগেলান হ্রদ দক্ষিণে রাখিয়া লুগানো (Lugano) হ্রদে পৌছিলাম। তাহাও প্রায় প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বে উপর দিয়া পাব হইতে হইল। লুগানো সহরটি পাহাড়ের গায়েই। হ্রদের উপর হইতে দেখিতে অতি চমৎকার। আমাদের রেলগাড়ী অপেক্ষা ছোট একটা রেলগাড়ী (Funicular Railway) অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর পিপীলিকার সারির মত উঠিয়া চলিয়াছে। আবার বহুদূরে নীচে উপত্যকায় দেখি, যেন কেহইয়ের মত সারি দিয়া আর একটা ট্রেন ধীরে ধীরে চলিয়াছে। এই তেতালা বেল দেখিয়া অমুমান করিয়া লওয়া যায় যে, কি প্রকাণ্ড পর্বত আমবা (খেলাচ্লে) পাব হইতেছি। মানববুদ্ধির একরূপ চরম বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়।

ইটালীর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঘববাড়ীগুলির গঠনও সুইজারল্যান্ড হইতে যেন স্বতন্ত্র। দেশের সীমা পাব হইতেই সকল জিনিসের পরিবর্তন এই কয়দিনে যত দেখিলাম, এত কখনও দেখিবার সুযোগ হয় নাই। সুইজারল্যান্ডে একটা গান্ধীর্ষ্য ও ইটালীতে একটা চাপল্য সকল জিনিসেই লক্ষ্য হয়। লোকজনের পোষাক-পরিচ্ছদ, ধারণ-ধারণ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহাবের পার্থক্য ত আছেই; প্রকৃতিদেবীরও সঙ্গে সঙ্গে কায়াপরিবর্তন; অথবা প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্তই অজ্ঞাত সকল বিষয়ের পরিবর্তন। বিশ্ব-স্রষ্টার কি অপূর্ণ সৃষ্টি-কৌশল! খরশ্রোতা গিরিতটিনী পর্বতগাত্র হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে উপত্যকার মধ্য দিয়া ছুটিতেছে। কোথাও বারিপ্রবাহ হ্রদের আকাবে পরিণত হইয়া স্থির গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। শীঘ্রই কোমো নামে তৃতীয় হ্রদে উপস্থিত হইলাম। তাহার উপরেই কোমো সহর; পুরাতন পাঠ্য ভূগোলে পরিচিত জায়গাগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া মনে অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইল।

এই ইটালী—গ্যারীবন্ডী-মাটসিনির ইটালী,—দাস্তে, টাসো, পেট্রার্কের ইটালী—সিজার, আগষ্টসের ইটালী,—দিসিরো, ভার্জিলের ইটালী,—কবিজ্ঞ দর্শন, বীরত্ব, ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণ, সকলের অক্ষয় কীর্তিগাথাযুক্ত ইটালী—দেখিবার বাসনা বহুদিন অত্যন্ত বলবতী ছিল; আজ বাসনার চরিতার্থত

হইল। ইটালী প্রবেশমুখে নানাভাবেব তরঙ্গে প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহাব উপৰ স্বাভাবিক দৃশ্যেব অনিৰ্ৰুচনীয় শোভা যেন উন্মাদ কবিষা তুলিল।

ইয়ংম্যানস্ খৃষ্টান এসোসিয়েশনেব একজন প্ৰতিনিধি আমাকে অভ্যর্থনা কবিত্তে ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন—কিন্তু তাহাব সাহায্যে বিশেষ উপকাৰ পাইলাম না। নিজেই ষ্টেসনেব নিকট স্তুবিধামত হোটেল ঠিক কবিয়া লইলাম। সকল ক্ষেত্ৰেই এ শ্ৰেণীব সহায়কদিগেব নিকট সম্পৰ্ণ সাহায্য প্ৰত্যাশা কৰা ও তাহাব উপৰ নিৰ্ভৰ কৰা বিশেষ ভুল। বিদেশে স্বাবলম্বন অভ্যাস না হইলে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে ও ক্ষতিগ্ৰস্ত হওঁতে হয়। গাইডবুকেব সাহায্যে সহব দেখিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। অল্প সময়ের মধ্যে একপ সহব পুজ্ঞানুপুজ্ঞাভাবে দেখাব দুবাশা কবি নাই। প্ৰধান-প্ৰধান দ্ৰষ্টব্য-বিষয়-গুলিমাত্ৰ দুইএক দিনে দেখা সম্ভবপৰ ; তাহাই ঘটিল।

নানা শ্ৰেণীব অপূৰ্ণ-দৰ্শন লোকজন, নতন ধৰণেব বাড়ীঘৰ বিস্তৰ দেখিলাম। নূতন দেশে সবই নতন ধৰণেব বোধ হইতে লাগিল। শিল্প-প্ৰাচুৰ্য্যে ছোট-বড় সকল বাড়ীই যেন বাজ বাড়ী বলিয়া মনে হয়। বিচিত্ৰ প্ৰস্তৰমূৰ্ত্তিগুলি বহু স্থানে প্ৰাচীন ইতিহাসেব কালিমা অথবা গোববেব এবং অক্ষয়-কীৰ্ত্তিৰ সাক্ষ্য দিতেছে। নিতান্ত দৰিদ্ৰ ব্যক্তি এবং তদন্তৰূপ ঘৰ-ভয়াবেবও অভাব নাই। বড়মানুষী ধৰণেব অপেক্ষা গবিবানা ধৰণেব বাড়ীৰ সৰ্ব্বত্ৰ যেমন প্ৰাধান্য, এখানেও তাহাই। কিন্তু গবীববেব ঘৰেও একটা কেমন পাৰিপাট্য এখানে আছে, তাহা সচবাচব অত্ন স্থানে নজবে পড়ে না। বাজালা দেশেব মত খোলাব ঘৰও দেখিলাম। কিন্তু তাহাও নূতন ছাঁচে ঢালা বলিয়া তাহাব একটা বিশেষত্ব আছে।

সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ-দৰ্শনীয় বস্তু এখানকাৰ ক্যাথিড্ৰাল—স্বৈতপ্ৰস্তবেৰ সুন্দৰ উচ্চ Gothic Style-এব গিৰ্জা! বহিদৃশ্য অতি সুন্দৰ। সহস্ৰ সুন্দৰ প্ৰস্তৰ মূৰ্ত্তিতে গিৰ্জাব অভ্যন্তৰভাগও সুশোভিত। Parisএ Notre Dame দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম ; Milanএ Cathedral দেখিয়া আশ্চৰ্য্যায়িত হইলাম। Romeএ St. Peter দেখিয়া বোধ হয় স্তম্ভিত হইতে হইবে। প্ৰাকৃতিক-দৃশ্যাবলী



এবং সঙ্গেসঙ্গে শিল্প-চাতুর্য্য যতই দেখিতেছি, ততই যেন “তাঁর বড়” “তাঁর বড়” দেখিতে পাইতেছি। অন্ধ নয়ন ক্রমশঃ খুলিয়া যাইতেছে; নিজের মূৰ্খতা, অজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাব পদেপদে মনকে ব্যথিত ও লজ্জিত করিতেছে। বাস্তবিক, আমি অতি সামান্য “পুঁজিপাটা” লইয়া ভ্রমণে আসিয়াছি। এ সকল মহীয়ান বিষয় সম্বন্ধে জানাওনা নিগূহতই অল্প। এত অল্পতাব পরিমাণ কত, তাহা এই সকল মহান স্থানে আসিয়া উপলব্ধি হইতেছে। ‘গিবন’ ইটালীতে বেড়াইতে আসিবাব জন্য লন্ডন বৎসর “সময়” লইয়াছিলেন, এবং অক্লান্তভাবে ইটালী সম্বন্ধীয় সকল কথাই আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাব ফল, তাহাব ‘Decline and Fall of the Roman Empire.’, সামান্য গাইডবুক এবং বাল্যে পরিচিত ইতিহাসমাত্র আমার ইটালী-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাব সহায়। তাহাব ফল এত পদ (১) “শরণ বৃত্তান্ত”। যোগাৎ যোগোন যোজয়েৎ।

Castle, Arc de Peace, Victor Emanuel Gallery প্রভৃতি দেখিয়া পূর্ণশ্রান্ত হইয়া, হোটেলেরে ফিবিলাম। বাস্তবিক আত্মবাসিতা বড় করিলাম না। হোটেলেরে অব্যক্ত কিছু খাওয়াইবাব জন্ত অনেক যত্ন করিলেন। তাহাতে পবন গীতি বোধ হইল। তুমি খাও না খাও—তাঁহাব প্রাপ্য পয়সা তিনি আদায় করিবাব হৃদ্যাব। কিন্তু অপরিচিত বিদেশীৰ আবাম এং সুবিধাব জন্ত একপ জেদাজিদীতে মনুষ্যত্বের একটি প্রীতিজনক যে ভাবেব পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিদেশে বড় মধুব লাগে। মাঝে মাঝে শুধু পরিভ্রমের উপব উপবাস-সাহায্যে শবীববক্ষা করিতে হয়,—এই কৈফিয়াত অধ্যক্ষের তুষ্টিসাধন করিলাম।

পরিভ্রমের আধিক্যে এবং দর্শনীয় বস্তুৰ প্রাচুর্য্যে দিনগুলি এত বড় মনে হইতেছে যে, যেখানে একদিনমাত্র কাটাইয়াছি, সেখানে যেন একমাস কিঞ্চিৎ তদপেক্ষা দীর্ঘকাল ছিলাম মনে হইতেছে। ক্রমাগত এ কয়দিন যেকপ ব্যাপাব চলিতেছে এবং জাহাজ পৌছান পর্য্যন্ত যেকপ চলিবে, তাহাতে শবীববক্ষা হইবে কি না জানি না। কিন্তু সময় যেকপ সংক্ষেপ, তাহাতে এইরূপে দেশভ্রমণ না সাবিয়া লইলেও চলিবে না। আমার শবীবের উপব একপ অত্যাচার যে সম্ভব,

পাঁচমাস আগে অপর কেহ বলিলে বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এ পর্যন্ত এক বকম কাটিয়াও গেল। বিশেষ কোনও অসুস্থতা অনুভব করি নাই। বাবা কখনই যে কি হইবে, তাহা তিনিই জানেন। বাস্তবিক, “তীর্থ দর্শন” মনে করিয়া এ পাবশ্রম স্বাক্ষর না করিলে, যাহা করিতেছি তাহা কবা সম্ভব হইত না।

কাণিকার কথা আজ মনে বাণী করিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, মিলান-ভ্রমণ কথা কাল ভাবতবায়ব ডাক গিয়াছে কি না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। নিশ্চয় গিয়াছে মনে করিয়া, সে সব কথা এখানে পুনর্লিপিবদ্ধ করিলাম না। কাবণ পবন অনেক বারি পর্যন্ত বসিয়া কি লিখিয়াছি, নিশ্চয় মনে হইতেছে। মিলানের কতক বাক্য কথা লেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে—অথচ মস্তিষ্ক সে বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অক্ষম।

---

## ভিনিস ।

আজ ভিনিসের অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। এই সময়ে অনেকে যুরোপ-ভ্রমণে বাহির হন। সেই জন্ত রেলগাড়ীতে বেশ ভিড়। মিলান হইতে বাহির হইয়া পথে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। পাহাড় অথবা নদী কিম্বা বন, এদিকে বড়-একটা নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশই সমতল, উর্বর শস্যক্ষেত্র। ঘোড়ার দ্বারা চাষ করিতে দেখিলাম না, আমাদের দেশের মত গরুতেই লাঙ্গল ও গাড়ী টানিতেছে। কৃষিকার্য্য-প্রণালী ও ফসলের ধরণও কতকটা আমাদের দেশেরই মত।

লেক গার্ডা পথে পড়িল। পাহাড়ের নীচেই প্রকাণ্ড হ্রদ—প্রায় সমুদ্রের মত বিস্তার। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে গাছপালা না থাকাতে এই হ্রদের ও পাহাড়ের—আলপ্স্ প্রদেশের হ্রদের মত সৌষ্ঠব নাই। হ্রদের তীরে ছোট বড় নগর অনেক আছে। ইটালীর সকল নগরই প্রায় এক ধরণের। বড় বাড়া বা গির্জা নাই, এমন নগরই দেখিলাম না। মাঝে-মাঝে পাহাড়ের উপর ব্যারণ অথবা ভূস্বামীদিগের প্রাচীন দুর্গ অনেক দেখা গেল। ইটালী ম্যাজিনি গ্যারিবল্ডীর কল্যাণে স্বাধীনত, পাইয়া একরাজ্য হইবার পূর্বে চিরদিনই, ভিন্ন-ভিন্ন ছোট-ছোট—“ভূস্বামী”ই বল আর “দস্যুপতি”ই বল—তাহাদের শাসনে অথবা কু-শাসনে থাকিত। এই সকল দুর্গই তাহাদের কার্য্যাবলীর কেন্দ্র-স্থল ছিল। রাজপুতানা ও মহারাজ্-প্রদেশেও এইরূপ প্রতি পাহাড়ের উপর কেল্লা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সভ্যতা বা অসভ্যতার এবং প্রাচীন কলাবিদ্যার আদর-অনাদর এই সকল দিগন্তবিস্তৃত ওমরাহদিগের কেল্লায় যত ছিল, একচ্ছত্রের অধীনে তত নহে।

পথে ‘ভেরোনা’ ও ‘পাড়ুয়া’ প্রধান নগর পড়ে। ‘টু জেন্টলমেন অফ্ ভেরোনা’ ‘মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস’, ‘রোমিও জুলিয়েট’ প্রভৃতি সেক্সপীয়রের প্রধান-প্রধান নাটকের প্রস্তাবনাস্থান ইটালীর ভিন্ন-ভিন্ন নগর।

আজকাল কোন কোন পণ্ডিত (১) প্রমাণ কবিবাব চেষ্টা কবিতেছেন যে, সেক্সপীয়র নামক কোন লোক এই সকল নাটক বচনা কবেন নাই। কাবণ সেক্সপীয়রের জীবনচরিত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে তিনি কখনও ইটালীতে আসিয়াছিলেন, এরূপ জানা যায় নাই। যে ব্যক্তি ইটালী দেখে নাই, তাহাব পক্ষে ইটালীব এরূপ সুন্দর বর্ণনা অসম্ভব। অতএব সেক্সপীয়র “সেক্সপীয়র” লেখেন নাই। এ কথা গুরু-গম্ভীৰভাবে বলিতে পাবিলে স্থলবিশেষে পাণ্ডিত্যের চৰম প্রাচূৰ্য্য হয়। আমাদেব দেশেও আজকাল এ শ্রেণীব পাণ্ডিত্য ফুটিয়া উঠিতে আবন্ত কবিয়াছে। যাবোপব যে যে দেশ দেখিলাম, তাহার অধিকাংশেব চিত্র আমাব মনে পূৰ্ব্ব হইতে এমনি অঙ্কিত বহিয়াছে যে, কোথাও আমি বিশেষ নূতন অৰ্থাৎ ‘অভাবিত’ জিনিস দেখিতেছি, তাহা সহসা মনে হয় না। সবই যেন পৰিচিতের মত মনে হইতেছে। • আমাব মত লোকেব পক্ষে যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেক্সপীয়রের মত মনীষাব পক্ষে ইটালী না দেখিয়াও ইটালীব সূচক বর্ণনা অসম্ভব কিসে, জানি না। তখন সচিত্র সংবাদপত্র এবং “চিত্রময় সংস্করণেব” ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি ছিল না বলিয়া সেক্সপীয়রের মনীষা খৰ্ব্ব কবিতে হইবে ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

গাড়ীতে একটি ভদ্রলোক নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। সেক্সপীয়রের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভেবোনা পাব হইবাব সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম “How do you like—‘Two Gentlemen of Verona’?” তিনি বলিলেন, “I know no gentlemen there. I have merely passed it several times” আমি ত শুনিয়া অবাক। বহুদিন পূৰ্বে যখন Herr Bandmann ও Miss Boudet কলিকাতায় খুব বাহবাব সহিত সেক্সপীয়র অভিনয় কবিতেছিলেন, তখন একদিন আমি অভিনয়-গৃহদ্বাবে-প্রবেশোন্মুখ ভদ্রবেশী একজন ইংৰাজকে জিজ্ঞাসা কৰিয়াছিলাম, “Will Bandmann act ‘As you like it’ soon?” তিনি

উত্তর করিয়াছিলেন, “We like all his acting very well.”  
আজ সেই ঘটনা মনে পড়িল। অনেক ইংরাজের এখনও সেক্সপীয়র-জ্ঞান  
এবম্বিধ!

বেলা ২টার সময় তিনিসে পৌঁছিলাম। লাগুন পার হইবার জন্ত ব্রীজ  
অথবা প্রকাণ্ড ‘কজ্‌য়ে’ রহিয়াছে। দূরে জলেব উপব হইতে সহরেব তেমন  
কিছু শোভা দেখা যায় না। আড্রিয়াটিক সাগরের এক স্বল্পতোয় শাখার  
উপর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই প্রাচীন বহুদিন-বিখ্যাত নগরের  
সৃষ্টি। বড় বড় কাঠেব খুঁটি পুঁতিয়া সহরের পত্তন এবং শতসহস্র খাল  
ইহার বড়রাস্তা ও গলিরাস্তা। বকণের নগরে ট্রাম বা মোটরগাড়ীর  
হাঙ্গামা নাই; এ সকল উপদ্রব পৃথিবীর এই অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে  
অস্তর্হিত। “ডুবিয়া” মরিতে পার; কিন্তু “জলময়ী” রাস্তায় “গাড়ী  
চাপা” পড়িয়া মরিবার সম্ভাবনা মোটেই নাই। “পথ চলিতে” হইলেই  
গণ্ডোলা (Gondola) চড়িতে হইবে। আড্রিয়াটিক সাগর ও তিনিসের  
খালের মাঝখানে তিনিসের উপনগর Lido, তিনিসেব চৌরঙ্গী বলিলেও  
হয়। জাহাজে যাইতে ১৫ মিনিট লাগে, কিন্তু দ্রুতগামী গণ্ডোলা কম  
সময়েও যাইতে পারে। বড় বড় খালের ভিতর ছোট ছোট ষ্টীমার চলাতে  
লোকের বড়ই স্রবিধা হয়। কারণ, গণ্ডোলার মাঝী-হাশয়েরা এক-একটি  
দম্ভ্য-অবতার। “কবি-কল্পনার” জন্ত গণ্ডোলা চাপিতে হয় চাপ; কিন্তু  
স্রবিধা খুঁজিতে হইলে জাহাজে যাতায়াত কর। গণ্ডোলা দেখিয়া কবিত্ব-  
কণ্ঠ যন পরিতৃপ্ত কর, এই পর্য্যাস্ত।

Y. M. C. A.র পাদ্রী-সাহেব এক দোভাষী ইংবাজ মেমকে সঙ্গে লইয়া  
ষ্টেশনে আমার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে চা  
খাইয়া তাঁহার সঙ্গে নগর-দেখা কার্য শেষ করিয়া, তাঁহারই নির্বাচিত এক  
জঘন্ত জর্মান-হোটেলে রাত্রিবাস করিতে হইল।

আহার, শয়ন সকলেরই অস্রবিধা। ভদ্রবেশী ও ভদ্র-পরিচয়ে পরিচিত  
জর্মান পুরুষ-স্ত্রীলোক ধেরূপ আহা-রের পক্ষপাতী, তাহা অপরের পক্ষে

অসম্ভব। আৰু তাহাদেৰ মध्ये কোন-না-কোনকপ বাদবিতণ্ডা দিবাৰাত্ৰি চলিযাছে। ইংৰাজবিদ্বেষ তাহাদেৰ কথাবাত্তাৰ শ্ৰেষ্ঠ বিষয়। এমন সকল বিষয়ে সৰ্ব্বদা কথাবাত্তা হ'ম যে সাধাৰণ ভদ্রলোকেৰে তথা অশ্ৰাব্য। যুৰোপে যে সকল জন্মাণেৰ সংশ্ৰবে আসিও হইয়াছে, তাহাবা গেটে, সীলব, হাইন, ক্যান্টেৰ জাতি কি না সন্দেহ। একবাত্ৰেৰ জন্তু আৰু পাত্ৰী সাহেবেৰ বন্দোবস্তেৰ অন্তথা কৰিলাম না। তিনি দয়া কৰিয়া অভ্যর্থনা কৰিতে আসিয়াছিলেন, কাজেই তাহাদেৰ বন্দোবস্তেই থাকিবলৈ হ'ল। তবে, আমাৰ কল্যাণে তাহাদেৰ এমন সব জাঘগাঘ যাওয়া ঘটিল যে, তাহাবা এতদিন নগৰে বাস কৰিয়াও সে সমস্ত দেখেন নাই। একেপই ঘটে, লগুনে দেখিয়াছিলাম যে বহুদিন যাহাবা লগুনে বাস কৰিয়াছেন তাহাদেৰ অপেক্ষা তথ্য আমি অল্প দিনেৰ মধ্যে সংগ্ৰহ কৰিয়াছ। কলিকাতাৰ সমস্ত দ্ৰষ্টব্য স্থান কি আজন্ম কলিকাতাবাসী দেখিয়াছেন? এবং দুইদিনেৰ জন্তু আসিয়া ভ্ৰমণকাৰীৰ পক্ষে সমস্ত দেখা সম্ভব, কাৰণ উহা দেখাই সে ব্যক্তিৰ মুখ্য কন্ম।

মিলানে এ শ্ৰেণীৰ সাহায্য গ্ৰহণে অস্বীকাৰ কৰিয়া সুবিধা হইয়াছিল। এখানে ভবসা হয় নাই, কাৰণ, কোন বদমায়েসেৰ হাতে পড়িবা এই জলময় দেশেৰ কোথায় তলাইয়া যাইব তাহাৰ ঠিকানা কি?.

খালেৰ ধাবে বড়-বড় সুন্দৰ পাথৰেৰ বাড়ী আছে। বিয়ালটো, ব্রীজ অফ্ সাইজ্, পিয়াজা ডি সেন্ট মাক্স, বয়াল গাৰ্ডেনস্ প্ৰভৃতি উষ্টব্য স্থানগুলি যথাবীতি দেখা গেল। তাহাৰ পৰ ইলেক্ট্ৰিক্ লিফ্টে নূতন ক্যাম্পাৰুলাব উপৰ উঠিয়া সমস্ত নগৰেৰ এবং দুৰ্বে আড্ৰিয়াটিক সাগৰ, অন্তৰ্গাৰ, সমাধিভূমি প্ৰভৃতিৰ দৃশ্য একাধাৰে দেখিতে পাইলাম।

সেন্ট মাৰ্ক গিৰ্জাৰ বিচিত্ৰ কাককাৰ্য্য বড়ই চমৎকাৰ। মাৰ্কেলেৰ সুন্দৰ থাম; তাহাৰ উপৰ আগাগোড়া সোণাৰ পাতমোড়া ছাদ এবং তাহাৰ উপৰে মোজেষ্টিক সাহায্যে অঙ্কিত বাইবেল উল্লিখিত ঘটনাৰ চিত্ৰাবলী কত সুন্দৰ ও কি আশ্চৰ্য্য, তাহা চক্কে না দেখিলে বোঝা যায় না। শিল্প-বিভাগ.

গীর্ধস্থান ইটালীদেশের মধ্যেও সেন্ট মার্কের গির্জা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত। সেন্ট মার্ক স্কোয়ারে বহু সংখ্যক পায়রার আড্ডা। ২টার সময় ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই সবগুলি আহারের জন্ত একত্র হয়। রাজপক্ষ হইতে তাহারা আহাব পায়। কাহারও মারিবার অধিকার নাই। প্যারিসের নটারডেম মন্দির-শীর্ষে এইরূপ দেবাশ্রিত ও জনরক্ষিত অসংখ্য পারাবত দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে বানব ও ময়ূরের, কোথাও-কোথাও বা মৎস্য, হরিণ, পারাবত ইত্যাদির এই মতে রক্ষার নিয়ম আছে। তাহাতে কোন-কোন শিকারীপুঙ্গবেব মনে বিদ্রোহভাবের উদ্রেক কেন হয়, বুঝিতে পারি না। একজন যাহাকে যত্ন করিয়া রক্ষা করিতে ও রক্ষার জন্ত প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত, অকাবণ তাহাকে হত্যা করিবাব জন্ত অপরের হস্ত কণ্ঠরূনের কাবণ কি ?

বাহিরের চাকচিক্য যতই হউক, সহরের ভিতরের কতকগুলি রাস্তা দেখিলে হবিভাক্ত থাকে না। কাশীর পুরান গলি-রাস্তাগুলিকেও ভিনিসের রাস্তা পরাজয় করিয়াছে। স্থানে-স্থানে দুইজন মানুষ পাশাপাশি যাইতে পারে না। এত সঙ্কীর্ণতা ভিতর মাঝে-মাঝে সুন্দর অটালিকা ও গির্জার সমাবেশ বিসদৃশ। সাক্ষাৎ কাশীতে উপস্থিত। কাশীর প্রতি গলিতে শিবমন্দিরের মত এখানেও সর্বত্র গির্জা। অনেক গির্জায় দর্শনীর জন্ত সেইরূপ পীড়াপীড়িও আছে। পাণ্ডা-প্রাধাত্য সর্বত্রই সমান দেখি। জেসিকা, পোসিয়া, নেরিসা বা বিয়েট্রীস যত্রতত্র দেখিতে না পাওয়া যাউক, ভিনিসের ক্রীলোকদিগের স্তূঠাম গঠন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দারিদ্র্যের মাঝেও সুরূপের অভাব নাই এবং দারিদ্র্যও এখানে যথেষ্ট ; কাজেই পাপ-বিস্তারের সুবিধার অভাব নাই।

এই সমস্ত দেখিতে-দেখিতে ষ্টেসনে পৌছিলাম। ষ্টেসনটা ঠিক বড় খালের (Grand Canal) উপর। ট্রেনে ভিড় খুব। সকাল-সকাল না আসিলে স্থান পাইতাম কি না সন্দেহ। গাড়ীতে সুইডেন, পোল্যান্ড, ইটালী প্রভৃতি নানা দেশের লোক। তাহাদের মধ্যে দুইএকজন সামান্ত ইংরাজী জানে।

তাহাদের ভাস্কা ইংরাজী ও আমাব ভাস্কা য়েঞ্চ মিশাইয়া কায একরকম চলিতে লাগিল।

সমস্ত দিন গরম খুব ছিল। মধো একটু বৃষ্টি হওয়াতে সকলেই যেন পরিত্রাণ পাইল।





## ফ্লোৰেন্স ।

পাছুয়া নগৰ পৰ্য্যন্ত পুৰাতন পথে আসিয়া পৰে ভিন্ন পথে যাইতে হইল । ফেবোৰা, বলোনা প্রভৃতি নগৰী এই পথে পড়ে । ফেবোৰা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঋষিকল্প Savanarolaৰ লীলাভূমি । এই স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ কৰিয়া ও ধৰ্ম্মধ্বজী আততায়ী হস্তে প্রাণ বিসৰ্জ্জন দিয়া নগৰীকে চিবস্বৰ্ণায় ও পবিত্র কৰিয়া গিয়াছেন । বলোনা পুৰাতন জগদ্ধিত্যাত বিশ্ববিজ্ঞানসেব জন্মস্থান । বেলগাডী হইতে ৩০টুকু দৈৰ্ঘ্যতে পাওবা যায়, দেখিলাম সময় থাকিলে এ সকল স্থান তন্ন তন্ন বৰ্ণনা দেখিয়া যাইবাব যোগ্য । এইবাবে দৈন এপিলাইনস্ পৰ্ব্বতে উঠিতে আবশ্য কৰিব । পৰ্ব্বতটি স্থানে স্থানে নিতান্ত বন্ধুৰ ও বৰ্শ । কোথাও কোথাও উচ্চ শোভা অতি মনোবৰম । উপলম্ব্যায় বেণো (Reno) নদী বাবে ধীৰ্ব প্রবাহিত হইতেছে । ফ্লোৰেন্সেব নিকটবৰ্ত্তী আৰ্ণো নদীৰ উপত্যকায় আৰাব দুগ্ধ পবিতৰ্ত্তন হইল ।

ফ্লোৰেন্স পৌছিতে পাঁচটা বাজিল । ষ্টেশনেব নিকটেই একটা হোটেল উঠিলাম । বিনাট এই মে, কেহ একবৰ্ণও ইংৰাজী বুঝে না । কাষেই সকল বিষয়েই অসুবিধাব চূড়ান্ত হইল । অগত্যা চাকটিব উপব দিয়াই আজ দক্ষিণহস্তেব ব্যাপাব সাবিত্তে হইল । দৃষ্টান্তস্বৰূপ বলি—“ফল” চাহিতে কতকগুলি কাচা পিচ ও পেয়াবা আনিয়া দিল । বাস্তবিক ইটালীতে পদার্পণ কৰা অবধি আহাবেব বড়ই গোলমাল চলিতেছে । ইটালিয়ান বস্ত্ৰসেব খুব বাহাভবী থাকিতে পাবে, কিন্তু আহাৰ্য্যগুলি প্রায় “অখাভ” —অতএব পবিত্যজ্য । কটি ও ফল ভবসা ; কাবণ সকল মাংস সহজে চেনা যায় না । আৰাব মাছ ও ডিমেব বেওয়াজ এখানে কম । ৭টাৰ সময় সহব দেখিতে বাহিব হইলাম ; “ধূল পায়ে” কতকটা সহব না দেখিলে যেন ঘুম হয় না । এত পবিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে ত পাৰি না । ভাষাজ্ঞানবিহীন বলিয়া অন্ধকাৰে একলা হোটেল হইতে বড় অধিক দূৰে গেলাম না ; বিশেষতঃ ইটালীৰ ষ্টিলিটো-শোভিত সহরে ।

নিকটের মধ্যে Dumo ( ডুমো ) অর্থাৎ ক্যাথিড্রাল দেখিলাম । সে এক বিরাট ব্যাপার । যাহাই প্রথম দেখিতেছি, তাহাব পবেবটি যেন পুরুপেক্ষা অনেক ভাল বলিয়া মনে হইতেছে । কোনও বড় বকমের ভোজে গিয়া যেমন পরপর উত্তমাত্তম সুখাত আসিয়া ভোক্তার বাতিবাস্ত করিয়া তুলে, ঐপন্থমণ আবস্ত কবিয়া অববি দশেব সব দৃশ্যও আমায় সেই দশায় দেখিগছে । ক্লোবেন্স ক্যাথিড্রালটি শ্বেত কৃষ্ণ প্রস্তবে নিম্মিত । স্মৃতি সুন্দর । ইহা দেখিয়া কনাবকেন মন্দব মন প ড়ে ন হইল বনাবকেব মন্দব পূর্ণ অবযবে ইহা অপেক্ষা অনেক বড় ও সুন্দব কাবকার্য্য-বিশিষ্ট ছিল । গিফ্ফা পের্দ্গিফ কাবয়া অস্মিত পদ্যুগ । শাস্ত্র হইয়া পড়িল । সম্মুখেই ব্যাপ্টিষ্টিনাম একটি ছোট গিফ্ফা আ ছ । তাহাব তনটি পবেশদাব বোঞ্জনিম্মিত । তাহাতে আর্চ চমৎকাব শিল্পকাব্য আছে । অন্ধকাব হইয়া গিবাছিল বলিয়া ভাণ কবিয়া দেখা হইল না । এটাব বিচিত্র শিল্পসম্ভাব পূর্ণরূপে উপভোগ কবিবাব এং যথায়থযাপ বুঝিবাব আশায় অনেক বাণি পয়স এই সমস্ত বিষয়ব পুস্তকাদি পড়িলাম । পস্তত না হইয়া পবীক্ষা দিতে গিয়া অপেক্ষা প্রস্তুত না হইয়া এটা দেখিতে আসা অধিকতর বিড়ম্বনা । এটিনি কবিব Old Pictures of Florence মনে পড়িল ।

শনিবাব, ১লা সেপ্টেম্বৰ—সকালে বাহিব হইবা পড়িলাম । গত বাত্রেব পঠিত পুথিগত বিজ্ঞাব উপব নিভব কবিয়া ইউজিঁজি গ্যালাবী, পিটি গ্যালাবী, পিটি প্যালেস্, ক্রাসকাল মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখা হইল । ভাষাজ্ঞানেব অভাবে কষ্ট পাইতে যথেষ্টই হইয়াছিল, একথা অস্বীকাব কবিবাব উপায় নাই । ছভাগ্যবশতঃ ইংবাজীজানা একজন লোকেবও দেখা পাইলাম না । কিছুক্ষণ বেড়াইয়া গবম ও পবিশ্রম বোধ হইতে লাগিল । ইংলণ্ডে ১০১২ ঘণ্টা বুবিয়া ও পবিশ্রম কবিয়াও শাস্তিবোধ হইত না । কিন্তু এখানে ৩৪ ঘণ্টায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় । এখানে কতকটা আমাদের দেশেবই মত জলবায়ু, আমাদের দেশেব মতই গরম । ইংলণ্ডে আশ্চর্য্য হইতাম যে, অত পবিশ্রম সহ্য হইত কি কবিয়া । এখন বুঝিতেছি জলবায়ুৰ গুণেই ।

ইউফিজি গ্যালাবী ও পিটি গ্যালাবীতে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহার বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী “বাজাই” বল বা “ওমবাহই” বল—এই দুই অপূৰ্ণ শিল্প-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহাবই অনুকরণে লগুনের ওয়ালেস গ্যালাবী, কিন্তু ইহাব তুলনায় তাহা খেলাব জিনিস মাত্র।

কবেন, টিগয়ান, মাইকেল এঞ্জেলো, ক্যানোভা, বাট্‌চলি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগেব প্রধান-প্রধান আসল চিত্র সবই এই দুই স্থানে সংগ্রহ করা বহিয়াছে। তাঁহাবা অধিকাংশই হয় ফ্রোবেস্‌সেব অধিবাসী, না হয় বিশেষভাবে ফ্রোবেস্‌সেব সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেইজন্তই বোধ হয়, অন্ততঃ তাঁহাদেব চিত্রগুলি আমেরিকান ধনকুবেরগণও টাকাব লোভ দেখাইয়া লইয়া ঘাইতে পাবেন নাই। দেওয়ালে, ছাদে, মেঝেব উপব চারিদিকেই শিল্পকার্যেব “ছড়াছড়ি” দেখিয়া সকল বিষয়েই যেন “খেই হারাইয়া” ঘাইতে লাগিল। আগে নদীব উভয় তীরে এই দুই জগদ্বিখ্যাত শিল্পমন্দিব অবস্থিত। উভয়েব মধ্যে নদীব উপব এক দীর্ঘ সেতু দর্শকদিগেব স্তুবিধাব জন্ত গঠিত হইয়াছে। এই সেতুপথের দুই দেওয়াল চিত্র পরিশোভিত। ইহার মধ্যে একখানি সামান্য ছবিও আমাদের দেশেব কাহাবও বাড়ীতে থাকিলে তিনি একজন অতিশয় শিল্পপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন। এইরূপ কত সহস্র ছবি এই চলনপথেতেই রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুৰূহ। দেখিয়া রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের শিল্প সংগ্রহের কথা মনে পড়ে। যদিও ইহার সহিত তাহার তুলনা করা যায় না, কিন্তু বাঙ্গালী যে এত সংগ্রহ কবিতো পারিয়াছেন এবং তাঁহার বংশাবলী যে এত দিন তাহার রক্ষা ও উন্নতি করিতে পারিয়াছেন, ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বারান্দাটি ইউফিজি গ্যালাবীর বারান্দার অনেকটা অনুকরণে সাজান বোধ হয়। ছবিগুলি অধিকাংশই প্রাচীন। তাহা সম্যকভাবে বুঝিতে ও তাহার রস গ্রহণ করিতে অনেক বিচার প্রয়োজন। এই অল্প সময়ের মধ্যে দৌড়াইয়া এগুলির উপর মাত্র চোখ বুলাইয়া কি বা বুঝিব আর কিই বা বর্ণনা করিব।

পোর্সিলেন, চায়না, টেরাকটা, রিলিফওয়ার্ক, ব্রঞ্জওয়ার্ক, ম্যাজোলিকা ওয়ার্ক প্রভৃতিব প্রাচুর্য্যে চক্ষু বলসিয়া দিতে লাগিল, মস্তিষ্ক পীড়িত করিতে লাগিল । কাতর হইয়া পলাইয়া আসিতে হইল ।

হোটেলে বিশ্রাম ও আহাৰাদি করিয়া আবার বাহির হইলাম । স্থির হইয়া থাকিবারও যো নেই । কা'ল রাত্রে ক্যাথিড্রাল্ অর্থাৎ ডিউমো ভাল করিয়া দেখা হয় নাই বলিয়া দেখিতে গেলাম । কিন্তু গির্জা তখনও বন্ধ । কাজেই সময় কাটাইবার জন্ত ট্রামওয়ে করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম । সমস্ত সহরটি প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিবার জন্ত একটা আলাহিদা টামওয়ে আছে ; তাহারই সাহায্যে পরের সহায়তা না লইয়াও সহরটা ঘোবার সুবিধা হইল । ফিরিয়া আসিয়া ক্যাথিড্রাল্ দেখিতে গেলাম । কা'ল বাত্রে যাহা কালো মনে করিয়াছিলাম, তাহা সবুজ, লাল, হল্দ্দে প্রভৃতি নানারঙ্গের পাথর—পাশাপাশি সাদা পাথরের সহিত বড়ই সুন্দর মনে হইল । ফটকেব, থামের, মন্দির গাত্তরের নানা শিল্পকার্য্য ও প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে চক্ষু ফিরান যায় না । প্রধান গির্জার সম্মুখে যে ছোট গির্জাটির কথা বলিয়াছি, তাহাও মহান্ । তাহার তিনটি দরজা ও সেই দরজায় ছয়জোড়া ব্রঞ্জব রিলিফওয়ার্কের যে সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত কপাট দেখিলাম, তাহার পাৰিপাট্য স্বচক্ষে না দেখিলে ছবি হইতে কিছুই বোঝা যায় না । পাশেই অতি উচ্চ ক্যাম্পানুল্লা বা স্তম্ভ । ইহার উপর উঠা যায় । আমি পরিশ্রান্ত শরীরে সে চেষ্টা করিলাম না । ছোট গির্জাতে ( ব্যাপ্টিস্ট ) আজ বৈকালে নবজাত শিশুগণকে ( ব্যাপ্টিসম্ ) খুঁটান করান হইতেছিল । রোমান ক্যাথলিক্ প্রণালীতে ধূপ-ধূনা-দীপ দেওয়া, গান, মন্ত্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান কতকটা আমাদেরই মত । পুরোহিতের নগদ দক্ষিণা এবং তদনুযজিক বচসা-বাহুল্যের পর্য্যন্ত ক্রটি দেখিলাম না ।

এই সকল দেখিতে দেখিতে বৈকালিক উপাসনার জন্ত প্রধান গির্জার দরজা খোলা হইল । উচ্চ তিনতারা গথিক্ কল্মের উপর ছাদ । কিন্তু গৃহভিত্তিতে কিম্বা স্তম্ভগাত্রে কোন শিল্পকার্য্য নাই । সম্পূর্ণ অলঙ্কারবিহীন দেওয়াল । পূৰ্ব্বেদিকের দেওয়ালের ধারে বহুসংখ্যক বড়-বড় বাতি জালিয়া ধূপ-

ধনা পোডাইয়া মন্ত্ৰপাঠ হইতেছিল। গুরু হইয়া দেখিতে লাগিলাম। উপাসনাতঃ ভক্তিভাব সৰ্ব্বনিয়ন্ত্ৰাব চৰণে প্ৰণাম কৰিষা বাতিব হইয়া পড়িলাম।

সোমবাব, ওবা সেপ্টেম্বৰ আজ বেকাণে বোমে যাইবাব জন্ত বণ্ডান হইতে হইবে। সেতিজন্ত সকালে এটি বিশামেৰ চেষ্টা কৰিলাম। কিন্তু চেষ্টাই সাব। বাবণ, ১২শ'ব হাত হইতে ৩ কহ নিশাব গাহশাম না। জানি না শ্ৰীভবান ৰূপাপ হইবা কওদিনে আশামেৰ চিনা হইতে অব্যাহতি দিবেন, এবং কওদিনে আশামেৰ তাহাব কায়ে নিগুন্ত বাখিয়া তাহাব প্ৰাণ অথগু মন লইয়া যাবেন। ইহাও তাহাবই চছানাগম। কম্মসুত্র তথা চিত্তাসুত্র ছেদন কৰা মানবেৰ কম্ম নহে, তাহাব ক্ৰম। যাও তাহাব উপব মন অথগু হওয়া অসম্ভব। নানা চম্ভাং বিশাম সময় গতিবাহিত হইল। “মোলজাবস ডিম” ছবি দেখিয়া ছ।

হোটোৰ বি। দেখিয়া চম্ভিত হইতে হইল। নিষিক্ত মাংস আহাব ন কৰাব অপবাবে আশা বস্তব দাম প্ৰায় ৭ গুণ ধৰিষাছে। “গো” মাংস খাই না বলিলে “শো বসন” মাংস আনিয়া হাজব কবে। এহ সকল বিপদেৰ হাত হইতে পৰিগ্ৰাণেৰ জন্ত মাছ ১৬ম ফন কটা ইত্যাদিৰ উপব সম্পূৰ্ণ নিভব কৰিতে হইতেছে। তাহাব জন্ত এহ জাবমানা। মদ না থাওয়াৰ দৰণ জবিমানাব কথা পূৰ্বেহ বলিয়াছি। মাংস না খাইলো জবিমানা সেইৰূপ। এ সম্বন্ধে পূৰ্ব্ৰধাবণাব অনেক পৰিবৰ্তন কৰিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে ষাঁহাদেব একুপ অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনা তাহাব। সাবধান হইতে পাৰিবেন বলিয়া, এই সকল সামান্য কথাৰ অবতাবণা কৰিতেছি।

ব্লোবেন্স হইতে বোমেৰ গাড়ীতে বহু লোক উঠিল। গাড়ীতে ইংবাজীজানা লোক কেহ ছিল না। কাজেই চুপ কৰিয়াই থাকিতে হইল। সেইজন্ত পুনৰায় নানা চিপ্তাও আসিষা উপস্থিত হইলেন। কত আকাশ-কুসুমেৰ সৃষ্টি ও ধ্বংস এই পাঁচ ঘণ্টায় হইল তাহাব হয়ন্তা নাই।

## রোম ।

রোমের পথে দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই নাট। কর্কশ, বন্ধুর, শোভাশূন্য এপিনাইন পর্বত-গাত্রে ছোট-ছোট সহর, গ্রাম ও কেল্লাগুলি সাধারণ ধরণের ! পথে ট্রলজিনা লাগুন নামক শোভাশূন্য এক বৃহৎ হ্রদ পর্বতপ্রান্তে দেখা গেল। বিশেষ সৌষ্ঠব ও শোভাসম্পন্ন বহু হ্রদ দেখিয়া “নজর খারাপ” হইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে শোভাশূন্য বোধ হইল। হয় ত প্রথমে ইহা দেখিলে ইহারই কত শোভা দেখিতাম। বিস্তৃত জলরাশি কখনই একেবারে শোভাশূন্য হইতে পারে না। তাহা হইলে অগাধ অসীম মহাসমুদ্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি হইত না। গরু-বাছুরের আকার প্রকারেরও দেশভেদে পরিবর্তন দেখিলাম। ইংলাণ্ড, সুইজারল্যান্ড ও হল্যান্ডের মত সে প্রকাণ্ড নদর গাভীর জাতি আর দেখিতে পাউলাম না। অনেকটা আমাদের দেশের ভাগলপুৰ গাভীজাতীয় বোধ হইল। দলে দলে অস্থাবক ঘেরা মাঠে চরিতেছে ; বাঁধা নাই, খোলা রহিয়াছে।

ক্রমে ইতিহাস ও সাহিত্য-প্রেমিক টাইবাব নদ নয়নগোচর হইল। রোমে পঁছিব্বার জন্ত তিনবার টাইবার পার হইতে হইল। দেখিয়া বিশেষ ভক্তি উছলিয়া উঠিল না। হোরেসিয়াস্ এই নদী পার হইয়া মেকলেকে কেন এত উত্তেজিত করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তবে প্রাচীন কাহিনীর মাহাত্ম্যই স্বতন্ত্র ! আরনো, টাইবার, উভয়ই ক্ষুদ্র নদী ; ইতিহাস ও সাহিত্যে তাহাদের স্থান অতি উচ্চে বলিয়া মনে-মনে তাহাদের মাহাত্ম্য কতকটা ধরিয়া লইতে হয়। টেমস বা টাইবার আমাদের ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গার সহিতও তুলনার যোগ্যনহে। ইহা শুদ্ধ প্যাট্রিয়টিজমের কথা নহে, বার্থ্য কথা। সহরের কাছে—বাঁধ পড়িয়া বরং আরনো ও টাইবারের কিছু ত্রীবুদ্ধি হইয়াছে। টেমসেরও তাহাই দেখিয়াছি। নতুবা বন্ধুর উপলম্ব্যায়, স্বমতোয়া তটিনীর বিশেষ মনোহারিণী কান্তি দেখিলাম না। জলও স্বচ্ছ নহে। এই জলে কবিশ্ব-



শ্রী রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

শক্তি এত উৰ্ব্বৰা কবে কি গুণে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে ইটালিয়ান মাটী মাথাটয়া না লইলে চলে না ।

সন্ধ্যাব ঘনচ্ছায়াব মধ্য দিয়া পৰ্ব্বতপাশ্ব হইতে সেন্ট পীটবেব বিশ্ববিখ্যাত গিৰ্জাৰ চূড়া দেখিতে পাইয়া নতমস্তকে বিশ্ববাজকে প্রণাম কৰিলাম । বিজ্ঞান, ধৰ্ম্ম, নীতি, শোৰ্ষা, বীৰ্য্য, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়েই বোম এককালে শীৰ্ষস্থান অধিকাব কৰিয়াছিল । স্মৃতবাং বোম নতমস্তকে প্রণাম কৰিবাব যোগ্য । বোম সে দিন হাবাইয়াছে । ম্যাজিনা গ্যাবিবল্ডিব প্রতিভায় আবাব হাবান মাণিক ফিবিয়া পাইবাব উদ্যোগ হইতেছে ।

ইংলণ্ডেব কোন নগবে বা গ্রামে একখানা প্রাচীন “ বোমান্ ” ইট পাইলে ‘ প্রত্নতত্ত্ববিদেবা ” উন্মত্ত হইয়া উঠেন । বোমেব চতুৰ্দ্ধিকে তাহাব অপেক্ষা লক্ষগুণে মূল্যবান কত বড় ছডান বাহিয়াছে, তাহা কেহ বড গ্ৰাহণ কবে না । কাষেই পুৰাতন দেওয়াল দেখিয়া আমাব যে আগ্ৰহ, উদ্বেগ, ওৎসুক্য হইবে, বোমানদিগেব তাহা হওয়া সম্ভব নহে ।

এখানে সপৰিবাৰ শ্ৰাব বাজেজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশযকে সঙ্গী পাইয়াছি । তাহাবা ‘ ফিসাব পার্ক হোটেল ’ নামে প্রকাণ্ড আমোবি ধবণেব হোটেলৈ বাস পাইয়াছেন । আমাব হোটেলটি নিতান্ত ক্ষুদ্ৰ নহে, সাধাবণ বাজবাডীৰ তুল্য, কোন অসুবিধাই নাই । দামও “ গৃহস্থপোষা । ” সাধাবণ ভ্রমণকাৰীদিগকে এ সকল সামান্য বিষয়ে লক্ষ্য দিবাবাত্রি বাধিতে হয় । সেইজন্য “ আশ্ব-অমৰ্যাদা ”ৰ ভয়কে তুচ্ছ কৰিয়া অনুগামিগণেব হিতার্থ বাবংবাব এই সব সামান্য কথাব অবতাবণা কৰিতেছি । আমাব হোটেলটি শ্ৰাব বাজেজ্ঞেব হোটেলৈব খুব নিকট । পৰম্পৰেব দেখা-শুনাব কোন অসুবিধা নাই । এক হোটেলৈবই দুৱেব ঘৰে আছি মনে কৰিলেই হয় । বাস্তবিকই এক একটি গ্রাম জোড়া হোটেলৈব একটি ঘৰ হইতে আব একটি ঘৰে যাওয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তৰে গমনতুল্যই মনে হয় ।

বেলা ১০টাৰ সময় শ্ৰাব রাজেজ্ঞ ও লেডি মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহাদেব সাহেব কুৰিয়াব ( Courier ) অৰ্থাৎ ভ্রমণ সহচৰেব সহিত সহব দেখিতে





লেডি রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বাহির হওয়া গেল। ভ্রমণ-সাহায্য-জ্ঞাত বিস্তর ব্যয় করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সাহেব ভৃত্যকে বাহাল করিয়াছেন এবং খরচ বাড়াইবার পক্ষে এ ব্যক্তিও তাঁহার যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। ভ্রমণসম্বন্ধে তাহার বিশেষ কি অভিজ্ঞতা আছে এবং ভ্রমণে সে বিশেষ কি সাহায্য করিতেছে বা করিতে পারে তাহা বোঝে ভাল বোঝা গেল না; কারণ, রোমের ব্যাপার অজ্ঞাত সঙ্ঘের মত নহে। অজ্ঞ স্থানে গৃহস্থালীর সাহায্য জ্ঞাত একরূপ লোক প্রয়োজন। যে কোন স্থানের সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাতেই বলে, “আমি জানি না।” আমাব জেরার চোটে বেচারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। একটা গির্জার উচ্চ শিখরে মুখোপাধ্যায়-পরিবার উঠিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা গাড়ীতে রহিলেন। আমি সেই কুরিয়ারকে সঙ্গে লইয়া উপবে গেলাম। নির্জনে সুবিধা পাইয়া সে আমার অনুময় করিয়া বলিল “আমি তিন বৎসর রোমে আসি নাই, এবং তন্নতন্ন করিয়া দেখিবার জ্ঞাতও আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। বার্লিন প্রভৃতি নূতন সহর আমার নথ-দর্পণে আছে। সেখানে সব ভাল করিয়া দেখাইতে আমার কষ্ট নাই; কিন্তু রোমের কোথায় কি নূতন হইয়াছে, জানি না।” বাবাজীর বিজ্ঞার দৌড় দেখিয়া আমার হাসি পাইল। আমি বলিলাম, রোমেব নূতন বাড়ী ঘরদ্বার দেখিবার কাঙ্গালী আমরা কেহই নই। যে-যে জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা তিন বৎসর কেন তিন সহস্র বৎসব পূর্বেও বর্তমান ছিল; তাহা দেখাইবার জ্ঞাতই তাহাকে আহ্বান হইয়াছিল মাত্র। পাণ্ডাজীর তীর্থসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দেখিয়া যাহারা তীর্থসম্বন্ধে হতশ্রদ্ধ হন তাঁহারা এইরূপ পথপ্রদর্শকের সাহায্যে বিপদে পড়েন। একরূপ অবস্থায় তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়া আমার-ফল কি? স্ত্রীর রাজেন্দ্র সব কথাই সহজে বুঝিতে পারিলেন; অনুরোধ করিলেন যে প্রণালীতে অল্প সময়ের মধ্যে সহর দেখা ভাল হয়, আমি যেন তাহার একটা কর্দ করিয়া দিই; ওদিকে পাণ্ডাজীও “যথাজ্ঞানং করবানি” করুন। অগত্যা আমার নির্দেশমতই অতঃপর সহর দেখা হইতে লাগিল। স্ত্রীর

রাজেন্দ্র সর্বত্র মুক্তহস্ত। সাহেব ভৃত্যেব হাত দিয়াই সব খবচ। এবার যুরোপ ভ্রমণে নাকি তাঁহাব ইতিমধ্যেই ছাপ্পান হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে! আমাদের বোম-দর্শনব্যাপার নিতান্তই তাড়াতাড়ি-সারা-গোছের হইল।

Scala Sancta প্রাচীন গির্জা দেখা হইল। এখানে প্রাচীন ছবি বিস্তর আছে। এখানে একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখিলাম। তাবকেস্বরের যাত্রীরা “দাণ্ডা” কাটিতে-কাটিতে যেমন মন্দিবেব দিকে যায়, এখানেও উপাসকেবা হাঁটু গাড়িয়া মস্তপাঠ কবিতে-কবিতে এক একটি সিঁড়িতে উঠিতেছে। মস্ত ভুল হইলে আবার নামিয়া আসিয়া নীচে হইতে তেমন কবিয়া উঠিতে হয়। কঠোবতায় হিন্দুয়ানী হাব মানিয়া যায়। তাহাদেব প্রদর্শিত “পিপীলিকা মার্গ” অবলম্বন না কবিয়া “পক্ষীমার্গ” অবেষণ কবিতে হইল। আমি “তত্ত্বান্বেষীর” ত্রায় সিধা পথ ধবিয়া পাশেব সিঁড়িদিয়া উঠিয়া গির্জা দেখিয়া আসিলাম। কুবিয়ব সাহেব এইস্থানেই নিভূতে নিজ বিছার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, জেকসালেমে পেটা পনটিয়াসেব বিচাব-গৃহের যে সিঁড়িতে দণ্ডপ্রত্যাশী যীশু-খৃষ্ট শেষবাব উঠিয়াছিলেন, ইহা সেই সিঁড়ি; জেকসিলাম হইতে এখানে ইহা শরীরে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। যীশু-পদস্পর্শে পবিত্র সোপানে মানুষ আবার পা দিবে কি করিয়া? সেইজন্ত এইভাবে উঠিতে হয়। সুন্দব ভাবটি বটে!

সেন্ট বস্বিনো ডি আর্কটিক্ গির্জায় হোলি চাইল্ডএর (পবিত্র শিশুর) সোণা-রূপা-হীরা-জহরৎ-মোড়া মূর্তি বিবাজমান। সাক্ষাৎ “বালগোপাল।” শিশুদিগের অসুখ ভাল হইলে পিতামাতার “মানতের” দেওয়া গহনা বালগোপালকে পরাইয়া রাখিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করাইয়াছে। এখানে এই বালগোপালের বিশেষ সমাদর। মূর্তির চিত্রের বিক্রয় খুব। সৌন্দর্য্যে ম্যাডোনা এণ্ড চাইল্ড, মা যশোদা ও কৃষ্ণকেও হাবাইয়াছে। দক্ষিণাভূমিষ্ঠ মুখোপাধ্যায়-পরিবারের ক্রপায় স্থানীয় পাণ্ডাজীর প্রীতিচিহ্নস্বরূপ

বালগোপালের সুন্দর ছবি উপহাস পাইলাম। দক্ষিণা প্রণামী না পাইলে মূর্তিও সকলকে দেখায় না। সৰ্ব্বগ্রহ ধ্বংস নামে এইকপ অত্যাচার একই ভাবেব।

তাহাব পৰ আবও কয়েকটি স্থান দেখিয়া ‘গো-ডন হাউস অফ নিবো’ দেখিয়া কলোসিয়ম গেলাম।

কলোসিয়ম এক প্রকাণ্ড ব্যাপাব। মধ্যস্থলে এবেন। এইস্থানে গ্যাডিথেটবদিগেব কুস্তিলডাই হইত। এখানেই আদি খৃষ্টানদিগকে ওদানীস্তন বোমেব নব-ব্যাঘ্ৰেবা সিংহ-ব্যাঘ্ৰ দিয়া খাওয়াইবাব আনন্দ অল্পভব কৰিতেন এবং সভা বোমসম্মাট, সমাজী ও ওমবাংহেবা চাবিদিকেব নিৰাপদ উচ্চাসন হইতে অমানুষ আনন্দের সহিত টংসব দেখিতেন, “অ্যাডলিও” শব্দে গগন ফাটিত। যেখানে মানুষে বাঘে লড়াই নহে, বাঘেব মত মানুষে মানুষে লড়াই, সেখানে পবাতন গ্যাডিথেটবব দণ্ডস্বরূপ মৃত্যুসঙ্কেতৰূপে The Emperor used to turn down his thumb. আজ বোমেব ভগ্নস্তম্ভ সেই পাপেব প্রাশ্চিত্ত কৰিতেছে। নিকটেই ‘নিবোস টাওয়ার্স’। প্রচ্ছলিত বোম দেখিতে দেখিতে নবপিশাচ নিবো এইখানে বংশীবাদন কৰিয়া ইতিহাসে “অমব” হইয়া গিয়াছে। কলোসিয়মেব ভিতবে ভেস্টিয়াল ভাবজিনদিগেব এক নূতন মন্দিব সংপ্রতি আবিস্কৃত হইয়াছে। ভেস্টিয়াল ভাবজিনদিগেব পুৰাতন মন্দিব সহবের বাহিৰে আছে, তাহা পৰে দেখিলাম।

কলোসিয়ম হইতে ক্যাপিটাল্, ফোবম্, বোস্টাম, টেম্পল্ অব স্মাটাণ ইত্যাদি দেখিতে গেলাম। ইতিহাসে ও গাইড-বুকে এ সকলেব বৰ্ণনা যথেষ্টই আছে। অতএব পুনৰুক্তি নিম্নয়োজন। সিসিৰো, সেনেকা যেখানে জলন্ত বক্তৃতায় জগৎ মাতাইয়াছিলেন, সিজাবেব মৃত্যুৰ পৰ এণ্টনি, ক্রটাসেব বিৰুদ্ধে যেখানে বোমানদিগকে জালাময়ী বক্তৃতাৰ মোহিনীশাস্তিতে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাব ভগ্নাবশেষ-প্রাপ্তবে দাঁড়াইয়া নীৰবে দীৰ্ঘশ্বাস পড়িল।

পুরাতন বাড়ীগুলির মধ্যে পার্থিয়ন্ সৰ্ব্বাপেক্ষা স্মরচিত। ইহারও ব্রোঞ্জ গেটস্ দেখিবার চমৎকার জিনিস। ভিতরের ডুমট প্রকাণ্ড ও সুন্দররূপে আলোকিত। দেওয়ালে কোথাও-কোথাও ফাট ধরিয়াছে। ভিক্টর এম্যানুয়েল ও কিং হাৰ্ভার্টের সমাধি এইস্থানে আছে। ব্যাফেলের সমাধিও এইস্থানে। সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারের পশ্চাতে পোপদিগের বাসস্থান ভ্যাটিকানের মধ্যস্থলে গগনস্পর্শী সেন্ট পিটারের অনিন্দ্য ডুমের প্রতি অনিমিষনেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। ‘ফিলসফী অফ হিষ্ট্রি’ প্রণেতা আবনোল্ড বলিয়াছেন যে সেন্ট পিটার দেখিয়া প্রথমেই হতাশ হইতে হয়;—তাহাব পর ক্রমশঃ মানসচক্ষে উপলব্ধি করিতে করিতে তাহাব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়—আজ তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। সেই মধ্যাহ্নসূর্য্যবিভাসিত বিশ্ববিখ্যাত মন্দির-প্রধানের সৌধচূড়া দেখিয়া হৃদয়ে যুগপৎ কত ভাবের উদয় হইল তাহাব বর্ণনা অসম্ভব। সকল ভ্রমণকষ্ট সফল মনে হইল।

মধ্যমন্দির ও পার্শ্বের সবমন্দির যেমন উচ্চ, তেমনি সুন্দর আলোকে আলোকিত। ভিত্তিগাত্র সমস্তই বহুমূল্য চিত্রশোভিত। চতুর্দিকেই বহুমূল্য প্রস্তর ও ব্রোঞ্জমূর্ত্তি সম্ভ্রিত বহিয়াছে। মার্কেলের দেওয়াল, মার্কেলেরই থাম—কি দেখিব, কাহাকে রাখিয়া কাহার প্রশংসা কবিব, খুজিয়া পাই না। সেন্ট পিটারের সমাধিটা মধ্যস্থলেই। বিশেষ প্রণামী দিয়া নীচে যাইয়া দেখিতে হয়। সেই স্থানে কেনোভা-রচিত পোপের এক সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি ও দুই পার্শ্বে এ্যালাবাস্টার নিশ্চিত দুই অপূৰ্ণ শুল্ক আছে। প্যারিস ইনভ্যালিডেস নেপোলিয়নের সমাধির উপরকার থাম ইহাবই অনুকরণে রচিত। প্যারিসের কলোসিয়মের স্থাপয়িতা নেপোলিয়ন রোমের পুৰাতন কলোসিয়মের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন; ভ্যাটিকানের পার-রত্ন সমস্ত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

সেন্টপিটার গিৰ্জায় সোণা, রূপা, কিংখাব, রেসমের সব আসবাব (স্যাক্রিষ্ট) ভিতরে রক্ষিত; স্বতন্ত্র দর্শনী দিয়া দেখিতে হয়। এত ধনরত্নসম্ভার ধর্ম্মকার্য্যের নামে সংগৃহীত হইয়াই ধর্ম্মের পত্তনের হ্রস্পাত হইয়াছিল, সন্দেহ

নাই। আমাদের দেশের মতই অনেক ধনরত্ন সময়ে-সময়ে নানা বিজয়ী লুট্টিয়া লইয়া গিয়াছে।

সেন্টপিটারস্ সৌন্দর্য্য সন্ভোগ স্মৃথ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হোটেলে জলযোগের জন্ত ফিরিয়া আসা হৃদয় হইল। ‘সেন্ট পলস্ প্রিজন’ দেখিতে গেলাম। সেন্ট পলকে কারাবদ্ধ করিয়া এইখানেই তাঁহার মস্তক ছেদন করা হয়। জনশ্রুতি এই যে সেন্টপলের ছিন্নমুণ্ড লাক্সাইয়া তিন বার গিয়াছিল এবং কথাও কহিয়াছিল। একরূপ জনশ্রুতি আমাদের মধোই আবদ্ধ নহে।

পুনরায় কলেসিয়াম, ফোরাম, ক্যাপিটলের পথ দিয়া দূরে প্যালাটাইন হিল দেখিয়া ‘রিমেন্স অফ দি ওয়ালস্ অফ রমুলাস’ দেখিতে গেলাম। এক্ষণে ‘বাথস্ অফ কারাকুলা’ একটি প্রকাণ্ড স্তূপ মাত্র ; কিন্তু নির্মাণ-প্রণালী এত সুন্দর যে, যেটুকু দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মিস্ত্রীর হিসাব যেন এখনও চুক্তি হয় নাই।

ম্যাপিয়ান রোড হইয়া ক্যাটাকুম্বে যাওয়া হইল। সঙ্গীদিগের সেই পাতাল-বিবরে নামিবার ইচ্ছা না হওয়াতে জলস্ত বাতি লইয়া আমি একাকী স্থানীয় পথপ্রদর্শক লইয়া নীচে গেলাম। অত্যাচার-জর্জরিত নবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত আদিম খৃষ্টানেরা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্ত জীবন তুচ্ছ করিয়া এইখানে লুকাইয়া থাকিতেন ও এইখানেই গোপনে ইষ্টপূজা করিতেন। মাটির নীচে পাঁচতলা কবরস্থান। ইহার মধ্যে সব সুউজ্জ্বল, প্রায় ১২ মাইল লম্বা। মধ্যে মধ্যে ভিত্তিগাত্রে খৃষ্টীয় উপাসনার আদিম গুহচিহ্ন “মৎস্যধ্বজা”। আদিম খৃষ্টীয় উপাসনার সহিত মৎস্যচিহ্ন অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। ইহার তথ্য কি বুঝা যায় না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, ঠাণ্ডাও বেশ বোধ হইতেছিল ; সঙ্গীদিগকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রাখা উচিত বোধ হইল না।

ফিরিবার পথে নদীতীরে সুদর্শন সেতুর উপর ‘কাস্ অফ সেন্ট এঞ্জিলো’ দেখা হইল। ইহা মেরামত হইয়া এখন কেবলার কায করিতেছে। প্যালেস অফ জস্টিস্ ও ময়ুমেন্ট অফ কিং এমানুয়েল নূতন শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড ও সুন্দর

বাড়ী এখনও শেষ হয় নাই। বাজপ্রাসাদ কুইরিনাল প্রকাণ্ড অট্টালিকা। কিন্তু ইহাব বহিঃশোভা বিশেষ কিছু নাই। নূতন পুরাতন প্রকাণ্ড কতকগুলো বাড়ীর সমষ্টি মাত্র।

ষ্টাটু অফ মোসেস এবং ফ্রেয়াব ফাউনটেন দর্শনযোগ্য এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সহরের নিতান্ত অল্পবিসব স্থানে আছে বলিয়া এ সকল অপূর্ণ শিল্প-নিদর্শনব শোভাব তত সমাদব হয় না।

বুধবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর—আজ প্রথমে কাপুচিন মঙ্কদিগের কনভেন্টে যাওয়া হইল। পথে পালাজো ডি অবসিনি ও পালাজো ডি কলোনা বলিয়া বেয়েন্জি আখ্যায়িকায় উল্লিখিত দুই ইটালিয়ান ওমবাব পালাজো দেখিয়া যাওয়া হইল। পালাজো কলোনা এখন পিক্চার-গ্যালাবি। বোমের চাবিদিকে অসংখ্য পিক্চার গ্যালাবি। সমস্ত দেখিবাব সময় হওয়া হুঃসাধ্য। ট্রেভি ফাউনটেন, কলোসিয়াম, ব্যাপিটল, ফোবম, ক্লিওপেট্রা নিডল প্রভৃতির সহিত পুনরায় ভাল কবিয়া পবিচয় কবিয়া ভেটিক্যান অর্থাৎ পোপের আবাসস্থানে যাওয়া হইল। পথে পুনরায় সেন্ট পিটারের গির্জা স্কোয়াব কলোনেড দেখা হইল, কাবণ ভেটিক্যান সেন্ট পিটারের ঠিক পাশেই। আজ সেন্ট পিটার প্রদক্ষিণ করিতে হইল; সেই মহান স্তূপের পবিমাণ প্রদক্ষিণ কবিয়া কতক বোকা গেল।

ভেটিক্যান প্রকাণ্ড অট্টালিকা। তাহাব চারিদিকে এবং ভিতরে সুন্দর বাগান আছে। (Pope) পোপ এইখানেই অবস্থান করেন; সহবে তাঁহাব কোন অধিকাব নাই। ম্যাজিনি ও গারিবল্ডিব সহিত যুদ্ধে অষ্টীয়ার পতনেব পর হইতে তিনি এক রকম ভেটিকানেই বন্দী।

ভেটিকানের মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারি প্রভৃতি যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণনা দূবে যাউক, যথেষ্ট উল্লেখ কবা পর্য্যন্ত আমার সাধ্য নহে। এত Sculpture, Fresco- & Tapestry, Oil-paintings, Marble Baths and Vases আছে যে, মাসাবধি তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেও তাহার শেষ হয় না।

ফিরিবার পথে পাসিও নামে সাধারণের আরামের বাগান হইয়া আসা হইল। সেখান হইতে রোমের সমগ্র দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। পুনরায়

বৈকালে নগৰ-দৰ্শন কবিত্তে কবিত্তে জানিকিউলাম হিলে যাওয়া হইল। দুৰ্বে প্যালাটাইন হিল, ম্যাপাইন হিল, টিভোৰ্ণ ভিল। দেখিতে পাওয়া গেল। পথে “টাসোস্ ক্লইষ্টাৰ”। কবি টাসো এইখানে বাস কবিতেন, তাঁহাব ঘৰখানি যেমনটি ছিল, ঠিক তেমন সাজান বহিয়াছে। তাঁহাব লিখিবাব প্রকৰণগুলিও ঠিক তেমনভাবে বাখা হইয়াছে। যে ওক্ গাছেব তলায় তিনি বেডাইতেন তাহাব কাঠ কাটিয়া য়় বক্ষিত হইয়াছে।

জানিকিউলাম পাহাড় হইতে বোমেব দুবদৃশ্য ও “প্যানোবামা” বডই হৃদয়-গ্ৰাহী। সেই পাহাডেব শীষদেশে দেশোদ্ধাবকৰ্ত্তা গ্যাবিবল্ডিব প্ৰস্তবমূৰ্ত্তি। বীবেব প্ৰতিমূৰ্ত্তি উপযুক্ত স্থানে বক্ষা কবিয়া উপযুক্ত সম্মান কবা হইয়াছে।

কিছু দুৰ্বেই ফোনটানা ফুটেন নামে কৃত্ৰিম প্ৰস্ৰবণ বডই সুদৃশ্য। পাহাড় হইতে নামিবাব পথে পিবামিড্ অফ কেয়াস সিস্টাস দেখিয়া সেন্ট পল্‌স্ গিৰ্জায় গেলাম। এত বড় প্ৰকাণ্ড হল কখন দেখি নাই। ৮০টা গ্ৰানাইট পাথবেব থামেব উপব প্ৰকাণ্ড ছাত। মাৰ্কেল পাথবেব দেওয়াল এবং স্তম্বেব সাৰিগুলি বিচিত্ৰ বৰ্ণেব মাৰ্কেলেব, অতি চমৎকাৰ। মধ্যস্থলেব “চাঁদোয়া” ধৰিবাব জন্ত ৪টা ভিনিস্ মাৰ্কেল কলমেব শোভা অতুলনীয়। অনেকে বলেন যে ইহা porphery। এত বড় একেকটা পৰ্ফাৰি যে হওয়া সম্ভব, তাহা জানিতাম না। ভিতবেব বাগান ও তাহাব চাৰিপাৰ্শ্বেব ক্লইষ্টাৰ বেডাইয়া দেখিতে লাগিলাম। সুন্দৰ-সুন্দৰ জিনিস অনববত দেখিয়া ব্যাপাব এই দাঁডাইয়াছে যে—কি ফেলিয়া কি দেখিব, কি বৰ্ণনা কবিব, বুঝিতে পাৰিতেছি না; অতএব নিবস্ত হওয়াই ভাল। মনে ও মস্তিষ্কে মহান্ এবং সুন্দৰেব ছবি ও ছায়া লইবাব স্থান নাই, এইকপ বোধ হইতেছে।

বোম-ভ্ৰমণ সাজ হইল। য়ূৰোপে আসা অবধি অনেক স্থানই ত দেখিলাম। কিন্তু প্ৰাচীন কীৰ্ত্তিৰ একত্ৰ সমাবেশ, একুপ কোথাও দেখি নাই। প্ৰাচীন বোমক সভ্যতাৰ নিদৰ্শনস্বৰূপ ভগ্নাবশেষগুলিই অধিকতৰ মনোবম। যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাব চিত্ৰ আমবণ উজ্জল থাকিবে।



## নেপল্‌স্

বৃহস্পতিবার, এই সেপ্টেম্বর।—বৈকালে ৩টার সময় নেপল্‌স্ পৌঁছলাম। রোম হইতে শ্রাব রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সপরিবারে আমার সহযাত্রী হইয়াছেন; মোটবে সহর বেড়াইতে যাওয়া গেল। আমাদের হোটেলটি সমুদ্রের উপরেই। অর্দ্ধচন্দ্রাকার সমুদ্র-শোভা এখানে বড় মনোরম। কেবল এই নেপল্‌স্ উপসাগর দেখিবার জন্তই অনেকে বহুদূর হইতে এখানে আসেন। সেই উপসাগরের অর্দ্ধচন্দ্রের ঠিক মধ্যস্থলেই এই হোটেল অবস্থিত। এখান হইতে দুইদিকেবই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপল্‌সের উপসাগর অনেকটা বন্ধে উপসাগরের ধবণেব। সহরটি খুব বড় না হইলেও মন্দ নয়। অস্ত্রান্ত্র সহরের স্ত্রায় রাজবাড়ী, মিউজিয়ম প্রভৃতি সমস্তই দস্তবস্ত আছে। সমুদ্রের তীর দিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে পাহাড়ের ধাব দিয়া এক্সান্‌ দ্বীপেব নিকট পর্য্যন্ত যাইলাম। একদিকে উচ্চ পাহাড়, অপবদিকে গভীর সমুদ্র; সম্মুখে দ্বীপের উপর বাড়ীগুলির শোভা বড় মনোরম। জনশ্রুতি আছে যে সেন্ট পিটার, সেন্ট পল এবং যুলিসিস্ এইস্থানেই নাকি নামিয়াছিলেন। পাহাড়ের উপরের কেল্লা হইতে সমুদ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার সহরের দৃশ্য সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। কেল্লাটি পুরাতন ধরণের; কতকটা এডিনবার্গ ক্যাস্‌লের ধাঁজের। তুর্কী যুদ্ধের ৩৪০ জন বন্দী এখানে এখনও আছে।

কেল্লার উপর হইতে ভেক্যান্‌, হার্ম্যান্‌, কেপস্‌, সন্‌রিতো, ক্যাস্‌ল্টন্‌ প্রভৃতি স্থান বেশ দেখিতে পাওয়া গেল। ছয় বৎসর পূর্বে বিস্ময়সের অগ্ন্যুৎপাতের সময় গাছপালা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সহরের কতকটাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লালরঙের ‘লাভা’ অর্দ্ধেক পাহাড় আবৃত করিয়া, সমস্ত পাহাড়টাকে কতকটা লালচে ধরণের করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অপর পার্শ্বে পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসাবশেষ।

আহারের পর হোটেলের বাহিরে নেপলিট্যান্‌ জেলেরা তাহাদের জাতীয় বাগ্মন্ত্রাদি বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল। সমুদ্রের উপর বলিয়াই হউক, বা সুর মিষ্ট বলিয়াই হউক, সময় ও স্থানগুণে তাহাদের সঙ্গীত বড় মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তাহারা আশাতীত পারিতোষিক পাইল। স্ত্রাং রাজেন্দ্র মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন।

লেডি মুখার্জীর সকল বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বেশ আছে। তিনি নিজহস্তে স্নন্দর ছবি আঁকিতে পারেন। স্ফন্দাদপিহস্ম শিল্প-নৈপুণ্য তিনি নিপুণ শিল্পীর স্থায় লক্ষ্য করেন। ইংলণ্ড ও যুরোপ দুইবার ভ্রমণ করিলেন; মুক্তহস্ত স্বামীর ব্যয়ে অকুণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের নিজ বন্দোবস্তে ভ্রমণের কোন বাধাবিঘ্নই নাই। ভ্রমণকালেও তিনি নিজ পূজা-পদ্ধতি ত্যাগ করেন নাই। কমনীয় ব্যবহারে সকলেরই স্নেহ-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।—আজ প্রাতে উঠিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গেলাম। দূরবিস্তৃত নেপল্‌সের শোভা বড়ই মনোরম। দুইদিকে উপসাগরের দুই বিস্তৃত বাহু সহরটিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; অপর-দিকে তৃণ-লতা-বৃক্ষশোভিত পাহাড় শোভার আরও বৃদ্ধি করিতেছে। অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলাম। এখানে সমুদ্রের শাস্ত তরঙ্গ দেখিয়া পুর্বীর চঞ্চলোন্মির কথ্য মনে পড়িল; “বহু”মার মতে তরঙ্গের ভিতর সমুদ্রের নাচ, গান, হাসি, কান্না, রাগ, অভিমান ইত্যাদি দেখিতে পাওয়ার গল্প মনে পড়িতে লাগিল।

স্নানের জন্ত সমুদ্রতীরে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে; কারণ, এখানে সমুদ্র একবারে গভীর, কাজেই তীরভূমি পাকা উচ্চ “পোস্তা” বাধাইয়া রক্ষিত। ঢালু সমুদ্র তীরে সাধারণ লোকে ইচ্ছামত যেরূপ স্নান করিতে পারে, এখানে তাহা পারে না। পৃথক দর্শনী দিয়া স্নানাগার সাহায্যে সমুদ্র স্নান করিতে হয়। নিকটেই বন্দর-রক্ষার জন্ত দ্বিতীয় কেল্লা আছে। গতকল্য যে কেল্লার উপর হইতে সহর দেখিয়াছিলাম, তাহা দূরে পর্বতশিরে বিন্দুর স্থায় দেখা যাইতেছিল মাত্র। দূরতাবশতঃ কেল্লাটি পর্বত-শিখরস্থ গৃহ-তরু-লতার সহিত মিশাইয়া রহিয়াছে মনে হইল। নেপল্‌স্‌ উপসাগর গভীর বলিয়া

বিস্তব বড়-বড় জাহাজ এখানে আসে। ইটালী'ব ইহা একটা প্রধান বন্দব প্রায় জেনোয়া-ভিনিসেবই সমকক্ষ। আপাততঃ যুদ্ধেব সময় ইহা'ব উপকাৰিত এবং প্রসিদ্ধি আবও বাড়িয়াছে। সমুদ্রতীবে বেড়াইতে বেড়াইতে স্ত্রাং বাজেল্লেব সহিত ছুঃখেব-সুখেব অনেক কথা হইল।

বেলা ১১টাব সময় ত্রাশতাল মিউজিয়াম দেখিতে গেলাম। পম্পিয়াই নগৰী'ব ধ্বংসাবশেষ খনন কবিয়া যে সকল স্তবম) প্রস্তবমূৰ্ত্তি ও অত্মাত্ত কাক-কাৰ্য্যে'ব নিদর্শন এবং গৃহস্থালী'ব দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা'ব অধিকাংশ এই স্থানে বন্ধিত। কাউণ্ট অফ্ ফেবেন্স নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বোমেব



বিস্তাবসেব অগ্ন্যুৎপাত।

বাথস অফ্ কাবকালা ইহাতেও অনেক শোভন প্রস্তবমূৰ্ত্তি এখানে আনিয়া বাখিয়াছিলেন। অত্মাত্ত মিউজিয়মেব মত চিত্র ও ট্যাপেষ্ট্রি, পটাবী, ব্রোঞ্জ প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইহা'ব মধ্যে পম্পিয়াই ইহাতে আনীত প্রস্তবমূৰ্ত্তিগুলিই প্রধান স্থান পাইয়াছে। সংগ্রহ-কাৰ্য্য এখনও শেষ হয় নাই। কাশী'ব উপকণ্ঠে সাবনাথেও এইকপ মিউজিয়মেব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অপবাহ্লে পম্পিয়া'ব ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাওয়া হইল। স্থানটি এখন হইতে ১৫ মাইল। বাস্তা অতি কদৰ্য্য। নেপলস্বাসী'বা বাস্তা'র নিয়ম মানিয়া চলে না। গাড়ী'র গাড়োয়ানে'বা, মোটব-চালকে'বা ও পথিকে'বা

কমাগত কোলাহল, ঝগড়া, মাঝামাঝি কবিতায়ে। পথে ছুঁটনা খে কেন আবণ্ড বেশী হয় না, তাহাই আশ্চর্য্য। বাস্তা ১৫ মাইল; একটানা সহবেব ভিতব দিয়াই অনেক দূব যাইতে হইল। অতএব ভাল কবিয়া সহব দেখিবাব স্তুবিধা হইল। রাস্তাব একধাবে ববাববই বাড়ী; অনেক স্থলে দুইধাবেও আছে।

উচ্চ পাহাড় কাটিয়া পম্পিয়াই সহব নিম্নিত হইয়াছিল। একদিকে উচ্চ-ভিসুবিয়স পর্বত, অপবাদিকে গভীব সমুদ্র; মধ্যে এই পাহাড়ের উপব গোববশালী পম্পিয়াই ছিল। খৃষ্টজন্মের আশি বৎসব পূর্বে একদিন আগ্নেয়গিবির উৎপাতে নিমেষের মধ্যে সোণাব সহব ছাই হইয়া গেল। জ্বলন্ত লাভাব (Lava) স্রোতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, গৃহ, উগান, প্রাঙ্গণ, মহাশিল্পসস্তাব, ধনগোবব, সব প্রোথিত হইয়া গেল; চিহ্নমাত্রও বহিল না। বহিল কেবল নাম ও স্মৃতি। তাহাব পব কতকাল সেইভাবে কাটিয়া গেল। পবে একশত বৎসব ধবিয়া খননকার্য্য কবিয়া সহবেব কতক-কতক অংশ আধুনিক জগতের সম্মুখে উপস্থিত কবা হইয়াছে। যতটুকু ভগ্নাংশ আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা অপূর্ণ। এখনও খননকার্য্য চলিতেছে। ১৮৯৪ সালে নূতন যে সকল আবিস্কাব হইয়াছে, তাহাব মধ্যে একজন ধনীৰ গৃহ (house of a private gentleman) পাওয়া গিয়াছে। তাহাব উগান, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভ, গৃহ, ভিত্তিগাত্রে বম্যচিত্র, প্রস্তবেব ও ব্রোঞ্জের পুত্তলী ও জলাগাব, ইত্যাদি প্রায় পূর্বেকার মত অবস্থায়ই আছে।

পম্পিয়াব ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃতভাবে দেখা ও তাহাব বিববণ লিখিবাব চেষ্টা কবা অসম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে যতদূব দেখা সম্ভব দেখিয়া, একটা সাধাবণ ধাবণামাত্র কবিয়া লইলাম।

পাহাড়ের উপব উঠিবাব পথ ও সাধাবণ সব পথ খুব বাস্তা মোটা পাথব দিয়া বাঁধান। তাহাব দুইধাবে ড্রেন আছে, ফুটপাথ আছে, বর্ণ কোম্পানির ক্লে-পাইপের মত পাইপ আছে। জল লইয়া যাইবাব সীসাব নল পর্য্যন্ত দেখিলাম। টুরিষ্ট মহাপ্রভুবা স্রবণ চিহ্ন স্বরূপ পাছে কাটিয়া লইয়া যান,

এই ভয়ে, লোহার জাল দিয়া তাহা ঢাকিতে হইয়াছে। এই চাক্ষুষ প্রমাণ-সঙ্গেও প্রত্নতত্ত্ববিৎ কোন-কোন ইঞ্জিনিয়ার স্পর্ধা, দান্ডিকতা ও অজ্ঞতা একাধারে প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, “২০০০ বৎসর পূর্বে এরূপ সুন্দর লেড-পাইপ গঠন অসম্ভব ; পরে কেহ বসাইয়া দিয়া বাহ্যদ্রবী লইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।” এ জুয়াচুরিতে কাহার কি স্বার্থ আছে বুঝিতে পারিলাম না। কণারকের লোহার কাজ দেখিয়া অনেক বিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার স্থির করিয়াছিলেন যে, “৩৪ হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুরা লোহার এত সুন্দর জিনিষ তৈয়ারি করিতে পারিত ইহা অসম্ভব কথা, ইহা আধুনিক জুয়াচুরি।” এসকল কথার উত্তর নাই ; উত্তর দিবার চেষ্টা করাও বৃথা ।

ছোট-বড় সমস্ত রাস্তাই পাথর-বান্ধান। অধিকাংশ রাস্তায় চেরিয়ট চলিত। চেরিয়টের চাকা চলিয়া-চলিয়া পাথরের উপর যে গভীর দুইটি দাগ বা “নেমিবক্স” পড়িয়াছিল, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন এখনও রহিয়াছে। অধিকাংশ বাড়ী ও ঘর ছোট-ছোট। তখন নিজ-নিজ বাসগৃহসম্বন্ধে বড় কেহ ভাবিত না। সাধারণেব মিলিত হইবার গৃহপারিপাট্য সম্বন্ধেই বেশী যত্ন ছিল। টেম্পল অফ এ্যাপোলো, ফোরম্, কমিক এণ্ড ট্রাজিক থিয়েটার, ট্রায়াজুলার ফোরম্, এরোণা প্রভৃতি সাধারণ যে সব স্থান বাহির হইয়াছে, সে সকল বহুবিস্তৃত ও শিল্পশোভিত। গৃহ বা স্তম্ভ অধিকাংশই ইষ্টক নির্মিত ; স্তম্ভশিরে প্রস্তরের কারুকার্য বহুস্থানে ছিল। প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের মূর্তিও যথেষ্ট। বাসগৃহের দেওয়ালে আমাদের দেশের মত “কোলোজা” ও “চালচিত্রের” ছড়াছড়ি। দেওয়ালে রঙ্গীন আলিপনা এবং মেঝেতে অতি নিখুঁৎ ধরণের মোজাইক কাজগুলি এখনও সুন্দর রহিয়াছে। এমন কি ফুটপাথেও মোজাইক কার্যের অভাব নাই।

বাড়ীতে বা দোকানে মাটির জলের জালাগুলি যেমন বসান ছিল, অনেক জায়গায় এখনও তেমনি আছে। মাটির বাসন, লোহার বাসন, বাক্স, সিঁদুক, ব্রোঞ্জের প্রদীপ প্রভৃতি গৃহস্থালীর যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটি মিউজিয়াম করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে

নরকপাল, নর-অস্থি, পশু-পক্ষীর অস্থি, ধ্বংসাবশেষ খনন করিতে করিতে পাওয়া গিয়াছে; তাহা যত্ন করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। কয়েকটি পূর্ণাবয়ব নরনারী, শিশু এবং পশুদেহ পাওয়া গিয়াছে; লাভা ও ভস্মে আচ্ছন্ন হইয়া, এই দুইসহস্র বৎসর অটুটভাবে রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায় তরল প্রস্তর-লৌহশ্রোতে চাপা পড়িয়া প্রাণ দিয়াছিল; তাহার দেহ সেইভাবেই জমিয়া গিয়াছে। এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত ছিল বলিয়া অটুট ছিল; কিন্তু এখন বাহিবেব জল-হাওয়ার গুণে ধ্বংসাবশেষ সব নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল নরদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা নাকি এক চোরের। অপহৃত দ্রব্য লইয়া পলাইতে-পলাইতে প্রাণ দিয়াছে; কিন্তু সেই দ্রব্যের মায়া তখনও ছাড়ে নাই। অপর দুইজন ঝগড়া করিতে করিতে মরিয়াছে।

যে স্থানে ম্যাডিয়েটরদিগের যুদ্ধ হইত, তাহার পার্শ্বেই বন্দীনিবাস ছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েকজন বন্দী যে ভাবে ঠাড়াইয়া মরিয়াছে, তাহাদের দেহ সেইভাবেই সশৃঙ্খল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ভীষণ মৃত্যু ও তাহাদিগের অস্থি-পঞ্জরকে শৃঙ্খলযুক্ত করিতে পারে নাই; তাহারা মরিয়াও পলাইতে পারে নাই। তাহারা এই হতভাগ্যদিগকে বন্দী করিয়া উৎসবস্থানে প্রাণনাশের পাশব ব্যবস্থা করিয়া আমোদের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা পলাইবার পথ পাইয়াই বা পলাইতে পারিল কই? “মারে কৃষ্ণ রাখে কে?”

লর্ড লিটনের “Last days of Pompeii” পুস্তকে এই অধ্যুৎপাতের অলস্ত বর্ণনা আছে। আজকাল বায়স্কোপেও ইহার পুনরভিনয় হয়। পম্পিয়াই নগরের পূর্বে যে সম্ভ্রান্ত স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ত গিয়াছেই; বহু কালপরে যাহা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও গিয়াছে, পম্পিয়াইও গিয়াছে। ধর্ম্ম-রাজ্য যতদিন ছিল, রোমের গৌরব ততদিন অক্ষুণ্ণ ছিল; পাপ প্রবেশ করাতাই অধঃপতনের সূচনা হইল। এই ইটালিতেই ২১১ সহস্র বৎসরের মধ্যেই কত যুগ-যুগান্তর হইয়া গেল। এ মহাশ্মশানের দৃশ্য দেখিয়া হিন্দুর মনে স্বতঃই নানা ভাব তরঙ্গের উদয় হয়; সঙ্গেসঙ্গে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হয়

যে, বহু সজ্জাযুক্ত ও বহু পরিবর্তনেও হিন্দুসমাজ, হিন্দুসভ্যতা এখনও “যেন তেন প্রকারেণ” টিকিয়া আছে। এখনও সাবধান হইয়া, আপনাকে বুঝিয়া চলিতে পারিলে এবং ধর্ম্মরাজ্যের গোবব অটুট রাখিবার সংকল্প দৃঢ় রাখিতে পারিলে, সেই ছিন্নভিন্ন ভগ্ন সমাজ এখনও বহুকাল টিকিয়া থাকিবে। অদূরে ভিস্তাবিস্তার “ভাষণ শৃঙ্গ” কয়েকশত ফুট উচ্চ, কিন্তু অগ্নিগর্ভ। বারংবার অগ্ন্যুৎপাতে আপাততঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয় ধূমরেখা অভ্যন্তরস্থ তেজের পরিচয় দিয়া জগৎকে সাবধান করিয়া দিতেছে, আবার কখন মহাপ্রলয় সাধন করিবে তাহার স্থিরতা নাই। ছয় বৎসর পূর্বে সামান্যরূপ অগ্ন্যুৎপাত হইয়া পাহাড়তলীর যে গ্রাম নষ্ট হইয়াছিল তাহার পুনর্গঠন হইয়াছে। জন্মভূমির প্রতি অধিবাসিগণের এতই মমতা যে, এই অগ্নিগর্ভ গিরিপার্শ্ব তাহারা কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। লাভাশ্রোতে গিরিগাত্র রক্তিমভা ধারণ করিয়া তৃণলতা জন্মিবারও অনুপযোগী হইয়াছে, কিন্তু অধিবাসিগণ এ স্থান ত্যাগ করে নাই; ভগ্ন, নষ্ট গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়া লইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের ধারণা যে আর বিপদ হইবে না। বারংবার বিপৎপাতের পর শিশুর ত্রায় ভগবানে নাস্তবিশ্বাস মানব মনে করে বিপদের শেষ হইয়াছে, আর বিপদ অসম্ভব। যাহাদের জন্মভূমির প্রতি মমতা এত স্নগভীর, যাহাদের এমন জীবন্ত বিশ্বাস, তাহাদের বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া উচিত।

বোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়; কিশা কুক এও সন্দের উদ্যোগে যে ট্রামওয়ে হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ের উপর উঠা যায়। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল; অতএব এযাত্রা পাহাড়ের উপর উঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া গিরিপার্শ্বের শোভা উপভোগ করিতে-করিতে সহরে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে আহারের ইচ্ছা হইল না। অসুখ হইয়াছে মনে করিয়া শ্রাব রাজেন্দ্র সংবাদ লইবার জন্ত আমার ঘরে আসিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। ইটালির মহান দৃশ্য দেখিয়া যে ভাবে আমি অভিভূত, তাহার আংশিক বিবৃতিতে সহৃদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও

অভিভূত হইয়া পড়িলেন । একরূপ হৃদয়বস্তা না থাকিলে সৌভাগ্যলক্ষী তাঁহাকে সহজে বরণ করেন নাই ।

স্মার রাজেন্দ্র ষ্টেটস্ম্যান পড়িয়া বলিলেন, ডাক্তার পি. সি. রায়ের লণ্ডনেব যুনিভারসিটি-কংগ্রেসের বক্তৃতা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে । কয়েকসহস্র উৎসাহী ছাত্র আসিয়া তাঁহার গাড়ী টানিয়াছিল । সহযোগীর এই অপূর্ব সম্মানে আমিও আপ্যায়িত হইলাম ; কাবণ, সে সম্বর্দ্ধনার অংশ আমারও প্রাপ্য ; আমিই জেন করিয়া দাঁড় করাইয়া ডাক্তার রায়কে বক্তৃতা করাইয়াছিলাম । অতএব তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত মনে কবিবাব আমার অধিকাব কি নাই ?

ইংলণ্ডে যাহারা বিশেষ দয়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জনকয়েককে বিদায়পত্র লিখিলাম । ফরাসি লিখিয়াছেন যে, “Hague Conference” নিজ ইচ্ছাক্রমে unanimously and with acclamation have appointed you a permanent member of the International Executive—the only Asiatic on the Committee.” ফরাসীটকে বিশেষ ধন্যবাদ করিয়া পত্র লিখিলাম ।

এখন বৃণ্ডিসী পৌছিয়া জাহাজে চড়িলেই একরূপ বাড়ী পৌছিলাম, মনে করিতে হইবে । এতদিন মন এত উতলা হয় নাই । বাড়ী যাঁইবাব দিন যত নিকট হইয়া আসিতেছে, মনের উতলাভাব যেন ততই বাড়িয়া উঠিতেছে । পাঁচমাসেরও অধিককাল বাড়ীছাড়া । শরীর সারিয়া যাঁইবে মনে করিয়াছিলাম, অতিশ্রমে তাহা ত হইল না । সাধারণেব শুভার্থে যে কার্য্যে আসিয়াছিলাম, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না । যতদূর বোধ হইতেছে, কিছুই হয় ত করিতে পারি নাই । দেশ-দর্শন-কৌতূহল চরিতার্থ কবিবাব জগৎ শুধু এই কয়মাস ঘুরিয়া বেড়াইলাম । শেষে কি ইহাই দাঁড়াইল ? কি জানি ? ইহার উত্তর ত আমি দিতে পারিলাম না ।

শনিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর ।—বেলা ৭।৪৫ মিনিটের সময় নেপল্‌স্‌ ত্যাগ



করিলাম। রেলপথ অনেকদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রতীর দিয়াই গিয়াছে। একপাশে পাহাড় অথবা বন; মাঝে-মাঝে গ্রাম, সহর বা কৃষিক্ষেত্র; আর অপরপাশে অসীম সমুদ্র। যাত্রাপথ বড়ই সুন্দর। নেপলসের পর বে অফ সালার্নোও সুন্দর স্থান। নেপলস্ সহরটি সমুদ্রের কিছু উচ্চ বেলাভূমিতে সংস্থিত; কিন্তু সালার্নোর তীর একেবারে ক্রম-নিম্ন হইয়া পুরীর সমুদ্র তীরের মত জলে মিশিয়াছে; এখানে রেল প্রায় জলের কাছে দিয়াই চলিতে লাগিল।

পথে পাহাড়ের দৃশ্যই অধিক মনোরম। চূড়া কোথাও অতি উচ্চ, কোথাও অত্যন্ত নিম্ন; কোথাও একেবারে সমতল। এইভাবে গ্যাপিনাইন পাহাড়শ্রেণী বিস্তৃত। রেলপথে এত অধিক বড়-বড় টনেল আছে যে, প্রায় একশগজ রাস্তা বাইতে দুই-তিনটি টনেল পার হইতে হয়, অর্থাৎ পাহাড়ের পর পাহাড় পার হইতে হয়; সেইজন্তই এইরূপ ঘটে। মাঝে-মাঝে একটু ফাঁক থাকায় আলো পাওয়া যায়; তাহার পর আবাব টনেল। যদি এই ফাঁকগুলি না থাকিত এবং ছোট-ছোট টনেলগুলি একটানা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় সেণ্ট গোথার্ড ও সিমপ্লনের অপেক্ষাও বড় টনেল হইত। কোথাও কোথাও বা পাহাড় প্রস্থে না কাটিয়া দৈর্ঘ্যেই টনেল কাটিয়াছে। যেখানে পাতলা পাহাড় পাইয়াছে, সেখানে পাহাড়ের গায়ে খিলান করিয়া আলো এবং হাওয়া আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। একপ “জানালা” দেওয়া টনেল পূর্বে দেখি নাই। টনেল পার হইয়া মাঝে মাঝে, “rugged wild mountain scenery” দেখিলাম; আলপস্ পার হইবার সময় সেরূপ দেখি নাই। একদিকে বন্ধুব বৃক্ষবহুল উচ্চ পাহাড়, অপরদিকে খরস্রোতা পার্কত্যানদীর মধ্যে পাহাড়ের “ledge” কাটিয়া টনেল। চমৎকার দৃশ্য। কোথাও-কোথাও বা টনেলের নীচে দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে। অগত্যা টনেলের ভিতরেই পুল বাঁধিতে হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রাইডাব হ্যাগার্ড বর্ণিত King Solomon’s Mines প্রভৃতির বর্ণনা মনে পড়িতে লাগিল। বাল্যকালে সার্কাসে Brigands of Calabriaর ভয়াবহ অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তাহাও মনে পড়িতে লাগিল। ইটালীর এইরূপ পার্কত্য

প্রদেশেই বোধ হয় সেই সকল দস্যব বাস ছিল । এখনও এ সকল পথ সম্পূর্ণ নিবাপন নহে । আমি বিলাতে যাইবাব কিছুদিন পূর্বেই, বিলাতী ডাকগাড়ী হইতে চলন্ত গাড়ী ছান কাটিয়া ৫৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুট হইয়া গিয়াছে । তাহার সন্ধান এ পর্য্যন্ত হইল না ।

নেপল্‌স্ ইটালীৰ পশ্চিমকূলে, ব্রুগিসী পূর্বকূলে । অতএব সমস্ত ইটালীটা আজ আবাব পাব হইতে হইল । আজ লইয়া তিনবাব ইটালীকে প্রস্থে পার হওয়া হইল । সুসান্ হইতে মিলান তইয়া য্যাডিয়াটিক তীবে ভিনিস এক-বাব, ভিনিস হইতে ফোবেন্স ও বোম হইয়া নেপলস যাইতে দ্বিতীয়বাব ; আজ নেপল্‌স্ হইতে ব্রুগিসী আসিতে তৃতীয়বাব পাব হওয়া হইল, আজ পশ্চিম-সমুদ্র ও পূর্ব-সমুদ্র-তীবস্থ নগর ও দুর্গ দেখা হইল । বিস্তর সহর, গ্রাম, কৃষিক্ষেত্র, বাগানও দেখা গেল । সন্ধ্যা ৭১ টার সময় ব্রুগিসী পৌছিলাম ।



## বৃণ্ডিসী ।

হোটলে আমাৰ ঘৰেৰ নীচেই সমুদ্ৰ। দুবে একখানি জাহাজ বাধা বহিয়াছে। আমাদেৰ জাহাজ কা'ল আসিয়া পৌছিবে। কখন জাহাজে চাৰ্ডিতে হইবে, তাহা এখনও ঠিক শূনি নাই।

পুৰাতন পাবন্ত-কাহিনীতে পড়া যায়, পাবন্ত-বিজয় কবিতা গ্ৰীক-সৈন্তেৰা যখন দেশে ফিবিবাব জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখন কই সমুদ্ৰ, কোথা সমুদ্ৰ, এই শব্দ কবিত্তে-কবিত্তে তাহাৰা সেনাপতিৰ আজ্ঞা পৰাস্ত অবহেলা কবিতা সমুদ্ৰেৰ দিকে দৌড়াইয়াছিল। বিশাল তন্তব অসীম সমুদ্ৰ মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও, সমুদ্ৰতীৰে পৌছিলেই প্ৰায় দেশে পৌছান হইল, এই মনে কবিতা তাহাৰা অজ্ঞাত দেশেৰ মধ্যস্থল হহতে পলায়নপৰ হইয়াছিল। আমাৰও আজ কতকটা সেই ভাব। তন্তব সমুদ্ৰ সম্মুখে, বিপদসঙ্কল ও ভীতিপূৰ্ণ সমুদ্ৰষাণ্ডা এখনও বাকী। ভগবান ভবসা; কি কবিত্তে, তিনিই জানেন। কিন্তু সমুদ্ৰতীৰে পৌছিয়াই যেন প্ৰায় বাডী পৌছিলাম, মনে হইতেছে। এ বড় আশ্চৰ্য্য মনেৰ গতি। দিগ্বিজয়াভিলাষী সেনানীৰা, পূৰ্বে কোন দেশ জয় কবিত্তে গিয়া, জাহাজ হহতে নামিয়াই জাহাজ দক্ষ কবিতা, নিজেদেৰ প্ৰত্যাবৰ্ত্তন-পথ ইচ্ছা কবিতা নষ্ট কবিত। এই মনে কবিত যে, ফিবিবাব উপায় না থাকিলেই, সৈন্তেৰা প্ৰাণপণ কবিতা, মবি কি মাৰি ভাবিয়া, যুদ্ধে মন দিবে। “ But I have not burnt my boats yet ; nor broken down my bridge. My beloved land calls me back ! ”

ববিবাব, ৮ই সেপ্টেম্বৰ, ১৯১২।—আজ ভাৰত যাত্ৰাৰ দিন স্থিৰ হইয়াছে; আজিকাৰ প্ৰভাত মনোৰম হওয়াই উচিত। উজ্জল সূৰ্য্যবশ্মি, শীতল বায়ু, বিশাল সমুদ্ৰবক্ষেৰ গন্তীৰ দৃশ্য যদি প্ৰভাতকে মনোৰম কবিত্তে পাৰে, তাহা হইলে অস্তকাৰ প্ৰভাত বিশেষ মনোৰম।

জোন্স সাহেব ও বায়বাহাদুর জানেন্দ্র চক্রবর্তী স্নেহবচনে বিদায়পত্র লিখিয়াছেন। বম্বে হইতে বন্ধুগণও বিশেষ সম্বন্ধনামুচক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে বম্বে বন্দবে তাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন। চারিদিক হইতে এক্রূপ অজস্র অযাচিত ককণায় আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে।

মশকেব উৎপাতে বাত্রে নিদ্রাৰ ব্যাঘাত হইয়াছিল। শিনিসে সেই উৎপাতেব জ্ঞত হোট্টেলে আমাদের দেশী বকমেব মশাবিব চলন দেখয়াছিলাম। এখানে ছোট ছেলে ঢাকাদেওয়া গোল মশাবিব মত এক বকম মশাবিব ব্যবহার কবে। মস্তকটি তাহাব ভিতৰ দিয়া দেহ কবলে ঢাকিয়া শয়নেব নিয়ম। কায ইহাতেই একবকম চলিয়া যায়। ইটালীৰ সৰ্ব্বত্র মশক-দংশনজনিত ম্যালেরিয়াৰ ভয়। মশাবিব প্রয়োজন সেইজন্ত; আর সেইজন্তই জল গবম করিয়া পানেব বিধি সৰ্ব্বত্র। ইউৰোপেব অত্র মশাবিব প্রয়োজন হয় নাই। আমাব সঙ্গেব মশাবি এ পর্য্যন্ত দৃঢ় ত্যাগ কবে নাই।

বুণ্ডিসী সহবে দেখিবাৰ বড় কিছু নাই। বাড়ী বাস্তা প্রভৃতি সমস্ত একই রকমেব। কতকগুলি পুৰাতন গিৰ্জা ও কনভেন্ট আছে। দ্বাদশ শতাব্দীৰ সম্রাট বাববাবসনেব পুৰাতন কেল্লা আছে। বহু ব্যয়ে সহবেব বাহিবে নূতন কেল্লা হইয়াছে। বন্দবেব প্রবেশ-দ্বাবেও একটা পুৰাতন কেল্লা আছে। ডাক যাইবাৰ পথ বলিয়া এই স্থানেব গোবব। আপাততঃ তুংস-ইটালী যুদ্ধে বন্দবেব গোবব আবও বাড়িয়াছে।

মেলাট্রণ আমাদের হোট্টেলেব নিকটেই বন্দব পর্য্যন্ত আসে। তবে মাসেলিজের মত ট্রেন হইতে একেবাবে জাহাজে উঠা যায় না। এবং বম্বেৰ মত জাহাজ দুবে থাকে, ছোট জাহাজ কিম্বা নৌকা করিয়া যাওয়া জাহাজে উঠিতে হয়। সহব বেড়াইয়া সে সব জায়গা ও বন্দাবস্ত দেখিয়া আসিলাম। জাহাজ ৪টাৰ সময় পৌছিবে এবং আমবা সকাল-সকাল উঠিয়া বসিয়া থাকিব, এই মনে করিয়া ২টাৰ সময় হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু সংবাদ আসিল যে জাহাজ ৭টাৰ সময় পৌছিবে; আমবা ৬টাৰ সময় হোট্টেল ছাড়িলাম। ইউরোপেৰ শেষ বাসস্থান-হোট্টেলে জুয়াচুরি যথেষ্ট

দেখিলাম। আহার করিয়া সেখান হইতে জাহাজে উঠিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া সেখানে থাকিতে আর প্রবৃত্তি হইল না।

‘পি এণ্ড ও’ কোম্পানির টেনডার জাহাজ হোটেলের ঘাট হইতেই মালপত্র লইয়া জাহাজঘাটে গেল। পরে আমরা সে ঘাটে গেলাম। বৃণ্ডিসী ডাকের গাড়ীও সেই ঘাটে আসিয়া লাগে। অধিকাংশ লোকই মার্সেলিজের পথে আইসে; তাহাতে বেলে অবস্থানটা একদিনমাত্র হয়। বৃণ্ডিসীর পথে আসিতে আড়াই দিন রেলে থাকিতে হয়।

জাহাজঘাট হইতে ছোট ষ্টীমার যখন বড় জাহাজ ধরিবাব জন্ত ছাড়িল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘাটেব আলো, সহবেব আলো, আর দূরে আমাদের জাহাজের আলোয় মিশিয়া আলোকমালার সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যে নীল সমুদ্র, উপরে নীল আকাশ। দৃশ্য বড় সুন্দর, বড় গম্ভীর, বড় মনোবম! পূর্ণপ্রাণে ভগবানকে স্মরণ কবিয়া যাত্রা কবিলাম। জাহাজের জনতা ও কল-কল ধ্বনির সহিত নিজেকে মিশাইতে পারিলাম না। যাহাদের দেখিবার জন্ত উতল প্রাণে যাইতেছি, তাহাদের মঙ্গলকামনা করিয়া এবং আপনাকে ভগবৎ-পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া যাত্রা করিলাম। শুভাশুভ সবই তাঁহাব উপর নির্ভর।

বহুদিনের আশা—যুবোপদর্শন—সফল হইল। অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, অনেক শিখিলাম; লিখিলাম অতি অল্পই। কারণ, যাহা দেখিলাম, সব লিখিবার সাধ্য আমার নাই। প্রয়োজনও আছে কি না, জানি না। আবার অনেক দেখিবার, শুনিবার, শিখিবার বাকীও রহিয়া গেল। জানি না, পুনরায় সুযোগ, ক্ষমতা ও ইচ্ছা হইবে কি না।

---

## গৃহাভিমুখে

ববিবাব, ৮ই সেপ্টেম্বৰ।—এবাব জাহাজে যাত্ৰীৰ ভীড় খুব বেশী নহে। তথাপি কেবিনেৰ বন্দোবস্ত বড়ই খাবাপ, যথেষ্ট স্থান সত্ত্বেও এক ঘৰে তিনিটি “কালা আদমী”ৰ স্থান দিয়াছে। ইহাদেৰ মध्ये একজন গৰুবাৰে আমাদেৰ সঙ্গত গিয়াছিল। ইনি পাৰ্শী, তৃতীয় ব্যক্তি মুসলমান:—অপৰ্ক সমাংশ। ইহাবা দুইজনই ভদ্ৰ ও প্ৰিয়বাদী। আমায় খাতিবযত্নও যথেষ্ট কবিলেন। নীচেৰ শয়্যা আমায় সসম্মে ছাডিয়া দিলেন এবং “পোচান” “বুদ্ধ” “মুকৰী” “ডাক্তাবেকে” য়ে সম্মান কৰা উচিত, তাহা কবিলেন। প্ৰাচীনত্বেৰ দাবী স্বেচ্ছাকৃত না হইলেও, সাদা চুল দিনবাতি সে দাবী কৰিতেছে, সাদাচুল এই তিন মাসেৰ কঠোৰ শ্ৰমে আবও সাদা হইয়াছে। সহযাত্ৰীদিগেৰ পৰিত্যক্ত বিছানায় শয়নে প্ৰবৃত্তি হইল না, ষ্টুয়ার্ডকে ডাকিয়া বিছানা বদলাইয়া লইলাম। সশব্দ নাক পৰিষ্কাৰ, দাঁত পৰিষ্কাৰ ও গলা পৰিষ্কাৰ কৰাব বাতুল্যে গা কেমন কৰিতে লাগিল। বহু দিন এক ঘৰে তিনজনেৰ বাসেৰ সুবিধা হইবাব সম্ভাবনা কম সাহেবেবা দেশী লোকেৰ সহিত ভ্ৰমণ কৰিতে আপত্তি কৰে, সকল সময় সেটা তাহাদেৰ দোষ নহে। আমবা অনেক সময়ে সহযাত্ৰীগণেৰ সুবিধা অসুবিধা আচাব ব্যবহাৰ ও আৰামেৰ প্ৰতি লক্ষ্য রাখাৰ বিষয়ে উদাসীন।

বাতি ১টাৰ সময় জাহাজ ছাডিবাৰ কথা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটে নাই। শুনিলাম, বাতি ৪টাৰ সময় ছাডিয়াছিল। আহাবেৰ পৰ নূতন সহযাত্ৰী ঠাকুৰ সাহেব লীমবী, স্ত্ৰাব কে, জি, গুপ্তৰ পুত্ৰ প্ৰভৃতিৰ সহিত ডেকে বেড়াইতে বেড়াইতে কথাবার্তা হইল। ঠাকুৰ সাহেব মিঠভাষী, বিখ্যাতসাহী এবং প্ৰজাবজ্ঞক “কবদ”-বাজ। তাহাব এক পুত্ৰ বিলাতে লেখাপড়া কৰিতেছেন। তাহাকে দেখিতে এবং নিজেও দেশভ্ৰমণেৰ সাহায্যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিৰ আশায় বিলাত গিয়াছিল।

এইবাব জাহাজেব “আহাব-শঙ্কল” আবন্ত হইল। প্রত্যুষে চা, বেলা সাড়ে আটটায় প্রাতভোজন, মধ্যে রূপ অখাণ্ড বলিয়া পৰিভ্রাজ্য—এবং ষ্টায় বাত্ৰিব আহাব। এই প্রণালীমত একটাব সময় জলযোগ, চাৰিটায় আবাব চা এবং সাতটাব সময় বাত্ৰিব আহাব ॥ ইহাই হইল দৈনিক ব্যবস্থা। এই প্রণালীতে আহাবাদি এখন ১২দিন চালাইতে হইবে। এগাব স্নানাগাবেব বড সুবিধা নাই। পোর্টসায়েদে যাত্ৰী অনেক নামিয়া যাইবে, যদি সেই সময়ে যবেব সুবিধা কিছু হয়।

লিমবীৰ ঠাকুৰ সাহেব ও শ্ৰাব বাজেন্দ্রেব সহিত ডঃথেব সুথেব, দেশেব শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদিব অনেক কথা হইল।

আমবা জাহাজে উঠিবাব পূৰ্বে কা’ল সকালে ভূমধ্যসাগৰে জোব হাওয়া ও তুফান হইয়া যাত্ৰীদেব বড কষ্ট হইয়াছিল শুনিলাম। সৌভাগ্যক্ৰমে আজ হাওয়া কম, কষ্ট নাই। সাদা আঁচলাব নীলাষবী সাডী পৰিয়া সাগৰিকা সুন্দৰী মনোবম ভঙ্গিতে নীল আকাশতলে স্থিৰ প্রফুল্লভাবেই আছেন। মানব-বমণীৰ হায সাগৰিকাবও ও উদ্দাম চঞ্চল প্রফুল্লতায় “গা-কেমন” কৰে। ববাবব এই মধুব ভাব থাকিলেই ভাল।

সহযাত্ৰীদিগেব সহিত নানা কাৰণে একত্ৰ বাস অসম্ভব বলিয়া অগ্ৰ কেবিনেব বন্দোবস্ত কৰিতে হইল। Main Deckএ একটা ঘৰ একাকী দখল কৰিতে পাওয়া গেল। ঘৰটা জাহাজেব ঠিক মুখেব গোডায় বলিয়া বৈশী কাঁপে। তাহাতে নিদ্ৰাব ব্যাঘাত সম্ভাবনা। তাহা হইলেও একাকী থাকিতে পাওয়া যাইবে, ইহাই লাভ।

আহাবেব পৰে পূৰ্বপৰিচিত মাজ্জাজেব বিশপ হোয়াইটহেড ও তাঁহাব জীব সহিত অনেক কথা হইল। শ্ৰীমতী হোয়াইটহেড কলিকাতায় তাঁহাব নিমন্ত্ৰণ রক্ষা না কবাব জন্ত অনেক অনুযোগ কবিলেন। “জীশিক্ষা” “জী-স্বাধীনতা” “পবদা” “সাহেব-বাপ্ৰালৌৰ মিশামিশী” ইত্যাদি গুৰুতৰ অনেক বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাপ্ৰদ আলোচনা হইল। শ্ৰীমতী হোয়াইটহেড যথার্থ ভাৰত-হিতৈষিণী।



লিমরীর ঠাকুর সাহেব ।



শীতকালে কলিকাতায় পুনবার কথাবার্তা হইবে এবং যদি সম্ভব হয়, কিছু কাষেব চেষ্টা হইবে—এই বন্দোবস্ত হইল।

তুরস্ক ও গ্রীস দু'বে 'বামে' বাথিয়া জাহাজ সমস্ত বাত্রি চলিয়াছে। বাত্রিৰ অন্ধকারবশতঃ দু'ব হইতেও গ্রীসেব পুণ্যভূমিৰ দর্শন পাইলাম না। সকালে ক্যান্ডিয়া বা ক্রীট দ্বীপ বামে রাখিয়া জাহাজ যাইতে লাগিল। সমুদ্রতীবে ঘববাড়ী বা গাছপালা বিশেষ কিছু নাই।

বর্ণনাযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটিতেছে না। প্রথম যাত্রাব পুনবাবৃত্তি মাত্র বলিয়া জাহাজেব দৈনিক ঘটনা বিবৃতিব প্রয়োজন নাই। লোহিতসমুদ্রে গবম পড়িবে—সকলে ভয় দেখাইতেছে। সেইজন্ত পাখা প্রভৃতিব প্রয়োজন এখন হইতেই ঘোবতবরূপে চলিতেছে। তাস মদ জ্বায়া আব পবকুৎসা যথেষ্ট চলিয়াছে। জাহাজে সময় কাটাইবাব আব হজমেব এমন সহজ উপায় আব নাই। শ্রাব বাজেস্ত্র, লেডি মুখোপাধ্যায় ও মিসেস হোয়াইটহেডেব সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিয়া সময় একপ্রকাব কাটিতেছে মন্দ নহে।

লিমবীৰ ঠাকুব সাহেব তাঁহাব বাজ্যে যাইবাব জন্ত নিমজ্জন কবিলেন। আমাদেব রাজা-বাজড়াব দেশ ভ্রমণে অনেক উপকাব পান। মহাবাণা ঝালোয়ার ও বাজা লিমবী তাহাব প্রমাণ। আমাদেব মত সামান্য লোককেও বন্ধুভাবে, এমন কি সমকক্ষভাবে দেখিবাব চসমা, সহজে দেশেব কোন দোকানেই পাওয়া যায় না। বিলাতী দোকানে অতি অল্পক্লেশেই ইহারা সে চসমা পান।

কায়বো ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কেব একজন ম্যানেজাবেব সহিত আলাপ হইল। Sir Acquin Martinএব কনিষ্ঠ পুত্রেব সঙ্গেও আজ আলাপ হইল। কথাবার্তা কহিবাব লোকেব অভাব নাই। বাত্রে বৈঠকধানায় রীতিমত গান-বাজনার ধুম পড়িয়া গেল। দুই-একটা গান মন্দ লাগিল না। গায়ক-গায়িকাৰ মধ্যে অধিকাংশই “অব্যবসায়ী”, কিন্তু পশ্চাৎপদ কেহই নহে; বিশেষত্ব এইটুকু। যেখানেই থাকুক, ইহারা নিজের আয়াম ঠিক কৰিয়া লয়; বন্দোবস্ত মনের মতন কৰিয়া সময় কাটাইতে পারে। আমাদেব তাহা

হয় না ; যাহার বেটুকু শিক্ষা, তাহার বাহিরে একপাও চলিবার ঘো নাই ।  
তাই ভদ্রলোকেব সমাজে হাইকোর্ট, য়ুনিভারসিটি, ‘মাথামুণ্ড’, “দোকানদারী”  
ছাড়া অন্য কথা কহিতে পারি না ; ভালও লাগে না ।

---

## পোর্ট সায়েদ ।

১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।—পোর্ট সায়েদে ৩টাৰ সময় পৌঁছিলাম। বেড়াইতে, আমোদ কৰিতে, না হয় দ্রব্যাদি খৰিদ কৰিতে, অধিকাংশ যাত্ৰীট পোর্ট সায়েদে নামিয়া গেল। জাহাজে প্ৰায় কেহ নাই বলিলেও হয়। “কয়লা লওয়াৰ” ময়লাৰ ভয়ে সব দরজা, জানালা এবং বৈঠকখানা বন্ধ। গবমেৰ জন্তু কেহ এ ঘৰে প্ৰবেশ কৰে নাই। গতবাবৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰ পোর্ট সায়েদেৰ “মাটিতে” পা দিতে ইচ্ছা হইল না। বৈঠকখানা একাৰ দখলেই কয়েক ঘণ্টা रहিল। একাকী শুইতেছি, বসিতেছি, পাড়িতেছি। ডাক লওয়া, দেওয়া, কয়লা-তোলা, মাল-নাবান প্ৰভৃতি অসংখ্য কাৰ্য চলিতেছে; অসংখ্য লোক নামিতেছে, উঠিতেছে। নৌকায়-নৌকায় জাহাজেৰ চাৰিদিক ‘ছাইয়া’ গিয়াছে। পুলিস বোট, সৈনিক বোট, যাত্ৰীব বোট, দোকানদাৰেব বোট, ভিখাৰীব বোট, আৰও কত রকমেৰ বোট চাৰিদিকে ঘিৰিয়া বহিয়াছে। বড় বড় জাহাজ পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ওৱিয়েণ্ট লাইনেৰ কোয়াৰ্টো Qwertto নামে একখানা প্ৰকাণ্ড জাহাজ যাত্ৰী লইয়া বোম্বাই হইয়া অষ্ট্ৰেলিয়া যাইতেছে। মস্ত বড় জাহাজ; অনেকগুলি ডেক, মাঝি মাল্লা ও যাত্ৰী বিস্তৰ; এখানা আমাদেৰ আগে বাহিব হইয়া গেল। বন্দৰেব মুখে জল কম বলিয়া ক্ৰমাগত ড্ৰেজাৰ দিয়া মাটি কাটিয়া ও ছুই ধাবে পাথৰেব প্ৰকাণ্ড Break-water বা বাধ বাধিয়া বন্দৰ বক্ষা কৰিতে হইতেছে। মধ্যে ডি লেসেন্সেব প্ৰস্তবমুৰ্ত্তি বাছ বিস্তাব কৰিয়া খালেৰ সুবিধাৰ পথ দেখাইয়া দিতেছে। তাঁবে লোকজন, গাড়ী, হোটেল, দালাল ও পুলিষেৰ ৰীতিমত ভিড়।

এ কয় দিন পথে জাহাজ যাতায়াত বড় দেখি নাই। আজ সকাল হইতে পোর্ট সায়েদেৰ কাছাকাছি অনেক জাহাজ যাইতেছে আসিতেছে।

১২ই সেপ্টেম্বর ।—বাৰ্ত্তে আহাবেব পৰ মাস্তাজেব লৰ্ড বিশপ ও তাঁহাব দ্বী শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাবাৰ্ত্তা কহিলেন । পূৰ্বে পাৰিচয় সত্ত্বেও আমি অগ্ৰসৰ হইয়া কাহাবও সহিত বেশী কথা কহিতে ইচ্ছা কৰি না । যে সৰ সাহেবলোক পূৰ্বে বিস্তৰ আশ্রয়িতা কবিতেন, পোর্ট সায়েদ পাব হইবাব পৰ তাহাদেবও দয়া কমিয়া যায়, ইত্যাদি কিম্বদন্তী আছে । অতএব সাবধান হওয়াই শ্রেয়ঃ । জাহাজে সাহেববা “কালা বাঙ্গালী”ব সঙ্গে মিশে না, কথা কহে না, ইত্যাকাব কথা শুনিয়া আমাব মাইবাব সময় প্ৰতিজ্ঞা হইয়াছিল যে, অকাৰণ অগ্ৰসৰ হইয়া কাহাবও নিকট যাইব না । আমাব দিকে যে অন্ধক পিছন ফিৰায়, আমি সম্পূৰ্ণভাবে তাহাব দিকে পিছন দিৰানই এ বোংগেব উত্তম ঔষধ । সুখা কাহাবও পশ্চাৎ দৌড়াইয়া মন ক্ষুণ্ণ হইবাব প্ৰয়োজন বা বল কি ? যাহাবা এইটা বোঝেন না, তাঁহাবাই কষ্ট পান । আমি ভিন্ন উপায় অবলম্বন কৰাতে অন্ততঃ এ বিষয়ে মানসিক বিকাৰেব হস্ত হইতে বক্ষা পাঠিয়াছি, ইহাতে যত্ন ও সন্মান অধিক হয় ।

সময় কাটে না যাহাবা মনে কবেন, তাহাদেব বড়ই ভুল । উপবে অসীম আকাশ, নীচে অপাব সমুদ্ৰ ; জাহাজেব উপব বিবিধ জনস্রোতেব গতি । অতএব চিন্তা ও অধ্যয়নেব যথেষ্ট সামগ্ৰী চাৰিদিকে ছডান বহিয়াছে । কোন “অগ্ৰগমন-প্ৰযাসী” ভাবতীয় যাত্ৰা, সহবাত্ৰীব তাচ্ছিল্য ব্যবহাবে ক্ষুৰ্চিভে আমাব কাছে ভংগ প্ৰকাশ কৰাতে আমাব এই তথ্য ও কাহিনী তাঁহাকে শুনাইলাম । তিনি বুঝিলেন, আশ্বস্ত হইলেন এবং মৎপ্ৰদৰ্শিত পথ অবলম্বন কবিলেন, বলিয়া পূৰ্বেকথাব পুনৰাবতাবণা ।

পোর্ট সায়েদে ভাবভাষ খববেব কাগজ পড়িয়া দেশেব খবৰ কতক পাইলাম । বাৰ্ত্তি ১০টাৰ সময় লৰ্ড বিশপেব সহিত কথাবাৰ্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় বাডীৰ চিঠিপত্ৰ একতাড়া পাইলাম । সেণ্ডাৰ্স তখনই পড়িবাব অদম্য হচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ ভদ্ৰণোকেব সঙ্গে কথা বন্ধ কৰিয়া চিঠি পড়িবাব জন্ত দৌড়াইতে পাবিলাম না । যে পত্ৰেব প্ৰতীক্ষায় বহিয়াছি তাহা পাইলাম, অথচ পড়িবাব সুযোগ পাইলাম না ; সংঘমশিক্ষা পদে পদে চূড়ান্তই হইতেছে । কথা

সান্স হইলে তাঁহাবা স্ত্রী-পুৰুষে বিদায় লইবাব পৰ আমি নিজেৰ কামবায় গিয়া চিঠিগুলি খুলিবাব অবকাশ পাইলাম।

বেঙ্গলী, ছেট্‌সম্যান, অমৃতবাক্সাব প্ৰভৃতি সংবাদপত্ৰে বিলাত-প্ৰবাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহিৰ হইয়াছে, তাহা দেখিবাব ভৱ্য ছোলবা পাঠাইয়া দিয়াছে। পড়িয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হইলাম। অগ্ৰসৰ হইয়া, ঠেলাঠেলি কবিয়া বড় হইবাব ইচ্ছা কোনকালেই হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কৰ্ত্তব্যপথে যে কাৰ্য্য যখন পড়িবে, ভগবৎ ইচ্ছায় সেটুকু মানে মানে শেষ কবিয়া তাঁহাব হিসাব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পাবিলেই বাঁচি। বাড়ীৰ চিঠি ও খবৰেৰ কাগজগুলি পড়িয়া মনে বল আসিল—কিছু গোবৰেবও সঞ্চাব হইল,—ভবিষ্যৎ কৰ্ত্তব্যপথ সম্বন্ধে নিজেৰ অকৰ্ম্মণ্যতা বশতঃ ভয় ও সন্দেহেবও আবিৰ্ভাব হইল।

সন্ধ্যাব সময় আমবা স্নেহেৰ খালে প্ৰবেশ কৰিবাছি। সন্মুখে সেই বড় জাহাজ চৰিয়াছে। পশ্চাতে সাৰ্চ্চ-লাইট-সাহায্যে আমবাও চলিয়াছি। দুই পাৰ্শ্বে মৰ্ভাম, বাঁধান খাল, তাহাব ধাবে ধাবে বেল চলিয়াছে। কোথাও ছোট ছোট গ্ৰাম, কোথাও বা বেলওয়ে ষ্টেশন। কাইবো, আলেকজান্দ্ৰিয়া বেলে ৩৪ বৰ্ণ্টাব মাত্ৰ পথ। সময় থাকিলে পীবামিড প্ৰভৃতি দেখিয়া যাইতাম। এযাত্ৰা তাহা হইল না। সমস্ত বাত্ৰি ধীবে ধীবে খালেৰ পথে চলিয়া স্নেহে পৌছিলাম। খালেৰ ময়লা জলে স্নান কৰা উচিত নহে বলিয়া, স্নান বন্ধ কৰিলাম। স্নেহেৰ সেই সব বাড়ীঘৰ জাহাজ আবাব দেখিতে পাইলাম। মোজেস কুপ ও তন্নিকটবৰ্ত্তী পাহাড় সমস্তই চক্ৰে পড়িতে লাগিল। এশিয়ান পুনবায় ফিৰিয়া আসিলাম। য়ূৰোপকে শেষ বিদায়, শেষ ধন্যবাদ, কাল দিয়াছি।

নীল আকাশ আবও নীল দেখাইতেছে। সাগৰবাণীৰ নীল অঞ্চলে সাদা পাড়েৰ বাহাব আবও যেন বাডিতেছে। তবে অঞ্চলখানি ঘন-ঘন ঢুলাইয়া বিশাল তবলোংপদি না কৰিলেই মঙ্গল।

কাল পোৰ্ট সায়েদে বিস্তৰ লোক নামিয়া যাওয়াতে জাহাজ অনেকটা হাল্কা হইয়াছে। আহাবেৰ টেবিলেবও কিছু পৰিবৰ্ত্তন হইয়াছে। লিমবীৰ বাজা বাহাৰ্ছৰ এখন আমাদেৰ টেবিলে। ইহাতে তাঁহাৰ সহিত আত্মীয়তাও যথেষ্ট

বাড়িবার সুযোগ হইয়াছে। তিনি এতদিন সাহেব সাজিয়া সমস্ত দিন থাকিতেন; বাত্রে আহাবেব সময়মাত্র দেশী পোষাক পবিতেন। এডেনে তাঁহাব প্রজা কেহ কেহ আছে বলিয়া, আজ হইতে দেশী কাপড় সকাল সন্ধ্যা পবিত্রে আবস্ত কবিয়াছিলেন। এই বস্ত্র-বিভীষিকাসম্বন্ধে বিলাত-যাত্রীব বিশেষ বিবেচনাব সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি দেশী কাপড়-চোপড় বজায় রাখিয়া অনেকটা জিতিয়াছি, একথা মহাবাজা গিমবাও স্বীকার কবিলেন।

জাহজেব ডাক্তাবটি প্রাচীন ও বিছোৎসাহী। তিনি সেন্ট এন্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়েব গ্রাজুয়েট। আমি সেখানে অনাবাবী ডিগ্রী পাইয়াছি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অভ্যর্থনা কবিলেন। ইহাদেব Alma materএব প্রাতি এমনই ভক্তি এবং ফেলো গ্রাজুয়েট বলিখা এত সহানুভূতি! দুইজনে বহুক্ষণ সেন্ট এন্ড্রুজেব গল্প হইল।

১৯ই সেপ্টেম্বর, শনিবার।—উন্মুক্ত সাগরবক্ষে থাকিয়াও গত কল্য সমস্ত দিন বাতাসেব অভাবে সকলেব বড় কষ্ট গিয়াছে। সমস্ত জাহাজের মধ্যে কোথাও একবিন্দু বাতাস ছিল না। বায়-হুভিক্ষ-তাড়িত হইয়া, এখানে-ওখানে ছুটাছুটি কবিয়া, যেখানে “একমুঠা” হাওয়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, জাহাজগুরু লোক ডেক-চেয়ার লইয়া সেখানে ছুটিয়াছিল; পাছে একটুকুও নষ্ট হয়, এই ভাব। অপাব সমুদ্রের মাঝে পালভবে যাইতে যাইতে সকালে জাহাজ এই অবস্থায় Becalmed হইলেই পাল অকস্মাৎ হইত, অগ্রসব হওয়া বন্ধ হইত। এখন ষ্টীমাবেব Becalmed হওয়া সম্ভব নহে বটে, কিন্তু ষ্টীমাবযাত্রীব জীবন কখন-কখনও Becalmed হইবাব উপক্রম হয়। ডাক্তাব সাহেব বলিলেন, সময়-সময় ৫৬ জন লোক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখন জাহাজেব মুখ ঘুবাউয়া লইয়া, বিপবীত দিক হইতে যদি কিছু বাতাস পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা হয়। এক্ষেত্রে আমাদেব অবস্থা সেরূপ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু দখাফে ও বৈকালে যথেষ্ট গরম; সূতাব কাপড় ব্যবহার করিয়াও নিস্তার নাই।

আজ Arabia জাহাজ—যে জাহাজে আমি বিলাত গিয়াছিলাম—আমাদের কিছু দূর দিয়া পুনরায় বিলাত গেল। চীফ জট্টিস ও অগ্রাণ্ড জেঞ্জ এবং কোন কোন ব্যারিষ্টার তাহাতে যাইতেছেন। কোন কোন যাত্রী-মণ্ডে ‘মারকোনিগ্রাম’ সাহায্যে আলাপ ও ভদ্রতা বিনিময় হইল। গত কল্যা জাহাজে খেলাধুলা নাচগান আমোদের যাহা “টিমা” পড়িয়াছিল, আজ হাওয়া পাইরা তাহার পূর্ণমাত্রায় পুনরুদ্বেক হইয়াছে।

লোহিতসমুদ্রের কোন দিকেই বহুদূরেও তীরভূমি দেখা যাইতেছে না কিন্তু ছোট-ছোট পাখী কাতারে-কাতারে জাহাজেব দুইদিকেই উড়িতেছে ও ছোট ছোট মাছ ধরিয়া খাইতেছে ; এই ক্ষুদ্র জীবগুলি তীর হইতে কতদূরে সন্ধান করিয়া—আহার অব্যয়ণে আসিয়াছে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় হরিণপাল কখন কোথা হইতে কি ভাবে আইসে, “বিস্ময়-কল্পবীৰ’ ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লঙ্গুল, সভা-সমিতির গুরুতর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার ভাণেব মধ্যে তাহা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। প্রাকৃতিক ঘটনা-পরম্পরা দুৰ্ব্বোধ্য। এখানে মানুষের সাহায্যে ‘জাহাজের তাড়নায়’ ছোট মাছের দল দেখা দিবে, আর ছোট পাখীগুলির আহার জোগাইবে—ভূয়োদর্শন প্রভাবে পাখী তাহা লক্ষ্য করিয়াছে ; তাই পাখী কাতারে কাতারে জাহাজের ধারে আসে ; মানবও বিধিনিয়মের অধীন হইয়া এই জীবিকা-অৰ্জন উপলক্ষ করিয়া সব কাষ বা অকাষ করিয়া বেড়াইতেছে। ধর্ম্মের নামে, বিজ্ঞানের নামে, লোকহিতের নামে, এই মুখ্য উদ্দেশ্যই তাহার চরম লক্ষ্য ; অধিকন্তু অকারণ পাপ অৰ্জন করিয়াও বেড়াইতেছে। জীবজন্তু শুদ্ধ জীবিকার জন্ত হিংসা করে ; মানব নিশ্চয়োজনে পাপ ও নিষ্ঠুরতার অপরাধী।

১১ই সেপ্টেম্বর, রবিবার—চংচং, চংচং, চংচং,—জাহাজের ঘণ্টায় রাত্রি তিনটা বাজিল। তিনটা বলিলে ভুল হয়—ছয় আধটা, ঘন ঘন দুইবার বাজিলে জাহাজের একঘণ্টা বাজা জ্ঞাপন করে। এমন করিয়া তিনবার দুই আধটা বাজিল। তিন ঘণ্টায় ছয় আধটা—চব্বিশ ঘণ্টায় আটচল্লিশ আধটা—জীবনের সময় গণনাও কখন কখন এইরূপে হয়। ক্রপণের ধনের

চায়—মানুষ যাহা পায় তাহা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুগুণ মনে কবিতা লইয়া নিজের মহিমা বুদ্ধিব চেষ্টা কবে—অন্ততঃ নিজের মনের কাছে ত বটে । তাহাতেও যদি জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি পায় । হায় ভ্রান্তি । অভিমান মানুষকে মাঝে মাঝে বলায়—“আমায় কি পশু পাইয়াছ ?” না ভাই, তোমায় পশু পাই নাই । পশুও অনেক অংশে ভাল । তোমাব পশুত্বলাভেব বিলম্ব আছে,—তুমি মানব ।

বহুকাল পূর্বে এইকপ এক বোব নিশীথে, চিন্তাক্লিষ্ট মনে, পাড়য়াছিলাম—

The clock strikes one ,

The iron tongue of time has tolled the hour.

We take no note of time but by its loss.

Night Thoughtsএ Young যে ভাব প্রকাশ কবিয়াছেন, পলে-পলে শোণিতের প্রসাবণ-সঙ্কোচছলে, শিবায়-শিবায়, সে শিক্ষা পাইয়াও জ্ঞান হয় না ।

বাত্রি ১টা'ব পব হইতে নিদ্রা হয় নাই । কেবল গবমেব জন্তাই যে হয় নাই, তাহা নহে । সমস্ত দিন ববং ঠাণ্ডাই ছিল । পোর্ট হোল্ থোলা বহিয়াছে—তথাপি নিদ্রা হইতেছে না । অগত্যা উঠিয়া লিখিতে বসিলাম । বাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মাথামুণ্ড কত কি লিখিলাম । তাহাব পব কাতব-উদেলিত প্রাণে ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন কবিলাম । মহান আঁধাবেব মানে, যুক্ত কবে, ক্ষীত বক্ষে, গদগদ বচনে, সজল-নয়নে, প্রাণেশ্ববেব পাদপদ্মে—উচ্ছ্বাসে আত্মসমর্পণ কবিবাব এবং ক্ষণেকেব তবে আত্মহাবা হইয়া আত্মপব জ্ঞান ভুলিয়া, আমাব-আমাব ভুলিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দিবাব গোবব-মহিমা ও বল বহুদিন পবে পাইয়া ধন্ত হইলাম । এই অগাধ জলধিই তাহার উপযুক্ত মহাতীর্থ । বাহিবে মহানের সহিত মহানেব সংযোগ, আকাশ বারিধিব মহামিলন, বিবাট আঁধাবেব মাঝে নক্ষত্রালোকভূষিত নিশায় বড় মধুব, বড় গম্ভীৰ মনে হঠল । অন্তবেও সেই মহানেব সহিত মিলনেব স্রুব বাজিতেছিল ।

সন্ধ্যায়, চতুর্থী স্কোৎস্‌মায়—নির্ম্মল নীল আকাশতলে অপূৰ্ণ ভাতি দেখিয়া



প্রাণ পুলকিত হইতেছিল। সূর্য্যাস্তে পশ্চিমগগনে রামধনুর উদয় হইয়াছিল তাহাব অন্তবাল হইতে উজ্জ্বল শুকতাবার শোভা বড়ই মনোরম। মাথ উপর চতুর্থীৰ ধোয়া-পোছা বাক। চাঁদ দেশেব মতনটি কবিয়া হৃদয়ে আ ছড়াইবাব জন্ত মধুব হাসিতেছিল। হৃদয় অধিকাবেব জন্ত হৃদয়নাথের আ অপূৰ্ব আয়োজন! ভক্তিববে পাপ-তাপ-চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়খানি পাতিয়া দিলাম প্রাণেশ্বর বড় দয়া করিয়া পদার্পণ কবিলেন। প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। এম মধুর যামিনীতে, এমন পূর্ণ প্রাণে কি নিদ্রাব কথা মনে আসে? শৈশব যৌবন, প্রৌঢ়কালের কত কথা ধাবাবাহিককপে মনে পাড়িতেছে। কত ক্রটি হইয়াছে; কত স্বপ্নবা হাবাইয়াছি; কত সময় গিয়াছে। ভগবানের কা কত গাফিলতি হইয়াছে, সে সবেব হিসাবখতিয়ান লইতে প্রভু আহ চাহিলেন না। আজ নূতন তহবীল দিয়া বাহাল-বজায় বাখিলেন—পুনবা যেন হিসাব গল্গী না হয়।

আমাব-আমাব করিয়া নিজেকে অপরাধী মনে কবি কেন? “আমাব” ‘আমি’, আমি ত গড়ি নাই। বাজাবে হাটে কিনিয়া আনি নাই। কাহার চুবি ত কবি নাই। তিনি যাহাদের দিয়াছেন, তাহাদেরই আমাব করিয়াছি তাহাতে ক্রটি হইয়া থাকে, সে তাঁহারই ক্রটি। তাঁশাব দেওয়া “আমার”ই আমাব করিয়াছি। সেও ত কাষ, সেই ত কাষ। শত্রুব শত্রুতা, নিন্দুকের নিন্দা, আততায়ীৰ অকরণ ব্যবহার—সবই তিনি। তাঁহার কার্যে ব্যাপ্ত রাখিবাব জন্ত এই সকল আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া তবে ত সোজাপথে রাখিয়াছেন। নতুবা কোথায় যাইয়া পড়িতাম। এ পথে যেন কখনও ভ্রান্ত না হই। এ নববল যেন কখনও না হারাই।

গয়াধামে পিতৃকৃত্যের পব প্রভু দেখা দিয়া নবশক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিলেন। পঙ্কিল মনের দৌৰ্ব্বল্যে, ধরিয়া রাখিবার শক্তির অভাবে, তাহা হাবাইয়াছি। আবার যেন না হারাই। আজ আবার প্রভু দেখা দিয়াছেন। আর কাহারও নিকট প্রত্যাশা ও ভিক্ষা না করিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া থাকিবার বলের চেষ্টা করিব।

স্থিৰ সমুদ্ৰ, গভীৰ নিশি, শুষ্ক বায়ু। এমন স্থানে ও কালে, প্রাণেৰ মন উন্মাদনায়, হৃদয়ে কত কথাৰ উদয় হইতেছে—সাধা কি লেখনী-যোগে তাহাব একাংশও পতন্ত্ৰ কৰি। মনেৰ কথা মনেই উদয়—মনেই লয়। বৃক্কেৰ হৃদয়েৰ খটোৱায় হয় না কি? লহিতে জানিলে হয় বৈ কি। জাহাৰ কাছে, তাঁহাবহ দেওৱা, হৃদয়েৰ নিভৃততম অংশেবও ছবি ত লুকান কৈ না।

বৰিবাব, এডেন।—জাহাজ এডেনেৰ বন্দৰে থামিয়াছে। ঝালতোলা, মান, কয়লালওয়া প্ৰভৃতি দস্তৰামতই হইতেছে। গবম ভয়ানক। কয়লাৰ ময়ে দবজা জানালা সব বন্ধ। জাহাজ দাড়াইয়া থাকাব দকণ তাণ্ডয়া হইয়া স্বাভাবিক গবমকে বাড়াইয়া ধুইতেছে। এখানে বাড়ী হইতে কোনও টেলিগ্ৰাম পাহলাম না। পোর্ট সায়েদ হইতে টেলিগ্ৰাম কৰিয়াছিলাম ম, এডেনে যেন একথানা টেলিগ্ৰাম নিশ্চয়ই পাই।

ভগবানেৰ বিকল্পে মনে মনেও আপীল কৰিব না, কা'ল স্থিৰ কৰিয়াছি। আজই দেখ আপীলেৰ অজুহৎ প্ৰস্তুত। কিন্তু আপীল কৰিব না, স্থিৰ।

জাহাজে আজ গিজ্জাব দিন। বিশপ হোয়াইটহেড পাৰ্চীৰ কাঙ্গ কৰিলেন। মামিও প্ৰাৰ্থনাৰ সময় উপস্থিত হইলাম। “ভগবানেৰ বিকল্পে আপীল কৰিব না” এই মন্ত্ৰে এক সুন্দৰ সঙ্গীত হইল। কি অপূৰ্ণ “chance coincidence”। যেন আমাব প্ৰাণেৰ ছবি বাহিৰে ফুটিয়া উঠিল। শূৰ্ণপ্ৰাণে সঙ্গীতে যোগ দিতে পাবিলাম। ভাবতবাসীকে ভ্ৰাতৃতাবে আলিঙ্গন কৰা উচিত—এই মন্ত্ৰে পাদবী সাহেব উপস্থিত সাহেব মেম উপাসকগণকে উপদেশ দিলেন। উপদেশেৰ কথাগুলি তাহাদেব এক কৰ্ণে প্ৰবেশ, অপৰ কৰ্ণে প্ৰস্থান সতত কৰে, আজও কৰিয়াছে কিনা জানি না। ভগবান তাহাদিগকে ক্ষমতি দিন।

আজ বৰিবাব বলিয়া জাহাজেৰ দেশী বিদেশী দোআঁসলা মাকী-মাল্লা কৰ্মচাৰীদিগেৰ প্যাৰেড্ হইল। সকলেই উৎকৃষ্ট পোষাক পৰিয়া শব্দবিদৰ্শনকাৰ্য্যে উপস্থিত। কে কোথায় থাকে, সব সময়ে দেখা যায় না।

এই উপলক্ষে সকলের একত্র সমাবেশ হয়। বিস্তর লোক জাহাজে কা-  
করে; রাঁধুনি ঠাকুরেবাও নিজ নিজ কার্যযোগ্য পোষাক পরিয়া উপস্থিত  
দৃশ্য মন্দ লাগিল না।

এডেনে পাইলট উঠিতে, মাল তুলিতে-নামাইতে, দর্শকগণ উঠিতে নামি-  
ছে তিন ঘণ্টা সময় গেল। ডাক-আপিস জাহাজে আসিয়া উঠিল। ভারতবর্ষে  
কোন কোন সহবে ডাক বাইবে, তাহাব বন্দোবস্ত জাহাজে এই আপিসে  
হয়। কাজেই সেখানে পৌঁছিয়া কোন গোলমাল কি বিলম্ব হয় না। ডাক  
পৌঁছিলেই তিনখানা স্পেসাল এক্সপ্রেস ডাক লইয়া দিল্লী, কলিকাতা, মাদ্রাজ  
চলিয়া যায়। তাহাব পব সাধাবণ ডাকগাড়ী নিত্য যেমন যায়, তেমনি যায়।

১৬ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।—দিন ও বাত বড় দীর্ঘ মনে হইতেছে।  
যত ভারতবর্ষেব নিকট হইতেছি, তত সময় যেন ফুরায় না মনে হইতেছে।  
এখনও তিন দিন চাৰি বাত্রি কাটিলে তবে বস্বে। তাহাব পব রেলে  
হই দিন।

আজ বিশেষ গরম নাই। হাওয়া বেশ জোরেই চলিতেছে। জাহাজও  
সঙ্গে-সঙ্গে নাচিতেছে, হুলিতেছে। অনেক যাত্রী তাহার জন্ত বিপন্ন। কেহ-  
কেহ আজ আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সাহেব-মেমেদেব  
বাজী রাখিয়া খেলার ধুম কমে নাই। স্পোর্টস্‌এর জের বধে পৌঁছানর  
পূর্বে যে কমে, তাহা বোধ হয় না।

লিমরীর রাজা-বাহাদুর আজ “সোমবার” করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা আহার  
করিবেন না। সকালে চন্দন, ফোঁটা ইত্যাদির রীতিমত ব্যবস্থা হইয়াছিল।  
সন্ধ্যাবেলা উপবাস করিয়া ধর্মপুস্তক পাঠ হইতেছে। বাড়ী গিয়া একাদশীর  
দিন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে উদাসীনতা দেখিয়া এবং ধর্ম জগতে নম্র  
জনগণসম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তাবেব কথা উপলক্ষ করিয়া এক জনকে একবার  
বলিয়াছিলাম, “ভগবান আপনাকে অনেক বিষয়ে কৃপা করিয়াছেন,  
এ বিষয়ে করেন নাই; তাহা আপনার দুর্ভাগ্য। তবে আপনার যেকোন

কৃতি, তাহাতে শীঘ্র এ কৃপাব অধিকারী হইবেন, এ ভরসা আমার আছে ।”

১৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ।—মাকী-মাল্লারা সিঁড়ি-দড়ি-টাক্সান ইত্যাদি জাহাজে লাগিয়াছে । হঠাৎ দেখিলেই মনে হয়—যেন আজ বাত্রে, না হয় কাল সকালে বসে পৌঁছিব । বাস্তবিক এখনও তই তিন বাত্রি বাকী । কাল ও পবন্থ মাকীমাল্লাবা ডাক ও মাল লইয়া বাস্ত থাকিবে বলিয়া আজ “বাসীপাট” পব সাবিয়া রাখিয়াছে ।

কাল রাত্রে সকোটী দ্বীপ পাব হইয়া খোলা সমুদ্রে পড়িয়াছি । “সমুদ্র-পীড়ার” উৎপাতে আহাব নিদ্রা অনেকেরই ত্যাগ হইয়াছে । ভগবানের ইচ্ছায় ফিরিবার সময়ও ভালয়-ভালয় কাটিয়া যাইতেছে । কাল বাত্রে সমুদ্র-তরঙ্গ কাহারও-কাহারও শয়নকক্ষেও প্রবেশ করিয়াছিল ।

সমুদ্র দেখিতে স্থির ; ফেনা পর্য্যন্ত নাই । কিন্তু যাহাকে ground-swell বলে তাহা সম্পূর্ণরূপ বহিয়াছে । অর্থাৎ তলা হঠতে সমস্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত, উপবে ক্ষুদ্র তবঙ্গের চিহ্নও নাই । Late Mon soonএব সময়ও বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রবক্ষ তবঙ্গায়িত কবিয়া ক্ষান্ত হয় না ; তলদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রকে কাঁপাইয়া, দোলাটয়া তোলে ।

কোন উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসী আপনার মাথার পাগড়ী খুলিয়া তাঁহাব জুতা ক্রশ করিবার অযোগ্য সাহেবদের মাথায় বাধিয়া, তাহাদের সহিত রহস্য করিয়া বেড়াইতেছেন । “Real jolly good fellow” এই সুখ্যাতি লাভের আশায় আমাদের বড়লোকেরা এইরূপে ইতব সাহেবদের সহিত মিশিতে গিয়া ও অপরকে মিশিতে দিয়া নিজেদের ও স্বাধীনচেতা ভাবতবর্ষীয়দিগের বিশেষ ক্ষতি করিতেছেন । আমাদের নিকট এইরূপ চাটু ব্যবহার পায় না, আর যাহারা আমাদের খরিদ-বিক্রয় করিতে পারে, তাহাদের নিকট পায়—কাজেই আমাদের উপর রাগের সীমা থাকে না ; ইহা স্বাভাবিক । সমস্ত দিন দৌড়াদৌড়ি, তাসপাশা, মদ-চুরুটে যাহারা মগ্ন, তাহাদের সহিত বাক্যালাপে সুখ নাই । ইংরাজ ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

কথা कहিলে কথা कहাই যুক্তিযুক্ত, নতুবা এডেন পাব হওয়ার পর অপমানিত হইতে হয় ।

ফিন্লে মিউব কোম্পানীর একজন বড় সাহেব আজ আসিয়া কথা कहিলেন । প্রদোষে সূর্যাস্ত-শোভা একদৃষ্টে তন্ময় হইয়া দেখিতেছি, এমন সময় তিনি আসিয়া সেই বিষয়ে কথা পাড়িলেন । ভাবুক ব্যক্তি ; “ভাবকেব ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন”, বলিয়া স্বয়ং আসিয়া কথা कहিলেন ।

শ্রার বাজেস্ত্র পোষ্টাল এক্সপ্রেসে যাওয়া স্থির করিয়া টিকিট কিনিয়াছেন আমিও তাহাই স্থির কবিলাম । রাত্রে চুপে চুপে হাবড়া পৌছান স্থির কবিলাম যাহাদের মনে কষ্ট দিয়া নিশীথে নিঃশব্দে চলিয়া আসিয়াছি, নিশীথে নিঃশব্দে তাহাদের কাছে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত মনে কবিলাম ।

বৃহস্পতিবার ।—আজ জাহাজে এযাত্রাব মত শেষ রাত্রিবাস । সেই জন্ত সন্ধ্যার আহাবের পব মাস্ত্রাজ বিশপ, জাহাজের কাপ্তেন সামারের সুখ্যাতি করিয়া health propose ও বক্তৃতা কবিলেন । কাল স্পোর্টসেব পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষেও বক্তৃতা ছড়াছড়ি হইয়াছিল । মাস্ত্রাজ বিশপের স্ত্রী উপস্থিত থাকিতেও সর্ব-সম্মতিক্রমে লেডি মুখার্জির উপর পুংস্কাব দিবার ভার পড়িয়াছিল ।

আহারের টেবিলের বকুগণ আজ একটু গ্র্যাম্পেন পান করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন । অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন । আমি বলিলাম, কথায় পরস্পরের প্রতি মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ ভাল । গ্র্যাম্পেনে জল মিশাইলে যেমন স্বাদের তারতম্য হয়, যথার্থ মঙ্গলেচ্ছার ভিতরেও গ্র্যাম্পেন টানিলে স্বাদের সেইরূপ তারতম্য হয় ; আমি নিজেলা নির্ভাজ মঙ্গলেচ্ছার পক্ষপাতী । ইহাতে তাঁহারা তুষ্ট হইলেন ।

২০শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ।—আজ সূপ্রভাত ; মালাবার উপকূলের ধুম্রাকার পর্বতরাজি, ভারতের মেঘমালায় অন্তরাল দিয়া দেখা দিয়াছে । বন্ধের লাইট হাউন্স, লাইট সিপ এবং দুঃসাহসিক ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণের নৌকাগুলি দেখা যাইতেছে ।

স্থানীয় নিয়মানুসাবে বাত্ৰি ১২টাব সময় ঘড়ি ৫১ মিনিট আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে । অর্থাৎ আমাদের জাহাজে থাকিবাব সময় আবও প্ৰায় এক ঘণ্টা কমিয়া গিয়াছে । এখন যেন একঘণ্টাই লাভ বোধ হইতেছে ।

ঘড়িৰ কাঁটা আগাইয়া পিছাইয়া দিয়া মানুষ পৰকে, কখন কখনও নিজেকেও, ঠকাইতে পাবে । কিন্তু আসল হিসাব নিকাশ মিটিবে কোথায় ? মা যখন আনন্দে বলেন, ছেনেটি আমাব আজ পাঁচ বছৰে পড়িল—মনে থাকে না, অথবা মনে হইতে উচ্চা হয় না যে, পৰমাযুৰ ৫ বৎসৰ কাটিয়া গেল । হায় বে ঘটিকা-যজ্ঞ ! হায় বে আগ্ন-পবধনা । জাহাজেৰ ঘড়িৰ দেখাদেখ নিজের ঘড়িৰ কাঁটা আগাইয়া দিয়া সেবেদা ছবস্ত কবিলাম ।

প্ৰাণেৰ ব্যাকুল আবেগে অতি প্ৰত্যাশেই শয্যাভাগ কাঁবয়া ডেকে যাইলাম । বিশেষজ্ঞ বোধ হয় হহাকে nervousness বলিবেন । বহুদিনেৰ পৰ মাৰ প্ৰভাতীমূৰ্ত্তি সকলেৰ আগে যাহাতে নয়নগোচৰ হয়, তাৰ জন্ত প্ৰাণ বড়ই ব্যাকুল । এখন কি আব শুহয়া থাকা চলে ? আমাব মত বায়ুৰোগগ্ৰস্ত জাহাজে একজনও ছিল না, কেহ এত সকালে উঠে নাই । একাকী প্ৰভাতী অৰুণচ্ছটাৰ শোভা অতৃপ্তনয়নে দেখিও লাগিলাম । কিছুক্ষণ পৰে শ্ৰাব বাজেদ্ৰ আসিলেন । কয়েকবাব যাতায়াতে তাঁহাব এ nervousness বোধ হয় সহিয়া গিয়াছে ।

সওয়া-ছয়টাৰ পাঠলট জাহাজে আসিল । সুবাতাসে জাহাজ ক্ৰমে বধেৰ নিকটবৰ্ত্তী হইতেছে ; তাবতেৰ স্নদূৰ পৰ্কতবাজি ক্ৰমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে । বনানীৰ ছায়া এখনও বড় ঘোৰ—“শ্ৰামল চঞ্চল” ঘন শ্ৰামল ; “শুভ্র কিবীট” ত চোখে পড়িতেছে না ।

মালপত্ৰ, ডাকেৰ ব্যাগ, যথাযথভাবে সবই প্ৰস্তুত । কোথাও কোনও গোলমাল নাই । বন্দোবস্তেৰ কোন ত্ৰুটি নাই । ক্ৰমশঃ তীবভূমিৰ “তমালতালী বনবাজিনীলা” নয়ন পথে সমাগত । তাজমহল হোটেল, বাজাবাই টাউন্সাব প্ৰভৃতি উচ্চ অট্টালিকাগুলি ক্ৰমশঃ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল । ধীৰে-ধীৰে জাহাজ অগ্ৰসর হইল । ধীৰে ধীৰে নজর পড়িল । সিঁড়ি নামিল ।

আহাঙ্গ-বাত্রা এবারের মত শেষ হইল। মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

কার্ণাকবন্দরে আমাদের নামিবার স্থান-নির্দেশ হইয়াছে। যাইবার সময় এপোলো বন্দর হইতে গিয়াছিলাম। জানি না বন্ধের এই অংশটা অপর অংশ অপেক্ষা বাস্তবিক সুন্দর, অথবা প্রাতঃসূর্য্যবিভাসিত, বহুদিন-অপরিচিত, ভাবতভূমির নবাবিস্কৃত সৌন্দর্য্যের জ্যোতিতে আমার চক্ষে এ বন্দর অধিক শোভাকর, অধিক রম্য মনে হইল। যাইবার সময়, সন্ধ্যার অন্ধকারে কিম্বা অজ্ঞাত হৃদয়াক্রম্যে অথ বন্দরের শোভা তত হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যাইবার-আসিবার সময় মার রূপলাবণ্যের প্রভেদ-জ্ঞানের কারণ যাহাই ইউক, এই প্রাতদৃশ্য নয়ন-মনেব বড়ই মনোরম।

জ্যেটিতে আসিয়া বন্ধের বহুতর বন্ধুগণ ফুলের মালা তোড়া দিয়া আলীক্বাদ-অভিনন্দন করিলেন। লিমরীব রাজা বাহাদুরের গলায়ও অনেক মালা পড়িল। রাজা-প্রজার এইরূপ প্রায় সমান আদরে অনেকে বিদ্রিত হইল; কেহ কেহ স্পষ্ট বিরক্তও হইল। স্থানীয় বন্ধুদিগের অনুগ্রহে কষ্ট বিশেষ-কিছু পাইতে হইল না; তাঁহারাই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারাই বিশেষ দয়া করিয়াছেন। ভাবতের শেষ বিদায় ও প্রথম সম্ভাষণ এই সুদূরপ্রবাসী বন্ধুগণের নিকট পাইলাম; ইহাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কুক কোম্পানীর লোক-মারফৎ বাড়ীর চিঠি ও টেলিগ্রাম পাইলাম। সংবাদ সব মঙ্গল। অনেক বন্ধু-বান্ধবের বিশেষ অনুবোধ যে, শনিবার রাত্রে পোষ্টাল একস্প্রেসে না পৌছিয়া রবিবার সকালে কলিকাতায় পৌছাই। বাড়ী যাইবার মুখে শীঘ্র পৌছিবার নিমন্ত্রণ না হইয়া বিগল্বে যাইবার অনুরোধ অদ্ভুত। ডাক্তার পি. সি. রায়ের গাড়ী ছেলেরা টানিয়াছিল ও ষ্টেশনে থুবই হৈ হৈ করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ অদ্ভুত ঘটনার কাছাকাছি একটা-কিছু করিবার উদ্দেশ্যে, রাত্রে না পৌছিয়া সকালে পৌছিবার জন্ত এত অনুরোধ।

কলিকাতা হইতে এইরূপ অনুরোধ আসিয়াছে তুনিয়া স্তার রাজেন্দ্র এবং বন্ধের বন্ধুগণও ট্রেন বদলাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এইরূপ হজুগ আমাব প্রকৃতিতে সহ্য না, চিবকালই আমি ইহাব বিবোধী। টেশনে প্রাকান্ত অভ্যর্থনাব কোন সম্ভব কাবণই খুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব দ্বিপ্রহর বাত্রে পৌছানব নন্দোবস্তই বাহাল বাখিলাম।

একটা কৌতুকজনক ঘটনাব উল্লেখ না কবিয়া থাকিতে পাবিলাম না। দিলাত যাইবার সম্মুখেও কতকটা এইবকমেব ঘটনাব অভিনয় হইয়াছিল। দেশ-ভেদে কোনও কোনও মানুষেবও পবিবর্তন ঘটে; ভাবতে পদাপণেব সঙ্গেসঙ্গেই ইংবাজেবও মূর্তিভেদ—চোখে পড়িল।

ট্রেনেব যে কামবায় আমাব বার্থ বিসাত হইয়াছিল, তাহাতে অপব একজন ইংবাজপুঞ্জবেবও সহযাত্রী হইবাব কথা ছিল। আমায় দেখিয়া সে মহাপ্রভু উঠিলেন না। কালা আদমীব সহিত একত্র এত পথ কি কবিয়া যাইবেন, ভাবিয়া অগ্র গাড়ীতে গেলেন। বাবাজীকে জাহাজে ত দেখি নাই। অথচ জাহাজে যাহাবা আসিয়াছে, তাহাবা ছাড়া আব কেইই এ ট্রেনে যাইতে পাইবেন না। অতএব বাবাজী নিঃসন্দেহ জাহাজেব সেকেণ্ড ক্লাসে পাসেঞ্জাব ছিলেন, এখানে পৌছিয়াই ফাষ্ট ক্লাস টিকেট খরিদ এবং “কালা বাব্বালী নীচে যাও” ভাব। আমাব ইহাতে শাপে বব হইল। গাড়ীতে চ’জনের কোনও কষ্ট হইত না; কিন্তু ভদ্রতাব খাতিবে এই ইতব চংবাজেব সহিত কথাবার্তা কহিতে হইত। অতএব গাড়ীব পূবা দখল পাইয়া চুঃখেব কোন কাবণ হইল না।

সাড়ে আটটায় জাহাজ হইতে নামা হইয়াছে। ১১ টায় ডাকগাড়ী ছাড়িল। এই পথে যাইবাব সময় এক ভাবেব শোভা দেখিয়াছি। ফিবিবাব সময় নব শোভা দেখিতেছি। বর্ণনাব নূতন কিছুই নাই। সেই বশেব বাড়ী-ঘব-রাস্তা। সেই কল্যাণ টেশন; টেশন হইতে ঘাট পৰ্ব্বতেব আবোহণ-অববোহণ পূৰ্ব্বের মতই আবস্ত হইল। সেই অন্ধকাব টনেলে গাড়ীব আগুপাছু হওয়া, উপরে যাওয়া, নীচে নামা, প্রভৃতি ইঞ্জিনীয়াবিং বাহাচুবী।

সবই নূতন কবিয়া চোখে পড়িতেছে। সকলেবই কেমন এক পবিবর্তন লক্ষ্য কবিতেছি। পবিবর্তনেব কাবণও আছে। গ্রীষ্মেব নয়নক্লান্তিকর, “উল্কা”



জালা, আব শবতেব মনোমুগ্ধকর হবিং শোভার প্রভেদ থাকিবেই ত। শস্ত্র শ্রামল প্রাস্তব, পত্রপুষ্পে সুখদর্শন পরিতগাত্র পূর্বাপেক্ষা মনোবশ।

মালকোচা-কবিয়া-কাপড়-পবা স্ত্রী-কুলাবা পাহাডেব গায়ে মাটা কাটিতেছে। গভীর গিবিতিটনীগতে মংস্ত্রজীবিনী নাবীগণেবও সেই বেশ। আবার সেইকপ বেশে বাখালবমণি বৃক্ষছায়ায় মেঘমহিষ বক্ষা কবিতেছে। এ দৃশ্য বহু দিন দেখি নাই। উপত্যকাব গভীর “আবর্ত” শম্পপত্রের বাণিতে যেন আচ্ছন্ন এবং গুপ্ত। সে এক বিচিত্র শোভা। ইংলণ্ডে ও যুরোপেব অন্ত্যান্ত দেশে বনস্থলীও যেন কে সাজাইয়া রাখিয়াছে মনে হয়। বর্ষাক্ষে ভাবত্রেব অবগ্যানী - ভাবত্রেব শস্ত্রক্ষেত্রেব সমাবেশ কেবল অমূল্যবর্দ্ধিত প্রাচুর্যেব চিহ্ন। সাজান বাগানেব সাদৃশ্য কোথাও নাই।

জলেব অভাবে বর্ষে কবাচী অঞ্চলে হাহাকার পড়িয়াছে। মধ্যে বর্ষা হইয়া বজ্রা পর্যাণ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাময়িক বৃষ্টি অভাবে শস্ত্রের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। যে Late Monsoonএব অনুপস্থিতিতে আমবা আবব সমুদ্রে কোন কষ্ট পাই নাই, সেই কাবণেই বৃষ্টি এখানে বন্ধ। সমুদ্রপথে আমাদেব যাহা আবামেব ও নিশ্চিন্তেব কাবণ হইয়াছিল, দেশে তাহা বিষম ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব নাসীকেব কাছাকাছি পৌছিবাব পূর্বে ঘনঘটা কবিয়া যখন একপসলা খুব বৃষ্টি হইয়া গেল, তখন বড়ই আনন্দ হইল। মনে হইল, যেন ভগবান মায়েব কোলে নির্ঝরে দিবাইয়া আনিয়াই দেশমাতৃকাব কষ্ট-নিবারণেব উদ্যোগে মনোযোগ দিলেন। মানুষ সকল বিষয়েই এইরূপে আপনাব দিক হইতেই দেখে এবং নিজের মাপে ভগবানেব মাপকাটীৰ দৈর্ঘ্য কমাইতে চায়। হৃদয়ে একটু উদারতা আনিতে পাবিলে, ভগবৎ-বিকল্পে আপীলের সংখ্যা বোধ হয় অনেক কমিয়া আসে এবং বিশ্ব-আদালতের কাজেবও সুবিধা হয়।

যাইবাব সময় নাসীকেব নিদাঘতপ্ত “প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড”-মুক্তি দেখিয়া গিয়াছিলাম। মক্সদৃশ প্রাস্তব এখন পত্রশম্পে ভূষিত। শূর্ণগথা ঠাকুবাণীর নাসাচ্ছেদ অভি-  
নয়ের সময় বনস্থলী ইহা অপেক্ষা নয়ন-মনোরম শোভা ধরিয়াছিল সন্দেহ নাই।

পম্পা বর্ণনা ও দণ্ডকারণ্য চিত্তা সংবমেব প্রকৃষ্ট সহায় ; উল্লাস উছোগের নহে। “গাড়ী টানাব” ও “ফুল দিয়া সাজান মোটর” অভিনয়ে বিশেষ আপত্তি বলিয়াই নিশাথে নীববে প্রিয়জন-সকাশে উপস্থিতিব বাসনা এবং সংযমচিকীষা। উল্লাস-উছোগের সময় পবে যথেষ্ট আছে।

দশমীব চাঁদ নীল আকাশে ও শস্তক্ষেত্রেব বৃকের উপর বড়ই মধুরিমা বিতরণ কবিতেছিল। দেশেব চাঁদ, দেশেব আকাশ, দেশেব বাতাস, সব যেন নিমেষেব মধ্যে আপনার করিয়া লইল।

২১শে সেপ্টেম্বর, শনিবার।—কাল বাত্রে জব্বলপুৰ পৌছিবাব পূর্বে নর্মদা পার হইয়াছি। অদূবে ভেড়াঘাটেব জলপ্রপাত ও মাঝেল-পাহাড়। সকালে কাটনীব নিকট শোণ নদীব প্রায় উৎপত্তিস্থান পাব হইলাম। এখানে নদী ক্ষীণকায়া, স্বল্পতোয়া ও নিস্তেজ। বেলা সাড়ে আটটাব সময় স্ট্রান ট্রেন পাব হইলাম। প্লাটফরমে বাঙ্গালী বাবু একটি বেড়াইতেছিলেন—ডাকিয়া আলাপ কবিলাম। শুনলাম তাঁহাব পাণ্ডুরাব নিকট বাড়ী—এখানে কেলনার কোম্পানীব চাকরী করেন। বিলাত-ফেবং, বিলাতী একসপ্রেস ডাকগাড়ীর যাত্রী “বাবু”, কেরানীকে অযাচিত ভাবে ডাকিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ ও নমস্কাব করিল—এই অভূতপূর্ব ঘটনায় লোকটা আশ্চর্য্য হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে “বাবু”কে অপদার্থ জ্ঞানে শ্রদ্ধাহীন হইল। “ইজ্জৎ বজায়” রাখার চেষ্টা এক শ্রেণীব বিলাতফেবং বন্ধুগণেব মধ্যে বোধ হয় এই জন্ত এত প্রবল।

আজও পথের আহ্বারের ব্যবস্থা কলাকার মত, অর্থাৎ—“ফলাহার” ; বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবাব প্রাকালে সংঘম প্রয়োজন। আমার মনে হয়, সকল বিষয়ে যথাযথ সংঘমই সামাজিক নিয়মে “প্রায়শ্চিত্ত।” বিদেশী বুক-ফোলান সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিয়া,—‘আমি তোমাদেরই’—বলিয়া, নতশিরে সমাজের সহিত একীভূত হওয়াই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত ; এবং সংঘমই তাহার উপকরণ। বুক ফোলান অপরাধে অপরাধী না হইলেও এ সংঘম নিম্প্রয়োজন নহে। জীবনের সমস্ত গুরুতর কার্যেব প্রারম্ভে কিম্বা পুনরারম্ভের সংকল্প করিয়া সংঘম প্রয়োজন।

রেওয়া ও মাণিকপুরের গিরিরাজি ছাড়াইয়া চলিয়াছি। বিক্ৰা দক্ষিণে রহিলেন, লক্ষণ ভাল; মহাজনকে দক্ষিণে রাখিয়াই যাইতে হয়। “গুরুবাক্য লজ্জন করিব না” বলিয়া যিনি যুগান্তকাল পর্য্যন্ত নতশির হইয়া থাকিতে পাবেন,—তিনি যথার্থই জ্ঞাত, যথার্থই মহাজন!

ধূলা ও কয়লাগুঁড়াব ঐশ্বর্য্য যদি দেখিতে হয়, তবে এই বিলাতী ডাকের পোষ্ট্যাল একস্প্রেস ট্রেনে চড়া উচিত। ইহার গুণ সবই;—ভাড়া বেশী চলতী গাড়ীর হোটেলের জিনিষের দামও দ্বিগুণ। এক বাটী চা ও কিছু রুটাব দাম একটাকা! সর্বত্র ধূলায় ধূলাময়। গাড়ীতে যাত্রীদের “খিদমদ” খাটিবাব জ্ঞাত একটা লোক দেয় বটে, সে দয়া করিয়া মাঝে-মাঝে আসিয়া ঘর বাড়িয়া যায়। তবু ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ। তাহার উপর গরমও তেমনি। বিলাতে, যুরোপে ও জাহাজে সর্বত্র বিছানা পাওয়া যায় বলিয়া বিছানা সঙ্গে ছিল না। বিলাতী নিয়ম অনুসারে এ গাড়ীতেও বালিস কঞ্চল চাদর তোয়ালে সাবান—সব দেয়। ভাবতবর্ষের অল্প কোন ট্রেনে এ বন্দোবস্ত নাই। তাহাব কাবণ বোধ হয় যে, আহেল-বিলাতী লোকে বিলাতী বন্দোবস্তই জানে এবং বিলাতী নিয়ম অনুসারে বালিশ বিছানা লইয়া পথ চলে না। তাহাদেব কষ্ট নিবারণের জ্ঞাত বিলাতী ডাকগাড়ীটিতে এই বন্দোবস্ত। ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিয়াও, ধূলায় হাত হইতে রক্ষা পাইলাম না। ইচ্ছা ছিল না, তবু স্নান করিলাম। গাড়ীতে সাওয়ার বাথের স্নান প্রায় ঘটে না।

বেলা ১১টার সময়, ছিওকী অর্থাৎ এলাহাবাদের জংসন ষ্টেশনে পৌছিলাম। দেখিতে-দেখিতে মৃজাপুর চুনাব পার হইলাম। রুটী ও ফল খাইয়া দিন কাটাইতেছি দেখিয়া, স্ত্রীর রাজেন্দ্র রহন্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি, প্রাচীন্তির হাটে নাকি?” ইহার কিছু পূর্বেই আমি ঠিক এইরূপ ভাবের কথা লিখিয়া স্নান করিতে গিয়াছি; তাহাকে একথা বলাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। এটা করিডোর-ট্রেন; ইচ্ছা করিলে এক কামরা হইতে অপর কামরায় যাওয়া যায়।

মোগলসরাই ষ্টেশনে “ চাটুয্যে মহাশয়ের ” সহিত দেখা হইবে বলিয়া বড়ই আনন্দ হইল । যিনি দয়া-যত্ন করেন, তাঁহারই প্রতি প্রাণের এইরূপ আকর্ষণ হয় । ষ্টেশনে বেচারী বিছানা পাড়িয়া সকাল হইতে অনাহারে বসিয়া আছেন ; মুখ শুখাইয়া গেছে । বিলাত বাইবার সময়েও ইনি মোগলসরাই হইতে কিছু পথ একত্রে গিয়াছিলেন এবং সজলনয়নে বিদায় দিয়াছিলেন । এখন সুস্থবাবীবে নিরাপদে দেশে ফিবিতে দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কল্যাণ কামনা করিয়া আশীর্বাদ করিলেন । রাজা মাধোলালের জামাতা বাবু বলদেও দাস ভ্যাস লোকজন লইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন । আমার দেশ-প্রত্যাবর্তন-মুখে সহৃদয় বন্ধুগণ সংবাদ পাইয়া কাশী হইতে মোগলসরাইয়ে অগ্রসর হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছেন ; সৌভাগ্যের কথা ।

শোণ নদীর বিপুল পুল পার হইবার সময় ইহার ক্ষুদ্রকায় উৎপত্তি-স্থান পার হইবার কথা মনে হইল । উন্নতির সময়ে মানুষের উৎপত্তি-কথা কত কম মনে পড়ে, তাহাও সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণ হইল ।

বৈকালে দানাপুৰ, বাঁকীপুর ছাড়াইয়া মনে হইল, এখনও কত দূর যাইতে হইবে । শেষ কয় ঘণ্টা যেন আর কাটিতে চাহে না ।

কলিকাতার সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, আমাদের জাহাজেই ডাকের খলি কাটিয়া চুরি হইয়াছে । শেষ দিন যখন ডাকের সব খলিয়া ডেকের উপর সাজাইয়াছিল, অরক্ষিত ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছিল একরূপ ভ্রমটনা সর্বদা হয় না কেন ? সহযাত্রীরা অনেকে বলিল, জাহাজে এবার অনেক চুরি হইয়াছে । জাহাজে কিন্তু কিছু শুনি নাই ।

ষ্টেটস্ম্যানে দেখিলাম যে, আমার আজ রাত্রে কলিকাতায় পৌঁছিবাব সংবাদ বাহির হইয়াছে । দেরি করিয়া, কাল দিনের বেলায় পৌঁছিবাব বন্দোবস্তের কথা কলিকাতার কোন কোন বন্ধু চাটুয্যে মহাশয়কেও লিখিয়া-ছিলেন । যখন এত আয়োজনের ঘটা, তখন তাহা ব্যর্থ করিবার জন্ত “ নিবিড় নিশীথের ” আরও বেশী প্রয়োজন । শুনিলাম গাড়ী হাবডায়

দেরিতে অর্থাৎ প্রায় রাত্রি ১টার পৌঁছবে। অতএব লোকসমাগম কিম্বা বিজাতীয় সম্ভাষণ-বিভীষিকার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ক্রমশঃ মধুপুরের নিকটবর্তী হওয়াতে, প্রাণ উচ্ছ্বাসে নাচিয়া উঠিল। উদ্দেশ্যে, ভক্তিতে পিতৃমাতৃচরণে প্রণাম করিলাম। মাতৃদেবী বহুকাল রোগভোগের পব এই মধুপুবে আসিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিলেন এবং বহুকাল পবে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের শেষজীবন মধুপুবেই কাটিয়াছিল; শ্মশানভূমি তাঁহার চিতাভগ্ন বৃকে ধরিয়া মধুপুবে আমায় পবিত্র তীর্থভূমিতে পবিত্রত করিয়াছে।

বেল কন্ঠচাবী, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র প্রভৃতি অনেকে “বিলাতী ডাকের” সংবাদ পাইয়া দৃষ্টানে আসিয়াছেন। সকলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে আমি বিশেষ গৌরবান্বিত; তাঁহারা কষ্ট করিয়া অসময়ে দেখা করিতে আসিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞ। পবিচিত্ত অপরিচিত ভদ্রলোক অনেক আসিয়াছিলেন। অনেকে মধুপুকের প্রসিদ্ধ গোলাপফুলের তোড়া লইয়া আসিয়াছিলেন। বস্বে, মোগলসরায়, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে পরিচিত বন্ধুগণের আদর অভ্যর্থনায় প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। পথে স্থানে-স্থানে এত জনতা ও ঘটা দেখিয়া কোনও-কোনও সহযাত্রীর ক্রুদ্ধনের অবধি বহিল না।

আসানসোল পাব হইবার পব আলপাকার কোটের পকেটে হঠাৎ হাত পড়াতে ১৫ই মে তাবিখেব অর্থাৎ বিলাত যাইবার দিনের—লিখিত বড়দাদার চিঠিখানি বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় পুৰাতন আলপাকার কোটটি গায়ে দিয়া দারুণ গ্রায়ে ‘তারত উপদ্বীপ’ পার হইয়াছিলাম। ফিরিবাব সময়ও গরমের জন্ত তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। চিঠি পাইয়া সেই সময়ে এই পকেটেই রাখিয়াছিলাম; এখন পর্য্যন্ত উহা এইখানেই ছিল।

তিনি লিখিয়াছিলেন—“May God bless you, May I see you back safe and covered with honor and glory..... Honor ও Glory, কথা বিশেষ কিছু বড়-মুখ করিয়া বলিতে পারি না।



যে মহাকাৰ্য্যেৰ জগু গিযাছিলাম, তাহাব ত কিছুই কৰিতে পাৰিলাম না। ভগবৎকৃপায় আনুযায়িক সন্মান ও স্নেহ যাহা লাভ হইয়াছে, হিতৈষী ও আত্মীয়গণেৰ তাহাতে তুষ্ট—ইহাই পৰম সৌভাগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়েৰ প্ৰতিনিধি হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়েৰ কাজে গিযাছি ইহাই যথেষ্ট গোবব। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় বংশেৰ প্ৰতি চিৰদিন যথেষ্ট কৃপা কৰিগাছন। পঙ্গনকুমাৰ, সৰ্য্যকুমাৰ, বাজকুমাৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ, সুবোধপ্ৰসাদ ও আমি সেনেটে স্থান পাইগাছি, ইহা পৰম গোবব। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গণও যথেষ্ট কৃপা কৰিগাছন।

বাৰ্ণি ছিপ্ৰহবেৰ পৰ হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম।

এত চেষ্টা কৰিয়াও “অভ্যর্থনাৰ” ভাত হইতে সম্পূৰ্ণ বঞ্ছা হইল না। গভীৰ বাত্ৰেও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এৰ সঙ্গত ছাত্ৰবৃন্দেৰ অনেকেৰ সন্মিলন হইয়াছিল। ফুলেৰ মালা প্ৰভৃতি অনুষ্ঠানেৰ ক্ৰটি হইল না, “হাবান বতন পেলেম ফিবে” গোছেৰ সকলেৰ মনেৰ ভাব।

বাড়ী পৌছাইতে বাৰ্ণি প্ৰায় ১১০ টা বাজিল। চাৰিদিগ লতাপাতা ফুলে সাজান ও তাহাব মধ্যো-মধ্য আনো। বাড়ীতে পা দিবামাত্ৰ কেহ “See the conquering hero comes” বাঞ্ছনা জড়িয়া দিল।—দিগ্বিজয়ী বীৰেৰ নিদৰ্শন কোথায় দেখিল, বুঝিষা উঠা কঠিন।

বহুদিন পৰে মাথাৰ মায়েৰ কোলে আপনাৰ জন-গণেৰ নিকটে, ফিৰিয়া আসিলাম, তাহাই যথেষ্ট। শ্ৰীভগবানেৰ চৰণে শতসহস্ৰ প্ৰণাম।



## উপসংহার ।

উজ্জ্বল আলো—টু স্তব সমযোপযোগী বোধ হইল না । ২ কভোণা-  
দিয়েব অনভিমতেই .কান ইটৌবী বন্ধ এ ‘উচ্চ’, শাস্ত্রানুসারে বাবস্থা  
কৰিবাঁছিলেন ।

চক্ষু, কণ, শ্রোণ, ওখন অত পবদায় বাধা । ‘বেস্তবা’ আলো, ‘বেস্তবা’  
স্তব বন্ধ কৰাইয়া শ্রোণ হাপ ছাড়িল ।

মাতৃ-পাদপদে আয়-নিবেদনার্থ পাণ নিশ্চয় খোঁজে,— নিশ্চয়তায়, নিচু  
সুবেই, তাব আনন্দ ।

বেলগাডীব, শ্রেণম শ্রেণম, পাহাডেব পথে মন্দ গতি ছিল, বাঙ্গলাব  
মমতলক্ষেণে পড়িয়া অবধি সহানুভূতি প্ৰদৰ্শনম্ভলৈই যেন প্ৰকৃষ্ট প্ৰাশ্ৰিত্ত  
বিষাচিলঃ—

‘পাবস্ত্যমী মৃগ যবাক্ষমবেব বথ্যাম’

ইহা একদিন বড় বাঁহাডবাব কথা ছিল । “মৃগ বব” ও “বথ্যবেব”ব ‘ঈ  
একদিন ‘বহুমা’ খৰ কবিয়াছিল । “ন-কাকাবাবব” মোটবগাডী প্ৰথম যে দিন  
তাহাকে বায়বেগে সাক্ষ লাব বোডে নুতনবৌদিদিব পিত্ৰালয়ে গইয়া যায়, স্তম্ভিত  
হইয়া ~~সে~~ অনেকক্ষণ বাক্যবায় কবে নাই । তাবপব জিজ্ঞাসা কৰিলঃ—“আচ্ছা  
মোটবগাডী ও মানুহ, একব গাডী, খোডাব গাডী, বেলগাডীব (অথাৎ  
কলিকাতাৰ কলঙ্ক কীৰ্ত্তি সাক্ষ লাব বোডেব ময়লাফেলা বেলগাডী) চেয়েও  
জোবে চণেছে । কিয় আমি যত মনে কৰি, তাব চেয়েও জোবে যেতে  
পাবে কি ?”

ইহাব বৎগবেক পূৰ্বে মেঘ ডাকিলে সে জিজ্ঞাসা কৰিত, “ভগবান বুঝি  
গাডী তৈয়াৰি কৰ্ত্তে হকুম দিয়েছেন—তাঁব গাডী বুঝি আস্তাবল থেকে বাহিৰ  
কছে ?” “তাই বুঝি অত গড়্ গড়্ শব্দ হছে ?” বিহ্বাৎ হানিলে জিজ্ঞাসা  
কৰিত “গাডীৰ বাতি জালবার দেশলাই বুঝি ভিজে গিয়েছে, তাই ভাল



অলছে না”। পুরীধামের সমুদ্র তরঙ্গভঙ্গে ‘হাসি’ ‘কান্না,’ ‘রাগ,’ ‘আহ্লাদ’ প্রভৃতি নিপুণচিত্তে, তন্ময় হইয়া অধ্যয়ন করা যাহার সনাতন আনন্দ ছিল এবং সাগর-রাণীব প্রত্যেক অবস্থাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট যাহার প্রতি জাগ্রত মুহূর্তের কাড় ছিল, তাহার পক্ষে এ প্রশ্ন অদ্ভুত নয়। কিন্তু তাহার সছতর তখন আমাব বুদ্ধিব অতীত !

পাচ বছরের মেয়েব এ ‘পাকা’ কথা চাপা দিয়াছিলাম,—হাসিয়া, ভুলাইয়া অশ্রুমনস্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিশুর ঔৎসুক্য ও কোতূহল নিবারণে অক্ষম বয়স্ক মাত্রেবই ইহা শ্রেষ্ঠ দুর্গ।

বালি ধূলি কাঁকব কয়লা উড়াইয়া “ভৌতিক হাওয়াব” বেগে ওভারল্যাণ্ড মেল মেদিনী কাপাইয়া যখন ছুটিয়াছিল, তখন “আমি যত মনে কবি, তাহাব চেয়েও জোবে গাড়া যাইতে কেন পাবে না,” বহুমান্ব নিকটবর্তী হইবাব জগ্ন শীঘ্র হইতে শীঘ্রতব চেষ্টা কেন কবে না, প্রবাসেব শেষ কয়েক মাইল পথে সহস্রাবাস সে প্রশ্ন মনে উদয় হইয়া, নিজেব জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন এবং নবীন “ডাক্তাবত্বেব” অসাবতা প্রমাণ করিয়াছিল।

সেই বহুমা,—বহুমান্ব দাদা, দিদিমা, দিদি, কাকা ও অগ্ন্যগ্ন আত্মীয়-আত্মীয় পবিত্রতা সেই বহুমা সম্মুখে;—মালা সল আলো গ্রামোফোনেব সময় তখন নয়। বিবহ-ব্রত-দীঘ মাসত্রয় যখন বর্ষত্রয়েব তুল্য মনে হইতেছিল, তখন এ সকল আড়ম্বরের প্রত্যাখ্যান প্রয়োজন।

দশমাব চাঁদ ডুবিয়াছে। কন্ধনিঃশ্বাসে, স্তব্ধ-আঁধাবেব মাঝে যাত্ৰাদিগকে দেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তেমনি জমাট আঁধাবেই তাহাদেব সহিত মিলন-প্রয়াস স্বাভাবিক। কলহাস্ত, উচ্চ স্বব, জ্বালাময়ী আলোকমালাব সেখানে স্থান নাই।

এ আঁধারের একটা বিশেষত্ব আছে, মাধুর্যা আছে, সামঞ্জস্য আছে—যেন স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞান আছে। “উজ্জ্বলে মধুরের” তালিকা সঙ্কলনের সময় বঙ্কিমবাবুর এ কথা মনে পড়ে নাই বলিয়া সে তালিকা অসম্পূর্ণ। অথবা মহকুমা হইতে সদরে বদলী হইবার সময়, কিম্বা কলিকাতা হইতে কাঁঠালপাড়া

হাইবাব সময় অঘটন-ঘটন সম্ভব নহে, বলিয়াই এৰি এ মধুব তালিকা অসম্পূৰ্ণ ।

হাবডা প্যাটফিল্ম আলোক ঝটিকাৰ প্ৰবল আঘাতে, স্নেহ-ভক্তিভাবে প্ৰণত ভ্ৰাতা ও পুত্ৰগণেৰ অস্পষ্ট মুখচ্ছবি একটা বিষম ৰূপসাব ভিতৰ দিয়া দেখিয়াছিলাম । বাত্ৰি অধিক, আলোক অধিক, কিস্বা পথশ্ৰম অধিক, বলিয়া কে সে ৰূপসা বড ঘন বোধ হহতেছিল ? না, অগ্ৰ কাৰণে ? স্নেহোৎসল্ল বান্ধবগণ যখন আদবভাবে ও আদব-পৰিচায়ক ফলমাগাব ভাবে নিপীড়িত কবিতৈছিলেন তখন কাহাবও মুখ স্পষ্ট চিনিতে পাবা গাইতেছিল না । সেই পীডন-নিৰ্ধাতন, ত্যাগ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে, য়েণ ও জাহাজেৰ সহচৰগণ, ‘নানা পক্ষী এক বৃক্ষে’ নিশি বন্ধনাৰ পৰ ‘দশ দিকে গমন’ পত্ৰা অবলম্বন কৰিবা মগন আমাৰ আংশিক অব্যাহতি দিলেন, তখনও সে ৰূপসা কাটে নাই । কাহাকে দেখিলাম, কাহাব সম্ভাষণেৰ কি উত্তৰ কৰিলাম, কিছু মনে পড়ে না । ফুলমালা, আলো, জনসত্ত্ব, বান্ধবকণ্ঠে সন্মুখাৰিত জয়গীতি একাকাৰ হইয়া মিশাইয়া গেল । সুবেশেৰ দণ্ডগামা মোটৰও যেন সে দিন আদব-সোহাগে ধৰণামা ।

বাডা পোছয়া আবাব কয়েকজোডা ৰূপসা চোখেৰ সান্নিধ্যে দৃষ্টিপ্ৰাথনা বিশেষ শ্ৰীসম্পন্ন হহল বোব হয় না । বাহাব সময় শাসাইয়াছিলাম “যতগুলি চোখে যত ফোটা জল পড়িলে, প্ৰবাস দেয়া তত মাস বাড়িলে ।” আজ বাধ ভাঙ্গিযাছে । সে বাধা আব মানৈ বে ? আব সে শাসনই বা কবে কে ?

প্ৰবাস-অবসবে গৃহস্থেৰ অবকাশ-প্ৰাচুৰ্য্য, শিল্পনৈপুণ্য-প্ৰাচুৰ্য্য এবং কবিত্ব-প্ৰাচুৰ্য্যেৰ প্ৰমাণেৰ অভাব দেখিলাম না । অভ্যৰ্থনা, প্ৰত্যুৎগমন, সম্ভাষণ-পৰিচায়ক অশন-বসন-আসন-বৈচিত্ৰ্যে সহস্ৰ “স্বাগত” প্ৰকটিত । বালক বালিকাগণেৰ স্বহস্ত-সমৃদ্ধ কাক্কাৰ্য্যে গৃহভিত্তি খচিত । স্বয়ং বাগ্‌দেবী পশমেব হবফে, কাঠেৰ ফ্ৰেমে, কাঁচেৰ হাজতে বন্দী ।

কিন্তু “চোখেৰ কোলেৰ কালী” যত্ন-সমাহত সম্ভাৰেৰ বিৰুদ্ধে অকাটা

সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মামলা ফাঁসাইয়া দিল। আসনের আদর হইল বটে, কিন্তু যাইবার দিনের মত অশম অস্পষ্ট রহিল। শত ধৃত্য সেই, যাহারে প্রবাস মোচনে প্রাণফাটা এই ভাষা স্বভাব-সরল উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রাণে, বরণ করিয়া লয়। ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষায় অনেক কবিতা, গীতি ও বক্তৃতায় প্রবাস-গমনের পূর্বে ও পবে, অদম্য সম্মান-সভাসমিতি মুখরিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন গীতি, কবিতা ও বক্তৃতা সেই চোখের কালির অধিক মর্ম্মস্পর্শী?

ঝাপসা না কাটিতে-কাটিতে প্রাচীন্মূল তরুণভ।

জয় জগদীশ হরে।

জীবন-প্রভাত!

বহুদূর বিস্তৃত, বহু পুরাতন অথচ চির-নবীন এবং চিরপ্রিয় জননী-বর্ষ-ক্ষেত্রের ঘনিকা ধীবে-ধীবে উত্তোলিত হইল।

যিনি লইয়া গিয়াছিলেন, লইয়া আসিলেন, যাহার নির্দিষ্ট কর্ম্ম নিপুণতাব সহিত সংসাধন-কল্পে এত আয়াস, এত ক্লেশ, এত আয়োজন—তাহার মঙ্গলময় শ্রীপদে আত্ম-নিবেদন, কর্ম্ম-নিবেদন, সর্ব্ব-নিবেদন করিয়া, “যা ছিলাম, তাই রয়ে গেলাম”।

প্রভাতসূর্য্যের সহিত কত বান্ধব, কত আত্মীয়, কত স্নেহাস্পদ জন আসিয়া কত আদর, কত আশীর্ব্বাদ, কত মঙ্গল-সাফল্য কামনা করিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ দুঃসাধ্য। সেই দিন হইতে কত দিন, কত সভা-সমিতি-সমারোহে সে সম্বন্ধনা ও অভ্যর্থনা পুঞ্জীকৃত হইল, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া কত সম্বন্ধনা-কার্য্যবিবরণ পাঠক-শ্রেণীবিশেষের ধৈর্য্যচ্যুতি করিল, এবং বিরক্তির কারণ হইল তাহার পুনরুক্তির স্থান ইহা নহে। হৃদয়স্পর্শী কবিতা, গীতি ও বক্তৃতায়, নগণ্য অধর্ম্মের নগণ্য কার্য্যকলাপ-ব্যাখ্যানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা, যুক্তিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, মাদকতা-নিবারিণী সভা, ধূমপান-নিবারিণী সভা, কলিকাতা হাইস্কুল, ইণ্ডিয়া ক্লাব, এটর্নীর এসোসিয়েশন, সঙ্গীত-সমাজ প্রভৃতির বৈধ কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মিল, তাহার সবিস্তার বিবৃতির স্থান, এ প্রবন্ধ নহে। এই বিলাত প্রবাসের পরোক্ষ ফল স্বরূপ উত্তর কালে



বড় লর্ড লর্ড-হার্ডিং ।

লোকপ্ৰিয়, ত্ৰায় পৰায়ণ, দক্ষ বাজ-প্ৰতিনিধি লৰ্ড হাডিংএৰ আমন্ত্ৰণে চাৰি বৎসৰ বিশ্ব বিখ্যালেৰে চালাব গুৰুভাৰ গ্ৰহণ কৰিতে হইয়াছিল, সে কথায় আলোচনাৰ স্থানও ইহা নহে।

একটি কথা বিস্তৃতি লিপিবদ্ধ না কৰিলেই নয়। “জাত মাৰিবাব,” একঘৰে কবিবাব চেষ্টা, ঘৰে-বাহিৰে নিত্যন্ত কম হয় নাই। যাইবাব পূৰ্বে সে বিভীষিকা সাফল্য-লাভ কৰে নাই বলিয়া প্ৰত্যাৰ্ত্তনেৰ পৰাও সংসাহসীবৃন্দেৰ উত্তোষেৰে ক্ৰটি হয় নাই। কোন কুটুম্ব, কুটুম্বান্তৰেৰ বাতী গিয়া “নিমন্ত্ৰণ বন্ধেৰ” চেষ্টা কৰিয়াছিলে, কেহ বা নিমন্ত্ৰণ কৰিয়া, “পাছে দোৰ হইলে কষ্ট চৰ” বলিয়া “স্বতন্ত্ৰ পাতাব” চেষ্টাও কৰিয়াছিলে। কেহ বা যথার্থই স্নেহভবে সামাজিক সন্মান-বক্ষাব জন্ত ‘প্ৰাৰ্থিচ’ ব্যবস্থা কৰিয়াছিলে।

এ সকল আলোচনা ও বাদানুবাদেৰ উত্তৰে, কনিষ্ঠা কন্তাব বিবাহে সমবেত দ্বিসহস্ৰাধিক অধ্যাপক ও ব্ৰাহ্মণ-কায়স্থাদিৰ পদবজ্জে সুবি লেনস্থ ‘প্ৰসাদপুৰ’ পৰিত্ৰী-কৃত হইয়াছিল। তাহাৰ অনেক পূৰ্বে, হহাব উত্তৰে, যোগী ও সাধকশ্ৰেষ্ঠ মহাবাজ বালানন্দ ব্ৰহ্মচাৰী, মহাষ্টমাব দিনে, যজ্ঞগৃহে, পূৰ্ণাছতিব সমব, সমবেত সাধক ও ভক্তমণ্ডলাব মধ্যে, নিজহস্তে, সৰ্বপ্ৰথমে, এই অৰামেৰ ললাটে যজ্ঞফোট। পৰাইয়া দিয়াছিলে। ইহাব উত্তৰ বিশ্বনাথ, অন্তৰ্গুণী, জগন্নাথদেব ও তাৰকেশ্বৰেৰ মান্দেৰেৰ মহাস্ত, পাণ্ডা ও পূজকগণ গিয়াছে।

কিন্তু তাহাও অনেক পৰে।

সঙ্গে সঙ্গে হহাব উত্তৰ নাৰিকেল ডাঙ্গা ষষ্ঠীতলাব পবিত্ৰ আশ্ৰমে প্ৰদত্ত হইয়াছিল, সে আশ্ৰম আজ অন্ধকাৰ।

পৌছিবাব পৰ দিন বৈকালে গুৰুৰাজ গুৰুদাস বাবুকে প্ৰণাম কৰিতে গেলাম। পিতৃবন্ধু, পিতৃস্থানীয়, মহাজন আত্মদেবে গদগদ হইয়া প্ৰেমান্ত্ৰিানে প্ৰবাসেৰ সকল ক্লেশ ভুলাইয়া দিলে। নিজেৰ ঘৰে বসাইয়া স্বহস্তে প্ৰসাদ দিয়া সৰ্ব প্ৰাৰ্থিচন্তেৰ কাৰ্য্য সমাধা কৰাইয়া দিলে।

নাৰিকেলডাঙ্গাব সে দিনেৰ ব্যবহৃত তৈজসপত্ৰ ফেলা গিয়াছিল, এমন কথা শুনি নাই। স্বৰ্গীয় পিতৃদেৰেৰ পুণ্য আত্মা, সেই মাহেভ্ৰক্ষেণে, যেন সমুৰ্ত্ত



লেডি-হার্ডিং ।

হইয়া স্নেহ আদব এবং অখণ্ড আশীর্বাদে সহিত “ঝাঁকেব পাখীকে” “ঝাঁকে” টানিয়া লইলেন।

বাড়ী ফিরিলেই প্রবাস শেষ হয় না। প্রবাসান্ত এত সহজে হয় না—ইহা বলিবাব ও বুঝাইবাব জ্ঞাই বোধ হয়, পূর্বে দীর্ঘ-প্রবাসের পর “দাঁড়া গোপালের ভোগ”, “তীর্থ-প্রত্যাবর্তন শ্রাদ্ধ” ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল।

প্রবাস শেষ হইলেই প্রবাস-কাহিনী শেষ হয় না। কথা কি ফুবায়ে! তিন মাসের ভ্রমণ কথা’ ‘ভাবতবর্ষে’ব ‘স্তম্ভে’ ক্ষোদিত হইতে লাগিল তিন বৎসর। পুস্তকাভাবে বাহির হইতে লাগিল আর চারি বৎসর; একজন রসিক (রসিকা?) পাঠক (পাঠিকা?) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “সর্বাধিকাবী মহাশয়ের যাত্রাটা কি গো যানে হইয়াছিল?”

“আমাব কথাটি ফুবায়ে”;—গাছ কিন্তু মুড়ায় না। দুপুবে মাতনের পর, কিস্বা আট প্রহর হরিনামেব নগর-সংকীর্তনের পর, বাড়ী ফিবিলে গৃহস্থ যেমন তাল ঠাণ্ডার জ্ঞা দধি কাদাব আয়োজন করেন, “ভাবতবর্ষের” ‘গৃহস্থ’ও সেই আয়োজনের পক্ষপাতী। সোভাগ্যক্রমে প্রবন্ধ এত ধূলী মাটী আবর্জনায পরিপূর্ণ যে, প্রয়োজনীয় কৰ্দমসস্তার স্বল্পায়াসেই আহত।

‘কৰ্দমশেষ’ প্রবন্ধের শেষ হইলেই পাঠক ও মুদ্রারূপ উভয়েরই বিবাম! কিন্তু বিজ্ঞ ভাবতবর্ষ সম্পাদক ও সাহিত্যিক “দণ্ডপাণি” জলধর বাবু সহজে পরিত্রাণ পাইতে ও দিতে প্রস্তুত নহেন। বিয়োগান্ত অভিনয় করিয়া গৃহস্থগৃহে “কুশীলব” পূর্বে পবিত্রাণ পাইত না; বিয়োগকে মধুব মিলনে পর্যাবসিত না কারলে যাত্রা-ওয়ালার সিধা-বক্সোস বাজেরাপ্ত হইত। সিধা-বক্সীসের বিশেষ কি উত্তোগ আছে, না জানিয়া ‘গৃহস্থ’ জলধর বাবুর ফরমাইসমত উপসংহার বা মিলনাক্ষের অবতারণা বড় সহজ নয়।

আব্দাবও তাঁর অনেক।

গয়াধামে পিতৃকৃত্যের পর এবং ভারত মহাসাগর-বক্ষে প্রভু যে ভাবে ক্ষণেকের তবে হৃদয় অনুপ্রাণিত করিয়া ধ্যায় করিয়াছিলেন, সেই ভাব

পুনৰুদ্ধীপিত কবিতা জলধৰ বাবুৰ ফৰমাইস গামিল কাৰতে হইবে—ইহাই নিদেপ ।

ফৰমাইসমত এ ভাবেৰ অন্তৰাণা সম্ভব হইলে, ‘পৈত্ৰিক গুৰু’ৰ স্থান অধিকাৰ কৰা হুঁসাধা হত না ।

‘যুগে যুগে’ প্ৰয়োজনমত অসাবতম হৃদয়েও প্ৰভুৰ ‘সম্ভব’ অসম্ভব নহে, তাহাৰ প্ৰমাণ পাউয়াছি । মুহূৰ্ত্তেৰ জন্তু সে ৰূপাকণা জীৱনে একবাৰ বা একাধিকবাৰ পাউয়া ৭ে ধৰা হইয়াছে, তাহাকে ৰূপণেৰ ধনেৰ মত সে বতন সঞ্চয় ও বক্ষা কৰিতে হয় । ফৰমাইস বা প্ৰয়োজনমত উদয় অন্তেষ বন্ধ তাগা নহে ।

“জলধৰ-পটল-সংযোগ” হউনৈই যদি জলদবৰণেৰ আবিৰ্ভাব হইত, তাহা হইল “ভাবতবৰ্ষেৰ” দৈন্ত্ৰ, ক্ৰেশ, ৰজ্জা, সব নিবাবিত হইত ।

সে ৰে অনেক সাধনেৰ ধন, চকিতে দেখা দিবা সে চকিতে পলায় । Storage batteryৰ মত ধৰিয়া বাখিয়া, অবসৰমত যে খবচ কৰিতে পাবে, সে অথাত মহাজন । শ্ৰীক্ষেত্ৰ হইতে সংগৃহীত মহাপ্ৰসাদেৰ কৰ্ণকাৰ শ্ৰায় সাবধানে বাবজত হইয়া সে মহাধন বংশপৰম্পৰায় জীৱন, চৰিত্ৰ, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনাকে সাক্ষ্যমণ্ডিত ববে । চাহিলেই জোটে কই ?

‘দুৰোপে তিনমাস’ পৰিপূৰ্ণ হইল । বহুদিন কল্পিত, বহুদিন-প্ৰতিজ্ঞাত এত উদঘাপন হইল । দেখিলাম অনেক, বুঝিলাম অনেক, শিখিলাম অনেক ; বুঝি ভূগিলামও অনেক ।

কিন্তু সবটাই লাভ । টাকাৰ দিক হইতে না দেখিলে, এ তিনমাসেৰ বাববাবটাব ষোল-আনাই লাভ ।

ইংৰাজেৰ মধ্য দেবতা দেখিয়াছি, ঋষি দেখিয়াছি, বীৰ দেখিয়াছি, সহৃদয় লোক দেখিয়াছি,—বানৰও দেখিয়াছি । ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম, জ্ঞান, সাধনা, আতিথেয়তা, সমাজপ্ৰিয়তা, অভিমানবশে যাহাৰা এ দেশেৰ একচেটিয়া কৰিতে চাহেন, তাঁহাদেৰ মাঝে মাঝে একৰূপ “তীৰ্থ-পৰ্য্যটন” প্ৰয়োজন । ইংৰাজকে বুঝিতে এবং ভাবতবাসীকে ইংৰাজেৰ নিকট বুঝাইতে, এ দেশেৰ



ভাল লোকের সে দেশে ও সে দেশের ভাল লোকের এ দেশে আসা-যাওয়া যত বাড়ে, ততই উভয়েব মঙ্গল।

বিধি-নিয়মে উভয়েই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরস্পরবেব যাথার্থ্য পরস্পরের উপলব্ধি কবা প্রয়োজন। জ্ঞান, বিজ্ঞা ও শিল্পকলাব অর্জনজন্তু বিলাত-বাত্রাব প্রয়োজনীয়তা প্রশাণ-প্ররোগ-সাপেক্ষ নহে—পরস্পরবেক চিনিবার, জানিবার ও বুঝিবার জন্তু যে জ্ঞানেব প্রয়োজন, তাহাব সমাক লাভের জন্তু এ আদান-প্রদান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এ মহান উদ্দেশেব অন্তবায় সাধন কবিয়া সমাজের মঙ্গল-সাধন হইতে পারে না; “জাতমারাব” দল সে অন্তবায়-সাধন আব করিতে পারিতেছে না, পারিবে না। সেজন্তু চিন্তা নাই; কিন্তু পল্লবগ্রাহী লোকেব যাওয়া আসায় ফল নাই—এবং বিষ। মাহুষেব মত মানুষ একটু পবিণত বয়সে যাইলে সকল দিকেই মঙ্গল।

বিলাত যাইবার জন্তু সর্বস্বাস্ত হইতে বা পিতামাতাকে সর্বস্বাস্ত কবিতে হয় না; জাতীয় আচাব-ব্যবহাব, নিয়ম-সংঘম ত্যাগ করিতে হয় না, বিদেশী ভেক ধরিতে হয় না; বরং নিজ স্বাতন্ত্র্য ভদ্রভাবে রক্ষা কবিতে পারিবে সুরবিধা হয় ও উপযুক্ত স্থানে সম্মানভাজন হওয়া অসম্ভব নহে, একথা বুঝাইতে কিছু চেষ্টা করিয়াছি।

ইংরাজ (স্কচ, আইরিস ইহাতে বাদ পড়ে না) নরনারীব চরিত্রের ও হৃদয়ের মাধুর্য্যে মোহিত হইতে হয়; তাহাদিগকে পূজাঞ্জলি দিতে হয়, ভাগবাসিতে হয়—একথা বহু স্থানে বহুবাব বলিয়াছি; অতএব পুনরুক্তি নিশ্চয়োজন।

স্বর্গীয় পিতামহ শ্রীযুক্ত বহুনাথ সর্কাধিকারী মহাশয় নিজ ‘তীর্থযাত্রায়’ ষাট বৎসর পূর্বে উত্তরপশ্চিম-ভারতের যে সজীব চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, সেরূপ চিত্র আঁকিবার সাধ্য আমার নাই। বাঙ্গালা ভাষার ‘অসংস্কৃত’ অবস্থায়, চলতি, ব্যাকরণ-দৃষ্ট এবং গ্রাম্য-প্রায় কথায় তাঁহার ওজস্বী লেখনী ও চিন্তাশীল, পর্যবেক্ষণনিরত মস্তিষ্ক যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছে,

তাহার নমুনা সাহিত্য-পরিষদের রূপায় সাহিত্যিক-মণ্ডলী পাইয়াছেন। এ প্রবন্ধ সে শ্রেণীর নয়;—রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়কুমার সরকার প্রণীত বিদেশ বাস কাহিনীর শ্রেণীর নয়; ‘ম্যাক্স ওয়েলের’ অনুবাদ-শ্রেণীরও নয়। সাহিত্যেব ধার কখন যে ধারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ প্রবন্ধ-প্রকাশ অসহনীয় আত্মপক্ষা, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে অপরাধ লেখকেব নয়। যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ভাবিয়াছি ও বুঝিয়াছি— তাহাবই অতি সামান্য অংশ প্রিয়জনেব অবগতির জন্ত দিনে-দিনে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ছাপার হরপে কখন তাহা উঠিবে বা তৎসাহায্যে আধুনিক, সহজ-প্রণালীসম্পন্ন সাহিত্যিক স্থান অধিকার করিবে, এ ভাষণায় প্রবন্ধ বলিয়া প্রবন্ধ লিখি নাই। যে অবস্থা-পৰিস্থিতিতে সে নগণ্য পত্রাবলী ‘ভারতবর্ষের’ কচির দেহ কলঙ্কিত করিবাব অধিকার পাইয়াছে, প্রবন্ধেব প্রথমে তাহার প্রচুব পৰিচয় আছে। এখন পুনরুক্তি নিশ্চয়োজন।

কাহারও কাহাবও কোন কোন অংশ ভাল লাগিয়াছে, শুনিয়াছি। তাই বোধ হয় ‘ভারতবর্ষের’ কল্প-কাবকেরা স্থান-পূরণ-কল্পে এতদিন এই প্রবাস-কাহিনীকে আতিথ্য-সংকৃত করিয়াছেন। তাহারা ও ‘ভারতবর্ষের’ অচ্যুত-ঐর্ধ্য পাঠকগণ আমার অসংখ্য ধন্যবাদভাজন।

চট্টি-জুতা, গামছা, মগ, চাপকান, চোগা পাগড়ী সাহায্যে যদি কেহ সমর শেবে বিলাত-গমন-প্রয়াসী হয়েন, এই কাহিনী পড়িয়া তাহাদের কিয়ৎপরিমাণে আশা-ভরসাব সঞ্চার হইলেও হইতে পাবে।

গাট না পবিলে কুকুরে কামড়াইবে বা রাস্তাব ছেলেরা ঢিল-কাদা মারিবে, মজ, গো-মাংস, শূকর-মাংসের শ্রদ্ধা না করিলে ভদ্রগৃহে বা প্রকাণ্ড হোটেলে স্থান পাওয়া যায় না, সর্বস্বাস্ত না করিলে ও না হইলে বিলাত যাওয়া হয় না এবং বিলাতের সব ভাল, আমাদের সব মন্দ কিম্বা আমাদের সব ভাল, বিলাতের সব মন্দ, এ সকল “পর্যন্ত সমান” ভ্রমের “দেউল” যে সকল পবন-নন্দনেরা “ক্রোধে জলে ফেলে” না দিয়া উত্তরোত্তর বাড়াইতেই থাকেন—

তাঁহাদের এ কাহিনী রুচিকর হইবে না। কিন্তু এ দেউলের বৃদ্ধিতে দেশে  
শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

গিবন তাঁহার অমর কথা শেষ করিয়া স্মরমা স্মইস হৃদের তীরে, নিত্যা  
“সঙ্গীশূত্র ভাবে,” বিভোর হইয়াছিলেন। সেই অমর কথার “তুল্যমূল্য-প্রা  
কাহিনীর” পরিচ্ছেদ-শেষে লেখকের ও প্রকাশকের কি ভাব সম্ভব, তাহা  
বিচার সহৃদয়, ক্ষমাশীল, পক্ষপাতশূত্র পাঠকের হস্তে।

---

